মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রণীত

পদ্মপুরাণ।

ভূমিখণ্ড।

বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ।

জহরলাল লাহা কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও তৎকর্ত্তৃক
৯১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

বেদান্ত-প্রেস্,—১২৭ নং মস্‌জীদ্‌ বাড়ী ষ্ট্রীট।
শ্রীনীলাম্বর বিদ্যারত্ন দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯১ সাল।

পদ্মপুরাণ।

ভূমিখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

সর্ব্বশক্তিময়, সর্ব্ববিদ্যাধিষ্ঠিতা, সর্ব্বজ্ঞাননিলয় বিশ্বপতি-বাসুদেবকে নমস্কার।

মহাতপা মহর্ষিগণ মহাভাগ সূতের নানাপ্রকার প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে সূত! দেবাসুরের তুমুল সংগ্রাম সমাগত হইলে, নিয়ত স্বধর্ম্মাবলম্বী পরম বৈষ্ণব মহাভাগ দৈত্যপতি কিরূপে বিশ্বপাতা নারায়ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হয়েন এবং কিরূপেই বা তিনি বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। হে সূত! তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ও পরম পৌরাণিক, অতএব সেই সমস্ত সবিস্তর কীর্ত্তন করিয়া আমাদের কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে সুস্থ কর।

দ্বিজাতিগণের সেই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! পূর্ব্বে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা পরম বুদ্ধিমান ব্যাস কর্ত্তৃক পরিপৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই সমস্ত সবিস্তর কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমি ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন

[illegible] বেদব্যাসের নিকট হইতে সেই সমস্ত বিশেষ রূপে [illegible] করিয়াছি। এক্ষণে তিনি আমার নিকট যেরূপ বর্ণন [illegible]য়াছিলেন, আমি তদনুসারে আপনাদিগের নিকটে কীর্ত্তন [illegible]তেছি শ্রবণ করুন।

ভগবান ব্যাসদেব কহিলেন, হে সূত! তুমি আমাকে যে [illegible]ষয় জিজ্ঞাসা করিলে, পূর্ব্বে আমি জগদ্ভাবন ব্রহ্মাকে এই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আমাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন আমিও তোমার নিকটে সেই রূপ পরিকীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। দৈত্যপতি প্রহ্লাদ পরম বৈষ্ণব ও সকলের পূজনীয় হইয়াছিলেন। তিনি জন্ম-কাল হইতেই ভগবান বিষ্ণুর পরমভক্ত ছিলেন বলিয়া জগতে এ প্রকার খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। যেরূপ দেবা-সুরের তুমুল সংগ্রামে তিনি বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইয়া পরি-শেষে তদীয় শরীরে প্রবেশ করেন, এবং তাঁহার জন্মবিব-রণাদি আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

ভগবান ব্যাসদেব কহিলেন, হে সূত! পশ্চিম সমুদ্রতীরে সর্ব্বশুদ্ধি-সিদ্ধি শোভা-সমৃদ্ধি-সমন্বিতা দ্বারকা নাম্নী এক নগরী আছে। তথায় শিবশর্ম্মা নামে একজন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ যোগজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সেই শিবশর্ম্মার, যজ্ঞশর্ম্মা, বেদশর্ম্মা, ধর্ম্মশর্ম্মা, বিষ্ণুশর্ম্মা, ও সোমশর্ম্মা নামক পাঁচ পুত্র ছিল। সেই পাঁচপুত্রের মধ্যে সকলেই সমধিক পিতৃভক্তি-পরায়ণ ও সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী ছিলেন। সেই নিরতিশয় উদারপ্রকৃতি পুত্রগণের ঐকান্তিক পিতৃভক্তি সন্দর্শন করিয়া শিবশর্ম্মার তাহা পরীক্ষা কবিবার বাসনা হইল। ভগবান্ বিষ্ণুর প্রসাদে তিনি সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

মায়াবিস্তার করিতেও তাঁহার সমধিক ক্ষমতা ছিল। সেই মায়া-প্রভাবে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে মৃতারূপে পরি করিলেন। শিবশর্ম্মার পুত্রগণ জননীকে গতাসু নিরী করিয়া দারুণ শোকে অভিভূত হইলেন। শিবশর্ম্মা জন বিয়োগ-সন্তপ্ত সন্ততিগণকে নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পুত্রেরা কহিলেন, যে জন আমাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহার স্তন দুগ্ধে আমাদের দেহের পুষ্টি সাধন হইয়াছে, যিনি না থাকিলে আমরা পৃথিবী দেখিতে পাইতাম না, সেই স্নেহময়ী জননী নশ্বর জীবনের সহিত এই মর্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া সুরগণ নিষেবিত সুখ-সদনে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর শিবশর্ম্মা যজ্ঞশর্ম্মাকে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা তাহা মৃতা মাতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল ছেদন করিয়া ইতস্তত নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন। নিরতিশয় পিতৃভক্তি পরায়ণ যজ্ঞশর্ম্মা কালবিলম্ব ব্যতিরেকে তৎক্ষণাৎ পিতা আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে তাত আপনি আমাদের জনক। আপনা হইতে আমরা এই পৃথিবী দেখিতে পাইয়াছি। অতএব আপনি যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহা সদসদ বা কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা না করিয়াই তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিব। আপনি যাহা আদেশ করিয়াছিলেন তাহা আমি সম্পন্ন করিয়াছি; এক্ষণে আপনার আর কি ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা আদেশ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন।

ব্যাসদেব কহিলেন, মহামনা বিষ্ণুশর্ম্মা জ্যেষ্ঠ পুত্রের তাদৃশী অচলা পিতৃভক্তি সন্দর্শনে সাতিশয় প্রীতিলাভ

হইয়া, দ্বিতীয় পুত্র বেদশর্ম্মাকে পরীক্ষা করিতে মানস করিলেন। এবং বেদশর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি কামশরে জর্জ্জরীভূত হইয়াছি। তুমি শীঘ্র ইহার কোন প্রতিবিধান কর। পর্ব্বত প্রদেশে মলয়ানাম্নী যে রমণী বাস করে, তাহাকে তুমি সত্বরে আমার নিকটে আনয়ন কর। ইহাতে কোন রূপ অন্যথা করিওনা। বেদশর্ম্মা কহিলেন, হে পিতঃ! আপনার আদেশ সর্ব্বথা পালনীয়। কারণ পুত্রের নাম আত্মজ, অর্থাৎ মনুষ্যের আত্মাই পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করে। অতএব পিতা ও পুত্রে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। পিতৃকার্য্য আত্মকার্য্যের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবে। যে পুত্র হইয়া পিতার প্রিয়ানুষ্ঠান বা তাঁহার আজ্ঞা প্রাণপণে প্রতিপালন না করে, সে পুত্র-নাম ধারণের যোগ্য নহে। পিতাই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের দ্বার-স্বরূপ পিতৃসেবার তুল্য ধর্ম্ম নাই। জনক হইতে জননীশব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। জননী ব্যতিরেকে পুত্রোৎপত্তি হইতে পারে। মনীষিগণ মানসপুত্রের কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন।

মহাভাগ বেদশর্ম্মা এই প্রকার কহিয়া, শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে পিতার চরণ বন্দনা পূর্ব্বক অবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। এবং পর্ব্বত-প্রদেশবাসিনী মলয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শোভনে! মদীয় জনক আপনাকে প্রার্থনা করিয়াছেন। দুরন্ত কন্দর্প, তাঁহাকে তাহার বিষম কুসুম শরের লক্ষ্য করিয়াছে। অতএব আপনি সত্বরে আমার পিতার নিকটে গমন করিয়া, তাঁহাকে ভজনা করুন। বয়োরূপবিনাশিনী জরা অদ্যাপি তাঁহাকে আক্রমণ করে নাই। মলয়া কহিলেন, হে মানদ! তোমার পিতা বৃদ্ধ ও

জরাভারাক্রান্ত হইয়াছেন। অতএব তাঁহাতে আমার অনুমাত্র অভিলাষ নাই। বয়োরূপবিনাশিনী লোক দুষণী জরার অনেক প্রকার দোষ। জরাগ্রস্থ ব্যক্তির গাত্র শিথিল ও কেশ শুক্লবর্ণ হয়, এবং ভোগস্পৃহা মন্দীভূত ও শক্তি বিগলিত হইয়া যায়। জরাক্রান্ত ব্যক্তির মনোবৃত্তি সকল নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য আমি তোমার পিতাকে কোন মতে ভজনা করিতে পারিবনা। তুমি পরম সুন্দর যুবা পুরুষ ও আমার সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত। অতএব তোমার সহিত বিহার করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে। তোমার বৃদ্ধ পিতাকে ভজনা করিলে কি হইবে? তাঁহার প্রতি আমার অনুমাত্র অনুরাগ নাই। তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমার উপস্থিত সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া আমার সহবাস-সুখ-সম্ভোগে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমাকে স্বেচ্ছায় রতিদান করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমি তোমার সকল মনোরথ সম্পন্ন করিব, তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। তুমি আপন স্বার্থ পরিত্যাগ করিওনা। অযাচিতা হইয়াও যখন আমি তোমাকে প্রসাদ বিতরণে প্রস্তুত আছি, তখন তোমার সেই উপস্থিত প্রসাদ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে অবৈধ। ইহার নিমিত্ত পরিনামে তোমাকে বিস্তর অনুতাপ করিতে হইবে।

কিন্তু নিরতিশয় পিতৃভক্তিপরায়ণ মহামনা বেদশর্ম্মা মলয়ার সেই প্রকার প্রলোভন বাক্যে কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন, দেবি! আপনি যাহা যাহা কহিলেন সে সমস্তই আমার অপ্রিয় ও নিতান্ত পাপসঙ্কুল। এরূপ অযুক্তিযুক্ত পাপমিশ্রিত কুৎসিত বাক্য সকল প্রয়োগ করা আপনার

অনুচিত হইয়াছে। পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালন করাই আমার প্রধান ধর্ম্ম। পিতা তোমাকে প্রার্থনা করিয়াছেন। আমি পিতার নিমিত্ত আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমার পিতাকে ভজনা করুন। আপনি আমার পিতাকে ভজন করুন, আমি আপনার সকল অভিলাষ পূর্ণ করিব। এই ত্রিভুবনের মধ্যে আপনার যাহাতে বাসনা হয়, আমি দেবতাগণের প্রসাদে আপনাকে তাহাই প্রদান করিব। তচ্ছ্রবণে মলয়া কহিলেন, হে মনোজ্ঞ! তুমি আমাকে এই মুহূর্ত্তে সমুদায় মহেশ্বরগণ-পরিবেষ্টিত সুররাজ শচীপতিকে দেখাইতে পারিলে, আমি তোমার পিতাকে ভজনা করিব। এক্ষণে কাল বিলম্ব না করিয়া স্বীয় ক্ষমতার পরিচয় প্রদান কর।

অনন্তর মহামনা বেদশর্ম্মা স্বীয় তপঃ-প্রভাবে সুরসত্তম-গণকে মলয়ার দর্শন পথে আনয়ন করিলেন। দেবতাগণ তাঁহার প্রতি সমধিক প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। বেদশর্ম্মা কহিলেন, হে দেবগণ! আমাকে অনুগ্রহ করিয়া এই বর প্রদান করুন, যে, আমার পিতৃভক্তি অচলা হউক। দেবতাগণ তথাস্তু বলিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, বরবর্ণিনী মলয়া বেদ-শর্ম্মার তাদৃশ সামর্থ্য ও তপঃ প্রভাব সন্দর্শনে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! দেবতাগণে আমার প্রয়োজন নাই; এক্ষণে তুমি যদি স্বহস্তে নিজ মস্তক কর্ত্তন করিয়া আমাকে প্রদান করিতে পার তাহা হইলে আমি তোমার পিতাকে ভজনা করিতে পারি। তচ্ছ্রবণে পিতৃভক্তি পরায়ণ মহাত্মা বেদশর্ম্মা কহিলেন, হে দেবি! অদ্য আমার জীবন

ধন্য হইল, আমি এই মুহূর্ত্তেই নিজ মস্তক ছেদন করিয়া দিতেছি। যে জনক হইতে এই জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই জগৎপূজ্য জনকের প্রিয়ানুষ্ঠানের জন্য এই জীবন উৎসর্গ করিব, ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? এই বলিয়া তিনি অম্লানবদনে স্বহস্তে নিজমস্তক ছেদন করিয়া সহাস্য আস্যে মলয়ার হস্তে প্রদান করিলেন।

মলয়া মহাত্মা বেদশর্ম্মার এই প্রকার অলৌকিক পিতৃভক্তি পরিদর্শন করিয়া পরম পুলকিত হইলেন, তাঁহার সম্পূর্ণ অভিলাষ ছিল যে, সর্ব্বরূপগুণসম্পন্ন যবীয়ান্ বেদশর্ম্মাকেই আত্মসমর্পণ করিয়া যৌবনসুখ পরিতৃপ্ত করেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ অসাধারণ পিতৃভক্তি দর্শন করিয়া তদীয় ছিন্নমস্তক গ্রহণ করতঃ অগত্যা শিবশর্ম্মা সমীপে উপস্থিত হইলেন।

মলয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনার পুত্র বেদশর্ম্মা আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি আমাকে গ্রহণ করুন, আপনার পুত্র নিরতিশয় পিতৃভক্ত, তাহার নিদর্শনের নিমিত্ত তিনি স্বীয় মস্তক ছেদন করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহাও আপনি গ্রহণ করুন।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে সূত! মহামনা শিবশর্ম্মা পুত্রের সেই প্রকার অসাধারণ পিতৃভক্তি সন্দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীতিলাভ করিলেন, এবং অন্যান্য পুত্রগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে বৎসগণ! তোমাদিগের সহোদর বেদশর্ম্মা অসীম পিতৃভক্তিপরতন্ত্র হইয়া স্বহস্তে নিজ মস্তক ছেদন করিয়া প্রদান করিয়াছেন, এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে সেই ছিন্নমস্তক দেখাইলেন। তাঁহার

অন্যান্য পুত্রগণ বেদশর্ম্মার সেইরূপ লোকাতীতা অদ্ভুত পিতৃভক্তি ও অনন্যসাধারণ সাহসের জন্য সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন, আমাদিগের জননী পতির প্রীত্যর্থে আত্ম-জীবন বিসর্জ্জন করিয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে ভ্রাতা বেদশর্ম্মাও পিতৃ-প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে নিজ জীবন পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে ধন্য ও যশার্হ করিলেন। যাহারা সর্ব্বদেবময় জনকজননীর প্রিয়ানুষ্ঠানের জন্য এই প্রকার দৃঢ়া ভক্তি প্রদর্শন করেন তাঁহারা সর্ব্বলোকের পূজ্য হইয়া অক্ষয় স্বর্গলাভে সমর্থ হয়েন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনন্তর মহামতি শিবশর্ম্মা ধর্ম্ম-শর্ম্মাকে কহিলেন, হে বৎস! যাহাতে তোমার ভ্রাতা বেদশর্ম্মা পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হন, শীঘ্র তাহার উপায় প্রতিবিধান কর। ধর্ম্মশর্ম্মা পিতৃ-আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া বেদশর্ম্মার সেই ছিন্নমস্তক গ্রহণ করতঃ তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এবং কঠোর তপশ্চরণ আরম্ভ করিয়া একান্তচিত্তে ধর্ম্মের আরাধনা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ধর্ম্ম তদীয় সেই প্রকার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তৎসকাশে সমুপস্থিত হইলেন, এবং মহাতপা মহাত্মা ধর্ম্মশর্ম্মাকে অভিলষিত বর

গ্রহণের নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অভীষ্টদেবকে সম্মুখীন দেখিয়া ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মশর্ম্মা কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যদি ধর্ম্মে আমার অচলা মতি থাকে, এবং কায়মনোবাক্যে পিতৃ-পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই পুণ্যবলে ভ্রাতা বেদশর্ম্মা এই দণ্ডেই পুনর্জ্জীবন লাভ করুন, আমার অন্য কোন বরে অভিলাষ নাই, আমি পিতৃনিদেশ-পরতন্ত্র হইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পিতৃ আজ্ঞা প্রাণপণে প্রতিপালন করাই পুত্রের একমাত্র ব্রত।

ধর্ম্মশর্ম্মার সেই প্রকার ধর্ম্ম-সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজ সমধিক সন্তোষের সহিত তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুব্রত! তোমার এই অসাধারণ পিতৃভক্তি ও লোকাতীত তপঃপ্রভাব সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি সত্য, শুচি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সদ্গুণের আধার-স্বরূপ। তোমার সেই সমস্ত গুণপ্রভাবে মহাত্মা বেদ-শর্ম্মা পুনর্জীবন লাভ করিবেন। এক্ষণে তুমি অন্য কিছু বর প্রার্থনা কর, তাহা ব্রহ্মবিদ্‌গণের দুর্লভ হইলেও আমি তোমাকে প্রদান করিব। যশস্বী ধর্ম্ম-শর্ম্মা সূর্য্য-তনয়ের সেইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনয়গর্ভ-মধুর বচনে কহিলেন যে, তাঁহার যেন পিতৃপাদপদ্মে অচলা ভক্তি ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে ঐকান্তিক মতি থাকে। এবং চরমে যেন তিনি মোক্ষ-পদ লাভে সমর্থ হয়েন, ধর্ম্মরাজও তথাস্তু বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, মহাযশা বেদশর্ম্মা ধর্ম্মরাজের বর-প্রভাবে পুন-র্জীবন লাভ করিলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন তিনি এতাবৎ কাল নিদ্রিত ছিলেন। এক্ষণে তিনি গাত্রোত্থান করিয়া নিকটে

ধর্ম্মশর্ম্মাকে নিরীক্ষণ করতঃ সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! পিতা আমাকে মলয়া-নাম্নী সর্ব্ব-রূপলাবণ্য-সম্পন্না বরাঙ্গনাকে লইয়া যাইতে প্রেরণ করিয়াছিলেন? এক্ষণে সেই রমণী কোথায়, পিতাইবা কি করিতেছেন, তাহাতে ধর্ম্মশর্ম্মা তাঁহাকে সমুদায় ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। তচ্ছ্রবণে বেদশর্ম্মা পরম প্রীতি লাভ করিয়া আত্মাকে ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। বেদশর্ম্মা কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! জগতে জনকের সমান আর কেহই নাই। জনক হইতেই আমরা এ দেহ ও জীবন লাভ করিয়াছি। আমাদিগের সমস্তই তাঁহার অধিকৃত। সুতরাং তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠানের জন্য আমাদিগের সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। যে পুত্র পিতার নিয়োগ প্রতিপালন না করে, তাহার সহিত পিতাপুত্রের সম্বন্ধ কিছুই থাকিতে পারে না এবং সেই পুত্র পুত্রপদবাচ্য নহে। প্রাণপণে পিতার সেবা করাই পুত্রের কার্য্য।

অনন্তর উভয়ে পিতৃ-সকাশে সমুপস্থিত হইয়া পরম প্রীতি সহকারে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। ধর্ম্মশর্ম্মা কহিলেন, হে তাত! আপনার শ্রীচরণ প্রসাদে ধর্ম্মরাজ যমকে পরিতুষ্ট করিয়া বেদশর্ম্মাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছি। এই তাঁহাকে গ্রহণ করুন।

তাঁহাদের তাদৃশী পিতৃভক্তি সন্দর্শনে শিবশর্ম্মা পরম পরিতুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, বৎস! তুমি অদ্যই সুরলোক হইতে আমার জন্য অমৃত আনয়ন কর। আমি বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্থ হইয়াছি। বয়োরূপ-বিনাশিনী জরা আমার ভোগসুখের ব্যাঘাত সম্পাদন করিতেছে। আমি

প্রিয়তমার সহিত অমৃতপান করিয়া চিরযৌবন লাভ করিতে বাসনা করিয়াছি। তাহা হইলে লোকদূষণী জরা আমাকে আর আক্রমণ করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী বরকামিনী আমাকে বৃদ্ধ বলিয়া ঘৃণা করিতে পারেন। হে পুণ্যাত্মা! তুমি শীঘ্র আমার জন্য অমৃত আনয়ন কর। তাহা হইলে আমি প্রিয়তমার সহিত সুখে কালাতিপাত করিতে পারিব।

নিরতিশয় পিতৃভক্তি-পরায়ণ মহাতেজা মহামনা বেদশর্ম্মা পিতার সেই প্রকার নিদেশবাক্য শ্রবণে আপনাকে একান্ত অনুগৃহীত ও কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিয়া পরম পরিতোষ সহকারে কহিলেন, পিতঃ! আমি প্রাণপণে আপনার প্রিয়া-নুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত আছি। এই দণ্ডে আমি আপনার বাসনা পূর্ণ করিব। সর্ব্বদেবময় জনক যাহার কল্যাণাভি-লাষী তাহার কিছুরই অভাব নাই। আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আমি এই মুহূর্ত্তেই অমৃতানয়নের জন্য দেবলোকে চলিলাম। এই বলিয়া ভক্তিভাবে পিতৃপদে প্রণাম করিয়া অভিপ্রেত সাধনের জন্য শূন্যপথে প্রস্থান করিলেন। বিশুদ্ধ তপোবলসম্পন্ন, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের অসাধ্য কোন কার্য্যই নাই। মহামতি বেদশর্ম্মা সেই অনন্যসাধারণী নিয়মনিষ্ঠা ও অসীম পিতৃ-ভক্তি বলে বিমান-চারী বিবুধবর্গের ন্যায় অবলীলাক্রমে বিমানপথে গমন করিতে লাগিলেন। এবং গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলাদি ভেদ করিয়া ক্রমে সুরপতি-সদনোদ্দেশে ধাবিত হইলেন। সুরবালাগণ একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্তিমিতলোচনে তাঁহার এই অপ্রতিহত গতিবেগ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত কহিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র বেদশর্ম্মাকে সেই প্রকারে আসিতে দেখিয়া, স্বীয় অপার বুদ্ধিবলে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইলেন। এবং পরম রূপলাবণ্যসম্পন্না মেনকাকে আহ্বান করিয়া বেদশর্ম্মার উদ্দেশ্য সাধনে বিঘ্ন সম্পাদন করিতে আদেশ করিলেন। মেনকাও সুরপতির অনুমতি ক্রমে দ্বিজপুত্রের মনোহরণ মানসে নন্দ-কানন-প্রান্তে গমন করিয়া বীণাবাদন পূর্ব্বক সুমধুরস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিল। সংসার-সম্মোহন-রূপগুণ-সম্পন্না সেই দিব্যাঙ্গনা মেনকাকে দর্শন করিলে সংযত-চিত্ত সাধুগণের চিত্তও বিচলিত হয়। তাহার শরীরে এরূপ বিশ্ব-বিমোহিনী-শক্তি ছিল যে, সে সেই অদ্ভুত শক্তি প্রভাবে, দৃষ্টবিষ সর্প বা মায়ায় মোহিনী মন্ত্রের ন্যায় দর্শন মাত্রেই দর্শকগণের চৈতন্য অপহরণ করিতে পারিত। এক্ষণে দ্বিজকুমারকে বিমুগ্ধ করিবার নিমিত্তই বিষম মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক নন্দনপ্রান্তে অবস্থান করিতে লাগিল। প্রভূত তপঃপ্রভাবসম্পন্ন মহাত্মা শিবশর্ম্মাত্মজ তাঁহাকে দর্শনমাত্রে অপরিসীম বিজ্ঞানবলে তাহার দুরভিসন্ধির মর্ম্ম অবগত হইলেন। লোকে যেমন পুরীষহ্রদ বা শ্মশান-ভূমির দৃশ্যকে ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করে, সংযতাত্মা শিবশর্ম্মাত্মজও তাহাকে সেই প্রকার পরিহার পূর্ব্বক সত্বর গমনে গমন করিতে লাগিলেন।

তখন মেনকা তাহার উদ্যম বিফল হইল দেখিয়া, অপূর্ব্ব হাবভাব-বিকাশ-পূর্ব্বক কুটিল কটাক্ষ বিস্তার করিয়া সস্মিতবদনে কহিলেন, হে মানদ! ময়ূরী যেমন নবীন নীরদ-দামের প্রত্যাশায় কালযাপন করে, সে যেমন সততই বারিদ-পটলের পক্ষপাতিনী, আমিও সেই প্রকার তোমার আশা-পথ প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছি। আমি তোমার প্রেমানুরাগিনী, অতএব আমার মনোভিলাষ পূর্ণ না করিয়া কোথাও যাইতে পারিবে না। তচ্ছ্রবণে বেদশর্ম্মা কহিলেন, হে সুভগে! আমি পিতৃ-নিদেশ-বশবর্ত্তী হইয়া সুরপতি-সদনে গমন করিতেছি। এক্ষণে আমি তোমার কোন কথায় কর্ণপাত করিতে পারিব না। মেনকা কহিলেন, হে মহামতে! দুরাচার কুসুমচাপের শাণিত কুসুমশরে আমার হৃদয় জর্জ্জরিত হইতেছে। তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, তাহা হইলে আমি ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিয়া থাকিতে পারিব না। আমি তোমার শরণাগত হইয়াছি। এক্ষণে আমাকে রক্ষা করিয়া অক্ষয়ধর্ম্ম সঞ্চয় কর। শরণাগতকে কদাচ পরিত্যাগ করিতে নাই। তোমার ঐ মনোমোহিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া অবধি মদীয় চিত্ত কামজ্বরে একান্ত অভিভূত হইয়াছে, আমি কোন মতে হৃদয়-বেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। দারুণ মদনানল প্রজ্বলিত হইয় আমাকে দগ্ধ করিতেছে। অতএব তুমি আমাকে রক্ষা কর

প্রভু-প্রয়োজন-সাধনাভিলাষিণী বরারোহা মেনকার সেই প্রকার প্রলোভনবাক্য শ্রবণ করিয়াও তপঃপ্রভাব বেদশর্ম্মার হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। তিনি

কহিলেন, হে শোভনে! আমি তোমার ও তোমার প্রভুর চেষ্টাচরিত্র সমুদায় অবগত হইয়াছি। তোমাদের হৃদয় স্বভাবতই কুটিল, সরলপ্রকৃতি নিরপরাধীগণের সর্ব্বনাশ-সাধন করাই তোমাদের সার উদ্দেশ্য। দৃষ্টবিষ ভুজঙ্গের ন্যায় তোমরা অনায়াসে লোকের চেতনা অপহরণ করিয়া থাক। অপরে তেমোদের মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইতে পারে, কিন্তু আমি কখনই তোমার প্রতারণায় প্রতারিত হইব না। বিশ্বামিত্র প্রভৃতি তপস্বীগণ অনায়াসে তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন, তুমি তাঁহাদের শরণ গ্রহণ কর। আমি সিদ্ধব্র মহাত্মা শিবশর্ম্মার পুত্র। পৃথিবী মধ্যে অদ্বিতীয় তেজঃ-প্রভাবসম্পন্ন মদীয় পিতার তপঃপ্রভাবে স্বয়ং হব্যবাহনও মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কামাদি রিপুগণ মৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে। অতএব তুমি আমার আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যের শরণ লও। আমি পিতৃ-কার্য্য-সাধনোদ্দেশে ইন্দ্রলোকে গমন করিতেছি। আমার কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে কোন বিঘ্ন প্রদান করিও না। তোমার মঙ্গল সাধন হইবে। এই বলিয়া দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ বেদশর্ম্মা দ্রুতবেগে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। ইতর যুবকেরা যেমন কোন বরাঙ্গনা দর্শনে তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় শিব-শর্ম্মা-নন্দন মেনকার প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করিলেন না। মেনকাও বিফলমনোরথ হইয়া ইন্দ্রসকাশে গমন পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিল।

ভগবান বেদব্যাস কহিলেন, হে সূত! তখন দেবরাজ ইন্দ্র ভগ্নমনোরথ হইয়া বিপ্র-কুমারের বিঘ্ন সাধনের নিমিত্ত অন্যবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন, তিনি নানাপ্রকার

বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া বেদশর্ম্মার ভয় উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিরতিশয় পিতৃভক্ত মহাত্মা বেদশর্ম্মা স্বীয় অপরিসীম তপঃশক্তিপ্রভাবে ইন্দ্রপ্রেরিত যাবতীয় বিভীষিকা প্রজ্জ্বলিত-অনল-বিনিহিত তুলারাশির ন্যায় ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। বর্ষাকালীন অপ্রতিহত স্রোতবেগের ন্যায় তাঁহার তেজোরাশি অপ্রতিহতগতিতে উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ত্রিদশাধিপতি তাঁহার বিঘ্নসাধনে সক্ষম না হইয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইলেন, এবং পুনরায় অন্যবিধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক বেদশর্ম্মার বিঘ্নসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মহাপ্রভাব মহাতপা বেদশর্ম্মা স্বীয় অসীম তপঃশক্তি-বলে সেই সুদারুণ মহান্ বিঘ্ন সমস্ত নিরাকৃত করিয়া সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় অপ্রতিহতগতিতে নন্দন-কাননে প্রবেশ করিলেন। মেঘ-বিনির্ম্মুক্ত বিবস্বানের ন্যায় তাঁহার অসীম তপঃপ্রভাব-প্রতিভায় সুররাজের বুদ্ধিকৌশল নিষ্প্রভ হইয়া গেল। তখন তিনি রোষকষায়িত-লোচনে সুররাজকে স্বর্গচ্যুত করিবার কল্পনা করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, হে শতক্রতো! আমি তোমার দুরভিসন্ধি সমস্ত অবগত হইয়াছি। এই কারণে আমি তোমাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিব। অদ্য আমি তপোবলে তোমাকে বিনিপাতিত করিয়া পুনরায় নূতন ইন্দ্রের সৃষ্টি করিব। বিশ্বসংসার আমার তপোবল অবলোকন করুক"। এই বলিয়া তিনি ইন্দ্র বিনিপাতনে কৃত-নিশ্চয় হইলেন। বায়ুর অলাতচক্রবৎ পরিঘূর্ণায়মাণ লোচন দ্বয় হইতে অনর্গল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল।

হে সূত! তখন দেবরাজ ইন্দ্র নিতান্ত শঙ্কাযুক্ত হইয়া

বেদশর্ম্মার সম্মুখে আগমন পূর্ব্বক বিনয়বচনে কহিতে লাগি-লেন, হে দ্বিজসত্তম! আমি তোমার অনন্যসাধারণী পিতৃভক্তি, লোকাতিশয়ী প্রজ্ঞা, অপ্রতিহত তপঃপ্রভাব ও অত্যদ্ভুত-শমদমাদি সন্দর্শন করিয়া দেবতাগণের সহিত পরাজিত ও পরম পুলকিত হইয়াছি। আমি কেবল তোমর পিতৃভক্তির পরীক্ষা মানসে এই প্রকার মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিলাম, নতুবা আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। অতএব তুমি আমার সমুদায় অপরাধ মার্জ্জনা করিবে। এক্ষণে তুমি তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, অদেয় হইলেও তাহা এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে প্রদান করিব। তুমি যে প্রকার তপস্বী, জিতেন্দ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ ও পিতৃভক্তিপরায়ণ, তাহাতে তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। তোমার এই সমস্ত সদ্গুণরাশি পরিদর্শন করিয়া আমি পরম প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে আমার প্রসাদ গ্রহণ কর। সুররাজ শচীপতির সেই রূপ স্তুতিমিনতি শ্রবণ করিয়া, মহামতি বেদশর্ম্মার ক্রোধের শান্তি হইল। তখন তিনি কহিলেন, হে পুরন্দর! অত্যুগ্র ব্রহ্মতেজে দেবদৈত্য কাহারও নিষ্কৃতি নাই। ব্রহ্মতেজঃ ভঙ্গ করা সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা নিরতিশয় পিতৃভক্তি-পরায়ণ, তাঁহাদের তেজঃ হলাহল-মিশ্রিত নিশিত-শায়কের ন্যায় অতীব ভয়াবহ। ব্রাহ্মণগণের কোপানলে পতিত হইলে বিশ্বসৃষ্টি লোপ হইতে পারে। তোমাকে অধিক বলা বাহুল্যমাত্র, তুমি এ সমস্তই পরিজ্ঞাত আছ। অদ্য তোমার এ প্রকার অবিনয় দর্শনে আমি একান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া তোমাকেই স্বর্গ-রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে তোমাকে স্বয়ং

সমাগত দেখিয়া, আমার সে ক্রোধের শান্তি-সাধন হইয়াছে। হে সুরনাথ! আমি পিতার জন্য অমৃত আনয়ন করিতে আসিয়াছি, আমার নিজের তাহাতে কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। অতএব তুমি আমাকে সেই অমৃত প্রদান কর। দেখ, পিতাই সাক্ষাৎ পরমাত্মা। স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা পিতৃশক্তি প্রভাবেই সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত পিতার তুল্য পূজনীয় জগতে আর কেহ নাই। এক্ষণে তুমি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাকে অমৃতকুম্ভ আনয়ন করিয়া দাও, এবং এই বর প্রদান কর, যে, পিতৃপদে আমার যেন অচলা ভক্তি থাকে। তখন দেবরাজ অতীব হৃষ্টান্তঃকরণে মহাভাগ বেদশর্ম্মাকে অমৃত-কুম্ভ প্রদান করিয়া কহিলেন, তুমি অচলা পিতৃভক্তি লাভ করিবে, এবং দেবতাগণ সর্ব্বদা তোমার মঙ্গল-সাধন করিবেন। এক্ষণে তুমি এই সকুম্ভ অমৃত লইয়া পিতৃ সকাশে গমন কর। এই বলিয়া সুরাজ শচীপতি সংশিতব্রত শিবশর্ম্মাত্মজকে সুমধুর সম্ভাষণে বিদায় প্রদান করিলেন।

অনন্তর বেদশর্ম্মা অমৃত লইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পিতৃসকাশে আগমন পূর্ব্বক সবিনয়ে কহিলেন, পিতঃ! আমি সুরপতি-সদন হইতে এই অনন্যসুলভ সুধারাশি আনয়ন করিয়াছি। ইহা আপনি গ্রহণ করুন। এই অমৃত পান করিলে আপনি নিরোগ ও নির্জ্জর হইয়া পরমানন্দে ভোগবাসনার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারিবেন।

তখন শিবশর্ম্মা স্বীয় পুত্রগণের তাদৃশী অকৃত্রিম পিতৃ-ভক্তি সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে একত্রে আহ্বান করতঃ সস্নেহ-বচনে কহিলেন, বৎসগণ! আমার

প্রতি তোমাদের এই প্রকার অপার অকপট শ্রদ্ধা ভক্তি ও অনুরাগ অবলোকনে এবং তোমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে আমার হিতসাধনে নিয়ত নিরত নিরীক্ষণে তোমাদের প্রতি আমি নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি। তোমরাই যথার্থ পুত্র-নাম-ধারণের উপযুক্ত! তোমাদের ন্যায় সর্ব্ব-সদ্গুণ-সম্পন্ন প্রিয়তম পুত্রের পিতা হওয়া এ সংসারে সহজে সকলের ভাগ্যে সংঘটন হয় না। এক্ষণে তোমরা তোমাদের এই অপার পিতৃভক্তির প্রতিদান-স্বরূপ আমার নিকট হইতে স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তাহা জগতের দুর্ল্লভ হইলেও আমি তোমাদিগকে অকপটে প্রদান করিব।

পরামুক্তিপদ-প্রদায়িনী-পিতৃভক্তি-পরায়ণ পুণ্যচেতা প্রাপ্ত-রূপ পুত্রগণ পূজ্যপাদ-পিতৃদেবের সেই প্রকার প্রিয়বাক্য শ্রবণে পরম পরিতোষ লাভ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল-লোচনে বিনয়-বচনে কহিলেন, হে পুণ্যাত্মন্! পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম্ম পিতাই পরম তপঃস্বরূপ, পিতা সর্ব্বদেবময়। পিতা প্রীত হইলে দেবতাগণ প্রীত হইয়া থাকেন। আপনি যে আমাদের প্রতি প্রীতিলাভ করিয়াছেন, ইহাই আমাদিগের পরম লাভ। তথাপি আপনার নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাদের স্নেহময়ী-জননী যেন পুনর্জ্জীবিত হয়েন। এবং জন্মজন্মান্তরেও যেন আপনা-দিগকেই জনকজননী-রূপে প্রাপ্ত হই।

পুত্রবৎসল শিবশর্ম্মা কহিলেন, তোমাদের সকল অভি-লাষ পূর্ণ হইবে, এবং এই দণ্ডেই তোমাদের জননী পুন-র্জ্জীবন লাভ করিবেন। এই কথা বলিবামাত্র সাধ্বী শিব-শর্ম্মা-পত্নী পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া, অতি প্রীতিভরে কহিতে

লাগিলেন, হে বৎসগণ! স্বধর্ম্মনিরত সৎ পুত্র হইতেই বংশকুলের মুখোজ্জ্বল ও পিতামাতার প্রিয়সাধন হইয়া থাকে। এইরূপ পুত্র জগতে সকলেরই বাঞ্ছনীয়। পুণ্যবতী রমণীরাই এইরূপ পুত্ররত্ন লাভ করিয়া থাকেন। সমধিক পুণ্য ব্যতিরেকে কুলধর্ম্মপ্রতিপালক পিতৃমাতৃ-সেবা-পরায়ণ পুণ্যশীল পুত্ররত্ন লাভ করা যায় না। অনেকেই পুত্রবতী হইয়া থাকেন, কিন্তু কয় জন এরূপ কুলপ্রদীপ পুত্রের জননী হইতে পারেন? আমি বহুপুণ্যফলে এরূপ ধর্ম্মাত্মা মহামতিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া, তোমাদের ন্যায় সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন সৎ-পুত্রের জননী হইয়াছি। এবং আমারই পুণ্যপ্রভাবে তোমরা এরূপ পিতৃভক্তিপরায়ণ ও পুণ্যচেতা হইয়াছ। তোমা-দিগকে লাভ করিয়া আমার নারীজন্ম সার্থক হইয়াছে। আমি যে এরূপ মহাযশা, তপস্তেজঃসম্পন্ন, পুণ্যশীল পুত্র লাভ করিব ইহা স্বপ্নের অগোচর। আমি যেন জন্মজন্মান্তরে তোমাদিগকেই পুত্ররূপে প্রাপ্ত হই।

জননীর বাক্যাবসান হইলে, শিবশর্ম্মার পুত্রগণ প্রীতি ও ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন, হে মাতঃ! আমাদের ভাগ্য ও পুণ্যবলেই আপনাকে জননীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করুন জন্মে জন্মে যেন আপনা-কেই জননীরূপে প্রাপ্ত হই। আপনাদের আশীর্ব্বাদেই অমর-নাথ শচীপতি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া পরমদুর্ল্লভ অমৃতকুম্ভ প্রদান করিয়াছেন।

অনন্তর শিবশর্ম্মা পুত্রগণকে পুনরায় বর প্রদানে উদ্যত হইলেন। পুত্রগণ কহিলেন, হে মহাভাগ! আমরা যেন আপনার বরপ্রভাবে অক্ষয় বৈষ্ণব লোক প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত-

কাল তথায় অবস্থান করিতে পারি। শিবশর্ম্মাও তথাস্তু বলিয়া তাহাদিগকে স্বাভিলষিত বর প্রদান করিলেন।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে সূত! মহাত্মা শিবশর্ম্মা সেই প্রকার আশীর্ব্বাদ ও বর প্রদান করিবামাত্র গগনমণ্ডল অকস্মাৎ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল, এবং শঙ্খচক্র-গদা-পদ্ম-ধারী, মণি-কুণ্ডল-সমন্বিত, নীল-নীরদকান্তি ভগবান গরুড়-বাহন বিষ্ণু সেই মুহূর্ত্তে তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া সাদর-সম্ভাষণে কহিলেন, হে মহাত্মন্! তোমাদের পিতা-পুত্রের এই প্রকার অসাধারণ ভক্তি সন্দর্শনে আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমরা সকলে আমার সহিত ক্ষয়-প্রলয়বর্জ্জিত বিষ্ণুলোকে আগমন কর। ভগবান বিষ্ণুর সেই প্রকার বাক্য শ্রবণে মহামতি শিবশর্ম্মা ভক্তি-বিস্ফারিত-লোচনে গদগদবচনে কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি একান্ত ভক্তবৎসল বলিয়াই আমরা অদ্য আপনার দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছি। এই পুত্রবতী পতিব্রতা ভার্য্যা ও পরম ধর্ম্মশীল সোমশর্ম্মাকে লইয়া আমি আরও কিয়ৎকাল সংসার-সুখ ভোগ করিতে অভিলাষ করি। এবং আমার অপর পুত্র-চতুষ্টয় আপনার প্রসাদে শাশ্বতলোকে গমন করুক। তাহাতে ভগবান বিষ্ণু শিবশর্ম্মার অপর পুত্রগণকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদিগকে সেই মুহূর্ত্তে অক্ষয় মোক্ষ-ধামে গমন করিতে আদেশ করিলেন। দেবাদিদেব নারায়ণের নিদেশমাত্র দ্বিজ-পুত্রগণ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, নানাভরণ-ভূষিত শান্তি ও লক্ষ্মীর আধারভূত নীল-কলেবর ধারণ করিয়া মহাভাগ শিবশর্ম্মাসমক্ষেই একে একে বিষ্ণু-দেহে প্রবেশ করতঃ ক্রমে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন।

হে সূত! অকৃত্রিম ভক্তি সহকারে যাঁহারা পিতামাতাকে এই প্রকার সেবা ও প্রাণপণে তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাঁহারা চরমে এইরূপ পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। পিতাকে যিনি ঈশ্বর-স্বরূপ ও মাতাকে সাক্ষাৎ শক্তিরূপা জ্ঞান করিয়া প্রাণপণে তাঁহাদের প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি পরম পিতা পরমেশ্বর ও বিশ্ব-জননী ভগবতী প্রকৃতিদেবীর পরম প্রিয়পাত্র হইয়া পরিণামে পরমা গতি লাভ করিতে পারেন। পিতামাতার অহিতাচারী ব্যক্তির পরিণাম অতীব ভয়ঙ্কর। যে পাপাত্মা পাপ-পথের পথিক হইয়া পরম পূজ্যপাদ জনক-জননীর প্রতি কঠোর ব্যবহার করে অথবা প্রাণপণে তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন না করে, সে ইহলোকে অসীম যাতনা ভোগ করিয়া পরিশেষে অনন্তকাল পর্য্যন্ত দারুণ নরকের অসহ্য যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়। যাহা হউক এক্ষণে অতঃপর কি হইল শ্রবণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়।

পুত্রগণের বিষ্ণুলোক প্রাপ্তির পরে, শিবশর্ম্মা সোমশর্ম্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি ভার্য্যার সহিত সাধুগণানুমোদিত তীর্থ-পর্য্যটনে অভিলাষী হইয়াছি। দেখ, ব্যক্তিমাত্রেরই তীর্থ দর্শন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। তীর্থ-পর্য্যটনে আত্মা পবিত্র, শরীর নির্ম্মল, চিত্ত সংযত, দেবতাগণ পরিতুষ্ট

পরম পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। অতএব আমি এক্ষণে এই সর্ব্ব-পুণ্যের আধার তীর্থপর্য্যটনে বিনির্গত হইব। এবং যাবৎ প্রত্যাগমন না করি তাবৎকাল তুমি অতি সাবধানে এই অমৃত-কুম্ভ রক্ষা করিবে। দেবতাগণ যেন কোনরূপে তোমাকে প্রতারণা করিয়া ইহা অপহরণ করিয়া না লয়েন। পিতৃভক্তি-তৎপর সত্যবান্ সাধুসত্তম সোমশর্ম্মা কহিলেন, পিতঃ! সে বিষয়ে আপনার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। আমি প্রাণপণে এই অমৃত-কুম্ভ রক্ষা করিব। দেবতাগণের এমনক্ষমতা নাই যে, আমাকে প্রতারিত করেন। আমি আপনার আশীর্ব্বাদে ও স্বীয় অসীম তপোবীর্য্য প্রভাবে স্বয়ং জগদীশ্বরকে পর্য্যন্ত পরাজিত করিতে পারি। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া অভিলষিত সাধনে প্রস্থান করুন। অনন্তর মহাত্মা শিবশর্ম্মা সোমশর্ম্মাকে অমৃতকুম্ভ রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া দ্বাদশবার্ষিক তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাতপা সোমশর্ম্মা পিতৃ-নিদেশ-বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণপণে অমৃতকুম্ভ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে মহাত্মা শিবশর্ম্মা পুনরায় পুত্রের ভক্তি পরীক্ষার্থ মায়াবলে সভার্য্যা গলিতকুষ্ঠ রোগীর দেহ ধারণ করিয়া পুত্র-সকাশে সমাগত হইলেন। কৃমিপরম্পরাপরিপূর্ণ মাংসপিণ্ডাকার পিতামাতাকে দর্শন করিয়া পিতৃভক্ত সোমশর্ম্মার অসুখের পরিসীমা রহিল না। তিনি মনে করিয়াছিলেন বহুদিনের পর পিতৃ-পদারবিন্দ সন্দর্শন করিয়া বিমল আনন্দ লাভ করিবেন। কিন্তু দুর্দ্দৈব বশতঃ তাঁহার সে বাসনা সিদ্ধ না হওয়ায় শোকে ও দুঃখে একান্ত জর্জ্জরীভূত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল পরিশুষ্ক ও

সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি ছিন্নমূল তরুর ন্যায় তাঁহাদের চরণতলে নিপতিত হইয়া গদগদবচনে কহিতে লাগিলেন, হে পিতঃ। আপনি তপস্যা, দান পুণ্যাদি সর্ব্ববিষয়ে ইহ জগতে অদ্বিতীয়। সমুদায় দেবতা গণ আপনার আজ্ঞাকারী ও পরিচারক। আপনার প্রসাদ বলেই আমরা মৃতা জননীকে পুনর্জ্জীবিতা প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার অখণ্ড তপঃপ্রভাবেই আমরা অমৃত আহরণে সক্ষম হইয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণগণের অধীশ্বর ও ব্রহ্মণ্যের আদর্শ স্বরূপ। আপনার অসাধ্য কোন কার্য্যই নাই। না জানি, কি কারেণ আপনি এরূপ ব্যাধিগ্রস্থ হইলেন। ভগবন্! পুত্র হইয়া কি প্রকারে পিতাকে এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে দর্শন করিব? যে পুত্র পিতার কোন প্রকার ক্লেশ সন্দর্শন করিয়া জীবন ধারণ করে, সে, পুত্র নামের যোগ্য নহে। হে তাত! নিরতিশয় পুণ্যশালিনী পতিগতপ্রাণা নারীকুল-ভূষা আমাদের জননীই বা কিরূপে এরূপ বয়োরূপ-সুখশান্তি বিনাশিনী দুঃখদায়িনী দারুণ ব্যাধিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন? যিনি পতি-প্রসাদ লাভ করিয়া ত্রিলোক পরাজয় করিয়াছেন; যাঁহার সাধুচারিত্র্যে দেবতাগণ সর্ব্বদা সুপ্রসন্ন; সর্ব্ব-সংহারক কালান্তক কালও যাঁহাকে গতজীবন প্রদান করিয়া পুনর্জ্জীবিতা করিয়াছেন। যিনি আত্মাকে সংযত করিয়া প্রাণপণে পতির প্রিয়ানুষ্ঠানে নিয়ত নিরত থাকিতেন, যিনি স্বামীর সুখেসুখী ও স্বামীর দুঃখে দুঃখী হইয়া তাঁহাকেই একমাত্র আশ্রয় জ্ঞান করিয়া দেবতার ন্যায় তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন; আমাদের সেই জননী কিরূপে এরূপ দুঃখভাগিনী হইলেন? হায়! সদানুষ্ঠান, তপস্যা, সত্য ও

কর্ম্মচর্চ্চার কি কিছুমাত্র ফল নাই? সকলই কি একেবারে নিষ্প্রয়োজন হইল? যাঁহারা আজীবন কেবল সত্যপথে বিচরণ করিয়া প্রাণপণে সত্য-ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছেন, যাঁহাদের প্রভূত তপোবলে ত্রিলোক পরাজিত হইয়াছে, সেই ইহাঁরা কিরূপে এরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন?

সূত কহিলেন, নিরতিশয় পিতৃ-ভক্তিপরায়ণ মহামনা সোমশর্ম্মা এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তর যেন দারুণ সন্তাপানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। অবিরল ধারায় নেত্রনীর প্রবাহিত হইয়া ধরাতল অভিষিক্ত করিতে লাগিল। এবং ক্রমে তিনি বাক্য-নিষ্পত্তি-বিষয়াক্ষম হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর শিবশর্ম্মা পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বৎস! বৃথা শোক পরিত্যাগ কর। দেহী মাত্রেই সুখ-দুঃখ-ভোগী। কর্ম্মফল সকলকেই ভোগ করিতে হইবে। তাহার অন্যথা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। জগতে যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, তাহাকে সেইরূপ ফলভোগ করিতে হইবে। সকলকেই জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। ইহজন্মের ফল পরজন্মে ফলিয়া থাকে। কর্ম্মজনিত-পাপ-পুণ্য-প্রসাদেই লোকে মৃত ও অমৃত হইয়া থাকে। লোকে কর্ম্মফলে নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হইয়া অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। অতএব তুমি বৃথা শোক করিও না। এক্ষণে প্রাণপণে আমাদের সেবা করিয়া অক্ষয় পুণ্য উপার্জ্জন কর। আমরা নিতান্ত অশক্ত ও রোগে অবসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে আমাদিগের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হও। পিতার এই প্রকার বাক্য শ্রবণে জনকজননী-বৎসল মহামতি সোম-

শর্ম্মা কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়োদারবচনে কহিলেন, হে ব্রহ্মণ! আপনারা দুর্দ্দৈববশতঃ এরূপ রোগযুক্ত হইয়াছেন। আমি প্রাণপণে আপনাদিগের পরিচর্য্যা করিব। হে গুরো! জনকজননীর সেবা ব্যতীত এ পাপাত্মার মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য উপায় কি আছে? আমি নিতান্ত ভাগ্যহীন, এইজন্য আপনাদিগকে এরূপ ব্যাধিগ্রস্থ নিরীক্ষণ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি ভক্তিভারাক্রান্ত চিত্তে তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে রুগ্ন পিতামাতার মূত্রপুরীষাদি পরিষ্কার করিয়া তাঁহাদের স্নানাহারাদি সমাধান করাইয়া দিলেন।

এইরূপে সোমশর্ম্মা শ্রদ্ধাভক্তি-সহকারে প্রতিদিন জনক-জননীর সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মূত্র-পুরীষ-শ্লেষ্মাদি পরিষ্কার করিতে তাঁহার কিছুমাত্র ঘৃণা বোধ হইত না। প্রতিদিন এই প্রকারে পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহাদের উভয়কে স্কন্ধে লইয়া তীর্থদর্শনাদি করাইয়া আনিতেন। সেই বেদবিৎ পরম ধার্ম্মিক সোমশর্ম্মা প্রত্যহ বেদবিধি-বিধানানুসারে স্নান দানাদি মাঙ্গলিক কার্য্য সমাধান ও যথাবিধি দেবপূজা ও তর্পণক্রিয়াদি সমাপনান্তর, জনক জননীর জন্য অগ্নিহোত্রাদি সম্পাদন করিতেন। এবং উত্তম অন্ন পাক করিয়া প্রযত্নাতি-শয়-সহকারে পিতামাতাকে ভোজন করাইয়া স্বহস্তে তাঁহা-দের জন্য চারু শয্যা রচনা করতঃ তাহাতে তাঁহাদিগকে শয়ন করাইতেন। তাঁহাদের যখন যে বিষয়ে অভিলাষ হইত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিয়া দিতেন। তাঁহাদের প্রিয়ানুষ্ঠানে তাঁহার ক্ষণমাত্র কালবিলম্ব হইত না। তিনি যখন যাহা আহরণ করিয়া আনিতেন অগ্রে তাহা পিতা-মাতাকে প্রদান করিয়া পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহাই

আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেন। কোন কোন দিবস নিজে উপবাসী থাকিয়া পিতামাতাকে আহার করাইতেন। তিনি প্রত্যহ নব নব ফলমূল ও নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জনকজননীকে প্রদান করিতেন। কিন্তু এতাদৃশ অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়াও তিনি তাঁহাদের মনস্তুষ্টি-সাধন করিতে পারিতেন না। ছদ্মরোগী শিবশর্ম্মা যেন ব্যাধি-যন্ত্রণায় বিকৃতবুদ্ধি হইয়াছেন, এইরূপ ভাণ করিয়া প্রায়ই পুত্রের প্রতি নানাপ্রকার কঠোর ব্যবহার করিতেন। কখন তিনি পুত্রকে নিকটে আহ্বান করিয়া অন্যায়রূপে তিরস্কার করিতেন। কখন তাঁহাকে পিতৃদ্বেষী বলিয়া ঘৃণা ও নিন্দা-বাদ করিতেন। কখন ক্রোধান্ধচিত্তে তাঁহাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতেন। কখন বলিতেন, আমি বৃদ্ধ ও রুগ্নদেহ হইয়াছি বলিয়া তুমি আমাকে অশ্রদ্ধা ও অযত্ন করিয়া থাক। তুমি যখন বালক ছিলে তখন আমি তোমার মলমূত্র স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়াছি। তোমার তখন কত উপদ্রব সহ্য করিয়াছি। তুমি পীড়িত হইলে আমরা পীড়িতের ন্যায় অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে তুমি কি সে সমস্ত বিস্মৃত হইলে?

সূত কহিলেন, ছদ্মরোগী শিবশর্ম্মার সেই প্রকার অকারণ নির্দ্দয় ব্যবহারেও ধর্ম্মভীরু সোমশর্ম্মা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা অসন্তুষ্ট হইতেন না। তিনি নিরতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সহকারে জনকজননীর সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদাই এই মনে করিতেন যে, পিতামাতা সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ। তাঁহাদের সেবার নিমিত্তই পুত্রের জন্ম হইয়াছে। পুত্রের শরীর, মন ও প্রাণ সমুদায়ই পিতার অধিকৃত। পিতামাতার আদেশ প্রাণপণে প্রতিপালন না করিলে

ঘোরতর অধর্ম্ম হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া পিতৃভক্তি-সমাশ্রিত-উদার-চিত্ত সোমশর্ম্মা অক্ষুণ্ণহৃদয়ে জনকজননীর সেবা করিতে লাগিলেন। আপনি উপবাসী থাকিয়া তাঁহাদিগকে আহার করাইতেন, স্বহস্তে তাঁহাদিগের মূত্রপুরীষ পরিষ্কার করিয়া সযত্নে তাঁহাদিগের অঙ্গসংবাহনক্রিয়া সম্পাদন করিয়া দিতেন। কিছুতেই তাঁহার মনোমধ্যে বিকার বা বিষাদের সঞ্চার হইত না। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, শিবশর্ম্মা তদীয় পুত্রের তাদৃশী পিতৃভক্তি দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার যাবতীয় পুত্রগণের মধ্যে সোমশর্ম্মাই অসাধারণ পিতৃ-ভক্ত। যজ্ঞশর্ম্মা আমার আদেশে তাঁহার জননীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া যত্র তত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল; বেদ-শর্ম্মা আমার প্রিয়সাধনের জন্য অনায়াসে আপন মস্তক ছেদন করিয়াছিল, তাহাতে আমি ভাবিয়াছিলাম যে, ইহাদের তুল্য পিতৃভক্ত পুত্র আর কেহ নাই। কিন্তু সোমশর্ম্মার এই অসাধারণ পিতৃভক্তিতে আমি যারপর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমি মায়াপ্রভাবে নিজ শরীরে এই প্রকার কুষ্ঠরোগ-বিনিবেশিত করিয়াছি। আমার শরীর শ্লেষ্মা ও কৃমি-পরম্পরায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আমার দেহের প্রতি আমার নিজেরই ঘৃণা সঞ্চার হইয়া থাকে। কিন্তু মহামনা সোমশর্ম্মা, কিছুমাত্র ঘৃণা বা বিরক্তি বোধ না করিয়া, প্রীতমনে নিত্য আমাদের সেবা করিতেছে। আমি তাহাকে সর্ব্বদাই অন্যায়-রূপে তাড়না করিয়া থাকি, কত প্রকার কটুবাক্য কহিয়া থাকি, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ কিছুতেই বিচলিত হয় না। ক্ষণমুহূর্ত্তের জন্যেও আমি তাহাকে সুখী করিলাম না।

আমাদের জন্যেই সে আহার-নিদ্রা-সুখসম্ভোগ সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছে। অতএব আর ইহাকে কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই। ইহার পিতৃভক্তির সবিশেষ পরীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে বৎসকে চিরসুখী করিব। এই ভাবিয়া তিনি, মায়াপ্রভাবে অমৃতকুম্ভ হইতে অমৃত অপহরণ করিয়া, পুত্রকে সম্বোধন করতঃ কহিলেন, বৎস! পুত্র বেদশর্ম্মা যে আমার জন্য ব্যাধিনাশন অমৃত আনয়ন করিয়াছিল, তাহা এতদিন আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম। এক্ষণে সত্বরে তুমি সেই অমৃত আমাদিগকে আনিয়া দাও। আমরা সেই অমৃত পান করিয়া এই দারুণ ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করি। তুমি আমাদের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিতেছ। আমরা ব্যাধিমুক্ত হইলে তোমারও ক্লেশভার বিদূরিত হইবে।

পিতার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সোমশর্ম্মা একেবারে আনন্দসাগরে ভাসমান হইলেন। পিতামাতা রোগমুক্ত হইবেন, এই চিন্তা করিয়া তিনি সকল কষ্ট ভুলিয়া গেলেন। এতদিনের পর তাঁহার শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে সুখের সঞ্চার হইল। তখন তিনি দ্রুতপদসঞ্চারে অমৃত আনয়ন করিতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু জানিতেন না যে, তাঁহার পিতা মায়া করিয়া অমৃত অপহরণ করিয়াছেন। তিনি কমণ্ডলু সমীপে গমন করিয়া দেখিলেন যে, তথায় অমৃত নাই, কেবল শূন্যকুম্ভ পতিত রহিয়াছে। দর্শনমাত্র তিনি হতজ্ঞান হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি যে কি করিবেন, কি হইবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। শোকে, দুঃখে, ভয়ে ও চিন্তায় একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কে তাঁহার এই অপ্রিয়-সাধন করিল,

পিতার নিকটেই বা কিরূপে এই বিপ্রিয় সংবাদ প্রদান করিবেন, পিতা শুনিয়াই বা কি বলিবেন এই ভাবনাতে তিনি একেবারে অস্থির হইতে লাগিলেন। জনকজননীকে রোগোন্মুক্ত দেখিবেন, এই আশয়ে তাঁহার হৃদয়ে যে অতুল আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল; এই অভাবনীয় বিপৎপাত অবলোকনে তাঁহার সেই আনন্দস্রোত বিষাদসলিলে পরিণত হইল। তাঁহার সযত্ন-রোপিতা আশালতা একেবারে উন্মূলিতা হইল। একেত তাঁহার পিতা বিনা কারণে সদা সর্ব্বদা তাঁহাকে তাড়না করিয়া থাকেন। একথা শ্রবণ করিলে তাঁহার ক্রোধানল আরও দ্বিগুণরূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে। এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আরও ব্যথিত হইতে লাগিল। তিনি পুনঃ পুনঃ আপন ভাগ্যকে নিন্দা করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমার ন্যায় ভাগ্যহীন ব্যক্তি জগতে আর দ্বিতীয় নাই। আমি অতি নরাধম। নতুবা নিজের চেষ্টায় জনকজননীকে আরোগ্য করা দূরে থাকুক, অবশেষে তাঁহাদের জীবনৌষধি অন্যাহৃত অমৃত নিজের দোষে অপচয় করিলাম। তখন তিনি পিতার বিরাগভাজন হইবেন অথবা পিতা তাঁহাকে অভিসম্পাৎ করিবেন, সে চিন্তা না করিয়া, পিতামাতাকে যে ব্যাধিবিনির্ম্মুক্ত করিতে পারিলেন না এই চিন্তাতেই একান্ত অভিভূত হইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় অপরিসীম তপঃপ্রভাবে সেই দণ্ডে অমৃত সৃষ্টি করিবার কল্পনা করিয়া কহিলেন, যদি আমি অবিচলিত চিত্তে ও স্বাধ্যায়াপ্রমত্তভাবে তপশ্চরণ ও ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, যদি প্রাণপণে পিতামাতার সেবাশুশ্রূষা করিয়া থাকি, যদি পরম পিতা মাতৃ-

দেবের প্রতি আমার একান্ত মতি থাকে, তাহা হইলে এই কুম্ভ এই দণ্ডে অমৃতপূর্ণ হইবে। হে মহর্ষিগণ! নিয়ত স্বধর্ম্ম-নিরত সোমশর্ম্মার বাক্যাবসান হইতে না হইতে সেই শূন্য-কুম্ভ পূর্ব্বের ন্যায় অমৃত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি সানন্দিত-চিত্তে অমৃতকুম্ভ লইয়া পিতৃসকাশে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, তাত! এই আমি অমৃত আনয়ন করিয়াছি, এক্ষণে আপনি পূজ্যতমা জননীর সহিত সর্ব্বব্যাধি-বিনাশন এই অমৃত পান করিয়া সুদারুণ ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করুন। আপনাদিগকে এই প্রকার ব্যাধিপীড়িত দেখিয়া আমি নিরতি-শয় কষ্ট অনুভব করিতেছি। আমি নিজে এ প্রকার পীড়িত হইলেও কখন এরূপ কাতর হইতাম না। আপনার অনু-কম্পাবলে অদ্য আমি দেবপ্রসাদ লাভে সমর্থ হইয়াছি। এক্ষণে কালবিলম্ব-ব্যতিরেকে এই অমৃত পান করিয়া রোগো-ন্মুক্ত হউন। তচ্ছ্রবণে মহামনা শিবশর্ম্মা সাতিশয় আনন্দ লাভ করিয়া অতি প্রীতিভরে কহিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বৎস! লোকে যে জন্য পুত্রকামনা করে তাহা আমার সুসিদ্ধ হইয়াছে। সৎপুত্রের যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক তাহার সকলই তোমাতে বিদ্যমান আছে। পুত্রের ধর্ম্ম তুমি প্রাণপণে প্রতিপালন করিয়াছ। তুমি আমার জন্য চিরকাল ক্লেশভার বহন করিয়া আসিতেছ। অদ্য ভগবান্ বিষ্ণুরপ্রসাদে

তোমার যাবতীয় দুঃখরাশি অপনয়ন করিব। তোমাকে আ
বৈষ্ণবসূক্ত প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করিয়া নির্ম্মল নিত্য স
সুখে সুখী হও। এই বলিয়া মহাভাগ শিবশর্ম্মা ভার্য্যা
সহিত পূর্ব্ব শরীর ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে মহামতি সো
শর্ম্মার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা তরুণ তপ
নের দিব্য কান্তি ধারণ করিলেন। শরীরের সেই কৃমি-প
স্পারা-পরিপূর্ণ দারুণ কুষ্ঠ-রোগ একেবারে তিরোহিত হইল
সূর্য্যকান্ত মণির ন্যায় তাঁহাদের দেহপ্রভায় চতুর্দ্দিগ প্রভা
ম্বিত হইতে লাগিল। নিরতিশয় পিতৃভক্তি-পরায়ণ ধর্ম্মবুদ্ধি
সোমশর্ম্মার নেত্রযুগল হইতে অবিরল আনন্দাশ্রু বিগলিত
হইতে লাগিল। তখন তিনি ভক্তিরসাপ্লুতচিত্তে পরমপঙ্ক
পাদ পিতামাতার পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন।

অনন্তর পুত্রবৎসল শিবশর্ম্মা প্রিয়পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া
সস্নেহবচনে কহিলেন, বৎস!, সকলে যেন তোমার ন্যায়
সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্রলাভ করে। তুমি স্বীয় অপার অকৃত্রিম
পিতৃভক্তিপ্রভাবে লোকত্রয় পরাজয় করিয়াছ। তোমার
অসাধ্য কোন কর্ম্মই নাই। তুমি সকল বিষয়েই সিদ্ধিলাভ
করিয়াছ। তোমাকে আর অধিক কি বরদান করিব? তবে
আমি তোমাকে বৈষ্ণবসূক্ত প্রদান করিতেছি, ইহার প্রভাব
অসীম। ইহা দ্বারা তুমি অনায়াসে ভগবান্ বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার
লাভ করিতে পারিবে। এই বলিয়া পুণ্যচেতা সোমশর্ম্মাকে
পরম দুর্ল্লভ বৈষ্ণবসূক্ত প্রদান করিয়া, মহাত্মা শিবশর্ম্মা
স্বকীয় অসীম তপঃপ্রভাবে ও পুণ্যবলে পতিব্রতা ভার্য্যার
সহিত সর্ব্বলোক বাঞ্ছনীয় বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন।

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! যিনি সর্ব্বদা একাগ্রচিত্তে

...গুরু নারায়ণের নাম ও গুণানুকীর্ত্তন, এবং নিরন্তর ...নিধারণাদ্বারা তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন, তিনি চরমে লোকদুর্লভ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যজ্ঞবিধান বা তপস্যাদি দ্বারা সেরূপ সংঘটিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ ধ্যান ও সমাধিদ্বারা যে পরম দুর্লভ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, দান বা তীর্থ দর্শনাদিদ্বারা কদাচ তাহা সংঘটিত হয় না। অতএব বিষ্ণুপদ লাভেচ্ছু জনের সর্ব্বথা ধ্যান ও সমাধির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা শিবশর্ম্মা একমাত্র সমাধি ও ধ্যানযোগের অনুসরণ করিয়া পরম দুর্লভ বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইলেন।

পিতামাতার পরলোক প্রাপ্তির পর পুণ্যচেতা সোমশর্ম্মা কায়মনে পিতৃপ্রদত্ত বৈষ্ণবসূক্তের অনুসারী হইলেন। সেই মহাপ্রভাব বৈষ্ণবসূক্তের অসীম প্রভাবে তিনি জগৎসংসার বিষ্ণুময় বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি সংসারের সর্ব্ব বিষয়ে ও পদার্থে সর্ব্বথা সমদর্শী হইয়া মহাযোগিগণের পন্থা অবলম্বন করিলেন। লোষ্ট্র-কাঞ্চনে, বা শত্রুমিত্রে তাঁহার আর ভিন্ন ভাব রহিল না। বিষয়-বাসনা তাঁহার হৃদয় হইতে একেবারে তিরোহিত হইল। তিনি জিতেন্দ্রিয় ও সংযতচিত্ত হইয়া বৈরাগ্যে মনোনিবেশ করিলেন। কাষ্ঠাসন পরিত্যাগ করিয়া বীরাসন গ্রহণ করিলেন। আশা ও পরিগ্রহ-বাসনা মন হইতে দূরীকৃত করিয়া অযাচিত ও অজগর-ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া যোগমার্গের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। পরিশেষ স্বয়মুপাগত বিষয়গ্রহণ-বাসনাও তাঁহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইল। ক্রমে তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। তিনি সহৃদয় সুহৃদের ন্যায় অক্ষুব্ধহৃদয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন

করিলেন। পুণ্যক্ষেত্র শালগ্রামে তাঁহার জীবলীলা পরিসমাপ্তি হইল। তাঁহার মৃত্যুকালে দৈত্যগণ তৎসকাশে সমাগত হইয়া মহান্ কোলাহল করিতে লাগিল। তিনি দৈত্যগণের সেই দারুণ কোলাহল শ্রবণে অতিমাত্র হইলেন। এবং একাগ্রচিত্তে তাহাদেরই ধ্যান করিতে লাগিলেন।

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিসত্তম ! মহাত্মা সোমশর্ম্মা মৃত্যুকালে একমনে দৈত্যগণের ধ্যান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আত্মা দৈত্যভাব প্রাপ্ত হইল। এবং এই কারণেই তিনি মৃত্যুর পর দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি দৈত্য-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রহ্লাদ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। দেবাসুরের তুমুল সংগ্রামে তিনি স্বপক্ষ-রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া দেবদেব বাসুদেবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভগবান নারায়ণের সহিত যুদ্ধকালীন তাঁহার জন্মান্তরীণ সমস্ত কথা স্মরণ হইল। তখন তিনি জানিতে পারিলেন, যে, তিনিই সেই মহাত্মা শিবশর্ম্মা-সুত সোমশর্ম্মা। কেবল ধ্যানপ্রভাবে এই প্রকার দৈত্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এবং একে একে পূর্ব্বকথা সকল তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইতে লাগিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে, একমাত্র ধ্যানই সকলের প্রধান। মৃত্যুকালে যে যাহার ধ্যান করে, মৃত্যুর পর সে তাহারই স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন তিনি কেবলমাত্র লোক-গুরু নারায়ণের পাদপদ্ম একমনে ধ্যান করিতে লাগিলেন। এবং সেই ধ্যানপ্রভাবেই তিনি বৈষ্ণবপদে লব্ধপ্রবেশ হইলেন। হে দ্বিজাতিবৃন্দ ! এইরূপে পরম বৈষ্ণব মহাত্মা প্রহ্লাদ পরম

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আপনাদিগের নিকট এই প্রহ্লাদ-চরিত্র সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে পুনরায় তদীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

দেবাসুরের সেই তুমুল সংগ্রামে ভ্রাতৃগণের সহিত মহাত্মা প্রহ্লাদ নিধন প্রাপ্ত হইলে, তদীয় স্নেহবৎসলা-জননী মহাভাগা কমলা পুত্রশোকে নিতান্ত অধীরা হইয়া পড়িলেন। এককালীন পতি ও পুত্রগণের বিয়োগে তিনি অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। সমস্ত জগৎ তাঁহার পক্ষে অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠপুত্র প্রহ্লাদের নিধনে তাঁহার শোকসাগর একেবারে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি পুত্রশোকে একান্ত অধীরা হইয়া অহোরাত্র কেবল রোদন করিয়াই কালযাপন করিতে লাগিলেন। সন্তানের প্রতি জননীস্নেহ স্বভাবতই সমধিক হইয়া থাকে। তাহাতে দৈত্যরাজ-মহিষী সন্তানগণের প্রতি অধিকতর স্নেহশালিনী ছিলেন। সুতরাং সন্তানবিয়োগসন্তাপ তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। নিরন্তর নেত্রনীর বর্ষণে তিনি ক্রমে অন্ধপ্রায় হইলেন। তিনি এক্ষণে পতি-পুত্র ও আত্মীয় বিহীন হইয়াছেন, কেইবা তাঁহাকে এ অবস্থায় সান্ত্বনা প্রদান করিবে? দৈত্যকুল নির্ম্মুল ও দৈত্যপুরী অন্ধকারময়ী হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। জগতে এমন কেহ নাই যে সে আসিয়া তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান করে। পতি-পুত্রহীনা রমণীর জগতে কেহ নাই। পতিপুত্রই সংসারের একমাত্র বন্ধন। মহাভাগা কমলা এক্ষণে সেই উভয় রত্নেই বঞ্চিতা হইয়াছেন। এই কারণে তাঁহার শোকের আর সীমা রহিল

না। তাঁহার শোকলহরী উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অরণ্যচারিণী যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় তিনি অনাথিনী বেশে কেবলমাত্র শোকের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। জীবসঙ্ঘ-শব্দময়ী এই বিশ্বপুরী তাঁহার পক্ষে ঘোর অরণ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার জীবিতপ্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়াছে, তথাপি যে তিনি জীবিতা রহিয়াছেন, ইহাই তাঁহার সমূহ দুঃখের কারণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর দেবর্ষি নারদ তাঁহার সেই প্রকার অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া, তৎসকাশে সমাগত হইলেন। এবং সুমধুর সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পুণ্যবতি! তুমি শোক পরিত্যাগ কর। মহামনা প্রহ্লাদ সামান্য নহেন। স্বয়ং দেবদেব বাসুদেব তাঁহাকে সংহার করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া কামপ্রভাব হইয়াছেন। তাঁহার জন্য শোক করা তোমার কোনমতে উচিত নহে। তুমি পুনরায় প্রহ্লাদকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া পরম-সুখভাগিনী হইবে। পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় তুমি তাঁহার মুখ-চন্দ্র সন্দর্শন করিতে পাইবে। পুনরায় তিনি প্রহ্লাদ নামেই অভিহিত হইয়া তোমার প্রীতিসম্পাদন করিবেন। লোকগুরু নারায়ণের প্রসাদে তাঁহার অসুরভাব তিরোহিত ও বৈষ্ণব ভাব উপজাত হইয়াছে। তিনি ভবিষ্যতে ইন্দ্রপদ লাভ করিবেন। তুমি অতিশয় পুণ্যবতী। তোমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। তোমার পুত্র ত্রিলোকের পূজনীয় হইয়াছেন। তুমি তাঁহার সহিত নিত্য-সুখসম্ভোগে আত্মাকে সুখী করিতে সক্ষম হইবে। অতএব তুমি বৃথা শোক পরিত্যাগ করিয়া চিত্তকে সংযত কর। তুমি পুত্রশোকে একান্ত অধীরা হইয়াছ বলিয়া

আমি তোমার সান্ত্বনার কারণ এই অতি গোপনীয় বিষয় তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। এ বিষয় সর্ব্বদা সংগোপনে রাখিও। কাহারও নিকটে কখন প্রকাশ করিও না। দেবতাগণ, এ বিষয় জানিতে পারিলে, মহান্ রুষ্ট হইবেন। অতএব কোন প্রকারে দেবতাবৃন্দের রোষ বা অসন্তোষভাগিনী হইও না। হে মহর্ষিগণ! মহাতপা দেবর্ষি নারদ মহাভাগা কমলাকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া সুরলোকে প্রস্থান করিলেন।

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! মুনিসত্তম মহাভাগ নারদের বাক্যে সত্যনিষ্ঠাপরায়ণা বুদ্ধিমতী কমলার আপতিত শোকসাগর কথঞ্চিৎ লাঘব হইল। তিনি আশার আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া বিলাপ পরিতাপ পরিহার পূর্ব্বক কোনরূপে প্রাণধারণ করিয়া রহিলেন। সত্যনিষ্ঠ সাধুগণ কখন অনৃতবাক্য প্রয়োগ করেন না। কালসহকারে দেবর্ষি নারদের বাক্য সত্যে পরিণত হইল। মহাত্মা প্রহ্লাদ পুনরায় দৈত্যমহিষী কমলার গর্ভ আশ্রয় করিলেন। এবং পুনর্ব্বার তিনি বিশ্বসংসারে প্রহ্লাদ নামেই বিখ্যাত হইয়াছিলেন। জন্মান্তরীণ সুকৃতিবশতঃ বাল্যকাল হইতেই তিনি বিষ্ণুভক্তি-পরতন্ত্র হইয়া একাগ্রচিত্তে লোকগুরু নারায়ণের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন। যদিও তিনি দুরাচার অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি সর্ব্ব-সিদ্ধি-প্রদায়িনী একমাত্র নারায়ণ-চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে বলবতী হইয়াছিল। নিখিল বিশ্বচরাচর তাঁহার পক্ষে কেবল বিষ্ণুময় বোধ হইত। দেবাদিদেব বাসুদেবের প্রেমময় মূর্ত্তি ধ্যানধারণা করিয়া তিনি প্রেমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভক্তবৎসল ভগবান বৈকুণ্ঠবিহারী পরম

সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতেই তিনি ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া দেবগণের পূজনীয় হইয়াছিলেন। তিনি আজীবন ধৈর্য্য ও জ্ঞানপথে বিচরণ করিয়া সাধুগণের অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। এবং চরমে নির্ব্বাণ-মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুপদে লব্ধপ্রবেশ হইলেন। ভগদ্ভক্ত নরগণের এই প্রকার পরমা গতি লাভ হইয়া থাকে। অন্যান্য অনেক মহাত্মা দেবাদিদেব নারায়ণের প্রতি এই প্রকার অকপট ভক্তিযোগ প্রদর্শন করিয়া পরিণামে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবান দেবাদিদেব বাসুদেব পিতামহেরও পিতামহ, বিধাতারও বিধাতা এবং দেবতাগণের দেবতাস্বরূপ। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বজীবে সমভাবে অবস্থান করিতেছেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, দূর হইতেও নিকট, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, স্থূল হইতেও স্থূল। তাঁহার কটাক্ষে বিশ্বসংসারের সৃষ্টিস্থিতিলয়-কার্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে। তিনি নিত্য ও সত্য সুখের আকর পূর্ণব্রহ্ম। যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি অকপট ভক্তিযোগ প্রদর্শন করে, তাহার পরিণাম-পথ সর্ব্বথা পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত হইয়া থাকে। এবং সেই ভক্তি চরমে পরমার্থ-জন্য নিত্য ও সত্য সুখ প্রদান করিতে সক্ষম হয়।

সূত কহিলেন, হে মুনিসত্তমগণ! আমি আপনাদিগের নিকট সমুদায় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আর কোন্ বিষয় বর্ণনা করিতে হইবে, বলুন। মদীয় গুরুদেব ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রসাদে আমি পৌরাণিক-তত্ত্ব সমস্ত সবিশেষ অবগত আছি। আপনাদের যদি আর অন্য কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকে, নির্দ্দেশ করুন। আমি আপনাদের সমুদায় সংশয় নিরাশ করিব। হে বিপ্রর্ষিবৃন্দ! এই দৃশ্যমান

নিখিল বিশ্বচরাচরাধিষ্ঠাতা ভগবান বাসুদেব লোকস্থিতি-সাধন-বিধান-কারণে ইন্দ্রাদি দেবতাগণের সৃষ্টি করিয়াছেন। দুরাচার অসুরগণ সর্ব্বদাই সুরদ্বেষী। এই কারণে তিনি দেবতাগণের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক অসুরকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। আত্মবিহিতসৃষ্টি রক্ষা করিবার নিমিত্তই তিনি দানব-কুলক্ষয়-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি যুগে যুগে এইরূপে ধর্ম্মমর্য্যাদা সংস্থাপন করিয়া লোকস্থিতি সম্পাদন করিয়া থাকেন। ইহাতেই জগৎসংসারের কল্যাণ সাধন হইয়া থাকে। তিনিই একমাত্র এই বিশ্বজগতের আশ্রয়-স্বরূপ। তিনি ক্ষণমাত্র পরিত্যাগ করিলে, বিশ্বসংসার একেবারে প্রলুপ্ত হইয়া যাইবে। যাহা হউক এক্ষণে আপনাদিগের আর কি জিজ্ঞাস্য আছে, নির্দেশ করুন। আমি এই দণ্ডেই আপনাদিগের সংশয়-চ্ছেদন করিয়া দিব।

মহর্ষিগণ কহিলেন, হে সূত! তোমার শ্রুতিসুখপ্রদ জ্ঞানগর্ভ অমৃতোপম বচনাবলি বারম্বার শ্রবণ করিয়াও আমাদিগের শ্রবণ-লালসার পরিতৃপ্তি সাধন হইতেছে না। হে বাক্যবিদ্বরেণ্য! কোন্ মহাপুরুষ ইন্দ্রত্বপদ লাভ করিয়াছিলেন, এবং কেইবা তাঁহাকে সেই পরম দুর্লভ সুর-সম্রাট-পদে অভিষিক্ত করেন, তুমি সেই সমস্ত যথাযথ, বর্ণন করিয়া আমাদের কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর।

ঋষিগণের সেই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পৌরাণিক সূত কহিলেন, হে মুনিপুঙ্গবগণ! যে ভাগ্যবান্ মহাপুরুষ দেবগণের রাজ্য-ধারক ত্রিভুবন-দুর্লভ ইন্দ্রপদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তার বর্ণন করিতেছি। আপনারা সমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন।

পুরাকালে সুরাসুরের সর্ব্বলোকভয়াবহ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, বৃন্দারকবৃন্দ দুরাচার দানবদল-কর্ত্তৃক পরাজিত ও একান্ত উৎপীড়িত হইয়া সর্ব্বলোকের আশ্রয়ভূত দেবদেব বাসুদেবের শরণাপন্ন হইলেন। তাহাতে ভূতভাবন ভগবান্ নারায়ণ দেবতাগণকে নিষ্কৃতি প্রদান ও আত্মবিহিত সৃষ্টি রক্ষা করিবার নিমিত্ত দেবতাগণের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক অসুরগণের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে দৈত্যকুল একেবারে সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যায়। অমর বিবুধবৃন্দ জয়োল্লাসে উল্লাসিত হইয়া গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অন্যান্য দেবযোনিগণ-সহ ভগবান্ রমাপতি-সকাশে সমাগমন-পূর্ব্বক সমুচিত বিজয়াভিনন্দন বিনিবেদন-পুরঃসর করপুটে কহিলেন, হে ত্রিলোকপতে! আপনি সর্ব্বশক্তিময়। আপনি নিখিল বিশ্বচরাচরের অধীশ্বর। আপনার ইচ্ছায় বিশ্বসংসারের সৃষ্টিস্থিতিলয়কার্য্য সমাধান হইতেছে। আপনি ত্রিগুণের অতীত। আপনার আদি-অন্ত কিছুই নাই। আপনি পরমপুরুষ, পিতামহের পিতামহ ও বিধাতা। আপনার মহিমা অনন্ত ও অপার। আমরা আপনার গুণের কি ব্যাখ্যা করিব? অদ্য আমরা আপনার প্রসাদে এই সুদারুণ অসুরভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম। আমরা সকলেই আপনার সৃষ্টি এবং সর্ব্বতোভাবে আপনার রক্ষণীয়। আপনার প্রসাদবলে আমরা সর্ব্ববিধ বিঘ্ন ও বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সক্ষম। এক্ষণ ভবৎসকাশে আমাদের এই নিবেদন যে, আপনি কোন পুণ্যচেতা মহাপুরুষকে আমাদের অধিপতি রূপে নির্দ্দেশ করুন। তাহা হইলে তাঁহার আশ্রয়ে আমরা নিরাপদে কালযাপন করিতে পারিব। আপনিই আমাদের

একমাত্র শাস্তা ও গোপ্তা। আপনি ভিন্ন আমাদের রক্ষাকর্ত্তা অন্য কেহই নাই। এক্ষণে আপনাকে আমাদের এই অভাব মোচন করিতে হইবে। ত্রিলোকের প্রজাগণ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে, তাদৃশ সর্ব্ব-লোকশাসন ইন্দ্রপদ বিধান করুন। হে দামোদর! রাজা না থাকিলে, জগৎসংসার ক্রমে বিপর্য্যস্ত হইবে। রাজ্য অরাজক হইলে বিবিধ দোষে আক্রান্ত ও অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব আপনি অনুগ্রহ-বিতরণ-পূর্ব্বক কোন পুণ্য-চেতা মহাত্মাকে ইন্দ্রত্বপদে অভিষিক্ত করিয়া আমাদের মনোভিলাষ পরিপূর্ণ করুন। তাহা হইলে সেই ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি হইয়া জগৎসংসারের শান্তি ও কল্যাণ সাধন করিবেন।

দেবতাগণের সেই প্রকার সানুনয় বাক্য শ্রবণ করিয়া জগৎপাতা জনার্দ্দন নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিয়া কহিলেন, হে সুরবৃন্দ! মদীয় লোকে সুব্রত নামে বৈষ্ণবতেজঃসম্পন্ন ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ এক মহাপ্রতাপ ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বাস করেন। তিনিই তোমাদের অধীশ্বর হইবেন। তিনি অচি-রাৎ বিষ্ণুলোকচ্যুত হইয়া দেবজননী ভগবতী অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি তোমাদের পালন ও ধারণক্ষম হইবেন। এবং সর্ব্বতোভাবে তোমাদের পরিত্রাণ করিবেন। তিনি, সেই মহামনা পতিব্রতা অদিতির পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন। অতএব এক্ষণে তোমরা আমার সমভিব্যাহারে পিতা কশ্যপ ও মাতা অদিতি-সকাশে আগমন কর। এই কথা বলিয়া, সর্ব্বলোকভাবন [illegible]নাথ বৃন্দারকবৃন্দ-সমভিব্যাহারে, ন্যায় ও শান্তির

ন্যায়, ধর্ম্ম ও নীতির ন্যায় একত্র সমাসীন কশ্যপ ও অদিতি-সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। দেবতাগণ জনক-জননীকে পরিদর্শন করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। এবং ভক্তিশ্রদ্ধাবনত-চিত্তে উভয়কে যথাবিধি প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, কৃতাঞ্জলি-পুটে সানুনয়-বাক্যে কহিলেন, হে ভগবন্! হে ভগবতি! আপনাদের শ্রীচরণপ্রসাদে অদ্য আমরা দুরাচার দানবদলের দারুণ উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। ত্রিলোক-পালক মধুসূদন-কর্ত্তৃক দুর্দ্দান্ত দৈত্যগণ সমূলে নিহত হইয়াছে।

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! মহাভাগ কশ্যপ দেবতা-গণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সন্তোষসহকারে তাঁহাদের বিজয়াভিনন্দন সমাধান করিলেন। অন্তর তিনি স্নেহপূরিত সুমধুর বচনে কহিলেন, হে বৎসগণ! তোমরা সকলেই সত্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। এবং সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার শান্তি ও ন্যায়ের অনুগত। তোমাদের মতি নিয়ত সৎপথাবলম্বিনী। এবং তপঃপ্রভাব ও অসামান্য। তোমরা সেই অনন্য-সাধারণ তপঃ-সামর্থ-প্রভাবে এরূপ অক্ষয় পদ দেবত্ব লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছ। আমি তোমাদের প্রতি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। অতএব আমি পুনরায় তোমাদিগকে বর প্রদান করিব। আ-মার অব্যর্থ বরপ্রভাবে তোমরা অমর, নির্জ্জর ও অক্ষয় হইবে। সত্য ও ধর্ম্মে তোমাদের অবিচলিত মতি থাকিবে। এবং তোমরা সকলেই সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধি-শুদ্ধিসমন্বিত হইয়া সর্ব্বলোক-বিজয়ী হইবে। সংসারে কুত্রাপি তোমাদের কোন প্রকার বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। আমার বর-প্রসাদে তোমরা মহেশ্বরপদ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিবে।

অনন্তর মহামনা মহাভাগ কশ্যপ নাগগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পুত্রগণ। তোমারাও জগতে দুর্জ্জয় হইবে। তোমাদের ক্ষমতা অসীম হইবে। এবং তোমরা সকলেই সর্ব্বলোকের পূজনীয় হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিবে।

মহাত্মা কশ্যপের বাক্যাবসান হইলে, জগৎগুরু নারায়ণ তাঁহার সেই বাক্য অনুমোদনপূর্ব্বক দেবজননী অদিতিকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি পুণ্যবতি! তোমার ন্যায় সাধুচারিণী ও যশস্বিনী রমণী ত্রিলোকের মধ্যে আর লক্ষিত হয় না। তুমি রত্নগর্ব্ভা। অচিরাৎ তুমি তোমার গুণরাশির উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার অভিলষিত পূরণ করিব।

হে মহর্ষিগণ! শুচিস্মিতা মহাভাগা অদিতি, লোকভাবন নারায়ণের সেই প্রকার প্রসন্নবাক্য শ্রবণে পরম পুলকিতা হইয়া, আত্মাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে গদগদ-বচনে কহিলেন, হে অনাদিনাথ! তুমি স্বয়ং সত্য ও ধর্ম্মের আশ্রয়। নিখিল বিশ্বচরাচর তোমা হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তুমি সত্যাদি গুণত্রয়ের অতীত হইয়াও সর্ব্বগুণের প্রতিপালক এবং আদ্যন্ত-বিহীন হইয়াও ত্রিলোকের আদি ও অন্তস্বরূপ। তুমি যদি সত্য ও সাধুতার পুরস্কার এবং গুণরাশির গৌরব না করিবে, তাহা হইলে এ সংসারে আর কে তাহাদের আদর করিবে? ধর্ম্ম আর কাহার আশ্রয় লইবে? সত্যকে কে প্রতিপালন করিবে? হে ভূতভাবন! তোমারই প্রভাববলে আমি রত্নগর্ব্ভা নাম ধারণ

করিয়াছি। তোমারই প্রসাদে আমার পুত্রগণ নির্জ্জরাময় হইয়া নিরন্তর সত্য ও ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতেছে। তোমারই অনুকম্পায় তাহারা সকলের দুর্জ্জয় হইয়াছে। তোমারই অনুগ্রহে তাহারা সর্ব্বলোকাতিশায়িনী গৌরবলক্ষ্মী লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। তুমি সর্ব্বদাই আমার প্রতি অপার ও অকৃত্রিম অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাক। এক্ষণে তুমি আমার আত্মজরূপে অবতীর্ণ হইয়া, আমার চির-আশার সহিত দেব জননী নাম সফল কর। মাধব! তুমি যদি আমার প্রতি একান্ত প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে তুমি আমার গর্ব্ভে অবতরণ-পূর্ব্বক আমার সর্ব্বকামনা সুসিদ্ধ কর। এবং আমার পুত্রগণের অধিপতিত্বপদ গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর। তোমারই অনুগ্রহে আমি দেবজননী হইয়াছি। ভক্তবৎসল! ভক্তের প্রতি তোমার অনুগ্রহের সীমা নাই। এক্ষণে আপনার জননী করিয়া আমার চির-রোপিতা আশালতা ফলবতী কর। বিশ্বজগতে তোমার ভক্ত-বৎসল নামের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কর।

সূত কহিলে, হে মহর্ষিগণ! দেব-জননী অদিতির সেই প্রকার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, বাসুদেব কহিলেন, হে শুচিস্মিতে! আমি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করিব। দেবতাগণের কার্য্য-সাধনের জন্য আমি মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া তোমার গর্ভেতেই অবতরণ করিব। হে শুচি-পুত্রিকে! দ্বাদশযুগে আমি পরশুরামরূপে তোমার গর্ভে অবতীর্ণ হইয়া মদগর্ব্বিত ক্ষত্রিয়গণের সংহার-সাধন করিয়া পৃথিবীর ভার অপনোদন করিব। পুনর্ব্বার ত্রেতাযুগে সীতাপতি রাম-রূপে তোমার গর্ভে অবতরণ পূর্ব্বক দুর্ব্বৃত্ত দশাননের

নিরসন সাধন করিয়া দেবতাগণকে পরিত্রাণ প্রদান করিব। এবং দ্বাপর নামক অষ্টাবিংশতি যুগ সমাগত হইলে, পুনরায় যখন কৃষ্ণ নামে জগতে অবতীর্ণ হইব, তখন তোমার গর্ভকেই আশ্রয় করিব। এইরূপে মদ্বিহিত লোকত্রয়ের স্থিতি ও কল্যাণ-বিধান কামনায় পুনঃ পুনঃ মনুষ্যদেহ ধারণ করতঃ ত্বদীয় পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইব। হে কল্যাণি! আমার বাক্য কখন অন্যথা হইবে না। এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। এবং প্রাণপণে আমার এই ধর্ম্ম-সঙ্গত বাক্য প্রতিপালন করিতে যত্নবতী হও। আমার আদেশক্রমে তুমি এক সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন, সত্যধর্ম্মাশ্রিত পুত্র-রত্ন সমুৎপাদন কর। সেই পুত্র দেবতাগণের অধীশ্বর হইয়া ত্রিলোকের স্থিতি-সাধন করিবে। তোমার পুত্রগণ সর্ব্বদাই আমার নিকট তাহাদের অধিপতির নিমিত্ত কোন পুণ্যচেতা ধর্ম্মাত্মাকে প্রার্থনা করিয়া থাকে। অতএব তুমি স্বীয় গর্ভে সর্ব্বলোক-শাসন পুত্র-রত্ন ধারণ করিয়া ত্বদীয় আত্মজগণের মনোভিলাষ সুসিদ্ধ কর।

কশ্যপ পত্নী পতিব্রতা অদিতি ভগবান্ নারায়ণের এই প্রকার প্রসাদ-বাক্য আকর্ণন করিয়া তৎপরোনাস্তি প্রীতিলাভ করিলেন। তিনি ইন্দ্রের জননী হইবেন, একথা স্বপ্নেও বোধ করেন নাই। এক্ষণে দেবদেব বাসুদেবের এই প্রকার অযাচিত প্রসাদ-লাভে তাঁহার সৌভাগ্য-গর্ব্ব অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইল। তিনি হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে ত্রিলোকনাথ নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভূতভাবন! আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার বাক্য প্রতিপালন করিব। কোন মতে তাহার অন্যথা হইবে না।

সূত কহিলেন, হে মুনিসত্তমগণ! দেবজননীশুচিস্মিতা অদিতির এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবতাগণ আশ্বস্ত ও নিরাতঙ্কহৃদয়ে দেবদেব নারায়ণের সহিত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। মনস্বিনী অদিতিও আদরগৌরবপ্রদর্শনপুরঃসর মহাত্মা কশ্যপকে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। পুণ্যচেতা দেবজনয়িতা কশ্যপ সেই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিরতিশয় আনন্দ সহকারে কহিলেন, হে যশস্বিনি! আমিও তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, তুমি অচিরাৎ ইন্দ্রপুত্রের জননী হইবে। এবং সেই পুত্র সত্যধর্ম্ম সমাশ্রয় করিয়া সর্ব্বলোকের শাসনকর্ত্তা ও প্রতিপালক হইয়া সর্ব্ব-যজ্ঞভাক্ হইবে। এই বলিয়া তিনি পতিব্রতা অদিতির মস্তকে স্বহস্ত বিন্যস্ত করিয়া তাঁহার মনোভিলাষ পুরণ করিবার জন্য সত্য ও ধর্ম্মানুমোদিত কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

সুত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! যে সময়ে মহামনা কশ্যপ পতিপ্রেমনুরাগিণী শুদ্ধিমতী অদিতিকে সেই প্রকার বরপ্রদান করিয়া সত্য ও ধর্ম্মানুসারে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই সময়ে বিষ্ণুলোকবাসী পরম তেজস্বী ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষের পুণ্যক্ষয় হয়। সেই কারণে তিনি বিষ্ণুলোক-পরিচ্যুত হইয়া পতিত হইলেন। প্রভুত তপোবল না থাকিলে কেহ বিষ্ণুলোকে বাস করিতে সক্ষম হয় না। দেবাদিদেব বাসুদেব সাক্ষাৎ তপোমুর্ত্তি এবং ধর্ম্ম ও সত্য স্বরূপ। পুণ্য ও সত্যধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণই তদীয় লোকে গমন করিতে পারেন। এবং যে পর্য্যন্ত তাঁহাদের পুণ্যক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তথায় অধি-

বাস করিতে সক্ষম হয়েন। কিন্তু ক্রমে কর্ম্মফলের সংক্ষয় হইলে তথায় অবস্থিতি করা আর তাঁহাদের সাধ্য হয় না। এই কারণে মহাতপা সুব্রত বৈষ্ণবলোক পরিচ্যুত হইলেন। এবং নিয়মাবলম্বিনী পুণ্যবতী অদিতির গর্ভে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে মহাভাগা দেবজননীর গর্ভসঞ্চার হইলে তিনি নিরালম্ব হইয়া বনবাসে অধিবাস পূর্ব্বক দুশ্চর তপশ্চরণে মনোনিবেশ করিলেন। ক্রমে দিব্য শতবৎসর অতীত হইল। পতিব্রতা দেবমাতা সংকল্পারূঢ়া হইয়া অনন্যমনে অত্যুগ্র তপঃসাধন করিতে লাগিলেন। আহার, নিদ্রা, ও ভোগবাসনা পরিহার পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযতকরতঃ একান্ত হৃদয়ে ধ্যানধারণায় বিনিবেশিতচিত্ত হইলেন। তাঁহার তপস্তেজঃ উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

তাঁহার সেইপ্রকার কঠোর তপোনুষ্ঠানে ত্রিভুবন বিস্মিত হইল। হিংস্রক শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ বনস্থলী তাঁহার তপঃপ্রভাবে শান্তি দেবীর আবাসভূমি হইয়া উঠিল। তপস্তেজঃ সমুদ্ভুত তাঁহার সেই প্রকার দিব্যকান্তি সন্দর্শন করিয়া হিংস্রক শ্বাপদগণ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব পরিহার করতঃ অতি শান্ত ভাবে বিচরণ করিতে লাগিল। আত্মসিদ্ধি সাধনাভিলাষে তিনি কখন নীরাহারে কখন বা নিরাহারে ধ্যানযোগ সাধনা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মহাভাগা অদিতি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিতা হইয়া প্রযত্নাতিশয় সহকারে তপোনুষ্ঠান ও গর্ভপোষণ করিতে করিতে পূর্ণশত বৎসর অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর ভূতভাবন ভগবান নারা-

য়ণ তৎসমীপে সমাগত হইয়া তাঁহাকে গর্ভমোচন করিতে আদেশ করিলেন দেবদেব বাসুদেব কহিলেন, দেবি! আর তপস্যায় প্রয়োজন নাই। তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। তুমি অদ্যই গর্ভমোচন কর। তুমি যে জন্য এই সুদুশ্চর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, সে বিষয়ে সফলতা লাভ করিয়াছ। তুমি ইন্দ্রের জননী হইবে। হে যশোস্বিনি! কেবল তোমারই তপঃপ্রভাবে এই শুভযোগ সংঘটিত হইল। অতএব আর কাল বিলম্ব করিও না। তোমার গর্ভ সুসম্পূর্ণ ও সুতিকাকাল সমুপস্থিত হইয়াছে। হে মহর্ষিগণ! বিশ্বপতি নারায়ণ দেবজননী অদিতিকে এইপ্রকার আদেশ প্রদান করিয়া স্বকীয় লোকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর শুচিপুত্রিকা পুণ্যবতী অদিতি শুভক্ষণে এক প্রিয়দর্শন সুশোভন পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পুত্র প্রদীপ্ত দিনকর-সদৃশ-দীপ্তি-সমন্বিত, ভীমকায়, সর্ব্ব সুলক্ষণ-সুশোভিত, চতুর্ভুজ ও তেজোমালা পরিবেষ্টিত। তিনি সর্ব্ব লোকের ঈশ্বর ও বৃন্দারকবৃন্দের ইন্দ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার করপল্লব চক্র ও পদ্মচিহ্নে সুশোভিত। তাঁহার চন্দ্রবিম্ব সদৃশ অনুপম মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলে তাঁহাকে বিশুদ্ধজ্ঞান-বুদ্ধির আকর, উন্নতমনা, উদার-প্রকৃতি, অপ্রাকৃত বলশালী ও অলৌকিক শক্তি-সমন্বিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দিব্যকান্তিসমন্বিত সেই মহাপুরুষের নেত্রদ্বয় পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল ও আভা-যুক্ত এবং তাঁহার তেজঃ অপ্রতিম। দেবজননী কশ্যপপত্নী সেই সর্ব্বগুণরত্নবিভূষিত পুত্রবরকে নয়নগোচর করিয়া

আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি তনয়রত্নকে স্বীয় অঙ্কে গ্রহণ করতঃ স্নেহাতিরেক সহকারে বারম্বার তাঁহার মুখচুম্বন ও নির্নিমেষনয়নে তাঁহার বদনসুধাকরের অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি যতবার দেখেন, তত বার তাঁহার অভিনব বলিয়া বোধ হয়। এবং পুনঃপুনঃ দর্শন করিয়া দুর্নিবার আনন্দপ্রবাহভরে নিশ্চলা প্রকৃতির ন্যায় স্থিরদৃষ্টিতে কেবল পুত্র প্রতি নেত্রপাত করিয়া রহিলেন।

এদিকে, দেবজননী পতিব্রতা অদিতি মহাভাগ মহাতেজা সর্ব্বসৌভাগনিলয় পুত্ররত্ন প্রসব করিয়াছেন, এবং দেবাদিদেব বাসুদেবর প্রসাদে তিনি সর্ব্বলোকশাসন ইন্দ্রত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া ত্রিভুবনবাসী দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, সপ্তর্ষি ও মহর্ষিমণ্ডল পরমানন্দে পুণ্যচেতা কশ্যপের ভবনে আগমন করিতে লাগিলেন। অত্যুচ্চ ধরাধর, স্রোতস্বিনী নগনন্দিনী, ক্ষীর প্রভৃতি বারিধিবর্গ এবং বিশ্বচরাচরাসী যাবতীয় স্থাবরজঙ্গম সকলেই মহোৎসবে মত্ত হইয়া তথায় সমাগত হইল। ত্রিভুবন মহানন্দে উন্মত্ত! সকলেই যেন স্ব স্ব পুত্র জন্মমহোৎসব অনুভব করিতে লাগিল। মহেশ্বরগণ মহামহোৎসবে মত্ত হইয়া মাঙ্গলিক কার্য্যসমূহের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সুরনর্ত্তকীগণ আনন্দভরে নৃত্য ও সুরগায়কগণ সুললিতস্বরে সুমধুর সঙ্গীতালাপ করিতে লাগিল। বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ প্রেমানন্দে নিমগ্ন হইয়া তারস্বরে বেদগান করতঃ সদ্যপ্রসূত অদিতিনন্দনের সম্যকপ্রকারে স্তবানুকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অগণন

গণগণ পরিবৃত-গণনাসব-বিনায়কসহ লোকপিতামহ বিশ্বস্রষ্টা জগৎগুরু জনার্দ্দন ও ভূতভাবন ভবানীপতি হর্ষনির্ভরমানসে কশ্যপ-ভবনে সমাগত হইলেন। তীর্থসকল মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া সাক্ষাৎ সমবেত হইল। সকলেই নিরতিশয় আনন্দ-ভরে উন্মত্ত হইয়া নানাপ্রকার মাঙ্গলিক-কার্য্যানুষ্ঠান-দ্বারা মহাতপা কশ্যপের সেই মহাভাগ, মহাদ্যুতি আত্মজের প্রীতি-সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এবং উচ্চৈঃস্বরে দেবমাতা অদিতি ও মহাত্মা কশ্যপের সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে লাগিলেন। অনন্তর, পিতামহ-প্রমুখ অমরবৃন্দ সেই সর্ব্ব-লোকশাসন পুত্রবরের বিবিধ নাম প্রদান করিলেন। কেহ তাঁহার নাম বসুদত্ত, কেহ বসুদ, কেহ আখণ্ডল, কেহ মরুত্বান্ কেহ মঘবান্, কেহ বিড়োজা, কেহ পাকশাসন, কেহ সংক্রন্দন, কেহ ইন্দ্র, কেহ দেবরাজ, কেহ বা তাঁহার নাম স্বর্গরাট্ রাখিলেন। তদনন্তর তাঁহারা সকলে তাহার জাত-কর্ম্মাদি সম্পাদন করিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বানপূর্ব্বক বিবিধ মনোজ্ঞ ভূষণে তাঁহাকে বিভূষিত করিয়া দিলেন। ইন্দ্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া বৃন্দারকবৃন্দের আনন্দের আর পারিসীমা রহিল না।

সূত কহিলেন, হে দ্বিজাতিবৃন্দ! অনন্তর শুভদিনে শুভলগ্নে মহাভাগ বসুদত্ত, বাসুদেবদত্ত ইন্দ্রত্ব পদে অভি-ষিক্ত হইলেন। এবং কুলিশ, পাশ প্রভৃতি সুদুশ্চেদ্য ভয়াবহ অস্ত্রসকল প্রাপ্ত হইয়া অনতিকাল মধ্যেই ত্রিভুবন মধ্যে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। উদীয়মান প্রভাকরের ন্যায় তাঁহার প্রভাবরাশি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

সর্ব্বলোকশাসন আখণ্ডলের সেই প্রকার অখণ্ডিত

প্রস্তাবরাশি পরিদর্শন করিয়া দৈত্যগুরু উশনা কহিলেন, পুণ্যবতী পতিব্রতা অদিতির এই মহাভাগ পুত্র দেবাদিদেব নারায়ণের অপার করুণাবলে ত্রিলোকের ইন্দ্রত্বপদ লাভ করিয়াছেন। ইনি সর্ব্বলোকের অজেয় ও অদ্বিতীয় হইয়া নিখিল বিশ্বচরাচরের উপর অধিপত্য করিবেন।

পুত্রপ্রাণা পুণ্যবতী অদিতি ত্রিভুবনস্থ সকলকেই সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীয় পুত্রের অভ্যুদয়সাধনাভিমুখীন অবলোকন করিয়া এবং অসুরগুরু শুক্রাচার্যের মুখে তদীয় পুত্রের সেইপ্রকার গৌরবানুকীর্ত্তণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পুত্রের অভ্যুন্নতি নিরীক্ষণ করিয়া পুত্রবৎসলা জননী স্বভাবতই সৌভাগ্য গর্ব্বগর্ব্বিতা হইয়া থাকেন। তাহাতে পতিব্রতা অদিতি সমধিক পুত্রবৎসলা ছিলেন। এই কারণে তাঁহার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। এতদিনে সর্ব্বলোকশাসন ইন্দ্রপুত্র লাভ করিয়াছেন, এই ভাবিয়া তাঁহার আনন্দপ্রবাহ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহাত্মা কশ্যপেরও আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এদিকে দেবাসুরের দারুণ যুদ্ধে দুর্দ্দান্ত দানবদল নিহত হইলে, তাঁহাদের জননী মহাত্মা কশ্যপের অপরা দয়িতা দনু, দুর্ণিবার সন্তানবিয়োগসন্তাপে একান্ত অধীরা হইয়া শোকসন্তপ্ত অন্তরকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিবার মানসে দৈত্যপ্রসবিনী দিতির ভবনে গমন করিলেন। কিন্তু আত্মীয় বান্ধবের সন্দর্শনে শোকার্ত্তব্যক্তির শোকানল আরও দ্বিগুণিত হইয়া প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত দৈত্যজননী দিতির দর্শনমাত্র দানবমাতা দনুর শোক সন্তপ্ত চিত্ত আরও আকুল হইয়া উঠিল। অবিরল অশ্রুপ্রবাহে ধরাতল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। এবং বাঙনিষ্পত্তি বিষয়াক্ষমা হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় তদীয় সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কোমলপ্রকৃতি দৈত্যজননী সমধিক দুঃখিতা হইয়া মৃদুমধুর প্রিয় বচনে কহিলেন, হে কল্যাণি! নিশিরশিশিরাভিষিক্ত কোমল কমলকলিকার ন্যায় তোমার নয়নকমল এরূপ সজল লক্ষিত হইতেছে কেন? কি কারণে তুমি অদ্য এপ্রকার অবসাদগ্রস্ত হইয়াছ? তোমার হৃদয়াকাশ বিষাদতমসায় আচ্ছন্ন হইয়াছে কিজন্য? সুভযোগে তুমি শতপুত্রের জননী হইয়া কিজন্য এরূপ অনাথিনীর ন্যায় বিষণ্ণ ও দুঃখিত হইয়াছে, তোমার পুত্রগণ সর্ব্বগুণের আধার। তাঁহাদের প্রভূত বলবিক্রমে

বিশ্বসংসার কম্পান্বিত। ইহ সংসারে তোমার কিছুরই অভাব বা অপ্রতুল নাই। প্রবলপ্রতাপ অমিততেজা হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু যেমন আমার পুত্র, সেইরূপ তোমারও পুত্র। অতএব তোমার কিসের অভাব, এবং কি কারণেই বা এতাদৃশ শোকসন্তপ্ত হইয়াছে তাহা আমি কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না। আমি কখন তোমাকে এ প্রকার দুঃখিত বা মলিনভাবাপন্ন সন্দর্শন করি নাই। অদ্য তোমার এবম্বিধ অবস্থা অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণ অতিমাত্র ব্যথিত হইতেছে। অতএব এমন ক অভাবনীয় দুর্ঘটনায় তোমার হৃদয়ের শোকতরঙ্গ একেবারে উচ্ছলিত করিয়াছে, তাহা আমাকে যথাযথ নির্দ্দেশ কর। তোমার স্বভাবের এরূপ অভূতপূর্ব্ব অভাব অবলোকনে আমার হৃদয় একান্ত অস্থির হইতেছে।

পতিব্রতা দৈত্যজননী এই বলিয়া বিনিবৃত্তা হইলে, পুত্রবিয়োগবিধূরা দনু কথঞ্চিৎ সমাশ্বস্তচিত্তে সকরুণবচনে কহিতে লাগিলেন, মনস্বিনি! আমার পুত্রশোক আজ নবীভূত হইয়াছে। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। চরাচরাধিষ্ঠাতা লোকভাবন নারায়ণও আমাদের প্রতিকূলাচারী হইয়াছেন। তিনি আমাদের সপত্নী সৌভাগ্যবতী অদিতির মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছেন। তাঁহার বর প্রভাবে দেবজননী অদিতি সর্ব্বলোক শাসনইন্দ্রের জননী হইয়াছেন। এতদিনের পর তুমি বঞ্চিতা হইলে। অদিতি যে পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছেন, সেই পুত্রই নারায়ণপ্রমুখ বৃন্দারকবৃন্দকর্ত্তৃক সর্ব্বলোকপূজ্য ইন্দ্রপদে অভিষিক্ত হইয়াছে। এতদিনেরপর

তাহার সকল দুঃখ বিদূরিত হইল। তাহার সেই পুত্র ত্রিলোকের অধিনায়কপদে অধি[illegible] যজ্ঞভোক্তা হইয়াছে [illegible] নিখিল বিশ্বচরাচর [illegible]শানুবর্ত্তী হইয়াছে। স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা পিতামহ বিধাতাও এ বিষয়ে অনুমোদন করিয়াছেন। সে অখণ্ড আখণ্ডলপদে আরোহণ করিয়া জগৎমণ্ডল স্বায়ত্বাধীন করিয়াছে। ইহাতে কাহারও অনভিমত বা অনভিরুচি নাই। হায়! আমরাই বঞ্চিতা হইলাম! সুভগে! আমার পুত্র ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইল না কি জন্য? কি জন্যই বা অন্যান্য দানব ও দৈত্যগণ তেজোহীন হইল? আমরা কি মহামনা কশ্যপের প্রণয়ভাগিনী নই? আমরা কি প্রাণপণে পতিপদ পূজা করি না? আমরা কি কোনমতে বিশ্বপাতা বাসুদেবের অনুগ্রহের পাত্রী হইবার যোগ্য নহি? একমাত্র অদিতিই কি তাঁহার সমগ্র প্রসাদলাভ করিবে? হা ধিক! কি কারণে আম্মাদের এরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয় সংঘটিত হইল? কেনই বা আমরা এরূপ বঞ্চিতা হইলাম? আমরা এমন কি গুরুতর পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম যে, সেই কারণে আমাদের ভাগ্যে এই বিসদৃশী দুর্ঘটনা সংঘটিত হইল? ভগিনি! এই কারণেই আমার হৃদয় মথিত হইতেছে। এবং ইহার সবিশেষ কারণ অবগত হইবার জন্যই আমি তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি।

দানব প্রসূতি দনুর এই প্রকার করুণ বচন শ্রবণ করিয়া দৈত্যজননী দিতি স্নেহোদার বাক্যে কহিতে লাগিলেন, অয়ি আত্মাভিমানিনি! বৃথা শোক করিয়া অন্তঃকরণকে কিজন্য সন্তপ্ত করিতেছ? শোকতাপ পরিত্যাগ

কর। দৈবই সকলের মূল। তদুপরি কুটিল-প্রকৃতি কাল তাহার উত্তর সাধক। উহাদের গতি বিচিত্র! ইহজগতের সকল ঘটনাই সেই দৈব ও কালের আয়ত্তাধীন। তাহাদের হস্তে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। বিশেষতঃ সকলই সেই একমাত্র বিশ্বচক্রী বাসুদেবের চক্র! তাঁহার দুরগাহ চেষ্টা ও অভিপ্রায় অননুধাবনীয়। তাহা না হইলে, দেবাসুরের তুমুল সংগ্রামে ভগবান্ নারায়ণ দেবতাগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দৈত্যকুল নির্ম্মূল করিবেন কিজন্য? এবং প্রবল পরাক্রান্ত পশুরাজ কেশরী যেরূপ স্বীয় অপ্রতিম শক্তি-প্রভাবে মদমত্ত মাতঙ্গগণের আতঙ্ক উৎপাদন করিয়া ক্রমে তাহাদিগকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করে, সেইরূপ সেই পশুপতি গোলোকপতি কি জন্যই বা অমিতবল দানবদল দলন করিয়া তোমাকে এ প্রকার অনাথিনী করিবেন? পূর্ব্ব-কথা স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে হৃদয়গ্রন্থি সকল শিথিল ও মর্ম্মসন্ধি বিদীর্ণ হয়! ত্রিলোকের অজেয় সমরদুর্ব্বার দৈত্য-রাজ কালনেমি, নিজ ভুজপ্রতাপে ত্রিভুবন পদতলস্থ করিয়া অবশেষে সেই চক্রীর চক্রে কৃতান্তের কৃতদাস হইল! যে সকল রণদুর্ম্মদ দৈত্য-সেনাগণের প্রবলপ্রতাপে দেবতাগণ পর্য্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় জড়ীভূত হইয়াছিল, যাহাদের নাম স্মরণে ত্রিভুবন কম্পান্বিত হইত, সেই সকল বলমদ-মত্ত সমরপ্রবীর বীরসন্ততিগণ একমাত্র সেই চক্রীর নিদারুণ চক্রে প্রেতপুরের পথিক হইয়াছে। তাঁহারই কারণে তাহারা সমূলে বিনাশিত, দ্রাবিত, মর্দ্দিত ও বিদলীকৃত হইয়াছে। প্রজ্বলিত-হুতাশন-বিনিহিত শুষ্ক তৃণরাশির ন্যায় এ বিশাল দৈত্যকুল সেই সৃষ্টিস্থিতিনাশন নারায়ণের প্রদীপ্ত

ক্রোধ-হুতাশনে পতিত হইয়া একেবারে সমূলে নাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। সহস্রকর দিবাকরের করস্পর্শে দিবাভীত অন্ধকার যেরূপ ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, সেইরূপ সেই বিশ্বম্ভরের করে এ বিপুল দৈত্যকুলের নাম পর্য্যন্ত লোপ হইয়া গিয়াছে। অতি কষ্টে যাহাদিগকে জঠোরে-ধারণ করিয়া কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলাম। ক্ষণমাত্র যাহাদের অদর্শনে পলকে প্রলয় জ্ঞান হইত। যাহাদের না দেখিলে এই বিশ্বধাম অন্ধকারময় জ্ঞান করিতাম, সেই সর্ব্বগুণগ্রাম প্রাণসম প্রিয়পুত্রগণ তদীয় সংগ্রামে জীবন-শ্রমে বিরামলাভ করিয়া বীরগণের পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছে। আর তাহারা সুমধুর মাতৃ-সম্ভাষণে আমার শ্রবণযুগল সুশীতল করিবে না। আর তাহাদের পূর্ণেন্দুবিনিন্দিত বদন-ভাতি অবলোকন করিয়া আমি অপার অকৃত্রিম আনন্দ-স্রোতে সন্তরণ করিতে পারিব না। এতদিনে আমাদের সৌভাগ্যদীপ নির্ব্বাপিত ও সুখরজনী অবসন্না হইয়াছে। যাহাদের বদনসুধাকরের অনুপম শোভা সন্দর্শন করিয়া সর্বদা পূর্ণানন্দ অনুভব করিতাম, তাহারা সকলেই এককালে কাল-রূপ করালরাহু-কর্তৃক চিরকালের জন্য কবলিত হইয়াছে। যাহাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়া নারীজন্ম সার্থকজ্ঞান করিয়াছিলাম, যাহাদিগকে অঙ্কে ধারণ করিয়া আমাকে সৌভাগ্য-শালিনী মনে করিয়াছিলাম, সেই প্রাণসম প্রীতিময় পুত্রগণ সকলেই একে একে স্ব স্ব প্রাণ পণীভূত করিয়া সমরক্রীড়ায় পৌরুষাভিনয় প্রদর্শন করিয়াছে। এক্ষণে বৎসগণ এ হতভাগিনীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কৃতান্তনগরীর অঙ্ক-শোভা সম্পাদন করিতেছে। আমাদিগের সুখসৌভাগ্য

পহরণ করিয়া শমনপুরী সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছে। আমাদিগকে অনাথা করিয়া সে এক্ষণে নাথবতীর ন্যায় পরম সুখসম্ভোগে আপনাকে চরিতার্থ করিতেছে। আমরা ইহজীবনের সুখ-সম্পত্তির সহিত ভাগ্যলক্ষ্মী-পরিবর্জ্জিতা হইয়া দুর্ভাগ্যের চিরকিঙ্করীর ন্যায় কেবল বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া আত্মপাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন করিতেছি। যিনি জগৎসংসারের রক্ষাকর্ত্তা, জগতে যাঁহার শত্রু বা মিত্র কেহই নাই, সেই চরাচরাধিষ্ঠাতা ভূতভাবন ভগবান নারায়ণ ভাগ্যগুণে আমাদের বৈরিতাসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং সংহারমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক অসুরকুল নির্ম্মূল করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। তাঁহার ভীষণ রোষাগ্নিনিপতিত দৈত্য ও দানবগণ প্রজ্বলিত পাবকশিখা-পতিত পক্ষবান্ পতঙ্গের ন্যায় নিমেষের মধ্যে জীবলীলার পরিসমাপ্তি করিয়াছে। যাঁহার নাম স্মরণ করিলে জগতের যাবতীয় শোক-দুঃখ-যন্ত্রণার পর্য্যবসান হয়, সেই নিত্য ও সত্যসুখের আশ্রয়স্বরূপ ত্রিলোকপালক নারায়ণ যখন আমাদিগকে এইপ্রকার অসদৃশ অসহ্য শোকদুঃখে নিমগ্ন করিয়াছেন, তখন আর আমাদের উপায়ান্তর কি, এবং তখন বৃথা আর রোদন করিলেই বা কি ফললাভ হইবে? পুত্রস্নেহানুরাগিণী দৈত্যজননী বাষ্পাকুললোচনে গদগদ বচনে এই প্রকার বলিতে বলিতে তূষ্ণীম্ভাবধারণ করিলেন। আর বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। কে যেন তাঁহার বাক্শক্তি অপহরণ করিয়া লইল। বিষমূর্চ্ছিতা রোগীর ন্যায় তিনি একেবারে স্পন্দহীন হইয়া পড়িলেন। অপার শোক পারাবার উচ্ছলিত হওয়ায় প্রবলবেগে অশ্রুপ্রবাহ দৈত্যকুল [illegible]

প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিম্ববিনিন্দিত ওষ্ঠযুগল ঘন ঘন বিস্ফুরিত হইয়া বিষম মর্ম্মযন্ত্রণার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। তখন তিনি শিথিলবন্ধ বেপমান হস্তে সজল নয়নকমল আবরিত করিয়া অবনতমস্তকে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শোকসন্তপ্তা দিতির সেই প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দানবজননী দনু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার শোকসাগর একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বাতাহত কদলীর ন্যায় মূর্চ্ছিতা হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। দৈত্যজননী পুত্রগতপ্রাণা দিতিও শোকবিহ্বলচিত্তে অশ্রুপ্রবাহে ধরাতল অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মূর্চ্ছাপনোদন হইলে, তিনি অল্পে অল্পে গাত্রোত্থান করিয়া বাষ্পবিস্ফারিত-লোচনে কাতরবচনে কহিতে লাগিলেন, ভগিনি! আমি কি এই সমস্ত শ্রবণ করিবার জন্যই তোমার নিকটে আগমন করিয়াছিলাম? হায়! কেন আমার মৃত্যু বিধান হইল না? দগ্ধ প্রাণ! তুমি কিজন্য এখনও এ দারুণ দুঃখদগ্ধ দনুদেহ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছ? হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? ভাগ্য! তুমি আমার প্রতি কেন এত প্রতিকূল হইলে? কেন আমি ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম? এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে তিনি পুনরায় হতচেতনা হইয়া ধরাতলে পতিতা হইলেন। এবং বহুক্ষণ পরে পুনর্ব্বার চেতনালাভ করিয়া নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়যুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া ধরা-

প্লাবিত করিতে লাগিল। সন্তানগণের শিশুশশীসম-প্রভ সুন্দর মুখমণ্ডল স্মরণ করিয়া তাঁহার শোকসাগর ক্রমে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। সর্ব্বশরীরে অবসাদকম্প আবির্ভূত হইল। বদনমণ্ডল শোকে ও বিষাদে মলিন ভাব ধারণ করিল। মর্ম্মগ্রন্থি সকল শিথিল ও জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। পুত্রবিয়োগযন্ত্রণায় অধীরা হইয়া ধূলায় ধূসরিতা হইতে লাগিলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন ইহজন্মের জন্য তাঁহার সৌভাগ্যশশী অস্তমিত হইল। জীবনে আর তিনি সুখপ্রসাদ লাভে সক্ষম হইবেন না।

মহাভাগা অদিতি ও দনু এইপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে সর্ব্বতত্ত্বার্থদর্শী মহাত্মা কশ্যপ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি সাক্ষাৎ শান্তি ও সত্যের আধারস্বরূপ। তিনি প্রিয়পত্নী দনুকে তথাবিধ বিলপ্যমানা নিরীক্ষণ করিয়া সুমধুর সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে লাগিলেন, অয়ি মনস্বিনি! বৃথা শোকতাপ পরিহারপূর্ব্বক ধৈর্য্যকে আশ্রয় কর। তোমার ন্যায় সত্ত্ববতী ও মহাভাগা রমণীর কদাচ এরূপ বৃথা শোক ও মোহের বশবর্ত্তিনী হওয়া উচিত নহে। তুমি লোকাতিশায়িনী প্রজ্ঞার অধিকারী। তোমার অবিদিত কিছুই নাই। কালের কুটিলগতি ও অবশ্যম্ভাবী দৈবঘটনার প্রতিষেধ করা কাহারও সাধ্যায়াত্ত নহে। এ মায়াময় অনিত্য জগতের সকলই অনিত্য,—সকলই বিনশ্বর! জগতে পিতামাতা স্ত্রী-পুত্র কেহ কাহারও নহে। একমাত্র মৃত্যুতেই সকলের সহিত চিরবিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়া থাকে। মরণান্তে কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ থাকে না। অদ্য হউক বা শতান্তে হউক সকলকেই

বিশাল [illegible] সেই [illegible]

সেই মরগণের চরমগতি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। করাল কালের হস্তে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। তুমি বিবেক-বুদ্ধি-সমন্বিতা হইয়া মূঢ়ার ন্যায় কিজন্য এপ্রকার আকুলা হইতেছ? তোমাকে আমি অধিক কি প্রবোধ প্রদান করিব? তোমরা সকলেই মহাতেজা দক্ষপ্রজাপতির দুহিতা। এব সকলেই পরস্পর ভগিনীভাবে বদ্ধ। তাহাতে আমি তোমাদের সকলেরই স্বামী। আমি তোমাদের সকলেরই সমভাবে সর্ব্বদা প্রতিপালন ও রক্ষা করিয়া থাকি। কাহারও প্রতি আমার অনুরাগের ইতর বিশেষ নাই। আমি তোমাদের সকলের প্রতি সর্ব্বথা সমদর্শী। দেবতা, দৈত্য ও দানবগণ সকলেই আমার আত্মজ। অতএব তাহাদের মধ্যে সকলেরই পরস্পর ভ্রাতৃসম্বন্ধ। কিন্তু তোমার পুত্রগণ উন্মার্গগামী হইয়া ক্রূর চেষ্টা ও ক্রূর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহারা সত্য ও ধর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক দেবতাগণের বৈরিতাসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সেই পাপে তোমার অজিতাত্মা ক্রূরমতি অশান্ত আত্মজগণ অকালে কালপ্রবর্ত্তক চরাচরাধিষ্ঠাতা জগৎগুরু জনার্দ্দনের কোপানলে ভস্মীভুত হইয়াছে। তাহারা যদি সৌভ্রাত্র পরিহার পূর্ব্বক ধর্ম্মমার্গ অতিক্রম না করিত, মোহমদে উন্মত্ত হইয়া অপরিণামদর্শী না হইত, অহঙ্কারের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া সত্যকে উপেক্ষা না করিত, তাহা হইলে কখনই তাহাদের লয়সাধন হইত না। বৃথা শোক করিলে আর কি ফল হইবে? মায়ামোহশোকতাপই সুখ ও পুণ্যক্ষয়ের একমাত্র কারণ। তুমি অকারণে কিজন্য সেই সর্ব্বদুঃখদায়ক দারুণ শোকের অনুবর্ত্তিনী হইয়া সদ্য সুখ বিনষ্ট ও চির-

সঞ্চিত পুণ্যরাশি অপচয় করিতেছ? পুণ্যক্ষয়ই বিনাশ প্রাপ্তির হেতুভুত কারণ। শোক হইতেই জীবাত্মার পতন হইয়া থাকে। অতএব তুমি সেই মহান্ রিপুরূপ শোক-রাশি পরিহারপূর্ব্বক আত্মাকে পতন হইতে রক্ষা কর। সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মফলের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। কর্ম্ম-দোষে তোমার পুত্রগণ মৃত্যুকে আশ্রয় করিয়াছে। স্বয়ং দেবাদিবে ভুতবান বাসুদেব পর্য্যন্ত সেই অলংঘনীয় কর্ম্ম ফলের প্রতিবেধ করিতে সক্ষম নহেন। অন্য পরে কা কথা। কর্ম্মফলবশতঃ যে ব্যক্তি নাশপ্রাপ্ত হয়, তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না। এবং সেই কারণে তাহার জন্য শোক করা অনুচিত। অশোচ্য বিষয়ে শোক প্রকাশ করিলে, তাহার অচিরাৎ পতন হইয়া থাকে। এবং সেই পতন অনিবার্য্য। অতএব অশোচ্য বিষয়ে শোক করিয়া কিজন্য নিজের পতনসাধন কামনা করিতেছ? তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণীর কদাচিৎ মুগ্ধার ন্যায় এরূপ অনিত্য অসার মায়ামোহে মুগ্ধ হওয়া উচিত নহে। হে পতিব্রতে! এক্ষণে ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত ও আত্মাকে বশীভুত কর। তাহা হইলে সুনির্ম্মল সুখশান্তির সুবিমল রসাস্বাদনে আত্মাকে সুখী করিতে সক্ষম হইবে।

হে মহর্ষিগণ! মহাভাগ কশ্যপ দানবজননী দনুকে এইপ্রকার সারগর্ভ উপদেশ বাক্য প্রদান করিয়া নিরস্ত হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

মহামনা কশ্যপ বিনিবৃত্তা হইলে, পুত্রবৎসলা দনু কোন কথাই কহিলেন না। তিনি স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুতবিয়োগসন্তাপে একান্ত ব্যথিতা হওয়াতে তাঁহার বুদ্ধির কিছুমাত্র স্থিরতা ছিলনা। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার স্বামী মনে করিলে তাঁহার পুত্রগণকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিতেন। অথবা দেবাদিদেব বাসুদেবের হস্ত হইতে কোন রূপে তাহাদিগকে রক্ষাও করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহাদিগের প্রতি বীতরাগ হইয়াই যেন তাহা করেন নাই। এই ভাবিয়া দানবজননী স্বামীর প্রতি অতিশয় অভিমানিনী হইলেন। তিনি কিছুমাত্র বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া অবনত-বদনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সূত কহিলেন; হে দ্বিজসত্তমগণ! অনন্তর দৈত্যজননী দিতি নিরতিশয় অভিমানভরে কহিতে লাগিলেন, হে স্বামিন্! আপনি যাহা বলিলেন তাহা সমস্তই সত্য। অবশ্যম্ভাবী দৈবদুর্ঘটনার হস্ত হইতে কেহই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। সকলই একমাত্র অদৃষ্টের আয়ত্তাধীন। ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গর্ব্ভেতে কি নিহিত আছে, কে তাহা নির্ণয় করিয়া বলিতে পারে?" কিন্তু আমার চিত্ত আর কিছুতেই প্রবোধ লাভ করিবে না। সুমহতী দুঃখপরম্পরায় আমি অতিমাত্র অভিভূত হইয়াছি। জ্ঞান-বুদ্ধি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। জ্ঞানবুদ্ধিহীন ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যাহার

তত্ত্বজ্ঞান নাই তাহার প্রবোধ নাই। অদিতিকে এতদিন প্রিয় ভগিনী বলিয়া জ্ঞান করিতাম। কিন্তু জানিলাম সে আমার পরম শত্রু। নাথ! স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি। স্বামীর উপর স্ত্রীলোকের কোন আধিপত্য নাই। স্ত্রী পতির দাসী। দাসীর প্রতি প্রভুর অসাধ্য কিছুই নাই। আপনি আমার প্রতি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। এবং তাহাই করিয়াছেন। স্বামীর প্রসাদ-লাভই স্ত্রীজাতির একমাত্র বাঞ্ছনীয়। যে নারী সে মহাপ্রসাদ লাভে বঞ্চিত, তাহার জীবিতপ্রয়োজন পর্য্যবসিত। তাহার প্রাণধারণ বিড়ম্বনামাত্র। আপনি আমাদের ভর্ত্তা! আমরা আপনার প্রসাদ-প্রত্যাশিনী! কিন্তু আপনি তাহাতে আমাকে বঞ্চিতা করিয়াছেন। আপনি আমার মান ও মনোভঙ্গ করিয়া অবশেষে প্রাণসম পুত্রগণকে বাসুদেব-করে বিনষ্ট হইতে দেখিয়াও অকাতরে সহ্য করিয়াছেন। আপনি কি ইচ্ছা করিলে তাহার প্রতিষেধ করিতে পারিতেন না? এ হতভাগিনীর প্রতি আপনার যদি কিছুমাত্র অনুরাগ বা মমতা থাকিত, তাহা হইলে আপনি কখনই বৎসগণের তাদৃশ বিপদ-রাশি সন্দর্শনে অনায়াসে উপেক্ষা করিতেন না? আমার প্রতি আপনার যে প্রকার স্নেহানুরাগ তাহা আমি সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছি। আর আমার জীবন ধারণে কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। স্বামীই অবলা নারীজাতির একমাত্র গতি। আমি যদি সেই পতি-প্রেমে বঞ্চিতা হইলাম, তখন আর কি জন্য এ বৃথা দেহ ধারণ করিব? কাহার জন্য এ শোকদুঃখময় অনিত্য মর্ত্ত্যধামে অবস্থান করিয়া দিবানিশি দারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইব? প্রভো! আপনি অধিনীর প্রতি একান্তই বাম ও প্রতিকূল হইয়াছেন। সপত্নী অদিতিই আপনার সমস্ত অনুরাগ অধি-

কার করিয়াছে। আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া এক্ষণে আমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ প্রদান করিতেছেন! নাথ! আমরা হীনবুদ্ধি নারীজাতি। তত্ত্বজ্ঞানের কোন তত্ত্বই রাখি না। এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া আমাকে এই বর প্রদান করুন যে আমি যেন চরমে পুত্রলোকে গমন করিতে পারি। আপনার চরণে আমার এতদ্ব্যতীত আর অন্য কোন ভিক্ষা নাই।

মহাভাগা দিতি এই বলিয়া বিনিবৃত্তা হইলে, মহাত্মা কশ্যপ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া দয়ার্দ্রচিত্তে সাদর-সম্ভাষণে কহিলেন, অয়ি মানদে! কি কারণে বৃথা শোকে অভিভূতা হইয়া আত্মাকে ক্লিষ্ট করিতেছ? সুখশান্তিহারক অনর্থমূলক শোকের পরিচর্য্যা করিলে কি ফল লাভ হইবে? এই মায়াময় নিখিল বিশ্বসংসারে কেহ কাহার পিতা নহে, কেহ কাহার পুত্র নহে। কেহ কাহার মাতা নহে, কেহ কাহার আত্মীয়বন্ধু কিছুই নহে। জীবগণ বিষম মোহজালে আবদ্ধ হইয়া আমার পুত্র, আমার পিতা, আমার ভ্রাতা এইরূপ অনিত্য ও অলীক সংসার-সম্বন্ধ সমুদ্ভাবন করিয়া থাকে। বিশ্ববিমোহনকারী মায়ার মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া জীবগণ এই প্রকার দুশ্ছেদ্য ভ্রান্তিপাশে আবদ্ধ রহিয়াছে। এ পাশ ছিন্ন করা কাহারও সহজসাধ্য নহে। হে শুভে! লোক সকল স্বয়ংই পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, আত্মীয় ও বান্ধব। ইহ সংসারে যে যত দিন জীবিত থাকিবে, ততদিন সংসারের সহিত তাহার সম্বন্ধ। এদেহ অবসান হইলে সংসারে কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। তবে যখন দেখা যাইতেছে যে, কায় ও প্রাণের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিলে সংসারের যাবতীয় পদার্থের সহিত সম্বন্ধ শেষ হয়, কেবল অনিত্য দেহমাত্রের সহিত যাহার সম্বন্ধ, এ দেহের অবসানে যখন

সকল সম্বন্ধের অবসান হইয়া যায়, এবং এই দেহ যখন জলবুদ-বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, কখন যে ইহার পতন হইবে যখন তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, তখন সেই অনিত্য জগতের অনিত্য মায়ামোহে মত্ত হওয়া তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণীর কদাচিৎ উচিত নহে। আরও দেখ, সত্য ও সদাচারের অনুষ্ঠান হইতেই জগতে সুখসম্পত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। অনাচারী ও পাপাসক্ত ব্যক্তি কেবল বিপদ ও দুঃখভাগী হইয়া অনন্তকাল অনন্ত যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়। পাপ-পথের পর্য্যটকগণের পরিণাম অতীব ভয়ঙ্কর। তাহাদের অধঃপতন অনিবার্য্য। তাহারা ক্রমে নিকৃষ্ট হইতেও নিকৃষ্ট যোনী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মোহমদোন্মত্ত পরদ্বেষী পাপাত্মাগণ ইহ জগতের চির-শত্রু। কোন কালে কোন লোকে তাহারা অশুভ ব্যতীত শুভফল প্রাপ্ত হয় না। যাহাদের অন্তর নিরন্তর অধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া প্রতিনিয়ত পরানিষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকে, তাহারা অনন্তকাল অনন্ত নরকের অনন্ত যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়া থাকে। নিয়ত সত্যধর্ম্মে নিরত থাকিয়া যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে মিত্রবৎ সমাচরণ করেন, পরোপকার-সাধনই যাঁহাদের জীবনের সারসংকল্প, সদা সদাচারাবলম্বনে যাহারা সাধুজন নিষেবিত পথে প্রতিনিয়ত পর্য্যটন করিয়া থাকেন, যাহারা ীয় সাধুচারিত্র্যে সর্ব্ব-দেবদেব ভগবান বাসুদেবের সুদুর্ল্লভ ্রসাদ-লাভে সক্ষম হইয়াছেন, সেই তত্ত্বদর্শী ও সমদর্শী হাত্মাগণ যে রূপ নিত্য, সত্য, নির্ম্মল ও অক্ষয় সুখ-শান্তি-ম্পত্তি সম্ভোগ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন; নিয়ত উন্মার্গ-ামী, খলপ্রকৃতি, বিষমদর্শী, পরদ্বেষী, পাপপ্রকৃতি প্রাণীগণ ই সুখ, সেই সম্পত্তি, সেই শান্তি কিরূপে প্রাপ্ত হইবে?

দান, প্রতিদান, আদান, প্রদান, জগতে চির-প্রবর্ত্তিত। জগতে যে যেরূপ কর্ম্ম করে, সে সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বাচরিত কর্ম্ম ফলের হস্ত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। সংসার আপনিই গুণদোষের বিচারকর্ত্তা। এই জন্য কেহ কাহার অপকার করিয়া পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। অথবা কেহ কাহার উপকার করিয়াও অপকৃত হয় না। সংসার-ক্ষেত্রে যে যেরূপ কার্য্য-বীজবপন করিবে, ভবিষ্যতে সে তদনুযায়ী ফল প্রাপ্ত হইবে। ইহার অন্যথাচরণ করিতে স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা বিধাতাও সক্ষম হয়েন না। ত্বদীয় পুত্রগণ তাহার এক প্রধান উদাহরণ। তাহারা মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়াছিল, সাধুজনানুমোদিত ন্যায়মার্গ উলঙ্ঘন-পূর্ব্বক অসত্যের অনুগামী হইয়াছিল, সেই পাপে তাহারা লয়-প্রাপ্ত হইয়াছে। দান-ধর্ম্ম তাপস্যাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত দেবদ্বিজের অবমাননা করিত, সেই পাপে তাহারা পতিত ও বিনিপাতিত হইয়াছে। অতএব তুমি বৃথা শোক-তাপ-পরিহারপূর্ব্বক শান্তিদেবীর আরাধনা কর। এ সংসারের সকলই অনিত্য, সকলই বিনশ্বর। জগৎ কেবল মায়ামোহে সমাচ্ছন্ন। সেই সুদারুণ মায়াপাশে আবদ্ধ হইয়া জীবগণ আমার পিতা, আমার মাতা, আমার পুত্র ইত্যাদি নানারূপ মিথ্যা জ্ঞানের অধীন হইয়া সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে, নতুবা পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, বান্ধব, কেহ কিছুই নয়। যাহারা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের আধার, তাঁহারাই কেবল সংসারের অনিত্যতা ও মায়া-মোহের অনিষ্টকরিতা অবগত হইয়াছেন। তাঁহারা কখন পরের জন্য চিন্তা করেন না। তাঁহারা সেই নিত্য ও সত্য-স্বরূপ পরম পুরুষ পরমাত্মা ব্যতীত

জগতের অন্য কাহাকেও আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করেন না। এই মুহূর্ত্তে যাহাকে পিতা, মাতা, পুত্র বা আত্মীয় বলিয়া সম্বোধন করা যায়, পর মুহূর্ত্তেই সে যখন কালকর্ত্তৃক আত্মীকৃত হইবে, তখন সে কিরূপে আত্মীয়পদ-বাচ্য হইতে পারে। অতএব হে শুভে! নিখিল অশুভনিলয় এই শোক-সন্তাপ পরিহারপূর্ব্বক পরম শুভপ্রদা শান্তির আশ্রয় গ্রহণ কর।

হে কল্যাণি! তত্ত্বদর্শী মনিষীগণ এই পঞ্চভূতময়, বিনশ্বর দেহের প্রতি কিছুমাত্র আদর প্রদর্শন করেন না। কারণ যাহার জন্ম আছে, তাহার লয় আছে, যাহার মিলন আছে তাহার বিচ্ছেদ আছে, যাহার সন্ধি আছে, তাহার বিশ্লেষ আছে এবং যাহার ছিদ্র আছে তাহার গলন আছে। পঞ্চভূতের সমবায়ে জীবদেহের উৎপত্তি। সুতরাং তাহা অবিনশ্বর নহে। এই দেহ সন্ধিজর্জ্জর ও ছিদ্রপরম্পরা-পরিপূর্ণ। সুতরাং ইহার বিশ্লেষ ও গলন আছে। অতএব যে দেহ কাল সহকারে গলিত, বিশ্লিষ্ট ও বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তাহার জন্য আদর-গৌরব প্রকাশ করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে। ক্ষণমুহূর্ত্তমধ্যে যাহার সহিত বিচ্ছেদ-সংঘটিত হইতে পারে, তাহার প্রতি আদর-প্রকাশ করিলে কি ফল লাভ হইতে পারে? যে ব্যক্তি এই পঞ্চভূতময় অসার অনিত্য দেহের প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়া সংসারমায়ায় বিমোহিত হয়, সে পদেপদে বিপন্ন ও প্রতারিত হইয়া থাকে। এবং কোন কালে সে ব্যক্তি জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয় না।

এই আত্মা পরমাত্মার অংশ। ইনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, [illegible] ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। ইহার ক্ষয় বা বিনাশ নাই। এই

পঞ্চভূতময় দেহযোগের পূর্ব্বে আত্মা একাকী পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। পরে পঞ্চভূতের প্ররোচনায় প্রতারিত হইয়া সুখলাভপ্রত্যাশায় পঞ্চভূতাত্মা-দেহের সহিত সখ্যতা করিয়া থাকেন। কিরূপে এইরূপ সংঘটিত হয়, তাহা আমি সবিস্তার বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

কশ্যপ কহিলেন, হে পতিব্রতে! নিরঞ্জন আত্মা প্রথমে ভ্রমণ করিতে করিতে, কোন স্থানে পঞ্চজন মহাপুরুষকে সন্দর্শন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সকলকেই মহাতেজস্বী ও পরম পুণ্যবান্ অবলোকন করিয়া, তাঁহাদের সহিত মিলন কামনায় নিত্য সহচর জ্ঞানকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে জ্ঞান! ঐ পঞ্চজন মহাপুরুষের সমাগম লাভে আমি একান্ত কৌতুহলী হইয়াছি। উহাঁরা সকলেই পরম পুণ্যবান্, পরম দীপ্তিমান, এবং পরম ওজস্বান্। উহারা একত্র মিলিত হইয়া কোন মহৎ-বিষয়ের মন্ত্রণা করিতেছেন। অতএব তুমি জানিয়া আইস, উহারা কে? কোথা হইতে আগমন করিতেছেন? এবং উহাদের উদ্দেশ্যই বা কি?

নিরঞ্জন আত্মার সেই-প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞান কহিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ! উহাদের বিষয় অবগত হইলে আপনি কি ফল লাভ করিবেন? আপনি এ অধ্যবসায় হইতে বিরত হউন! ইহাতে আপনার কোন ইষ্টসাধন হইবে না!

আত্মা কহিলেন, হে জ্ঞান! এরূপ সমানধর্ম্মী ও সমানদর্শী পুরুষ আমি আর কখন দর্শন করি নাই। ইহারা সকলেই অনুপম রূপ ও গুণশালী। এই কারণে ইহাদের সমাগম-লাভ করিতে আমার অতিমাত্র অভিলাষ হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহারা পাঁচজনে একত্র হইয়া পরস্পর কি পরামর্শ করিতেছেন,

তাহা অবগত হইতে আমার একান্ত কুতূহল হইয়াছে! অতএব তুমি উহাদের নিকট গমন-পূর্ব্বক সবিশেষ জানিয়া আইস। তোমার ক্ষমতা অসামান্য। এবং দৌত্য-কর্ম্মে তুমি সবিশেষ পারদর্শী। এই হেতু তোমাকে অদ্য আমি এই ভার অর্পণ করিলাম।

তচ্ছ্রবণে জ্ঞান কহিলেন, হে দেব! আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আপনি এ সংকল্প পরিত্যাগ করুন। উহাদের সহিত আলাপ করা আপনার যুক্তিযুক্ত নহে। দর্শনমাত্রেই কেহ কখন বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারে না। উহাদের সমাগমে আপনার সমূহ অকল্যাণ সংঘটিত হইবে। আমার বাক্য পরিগ্রহ করুন। উহাদের সহিত কদাপি বন্ধুত্ব করিবেন না। তাহা-হইলে আপনাকে পরিণামে বিশেষরূপে পরিতপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। উহাদের চরিত্র আমার কিছুই অপরিজ্ঞাত নাই। আমি উহাদিগকে বিশেষরূপে অবগত আছি। মদীয় বাক্য অবহেলা করিয়া স্বীয় অশুভকে আহ্বান করিবেন না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, সংসারসম্মোহন-কারী সুদারুণ মোহ আপনাকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছে।

অনন্তর সর্ব্বজ্ঞ আত্মা জ্ঞানের সেই সারগর্ভ উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সুভগ! তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন। কোন তত্ত্বই তোমার অবিদিত নাই। অতএব জিজ্ঞাসা করি, কি জন্য তুমি আমাকে উহাদের সহিত মৈত্রী সংস্থাপন করিতে প্রতিষেধ করিতেছ।

জ্ঞান কহিলেন, হে আত্মন্। উহাদের প্রকৃতি আমার পরিজ্ঞাত আছে। উহাদের বাহ্যিক আকৃতি সন্দর্শন করিয়া আপনি উহাদিগকে পরম পুণ্যবান্, পরম দীপ্তিমান্ ও পরম

ওজস্বান বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন। কিন্তু উহাদিগের কার্য্য সেরূপ নহে। আপনি ভাবিতেছেন যে, উহাদের সমাগম লাভে আপনি পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু তাহা নহে। উহারা সংসারের সমস্ত শোকসন্তাপের সমুদ্ভাবক। জগতে যত-প্রকার যন্ত্রণা বা দুঃখরাশি আছে, উহারাই সেই সকলের জনয়িতা। আপনি উহাদের সহিত মিলিত হইলে, কেবল শোক ও দুঃখের ভাগী হইবেন। অতএব আপনি এ সংকল্প ত্যাগ করুন।

কশ্যপ কহিলেন, জ্ঞানের সেইপ্রকার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিরঞ্জন আত্মা অতি প্রীতিভরে কহিলেন, হে সুভগ! তোমার বাক্যই আমার সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালনীয়। আমি কদাপি উহাদের সহিত আলাপ বা সম্ভাষণ করিব না। এই বলিয়া তিনি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ধ্যানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে উক্ত পাঁচজনও আত্মার সমাগমলাভে নিতান্ত উৎসুক হইয়া বুদ্ধিকে আহ্বান করতঃ কহিলেন, হে কল্যাণি! তোমাকে আমাদের কোন বিষয়ে দৌত্য কার্য্যে স্বীকৃতা হইতে হইবে। আত্মার সহিত সম্ভাষণ ও তাঁহার সহিত মৈত্রী বিধানে আমরা সাতিশয় সমুৎসুক হইয়াছি। অতএব তুমি আমাদের দূতী হইয়া তাঁহার সকাশে গমন কর। তুমি আত্মার সমীপে গমন করিয়া এই কথা বলিবে যে, আমরা সকলেই তাঁহার সহিত সখ্যতা-সংস্থাপন করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি। বুদ্ধে! তুমি আর কালবিলম্ব না করিয়া যাহাতে আমাদের অভিলষিত সত্বরে সঙ্ঘটিত হয়, সে বিষয়ে সবিশেষ যত্নবতী হও। তুমি বিনা আমাদের এ কার্য্য সম্পাদিত হইবে না। তুমিই এক্ষণে আমাদের একমাত্র অবলম্বন। অনন্তর বুদ্ধি তাঁহাদের সেই

বাক্যে সম্মতা হইয়া, আত্মার নিকটে গমন পূর্ব্বক বিনয়বাক্যে কহিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ! আমি বুদ্ধি। ঐ পঞ্চজন মহাপুরুষ আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। উহঁারা আপনার সহিত সখ্যতা-সংস্থাপন করিবার জন্য নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছেন। অতএব আপনি উহঁাদিগের সহিত সম্ভাষণ ও মৈত্রী বিধান করুন। উহঁারা সকলেই অমিততেজ, মহাপ্রতাপ, মহাভাগও মহাপুরুষ। উহঁারা পরম রূপবান্ ও সর্ব্বগুণের নিদানস্বরূপ। এবং সর্ব্বতোভাবে আপনার সহিত সখ্যতা-সংস্থাপন করিবার উপ-যুক্ত পাত্র। আপনি এক্ষণে উহঁাদের মনোভিলাষ পরিপূর্ণ করুন। আপনি উহঁাদের সহিত মিলিত হইলে নির্ম্মল সুখ-সম্ভোগ করিতে সক্ষম হইবেন। অতএব আমার বাক্য গ্রহণ করিয়া ধ্যানকে পরিত্যাগ করুন। আমরা সকলেই আপনার শুভানুধ্যান করিয়া থাকি।

বুদ্ধির সেই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্যান আত্মাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহামতে! বুদ্ধির বাক্যে কদাচ বিশ্বাস করিবেন না। এ স্বীয় দুরভিসন্ধি সাধনের নিমিত্ত আপনার নিকট সমাগত হইয়াছে। যে পাঁচজনের কথা আপনার নিকটে উল্লেখ করিল, তাহারা সকলেই খলপ্রকৃতি। উহারা সংসারের শোকসন্তাপ ও দুঃখরাশির আকর। যদবধি উহা-দের সৃষ্টি হইয়াছে, তদবধি সংসারে দুঃখরাশি প্রবেশ করিয়াছে। আপনি দুরভিসন্ধিপরায়ণা বুদ্ধির প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া আত্মসুখে জলাঞ্জলি প্রদান করিবেন না। উহা-দের সহিত সখ্যতাসংস্থাপন করিলে আপনি একেবারে অপার দুঃখ-পারাবারে নিক্ষিপ্ত হইবেন। আপনি উহাদের সহিত মিলিত হইলেই জ্ঞানের সহিত আমি আপনাকে পরিত্যা।

করিয়া যাইব। সুতরাং অনন্যসহায় হইয়া তখন আপনি পরহস্তে পতিত হইবেন। আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করিলে অজ্ঞানরূপ দারুণ মোহ আসিয়া আপনাকে অধিকার করিবে। উহাদের মন্ত্রণার বিষয় আপনি কিছুই অবগত নহেন। আমি সে সমস্ত সবিশেষ জ্ঞাত আছি। উহারা আপনার দারুণ গর্ভবাসযন্ত্রণা-সংঘটনের মন্ত্রণা করিতেছে। উহাদিগের সহিত মৈত্রভাবে বদ্ধ হইলেই আপনাকে গর্ভরূপ ভীষণ কারাগারে আবদ্ধ হইতে হইবে। তখন আপনি আর কোনরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন না। গর্ভকারায় একবার আবদ্ধ হইলে, আপনি জ্ঞান ও ধ্যান কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবেন। আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করিলে, আপনি অজ্ঞানপাশে আবদ্ধ হইয়া নিরন্তর দুর্ণিবার যন্ত্রণারাশি সহ্য করিবেন। তখন আপনি আর তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায়ান্তর দেখিতে পাইবেন না। অতএব আপনি বুদ্ধির বাক্যে কর্ণপাত করিবেন না।

মহামতি ধ্যান এই বলিয়া নিরস্ত হইলে, আত্মা বুদ্ধিকে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি শুভে! জ্ঞান ও ধ্যান আমার একমাত্র উপদেষ্টা। আমি কোন মতে তাহাদের বাক্য অবহেলা করিতে পারিব না। তাহারা সর্ব্বতোভাবে আমার সহায় ও আত্মা স্বরূপ। আমি সর্ব্বদাই ইহাদের উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকি। ইহারা যখন যে কার্য্যে প্রতিষেধ করে, তখন আমি কোন মতে সে কার্য্যের অনুষ্ঠান করি না। অতএব ইহারা যখন এবিষয়ে নিষেধ করিতেছে, তখন আমি কিরূপে তোমার বাক্যে সম্মত হইতে পারি? এক্ষণে তুমি স্বস্থানে প্রতিনিবৃত্ত হও। আমি তোমার বাক্য রক্ষা

করিতে অক্ষম। এই বলিয়া নিরঞ্জন আত্মা নিরস্ত হইলেন।

আত্মার তথাবিধ বাক্য আকর্ণন করিয়া বুদ্ধি তথা হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক তাহাদের সকাশে গমন করিলেন। বুদ্ধিকে প্রত্যাগত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, বুদ্ধে! তুমি যে কার্য্যের নিমিত্ত গমন করিয়াছিলে, তাহার কি হইল? বুদ্ধি কহিলেন, হে মহাভাগগণ! আত্মা জ্ঞান ও ধ্যানের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদের প্রস্তাবে অসম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনাদের যাহা যুক্তিযুক্ত হয়, তাহাই করুন।

বুদ্ধির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা তখন এবিষয়ে কর্ত্তব্য চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সকলে যুক্তি করিয়া স্বয়ং আত্মার সমীপে গমন করিতে সংকল্প করিলেন। এবং বুদ্ধিকে সমভিব্যাহারে লইয়া আত্মার নিকটে সমুপস্থিত হওত কহিলেন, হে মহামতে! আমরা সকলে তোমার সহিত মৈত্রী করিতে উৎসুক হইয়াছি। তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও সংসারের সকলের সার। এই নিমিত্ত আমরা স্বয়ং তোমার নিকট উপাগত হইয়াছি। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা বিধান কর।

আত্মা কহিলেন, হে মহাভাগগণ! তোমরা যখন আমার সহিত মৈত্রীকরণে অভিলাষী হইয়া মৎসকাশে স্বয়ং উপাগত হইয়াছ, তখন তোমাদিগকে প্রত্যাখ্যান করা অনুচিত। এক্ষণে তোমরা সকলে আপন আপন গুণ ও প্রবাভের বিষয় সবিশেষ বর্ণন কর। আমি অগ্রে সে সমুদায় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া, পরিশেষে যাহা কর্[illegible] সহিত বিধান করিব

মহাপ্রাজ্ঞ আত্মার সেই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে ক্ষিতি সর্ব্বপ্রথমে কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি ভূমি। আমা হইতেই জীবগণের চর্ম্মমাংস-সমন্বিত শরীর-সংস্থান সংঘটিত হইয়া থাকে। আমি না থাকিলে, এই লোকপরম্পরা কেহই ধারণ করিতে পারিত না। আমার অমাত্যের নাম নাসিকা।

অনন্তর আকাশ অগ্রসর হইয়া কহিলেন, হে মহামতে! আমার নাম ব্যোম! জীবশরীরে বাহ্য ও অন্তরের অবকাশ প্রদান করাই আমার কার্য্য! আমি থাকাতে লোকে অবকাশ বিরহে অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। আমার বাসস্থান শূন্যপ্রদেশ। শ্রবণ যুগল আমার অমাত্য।

আকাশের বাক্যাবসানে বায়ু কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমার নাম মরুৎ। প্রাণ, অপাণ, সমান, উদান, ও ব্যান নামে পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া আমি নিয়ত জীবদেহে অবস্থান করিয়া থাকি। আমা হইতেই লোকের শুভাশুভ বিধান ও জীবগণের জীবন ধারণ হইয়া থাকে। আমি না থাকিলে কেহ কখন প্রাণধারণ করিয়া থাকিতে পারিত না। আমিই এ জগতে সকল কার্য্য সমাধানের একমাত্র কারণ। আমার অমাত্যের নাম ত্বক্। ইহার গুণরাশির ইয়ত্তা করা যায় না।

তখন তেজঃ কহিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ! আমি তেজঃ। আমার ক্ষমতা অসাধারণ। আমি সর্ব্বশরীরে সর্ব্বদা অবস্থানপূর্ব্বক কি বাহ্য, কি অভ্যন্তর সমুদায় দৃষ্টাদৃষ্ট প্রদর্শন আমি কিরূপে। আমা হইতেই লোকের চেষ্টা ও গতি ভূমি স্বস্থানে কে। আমি না থাকিলে জীবশরীরের নিত্য

নিয়োগ বিধান হইত না। নেত্রদ্বয় আমার অমাত্য। সেই নেত্রদ্বারাই জীবগণ বাহ্যবস্তু পরিদর্শন করিয়া থাকে।

তেজঃ এই বলিয়া বিনিবৃত্ত হইলে, জল কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি সর্ব্বদা সর্ব্বশরীরে অবস্থান পূর্ব্বক তাহাদের শুক্র, মজ্জা এবং ত্বকসন্ধিসংস্থিত রুধিরপ্রবাহ প্রদান করিয়া থাকি। এবং নিত্য অমৃত দ্বারা লোকের কলেবর পোষণ করিয়া থাকি। সেই অমৃতপ্রভাবেই লোকে জীবনধারণ করিতে সক্ষম হয়। আমি না থাকিলে লোকের জীবনক্ষরা হইত না। আমারই দ্বিতীয় নাম জীবন। জিহ্বা নাম্নী সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধা ললনা আমার অমাত্যা।

অনন্তর ভূমির অমাত্য নাসিকা কহিল, আমা হইতেই জীবশরীরের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। আমার কার্য্য ঘ্রাণ গ্রহণ। আমি দুর্গন্ধ পরিহারপূর্ব্বক তাহাকে প্রদর্শন এবং সুগন্ধ দ্বারা শরীর পোষণ করিয়া থাকি। পৃথিবী আমার প্রভু। আমি বুদ্ধি কর্ত্তৃক সম্ভাবিত হইয়া সকল দেহেই নিত্য অবস্থান করতঃ প্রাণপণে প্রভুর নির্দেশ প্রতিপালন করিয়া থাকি। তাহাতে আমার কিছুমাত্র কার্য্যশৈথিল্য নাই।

শ্রুতিযুগল কহিল, মহাভাগ! আমাদের নাম শ্রবণ। আকাশ আমাদের প্রভু। বুদ্ধি দ্বারা সম্ভাবিত হইয়া আমরা শ্রবণ-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকি। আমরা না থাকিলে কার্য্যাকার্য্য, শুভাশুভ, সত্য মিথ্যা বা প্রিয়াপ্রিয় কিছুই কেহ শ্রবণ করিতে পারিত না। আমাদের গুণ শব্দ। আমরা সর্ব্বদা সর্ব্বদেহে অবস্থান পূর্ব্বক প্রাণপণে স্বামীর কার্য্যসাধনা করিয়া থাকি। এক্ষণে ভবৎসমীপে আমাদিগের প্রভাব ও কার্য্যের বিষয় সমস্ত নিবেদন করিলাম।

কর্ণদ্বয় নিরস্ত হইলে ত্বক অগ্রসর হইয়া কহিলেন, হে মহা প্রাজ্ঞ! আমার নাম ত্বক্। স্পর্শই আমার গুণ। আমি জীবগণের জীবনস্বরূপ মহাপ্রভাব বায়ুর অমাত্য। আমি না থাকিলে জীবগণ জড়ের ন্যায় হইয়া থাকিত। যে পঞ্চরূপাত্মক বায়ু সর্ব্বদা সকল দেহে অবস্থিতি করিতেছে, এবং যাহার প্রভাবে লোকে জীবন ধারণ করিয়া থাকে তাহার বাহ্যাভ্যন্তর সমুদায় ব্যাপার আমি সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছি। তদ্ব্যতীত শীতোষ্ণাদি ব্যাপার সমস্ত স্পর্শদ্বারা অবগত হইয়া লোকের সুখস্বচ্ছন্দতা সম্পাদন করিয়া থাকি।

অনন্তর নয়নযুগল অগ্রসর হইয়া কহিল, হে মহাভাগ! আমরা মহাত্মা তেজের অমাত্য। আমাদের নাম নয়ন। আমরা বুদ্ধিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সংসারের সর্ব্বপ্রকার রূপ সন্দর্শন করিয়া থাকি। আমরা না থাকিলে সমস্ত সংসার অন্ধ ও জড়ভাবাপন্ন হইত। রূপ আমাদের গুণ। এই আপনার নিকট আমাদের ব্যাপার সমস্ত যথাযথ বর্ণন করিলাম।

নেত্রদ্বয় এই বলিয়া বিনিবৃত্ত হইলে, জিহ্বা অগ্রসর হইয়া কহিল, হে সত্তম! বুদ্ধির প্রেরণায় আমি সর্ব্ববিধরসের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকি। লোকে আমার প্রভাবেই স্বাদগ্রহে সমর্থ হইয়া থাকে। আমি না থাকিলে জীবগণ বাক্‌শক্তি বিহীন হইত। এই আমার সমস্তব্যাপার। এবং এই বুদ্ধি হইতেই সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিচালিত হইয়া থাকে। বুদ্ধিহীন ব্যক্তির ইন্দ্রিয় শক্তি পরিচালিত হইতে পারে না। হে সাধু! যাহার বুদ্ধিশক্তি নাই, সে নেত্র থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির এবং হস্ত পদাদি থাকিতেও অবশ ও চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় কাল যাপন করিয়া থাকে।

কশ্যপ কহিলেন, এইরূপে ইন্দ্রিয়গণ সকলে বিনিবৃত্ত হইলে, বুদ্ধি কহিলেন, হে মহাভাগ! আমিই জীবগণের একমাত্র জীবনস্বরূপ। আমি না থাকিলে লোকে ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না। বুদ্ধিহীন ব্যক্তি কখন সংসার পথে বিচরণ করিতে পারে না। যাহার বুদ্ধি নাই, তাহার আশু বিনাশ অনিবার্য্য! হে মহামতে! আপনি আমাকে আশ্রয় করুন। তাহা হইলে আপনার সর্ব্বথা মঙ্গল ও সুখলাভ হইবে। আমা হইতেই লোকে সর্ব্ববিধ সুখভোগ করিয়া থাকে। আমি ইন্দ্রিয়গণের ইন্দ্রিয় ও অচক্ষুর চক্ষু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকি।

বুদ্ধির বাক্যাবসান হইলে কর্ম্ম কহিলেন, হে মতিমন্! আমার নাম কর্ম্ম। লোকে যে পথে গমন করে আমিও সেই পথেই তাহার অনুসরণ করিয়া থাকি। এক্ষণে আপনার সমীপে আগমন করিয়াছি। আপনি যে পথে গমন করিবেন, আমি সেই পথেই আপনার অনুসরণ করিব।

এইরূপে সকলের বাক্যাবসান হইলে মহাপ্রাজ্ঞ আত্মা কহিলেন, তোমরা সকলেই সংসারের জীবনস্বরূপ এবং সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট। তোমাদিগেতেই এ সংসার প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কি কারণে তোমরা অযাচিতভাবে আমার সহিত সখ্যতা-সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহার যথার্থ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া আমার দারুণ সংশয় নিরাশ কর।

আত্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পঞ্চাত্মক কহিলেন, হে সত্তম! আমাদের সঙ্গ-প্রসঙ্গেই পিণ্ড প্রাদুর্ভূত হয়। আপনি তাহাতে বাস করিলে, আমরাও আপনার প্রসাদে সেই পিণ্ডে বাস করিতে পারিব। এই কারণেই আমরা

স্বয়ং প্রার্থিত হইয়া ভবদীয় মৈত্রীলাভে সমুৎসুক হইয়াছি। এতদ্ভিন্ন আমাদের অন্য কোন অভিপ্রায় নাই। এক্ষণে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের এই অভিলাষ পূরণ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন।

হে দিতে! আত্মা সেই পঞ্চাত্মকের আগ্রহাতিশয় নিরীক্ষণ করিয়া জ্ঞান ও ধ্যানের উপদেশ বাক্য বিস্মৃত হইয়া গেলেন। এবং সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাত্মাগণ! আমি তোমাদের বাক্যে অনুমোদন করিলাম। তোমাদের সহিত সখ্যতা সংস্থাপন করিতে আমি সর্ব্বপ্রকারে প্রস্তুত আছি। এবং সর্ব্ববিষয়ে আমি তোমাদের প্রীতি সমুদ্ভাবন করিব। তাহাতে আর অনুমাত্র সংশয় নাই। আত্মার এই প্রকার অভিমত অবলোকন করিয়া জ্ঞান ও ধ্যান তাঁহাকে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিল। তাহারা কহিল, হে মহামতে। আপনি এ অধ্যাবসায় হইতে নিরস্ত হউন। আপনি কোনমতে ইহাদিগের বাক্য বিশ্বাস করিবেন না। ইহাদিগের সহিত সখ্যতা সংস্থাপন করিলে, আপনি বিষম শোকদুঃখে জড়ীভূত হইবেন। ইহারা আপনার মূর্ত্তিমান বন্ধন ও সাক্ষাৎ শোকের কারণ। ইহাদিগকে প্রশ্রয় প্রদান করিলে, আপনাকে দুর্ণিবার জঠর যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে হইবে; এবং বাল্য যৌবন প্রভৃতি দশান্তররূপ দারুণ ক্লেশ ও জন্মান্তর-পরম্পরা ভোগ করিয়া অসহ্য ক্লেশে অভিভূত হইতে হইবে। রোগ-শোক-পরিতাপ-প্রভৃতি প্রতিনিয়ত আপনাকে আক্রমণ করিতে থাকিবে। হে মতিমন্! যদি এই সমস্ত অসহ্য যন্ত্রণার অধীন হইয়া অন্তিমে নরকবাস অভিলাষ হইয়া থাকে

তবে ইহাদিগের সহবাসে প্রবৃত্ত হউন। অধিক আপনাকে আর কি বলিব।

জ্ঞান ও ধ্যান এইরূপে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেও, পঞ্চাত্মকের প্রলোভনমুগ্ধ আত্মা কিছুতে তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ক্রমে লোভ-মোহদ্বেষ-হিংসাদি রিপুগণ আসিয়া তাঁহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এবং তিনিও পঞ্চতত্ত্বে মিলিত হইয়া ক্রমে ক্রমে কায়ত্ব লাভ করিলেন। এইরূপে আত্মা পঞ্চাত্মকের সহিত প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের সহিত গর্ভকারায় বদ্ধ হইলেন। ঐ কারা বিষ্ঠামূত্রে পরিপূর্ণ ও সর্ব্বদা দুর্গন্ধময়। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, পরিণামে তাঁহাকে এরূপ বিষম বিপদে পতিত হইতে হইবে। এত দিন স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া পরিশেষে যে, এ প্রকার কারাবদ্ধ হইবেন, একথা তিনি ভ্রমেও জ্ঞান করেন নাই। সুখ ও শান্তি তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিল। তিনি নিতান্ত আকুল হইয়া কহিলেন, হে পঞ্চাত্মকবর্গ! তোমরা কি এইরূপে রুদ্ধ ও বদ্ধ করিয়া আমাকে অশেষ যন্ত্রণার অধীন করিবার নিমিত্তই আমার সহিত সখ্যতা সংস্থাপন করিয়াছিলে? হায়! যে অবধি তোমাদের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি, সেই অবধি আমার এই দারুণ বন্ধন সংঘটিত হইয়াছে। তোমাদিগের সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপনের কি এই পরিণাম? এই বলিয়া আত্মা নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, হায়! কেনই বা আমি জ্ঞান ও ধ্যানের বাক্য না শুনিলাম? কেনই বা এই কুটিলপ্রকৃতি পঞ্চাত্মকের বাক্যে

বিশ্বাস করিয়াছিলাম? কেন আমি ইহাদের স্বভাব পরীক্ষা না করিলাম? আমি অমৃতবোধে স্বহস্তে কালকূট বিষ পান করিয়াছি। এক্ষণে কিরূপে আমি ইহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব? কিরূপে এ অন্ধকারময় গভীর গহ্বর হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় পরম সুখে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিব? আত্মা এইরূপ ও অন্যরূপ নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বজ্ঞ আত্মাকে সেই প্রকার বিলাপ করিতে দেখিয়া পঞ্চাত্মকবর্গ কহিল, হে মতিমন্! যতদিন গর্ভ পূর্ণ না হয়, তত দিন আপনাকে ইহাতে অবস্থান করিতে হইবে। গর্ভ পূর্ণ হইলেই বহির্গত হইবেন। তখন আপনার আর কোন দুঃখ থাকিবে না। আপনি অকারণে বিষণ্ণ হই-তেছেন। নতুবা আপনার বিষাদের কোন কারণই নাই। আমরা আপনার আজ্ঞাবহ পরিচারক। আপনি আমা-দিগের প্রতি যখন যাহা আদেশ করিবেন, আমরা কাল-বিলম্ব-ব্যতিরেকে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব। অধুনা আপনি কিয়ৎকাল এই গর্ভগৃহে বাস করিয়া ভৌতিক রাজ্য শাসন করুন। এরূপ চিন্তা করিবেন না যে, আপনি পরাধীন-ভাবে গর্ভকারায় আবদ্ধ হইয়াছেন। আপনার স্বাধীনতা কিছুতেই অপহৃত হইবে না। আপনি পূর্ব্বে যেরূপ স্বাধীন ছিলেন, এক্ষণেও সেইরূপ স্বাধীন আছেন।

তাহাদের সেই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া আত্মার দুঃখরাশি আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, ইহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া ভাল করি নাই। ইহারা কোন

মতে বিশ্বাসের পাত্র নহে। এক্ষণে ইহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ না করিতে পারিলে আর কোন মতে মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। এই ভাবিয়া আত্মা গর্ভবাস হইতে পলায়ন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

কশ্যপ কহিলেন, হে পতিব্রতে! ক্রমে ক্রমে গর্ভ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সুতরাং জঠরমধ্যে স্থান সমাবেশ হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট হইয়া উঠিল। তজ্জন্য আত্মা দিন দিন নিষ্পিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ অধিকতর ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। তাঁহার চিন্তা ও দুঃখের অবধি রহিল না। ক্রমে সর্ব্বপ্রকার পীড়া আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। তিনি তৎপ্রভাবে সময়ে সময়ে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। তিনি অধোমুখে গভীর গহ্বরে একাকী বাস করিতে লাগিলেন। এবং সর্ব্বদা এক স্থানে আবদ্ধ থাকায় তিনি দিন দিন ক্ষীণ ও অবসন্ন হইতে লাগিলেন। ইচ্ছানুসারে তিনি আর অঙ্গসঞ্চালন করিতে সক্ষম হইলেন না, কেবল নিস্পন্দের ন্যায় এক স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মা দারুণ মোহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নানাপ্রকার আধিব্যাধি-সমাক্রান্ত ও নিতান্ত বিপন্ন হইলেন। ক্রমে গর্ভকারাবাস-

যাতনা তাঁহার পক্ষে একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। তখন তিনি জ্ঞানকে সম্বোধন পূর্ব্বক কাতরভাবে কহিতে লাগিলেন, হে সর্ব্বাভিজ্ঞ জ্ঞান! এক্ষণে কি উপায়ে এ নিদারুণ বিপদপাশ হইতে পরিত্রাণ পাইব? আমি কি ছিলাম, আর কি হইলাম! তখন যদি তোমার ও মহামতি ধ্যানের উপদেশ বাক্য অবহেলা না করিতাম, দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া প্রবঞ্চক পঞ্চাত্মকের সহিত সখ্যতা সংস্থাপন না করিতাম, তাহা হইলে কখনই আমাকে ঈদৃশ অসদৃশ দুঃখরাশি উপভোগ করিতে হইত না। মহামতি ধ্যান আমাকে কত নিষেধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই উপদেশবাক্য-হেলন-জনিত দারুণ পাপের সমধিক প্রতিফল প্রাপ্ত হইতেছি। হে জ্ঞান! মহামোহ আমাকে মৃত্যুর ন্যায় অভিভূত করিতেছে। দুরন্ত আধি-ব্যাধি বৈরীর ন্যায় নিয়ত আমাকে সমধিক যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। আমার দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। নিদারুণ মর্ম্মযন্ত্রণায় আমি একান্ত অধীর হইয়াছি। এক্ষণে কি প্রকারে এই কঠোর জঠরযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিব, তুমি তাহার কোন সদুপায় উদ্ভাবন করিয়া দাও। আমি আর কদাপি তোমাদের অবাধ্যতা আচরণ করিব না। কোন মতে তোমাদের উপদেশ-বাক্যের অবমাননা করিব না।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মার সেই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া, মহাপ্রাজ্ঞ জ্ঞান কহিলেন, হে দেব! এই কারণেই আমি পূর্ব্বে আপনাকে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি আমার উপদেশ বাক্য অবহেলা

করিয়া দুরাচার পঞ্চাত্মকের করে এ অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। আপনি যদি তখন আমাদের নিবারণ-বাক্য শ্রবণ করিতেন তাহা হইলে কি, আপনাকে এই গভীর গর্ভগহ্বরে পতিত হইয়া সুদারুণ আধিব্যাধি-কর্তৃক সর্ব্বক্ষণ উদ্বেজিত হইতে হইত? এক্ষণে আপনি যদি মহামতি ধ্যানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে কোনরূপে এ দারুণ নরকযন্ত্রণারূপ গর্ভ-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবেন। নতুবা আপনার আর উপায়ান্তর নাই।

মহাপ্রাজ্ঞ জ্ঞানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মা নিরতিশয় আনন্দ-সহকারে ধ্যানের স্মরণ গ্রহণ করিলেন। তিনি এতাবৎ কাল গর্ভবাসে যে বিষম যন্ত্রণা উপভোগ করিতেছিলেন, এক্ষণে ধ্যানের আশ্রয়ে ও জ্ঞানের সহায়তায় তাঁহার সে যন্ত্রণা অনেক পরি-মাণে লাঘব হইয়া আসিল। তিনি মহামতি ধ্যানকে আত্মকৃত অবিমৃশ্যকারিতার বিষয় উল্লেখ করিয়া বিবিধ-প্রকার অনুতাপ করিতে লাগিলেন। আত্মা কহিলেন, হে ধ্যান! আমার দুর্দ্দশার শেষ দশা উপস্থিত। তোমা-দের উপদেশবাক্য অবহেলা করিয়া আমি গুরুতর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। এক্ষণে কোন রূপে আমাকে এই দারুণ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ প্রদান কর।

আত্মার তথাবিধ সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্যান কহিলেন, হে মতিমন্! আপনার শান্তিসাধন বিষয়ে আমি সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিব। এক্ষণে আপনি জ্ঞানের উপদেশমত কার্য্য করিতে যত্নশীল হউন। তাহা হইলেই এ দারুণ যন্ত্রণা হইতে

মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। তখন সর্ব্বজ্ঞ আত্মাও জ্ঞানের উপদেশমত ধ্যানবলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

মহাভাগ কশ্যপ কহিলেন, হে পতিদেবতে! সর্ব্বদর্শী আত্মা এইরূপে ধ্যানের স্মরণগ্রহণ করায় তাঁহার মোহপাশ অপহৃত হইয়া গেল। তিনি এতাবৎ কাল যে ভীষণ গর্ভভয়ে অতিমাত্র অভিভূত হইয়াছিলেন; নিরবচ্ছিন্ন একাকী অবস্থানে তিনি যে নিতান্ত আকুল ও বিষণ্ণ হইয়াছিলেন; পঞ্চা-র সহিত মিলিত হইয়া অবধি তিনি যে নানাপ্রকার শোক, তাপ, দুঃখ ও ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিতেছিলেন, এক্ষণে জ্ঞান ও ধ্যানের আশ্রয় প্রাপ্তে তাঁহার সেই ভয়, সেই বিষণ্ণতা এবং সেই সমস্ত শোক-তাপাদি একেবারে বিদূরিত হইল। এক্ষণে তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থমনে আত্মসুখের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, গর্ভবাস হইতে বহির্নির্গত হইয়াই, এই পাপসঙ্কুল পঞ্চভূতময় দেহ বিসর্জ্জন করিবেন। পাপাত্মা প্রতারকগণের সহিত আর ভ্রমেও মিলিত হইবেন না। ইহারাই আমার সমুদায় দুঃখ ও বিপদের কারণ। ইহারাই আমার সমুদায় সুখশান্তি নষ্ট করিয়াছে। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া আত্মা পরমপিতা পরমাত্মার উদ্দেশে নানা প্রকার স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। তিনি কহিতে লাগিলেন, হে জগদীশ্বর। কতদিনে আমি এই নিদারুণ নরক-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিব? আর কতদিন আমাকে অন্ধের ন্যায় বন্দী ভাবে এই ভীষণ কারাবাস-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে? কি পাপে আমার ভাগ্যে এই বিষম বিষময় পরিণাম সংঘটিত হইল? কতদিনে আপনি আমাকে এই কঠোর জঠর-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ প্রদান করিবেন?

হে পতিব্রতে দিতে! সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী আত্মা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই গর্ভকারায় বিবর্ত্তিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে প্রসবকাল সমুপস্থিত হইল। প্রাজাপত্য নামক বলবান্ বায়ু-কর্ত্তৃক ঐ গর্ভ প্রবলবেগে পরিচালিত হওয়ায়, যোনি-বিভাগ এককালে চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলি বিসারিত হইয়া গেল। এবং তদ্বারা পঞ্চবিংশাঙ্গুল গর্ভ অতি কষ্টে বিনিঃসৃত হইল। এইরূপে নিতান্ত নিপীড়িত হওয়াতে, আত্মা মুর্চ্ছিত ও অবসন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। সেই সময়ে বিশ্ববিমোহিনী মায়া আসিয়া তাহাঁকে স্পর্শ করিল। মায়ার স্পর্শমাত্রে তিনি জ্ঞান ও ধ্যানকে বিস্মৃত হইয়া জননীর মায়া সঞ্চার করতঃ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সংসারমোহ বলবান্ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। এইরূপে তিনি মায়ামোহ কর্ত্তৃক আত্মীকৃত হইয়া সর্ব্বদা প্রিয়পদার্থের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দিন দিন তাঁহার স্তনপানের অভিলাষ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আত্ম-কৃত প্রতিজ্ঞার সহিত গর্ভবাসের দারুণ যন্ত্রণা একেবারে বিস্মৃত হইলেন।

এইরূপে তিনি কখন ক্রন্দন, কখন হাস্য, কখন ক্রীড়া কখন কৌতুক এবং কখন বা রোগাদিতে অভিভূত হইয়া জড়ের ন্যায় শয়ন ও উপবেশন পূর্ব্বক সংসারপথে ধাবমান হইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি আশা ও পিপাসার বশবর্ত্তী হইয়া চক্র-পতিতের ন্যায় ইতস্ততঃ ঘূর্ণমাণ হইতে লাগিলেন। তাহার সুখ ও স্বস্তি দূরে পলায়ন করিল।

হে পতিদেবতে! স্বল্পপ্রাণ শফরী মৎস্যজীবি কর্ত্তৃক জালে বদ্ধ হইলে সে যেরূপ গতিশক্তি-হীন হইয়া থাকে, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-প্রভু আত্মাও পঞ্চাত্মকবর্গের সংসর্গে বিষম বিষয়ব্যাপার-সমূহে

বিব্রত হইয়া তদপেক্ষা অধিকতর আকুল ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেন। মোহমায়ার দারুণ পাশে তিনি সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়াছেন; আর তাঁহার পলায়নের শক্তি নাই। দুরন্ত কৃতান্তসম নিষাদ-গণের দারুণ বাগুরা মধ্যে আবদ্ধ হইলে শান্তশীল মৃগকুল যে-প্রকার আকুল ও জড়ভাবাপন্ন হয়, সর্ব্বদর্শী আত্মারও সেই প্রকার শোচনীয় অবস্থা সংঘটন হইয়াছে। ভূতপ্রপঞ্চের প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া, তিনি যে গর্ভরূপ ভীষণ কারাগারের দারুণ যন্ত্রণা উপভোগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সেই যন্ত্রণা পুনরায় নবীভূত হইয়া উঠিল। গর্ভবাস-কালে জ্ঞান ও ধ্যানের সহবাসাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সে ভীষণ যন্ত্রণারাশির অনেক পরিমাণে উপশম হইয়াছিল। কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ জ্ঞান ও ধ্যান এক্ষণে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহাদের পরিবর্ত্তে তিনি এক্ষণে রোগ-শোক-পরিতাপ-প্রভৃতি উৎপাতপরম্পরায় পরিবেষ্টিত। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, আসিয়া তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। কখন বা প্রিয়বিয়োগে, কখন বা অপ্রিয়সংযোগে তাঁহার হৃদয় বিদলিত হইতে লাগিল।

এইরূপে সর্ব্বদর্শী সর্ব্বপ্রভু আত্মা ভার্য্যাদি বন্ধুবান্ধবগণে পরিবারিত হইয়া, দিন দিন অধিকতর আকুল ও ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। এবং মহামোহে সমাক্রান্ত হইয়া, আমার ভার্য্যা, আমার পুত্র, আমার গৃহ, আমার কন্যা, আমার মিত্র ইত্যাদি অসার সংসারের অলীক অসম্বন্ধ সম্বন্ধ কল্পনার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। 'আমার' এই ভ্রান্তি তাঁহার অন্তঃকরণে ক্রমেই দৃঢ়মূল হইয়া উঠিল। পরমার্থচিন্তা এককালীন পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরন্তর এই মায়াময় বিশ্বসংসারের গতিবিধির অনুসরণ করিতে

লাগিলেন। এইরূপে তিনি একেবারে পরিণামপথ বিস্মৃত হইয়া দারুণ অজ্ঞানতমসায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। অকিঞ্চিৎকর অনিত্য সুখের জন্য নিত্য সুখের পথ একেবারে রুদ্ধ করিলেন। সংসারমায়ায় বিমোহিত হইয়া সন্তোষরূপ অমৃতের পরিবর্ত্তে আধিব্যাধিশোকতাপরূপ দারুণ হলাহল সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। কখন পুত্রশোকে, কখন স্ত্রীবিয়োগে, কখন বন্ধুবিচ্ছেদে নিতান্ত ব্যথিত হইতে লাগিলেন। কখন বা দাবদগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় রোগশোকপরিতাপানলে নিতান্ত বিদগ্ধ হইয়া যন্ত্রণাসাগরে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। কখন দারুণ মোহ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। কখন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বিষয়লালসা ও প্রভুসেবা অপরিহার্য্য হইয়া পদে পদে তাঁহার অন্তরের সুখশান্তি অপহরণ করিতে লাগিল। কখন দারুণ অভিমানভরে আক্রান্ত হইয়া, কখনও বা মান ও মনোভঙ্গজনিত দুর্নিবার দুঃখপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় সংসারমার্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন এই সংসার তাঁহার পক্ষে দাবানলপ্রজ্বলিত ভীষণ অরণ্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার দুর্দ্দশার শেষ দশা উপস্থিত হইল। তিনি সংসার-জ্বালায় একান্ত জ্বালায়মান হইয়া সুখলাভের নিমিত্ত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনিত্য জগতে সুখ কোথায়? তিনি সুখলাভেচ্ছায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া দিন দিন কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। ক্রমে তাঁহার বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইল। বার্দ্ধক্যের সমাগমেই জরার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এক্ষণে তিনিও সেই বয়োরূপনাশিনী জরাকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া হতচেতনপ্রায় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার

আর উঠিবার কি চলিবার কোন শক্তি রহিল না। জরার দারুণ প্রভাবে তিনি একেবারে জড়ের ন্যায় অবশ ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। শ্বাসকাশাদি নানাবিধ রোগ ক্রমে ক্রমে তাঁহার দেহকে আশ্রয় করিতে লাগিল। এক্ষণে চিন্তাই একমাত্র তাঁহার উপাস্যা হইল। আহারনিদ্রা একেবারেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। কি দিবাভাগে কি রাত্রিযোগে তিনি কোন সময়েই তিলার্দ্ধের জন্য বিশ্রামলাভজনিত শান্তিসুখ অনুভব করিতে পাইতেন না। দিবসে শিশুর ক্রন্দনে, পরিজনের কোলাহলে, প্রতিবেশীগণের কলহে তিনি মুহূর্ত্তের নিমিত্তও শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। এবং রজনীতে জরার দারুণ যন্ত্রণায় এবং মধ্যে মধ্যে ভীষণ দুঃস্বপ্ন দর্শনে তাঁহার সুখশান্তি একেবারে ভঙ্গ হইতে লাগিল। এইরূপে তিনি জরাব্যাধিমোহ-মায়াপাশে নিতান্ত জর্জ্জরীভূত হইয়া দুর্গম সংসারপথে অতি কষ্টে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সংসারক্লেশে অতিকষ্টে কালাতিপাত করিতে করিতে আত্মার সহিত কোন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ হইল। সেই মহাপুরুষের নাম বীতরাগ। তিনি কামক্রোধলোভমোহাদি-শূন্য এবং দ্বেষহিংষাদি-পরিবর্জ্জিত। সাক্ষাৎ শান্তিদেবী শরীরপরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে বিরাজমান। সরলতা ও মাধুরী তাঁহার অঙ্গের শোভা সম্পাদন করিতেছে। তিনি নিঃসঙ্গ, নগ্ন ও অব্যগ্র। আত্মা তাঁহার সেই প্রকার শান্তিময়ী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনি কে? আপনি কিরূপে নগ্নদেহে যথাতথা বিচরণ করিতেছেন? আপনার কি কিছু-মাত্র লজ্জাভয় নাই? আপনি কিরূপে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে

এরূপ বিবস্ত্র হইয়া রহিয়াছেন? আমি ইহার কোন কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। আত্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বীতরাগ কহিলেন, হে মতিমন্! তুমি কি আমাকে নগ্ন নিরীক্ষণ করিতেছ? কিন্তু আমিত নগ্ন নহি। আমি আত্মদৃষ্টিতে আপনাকে নগ্ন বলিয়া জ্ঞান করি না। ইন্দ্রিয়বিষয়াধীন ব্যক্তি-রাই মর্য্যাদাজ্ঞান-পরিবর্জ্জিত হইয়া থাকেন। মর্য্যাদাহীন ব্যক্তিরাই নগ্ন এবং তাঁহারাই সর্ব্বদা লজ্জা ও ভয়ের অধীন। তুমি মর্য্যাদাহীন ও ইন্দ্রিবিষয়সমূহের বশবর্ত্তী। কিন্তু আমি সেরূপ নহি; আমার মর্য্যাদা আছে। সুতরাং আমি নগ্ন নহি।

বীতরাগের এই প্রকার বচনাবলি আকর্ণন করিয়া আত্মা বিস্মিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন যে ইনি সামান্য পুরুষ নহেন। অতএব মর্য্যাদা কাহাকে বলে তাহা অবগত হওয়া উচিত। তখন তিনি বীতরাগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ধৃতব্রত! আপনার কথাবার্ত্তা ও ভাবভঙ্গি সমুদায়ই আপনার অমানুষি শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। অতএব জিজ্ঞাসা করি, পুরুষের মর্য্যাদা কাহাকে বলে, অনুগ্রহপূর্ব্বক সবিশেষ বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন। বীতরাগ কহিলেন, হে সুভগ! যাহার চিত্ত সংসারের সুখ-দুঃখ-বিষয়-ভোগ-চিন্তায় কোন রূপে অভিভূত না হয়, কামক্রোধাদি রিপু-গণের সহিত ইন্দ্রিয়গণ প্রবল হইয়া যাহার উপরে আধিপত্য করিতে না পারে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ মর্য্যাদাশালী পুরুষ। কিন্তু তুমি সংসারমায়ায় মোহিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণের দাসত্ব করিতেছ। লোভ ও কামের অধীনতা স্বীকার করিয়াছ। তুমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত বিষয়লালসা পরিত্যাগ করিতে পার না। শোকদুঃখাধিব্যাধির সহিত দারুণ ভয়, লজ্জা,

উদ্বেগ ও চিন্তা তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিয়াছে, সুতরাং কিরূপে তুমি মর্য্যাদাসিদ্ধ হইতে পারিবে? তুমি এই পাপময় ইন্দ্রিয় সেবা পরিত্যাগ কর। নরকজননী বিষয়লালসাকে মন হইতে দূর করিয়া দাও। সংসার-সম্মোহনকারী দারুণ মায়াপাশ ছিন্ন কর। মর্যাদা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিবে। তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

অনন্তর আত্ম কহিলেন, আপনি যে লজ্জার বিষয় বলিলেন তাঁহার কিরূপ প্রভাব আমার নিকট সবিস্তর বর্ণনা করুন। এবং যে যে রূপে লোকসকল পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে তাহাও আমার নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করুন। এই সমুদায় শ্রবণ করিতে আমি অতিশয় কৌতূহলী হইয়াছি। বীতরাগ কহিলেন, হে মানদ! লজ্জার প্রভাব অসীম। লজ্জার প্রভাবে লোকের মন সর্ব্বদা মূর্চ্ছিত ও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। তুমি এক্ষণে সেই লজ্জাকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে আক্রান্ত হইয়াছ। আত্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, লজ্জা কাহাকে বলে। বীতরাগ কহিলেন, যাহার দ্বারা পঞ্চাত্মার সংলীন হয় তাহাকেই লজ্জা বলা যায়। তুমি পঞ্চাত্মাসহযোগী এই মাংসপিণ্ডময় দেহকে লাভ করিয়াছ; এই কারণে লজ্জা সর্ব্বতোভাবে তোমার দেহকে আশ্রয় করিয়াছে। কিন্তু যাহাতে এই পঞ্চাত্মকের যোগ বা লয় নাই এবং যিনি এক ও অদ্বিতীয়, সেই দিব্য পুরুষ কখন লজ্জার বশীভূত হন না। তিনি দিব্যশক্তিসমন্বিত। ইন্দ্রিয় সেবাদি পরিহার করিলে তুমিও সেইরূপ হইতে পারিবে। এক্ষণে সৃষ্টির প্রকার পরিকীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কুম্ভকার যেরূপ মৃৎপিণ্ড হইতে স্বেচ্ছানুরূপ নানাপ্রকার ঘটাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, সেই পরমাত্মা দিব্য পুরুষ স্বীয়

ইচ্ছানুসারে জগতের সর্ব্বপ্রকার সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। এবং ঘটাদি যেমন পরিণামে বিনাশ ও লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ সৃষ্টপদার্থমাত্রেই নাশ ও লয়শীল।

অর্থাৎ যাহার জন্ম আছে তাহারই নাশ আছে। কোন রূপে কোনকালে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। ক্ষয়লয়-বর্জ্জিত সনাতন লোক কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। একমাত্র সেই দিব্য পরম পুরুষ পরমাত্মাই অক্ষয়, অনন্ত, অদি ও অনাদি। তিনি সকলের অবধি রূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ বিরাজমান করিতে-ছেন। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম ইহারা সর্ব্বত্রই বিরাজমান আছে এবং এই ভূতপ্রপঞ্চের সমষ্টিতেই জীবদেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা সকল দেহেই যখন ইহারা সমভাবে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তখন লজ্জাবিধান কোনরূপেই হইতে পারে না। যেরূপ একচন্দ্র সহস্র জলাধারে সমভাবে বিরাজমান হন, সেইরূপ এক তুমি সর্ব্বদা সকলের শরীরে সমভাবে বিরাজমান রহিয়াছ। তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী হইলেও মহামোহে আবদ্ধ হইয়া জীবসহস্রে অবস্থান করিতেছ। সংসারের স্থাবর অস্থাবর সকল পদার্থেই তোমার সম্পর্ক ও সংস্থান আছে। তুমি পাপময় মোহময় মায়াময় যোনিদ্বারা পীনোন্নত বা বিগলিত পয়োধরদ্বারা এবং সুকুমার বা জরাজীর্ণ বয়সের দ্বারা নরকজননী স্ত্রীশরীরেও আবির্ভূত হইয়া অব-স্থান কর। এ বিষয়ে কন্যা স্ত্রী মাতা ভগিনী কিছুতেই তোমার ইতরবিশেষ নাই। অতএব তুমি কাহার লজ্জা করিবে? যাহারা তোমার সংসর্গী, তাহারা কিরূপে তোমায় লজ্জা করিতে পারে? হে সর্ব্বজ্ঞ! লোকসকলের যাহাতে আশু-পতন হয়, সেই কারণে বিধাতা বুদ্ধিকে সৃষ্টি করিয়া মোহরূপ

প্রদর্শন করিয়াছেন। নারীজাতি তাহার প্রধান উদাহারণ। আর তুমি যাহাকে নারী বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, সে কখন নারী নহে। বিধাতা কামরূপী। তিনি আত্মবিনোদ সম্পাদন-কামনায় লীলাসহায়ে এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় দুরবগাহ, তিনি এককালীন স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই সৃষ্টি করিয়াছেন।

স্ত্রী-পুরুষ সর্ব্বত্র সমভাবে অধিষ্ঠান করিতেছে এবং উভয়েই জীবশব্দে বাচ্য। যাহাদের পয়োধর ও যোনি নাই তাহারাই পুরুষ বলিয়া পরিগণিত। এবং যিনি সর্ব্বতোভাবে ঐরূপ কুচযোনির সম্পর্কমাত্রে অনুলিপ্ত, তিনিই জীবন্মুক্ত। মন পুরুষের স্বরূপ এবং প্রকৃতি স্ত্রীর স্বরূপ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই স্ত্রীরূপিনী প্রকৃতি পুরুষের সহিত রমণ করিয়া থাকে। ভাবিয়া দেখিলে, সকলেই পিতামাতা, সকলেই পুত্র-কন্যা, সকলেই ভ্রাতা-ভগিনী। কিন্তু সংসারে কোন্ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করিতে বিরত হইয়া থাকে? কোন্ ব্যক্তি বা সর্ব্বভূতে আত্মভাব সংস্থাপন করিতে পারে? কোন্ ব্যক্তি আসঙ্গলিপ্সা ও স্নেহমমতা ছিন্ন করিয়া সমদর্শী হইতে পারে? কিম্বা কোন্ ব্যক্তি বিষয়ভোগবাসনা হইতে বিরত হইয়া বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে?

তুমি এক্ষণে মোহপাশে আবদ্ধ হইয়া কলুষময় নরক-প্রতিম সংসারকূপে পতিত রহিয়াছ। সুতরাং এক্ষণে তোমার আত্মজ্ঞান নাই। মোহের দারুণ অন্ধকারে তোমার জ্ঞান-চক্ষুঃ একেবারে আবৃত রহিয়াছে। এক্ষণে তুমি আত্ম-মর্য্যাদা-বিবর্জ্জিত ও সত্যজ্ঞানচ্যুত হইয়া সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্তির অনুসারী হইয়াছ। তন্নিবন্ধন তুমি আমাকে বিবস্ত্র ও

লজ্জাভয়হীন ইত্যাদি বলিয়া তিরস্কার করিতেছ। তুমি শান্তির সুখময় প্রসাদলাভে সম্পূর্ণ বঞ্চিত রহিয়াছ। এক্ষণে যাহাতে তোমার এই দারুণ মোহান্ধকার বিদূরিত ও বিজ্ঞান-বল পুনরাগত হয়, সে বিষয়ে সবিশষ যত্নশীল হও। শান্তির নির্ম্মল জ্যোতিঃ তোমার সুদূরপরাহত রহিয়াছে। এক্ষণে একমাত্র সেই শান্তির সেবা কর তাহা হইলে তোমার সকল দুঃখের অবসান হইবে।

বীতরাগ কহিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ! তুমি স্ত্রীর স্বরূপ আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিলে, এক্ষণে বৃদ্ধা স্ত্রীর লক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহার মাংস গলিত হইয়াছে, কেশ ও শরীরের লোমাবলীসকল শুক্লবর্ণ ধারণ করিয়াছে এবং শক্তি শিথিল হইয়া গিয়াছে লোকে সাধারণতঃ তাহাকেই বৃদ্ধা বলিয়া থাকে। কিন্তু আমার মতে ঐরূপ স্ত্রী বৃদ্ধাপদবাচ্যা নহে। বয়োরূপ-বিনাশিনী জরার আক্রমণে সকলেই উক্ত প্রকার বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সংসারীমাত্রেই বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য এই দশাত্রয়ের অধীন। হে সর্ব্বজ্ঞ! যে নারী জ্ঞানপ্রভাবে নিত্য পরিবর্দ্ধিত হয়েন, সংসারপাশ যাহাঁকে স্পর্শমাত্র করিতে পারেনা, যাহাঁর বুদ্ধি সর্ব্বদা পরমার্থপদবীতে প্রধাবিতা, সে নারী যুবতী হইলেও বৃদ্ধাপদবাচ্যা। তাঁহার কেশাদি পলিত না হইলেও তাঁহার বৃদ্ধত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! ঈদৃশী জ্ঞানবৃদ্ধা ললনাকেই লজ্জা করা কর্ত্তব্য। এবং ইনি সংসারে সর্ব্বদাই অখণ্ডিত প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অনন্তর মহাপুরুষ বীতরাগ পুনর্ব্বার কহিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ! তুমি যে মাতার কথা উল্লেখ করিয়া আমাকে নির্লজ্জ বলিয়া

তিরস্কার করিলে, সংসারে সেরূপ জননী কোথায়? অর্থাৎ যাঁহাকে দেখিলে লজ্জা করিতে হইবে সেরূপ জননী জগতে অসুলভ। জগতে জননী সকলেই হইতে পারে কামরূপী বিধাতা যখন স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন স্ত্রীপুরুষমাত্রেই জননী-শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ফলতঃ লোকে যহাকে জননী বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তিনি কখন প্রকৃত জননী পদের বাচ্য হইতে পারেন না। হে মহামতে যাঁহার চেতনাশক্তি অলৌকিক [illegible] অপহৃত হয় না, যাঁহা হইতে লোকের পরম জ্ঞান সাধন হইয়া থাকে, যিনি জীবগণের জীবন ধারণের প্রকৃষ্ট সাধন, যিনি সাধারণের হিতবিধান কারণে সর্ব্বলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এবং যাঁহার প্রভাবে লোকে পরমার্থ পথ পরিস্করণপূর্ব্বক সুখসচ্ছন্দে স্ব স্ব জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, সেই সুমতি প্রজ্ঞাই এক মাত্র জননীপদ বাচ্য। মনীষিগণ এই প্রজ্ঞাকেই মাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ফলতঃ প্রজ্ঞা না থাকিলে সংসার কোন মতেই বৃদ্ধিপথের অভিমুখীন হইতে পারে না। প্রজ্ঞাই সংসারাবদ্ধ জীবনের উন্নতির এক মাত্র কারণ। লোকে সংসারসঙ্কটে পতিত হইলে, কেবল একমাত্র প্রজ্ঞাই সেই সময়ে পথ প্রদর্শিনী হইয়া জীবগণকে সেই বিপদাবর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত বুধগণ সংসারে প্রজ্ঞার মাতৃরূপ সমাখ্যাতি প্রদান করিয়াছেন।

মহাপুরুষ বীতরাগের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আত্মা একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এবং কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া কহিলেন, মহাভাগ! আপনি কে? আপনার নাম কি? এবং কোথায় আপনার

বাসস্থান ? আপনার দর্শনমাত্রলাভেই আমি পরমসুখ অনুভব করিয়াছিলাম ; এক্ষণে আপনার এই জ্ঞানগর্ভ অমৃতো-পম বচনাবলি শ্রবণ করিয়া ততোধিক পরিতুষ্ট হইলাম। আমি এতদিন যে দারুণ সন্তাপানলে দগ্ধ হইয়া আসিতে ছিলাম, এক্ষণে আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া আমার সে সন্তা-পাগ্নি এককালীন নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। এতদিনের পর আমার সংসারযাতনাভারের লাঘবতা সম্পাদিত হইল। এক্ষণে অনুগ্রহপূর্ব্বক আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।

বীতরাগ কহিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ! যাহার প্রভূত প্রভাবে কামাদি রিপুগণ পরাজিত হইয়া দূরে পলায়ন করে, আশা, তৃষ্ণা ও বিষয়ভোগবাসনা যাহার নিকট ক্ষণকালের নিমিত্ত স্থান প্রাপ্ত হয় না, যিনি এই সংসারকে অসার, অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী বলিয়া জ্ঞান করেন, যাহার প্রভাবে জীবগণ আত্মদোষ অনুধাবন ও কার্য্য সকলের যথাযথ গতি বিনি-র্ণয় করিতে পারে, আমি সেই সংসারপ্রসিদ্ধ বীতরাগ। যে আশার মোহপাশে মুগ্ধ হইয়া জীবগণ অসাধ্যসাধনেও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, পদে পদে প্রতারিত হইয়াও লোকে যে আশাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, যাহার মায়া-জালে পতিত হইয়া জীবগণ সামান্য সুখের নিমিত্ত স্বীয় প্রাণও পণীভূত করিতে কাতর হয় না, কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি পঙ্গু, কি আতুর, কি অন্ধ ; ব্যক্তিমাত্রেই যাহার প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া নানা প্রকার অসম্ভব কল্পনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সেই আশারূপ ঘোর মায়াবিনী আমার নিকটে তিলার্দ্ধের নিমিত্তও স্থান প্রাপ্ত হয় না। জ্ঞান-

বুদ্ধিবিধ্বংসকারী পরম রিপু ক্রোধ আমার দর্শনমাত্র দূরে পলায়ন করিয়া থাকে। সংসারসংমোহনকারী দারুণ মোহ আমার নাম শ্রবণমাত্র সূর্য্যোদয়ে তিমিররাশির ন্যায় তিরোহিত হইয়া যায়। অধিক কি, দুরাকাঙ্ক্ষা ও দুরধ্যবসায় যাহার নিত্যসহচর, এবং ত্রিভুবন গ্রাস করিয়াও যাহার বিনিবৃত্তি সাধন হয় না, সেই লোভরূপ দুরন্ত পিশাচও আমার ত্রিসীমায় আসিতে পারে না। হে মনোজ্ঞ! তোমার মঙ্গল হউক! তুমি সংসারবন্ধন ছিন্ন করতঃ মুক্তি পথের অভিমুখীন হও! এবং মদীয় ভ্রাতা বিবেককর্ত্তৃক সযত্নে সমদৃত হও।

আত্মা কহিলেন, হে মহাত্মন্! আপনার ভ্রাতার রূপ ও লক্ষণ বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন।

বীতরাগ কহিলেন, হে মতিমন্! তোমার নিকট তাঁহার রূপ বা লক্ষণাদির বিষয় কিছু বর্ণন না করিয়া তাঁহাকে আমি তোমার সমক্ষে আহ্বান করিতেছি, তুমি স্বয়ং তাঁহার পরিচয় গ্রহণ কর। এই বলিয়া তিনি সুমধুরসম্ভাষণে বিবেককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! তুমি তোমার পত্নীদ্বয়সহ সত্বরে এই স্থানে আগমন কর।

ভ্রাতার আহ্বান শ্রবণ করিবামাত্র মহামতি বিবেক ভার্য্যাদ্বয়সমভিব্যাহারে সত্বরে তথায় সমাগত হইলেন। তাঁহার পত্নীদিগের নাম ক্ষমা ও শান্তি। ইহাঁহারা উভয়ে সমানরূপেগুণশালিনী ও সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না। ইহাঁরা যাঁহাকে আশ্রয় করেন তিনি সর্ব্বসুখসমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সর্ব্ববিষয়ে কল্যাণভাজন হইয়া থাকেন, এবং সন্তোষ ও আনন্দ চিরকাল তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়া থাকে। যে স্থানে

ইহাঁদের সমাগম নাই, সে স্থান দুঃখের জন্মভূমি, পাপের বিলাসস্থল, অসুখের ক্রীড়ামন্দির এবং অসন্তোষের কৌতুকাগাররূপে পরিগণিত হয়। যে স্থানে ক্ষমা ও শান্তির অভাব, সে স্থানে সুখ ও স্বস্তির সম্পর্ক নাই।

কশ্যপ কহিলেন, হে পতিদেবতে দিতে! যেমন দিন-প্রকাশক প্রভাকরের প্রকাশে জগতের সমুদায় তিমির-রাশি একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়, তদ্রূপ সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগামী, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বতত্ত্বপরায়ণ ও সর্ব্বজ্ঞান-বিশারদ বিবেকের উদয়ে লোকের হৃদয় হইতে বিষম সন্দেহ-জালরূপ অন্ধকাররাশি এককালীন দূরীভূত হইয়া যায়। তাঁহার সহিত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পরম বন্ধুত্ব। সর্ব্ববিধ কল্যাণ তাঁহার পরিচারক এবং সর্ব্বসমৃদ্ধি তাঁহার পরি-চারিকা। তাঁহার কন্যাদ্বয়ের নাম ধী ও ধারণা, এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম যোগ। সংসারে সর্ব্বত্র ইহাদের পূজা ও প্রতিষ্ঠা, পরিগ্রহ ও বহুমানন্য দেখিতে পাওয়া যায়। ধীধারণাবিহীন ব্যক্তির জীবনধারণে কোন ফল নাই। তাহাদের সহিত জড়পদার্থের কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। তাহাদিগকে কেহ শ্রদ্ধা বা সমাদর করে না। মূর্খ ও নির্ব্বোধ লোকদিগের ন্যায় তাহারা সকলের নিকট ঘৃণা ও উপহাসভাজন হইয়া থাকে। সুখের পথ নিরাকরণ করিতে তাহারা সর্ব্বতোভাবে অক্ষম। তাহাদের জীবন চিরকালই দুঃখে অতিবাহিত হইয়া থাকে।

কশ্যপ কহিলেন, হে মানদে! লোকমাত্রেই যাহা পাই-বার অভিলাষ করিয়া থাকে, মহাতপা মহর্ষিগণ যাহা প্রাপ্ত হইবার কামনায় আজীবন কঠোর তপোব্রতের অনুষ্ঠান

করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বজনপ্রার্থনীয় পরমার্থময় মোক্ষই বিবেকের মহা নিলয়স্বরূপ। বিবেক সর্ব্ববিধ সুলক্ষণে বিভূষিত। তাঁহার আশা, পরিগ্রহলিপ্সা, মায়া, মমতা, অহঙ্কার, অভিমান, লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, মদ, মাৎসর্য্য এ সমস্ত কিছুই নাই। তিনি সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। কাহারও সহিত তাঁহার বিবাদ নাই তাঁহার অন্তঃক নির্ম্মল র্ব্বদাই প্রসন্ন। তিনি সর্ব্বপ্রকার সদ্গুণের আধার তাঁহার রূপ অতিশয় সুশোভন। তাঁহাকে ব্র সকলের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল ও নির্ম্মল আনন্দরসে আপ্লুত হয়। লোকস্থিতিবিধানের সাক্ষাৎ সাধন সনাতন ধর্ম্ম এবং মতি তাঁহার অমাত্য।

মহামতি বিবেক স্ত্রী পুত্র কন্যা ও অমাত্য প্রভৃতির সহিত তথায় সমাগত হইয়া মহাভাগ বীতরাগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভ্রাতঃ! আমাকে কিজন্য আহ্বান করিয়াছেন তাহা নির্দ্দেশ করুন।

বীতরাগ কহিলেন, হে মহাভাগ! সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বপ্রভু আত্মা জ্ঞান ও ধ্যানের উপদেশবাক্য অবহেলা করিয়া ভূতপ্রপঞ্চকর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছেন। তিনিই এক্ষণে এই মহাপুরুষরূপে তোমার সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছেন! ইনি পঞ্চাত্মকবর্গের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই এই বিষম সংসারযন্ত্রণায় নিয়ন্ত্রিত হইতেছেন। এক্ষণে তুমি স্বয়ং ইহাঁর সবিশেষ পরিচর্য়াদি গ্রহণ কর;

মহাপ্রাজ্ঞ বীতরাগ এই বলিয়া বিনিবৃত্ত হইলে, বিবেক কহিলেন, হে দেব! আপনি বিশ্বের অধিনায়ক, সর্ব্বব্যাপী,

সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বপ্রভু। আপনার অধিষ্ঠানব্যতীত সংসারের অধিষ্ঠান ও সত্তা সংঘটিত হইতে পারে না। আপনি সংসারক্ষেত্রে আগমন করিয়া কি প্রকার সুখসৌভাগ্য সকল সম্ভোগ করিলেন, তাহা সবিস্তর আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

মহাভাগ আত্মা বিষণ্ণ বদনে কহিলেন, হে মহামতে! আমার অবস্থা আপনি স্বচক্ষেই দর্শন করিতেছেন। আমি আপন বুদ্ধির দোষে এই সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রবঞ্চক ভুতপ্রপঞ্চ আমাকে সুখের পথ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। আমি জ্ঞান ও ধ্যানের নিষেধবাক্য অবহেলা করিয়া যেমন তাহাদের আনুগত্য করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহার উচিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রথমতঃ গর্ভবাসের অপরিসীম যাতনায় নিরন্তর দগ্ধ হইতে থাকি। পরে যখন ভূমিষ্ঠ হইলাম, তখন জ্ঞান ও ধ্যান আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করিল। আমার যন্ত্রণারাশির ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পদে পদে দুঃখ ও বিপদ সাগরে মগ্ন হইতে লাগিলাম। সেই সময় যে সমস্ত উৎকট রোগসমূহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলাম তাহা স্মরণ হইলে এক্ষণে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বাল্যাবস্থার ক্লেশরাশি বর্ণন করিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তখন শরীর সর্ব্বদাই কেবল মলমূত্রে জড়ীভূত থাকিত। হস্তপদ থাকিতে উঠিতে কিম্বা চলিতে পারিতাম না। স্তন্যদুগ্ধই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায় ছিল, ক্ষুধা বা তৃষ্ণা পাইলে কাহাকে ও বলিতে পারিতাম না, কিম্বা নিজ হইতে

তাহা নিবারণ করিবার কোন ক্ষমতা ছিল না। যখন কোন বিষয়ের অত্যন্ত কষ্ট হইত তখন কেবল ক্রন্দন করিয়া মনের সেই দুর্ব্বিসহ দুঃখ প্রকাশ করিতাম। রোদনই বালক গণের স্বকার্য সাধনের একমাত্র উপায়। কিন্তু জননী বা অন্য কেহ তাহাতে যদি জানিতে না পারিতেন তাহা হইলে আর তাহার কোন প্রতিবিধান হইত না। নিদ্রায় অভিভুত হইয়াই অধিক সময় যাপন করিতাম। মায়াজীবীর আয়ত্তে থাকিয়া অপরের ইচ্ছানুসারে নাচিয়া খেলিয়া থাকে, আমিও সেই প্রকার অন্যের নিতান্ত আয়ত্তাধীন হইয়া তাহার ইচ্ছানুসারে কখন নাচিতাম, কখন খেলিতাম, কখন হাসিতাম কখন বা কাঁদিতাম।

এই রূপে শৈশব ও বাল্যকাল অতিবাহিত হইলে ক্রমে ঘোর যৌবনকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে কাম, মত্ততা, অভিমান, অহঙ্কার, মৎসর ও আত্মপর্য্যাপ্তি প্রভৃতি বলবান শত্রুগণ বর্দ্ধনোন্মুখ হইয়া স্ব স্ব অভিমত পথে আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে লাগিল। কোন ক্রমেই আর হৃদয়বেগ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তখন একমাত্র ইন্দ্রিয়সেবা ও বিষয়চর্চ্চা বলবতী হইয়া উঠিল। যুবতী রমণীগণের ক্রীড়ামৃগ হইয়া দিবানিশি কেবল তাহাদেরই মনোরঞ্জনে নিযুক্ত রহিলাম। যুবতী-সঙ্গ ও বিষয়সেবাই পরমার্থ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলাম। কিন্তু সুখের পথ যে একেবারেই রুদ্ধ হইল তাহা তখন আমার প্রতীতি হইল না। ক্রমে অসুখ, অসন্তোষ, উদ্বেগ ও

ব্যাকুলতা আসিয়া আমার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। সুখের অন্বেষণে দিবারাত্র ভ্রমণ করিয়াও কোথায় দেখিতে পাইলাম না। অন্তঃকরণ অকারণে হর্ষিত ও সন্তপ্ত ও সহসা মত্ত ও স্তম্ভিত হইতে লাগিল। হায়! কে জানিত যে মনুষ্যদেহ ধারণ করিলে এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা এত অসুখ ও এত বিপদ সহ্য করিতে হয়। যে যৌবনের সমাগমে তাহাকে চিরসুখময় ও সুখপ্রদ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলাম সেই সুখের যৌবন পরিণামে যে এত অসুখের কারণ হইবে তাহা কে জানিত? যাহা হউক এক্ষণে বার্দ্ধক্যকাল উপস্থিত। পুত্র-কলত্রবন্ধু-বান্ধবের সহিত আশা ও উৎসাহ আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। এক্ষণে কেবল শোকসন্তাপই এ বৃদ্ধ জীবনের একমাত্র সহচর। সুখের আশা একেবারে আমার অন্তর হইতে তিরোহিত হইয়াছে। ইহ জীবনে আর কখন যে সুখের মুখ সন্দর্শন করিব তাহা ভ্রমেও জ্ঞান করিনা। দিবানিশি দুঃখরাশি ভোগ করিয়া নিতান্ত অবশ ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। ইহ জগতে এক্ষণে কাহারই বা আশ্রয় গ্রহণ করিব? কেহই বা আশ্রয়দান করিবে? আমি এক্ষণে সর্ব্বশক্তি হীন হইয়া জড়পদার্থের ন্যায় পতিত রহিয়াছি। হায়! কে জানিত যে পঞ্চাত্মকের সংসর্গে আজীবন দারুণ কষ্টভোগ করিতে হইবে! কে জানিত যে আমাকে দারুণ মোহপাশে বদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত তাহারা মন্ত্রণা করিয়া আমার সহিত মৈত্রী করিতে আসিয়াছিল! যদি কোন সূত্রে জানিতে পারিতাম যে প্রবঞ্চক পঞ্চাত্মকের সংসর্গী হইলে এইরূপ ভয়াবহ অধীনতা-যোক্ত্র বহন করিতে হইবে, তাহা হইলে কি জ্ঞানের উপদেশ অবহেলা ও ধ্যানের আশ্রয় পরিত্যাগ করিতাম।

যদি জানিতাম যে, দেহযোগ সঙ্ঘটিত হইলে বিনা বন্ধনে, বিনা কারায় বদ্ধ হইতে হইবে, তাহা হইলে কি কেবল আত্মবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতাম ? হায় ! কি কুক্ষণে সেই পাপ পঞ্চাত্মকের নয়নপথে পতিত হইয়াছিলাম। না জানি কত দিন আর আমাকে এই পাপময় সংসারনরকে অবস্থান করিতে হইবে। না জানি কত দিনে ইহা হইতে মুক্তিলাভ করিব। হায়! আমি জীবিত থাকিয়াও মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। বিধাতা বোধ হয় আর আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন না। অথবা আমার পরিত্রাণের নিমিত্তই তিনি বোধ হয় কৃপা করিয়া আপনাকে এ স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। হে মহাভাগ! আপনি এক্ষণে কোন উপায়ে এই দারুণ যন্ত্রণা হইতে আমাকে মুক্তি প্রদান করুন। এ অসীম যাতনারাশি আর আমার সহ্য হয় না। দাবদগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় আমি যন্ত্রণায় অতিমাত্র অস্থির হইয়াছি। অতএব যাহাতে আমি এই ভীষণ সংসারনরক হইতে সহজে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারি, আপনি তাহার কোন প্রতীকার বিধান করুন।

বিবেক কহিলেন, হে জগৎপতে! আপনি নিষ্পাপ, আপনাতে কিছুমাত্র কলঙ্ক নাই এবং আপনি নির্দ্বন্দ্ব। আপনি মহাভাগ বীতরাগের শরণ গ্রহণ করুন। তিনিই আপনার পরিত্রাণের উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিবেন। ইঁহার পরিধেয়, সঙ্গ বা আধার নাই। সংসার কিছুতেই ইঁহাকে বশীভূত করিতে পারে না। কিন্তু সংসারকে ইনি বশীভূত করিয়াছেন। স্নেহমমতা,

হিংসাদ্বেষ, দুঃখবিষাদ, শোকতাপ, মায়ামোহ, বা কাম-ক্রোধ কেহই ইহাঁর ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। নিত্য সুখ ও নিত্য সন্তোষ নিয়ত ইহাঁকে উপসনা করিয়া থাকে। শান্তি ইহাঁর নিয়ত আজ্ঞাপথবর্ত্তিনী। ইহাঁর আশ্রয়ে লোকে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাঁর সংসর্গে পাপ বা অজ্ঞানের সম্পর্কমাত্র নাই। ইনি কাহারও অপেক্ষী নহেন, কিন্তু সকলেই ইহাঁর অপেক্ষা করিয়া থাকে। ইহাঁর কাহারও প্রতি স্পৃহা বা অভিলাষ নাই, কিন্তু সকলেই ইহাঁকে পাইবার নিমিত্ত স্পৃহা ও অভিলাষ করিয়া থাকে। ইনি সকলেরই বরণীয়। আপনি ইহার আশ্রয়ে সর্ব্ববিধ সুখশান্তি প্রাপ্ত হইবেন। এবং আপনার সর্ব্ব সন্তাপ নিবারণ হইবে। আপনার সর্ব্ববিধ ভয় ও বিষাদ দূরীভূত হইবে এবং আর আপনাকে ভূত-প্রপঞ্চের বশীভূত হইয়া সংসারজালে আবদ্ধ হইতে হইবে না।

বিবেকের এই কথা শ্রবণ করিয়া আত্মা পুনরায় বীতরাগের শরণ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বীতরাগ তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিবেকের শরণাপন্ন হইতে বলিলেন। বীতরাগ কহিলেন, হে মতিমন্! বিবেক হইতেই তুমি পরমার্থ-জনিত নিত্য সুখ ও শান্তি প্রাপ্ত হইবে।

তখন শুদ্ধাত্মা আত্মা পুনর্ব্বার মহাত্মা বিবেক মহা-মতির সমীপে উপনীত হইয়া কাতরবচনে কহিতে লাগি-লেন, হে মহানুভব! শান্ত, শুদ্ধ, পরমস্বরূপ, পবিত্রাত্মা বীতরাগের আদেশক্রমে আমি পুনর্ব্বায় আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। এক্ষণে এই দুরন্ত সংসারসঙ্কট হইতে যাহাতে

নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারি, কৃপা করিয়া তাহার পন্থা প্রদর্শন করুন। আর আমাকে প্রত্যাখান করিবেন না।

মহাপ্রাজ্ঞ বিবেক কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনি যাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া এইরূপ গহন সঙ্কটে পতিত হইয়াছেন, এক্ষণে সেই সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বগামী, সর্ব্বকার্য্যদক্ষ, মহাভাগ জ্ঞানের নিকট গমন করুন। তিনি সুখের প্রকৃষ্ট পন্থা অবগত আছেন। তিনিই আপনার মুক্তিপ্রাপ্তির উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিবেন। তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

কশ্যপ কহিলেন, হে কল্যাণি! আত্মা দারুণ দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত একান্ত অধীর ও নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি মহামনা বিবেকের এই কথা শ্রবণমাত্র অনতিবিলম্বে সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানের সমীপে উপস্থিত হইয়া কাতরবচনে স্বীয় হৃদগত ভাব প্রকাশ করিলেন। আত্মা কহিলেন, হে জ্ঞান! সূর্য্যদেব যেরূপ জগতের সমস্ত তিমিররাশি বিনাশ করিয়া থাকেন, তুমিও তদ্রূপ জীবগণের হৃদয়াকাশ হইতে অজ্ঞান-রূপ দারুণ অন্ধকার বিদূরিত করিয়া দাও। তোমার তেজঃ অসীম এবং তুমি সর্ব্বভাবপ্রদর্শক। তুমি না থাকিলে জীবগণ পদে পদে নানাবিধ দুঃখ ও বিপদে জড়ী-ভূত হইত। যাহার চক্ষুঃ নাই তাহার তুমি চক্ষুঃস্বরূপ। এক্ষণে আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিয়াছি। তুমি আমাকে সুখের প্রকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শন কর।

সর্ব্বজ্ঞ আত্মার তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞান কহিলেন, হে দেব! আপনি জগতের অধীশ্বর। আমরা

আপনার পরিচারকমাত্র। পূর্ব্বে আমি ও ধ্যান আপনাকে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি আমাদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া ক্রূরমতি পঞ্চাত্মকবর্গের সহিত সখ্যতা সংস্থাপন করিলেন। এবং তাহাদের সংসর্গে সংসক্ত হইয়াই আপনি আপনার দোষে এই দারুণ বিষাদ সম্পাদিত করিলেন। তখন আমাদের উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিলে, আপনাকে ঈদৃশী বিসদৃশী দশা সম্ভোগ বা এবম্বিধ নিদারুণ যাতনারাশি সহ্য করিয়া পাপময় সংসারনীরয়ে বিষক্রিমির ন্যায় নিয়ত বিচরণ করিতে হইত না। এই খলপ্রকৃতি পঞ্চাত্মকগণ নিরতিশয় ক্রূরকর্ম্মা। ইহারা বিনাপরাধে লোকের সর্ব্বনাশ-সাধন করিয়া থাকে। ইহাদের বিষম মায়াপাশে একবার পতিত হইলে কাহারও আর কোন মতে নিস্তার নাই। আপনি নিতান্ত শুদ্ধ ও শান্তস্বভাব হইয়াও দুরাত্মাগণের দুশ্চেষ্টার লক্ষ্যীভূত হইলেন। যাহা হউক আর আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনি এক্ষণে ধ্যানের আশ্রয় গ্রহণ করুন, তিনিই আপনাকে সুখের প্রকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শন করিবেন।

জ্ঞানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আত্মা তৎক্ষণাৎ ধ্যানের শরণ গ্রহণ করিলেন। আত্মা কহিলেন, হে ধ্যান! আমার দুর্দ্দশার এক শেষ হইয়াছে। আমি নিতান্ত অবসন্ন ও বিপন্ন হইয়াছি। এক্ষণে আমাকে কোনরূপে রক্ষা কর। আমি যাহাতে এই দারুণ সংসারনরক হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারি, এক্ষণে তাহার কোন উপায় বিধান করিয়া আমার নিমিত্ত

দুর্গম সুখমার্গ আবিষ্কৃত করিয়া দাও। আর আমি এ দুর্ণিবার নরকযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না।

আত্মার তাদৃশী দুরবস্থা অবলোন ও তাঁহার এই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া মহামতি ধ্যান সানুনয়-বচনে কহিলেন, হে তাত! আমি সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মে সুসংস্থিত হইয়া আছি। আমার সাহায্য-বতিরেকে কাহারও কোন কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। এই কারণনিবন্ধন মহামতি বীতরাগ ও বিবেক সর্ব্বশক্তিময় হইলেও কদাপি আমার আশ্রয় পরিত্যাগ করেন না। যাহা হউক অধুনা আপনি জ্ঞানযুক্ত, [illegible], অবিকল্পিত, নিরাহার, নির্দ্বন্দ ও নিশ্চল হইয়া বিবিক্তাসনে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক স্থিরতর বুদ্ধিযোগ-সহকারে ধ্যানযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক, আত্মাদ্বারা আত্মাকে ভাবনা করুন। তাহা হইলে আপনি নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়া বৈষ্ণবপদে অধিরূঢ় হইবেন। আর আপনাকে পুনর্ব্বার দারুণ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।

নবম অধ্যায়।

কশ্যপ কহিলেন, হে পতিব্রতে! ধ্যানের এইপ্রকার জ্ঞান-গর্ভ বচনাবলি শ্রবণ করিয়া, আত্মার দিব্যচক্ষুঃ প্রস্ফুটিত হইল। এতদিনের পর তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে দারুণ মোহমেঘ অন্তর্হিত হইল। এতদিনের পর তাঁহার হৃদয়ে সত্যের আলোক প্রবেশ করিল। এত দিনের পর তাঁহার মায়ামমত

তিরোহিত হইয়া আত্মজ্ঞান বিকসিত হইয়া উঠিল। তিনি তখন ধ্যানযোগের বশীভূত হইয়া পঞ্চভূতময় দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হইলেন।

হে কল্যাণি! এইরূপে আত্মার সহিত দেহের যোগ ও বিযোগ সংঘটন হইয়া থাকে। এবং ইহা স্বভাবসিদ্ধ। যতদিন পর্য্যন্ত জীবগণ জীবিত থাকে,---যতদিন তাহাদের কায়প্রাণের সম্বন্ধ থাকে; ততদিন সংসারের যাবতীয় পদার্থের সহিত তাহাদের সংস্রব থাকে,--ততদিন মাতাপিতাপুত্রকলত্রের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ থাকে। কিন্তু কায়প্রাণের বিচ্ছেদ সংঘটিত হইলে তাহাদের সকল সংস্রব,---সকল সম্বন্ধের একেবারে পর্য্যবসান হইয়া যায়। এই তুমি জীবিতা রহিয়াছ, এই মুহূর্ত্তমধ্যেই হয় ত তোমার জীবলীলার পরিসমাপ্তি হইতে পারে। তখন তোমার পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন কোথায় থাকিবে? এ মায়াময় সংসারের অপরাপর ভোগ্য ও বিলাসদ্রব্য সকল কে উপভোগ করিবে? কেহই তোমার সহগমন করিবে না,—ভোগ্য বা প্রিয়পদার্থসমূহের মধ্যে কিছুই তুমি সঙ্গে লইয়া যাইবে না! তোমার জীবনের সহিত দেহের বিচ্ছেদ-সংঘটিত হইলে, পিতা, মাতা, পুত্রপ্রভৃতি সকলেরই সহিত চিরবিচ্ছেদ সংঘটিত হইবে। অতএব কাহারও মৃত্যুতে বা বিরহে দুঃখিত ও শোকার্ত্ত হইয়া বিলাপ-পরিতাপের বশবর্ত্তী হওয়া কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে। যখন অনিত্য ও বিনশ্বর জগতের সকলই অনিত্য—সকলই বিনশ্বর, তখন সেই অনিত্য ও নশ্বর পদার্থের নিমিত্ত শোকতাপ প্রকাশ করিয়া অবিনাশী আত্মার ক্লেশোৎপাদন করার কি ফলোদয় আছে? তবে তুমি কি নিমিত্ত সুতবিয়োগসন্তাপে একান্ত অভিভূত হইয়া, পরিণামে

পরিতপ্ত হইবার প্রশস্ত পন্থা পরিষ্কার করিতে ? হে কল্যাণি ! তুমি শোকসন্তাপ পরিহারপূর্ব্বক হৃদয়কে শান্ত কর। এ সংসারের অনিত্য সম্বন্ধ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া আত্মাকে সুখী করিতে চেষ্টা কর। এই আত্মাই পরব্রহ্ম। ইনি নিত্য ও সত্য-স্বরূপ এবং ইহাঁর ক্ষয়, বিনাশ, আদি বা অন্ত নাই। ইহাঁর জন্ম নাই, মরণ নাই, রূপ নাই, লয় নাই। ইনি সর্ব্বজ্ঞ, সবর্ব্বদর্শী, সর্ব্বস্বামী, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগামী। ইনি সত্য, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের আধারভূত। ইনিই ব্রহ্মা, ইনিই বিষ্ণু এবং ইনিই রুদ্র। ইনিই লোকত্রয়ের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের একমাত্র কারণ। ইনিই স্বয়ং সনাতন ধর্ম্ম। ইনি স্বয়ং মাতা, স্বয়ং পিতা, স্বয়ং পুত্র ও স্বয়ং কলত্র। এই আত্মাই ত্বদীয় পুত্ররূপে দৈত্যগণে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহাঁরই প্রভাবে দেব ও দানবগণের সমুৎপত্তি। কিন্তু দেবতাগণ দুরাত্মা দানব-দলের ন্যায় উন্মার্গগামী হইয়া কখন ধর্ম্মের অবমাননা করেন না। তাঁহারা স্বভাবতঃ ধর্ম্মপরায়ণ। কিন্তু তোমার পুত্রগণ নিয়ত অধর্ম্মপথে বিচরণ করিত। সেই পাপেই তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ধর্ম্ম ভগবান্ নারায়ণের অঙ্গ ও সত্য তাঁহার হৃদয়-স্বরূপ। জগজ্জীবন জনার্দ্দন সত্য ও ধর্ম্মপ্রিয় ব্যক্তিগণের প্রতি সর্ব্বদাই সুপ্রসন্ন। যাহাঁরা নিয়ত সত্য ও ধর্ম্মপথে বিচরণ করেন, তাঁহারা কখন অসুখ বা অসন্তোষের মুখ দর্শন করেন না। নিত্যসুখসম্ভোগে তাঁহাদের পবিত্র জীবন অতিবাহিত হইয়া থাকে। সত্য ও ধর্ম্মভীরু লোক নিতান্ত নিকৃষ্টবর্ণ হইলেও সকলের পূজনীয় হইয়া থাকেন। পাপপথের পর্য্যটক-গণের পরিণাম অতীব ভয়ঙ্কর। বিশ্বপাতা নারায়ণ ধর্ম্মদ্বেষী ব্যক্তির প্রতি একান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া আশু তাহার বিনাশ-

সাধন করিয়া থাকেন। দেবতাগণ অনুক্ষণ ধর্ম্মমার্গে বিচরণ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত চক্রপাণি জনার্দ্দন সর্ব্বদা তাঁহাদের রক্ষাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু দৈত্য, দানব ও সিংহিকার পুত্রগণ সকলেই অধার্ম্মিক ও পাপাত্মা। তাহাদের গুরুলাঘব-জ্ঞান, কার্য্যাকার্য্য-বিবেক অথবা ঈশ্বরভক্তির লেশমাত্র নাই। তাহারা সর্ব্বদাই সত্য ও ধর্ম্মে অনাদর প্রকাশ করিত। এই কারণে দুরন্তবীর্য্য নারায়ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের বিনাশসাধন করিয়াছেন।

মহাতপা কশ্যপ কহিলেন, হে সুভগে! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই আত্মা সর্ব্বব্যাপী জগৎপতি বিষ্ণু। যে আত্মা তোমার পাপাত্মা সন্তানগণের দেহে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই আত্মাই রোষাবিষ্ট হইয়া তাহাদের বিনাশ-সাধন করিলেন। এইরূপে আত্মাই নিখিল জগৎসংসার সৃষ্টি করিয়া, আত্মাই পুনরায় তাহার সংহার-সাধন করিয়া থাকেন। সংসারে কেহ কাহারও জীবন অপহরণ করিতে পারে না। আত্মা পঞ্চভূতের মায়ায় বশীভূত হইয়া শরীর পরিগ্রহ করেন, এবং ক্রমে বাল্য-যৌবনপ্রভৃতি দশান্তর সম্ভোগ করিয়া পরিশেষে পুনর্ব্বার সেই শরীর পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অতএব তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণীর বৃথা শোক বা মোহে অভিভূত হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। পাপপ্রকৃতি, অসত্যসন্ধ, ধর্ম্মদ্বেষী ব্যক্তিগণের বিনাশ অনিবার্য্য। সংসারের নিয়মই এই, দেহীমাত্রের স্বভাবই এই, এবং অধর্ম্ম ও পাপপথের পরিণামই এই। অতএব তুমি দারুণ মোহপাশ ছিন্ন করতঃ সত্য ধর্ম্মের অনুসরণে প্রবৃত্ত হও। তাহা হইলে আত্মাকে সর্ব্বপ্রকারে সুখী করিতে সক্ষম হইবে। যাহার জন্ম আছে, তাহারই

বিনাশ আছে। এ নিয়ম জগতে চিরপ্রবর্ত্তিত। তোমার পুত্রগণই যে কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে, আর কেহ হইবে না, ইহা কখন হইতে পারে না। দেহিমাত্রেই কালবশে কৃতান্তের কৃতদাস হইবে। সংসার-সংহারক করাল কালের হস্তে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। তুমিও সময়চক্রে প্রেত-পুরের পথিক হইবে। অতএব কি নিমিত্ত বৃথা শোকের অধীন হইয়া এই ক্ষণস্থায়ী অসার শরীরকে আরও ক্ষণভঙ্গুর করিতেছ? শোকের তুল্য শত্রু আর নাই। শোক দেহিগণের সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ। অতএব শোকের কারণ উপস্থিত হইলেও, যে ব্যক্তি শোক না করে, সেই প্রকৃত পণ্ডিত ও প্রকৃত বুদ্ধিমান। পরম-পিতা পরমেশ্বরের এই নশ্বর সৃষ্টির মধ্যে, অন্যান্য পদার্থের ন্যায় শোকও কখন চিরস্থায়ী নহে। তুমি এই মুহূর্ত্তে শোকে যেরূপ অভিভূত হইয়াছ পর মুহূর্ত্তে কখনই সেরূপ থাকিবে না। ক্রমেই তোমার শোকতাপ ক্ষয়-প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। অতএব কেন বৃথাশোকের অধীন হইয়া অকারণে শরীরকে নিযন্ত্রিত করিতেছ? হে শুচিস্মিতে! যাহাদের বোধ ও বিবেচনাশক্তি আছে তাহাদের কথা দূরে থাকুক, যাহারা নিতান্ত হীনবুদ্ধি তাহারাও এ বিষয় অনা-য়াসে বুঝিতে পারে। শোক করিলে কি তুমি তোমার পুত্রগণকে পুনঃ-প্রাপ্ত হইবে? তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অনিত্য বিনশ্বর জগতের সকল সম্বন্ধই অলীক ও ক্ষণস্থায়ী। অতএব অলীক ও ক্ষণস্থায়ী পদার্থের নিমিত্ত শোকের চিহ্ন প্রকাশ করা কোনমতে উচিত নহে।

সূত কহিলেন, হে দ্বিজসত্তমগণ! মহামনা কশ্যপের এই প্রকার ন্যায়সঙ্গত প্রবোধ-বচন শ্রবণ করিয়া পতিব্রতা দিতি কথ-

ঞ্চিৎ শোকতাপ পরিহারপূর্ব্বক দীনবচনে কহিলেন, হে মহাত্মন্!
আপনি যাহা বলিতেছেন, সে সমুদায়ই সত্য। তথাপি অপত্য-
স্নেহের দারুণ শৃঙ্খল আমি কোনক্রমেই ছিন্ন করিতে সক্ষম
নহি। যাহা হউক আপনার বাক্যে আমি শোকভার একেবারে
পরিত্যাগ করিলাম। উহা, সত্য হউক বা মিথ্যাই হউক,
আর আমারে কিছুতেই অভিভূত করিতে পারিবে না। প্রাণসম-
প্রিয় পুত্রগণের নিধন-সংবাদ শ্রবণেও যখন আমার মৃত্যু হয়
নাই, তখন আর বৃথা শোক করিয়াই বা কি করিব! দুঃখদগ্ধ-
হৃদয়া দিতি এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত হৃদয়ের শোক-
ভার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পতিবাক্য পরিপালন করিলেন।

দশম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! হিরণ্যকশিপু-প্রভৃতি দৈত্য-
বৃন্দ বৃন্দারক-সমরে পরাভূত হইয়া কি উপায় অবলম্বন করিয়া-
ছিল, তাহা তুমি আমাদের নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন কর।
তোমার অমৃতময় বচনাবলি পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াও আমাদের
শ্রবণ-লালসার পরিতৃপ্তি-সাধন হইতেছে না। যতই শ্রবণ
করিতেছি, ততই আমাদের শ্রবণেচ্ছা বলবতী হইতেছে।

সূত কহিলেন, হে দ্বিজাতিগণ! দেবাদিদেব বাসুদেবের
প্রভূত পরাক্রমে দৈত্যগণের দর্প একেবারে চূর্ণ হইল। তাহারা
তাঁহার বাহুবল কোনক্রমে সহ্য করিতে না পারিয়া রণস্থল
পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন-দ্বারা আত্মরক্ষা করিয়াছিল। দেব-
সমরে পরাজিত হওয়ায় তাহারা অতিমাত্র দুঃখিত ও বিষণ্ণ

হইয়াছিল। যাহারা চিরকাল পরাজয়-স্বীকার করিয়া আসিয়াছে, আজি সেই দেবতাগণ তাহাদের অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিল;—যে সুরগণ তাহাদের ভয়ে চিরকাল শার্দ্দূল-তাড়িত সারমেয়ের ন্যায় কালযাপন করিয়া আসিয়াছে, আজি সেই অবনত শত্রুগণ তাহাদিগকে পরাভূত ও বিতাড়িত করিল, ইহা অপেক্ষা তাহাদের অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? তখন তাহারা সকলে সমবেত হইয়া ইহার সমুচিত প্রতীকার কামনায় বিষণ্ণহৃদয়ে পিতা কশ্যপ-সমীপে সমুপস্থিত হইল। সেই সময়ে মহামনা কশ্যপ ভার্য্যা অদিতির সহিত একত্রে সমাসীন হইয়া নানাবিষয়িণী সৎকথার অনুশীলনে সময়াতিপাত করিতেছিলেন। হিরণ্যকশিপু-প্রমুখ দৈত্য ও দানববৃন্দ ভক্তিভারাবনতচিত্তে পিতা কশ্যপ ও দেবজননী অদিতিকে যথাবিধি প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া বিনীতভাবে কহিল, হে দ্বিজসত্তম! দেবতা, দৈত্য ও দানবগণ সকলেই আপনার বীর্য্য হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। আপনি সকলেরই জনয়িতা। কিন্তু দেবতাগণ অপেক্ষা আমরা সমধিক বলবীর্য্যপরাক্রমশালী। তাহারা কি গৌরবে, কি বীরত্বে, কি সংখ্যায়, কোন অংশেই আমাদের সমতুল্য নহে। কিন্তু আমরা এতাদৃশ বলবিক্রান্ত হইয়াও, হীনবল দেবদল-কর্ত্তৃক পরাভূত ও অবমানিত হইয়াছি। আমাদের অঙ্কস্থিতা বিজয়লক্ষ্মী তাহাদের কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছে। আমরা চিরকাল যাহাদের উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিলাম, আজি তাহাদেরই দাসীকৃত হইলাম। হে পিতঃ! কি কারণে আমাদের এ প্রকার ভাগ্য-বিপর্য্যয় সংঘটিত হইল, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার কারণ নির্দ্দেশ করুন। আমরা নিয়ত প্রাণপণে আপনার সেবাশুশ্রূষা করিয়া থাকি। কি দৈত্য, কি দানব আমাদের কোন পক্ষেরই আপনার

প্রতি ভক্তির ত্রুটি নাই। তবে দেবতাগণই বা কি জন্য আপনার সমগ্র প্রসাদ লাভ করিবে। আমরাও ত আপনার অনুগ্রহের পাত্র।

কশ্যপ কহিলেন, বৎসগণ! কর্ম্মই জীবগণের শুভাশুভ ফল-প্রদ। যে, যে প্রকার কর্ম্ম সমাচরণ করিবে, সে সেই প্রকার ফল প্রাপ্ত হইবে। কর্ম্মসম্বন্ধ দুই প্রকার, পাপসম্ভব ও পুণ্য-সম্ভব। যে ব্যক্তি সত্যকে অবলম্বনপূর্ব্বক নিয়ত ধর্ম্মপথে বিচরণ করিয়া থাকে, সেই পুণ্যশীল ব্যক্তি সংসারের সর্ব্ববিধ সুখসমৃদ্ধির অধীশ্বর হইয়া পরিণামে পরম-মোক্ষ-পদে লব্ধ-প্রবেশ হয়। দেবাদিদেব বাসুদেব সর্ব্বদাই তাহার প্রতি প্রসন্ন থাকেন। এবং কখন তাহার পরাজয় বা অমঙ্গল সংঘটন হয় না। কিন্তু পাপপথের পর্য্যটকগণের পতন আশু ও অনি-বার্য্য। তাহারা কখন বিজয়লক্ষ্মী বা ভাগ্যসম্পদ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। তাহারা প্রভূত বলবিক্রম ও সহায়সম্পন্ন হইলেও দুর্ব্বল ও সহায়বিহীনের ন্যায় পদে পদে পরাভূত হইয়া থাকে। পুণ্যহীন পাপমতি ব্যক্তিগণের ধনজনপৌরুষাদি সর্ব্বথা বিফল হইয়া থাকে। পাপাত্মাব্যক্তিরা কখন সন্তোষরূপ অমৃতপানে আত্মাকে চরিতার্থ করিতে সমর্থ হয় না। নির্ম্মল-সুখজ্যোতিঃ কখন তাহাদের অন্ধকারময় হৃদয়কন্দরে প্রবেশ করিতে পারে না। অতএব তাহাদের সর্ব্বদা পরাজয় ও অমঙ্গল সংঘটন হইয়া থাকে।

হে সুতগণ! পিতা বীর্য্য নির্ব্বাপণ করেন এবং মাতা তাহা ধারণ করিয়া থাকেন। এইরূপ ধারণ, পালন ও পোষণ ব্যতীত তাঁহারা পুত্রের আর কিছুই করিতে পারেন না। পুত্রের জয়পরাজয় কিম্বা মঙ্গলামঙ্গল সংঘটন-সম্বন্ধে পিতামাতার কিছু-

মাত্র হস্ত নাই। এ বিষয়ে কর্ম্মই প্রধান। সেই কর্ম্মফলানুসারেই লোকের শুভাশুভ জয়পরাজয় সংঘটন হইয়া থাকে। দেবতাগণ একমাত্র সত্যকে আশ্রয় করিয়া, তপস্যা ও ধ্যানযোগ অবলম্বন-পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত প্রকৃষ্ট ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই স্বভাবতঃ শান্ত ও দমগুণবিশিষ্ট, এবং পাপবর্জ্জিত ও পরম পুণ্যবান্। কখন তাঁহারা পরদ্বেষ, পরহিংসা বা পরানিষ্ট-চিন্তা মনোমধ্যে স্থানদান করেন না। ধর্ম্ম, সত্য, তপস্যা ও পুণ্যই তাঁহাদের আত্মার ভূষণস্বরূপ। এবং যে স্থানে এই চতুষ্টয়ের সমবায়, সেই স্থানেই ভগবান্ বাসুদেবের নিত্য অধিষ্ঠান, এবং যে স্থানে ভগবান্ বিষ্ণুর নিত্য অধিষ্ঠান সেই স্থানই বিজয়লক্ষ্মীর আবাসভূমি। সেই স্থানই স্বর্গ ও অপবর্গের জন্মভূমি। অমর-গণ কখন সত্য ও ধর্ম্মমার্গ উলঙ্ঘন করেন না বলিয়া বিশ্বপাতা বাসুদেব অনুক্ষণ তাঁহাদিগের সহায়তা করিয়া থাকেন। জগৎপাতা জনার্দ্দন যাহাঁদের স্বপক্ষ তাঁহাদের পরাজয় বা অমঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়? ধর্ম্মই যাঁহাদের বল ও দেবা-দিদেব বাসুদেব যাঁহাদের সহায়, তাঁহাদের সামান্য বলবীর্য্য-সহায়-সম্পদের প্রয়োজন কি? ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদবলে তাঁহারা সর্ব্বত্র বিজয়লক্ষ্মী লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু তোমরা সেই সত্যকে উপেক্ষা ও ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া সর্ব্বদাই পাপ-পথে পর্য্যটন করিয়া থাক। অতএব তোমাদের যে পরাজয় ও অমঙ্গল সংঘটন হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সত্য ও ধর্ম্মবলহীন পুরুষকে সহায়-সম্পত্তি-বলবীর্য্য কিম্বা সামান্য পুরুষকার কখন রক্ষা করিতে পারে না। ধর্ম্মই পুরুষের একমাত্র বল ও সত্যই পুরুষের একমাত্র সহায় ও পৌরুষস্বরূপ। তোমরা সেই সত্য ও ধর্ম্ম পরিবর্জ্জিত। এই কারণে তোমরা অপ্র-

ভিমবলবিক্রম ও সহায়সম্পন্ন হইয়াও পদে পদে অভিহত ও পরাজিত হইয়া থাক। আমি দেবতাগণ ও তোমাদের সকলেরই পিতা। কাহারই প্রতি আমার স্নেহমমতার কিছু-মাত্র ইতরবিশেষ নাই। আমি সকলেরই সুখ-দুঃখে সমান সুখদুঃখ অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু তোমাদিগকে এ প্রকার ধর্ম্মবুদ্ধিহীন ও নিয়ত উন্মার্গগামী নিরীক্ষণ করিয়া তোমাদের প্রতি আমার আন্তরিক অনুরাগের হ্রাস হইয়া আসিতেছে। অধিক কি বলিব, তোমরা যদি সত্বরে এই পাপ-প্রবৃত্তি সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক অসত্য-পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হও, তাহা হইলে অচিরাৎ তোমরা সমূলে বিনষ্ট হইবে। তোমরা এরূপ মনে করিও না যে, আমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তোমা-দিগকে অভিশাপ প্রদান করিতেছি। যে পথের যে পরিণাম, আমি কেবল তাহাই তোমাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি। ধর্ম্ম-বেদী ও নীতিবেদিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, জগৎপিতা জনার্দ্দন যাঁহার সহায়, তপস্যাই যাহার বল, এবং ধর্ম্মপথে যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত বিচরণ করিয়া থাকেন, বিজয়লক্ষ্মী তাঁহারই অঙ্ক-শায়িনী হইয়া থাকেন। সর্ব্ববিধ কল্যাণ ও সুখসমৃদ্ধি তাঁহাকেই ভজনা করিয়া থাকে। কিন্তু অসত্যসন্ধ ও ধর্ম্মদ্বেষী ব্যক্তিগণের পরিণাম অতীব ভয়ঙ্কর। তাহাদের পতন অনিবার্য্য। কোন কালে কোন লোকে তাহাদের মঙ্গল সংঘটন হয় না। এই সকল কথা যখনই আমার মনোমধ্যে উদয় হয়, তখনই আমি তোমাদের পরিণাম চিন্তা করিয়া দারুণ শঙ্কিত হইয়া থাকি। দেবতাগণ যেরূপ আমার স্নেহের পাত্র, তোমরাও সেইরূপ। আমি কায়-মনোবাক্যে নিয়ত সকলেরই কল্যাণকামনা করিয়া থাকি। তোমরা নাশ-প্রাপ্ত হইবে, আর দেবতাগণ সুখসমৃদ্ধি লাভ

করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিবে, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। দেবতাগণের ন্যায় তোমরাও পরম সুখে নির্ব্বিবাদে কালাতিপাত কর, এই আমার সর্ব্বদা ইচ্ছা। কিন্তু তোমরা আপনারাই আপনাদের বিনাশকে আহ্বান করিতেছ। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছি যে, অচিরাৎ তোমাদের পতন হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে তোমাদের মতি পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া সৎপথের অনুসারিণী হইলেই, আমার চিত্ত কথঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করে। কিন্তু বৎসগণ, তোমরা যে উদ্দেশে আমার নিকটে অদ্য আগমন করিয়াছ, তোমাদের সে অভিলাষ সহজে পূর্ণ হইবার নহে। তোমরা স্বভাবতঃ ধর্ম্মহীন ও সত্যবর্জ্জিত; এবং সর্ব্বদাই পাপপথে বিচরণ করিয়া থাক। তপঃপ্রভাবপরায়ণ, ধর্ম্মাত্মা, সরলপ্রকৃতি, পুণ্যচেতা ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ কখন ইন্দ্রপদ লাভ করিতে পারে না। পাপের শাস্তি ও সত্যের পুরস্কার প্রদান এবং ত্রিলোকের শান্তিবিধান করিবার নিমিত্তই বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা ইন্দ্র-পদ সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি তোমাদের উহা প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে পাপপ্রবৃত্তি সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক চিত্তকে সংযত করিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ কর। এবং বিদ্বেষবুদ্ধি এককালীন পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞান ও ধ্যানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, শান্তি ও দমগুণের আধার হও। যিনি এই নিখিল বিশ্বসংসারের একমাত্র অধিষ্ঠাতা, যাঁহার কটাক্ষে মুহূর্ত্ত-মধ্যে সংসারে মহাপ্রলয় সংঘটিত হইতে পারে, যিনি কালেরও কালস্বরূপ, সেই অনন্তরূপী অচিন্ত্যস্বরূপ দুরন্তবীর্য্য চক্রপাণির সহিত শত্রুতা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাতে মৈত্রভাবে সংসক্ত হও। জগৎপ্রভু জনার্দ্দনের সহিত শত্রুতা করিয়া কেহ ক্ষণমাত্র অধিষ্ঠান করিতে সক্ষম হয় না। তিনি শান্তি ও ক্ষমাগুণের

আধার বলিয়া পাপাত্মাগণকে সময়ে সময়ে পরিত্রাণ প্রদান করিয়া থাকেন। তোমরা প্রভূত বলবিক্রমসম্পন্ন হইয়াও সেই চক্রপাণির নিকটে স্বগণে পরাভূত হইলে। যে দৈত্যবীরগণের ভূজপ্রতাপে দেবতাগণ পদে পদে পরাভূত হইয়াছেন, সেই অমিতবল দৈত্যবীরগণ একমাত্র চক্রপাণির চক্রেই জীবলীলার পরিসমাপ্তি করিয়াছে। কিন্তু সেই পরম দয়ালু দেবাদিদেব বাসুদেবের কাহারও প্রতি পক্ষপাত নাই। তিনি সর্ব্বদাই সত্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। অধর্ম্ম তাঁহার দর্শনমাত্র আপনা হইতেই গলিত ও বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব তোমরা অধর্ম্ম-বুদ্ধি ও ঈশ্বর-বিদ্বেষিতা পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তি ও সত্যের আশ্রয় গ্রহণ কর। তাহা হইলে জগৎপ্রভু জনার্দ্দনের প্রসাদ লাভ করিতে পারিবে। একমাত্র ধর্ম্মই তাঁহার প্রসাদ। এবং সেই প্রসাদ লাভ করিতে পারিলে, তোমরা সর্ব্বসিদ্ধি ও সুখসমৃদ্ধির সহিত বিজয় ও সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইবে। তাহাতে আর অনুমাত্র সংশয় নাই। যাঁহারা অনিত্য বিষয়ভোগবাসনা হইতে বিরত হইয়া, পাপপ্রবৃত্তি সকল পরিহারপূর্ব্বক প্রতিনিয়ত শান্তিমার্গে বিচরণ করেন, আত্মাকে সংযত করিয়া যাঁহারা অনুক্ষণ ধর্ম্ম ও তপোনুষ্ঠানে নিরত থাকেন, সামান্য ইন্দ্রপদ কি, তাঁহারা পরম দুর্ল্লভ বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তোমরাও এক্ষণে ধর্ম্মবিদ্বেষিতা ও দেবদেব বাসুদেবের প্রতি শত্রুতাভাব পরিত্যাগ কর। তাহা হইলে তোমাদের সর্ব্বত্র জয় ও মঙ্গল সংঘটন হইবে। ধর্ম্ম-দ্বেষী ও ঈশ্বর-বিরোধী হইয়াই তোমরা পদে পদে বিষাদ ও বিপদগ্রস্ত হইতেছ।

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! মহাভাগ কশ্যপের এই প্রকার হিতগর্ভ উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিজিগীষু দানবদল নিরতিশয় উল্লাসসহকারে উত্থানপূর্ব্বক পরস্পর ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণের পরামর্শ করিতে লাগিল। দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু কহিলেন, হে দৈত্য ও দানবগণ! তোমরা পিতৃদেবের বাক্য সকলই শ্রবণ করিয়াছ। অতএব আইস, আমরা সকলে সমবেত হইয়া কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই। তাহা হইলে সেই তপোবলে বর্দ্ধনোন্মুখ চিরশত্রু দেবগণকে পরাজয় করিয়া, আমাদের চিরআশা ফলবতী করিতে পারিব। পিতৃদেবের বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু এই বলিয়া বিনিবৃত্ত হইলে, মহাপ্রতাপশালী প্রভুতপরাক্রম হিরণ্যাক্ষ কহিলেন, তপস্যাই দেবতাগণের উন্নতি ও বিজয়লাভের একমাত্র কারণ। অতএব তাহাদিগকে আর বর্দ্ধিত হইতে অবসর প্রদান করা কোনমতে বিধেয় নহে। আমি সুদুশ্চর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইব এবং সেই তপোবলপ্রভাবে আমাদের চিরশত্রু বসুদেবের সহিত দেবতাগণকে পরাভূত ও সুরপতিকে সুরসাম্রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং সর্ব্বলোকশাসন ইন্দ্রপদ গ্রহণ করিব।

সেই সময়ে মহামতি বলি তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি যদিও দুরাচার অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি সত্যে ও ধর্ম্মে তাঁহার অবিচলিত মতি ছিল। তিনি অসুরেশ্বর হিরণ্যাক্ষের এই প্রকার ধর্ম্মবিরোধী বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে অসুরনাথ! দুরভিসন্ধি সাধনোদ্দেশে তপোব্রতাদি সমাচরণ করিলে তাহাতে অশুভ ফলই সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব আপনারা কদাচ এই

মহান্ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইবেন না। চরাচরাধিষ্ঠাতা, জগদুদ্ভব-কারণ, পরম-পুরুষ নারায়ণের বৈরিতাসাধনে প্রবৃত্ত হইলে আশু বিনষ্ট হইতে হইবে। ভগবান্ কশ্যপের বাক্য কি আপনারা বিস্মৃত হইলেন? তিনি এইমাত্র বলিলেন যে, দেবাদি-দেব বাসুদেবের সহিত অসদ্ভাব থাকিতে অসুরগণের কোনমতে পরিত্রাণ নাই। দেবতাগণ দান-ধর্ম্ম-তপস্যাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানদ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিয়া সর্ব্ব-সুখশান্তি সম্ভোগ করিতেছেন। সেই জগৎপাতা জনার্দ্দনের অনুগ্রহ-প্রসাদ লাভ না করিতে পারিলে, ধর্ম্মকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে কোন-রূপ শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অধিক কি বলিব, সেই সর্ব্বদেবদেব হৃষীকেশই তপস্যা, ধর্ম্ম ও সত্যস্বরূপ। কায়-মনোবাক্যে তাঁহার আরাধনা করিলে সর্ব্ব-সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়।

পরম-বৈষ্ণব মহামতি বলির এই কথা শ্রবণ করিয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ক্রোধভরে কহিলেন, যে আমাদের চিরশত্রু দেবগণের একান্ত অনুগত, যে অকারণে আমা-দের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া বিপুল অসুরকুল সমূলে নির্ম্মূল করিতে উপক্রম করিয়াছে, আমি জীবন-সত্ত্বে কখন সেই খল-প্রকৃতি বাসুদেবের সাধনা করিতে পারিব না। আর কেহই বা স্বীয় মান-সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়া কাপুরুষের ন্যায় শত্রুর শরণাগত হইবে? যে ব্যক্তি জীবনের ভয়ে অরাতির উপাসনা করে; মৃত্যু তাহার পক্ষে শতগুণে শ্রেয়-স্কর। সে লঘু হইতেও লঘু এবং তৃণাদি নীচপদার্থ হইতেও নীচ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব হে অসুরগণ! আমি কখন বিষ্ণুর সেবা করিব না। আমরা কি শত্রুর

আরাধনা করিব বলিয়াই পুণ্যবতী বীরজননী দিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম ? ভগবান্ কশ্যপের তেজঃপ্রতাপ কি আমাদের শোনিতকণায় লেশমাত্রও সংলিপ্ত নাই ? আমরা নিজ ভুজবীর্য্য-প্রভাবে সমুদায় শত্রু বিনিপাতিত করিব। বিষ্ণু দেবতাগণের সহায়তা করুক। আমরা কাহারও সহায়তা প্রার্থনা করি না।

পিতামহ হিরণ্যকশিপুর এই প্রকার বাক্য আকর্ণন করিয়া, শান্তস্বভাব বলি সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি আপনাকে শত্রুর শরণাগত হইতে অথবা তাহার সেবা করিতে বলিতেছি না। সর্ব্বতত্ত্ববিদ্ মহাতপা মহর্ষিগণ যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং শত্রুর সাধন-সম্বন্ধে রাজনীতিশাস্ত্রে যে প্রকার অভিহিত হইয়াছে, আমি তাহাই আপনার গোচর করিতেছি। তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণ কহিয়াছেন যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপন অপেক্ষা বলবান্ শত্রুর পার্শ্বে প্রবেশ করিয়া জয়কাল প্রতীক্ষা করিবেন। অন্ধকার যেমন প্রথমে প্রদীপচ্ছায়ায় অল্পে অল্পে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরিশেষে প্রবল-বেগে সমস্ত গৃহে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ প্রথমে স্নেহ প্রদর্শন-পূর্ব্বক শত্রুর প্রসাদন করাই যুক্তিসঙ্গত। একমাত্র দৈবই সকলের শুভাশুভ সংঘটনের কারণ। আমরা সেই দৈবের করেই পদসম্পদ ও বলবীর্য্য-হীন হইয়াছি। দেবতা-গণ এ বিষয়ে উপলক্ষমাত্র। কিন্তু সেই দৈব চিরকালের জন্য কাহারও প্রতি প্রসন্ন বা প্রতিকূল থাকেন না। সময়ে প্রতিকূল দৈবও প্রসন্ন হইতে পারেন। অতএব ধীরচিত্তে কাল প্রতীক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত।

এবং কাল-প্রতীক্ষা করিলে দৈবেরই প্রসাদ প্রতীক্ষা করা হইবে। দৈববলেই দেবতাগণ এরূপ উৎকর্ষ লাভে সক্ষম হইয়াছে। দৈবের প্রসাদেই বিজয়-লক্ষ্মী তাহাদের অঙ্ক-শায়িনী হইয়াছেন। দৈবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা বিফল। দৈবকে অতিক্রম করিতে কাহারও সাধ্য নাই। অতএব আপনারা এক্ষণে ধর্ম্মভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক দেবতা-গণের সহিত সখ্যতা সংস্থাপন করুন। তাহা হইলে সময়ে আপনাদিগের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে। আপনারা সকলেই উদ্যম ও উৎসাহশীল এবং যুদ্ধবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী। বলবীর্য্যে ও তেজঃপ্রতাপে আপনাদের সমকক্ষ এ জগতে আর কেহই নাই। কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাক-বশতঃ যখন সে সকলই আপনাদের অভীপ্সিত-সাধনে অসমর্থ হইল, তখন অন্ধকারের ন্যায় সময় প্রতীক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত। সকল সময় বলবীর্য্যে কার্য্য সম্পন্ন হয় না। সহিষ্ণুতা ও কালসহতা অনেক সময়ে পুরুষকার অপেক্ষাও অধিকতর কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। আপনাকে অধিক আর কি বলিব, আপনি এক্ষণে ভগবান্ কশ্যপের উপদেশ-মত কার্য্য করুন। তাহা হইলে আপনা-দিগের সর্ব্বথা মঙ্গল বিধান হইবে। মহাভাগ কশ্যপের বাক্য অবহেলা করা আপনার কোনক্রমে বিধেয় নহে। তত্ত্ববেদিগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, পুরুষ স্বীয় অবস্থোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। স্বীয় সামর্থ্য পরীক্ষা করিয়া বিজয়-লাভের বাসনা করিবে। যে ব্যক্তি এই নিয়মকে অতি-ক্রম না করিয়া সংসারমার্গে বিচরণ করে, তাহার পরিণামে শুভফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

পৌত্রের এই প্রকার হিতগর্ভ তত্ত্বার্থ বাক্য আকর্ণন করিয়া, মহাবল হিরণ্যকশিপু কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি গম্ভীরস্বরে কহিলেন, বৎস! আত্মমানে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক জীবন-সত্ত্বে শত্রুর শরণাপন্ন হইতে পারিব না। দৈবই যদি প্রতিকূল হইল, তাহা হইলে দেবতাগণের আরাধনায় কি ফলোদয় হইবে? চিরশত্রুর নিকট অবনতি স্বীকার করা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়স্কর।

দৈত্যপতি এই বলিয়া বিনিবৃত্ত হইলে, অন্যান্য অসুরগণ কহিলেন, মহারাজ! মহানুভব বলি যাহা বলিলেন, আপাততঃ তদনুরূপ অনুষ্ঠান করা অবিধেয় নহে। যে কোন রূপে হউক দেবতাগণকে পরাজয় করিতে হইবে। অতএব আমরা সকলে সমবেত হইয়া কঠোর তপোব্রতের অনুষ্ঠান করি। তাহা হইলে সেই তপোবল-প্রভাবে আমরা নিশ্চয়ই দেবতাগণকে পরাজিত ও নিগৃহীত করিতে পারিব। প্রাণান্তেও বাসুদেবের আরাধনা করিব না। এই বলিয়া অসুরগণ সকলে পর্ব্বত-প্রস্থে প্রস্থান করিল। এবং আহার, নিদ্রা ও বিষয়ভোগ-বাসনা হইতে বিরত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রামের সহিত আত্মাকে সংযত করতঃ একাগ্রচিত্তে সুদুশ্চর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহারা ভ্রমেও ভাবিল না যে, জগৎ-ভাবন জনার্দ্দনই সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা ও শান্তি প্রভৃতি নিখিল দেবগণের অধিষ্ঠাতা। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত জগতে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে না।

একাদশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! তোমার মুখে দেব ও দানবগণের এই পরম বিস্ময়াবহ বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। এক্ষণে মহাত্মা সুব্রতের জীবন-চরিত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবারণ কর। তুমি সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী ও সদ্বক্তা। বিশেষতঃ ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তোমার গুরু। অতএব পৌরাণিক তত্ত্ব তোমার কিছুই অপরিজ্ঞাত নাই।

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! মহাত্মা সুব্রতের জীবন-চরিত শ্রবণ করিলে সর্ব্বপাপ বিনাশ ও পরম পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। আমি মহাপ্রাজ্ঞ গুরুদেবের শ্রীমুখাৎ পূর্ব্বে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তদনুসারে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন।

সূত কহিলেন, পুরাকালে পুণ্যবতী রেবানদীর তীরে অমরকণ্টক নামে এক মহাতীর্থ ছিল। সুপ্রসিদ্ধ কৌশিক-কুল-সমুদ্ভূত সোমশর্ম্মা নামে শান্ত, দান্ত, পবিত্রমনাঃ, উদার, প্রকৃতি, পুণ্যাত্মা, স্বধর্ম্মপরায়ণ কোন দ্বিজশ্রেষ্ঠ তথায় বাস করিতেন। কিন্তু দৈবের প্রতিকূলতায় তিনি ধন ও পুত্ররত্নে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহার দুঃখের পরিসীমা ছিল না। দিবারাত্র অর্থ ও পুত্রোপায় চিন্তা করিয়া, তিনি সর্ব্বদাই বিষণ্ণ-মনে কালযাপন করিতেন।

অর্থ ও পুত্র না থাকিলে সংসারী লোকের যে কি কষ্ট, তাহা তিনি সবিশেষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

একদা তিনি দুরন্ত চিন্তাভারে আক্রান্ত হইয়া বিষণ্ন-বদনে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময়ে সুমনা-নাম্নী তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী তথায় সমুপস্থিত হইয়া পতির তাদৃশ ভাবান্তর নিরীক্ষণ করতঃ কাতরবচনে কহিলেন, নাথ! কি কারণে আপনি এতাদৃশ শোকাভিভূত হইয়াছেন? আপনার নিয়ত প্রীতিপ্রফুল্ল-বদনকমল কি জন্য অকস্মাৎ এরূপ মলিন-ভাব ধারণ করিয়াছে? প্রতিদিন আপনার হাস্য-মুখ সন্দর্শন করিয়া আমি জীবন-মনোরথের সহিত আমার নারীজন্ম সফল করিয়া থাকি। কিন্তু আজি আপনার সেই স্নিগ্ধ মোহন হসিতচ্ছবি কোথায় গেল? আপনাকে এ প্রকার বিষণ্ন-ভাবাপন্ন নিরীক্ষণ করিয়া আমার হৃদয়ে যৎ-পরোনাস্তি যন্ত্রণার উদয় হইতেছে। নাথ! পতিব্রতা রমণী কখন পতির এরূপ ক্লেশ দর্শন করিতে পারে না। স্বামীর ম্লানমুখ নিরীক্ষণ অপেক্ষা পতিগতপ্রাণা অবলার আর কি অধিক দুঃখ হইতে পারে? প্রভো! আপনার এরূপ ভাব ত কখন অবলোকন করি নাই। তবে কি কারণ অদ্য আপনার এ প্রকার ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে? নাথ! চিন্তার সমান শরীরশোষক দুঃখ আর নাই। অতএব আপনি সেই সুখশান্তি-বিনাশিনী চিন্তাকে পরিত্যাগ করুন। তাহা হইলে নির্ম্মল-সুখের আস্বাদনে আপনাকে সুখী করিতে সক্ষম হইবেন।

মহামতি সোমশর্ম্মা বিষণ্ন-বদনে গদ্‌গদবচনে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়তমে! বিধাতা যাহার অদৃষ্টে সুখের লিপি

নিত্রিত করেন নাই, সে কি প্রকারে নির্ম্মল সুখ-শান্তি ও আশ্রয়-সুখ সম্ভোগ করিতে সক্ষম হইবে? বিধাতা আমাকে কেবল চিন্তা করিবার নিমিত্তই সৃজন করিয়াছেন। আমি যে অনন্ত দুঃখসাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, কোনরূপে যে তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিব, তাহার আশা করি না। অতএব আমার দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া বৃথা কেন ক্লেশভাগিনী হইবে? তবে নিতান্ত যদি শুনিবার ইচ্ছা থাকে, শ্রবণ কর। প্রিয়তমে! দুরন্ত দারিদ্র্যদুঃখ আমাকে নিরন্তর বিষম যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। তাহাতে দৈববিড়ম্বনায় পুত্রমুখ নিরীক্ষণে বঞ্চিত হইয়াছি। হায়! আমার ন্যায় হতভাগ্য ব্যক্তি জগতে আর কে আছে? নির্ধন ও অপুত্রক হইয়া জীবন ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা-মাত্র। এই কারণে আমার হৃদয় সর্ব্বদাই ব্যথিত হইয়া থাকে।

কোমল-প্রকৃতি জ্ঞানবতী পতিব্রতা সুমনা পতির মনোভাব অবগত হইয়া প্রিয়বাক্যে কহিলেন, নাথ! আপনি বৃথা চিন্তা পরিত্যাগ করুন। তত্ত্বদর্শী মনীষিগণ যেরূপ সত্য রহস্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা আমি আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করিলে আপনার সকল সন্দেহ দূর হইবে। তাঁহারা পাপকে বৃক্ষস্বরূপ নির্ণয় করিয়া, লোভকে তাহার বীজ, মোহকে তাহার মূল, অসত্যকে তাহার স্কন্ধ, মায়াকে তাহার শাখাপ্রশাখা, দম্ভ ও কুটিলতাকে তাহার পত্র, কুকার্য্যকে তাহার পুষ্প, বিষয়সেবাকে তাহার মুকুল, অজ্ঞানকে তাহার ফল ও অধর্ম্মকে তাহার রস বলিয়া নির্দ্দেশ

করিয়া থাকেন। অজ্ঞানরূপ বিষময়-ফলজীবি দুষ্ট, পাষাণ্ড, চৌর, ক্রূর, প্রভৃতি পাপাত্মাগণ পক্ষিরূপে নিয়ত সেই পাপপাদপের মায়া-শাখা আশ্রয় করিয়া আছে। সেই পাপতরুচ্ছায়া-সেবী ব্যক্তিগণের আশুপতন হইয়া থাকে। এবং চরমে তাহারা ভীষণ নরকে পতিত হইয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাহাতে বাস করে। ধনপুত্র-কলত্রাদি-চিন্তাসক্ত ব্যক্তি লোভকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরিণামে দারুণ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়। অতএব আত্মনাশিনী উন্মাদকরী চিন্তা পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জ্ঞানবুদ্ধি-সম্পন্ন মতিমান্ ব্যক্তিরা কখন এই চিন্তা পিশাচীকে প্রশ্রয় প্রদান করেন না। মূর্খ লোকেরাই চিন্তার উপাসনা করিয়া থাকে। মোহমুগ্ধ অজ্ঞান জনগণই প্রতিনিয়ত নিজের ভাগ্যকে নিন্দা করিয়া থাকে। তাহারা ধনসম্পত্তিপুত্রকলত্র-লাভের নিমিত্ত সর্ব্বদাই ব্যাকুল। কিরূপে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইবে, কতদিনে বিধাতা প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে অনুরূপ পুত্র প্রদান করিবেন, কিরূপে প্রিয়তমা ভার্য্যা লাভ করিয়া মনের সুখে কালাতিপাত করিবে, এই চিন্তাই তাহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা বলবতী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহারা জীবনে কখন নির্ম্মল সুখ-সম্ভোগ করিতে সক্ষম হয় না। তাহাদের জীবন কেবল দুঃখভোগেই অতিবাহিত হইয়া থাকে। অতএব আপনি সুখশান্তি-বিনাশিনী চিন্তাকে পরিহার-পূর্ব্বক সত্য-সুখের অনুসরণে প্রবৃত্ত হউন।

সুমনা কহিলেন, হে মহাত্মন্! সংসারে কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ নাই। জীবগণ মায়ামোহের বশবর্ত্তী হইয়া কেবলমাত্র অলীক-সম্বন্ধ-কল্পনার অনুসরণ করিয়া

থাকে। নতুবা পিতা মাতা, পুত্রকলত্র কাহার সহিত কিছু-
মাত্র সম্বন্ধ নাই। অধিক কি, যখন নিজের দেহের সহিত
নিজের সম্বন্ধ নাই, তখন পরের সহিত সম্বন্ধ-বন্ধন কিরূপে
সম্ভব হইতে পারে? জন্ম, মৃত্যু, সংযোগ ও বিয়োগ জগতের
চিরপ্রবর্ত্তিত নিয়ম। জন্ম হইলেই মৃত্যু অবধারিত। এইরূপ
পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুই সংসার বলিয়া পরিকল্পিত হইয়া থাকে।
জন্ম-গ্রহণের পূর্ব্বে কাহারও সহিত কাহারও যেমন কোন
সম্বন্ধ থাকে না। সকলেই যেমন অসম্বন্ধ জন্মগ্রহণ করে, সেইরূপ
আবার অসম্বন্ধ হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে, মৃত্যুর
পরে আর কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ থাকে না। এই
আমি আপনার সম্মুখে অবস্থান করিতেছি, আপনি পত্নী বলিয়া
আমার প্রতি কত প্রণয়ানুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন, কিন্তু
মুহূর্ত্ত-মধ্যে হয় ত আপনার সহিত আমার সকল সম্বন্ধ শেষ
হইয়া যাইতে পারে। অতএব নিশ্চয় জানিবেন যে, সকলের
সহিত সকলেরই সম্বন্ধ এইরূপ। তবে অকারণে কি নিমিত্ত চিন্তার
পরিচর্য্যা করিয়া আত্মসুখ নষ্ট করিতেছেন? অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন
ব্যক্তির চিত্তই অকিঞ্চিৎকর অনিত্য ধনজন-চিন্তায় জীবনের
সুখসচ্ছন্দতা নষ্ট করিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মাগণ কখন
আত্মনাশিনী চিন্তা-পিশাচীকে হৃদয়মধ্যে স্থানদান করেন না।

জ্ঞান-বিজ্ঞানবতী পতিব্রতা সুমনার এই মহার্থ-সম্পন্ন উদার
বাক্য শ্রবণেও মহামতি সোমশর্ম্মার চিন্তা-নিপীড়িত হৃদয়ের
কিছুমাত্র শান্তি-সাধন হইল না। তিনি দুঃখ-ভারাক্রান্ত-চিত্তে
কহিলেন, ভদ্রে! মায়ামোহে আমি একান্ত অভিভূত হই-
য়াছি। কিছুতেই আমি ধৈর্য্য-ধারণ করিতে পারিতেছি না।
অতএব যাহা দ্বারা ধনপুত্রাদি সমুৎপন্ন হয়, সেই সম্বন্ধের স্বরূপ-

বিস্তার যথাযথ কীর্ত্তন করিয়া আমার চিন্তাকুল হৃদয়ে সুখশান্তি সংস্থাপন কর।

সুমনা কহিলেন, ঋণগ্রহণ, ন্যাসাপহার, বৈরতাচরণ বা প্রিয়ানুষ্ঠান এই চতুর্ব্বিধ কারণে পিতামাতা, স্বজন-বান্ধব, পুত্রকলত্র, মিত্রামিত্র, প্রভুভৃত্য প্রভৃতি সংসারের সম্বন্ধবন্ধন সংঘটিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে ব্যক্তির ন্যাস্তধন অপহৃত হয়, সেই ন্যাস-স্বামী ন্যাসাপহারীর গুণবান্ ও রূপবান্ পুত্র-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বজন্মে ন্যাসাপহার-নিমিত্ত তাহার যে দারুণ দুঃখ সমুপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে সে সর্ব্বান্তঃকরণে তাহারই প্রতিশোধ প্রদানের চেষ্টা করে। এবং দিন দিন বহুভক্তি ও স্নেহ প্রদর্শন-দ্বারা সেই স্বাপ্যধনাপহারকের প্রীতি ও অনুরাগ আকর্ষণকরতঃ স্বেচ্ছানুসারে তাহার সমুদ্রাঢ্য দ্রব্য সমুদায় সম্ভোগ করিয়া অবশেষে যদৃচ্ছাক্রমে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া থাকে। তাহার মৃত্যু-সময়ে তদীয় পিতা যে, হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া বিবিধ প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করে, সে তাহার প্রতি কর্ণপাতও করে না। প্রত্যুত এই ভাবিয়া হাস্য করিয়া থাকে যে, ইনি কি জন্য বিলাপ করিতেছেন? সংসারে কেহ কাহারও পুত্র কিম্বা কেহ কাহারও পিতা নহে। সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া পিতাপুত্র, প্রভু ভৃত্য প্রভৃতি-সম্বন্ধ বন্ধনে সম্বন্ধ হওতঃ সংসারে অবতরণ করে। ইনি পূর্ব্বজন্মে নিতান্ত নির্দ্দয় ও নির্ম্মম হইয়া দস্যুর ন্যায় আমার স্বাপ্যধন অপহরণকরতঃ, আমাকে দুর্ণিবার দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়াছিলেন এবং সেই দারুণ দ্রব্যাপহার-দুঃখের সুদুঃসহ অভিঘাতেই আমার প্রাণ-বিয়োগ হয়। আমিও এক্ষণে তাহারই প্রতিশোধ প্রদানের নিমিত্ত পুত্র-রূপে

ইহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, ইহাকে তদনুরূপ দুঃখ প্রদান করিলাম। দুরাত্মা অকারণে যেমন আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিল, আমিও অদ্য ইহাকে সেই রূপ পিশাচত্ব প্রদান করিলাম। আর কখন আমার সহিত ইহার সাক্ষাৎ হইবে না। এ দুরাত্মা পূর্ব্বেও আমার পিতা ছিলনা, এক্ষণেও আমার পিতা নহে। আমি কেবল স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশে ইহার বিশ্বাস সমুৎপাদন করিয়া এতদিন ইহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন ও ইহার প্রতি কৃত্রিম ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছি। নতুবা আমি কাহারও পুত্র নহি। এবং ইহার সহিত কোন কালে আমার কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। এ পাপাত্মা এক্ষণে বৃথা বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া পূর্ব্ব দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত সাধন করুক। হে মতিমন্! ন্যাসস্বামী বারম্বার এইরূপ চিন্তা করিয়া অনিত্য জগৎ হইতে প্রস্থান করিয়া থাকে। অতএব আপনি কি নিমিত্ত পুত্র-কামনা করিতেছেন? পুত্রোৎপাদনের যে দারুণ ক্লেশ তাহা আপনি শ্রবণ করিলেন। এবং সংসারে এইরূপ ন্যাস-সম্বন্ধী-পুত্রই যত্র তত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব আপনি এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া পুত্রকামনা পরিত্যাগ করুন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সুমনা কহিলেন, হে স্বামিন্! এক্ষণে আপনাকে ঋণসম্বন্ধী পুত্রের কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন। যদি কেহ কাহারও নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহা পরিশোধ করিতে না পারে, তাহা হইলে সেই ঋণদাতা পর-জন্মে ঋণ-কর্ত্তার পুত্র-রূপে জন্ম-গ্রহণ করে। এরূপ পুত্র স্বভাবতঃ দুর্ব্বৃত্ত ও ক্রূর-প্রকৃতি হইয়া থাকে। সে জনক-জননীর প্রতি কখন দয়ামমতা প্রকাশ করেনা, কখন কাহারও গুণদর্শন করিতে পারে না, এবং সর্ব্বদাই সকলের দোষগ্রহণে তৎপর হইয়া বিনাপরাধে আত্মীয়-গণকে তাড়না ও প্রহার করিয়া থাকে। পরিবারদিগকে বঞ্চনা করিয়া আপনি ইচ্ছামত সুখসম্ভোগে ও স্বার্থসাধনে তৎপর হয়। কখন বা গৃহ হইতে বলপূর্ব্বক দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া পরিবার-বর্গকে নানারূপে ক্লেশ প্রদান করে। কেহ নিবারণ করিলে ক্রোধে অভিভূত হইয়া তাহাকে প্রহার ও নানাপ্রকারে তাড়না করিয়া থাকে। কখন নিতান্ত নিষ্ঠুরাচরণ-দ্বারা পিতা-মাতা-আত্মীস্বজনের ঐকান্তিক মর্ম্মপীড়া সমুৎপাদন করে। মৃত পিতামাতার উদ্দেশে কখন শ্রাদ্ধতর্পণাদি সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। যাহার বীর্য্যে সমুদ্ভূত, যাহার রক্তে সম্বর্দ্ধিত ও যাহার অন্নে প্রতিপালিত; সেই স্নেহময় জনক-জননীর প্রতি কখন আন্তরিক শ্রদ্ধা বা ভক্তি প্রদর্শন করে না। প্রত্যুত কৃতজ্ঞতায় জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক সতত তাঁহাদেরই নিন্দাবাদ করিয়া থাকে। এবং সময়ে সময়ে তাহাদিগকে এই বলিয়া তাড়না

করে যে, ক্ষেত্র-ভূমি-ধন-রত্নাদি সমস্তই আমার, তোমরা কি জন্য তাহা ভোগ করিতেছ? কখন বা নিতান্ত দুর্ললিত হইয়া নির্দ্দয়রূপে পিতামাতাকে প্রহার করিতে থাকে। তিলার্দ্ধের নিমিত্ত ও পিতামাতাকে সুখী করে না,—মুহূর্ত্তের নিমিত্ত ও তাঁহাদের করুণ-বচনে কর্ণপাত করে না। তাহাকে দেখিলেই বোধ হয়, যেন সে স্বয়ং সমুদ্ভূত হইয়াছে। পিতামাতা তাহার জন্মের কারণ নহে। হে মহাভাগ! এরূপ ঋণসম্বন্ধী পুত্র জগতে যত্র তত্র লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব আপনি কি জন্য চিন্তা করিতেছেন? এক্ষণে রিপু পুত্রের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

হে মহাত্মন্! যে ব্যক্তি যাহার বৈরসাধন-পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে, সেই কৃতবৈর-ব্যক্তি বৈরকর্ত্তার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে। বাল্যকাল হইতেই তাহার বৈরবুদ্ধি উপজাত হয়। সে আজীবনকাল কেবল পিতামাতার সহিত শত্রুতা ব্যবহার করিয়া থাকে। কখন তাঁহাদের প্রতি স্নেহ বা মমতা প্রকাশ করে না। তাঁহাদিগকে যথাসময়ে শয়ন-ভোজন করিতে দেয় না। কিছুমাত্র ক্ষুধা-তৃষ্ণা না থাকিলেও পিতামাতাকে আহার করিতে দেখিলেই, তাঁহাদিগের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়। সর্ব্বদাই জনকজননীকে নিষ্ঠুররূপে প্রহার ও তাড়না করিয়া থাকে। পিতামাতা নিষেধ করিলে দিবারাত্র কেবল ক্রন্দন ও অভিমান করিয়া তাঁহাদের সুখশান্তি অপহরণ করিয়া থাকে। কখন বা দুর্লভ বস্তুর প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে উদ্বেজিত করে। এবং একটী অভিলাষপূর্ণ হইলে পুনরায় অভিলাষান্তর-সাধনের নিমিত্ত ধাবমান হয়। এইরূপে শত্রুতা করিতে করিতে যখন তাহার মনোভিলাষপূর্ণ হয়, তখন সে স্নেহ-

ময় [illegible]ীকে অগাধ-শোকসিন্ধুনীরে নিক্ষেপ করিয়া, মর্ত্ত্য-ধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করে। উৎপাদনে, ধারণে, পালনে, শিক্ষা দানে এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া, যে জনকজননী তাহাকে পোষণ করিলেন, সেই ক্রূরপ্রকৃতি রিপুপুত্র এরূপ-পুত্র প্রাণা পিতামাতার জন্যে ক্ষণমাত্রও চিন্তা করে না। অতএব আপনি কি নিমিত্ত পুত্রকামী হইয়াছেন? আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না। নতুবা আপনার ন্যায় সৌভাগ্যশালী পরুষ জগতে অতি বিরল। যেহেতু আপনি পূর্ব্বজন্মে কাহারও ন্যাস্তধন অপহরণ বা কাহারও নিকট ঋণগ্রহণ অথবা কাহারও বৈরসাধন করেন নাই। সেই কারণে আপনাকে এইরূপ দুঃখবহুল পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিতে হয় নাই।

এক্ষণে প্রিয়পুত্রের কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রিয়-পুত্র জাতমাত্র পিতামাতার প্রীতি-সমুদ্ভাবন করিয়া থাকে। ঐরূপ পুত্র কোন কারণে তাঁহাদিগকে বিরক্ত বা উদ্বেজিত করে না। কখন দুর্ললিত বা অবাধ্য হইয়া তাঁহাদিগের মনঃ-পীড়া সমুৎপাদনে প্রবৃত্ত হয় না। কি শৈশব, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য সকল অবস্থাতেই পিতামাতার প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকে। সর্ব্বতোভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ও প্রতিপালন করে। ঐরূপ পুত্র কখন জনক-জননী আহার না করিলে আহার করেনা, তাঁহারা নিদ্রিত না হইলে শয়ন করে না এবং ভ্রমক্রমেও তাঁহাদের বিপ্রিয়-পথে পদার্পণ করিতে প্রবৃত্ত হয় না। পিতামাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া, সর্ব্বান্তকরণে তাঁহাদের প্রীতি-সম্পাদনে ও প্রাণপণে তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালনে যত্নশীল হইয়া থাকে। এবং উপরত জনক-জননীর উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি অবশ্য-

কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া, তাঁহাদিগকে প্রেতলোকে সুখবসতি প্রদান করিয়া থাকে। মনীষিগণ পিতৃমাতৃ-ভক্তি-পরায়ণ এইরূপ পুত্রকেই প্রিয়পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু এরূপ পুত্র লাভ করা অতীব দুর্ঘট। নিতান্ত পুণ্য ও ভাগ্যশালী ব্যক্তিরাই এরূপ প্রিয়পুত্রের পিতা হইয়া থাকেন। অতএব এই সকল বিবেচনা করিয়া আপনি চিত্তকে সুস্থ ও সংযত করুন। অনর্থকরী চিন্তাকে হৃদয়মধ্যে স্থান-দান করিয়া আত্ম-সুখে প্রতিঘাত করিবেন না। সংসারে ধনবান্ ও পুত্রবান ব্যক্তিরাই সমধিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। এক্ষণে আপনাকে আর এক প্রকার পুত্রের কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

সুমনা কহিলেন, কেহ কেহ উদাসীন পুত্রের কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন। এরূপ পুত্র সংসারের সকল সম্বন্ধেই নির্লিপ্ত। তাহার কখন কোন বিষয়ে স্পৃহা বা অভিলাষ নাই। কিছুতেই বিরক্তি বা সন্তুষ্টি নাই। এরূপ পুত্র কখন কাহারও ইষ্ট বা অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয় না। কখন গমন বা প্রত্যাগমন করে না। কাহারও প্রতি তাহার আত্মীয় বা বিদ্বেষভাব নাই। সে কিছুতেই সুখ বা দুঃখ অনুভব করে না, কাহাকেও তাড়না বা প্রহার করে না। এবং তাহা হইতে পিতামাতার কখন কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি বা প্রিয়াপ্রিয় সাধিত হয় না। সে নির্ম্মম, নির্দ্দ্বন্দ্ব ও নির্লিপ্ত হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

আপনি এক্ষণে সর্ব্ব-প্রকার পুত্রের স্বভাব ও স্বরূপ শ্রবণ করিলেন। পিতা-মাতা-পুত্র-কন্যা-প্রভৃতি সংসারের বিবিধ সম্বন্ধ কেবল পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিধ কারণেই সংঘটিত হইয়া থাকে। জগতের জীবমাত্রেই উল্লিখিত ভেদচতুষ্টয় দেখিতে পাওয়া যায়। নীতি-বেদিগণ এই কারণে সংসার সম্বন্ধে বীতরাগ হইয়া বৈরাগ্য-যোগ

অবলম্বন করিতে পদে পদে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপনি এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া পুত্র-চিন্তা পরিত্যাগ করুন। আমাদের পরম সৌভাগ্য-বশতঃই ইহজন্মে নিরপত্য হইয়াছি। পূর্ব্বজন্মে আমরা কাহারও স্থাপ্যধন হরণ বা কাহারও নিকট ঋণগ্রহণ অথবা কাহারও বিপ্রিয়সাধন বা প্রিয়ানুষ্ঠান করি নাই। কিম্বা অপর কেহও আমাদিগকে ন্যাস্তধনে বঞ্চিত বা আমাদের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ অথবা আমাদিগের প্রিয়ানুষ্ঠান করে নাই। সেই কারণ-বশতঃই ইহজন্মে আমাদিগকে পুত্র-জন্মরূপ মহদ্দুঃখে আক্রান্ত হইতে হয় নাই। আমি সর্ব্বদাই আমাকে পরম সৌভাগ্যশালিনী বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। যেহেতু পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাকে নিরপত্য করিয়া সংসারের দারুণ যন্ত্রণা হইতে পরিমুক্তা করিয়াছেন। দেখুন, পুত্র উৎপাদনে ক্লেশ, ধারণে ক্লেশ, পোষণে ক্লেশ, এবং শিক্ষাদানে ক্লেশ। আবার সেই পুত্র যদি পিতামাতার বিপ্রিয়াচারী ও দুশ্চরিত্র হয়, তাহা হইলে ক্লেশের আর সীমা থাকে না। অতএব আপনি এই সকল বিবেচনা করিয়া অনর্থক চিন্তা ও বিষাদ পরিত্যাগ করুন। আর আপনি যে দরিদ্র বলিয়া নিরন্তর দুঃখপ্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাও বিফল। কারণ, পূর্ব্বজন্মে দান বা সদনুষ্ঠান না করিলে, ইহজন্মে ধনবান্ হইতে পারা যায় না। আপনি পূর্ব্বজন্মে বোধ হয় কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান বা কাহাকেও কিছু দান করেন নাই, সেই কারণে ইহজন্মে এই দারুণ দারিদ্র্য-দুঃখ উপভোগ করিতেছেন। অতএব বৃথা চিন্তা করিলে আর কি ফল লাভ হইবে? মনীষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, পূর্ব্বজন্মে যে যাহা দান করে, ইহজন্মে সে তাহাই প্রাপ্ত হইয়া

থাকে। তাঁহাদের এই অমোঘ বাক্য কখন বিফল হইবার নহে। বিশেষতঃ জগতে সকলই ভাগ্যসাপেক্ষ। ভবিতব্যতার অন্যথাচারণ করিতে কেহ কখন সক্ষম হয় না। কেহবা বিনা পরিশ্রমে প্রচুর ধনসম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া থাকে, আবার কেহ বহুযত্ন ও পরিশ্রম করিয়াও এক কর্পদ্দকমাত্র প্রাপ্ত হইতে পারে না। আরও দেখুন, মনুষ্যের প্রযত্নসঞ্চিত বিপুল-ধনসম্পত্তি তাহার মৃত্যুর পরে অপরের উপভোগ্য হইয়া থাকে। অতএব অকারণে কেন আপনি ধনচিন্তায় অভিভূত হইয়া আত্মার ক্লেশ সমুৎপাদন করিতেছেন? ভবিতব্যই যাহার একমাত্র মূল, তাহার জন্য বৃথা চেষ্টা করিলে কি ফল লাভ হইবে।

সুমনা কহিলেন, আপনি যে অর্থ-প্রাপ্তির কামনা করিতেছেন, সে অর্থ কখন সুখকর নহে। জীবের সম্পদই সমূহ বিপদের আস্পদ। ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি কখন জীবনে সুখশান্তি অনুভব করিতে পারে না। দরিদ্রতা-নিবন্ধন আপনি যে দুঃখ ও ক্লেশ অনুভব করিতেছেন, অর্থ উপার্জ্জনে ও রক্ষণে তদপেক্ষা অধিকতর ক্লেশ ও দুঃখ সঞ্জাত হইয়া থাকে। ধনবান্ ব্যক্তি কখন নিরুদ্বেগে বা নিরাপদে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না। দুর্ব্বিসহ দুঃখ ও চিন্তাভারে আক্রান্ত হইয়া তাহাকে জীবলীলার পরিসমাপ্তি করিতে হয়। অতএব যাহার অভাবে ক্লেশ, থাকায় ক্লেশ, উপার্জ্জনে ক্লেশ ও রক্ষণে ক্লেশ, সেই ক্লেশমূলক অনর্থকর অর্থচিন্তা পরিহারপূর্ব্বক আপনি শান্তির আশ্রয় গ্রহণ করুন। সংসারের পিতামাতা-পুত্রকলত্র-আত্মীয়-স্বজন-ধনসম্পত্তি সকলই অলীক ও অনিত্য। মনুষ্যগণ কেবল মোহমায়ায় আবদ্ধ হইয়া আমার পুত্র, আমার পত্নী, আমার পিতা, আমার মাতা, আমার গৃহ, আমার ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া আপনাপনি

সংসার কারায় বদ্ধ হয়। আত্মজ্ঞানহীন জীবগণই অলীক ও অবাস্তব বস্তুতে সত্য জ্ঞান করিয়া থাকে। হীনবুদ্ধি লূতার ন্যায় তাহারা সংসার জালে আবদ্ধ হইয়া, আজীবন অসীম যাতনা-রাশি উপভোগ করে। মৃত্যুকালেও তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় না। এ জগতের অনিত্যতা-সম্বন্ধে তাহারা একেবারে অন্ধ। সেই মোহাচ্ছন্ন হতচেতন ব্যক্তিগণ ভ্রমেও চিন্তা করে না যে, এই মুহূর্ত্তে যাহাকে আমার বলিয়া জ্ঞান করিতেছে, আত্মীয়-জ্ঞানে যাহার অনুগত হইয়া আছে, মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া যাহার প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ ও অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছে, পর-মুহূর্ত্তেই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। মৃত্যুমুখে পতিত হইলে যে, সংসারের সকল সম্বন্ধই একেবারে নিঃশেষিত হইবে, তাহারা স্বপ্নেও তাহা চিন্তা করে না। কিন্তু সুপ্ত-প্রবুদ্ধের ন্যায়, যাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তাহারাই কেবল ইহ সংসারের অনিত্যতা ও সম্বন্ধ-বন্ধনের অলীকতা অনুভব করিতে পারেন। তাঁহারাই কেবল বুঝিতে পারেন। যে এ সংসার দুঃখ ও অভাব-পরম্পরায় পরিপূর্ণ। অতএব আপনি এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া পুত্রার্থচিন্তা পরিহারপূর্ব্বক একান্তচিত্তে পরমাত্মার ধ্যানধারণায় মনোনিবেশ করুন। তাহা হইলে আপনি সুবিমল শান্তি-সুখ অনুভব করিতে পারিবেন।

সূত কহিলেন, হে দ্বিজসত্তমগণ! পতিব্রতা জ্ঞান-বিজ্ঞান-বতী সুমনার এই প্রকার জ্ঞান-গর্ভ হিতবাক্য শ্রবণ করিয়া মহামনা সোমশর্ম্মা পুনরায় কহিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সোমশর্ম্মা কহিলেন, অয়ি হিতবাদিনি! তুমি যাহা বলিলে সে সকলই সত্য। উহা শ্রবণ করিলে সকল সন্দেহ দূরীভূত হয়। তথাপি বংশরক্ষক সুপুত্র লাভের নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই চিন্তিত। কিছুতেই আমি সেই পুত্রচিন্তা হৃদয় হইতে দূরীভূত করিতে পারিতেছি না। ধনচিন্তা আমার হৃদয়ে তাদৃশী বলবতী নহে। কারণ সংসারে সকলেই ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারেনা, কিন্তু পুত্রলাভ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। অতএব যে কোন প্রকারে হউক, পুত্র-সমুৎপাদন করিয়া আমি তৃপ্তি লাভ করিব।

সুমনা কহিলেন, নাথ! চিন্তা ও বিষাদে আপনি অতিমাত্র অভিভূত হইয়াছেন। আমি কেবল আপনার চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত করিবার জন্যই এই সমস্ত প্রবোধ-পরম্পরা প্রয়োগ করিলাম। নতুবা সৎপুত্র হইতেই বংশ রক্ষা হইয়া থাকে। মনীষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বহু নির্গুণ পুত্র অপেক্ষা এক সৎপুত্রও ভাল। ঐরূপ পুত্র হইতে পিতামাতার প্রতিপালন ও বংশকুল সমুজ্জ্বল হয়। কিন্তু বহু পুণ্য ব্যতীত এরূপ পুত্র লাভ করিতে পারা যায় না। অতএব আপনি আত্মাকে সংযত করিয়া পুণ্যাচরণে প্রবৃত্ত হউন। তাহা হইলেই আপনার অভিপ্রেত সিদ্ধ হইবে। জন্ম ও মৃত্যু সংসারের অনিবার্য্য নিয়ম। জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে, এবং মৃত্যু হইলেই পুনরায় জন্ম হইয়া থাকে। কিন্তু সংসারে সকলের ভাগ্যে সুখ-জন্ম বা সুখ-মৃত্যু সংঘটিত

হয় না। পুণ্যকৃৎ ও সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিই সুখ-জন্মও সুখ-মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে। নতুবা পুণ্য ও ধর্ম্মকর্ম্মহীন পাপাত্মাগণ কখন সুখ-শান্তি ভোগ করিতে পারে না। তাহারা দুঃখে জন্ম-গ্রহণ করে, দুঃখে পরিবর্দ্ধিত হয় ও দুঃখে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। অতএব আপনি প্রয়ত হইয়া, পুণ্য সমাচরণে প্রবৃত্ত হউন। তাহা হইলেই আপনার সকল মনোরথ সুসিদ্ধ হইবে।

সুমনার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সোমশর্ম্মা কহিলেন, প্রিয়তমে! পুণ্য কাহাকে বলে এবং কিরূপে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই সমস্ত তুমি আমার নিকট বিশেষ রূপে কীর্ত্তন কর।

সুমনা কহিলেন, নাথ! কি পুরুষ কি স্ত্রী, পুণ্য সঞ্চয় সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। এবং লোকে একমাত্র সেই পুণ্যবলেই পুত্রধনাদি অন্যান্য অভীপ্সিত বিষয় লাভ করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, তপস্যা, দান, নিয়ম, ক্ষমা, শৌচ, অহিংসা, শান্তি ও অস্তেয় এই সমস্তই পুণ্য-সঞ্চয়ের কারণ। এবং এই দশবিধ সদনুষ্ঠান হইতে জগতে সত্য-ধর্ম্ম লাভ করিতে পারা যায়। ধর্ম্ম যাহাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েন, তাঁহার সকল অভিলাষ পূর্ণ হইয়া থাকে। তাঁহারা স্বর্গ হইতেও উত্তম লোক লাভ করিতে পারেন। জগৎপাতা জগদীশ্বর তাঁহাদের প্রতি সর্ব্বদাই সুপ্রসন্ন। ইহলোকে তাঁহারা সকলের নিকট পূজিত ও চরমে পরম-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের সুখসম্পত্তির ইয়ত্তা থাকে না।

সোমশর্ম্মা কহিলেন, হিতবাদিনি! তুমি যে ধর্ম্মের কথা বলিলে, তাঁহার মূর্ত্তি কিরূপ, তাহা তুমি আমার নিকট যথাযথ বর্ণন কর।

সুমনা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! প্রভূত-তপোবীর্য্য-সম্পন্ন,

ভাগ্যবতী ভগবতী অসূয়াত্মজ মহর্ষি দুর্ব্বাসা ও ভগবান দত্তাত্রেয় ব্যতীত আর কেহ কখন ধর্ম্মকে সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মের মূর্ত্তি অলৌকিক ও অদৃশ্য। তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণ সত্যকেই তাঁহার আত্মারূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রভূত পুণ্যবল না থাকিলে ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারাযায় না। উগ্রতপা মহর্ষি দুর্ব্বাসা ও ভগবান্ দত্তাত্রেয় একাধিক্রমে লক্ষবৎসর দুশ্চার তপশ্চরণ করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণবেশী ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহারা উভয়েই মহাত্মা, নীতিবেদী ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। এবং ধর্ম্মের দর্শনলাভ-লালসায় ক্রমাগত সমাধি-স্থাপন-দ্বারা, বায়ুমাত্র-ভক্ষণে, অনশনব্রত-অবলম্বনে, ও পঞ্চাগ্নিচর্য্যা প্রভৃতি সুদুশ্চর তপোব্রতের সমাচরণে লক্ষবৎসরের পর সত্যাত্মা সনাতন ধর্ম্মকে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

সুমনা কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! মহাতেজা শঙ্করাংশ দুর্ব্বাসা সহজে সেই সত্যস্বরূপ ধর্ম্মের দর্শন প্রাপ্ত হন নাই। লক্ষবৎসর অতীত হইল, তত্রাপি ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন না, এই কারণে মুনিপুঙ্গব দুর্ব্বাসার ক্রোধানল একেবারে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তর্দ্দর্শনে লোকভাবন ধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, তপঃ, দম, নিয়ম, অগ্নিহোত্র ও অস্তেয় এই কয়েকটী অঙ্গের সহিত ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তি-পরিগ্রহপুরঃসর তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ক্ষমা, শান্তি লজ্জা, অহিংসা ও অবক্রতা ইহারা স্ত্রীবেশে তথায় সমাগত হইলেন। এবং বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, শ্রদ্ধা মেধা, পঞ্চাগ্নি, সাঙ্গোপাঙ্গবেদ, পুণ্যত্মা প্রকৃতি ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সমুদায় মূর্ত্তিপরিগ্রহপূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন। ইঁহারা সকলেই পরম রূপলাবণ্য, সম্পন্ন দিব্যকান্তি-সমন্বিত, সর্ব্বা-

ভরণভূষিত, দিব্যাম্বর-পরিহিত, গন্ধাদিলেপনে অলঙ্কৃত, কিরীট-কুণ্ডল-পরিশোভিত এবং দিব্য তেজঃ ও দীপ্তি বিশিষ্ট। তাঁহাদের সকলেই নিষ্কলঙ্ক, নির্দ্দোষ ও নির্ব্বিকার। সকলেই সেই একমাত্র পরমাত্মার অংশভূত ও দেবোপম। তাঁহাদের পদার্পণে সেই স্থান পরম পবিত্র হইয়া মনোহর ও অলৌকিক শোভা ধারণ করিল। শান্তিদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া সেই স্থানে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকলের সমাগমে ও সমবায়ে সেই স্থান তৎকালে স্বর্গ হইতেও অধিকতর রমণীয় ও সর্ব্ব-সুখ-সমৃদ্ধির আধার হইয়া উঠিল।

অনন্তর লোকভাবন ধর্ম্ম সপরিবারে তথায় উপস্থিত হইয়া, প্রজ্জলিত-কোপানল মহাভাগ দুর্ব্বাসাকে মধুরবচনে কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মণ! তুমি কি নিমিত্ত ক্রোধকে হৃদয় মধ্যে আশ্রয় দান করিয়াছ? জীবগণের ক্রোধের তুল্য শত্রু আর নাই। ক্রোধই জীবগণের বিনাশের একমাত্র কারণ। ক্রোধ হইতে লোকের ধৈর্য্যচ্যুতি ও পুণ্যক্ষয় হইয়া থাকে। এই কারণে ক্ষমাশীল মনীষিগণ কখন ক্রোধের বশীভূত হয়েন না। অতএব তুমি কি জন্য এই অনর্থমূলক ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া নিজ তপস্যার বিঘ্নসমুৎপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছ? ক্রোধ হইতে লোকের সর্ব্বনাশ সাধন হইয়া থাকে। এবং ক্রোধ হইতেই যাবতীয় অনর্থ উৎপন্ন হয়। এই ক্রোধ হইতে মনুষ্যগণের শ্রেয়োমার্গ অপরিস্কৃন্ন হইয়া থাকে। অতএব তুমি সার্ব্বানিষ্ট-প্রয়োজক এই সুমহান ক্রোধকে পরিত্যাগ কর। তাহা হইলে শান্তির আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে। এবং শান্তির আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেই তোমার তপশ্চরণের সমুদায় ফল লাভ হইবে। শান্তি ব্যতিরেকে কাহারও কখন শ্রেয়োলাভ হয় না। অশান্ত-প্রকৃতি ব্যক্তি

কোন কালে কোন লোকে শ্রেয়োলাভ করিতে ... ক্রোধান্ধ ব্যক্তির দান, সত্য, তপস্যাদি কেবল দম্ভমাত্র। ... সেই সমস্ত সর্ব্বতোভাবে নিষ্ফল হইয়া থাকে। ক্রোধপরবশ জন কখন মুক্তিপথ-নিরীক্ষণে সক্ষম হয় না। অতএব তুমি কি জন্য ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া এই ক্লেশ-সঞ্চিত তপোরাশি অপচয় করিতে উদ্যত হইয়াছ ?

সুমনা কহিলেন, ব্রাহ্মণবেশী ধর্ম্মের এইপ্রকার হিতগর্ভ বচনাবলি শ্রবণ করিয়াও, মহর্ষি দুর্ব্বাসার ক্রোধবেগের উপশম হইল না। তিনি, ক্রোধানলপ্রজ্জ্বলিত-আরক্তিমলোচনে কহিলেন, হে মহাত্মন্! আপনি ও আপনার সমভিব্যাহারী এই সকল ব্যক্তিগণ কে ? এবং পরম-রূপলাবণ্য-সম্পন্না, দিব্যালঙ্কার-ভূষিতা, দেব্যুপমা এই সপ্ত সুকুমারী ললনাইবা কে ? তাহা আপনি বিশেষরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ব্রাহ্মণবেশী ধর্ম্ম কহিলেন, হে তপোনিধি! যিনি তোমার শরীরে সর্ব্বদা ব্রহ্মচর্য্যরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন, তিনি এই দণ্ড-কমণ্ডলু-হস্তে সর্ব্বতেজঃ-সমন্বিত ব্রাহ্মণবেশে অদ্য তোমার সমীপে আগমন করিয়াছেন। যে তপোব্রতকে তুমি সর্ব্বদা আশ্রয় করিয়া আছ, সেই পরম জ্যোতির্ম্ময় তপঃ প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় ব্রাহ্মণবেশে তোমার সম্মুখে শোভা পাইতেছেন। সর্ব্ব জীবে দয়াপর ও পরম দীপ্তিমান্ দান ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া মৎ-সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছেন। ঐ পিঙ্গলবর্ণ, মহাপ্রভ, শাণিত-কৃপাণধারী, ইন্দ্রিয়গণের দমনকর্ত্তা স্বয়ং দম তোমার পার্শ্বে সমাগত হইয়াছেন। স্বীয় পত্নী ... ব্রাহ্মণবেশী নিয়ম তোমার পার্শ্বে শোভা পাইতেছেন। এই মহাপুরুষ ... শান্ত-স্বভাব ও পরম ... । এবং ...

পরম দীপ্তিমান্, পদ্ম-কমণ্ডলুধারী মহাপুরুষকে অবলোকন করিতেছ, উহার নাম শৌচ।

ধর্ম্ম কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম। অসামান্য ভাগধেয়বিশিষ্টা পতিব্রতা শুশ্রূষা, সর্ব্বাভরণে ভূষিতা হইয়া তোমার সমীপে স্বয়ং সমাগত হইয়াছেন। অতিমাত্র বীর্য্যশালিনী, দিব্যালঙ্কার-বিভূষিতা মনস্বিনী ক্ষমা তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন। দিব্যাভরণ-ভূষিতা, অনুপম-শোভা-সৌন্দর্য্য-শালিনী, পরম-জ্ঞান রূপিণী, মঙ্গলময়ী শান্তিদেবী মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছেন। এই যে সুরূপা, শ্যামবর্ণা মিত-ভাষিণী রমণীকে সন্দর্শন করিতেছ, ইহাঁর নাম অহিংসা। ইনি সর্ব্বদাই পরোপকার-পরতন্ত্রা। এবং ক্ষমা ও সত্য নিয়ত ইহাঁর অনুসরণ করিয়া থাকেন। ঐ দেখ, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, সর্ব্ব-রূপগুণ-সম্পন্না, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বতী, ইন্দুনিভাননা লজ্জা তোমার সান্নিধ্যে অবস্থান করিতেছেন। ইহাঁর আত্মা নিরতিশয় নির্ম্মল ও উন্নত এবং ইনি সর্ব্বদাই প্রসন্নভাবে কালযাপন করিয়া থাকেন। বৎস! দিব্য-জ্ঞানবুদ্ধি-সম্পন্না, সুভগা, রক্ত-চিত্তা, সুস্থিতা, চারুমঙ্গলা, সর্ব্বাধান-সংযুক্তা, সর্ব্বাভরণ ভূষিতা, পীনশ্রোণিপয়োধরা, মনস্বিনী মেধা স্বয়ং ত্বদন্তিকে সমাগতা হইয়াছেন। সংসারে সকলেই ইহাঁর সাতিশয় গৌরব করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মেধাহীন, তাহার জ্ঞানবুদ্ধি প্রস্ফুরিত হয় না এবং প্রবৃত্তি সকল জড়ের ন্যায় অবসন্ন হইয়া যায়। কিন্তু মেধাবী ব্যক্তি স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি ও জ্ঞানবলে জগৎকে বশীভূত করিতে পারেন। ঐ যে সুশোভনা শ্বেতবস্ত্র-পরিধানা মুক্তাহার-পরিশোভিতা, বিম্বোষ্ঠা, চারুদশনা, সহাস্যাননা, দিব্য-রূপলাবণ্য-সম্পন্না, অক্ষ-পুস্তকধারিণী, শোভনা ললনা, যশস্বিনী

মেধার পার্শ্বদেশ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন, উহাঁর নাম প্রজ্ঞা। এবং ঐ সুবর্ণবর্ণা, নানালঙ্কার-ভূষিতা, মনিকুণ্ডল-ধারিণী, কৌষেয়-বসনা, শুভাননা ললনার নাম দয়া। ইনি আমার সহধর্ম্মিনী। ত্রিলোকের উপকার ও মঙ্গল সম্পাদনের নিমিত্ত ইনি প্রতিনিয়ত প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন। ইহার ন্যায় কোমল-প্রকৃতি ও নির্ম্মল-স্বভাবা ললনা আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। ইনি ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদাই আমার অনুসরণ করিয়া থাকেন। যেখানে আমি সেই স্থানেই দয়া এবং যে স্থানে দয়া সেই স্থানেই আমার অধিষ্ঠান। আমারই নাম ধর্ম্ম। তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত সপিরিবারে এখানে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে তুমি শান্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে আমাকে প্রতিপালন কর।

সুমনা কহিলেন, নাথ! ধর্ম্মের নাম শ্রবণমাত্র, মুনিসত্তম দুর্ব্বাসার আপতিত রোষভার বিদূরিত হইল। তিনি তখন ধর্ম্মকে সম্বোধন করতঃ প্রয়ত বাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আপনার দর্শন-লাভে আমি কৃতার্থম্মন্য হইলাম। এক্ষণে আপনার আগমনের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন।

ধর্ম্ম কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! তোমার ঈদৃশ রোষাবেশের কারণ কি? কেহ যদি তোমার কোনরূপ বিপ্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা আমার নিকট সবিশেষ প্রকাশ করিয়া বল।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে ও পূর্ব্বপুরুষের আশীর্ব্বাদে এবং স্বীয় অনন্যসাধারণ তপোবলের প্রসাদে ত্রিলোকের মধ্যে কেহই আমার বিপ্রিয়-সাধন করিতে

সক্ষম নহে। আমি যে রোষাবিষ্ট হইয়াছিলাম, তাহার এক-মাত্র কারণ আপনি। আপনি আমাকে সমূহ ক্লেশ প্রদান করিয়াছেন। আমি আত্মা ও ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক সুদুশ্চর তপশ্চরণে লক্ষবৎসর অতিবাহিত করিলাম। সংসারের বিষয়-সুখ-ভোগ-বাসনা হইতে বিরত হইয়া এতাবৎকাল একান্তচিত্তে কেবল আপনারই পরিচর্য্যা করিয়া আসিলাম। তথাপি আমার প্রতি আপনার দয়ার সঞ্চার হইল না। এইকারণে আমি আপনার প্রতি সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়াছি। এবং আপনার নিমিত্ত আমি যে অসীম ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার প্রতিশোধ-পস্বরূপ আ-নাকে অদ্য আমি শাপত্রয় প্রদান করিব। সংসারে আর কেহ যেন আমার ন্যায় আপনার দ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত না হয়।

মহাভাগ দুর্ব্বাসার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, লোকভাবন ধর্ম্ম কহিলেন, হে বৎস! অকারণে এরূপ রোষপরবশ হইয়া আত্ম-হানি করিও না। ক্রোধবশ জন প্রনষ্ট-লক্ষ্মী হইয়া থাকে। অতএব তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শান্তির আশ্রয় গ্রহণ ও আমাকে পরিপালন কর। আমাকে বিনষ্ট করিলে বিশ্ব-সংসার বিনষ্ট হইবে। কারণ, আমিই লোকত্রয়ের ধারণ ও রক্ষা কর্ত্তা। আমার অধিষ্ঠানেই সকলের অধিষ্ঠান এবং আমার প্রকাশেই সকলের প্রকাশ। সুতরাং আমার বিনাশে যে সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর অনুমাত্র সংশয় নাই। যাহারা নিয়ত সত্য-পথে বিচরণ করে, আমি প্রথমে তাঁহাদিগকে সমূহ দুঃখ প্রদান করিয়া থাকি। কারণ দুঃখের মূল সম্যগ্-রূপে নিষ্কর্ষিত না হইলে সুখ-সংঘটনের সম্ভাবনা নাই। দেখ, পাপের পথ অতীব সরল। পাপ সহজেই সঞ্চিত হইয়া থাকে। কিন্তু

পুণ্য-সঞ্চয় সহজসাধ্য নহে। দুর্ব্বিসহ ক্লেশভার বহন করিতে না পারিলে, নিত্য-সুখ-শান্তির আকর পুণ্যরাশি উপার্জ্জন করিতে পারা যায় না। কেহ কেহ আজীবন কঠোর ক্লেশ ভোগ করিয়াও পুণ্য-লাভে সমর্থ হয় না। কিন্তু পুণ্যানুষ্ঠান করিতে করিতে যাহার প্রাণ বিয়োগ হয়, পরলোকে তাহার সুখের সীমা থাকে না। ফলতঃ পুণ্যের পুরস্কার পরলোকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহলোকে উহা প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট। অতএব তুমি এই সমস্ত পরিকলন করিয়া আত্মবিনাশকর ক্রোধকে পরিত্যাগ কর।

মহাপ্রভাব ধর্ম্ম এই বলিয়া বিনিবৃত্ত হইলে, মুনিসত্তম দুর্ব্বাসা কহিলেন, হে ভগবন্! লোকে যে দেহে দুর্ব্বিসহ দুঃখভার বহন করিয়া থাকে, সেই দেহের অবসানে দেহান্তরে সুখভোগ করিবে এ আপনার কিরূপ বিধান? আপনি কি কারণে অদৃশ্য শরীরকে সুখ-ভোগায়তন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন? একে ক্লেশ-পরম্পরা সহ্য করিবে, আর অপরে সুখভাগী হইবে, এ আপনার কিরূপ ব্যবস্থা? লোকে যদ্দ্বারা ক্লেশভার বহন করিবে, তাহারই সুখ-ভোগ বিধেয়। আবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, সেই সুখ যে কি তাহাও কেহ সম্যক্ পরিজ্ঞাত নহে। এরূপ স্থলে, কোন্ ব্যক্তি পুণ্যসঞ্চয়ে অভিলাষী হইবে? লোকমাত্রেই সুখের অন্বেষণ করিয়া থাকে। একমাত্র সুখের প্রত্যাশায় লোকে পুণ্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া নানাপ্রকার দুঃখভার বহন করে। কিন্তু তাহাদের সেই ক্লেশবাহী দেহ যে পরিণামে সুখভাগী হইবে না, এ কথা জানিতে পারিলে কি তাহারা ঐরূপ দুঃখপরম্পরা ভোগ করিয়া পুণ্যানুষ্ঠানে অভিলাষী বা উৎসাহী হয়? মরিলে কি হইবে, কেহই তাহা অবগত নহে।

সকলেই কেবল সুখভোগ করিবার আশায় সুদুঃসহ দুঃখরাশি সহ্য করিয়া ব্রত-নিয়মাদির সমাচরণ করিয়া থাকে। এবং যে শরীর দুঃখভোগ করে, তাহারই সুখভাগী হওয়া বিধেয়। কিন্তু আপনি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বিধান করিতেছেন। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তি-যুক্ত নহে। উহা ধর্ম্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী। এ দেহের অবসানে সমস্ত ক্লেশরাশির অবসান হইবে। কিন্তু যে দেহ এতাদৃশ ক্লেশ ভোগ করিল, পরিণামে তাহার কি ফল লাভ হইল? ধর্ম্মশাস্ত্র-মতে দুঃখই সুখের মূল। তবে এই দুঃখভাগী দেহ কি জন্য সুখভোগে বঞ্চিত হইবে?

ধর্ম্ম কহিলেন, বৎস! ধর্ম্মশাস্ত্রের সার মর্ম্ম তুমি বুঝিতে পার নাই। ধর্ম্মবেদী মনীষিগণ কহিয়াছেন যে, পাপের ফল ইহ শরীরে ভোগ হইয়া থাকে। পরলোকে পাপের কোনরূপ দণ্ডবিধান নাই। কিন্তু পুণ্যের ফল পরলোকেই প্রতিফলিত হইয়া থাকে; পুণ্য-সঞ্চয়-জনিত সুখলাভ ইহ-জীবনে দুর্ঘট। যে, দুঃখরাশি ভোগ করিতে করিতে মৃত্যু-মুখে নিপতিত হয়, সে পরলোকে তাহার সমুচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব তুমি নিশ্চয় জানিও যে, দুঃখ ব্যতীত কখন সুখভোগ হয় না।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, দেব। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা কিছুতেই আমার ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। আপনি কেবল আত্মমত সমর্থন করিবার নিমিত্ত এইরূপ অযথা ও অন্যায় বাক্য কহিতেছেন। আমি আপনার জন্য অকারণে ক্লেশ-ভোগ করিতেছি। আমি অদ্যই আপনাকে তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব!

উগ্রতপা দুর্ব্বাসা এই বলিয়া বিনিবৃত্ত হইলে, মহাপ্রভাব ধর্ম্ম তাঁহাকে ক্রোধ পরিহার করিবার নিমিত্ত বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তপোধন দুর্ব্বাসার প্রদীপ্ত ক্রোধানলের শমতা সম্পাদিত হইল না। তখন ধর্ম্ম কহিলেন, বৎস! যদি নিতান্তই আমাকে শাপদানে মনস্থ কয়িয়া থাক, তাহা হইলে আমাকে দাসীপুত্র, রাজা অথবা চণ্ডালযোনিতে নিপাতিত করিও না। আমি সর্ব্বদাই তোমার প্রণত। অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, আমার এই বাক্য রক্ষা কর।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, ধর্ম্ম! তুমি আমাকে অকারণেও অকৃতাপরাধে অতিমাত্র দুঃখরাশি প্রদান করিয়াছ। এই কারণে তোমাকে আমি এই শাপ প্রদান করিতেছি যে, তুমি রাজা, দাসীপুত্র ও চণ্ডালযোনিতে পতিত হইবে। আমার এই অমোঘ বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে। তুমি নিশ্চয়ই আত্মকর্ম্মের ফল ভোগ করিবে।

সুমনা কহিলেন, নাথ! তপোধন দুর্ব্বাসা লোকভাবন ধর্ম্মকে এইরূপে শাপপ্রদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হই-লেন। মহাপ্রভাব ধর্ম্মও সপরিবারে যথাস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। হে দ্বিজোত্তম! মহাভাগ দুর্ব্বাসা এই প্রকারে ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন।

সোমশর্ম্মা কহিলেন, অয়ি বুদ্ধিমতিকে! লোকভাবন ধর্ম্ম দ্বিজশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক এই প্রকারে অভিশপ্ত হইয়া, কোথায় কি রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহা আমার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন কর।

সুমনা কহিলেন, মহামতি ধর্ম্ম ক্রোধপরায়ণ-দুর্ব্বাসা-কর্ত্তৃক এ প্রকারেই অভিশপ্ত হইয়া, শান্ত, দান্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়

দয়া ও ক্ষমগুণের একমাত্র আধার এবং ঋর্জুতার উপমাস্থল, অজাতশক্র মহারাজ যুধিষ্ঠিররূপে ভরতবংশে অবতীর্ণ হয়েন। সেই লোকভাবন ধর্ম্মই পরমধার্ম্মিক বিদুররূপে দাসীগর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এবং যৎকালে, রাজকুল ভূষণ-স্বরূপ সত্য ও ব্রহ্মনিষ্ঠ মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, ভগবান্ বিশ্বামিত্রের দুর্ণিবাররোষে পতিত হইয়া সাম্রাজ্যচ্যুত হয়েন, সেই সময়ে তাঁহার কাশী-বাসকালে লোকভাবন ধর্ম্ম চণ্ডালরূপে আবির্ভূত হয়েন। হে মহাত্মন্! এইরূপে লোকভাবন ধর্ম্ম তপোধন দুর্ব্বাসার শাপে রাজা, দাসীপুত্র ও চণ্ডালযোনিতে পতিত হইয়া আপন কর্ম্ম-ফল ভোগ করিয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সোমশর্ম্মা কহিলেন, হে মানিনি! এক্ষণে তুমি আমার নিকট ব্রহ্মচর্য্যের স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ কর।

সুমনা কহিলেন, সর্ব্বতোভাবে সত্য ও ধর্ম্মের পরিপালন, প্রাণপণে পুণ্যানুষ্ঠান, সর্ব্বথা পাপেচ্ছা সমুহ পরিবর্জ্জন, ঋতু-কাল ব্যতীত অন্য সময়ে স্ত্রীগমন, সর্ব্বতোভাবে কুলাচারের বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বসৎকার্য্যের অনুষ্ঠানই গৃহিগণের ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এবং পাপবিষয়-সমূহ হইতে দূরে অবস্থান করতঃ বিষয়-ভোগবাসনা হইতে বিরত হইয়া পরমার্থমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক ধ্যান ও জ্ঞানের আশ্রয়ে সত্য ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও পরিপালনকেই যতিদেগের অনুষ্ঠিত ব্রহ্ম-

চর্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে আপনার নিকট তপস্যাদি সাঙ্গধর্ম্মের স্বরূপ ক্রমে ক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

সুমনা কহিলেন, কামক্রোধাদি রিপুগণকে পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বদা সদাচারের অনুষ্ঠান, ক্ষমাগুণের পরিচর্য্যা, প্রাণপণে পরোপকার-সাধন এবং যাহাতে চরমে পরমা গতি-লাভ হয়, সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তাহারই চেষ্টা করার নাম তপস্যা।

পরদ্রব্য-লাভে বীতস্পৃহতা, পরস্ত্রীগমনে অনাশক্তি এবং মিথ্যা ও দুরভিসন্ধিকে সর্ব্বতোভাবে বিসর্জ্জন করাকেই মনীষিগণ সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

অনন্তর দানমাহাত্ম্য ও তাহার স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। এই দানই সংসারকে রক্ষা করিতেছে। দান না থাকিলে সংসার থাকিতে পারিত না। দান হইতেই মনুষ্যগণ প্রাণধারণ করিয়া থাকে। দানই সংসারের মূলীভূত কারণ। যিনি ইহ ও পরত্রে সুখেচ্ছা করেন, এবং অক্ষয় পুণ্য লাভে যাঁহার বাসনা আছে, তিনি নির্ব্বিকারচিত্তে অকপটে অর্থীর প্রার্থনা পূরণ করিবেন। ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, তৃষার্ত্তকে জলদান, রোগার্ত্তকে ঔষধ দান, ধনার্থীকে ধনদান এবং সুখার্থীকে সুখ দান করা মনুষ্যমাত্রেরই সাধ্যানুসারে কর্ত্তব্য। যাহার যেরূপ শক্তি, তিনি সেই পরিমাণে অভাবপূর্ণ ব্যক্তিকে ভূম্যাদি-দান-দ্বারা তাহার অভাব মোচন করিবেন। নতুবা মনুষ্যগণের জীবন ধারণ সর্ব্বথা দুর্ঘট হইয়া থাকে। যাহার যে বিষয়ে অভাব তাহার সে অভাব পূরণ করা বিভব ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। এইরূপে পরস্পর পরস্পরের অভাব মোচনের প্রতি যত্নশীল হইলে, সংসার-যাত্রা সুখে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এবং

যে মহাত্মা এইরূপ প্রতিনিয়ত দানদ্বারা অপরের অভাব মোচন করিয়া থাকেন, তিনি ইহ ও পরলোকে অক্ষয় সুখরাশি উপভোগ করিতে সক্ষম হয়েন। পরম পিতা পরমেশ্বর স্বয়ং তাহার সমস্ত অভাব পূরণ করিয়া থাকেন। এবং তিনি ইহজন্মে দেবতার ন্যায় পূজিত হইয়া চরমে পরমা গতি লাভ করেন। তাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যশালী পুরুষ জগতে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব দানের তুল্য সুহৃদ্ সংসারে আর নাই।

অতঃপর নিয়মের স্বরূপ শ্রবণ করুন। সর্ব্বদা শ্রদ্ধাভক্তি-সহকারে দেব-দ্বিজের পূজা ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের অনুরাগ ও প্রীতি সম্পাদনে চেষ্টা, শুদ্ধ ও সংযতচিত্তে দানাদি সৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং প্রাণপণে পরোপকার-সাধন ও পুণ্যসঞ্চয়ে যত্নশীল হওয়াকেই নিয়ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। নিয়ত না হইলে কেহ কখন কোন কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। নিয়মই সর্ব্বসিদ্ধি ও সর্ব্বসুখের আকর। নিয়মই সকলের মূল। একমাত্র নিয়ম-দ্বারাই এই নিখিল বিশ্বসংসার পরি-চালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বথা নিয়মাবলম্বী হইয়া সত্যপথে বিচরণ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই তাহারা আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া সুখভাগী হইতে পারিবে। অতঃপর ক্ষমার বিষয় শ্রবণ করুন।

সুমনা কহিলেন, নাথ! এই ক্ষমার তুল্য গুণ নাই। ক্ষমাই বিশ্বসংসারের ধারণকর্ত্রী। ক্ষমাবান্ পুরুষ পরমেশ্বরকেও পরা-জিত করিতে পারে। যে মহাত্মা অপকারী ব্যক্তির প্রত্যপ-কার সাধনে প্রবৃত্ত নহেন, কেহ তাঁহার বিপ্রিয়ানুষ্ঠান করিলে অকাতরে তাহা সহ্য করিয়া থাকেন, কোন কারণে কাহারও প্রতি যাঁহার বিরাগ বা বিদ্বেষ ভাব উপজাত না হয়, কেহ

অভিদ্রোহ করিলে যিনি প্রত্যভিদ্রোহে পরাঙ্মুখ হইয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক অভিমান ও আক্রোশশূন্য-হৃদয়ে জড়ের ন্যায় অবস্থান করেন, ইহ-জগতে তিনিই যথার্থ ক্ষমা-শীল। জগৎপাতা জগদীশ্বর সর্ব্বদাই তাঁহাকে আপন প্রসাদ বিতরণ করিয়া থাকেন। এবং তিনি ইহ-পর উভয়লোকেই অতুল সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগ করিতে সক্ষম হয়েন। লোকের অপকার সহজেই করিতে পারা যায়, কিন্তু প্রত্যপকার সাধনে বিরত হওয়া অতীব দুঃসাধ্য। মনীষিগণ প্রতীকার-সমর্থে অপকার-সহনকেই ক্ষমা বলিয়া নির্দ্দেশ কবিয়া থাকেন। যাঁহারা ক্ষমা-গুণের আধার, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে পরম-পিতা পরমেশ্বরের প্রিয়পাত্র হইয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা ক্ষমাগুণ-বিবর্জ্জিত, তাহারা ঈশ্বর-বিরোধী। তাহারা কোনকালে কোন লোকে সুখশান্তি উপভোগ করিতে পারে না। এরূপ পাপপ্রকৃতি দুরাচারগণ অনন্তকাল অনন্ত দুঃখসাগরে ভাসমান হইয়া থাকে। তাহাদের কোন কালেই উদ্ধার নাই। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বোতোভাবে ক্ষমাপর হওয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

এক্ষণে শৌচের স্বরূপ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যে সদাত্মা হৃদয় হইতে বিষময় বিষয়-বাসনা নিরাকৃত করতঃ পরিবাদ-বুদ্ধি পরিহারপূর্ব্বক দুরভিসন্ধিশূন্য হইয়া কাহারও বিদ্রোহানু-শীলন না করেন, তিনিই যথার্থ শৌচবান্ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। এবং যাঁহার চিত্তপরিশুদ্ধ, প্রকৃতি সরল, পর-দ্বেষ, পরহিংসা বা পরানিষ্ট সাধন যাঁহার মনোমধ্যে কখন স্থান প্রাপ্ত হয় না, যিনি আচারবান্ হইয়া ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহকারে প্রতিনিয়ত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, মনীষিগণ তাঁহাকেই প্রকৃত শৌচবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

অতঃপর অবহিতচিত্তে অহিংসার স্বরূপ শ্রবণ করুন। নীতি-বেদিগণ অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সামান্য তৃনচ্ছেদনও অকর্ত্তব্য। এই অহিংসাই সর্ব্ব সুখের নিদান। যিনি অহিংসাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচরস্থ প্রাণিমাত্রকেই আত্মবৎ অবলোকন করেন, তাঁহার তুল্য সাধু ব্যক্তি- জগৎ-সংসারে আর লক্ষিত হয় না। তিনি ত্রিলোকের উপমাস্থল। তিনিই কেবলমাত্র ঈশ্বরের স্বরূপ-তত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয়েন। নিখিল সদ্‌গুণ, সর্ব্বপ্রকার পুণ্য ও সর্ব্ববিধ মঙ্গল আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করে। এবং দেবতাগণের সহিত লোকপালক ধর্ম্ম সর্ব্বদাই তাঁহাকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া থাকেন। অতএব সকলেরই সর্ব্বদা অহিংসাবৃত্তি অবলম্বন করা সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত।

অতঃপর শান্তির স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এক-মাত্র শান্তিই সংসারের নিখিল সুখের কারণ। যে ব্যক্তি একান্ত-চিত্তে কেবলমাত্র শান্তির পরিচর্য্যা করেন, তাঁহাকে আর জন্মজরা-মরণাদি-ভয়জনিত দারুণ ক্লেশে আক্রান্ত হইতে হয় না। শান্তিই মুক্তিপথের একমাত্র দ্বার-স্বরূপ। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই শান্তির অনুসরণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অতঃপর আস্তেয়ের স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। আস্তেয়ই ধর্ম্ম-সমাচরণের প্রধান অঙ্গ। যিনি জীবনে কখন পরদ্রব্যে বা পর-স্ত্রীতে লোভ প্রকাশ না করেন, প্রাণপণে পরো-পকার-সাধনে ব্রতী হইয়া থাকেন, সত্যনিষ্ঠ হইয়া নিয়ত সৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই যথার্থ আস্তেয়বান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ। দেবতাগণ তাঁহার প্রতি সর্ব্বদাই প্রসন্ন থাকেন।

অতঃপর দমের স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। মনুষ্যমাত্রেরই ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় মনকেও দমন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জিতেন্দ্রিয় ও জিতচিত্ত ব্যক্তি সংসারের সর্ব্ববিধ বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অন্তে অনন্ত সুখভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি চিত্ত সংযত করিতে না পারে, সে কখন শান্তিলাভে সক্ষম হয় হয় না।

অতঃপর শুশ্রূষার বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। নিয়ত প্রয়ত-চিত্তে ও অকপট-ভাবে পরমপিতা পরমেশ্বরের পরিচর্য্যা করাকেই, ধর্ম্মবেদিগণ শুশ্রূষা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কারণ, একমাত্র জগদীশ্বরের সেবা করিলেই সকলের শুশ্রূষা হইয়া থাকে। অতএব জীবমাত্রেরই সেই জগদ্ভাবন জগদীশ্বরের উপাসনা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

সুমনা কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! আমি আপনার নিকটে এই সাঙ্গ-ধর্ম্ম সবিস্তর বর্ণন করিলাম। এক্ষণে আপনার আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ আছে, নির্দ্দেশ করুন আমি বলিতেছি। যে মনুষ্য সংসারে থাকিয়া এই সমস্ত সাঙ্গ-ধর্ম্মের আচরণ করেন, তিনি সর্ব্ববিধ-ভূতি-বিশিষ্ট হইয়া পরম সুখভাগী হয়েন। অতএব, হে প্রাজ্ঞ! আপনি এই সমস্ত অবগত হইয়া কেবল একমাত্র ধর্ম্মের উপাসনা করুন। তাহা হইলে আপনি সর্ব্ববিধ সুখৈশ্বর্য্য লাভ করিতে সক্ষম হইবেন।

সুবুদ্ধিমান সোমশর্ম্মা ভার্য্যার এবম্বিধ বাক্য-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া, ধর্ম্মবাদিনী সুমনাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সোমশর্ম্মা কহিলেন, হে ভদ্রে! তুমি এবম্বিধ সুমহৎ-পুণ্যপ্রদ এই অনুত্তম ধর্ম্মব্যাখ্যা কিরূপে কাহার নিকট হইতে শ্রবণ করিলে? সুমনা কহিলেন, হে মহামতে! আমার পিতা সুপ্রসিদ্ধ ভার্গব-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম চ্যবন এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞান-বিশারদ ছিলেন। আমি তাঁহার প্রিয়কন্যা ছিলাম। তিনি তীর্থ-দেবায়তন প্রভৃতি যে স্থানে যখন গমন করিতেন, আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতেন। আমিও তাঁহার সহিত তত্তৎ ভূমিভাগ দর্শন ও ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতাম। একদা কৌশিক-বংশ-সম্ভূত বেদশর্ম্মা নামে মহামতি ব্রাহ্মণ বিষন্নবদনে পিতার নিকট আগমন করিলেন। তিনি পিতার পরম সুহৃদ্ ছিলেন। পিতা তাঁহার তাদৃশী অবস্থা অবলোকন করিয়া, দুঃখিত-হৃদয়ে প্রিয়বচনে কহিলেন, সুব্রত! তোমাকে নিতান্ত দুঃখিতের ন্যায় বোধ হইতেছে। কি কারণে তোমার ঈদৃশ দুঃখ উপজাত হইয়াছে, তাহা আমার নিকটে বর্ণন কর।

মহাত্মা চ্যবনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাপ্রাজ্ঞ বেদশর্ম্মা মদীয় জনকের নিকটে তাঁহার দুঃখের কারণ বলিতে লাগিলেন। বেদশর্ম্মা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার ভার্য্যা নিরতিশয় সাধ্বী ও একান্ত পতিব্রতপরায়ণা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি অপুত্রা হইয়াছেন। আমার বংশে পুত্রাদি কেহই নাই। অতএব এতদিনে বিপুল কৌশিক-বংশ একেবারে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা

হইয়াছে। হে মতিমন্! এই আমার সমূহ দুঃখের কারণ।

আমার পিতা ও মহামতি বেদশর্ম্মা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে কোন সিদ্ধ-পুরুষ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়াই আমার পিতা ও মহামতি বেদশর্ম্মা উভয়ে ভক্তিশ্রদ্ধা-সহকারে তাঁহার যথাযোগ্য পূজাভ্যর্থনাদি সমাপন করিয়া উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিলেন। এবং বিবিধোপচারে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া মধুরাক্ষর-সমন্বিত-বচনাবলি-প্রয়োগপূর্ব্বক, আপনি পূর্ব্বে আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাঁহাকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুমনা কহিলেন নাথ, মম পিতা ও বেদশর্ম্মা কর্ত্তৃক এই প্রকারে পৃষ্ট হইয়া সেই ধর্ম্মাত্মা সিদ্ধ-পুরুষ আমার পিতাকে আমার কথিতানুরূপ ধর্ম্মের সর্ব্ববিধ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, ইহ-সংসারে একমাত্র ধর্ম্মের প্রসাদেই ধনধান্য-পুত্র-কলত্রাদি লাভ করিতে পারা যায়। ধর্ম্মই সকলের মূল। ধর্ম্মাচারণ ব্যতীত কোন কার্য্যেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায় না।

সিদ্ধ-পুরুষের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামতি বেদ-শর্ম্মা নিয়ত ও প্রযতচিত্তে ধর্ম্মচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবং সেই ধর্ম্মের প্রসাদবলেই তিনি বিপুল ধনসম্পত্তির সহিত পুত্র-রত্ন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সুমনা কহিলেন, নাথ! আমি সিদ্ধপুরুষের প্রমুখাৎ যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, আপনার নিকটও অবিকল তাহাই কীর্ত্তন করিলাম। অতএব আপনি এই সমস্ত পরিকলন করিয়া, ধর্ম্ম-

চর্চ্চায় মনোনিবেশ করুন। তাহা হইলেই আপনার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

সোমশর্ম্মা কহিলেন, প্রিয়তমে! তোমার মুখে সাঙ্গধর্ম্মের স্বরূপ শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে, ধর্ম্ম-চর্চ্চা করিলে কিরূপে জন্ম-মৃত্যু হয়, শুনিতে অভিলাষ হইতেছে।

সুমনা কহিলেন, নাথ! ধর্ম্ম-চর্চ্চা করিলে যেরূপ জন্মমৃত্যু হয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ধর্ম্মের প্রভাব অসামান্য। যাঁহারা একান্ত-চিত্তে প্রতিনিয়ত ধর্ম্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদের মর্ত্ত্যভাব বিগলিত হইয়া, দেবভাব উপজাত হইয়া থাকে। ধর্ম্মাত্মা মহামতিগণকে কখন রোগ-শোক-পরিতাপাদির ভীষণ যন্ত্রণা উপভোগ করিতে হয় না। তাঁহারা সর্ব্বদাই তেজস্বী, সচ্ছন্দ ও হৃষ্টচিত্ত। তাঁহাদের মৃত্যুকালে গতিজ্ঞান-বিশারদ বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব ও ব্রাহ্মণগণ সকলে সমাগত হইয়া তাঁহাদের স্তুতিপাঠ করিতে থাকেন। এবং তাঁহারা যেরূপ স্থানে অধিষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া থাকেন, মৃত্যুসময়ে তাঁহারা সেইরূপ স্থানপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ যাঁহারা দেবপূজাপরতন্ত্র হইয়া সুস্থ ও যোগযুক্তহৃদয়ে একান্তচিত্তে তীর্থস্থানে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক ধর্ম্মচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা মৃত্যুসময়ে তদপযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা অগ্ন্যাগারে, গোচারণ স্থানে, দেবায়তনে, বৃক্ষমূলে, এবং অশ্ব বা গজ-স্থানে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক ধর্ম্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা মৃত্যুকালে তাদৃশ পুণ্য-স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা অশোক ও সহকার বৃক্ষতলে, ব্রাহ্মণগণের সমীপে অথবা রাজ-নিকেতনে অধিষ্ঠান-পূর্ব্বক একান্তচিত্তে ধর্ম্ম-চর্চ্চা করেন, তাঁহারা তাদৃশ পুণ্যতম প্রদেশে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন। ফলতঃ ধর্ম্ম-পরায়ণ সাধুব্যক্তিগণ

যেরূপ সুখ-মৃত্যু লাভ করিয়া থাকেন, অধার্ম্মিক দুরাত্মারা কখন সেরূপ মৃত্যু লাভ করিতে পারে না। অধর্ম্মাচারী পাপমতি দুরাচারেরা অসম্বায় অবস্থায় নিরতিশয় ক্লেশে প্রাণ-পরিত্যাগ করিয়া থাকে। তাহারা মৃত্যুকালে কখন পিতামাতা-আত্মীয়-বন্ধুগণের দর্শন লাভ করিতে পারে না। কিন্তু ধর্ম্মাত্মা মহামতিগণ পিতামাতা-পুত্র-কলত্রাদি আত্মীয়-স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া সহর্ষচিত্তে সুখ-মৃত্যু লাভ করতঃ লোকভাবন ধর্ম্ম-কর্তৃক অনুসৃত হইয়া পরম সুখময় স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মৃত্যুকালে গন্ধর্ব্ব ব্রাহ্মণগণ সকলে সমবেত হইয়া পবিত্র মন্ত্র-পাঠ, জনকজননী স্নেহ-প্রদর্শন এবং স্বজন-বান্ধবগণ তাঁহাদের সমধিক গৌরব বর্দ্ধন করিতে থাকেন। ইহপর উভয় লোকই তাঁহাদের সমাগমে পরম পবিত্র হইয়া থাকে।

সুমনা কহিলেন, নাথ! ধর্ম্মপরায়ণ মহামতিগণ এই প্রকার সুখ-মৃত্যু ও চরমে পরম সুখময় স্থান লাভ করিয়া থাকেন। অবিচলিত-চিত্তে প্রতিনিয়ত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুসরণ করেন বলিয়া, কখন তাঁহাদিগকে সংসারের দারুণ যন্ত্রণারাশি উপভোগ করিতে হয় না। ধর্ম্ম সততই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহারা অত্যল্প কলের জন্য এই পাপময় পৃথিবীতে পর্য্যটন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদাই প্রসন্ন। মোহ বা অজ্ঞনতা কখন তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। এবং মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তাঁহাদের হৃদয়ে বিদ্বেষ-বুদ্ধি উপজাত হয় না। তাঁহারা সর্ব্বদা সকলের প্রতি প্রিয় ব্যবহার করিয়া থাকেন। মৃত্যুর পর যখন তাঁহারা যমপুরে নীত হন, তখন স্বয়ং ধর্ম্মরাজ তাঁহাদিগকে সাদর-সম্ভাষণে অভ্যর্থনা

করিয়া থাকেন। এবং তাঁহাদের নিমিত্ত পার্থিব বিকারাদি-বিবর্জ্জিত পরম সুখময় স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মদ্বেষী পাপমতিগণ যমপুরী-দর্শনে যেরূপ কম্পান্বিত-কলেবরে ভয়ে ম্লান ও পরিশুষ্ক হইয়া যায়, তাঁহারা কখন সেরূপ হয়েন না। তাঁহারা প্রসন্ন-চিত্তে প্রসন্ন-বদনে ধর্ম্মরাজ-সদনে সমুপ-স্থিত হইয়া, মোহবিকারাদি-পরিশূন্য হৃদয়ে পরম প্রীতমনে তথায় অবস্থান করেন। তাঁহাদের চিত্ত একমাত্র পরমাত্মাতেই বিন্যস্ত হইয়া থাকে। ধন-জন-সুখ-তৃষ্ণা কখন তাঁহাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে না। পিতামাতা বা সংসারের নিমিত্ত তাঁহারা কখন ব্যাকুল হয়েন না।

এইরূপে মহামতি ধর্ম্মাত্মাগণ সুখমৃত্যু লাভ করতঃ আত্মকৃত সুকৃতির অনুসারে স্বর্গসুখ-ভোগ করিয়া পরিশেষে ভোগের পর্য্য-বসানে পুনরায় পৃথিবীতলে নির্ম্মল কুলে জন্ম-পরিগ্রহণ করেন। তাঁহারা পূর্ব্বজন্মাচরিত ধর্ম্মের প্রসাদে পরম পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ, বিশুদ্ধ-স্বভাব ক্ষত্রিয় বা পুণ্যবান্ ও ধনবান্ বৈশ্যের গৃহকে অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। এবং জন্মান্তরীণ সংস্কার-প্রভাবে তাঁহারা ধর্ম্ম-চর্চ্চায় ও পুণ্যোপার্জ্জনে সমাসক্ত হইয়া পুনঃপুনঃ আপনার পরিণাম-পদবী পরিষ্কার করিয়া থাকেন। ফলতঃ ধর্ম্মের তুল্য সুহৃদ্ সংসারে আর কেহ নাই। ধর্ম্মই জগতে একমাত্র পূজনীয়। এবং ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি পুণ্যাত্মাগণই অনন্তকাল নিত্য ও সত্য সুখের অধিকারী হইয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা পাপপ্রকৃতি, তাহারা কখন মুক্তি লাভ করিতে পারে না। কূপগর্ভ-নিপতিত অন্ধীভূত মণ্ডুকের ন্যায় তাহারা চিরকালের জন্য এই মায়াময় সংসার-কূপে নিপতিত থাকিয়া অনন্তকাল অনন্ত যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়া থাকে। ধর্ম্মাত্মা মহামতিগণের ন্যায়

তাহারা কোন লোকে কোনকালে সুখশান্তি অনুভব করিতে সক্ষম হয় না।

ষোড়শ অধ্যায়।

সোমশর্ম্মা কহিলেন, হে ভামিনি! পাপীগণের জন্মমৃত্যু কিরূপ নিয়মে সমাহিত হইয়া থাকে, তাহা যদি সম্যক্ অবগত থাক, তাহা হইলে আমার নিকট আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন কর।

সুমনা কহিলেন, হে কান্ত! আমি সেই সিদ্ধপুরুষের নিকট হইতে পাপাত্মাগণের মৃত্যু ও তাহাদের অবস্থাদি সম্বন্ধে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাই অবিকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ধর্ম্মাত্মা মহামতিগণ যে প্রকার পুণ্য-ময় স্থানে সুখ, মৃত্যু লাভ করিয়া থাকেন, পাপাত্মাগণ কখন সে প্রকার সুখ-মৃত্যু লাভ করিতে পারে না। যে স্থান চণ্ডালগণের অধিষ্ঠিত, গর্দ্দভগণের আচরিত, অস্থি-চর্ম্ম-নখে পরিপূর্ণ, তাহারা সেই অপবিত্র স্থানে অথবা বেশ্যা-গৃহে নিধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে! মৃত্যু-সময়ে পাপাত্মাগণ, ভৈরবাকৃতি, অতিকায়, মহোদর, পিঙ্গলাক্ষ, পীত-নীল-শ্বেতবর্ণ, অত্যুচ্চ, করাল-মূর্ত্তি, শুষ্কত্বক-মাংসবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, সিংহাস্য, সর্পহস্ত, বিকটাকার পুরুষ-গণকে সন্দর্শন করতঃ ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইয়া স্বেদজলে পরিপ্লুত হয়। হে মহামতে! সেই সমস্ত বিকৃতাকৃতি পুরুষগণ

সকলে সমবেত হইয়া তাহদের নিকটে ভীষণ নিনাদ করিতে থাকে। এবং কেহ কণ্ঠে, কেহ হস্তে, কেহ [illegible] সুদৃঢ় পাশ বন্ধন করিয়া তাহাদিগকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক লইয়া যায়। তৎকালে এই অধর্ম্মাচারী পাপ-প্রকৃতি দুরাত্মাগণ দারুণ ক্লেশভারে অবসন্ন হইয়া, হা পিতঃ! হা মাতঃ! বলিয়া অনিবরত হাহাকার করিতে থাকে। সেই সময়ে তাহারা কেবল দুঃখ ও বিষাদের দুর্নিবার যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া বারম্বার কম্পিত ও মূর্চ্ছিত হইতে থাকে। এইরূপ নিদারুণ পীড়ায় পুনঃ পুনঃ নিপীড়িত হওয়ায় তাহাদের নিরতিশয় মোহ সমুপস্থিত হয়। তাহাতে তাহারা অধিকতর দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। যাহা হউক সেই লোভ-মোহাক্রান্ত দুরাত্মাগণ দারুণ দুঃখে প্রাণ-পরিত্যাগ করিয়া যেরূপে যমদূতগণ কর্ত্তৃক যমসদনে নীত হইয়া থাকে, এক্ষণে আমি তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সুমনা কহিলেন, লোভমোহাক্রান্ত পাপাত্মাগণের মৃত্যু হইলে যমদূতগণ তাহাদিগকে দণ্ড, পরশ্বধ, কষা প্রভৃতির আঘাত ও বিবিধ কটুবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক নানাপ্রকার নিন্দাবাদ করিতে করিতে যমরাজ-সদনে লইয়া যায়। যে সমস্ত পথ অতিক্রম

করিয়া তাহাদিগকে কৃতান্ত-ভবনে গমন করিতে হয়, সে সমস্ত পন্থা অতীব দুর্গম ও ভয়ঙ্কর। কোথাও অগ্নিরাশি প্রজ্জ্বলিত হইয়া রহিয়াছে, কোন স্থান অতিতীব্র দ্বাদশাদিত্যের প্রখর কিরণে দারুণ সন্তপ্ত, কোথাও নিদারুণ শৈত্য বায়ু নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে, কোন স্থান দুর্ভেদ্য মহীধরের ন্যায় দারুণ দুর্গম এবং কোন স্থানেই ছায়ার লেশমাত্র নাই। পাপমতি দুরাত্মাগণ এই প্রকার দুর্গম পথে পুনঃ পুনঃ চেষ্টমান, দহ্যমান, পীড্যমান ও আকৃষ্যমান হইয়া কৃতান্ত-অন্তিকে নীয়মান হইয়া থাকে।

হে দ্বিজোত্তম! সেই দেবদ্বিজ-নিন্দাকারী অধর্ম্মাচারী পাপাত্মাগণ ক্ষুৎ-পিপাসায় নিতান্ত অভিভূত ও সুদুর্গম-দুর্গ-পরম্পরায় পুনঃ পুনঃ পরাহত হওতঃ যম-কিঙ্করগণ-কর্ত্তৃক ধর্ম্মরাজ-সমীপে সমানীত হইয়া জীবের জীবনান্তক, ভীমমূর্ত্তি, ভীমদূত-পরিবৃত, সর্ব্বব্যাধি-সমাকীর্ণ, চিত্রগুপ্ত-সমন্বিত, ভীষণ-মহিষোপরি সংস্থিত, করালদংষ্ট্র, কালসন্নিভ, পীতবাস, গদাহস্ত, রক্ত-গন্ধানুলেপিত, রক্ত-মালাধারী, ভীমকায়, কৃতান্ত-দেবকে অবলোকন করিয়া থাকে। লোক-ভাবন ধর্ম্মরাজ সেই দুষ্ট পাপিষ্ঠ ধর্ম্মকণ্টক দুরাত্মাগণকে দর্শন করিয়া তাহাদিগকে যথাবিধি শাস্তি প্রদানের নিমিত্ত অনুচরগণের প্রতি অনুমতি করেন। যমদূতগণও প্রভু-নিদেশ-বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে বিবিধ-প্রকারে যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। সেই পাপাত্মাগণ কৃতান্ত-কিঙ্করগণের সুদারুণ দারু-মুদ্গরের নিদারুণ প্রহারে নিতান্ত অভিভূত হইয়া যুগসহস্রকাল কৃমিকীট-পরিপূর্ণ ভীষণ নরকে অধিবাস করে।

সুমনা কহিলেন, নাথ! এইরূপে পাপের ভোগ পরিসমাপ্ত

হইলে, পাপাত্মারা পুনরায় কুক্কুর, ব্যাঘ্র, রাসভ, মার্জ্জার, শূকর, সর্প, পক্ষী চণ্ডাল, ভিল্ল ও পুলিন্দ প্রভৃতি পাপ ও নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বকৃত পাতকরাশির সমুচিত ফলভোগ করিয়া থাকে।

হে মানদ! আমি আপনার নিকটে এই পাপীজনের জন্ম-মৃত্যু-পাপ-পুণ্য-সমাচার সমুদায় যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনার আর কি জিজ্ঞাস্য আছে বলুন, আমি সবিস্তর বর্ণন করিতেছি।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সোমশর্ম্মা কহিলেন, হে দেবি! তুমি সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম-সংস্থান কীর্ত্তন করিলে। এক্ষণে কি প্রকারে আমি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বগুণযুত সৎপুত্র লাভ করিতে পারিব, তাহা যদি তোমার পরিজ্ঞাত থাকে তাহা হইলে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। কারণ, দান-ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান-দ্বারা কেবল পরলোকেই শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সৎপুত্র-দ্বারা ইহপর উভয় লোকেই মহৎ ফল লাভ করিতে পারা যায়।

সুমনা কহিলেন, আপনি ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের নিকটে গমন করুন। তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিলেই আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মবৎসল সৎপুত্র লাভ করিতে পারিবেন।

সুমনা এই প্রকার সুমহৎ বাক্য বিন্যাস করিলে, মহামতি সোমশর্ম্মা তৎক্ষণাৎ মহাভাগ বশিষ্ঠের গঙ্গাতীরস্থ সুপবিত্র

আশ্রমে গমন করতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, পিতাম্বর, তেজো-জ্বালা-সমাকীর্ণ, প্রদীপ্ত-দিবাকরসন্নিভ, বশিষ্ঠদেবকে সন্দর্শন করিয়া একান্তচিত্তে সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর পবিত্র আসনে উপবেশন করিয়া মহাভাগ বশিষ্ঠদেবকে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলে, যোগিবরাগ্রগণ্য মহাতেজা বশিষ্ঠদেব কহিলেন, বৎস! তোমার গৃহে, পুত্রে, ভৃত্যে এবং যাবতীয় পুণ্যকর্ম্মে ও অগ্নিত্রয়ে সর্ব্বথা মঙ্গল ত? এই বলিয়া পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজোত্তম! এক্ষণে আমাকে তোমার কি প্রিয় কার্য্য করিতে হইবে, বল।

মুনিপুঙ্গ মহাভাগ বশিষ্ঠের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, দ্বিজোত্তম সোমশর্ম্মা কহিলেন, হে মুনিসত্তম! যদি আপনি আমার প্রিয়সাধন করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি এমন কি মহাপাপে এই সমূহ-দারিদ্র্য-দুঃখে নিপতিত ও পুত্র-মুখাবলোকনে বঞ্চিত হইয়াছি? তাহাই অবগত হইবার নিমিত্ত পত্নী-সুমনা-কর্ত্তৃক প্রেষিত হইয়া ভবদন্তিকে আগমন করিয়াছি। হে মহাভাগ! আপনি আমার এই দারুণ সন্দেহরাশি নিরাশ করিয়া আমাকে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি-লাভ করিবার উপায় নির্দ্দেশ করুন।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! পুত্র, মিত্র, ভ্রাতা ও অন্যান্য স্বজন-বান্ধব প্রভৃতি সংসারের সম্বন্ধ-বন্ধন কেবল পঞ্চবিধ ভেদ-বশতঃই সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রজ্ঞাবতী সুমনা পূর্ব্বেই এ সমস্ত বিষয় তোমার নিকট যথাযথ বর্ণন করিয়াছেন। সমুদায় কুপুত্রই ঋণ-সম্বন্ধী। একমাত্র পুণ্যবলেই কেবল সৎ-পুত্র লাভ করিতে পারা যায়। ঐরূপ সৎপুত্রের লক্ষণ সমুদায় আমি তোমার নিকট আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

পুণ্যাত্মা, ধর্ম্মরত, সত্য-প্রিয়, বিশুদ্ধ-জ্ঞান-বুদ্ধি-সম্পন্ন, বাকবিদ্-গণাগ্রগণ্য সর্ব্ব-সৎকর্ম্মশীল, বেদাধ্যয়ন-তৎপর, সর্ব্বশাস্ত্র-প্রবেত্তা, দেব-ব্রাহ্মণ-পূজক, নিখিল-যজ্ঞযাজক, দাতা, ত্যাগী, প্রিয়ম্বদ, বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ, শান্ত, দান্ত, পিতৃ-মাতৃ-সেবাপর, সর্ব্বজন-বৎসল, স্বকুল-পরিপোষক, সর্ব্বগুণোপেত পুত্রই সৎ-পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এবং এইরূপ পুত্র হইতেই বংশ কুলের মুখোজ্জ্বল ও পিতামাতার সুখ-বর্দ্ধন হইয়া থাকে। নতুবা অন্য সর্ব্ব-প্রকার পুত্র কেবল দুঃখ ও শোকতাপের কারণ। এবং উদাসীন পুত্রেও কোন-প্রকার ফল দর্শে না। তাহারা কেবল স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশে পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতামাতা ও আত্মীয়বান্ধবগণকে নানাপ্রকারে দুঃখ ও ক্লেশ প্রদান করতঃ স্বার্থ সাধন করিয়া পুনরায় প্রস্থান করিয়া থাকে। অতএব সেই রূপ পুত্রের জনক হইয়া কেবল দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যাহাহউক এক্ষণে তোমাকে তোমার পূর্ব্ব-জন্মাচরিত কর্ম্মকলাপ ক্রমে ক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, হে মতিমন্! পূর্ব্বজন্মে তুমি শূদ্র ছিলে। এবং তোমার হৃদয় অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত ছিল। তুমি জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত কৃষিকর্ম্ম করিতে। তুমি একান্ত লোভ-পরতন্ত্র হইয়া নিরন্তর অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইতে। একমাত্র ভার্য্যা ও পুত্রগণের প্রতিপালন ব্যতীত তুমি কখন অন্য কাহাকে কিছু দান করিতে না। তোমার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা দ্বেষেই পরিপূর্ণ থাকিত। তুমি ধর্ম্ম কাহাকে বলে জানিতে না, সত্য কাহাকে বলি শুনিতে না, শাস্ত্রীয়-বাক্যে কর্ণপাত করিতে না, কখন তীর্থ-যাত্রায় তোমার প্রবৃত্তি জন্মিত না, কেবল একমাত্র কৃষিকার্য্যেই নিয়ত তৎপর থাকিতে। অর্থ-

লালসার বশবর্ত্তী হইয়া কেবল গবাশ্ব-মহিষ-প্রভৃতি পশ্বাদির-পরিপালন ও বিক্রয়দ্বারা স্বীয় ধনাগার পরিপূর্ণ করিতে। অর্থ-ব্যায় হইবার ভয়ে কথন দুর্ব্বল বা ভিক্ষার্থীকে ভিক্ষাদান করিতে না। কোন কারণে কথন কাহারও প্রতি কৃপাবান হইতে না। তক্র-ঘৃত-দধি-ক্ষীরাদি বিক্রয় করিয়া কেবল প্রভুত ধন-সঞ্চায় ব্যাস্ত থাকিতে। এবং বিপুল ধনের অধিপতি হইয়াও বিষ্ণুমায়ামুগ্ধ-হৃদয়ে প্রতিনিয়ত আপনাকে নিতান্ত দরিদ্রাপেক্ষাও দুঃখিত বলি চিন্তা করিতে। কখন তোমার দেবদ্বিজের পূজা বা পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধে প্রবৃত্তি জন্মিত না। পিতৃ-পিতামহগণের শ্রাদ্ধকাল সমাগত হইলে, তোমার ভার্য্যা যদি সে বিষয় উল্লেখ করিত, তাহা হইলে তুমি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে। ধর্ম্ম-লিপ্সা অন্তর হইতে দূরীভূত করিয়া একমাত্র লোভকেই কেবল হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলে। লোভই তোমার পিতামাতা-স্বজন-বান্ধব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। কিন্তু দারুণ লোভের প্রাদুর্ভাব বশতঃ বিপুল অর্থ রাশিও কথন তোমার তৃপ্তি সাধন করিতে পারিত না। তুমি দরিদ্র না হইয়াও দরিদ্রের ন্যায় নিয়ত দারুণ দারিদ্য-দুঃখ অনুভব করিতে। দিন দিন ধন-তৃষ্ণায় আক্রান্ত হইয়া, কিরূপে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইবে এই চিন্তাতেই অহোরাত্র মগ্ন থাকিতে। তৃষ্ণানলে দগ্ধমান হইয়া নিশিতে নিদ্রা-পরিহারপূর্ব্বক কেবল অর্থ চিন্তাতেই কালাতিপাত করিতে। দিনমান আগমন করিলে দিনকর-করজালের সহিত তোমার হৃদয়ের মোহজাল ক্রমেই বিস্তৃত হইত। তুমি একান্ত-চিত্তে কেবল সহস্র, লক্ষ, কোটী, অর্ব্বুদ, খর্ব্ব, নিখর্ব্বের সমাগম কল্পনা করিতে। কিন্তু আশানুরূপ অর্থ-

রাশি প্রাপ্ত হইলেও, তোমার তৃষ্ণানল কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইত না। অনলে ঘৃতাহুতি দেওয়ার ন্যায় অনবরত অর্থ-সমাগমে উহা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া তোমার নিরতিশয় দুঃখের কারণ সমুৎপাদন করিত। সঞ্চিতার্থ-অপচিত হইবার ভয়ে তুমি উহা কাহাকেও দান বা নিজেও উপভোগ করিতে পারিতে না। পুত্রগণের অজ্ঞাতভাবে সেই সমুদায় অর্থরাশি ভূমি মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিতে। এবং যখন যাহা প্রাপ্ত হইতে, তৎক্ষণাৎ তাহা সকলের অজ্ঞাতসারে গুপ্তভাবে রক্ষা করিয়া, পুনরায় ধনাগমের উপায় কল্পনায় প্রবৃত্ত হইতে। স্বয়ং ভোগ-বাসনায় বিরত হইয়া, অন্যকেও তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে উপদেশ প্রদান করিতে। তুমি তৃষ্ণাদ্বারা বিমোহিত হইয়া অহোরাত্র কেবল অর্থ-চিন্তাতে যাপন করিতে। কখন অধীর ও হতচেতন৷ হইয়া স্পর্শমণি লাভে ধাবমান হইতে, কখন বা তৃষ্ণানলে নিতান্ত দহ্যমান হইয়া ধন-লাভ-প্রত্যাশায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিবার উপায় কল্পনা করিতে। কখন তৃষ্ণাবহ্নি-বিদগ্ধ-হৃদয়ে অকারণে হাহাকার করিতে, কখন বা ধনাগম-সাধন-মন্ত্র-পরম্পরা-পরিকলন-পুরঃসর অপার বারিধি-পারে গমন করিতে অভিলাষী হইতে। হে বিপ্রেন্দ্র! এইরূপ মিথ্যা-মোহে সমাচ্ছন্ন ও তৃষ্ণানলে নিয়ত দহ্যমান হইয়া তুমি জীবলীলার পরিসমাপ্তি করিলে। মৃত্যু-কালে দারা ও পুত্রগণ বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেও, তুমি তাহ-দিগকে গুপ্তধনের বিষয় কিছুই বলিলে না। এইরূপে পূর্ব্বজন্মে তুমি প্রভূত ধনরাশি উপার্জ্জন করিয়াও, আত্মা ও দারাপুত্র-আত্মীয়-স্বজনকে তাহাতে বঞ্চিত করিয়াছিলে। সেই কারণে ইহ-জন্মে এ প্রকার দরিদ্র ও নির্দ্ধন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! এই আমি তোমাকে তোমার পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত সমুদায় বর্ণন করিলাম। যাহারা দানধর্ম্মে বিরত হইয়া আত্মসুখে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক কেবলমাত্র লোভ ও মোহের বশবর্ত্তী হয়, তাহারাই পরিণামে ঈদৃশ দুঃখরাশি উপভোগ করিয়া থাকে। ভগবান্ বিষ্ণুর প্রসাদবলেই লোকে ভক্তিমান্, শীলমান্ ও জ্ঞানবান্ পুত্ররত্ন এবং সৌভাগ্য-লক্ষ্মী লাভ করিতে সক্ষম হয়। নতুবা, তাঁহার প্রসাদ ব্যতীত, সৎপুত্র, প্রিয়-ভার্য্যা, সুখ-জন্ম বা সুবিখ্যাত-বংশ লাভ করিবার কোনরূপে সম্ভাবনা নাই।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সোমশর্ম্মা কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! আপনার প্রমুখাৎ আমার পূর্ব্বজন্মকৃত পাতকরাশির বিষয় সবিশেষ শ্রবণ করিলাম। কিন্তু আপনি বলিলেন যে, পূর্ব্ব-জন্মে আমি শূদ্রজাতি ছিলাম। তবে ইহ জন্মে কি কারণে শূদ্র কিম্বা তদপেক্ষাও কোন নিকৃষ্ট-যোনিপ্রাপ্ত না হইয়া, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি? হে জ্ঞান-বিজ্ঞানপণ্ডিত! আপনি ত্রিকালদর্শী। অতএব আমার এই দারুণ সন্দেহ নিরসন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! যদি একান্তই তোমার কৌতূহল সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তোমার পূর্ব্ব-

জন্মানুষ্ঠিত ধর্ম্মকর্ম্মের বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ-পরম-ধর্ম্মাত্মা জিতেন্দ্রিয় কোন দ্বিজোত্তম তীর্থ-পর্য্যটন-প্রসঙ্গে সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, ঘটনাক্রমে তোমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। এবং তোমার গৃহে সমাগত হইয়া তোমার নিকট বাসার্থ স্থান প্রার্থনা করিলেন। তুমিও তোমার ভার্য্যা ও পুত্রগণের সহিত তাঁহার প্রার্থনা পরিগ্রহ করিয়া সবহুমান-বাক্যে তাঁহার অভিনন্দন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! ইহা আপনার গৃহ, আপনি ইহাতে সুখে বাস করুন। আপনার দর্শন লাভে অদ্য আমার জীবন ধন্য হইল, আমার জন্ম-সার্থক হইল এবং আমার সর্ব্ব-তীর্থ-দর্শনের ফল-লাভ হইল। অনন্তর পবিত্র গোস্থানে তাঁহার বাসস্থান নিরূপণ করিয়া, স্বহস্তে তাঁহার পদ-যুগল প্রমর্দ্দিত করিয়া সেই বিপ্রপাদোদকে স্বয়ং স্নান করিলে পরে পরমা-ভক্তি-সহকারে সদ্যোঘৃত, দধি, ক্ষীর ও অন্যান্য উপহারাদি আনয়ন করিয়া সেই মহাত্মা দ্বিজসত্তমের শুশ্রূষা করতঃ ভার্য্যা ও পুত্রগণের সহিত সর্ব্বতোভাবে তাঁহার প্রীতি-সমুৎপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে।

অনন্তর নিশাবসানে শুভদিনের সঞ্চার হইল। সেই দিন সর্ব্বপাপ-নাশিনী আষাঢ় শুক্লদ্বাদশী। সেই সর্ব্বসৌভাগ্য-সাধিনী পুণ্যা তিথিতে দেবদেব হৃষীকেশ যোগনিদ্রা-সমাশ্রয় করিয়া থাকেন। উক্ত তিথিতে পণ্ডিতগণ সমুদায় গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একমাত্র কেবল ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকেন। তদুপলক্ষে সমুদায় সংসার নৃত্য-গীতাদি মঙ্গল-উৎসবে পরিপূর্ণ হয়। সেই পুণ্যা তিথিতে ব্রাহ্মণগণ একান্ত-

চিত্তে দেবদেব বাসুদেবের স্তবানুকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণ সেই দ্বিজসত্তম উক্ত তিথি প্রাপ্ত হইয়া তোমার ভবনে অবস্থান পূর্ব্বক একাদশীর উপবাস করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবং একান্ত-চিত্তে বিষ্ণু-মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া জগৎগুরু নারায়ণের প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তুমিও একান্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে পুত্র-কলত্রাদির সহিত সেই সুপবিত্র অনুত্তম বিষ্ণু-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে। সেই অনুত্তম ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ভগবদ্ভক্ত ধর্ম্মাত্ম্য। দ্বিজোত্তমের সহিত সেই পুণ্যপ্রদ দ্বাদশী-ব্রতের অনুষ্ঠানে তোমার প্রবৃত্ত জন্মিল। তখন তুমি ভার্য্যাপুত্র-সমভিব্যাহারে নদীতে স্নান করিতে গমন করিলে। অনন্তর ভক্তিভারাক্রান্ত চিত্তে সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠের যথাবিধি পূজাদি সমাধান করিয়া, পরমার্থ-চিন্তা-পরতন্ত্রহৃদয়ে জগদ্ভাবন মধুসূদনের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে। এবং সেই ব্রাহ্মণসত্তম যথাবিধি গন্ধ-পুষ্পাদি সুপবিত্র উপহার-দ্বারা জগদ্ভাবন জনার্দ্দনের পূজাকার্য্য সমাধান করিলেন। অনন্তর তুমি ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া পুত্রকলত্রের সহিত পুনরায় নদী-তীরে স্নানার্থ গমন করিলে। এবং স্নানান্তর প্রযত্নচিত্তে পুনরায় প্রাগুক্ত বিধিবিহিত বিধানানুসারে দেবদেব বাসুদেবের সম্মানপূজা ও ভক্তিভাবে প্রণামকৃত্য সম্পাদন করিয়া দক্ষিণা-সহ দেবনির্ম্মাল্য সেই দেবকল্প দ্বিজোত্তমকে দান করিলে। অনন্তর সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ তোমার ও তদীয় ভার্য্যাদির সহিত পারণকৃত্য সমাধান করিলেন। তুমিও ভক্তিশ্রদ্ধা-সমন্বিতচিত্তে তাঁহার সম্যক্ প্রীতি সমুদ্ভাবন করিলে।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! তুমি সেই ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ দ্বিজোত্তমের সহিত এই প্রকার পুণ্যপ্রদ মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে বলিয়া, ইহজন্মে বর্ণশ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আর পূর্ব্বজন্মে আজীবন কেবল মহামোহে অভিভূত ও দারুণ তৃষ্ণায় বিদ্রাবিত হইয়া নিরতিশয় অর্থলোভের বশবর্ত্তী হইয়াছিলে এবং প্রভূত ধন-সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াও সমাগত দীন-দরিদ্র, অধিক কি আপন পুত্রকলত্রগণকেও তাহা হইতে এক কপর্দ্দকমাত্রও প্রদান কর নাই। এই মহাপাপে তুমি ইহজন্মে এই সুমহৎ-দারিদ্র্য-দুঃখ সম্ভোগ করিতেছ। পূর্ব্বজন্মে তুমি দয়া-মমতা একেবারে পরিত্যাগ করতঃ একমাত্র লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অপত্য-স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়াছিলে। সেই কারণে তুমি ইহজন্মে নিরপত্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। একমাত্র সেই জগৎ-গুরু জনার্দ্দনের প্রসাদবলেই জনগণ এ জগৎ-সংসারে প্রভূত সুখসম্পত্তির সহিত সৎপুত্র-লাভে সক্ষম হইয়া থাকে। তাঁহারই কৃপায় লোকে সুখজন্ম ও সুখমৃত্যু লাভ করিয়া চরমে পরম পদে লব্ধপ্রবেশ হয়।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! এই তোমাকে তোমার পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম। পূর্ব্বজন্মে তুমি যে জাতি ছিলে ও যেরূপ চেষ্টা অবলম্বন করিয়াছিলে, যে কারণে তুমি এই বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, যে মহাপাপের প্রতিফলের স্বরূপ এই দুরন্ত দারিদ্র্য-দুঃখের দারুণ-যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছ, যে নিমিত্ত সৎপুত্রের মুখাবলোকনে বঞ্চিত হইয়াছ, তাহা তুমি আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিলে। এবং যেরূপে লোকে পুত্র-পৌত্র-ধন-রত্নাদি ও অক্ষয় সুখশান্তির অনন্ত প্রসাদ লাভ করিতে পারে তাহাও

সমস্তই শ্রবণ করিলে। অতএব এক্ষণে তুমি একান্ত ভক্তি-শ্রদ্ধাদি-সহকারে সেই নিরন্তক জগদন্তক জগদ্ভাবন জনার্দ্দনের ধ্যানধারণায় চিত্ত সংযোগ করতঃ, নিরন্তর তাঁহারই উপাসনা-পর হইয়া কালযাপনে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমার সকল অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে।

মুনিপুঙ্গব বশিষ্ঠদেব এই বলিয়া বিনিবৃত্ত হইলে, বিপ্রসত্তম সোমশর্ম্মা নিরতিশয় হর্ষিতান্তঃকরণে ভক্তিভারে অবনত হইয়া মহামতি বশিষ্ঠের চরণবন্দন-পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এবং আহ্লাদ-সহকারে প্রিয়তমা পত্নী সুমনাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক দ্বিজশ্রেষ্ঠ-বশিষ্ঠদেবাদিষ্ট সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমি তোমার বচনানুসারে ভগবান্ বশিষ্ঠ-দেবের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া মদীয় পূর্ব্ব-জন্ম-বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করতঃ আমার এই দারুণ দারিদ্র্য-দুঃখ উপভোগের ও নিরপত্য হওনের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া, আমাকে সেই বিশ্বচরাচরাধিষ্ঠাতা বেদ-বিধায়ক ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনায় মনোনিবেশ করিতে আদেশ করিয়াছেন। তাহা হইলেই অতুল ধনরত্ন ও সুখ সমৃদ্ধির সহিত সৎপুত্র লাভে সক্ষম হইব। এবং চরমে ভগবান্ বিষ্ণুর পবিত্র চরণে লব্ধ-প্রবেশ হইয়া অনন্তকাল নিত্য-সত্য-সুখ-সম্ভোগের অধিকারী হইব।

পতিগত-প্রাণা সুমনা প্রিয়তম পতিপ্রমুখাৎ এই সুমহৎ-মঙ্গল-প্রদায়ক পবিত্র বাক্য পরিকর্ণন করিয়া পরম প্রীতি সহকারে প্রিয়বচনে কহিলেন, প্রাণেশ্বর! প্রযত-চিত্ত প্রজ্ঞা-চক্ষু পরম পুণ্যাত্মা পরমেষ্ঠি-সূনু তপোধন বশিষ্ঠদেব মুনিগণাগ্রগণ্য। তাঁহার অমোঘ বাক্য কখনও মিথ্যা হইবার নহে। অতএব সর্ব্বতো-

ভাবে তাঁহার সেই মহদ্বাক্য পরিপালন করিতে পারিলেই আপনার সর্ব্বাভিষ্ট সুসিদ্ধ হইবে। কারণ, জগৎপাতা জনার্দ্দন এই নিখিল জগৎ-সংসারে জন্ম-মৃত্যু ও সুখ-মোক্ষের একমাত্র মূলীভূত কারণ। তাঁহার আরাধনা ও কৃপালাভ ব্যতিরেকে কেহ কখন কোন লোকে কোনকালে কোন রূপ সুখ-শান্তি সম্ভোগ করিতে সক্ষম হয় না। অতএব আপনি একান্ত চিত্তে সেই বিশ্বকান্ত বাসুদেবের পরম প্রসাদ লাভে প্রযত্নশীল হইয়া নিয়ত প্রযতচিত্তে তাঁহারই ধ্যানধারণায় মনোনিবেশ করতঃ প্রযতাত্মা পরমর্ষি বশিষ্ঠদেবের বাক্য প্রাণপণে প্রতিপালন করুন।

বিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, অনন্তর মহামতি সোমশর্ম্মা ভার্য্যা সুমনার সহিত কৈলাস-সঙ্গম-প্রবাহিতপুণ্যপ্রদ রেবাতীরে গমন করিলেন। এবং তথায় স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ-পূর্ব্বক অভীষ্ট সিদ্ধি-কামনায় তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সংযতচিত্ত হইয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রদ্বারা ভগবান বাসুদেবের জপ করিতে লাগিলেন। কাম-ক্রোধাদি বিবর্জ্জিত হইয়া নিশ্চল ও নির্ব্বিকল্পচিত্তে শয়নে, উপবেশনে, ভোজনে পানে ও গমনে একমাত্রে কেবল জগদ্ভাবন জনার্দ্দনের ধ্যানধারণায় মনোনিবেশ করিলেন। পতিব্রতপরায়ণা মহাভাগা সাধ্বী সুমনা ও প্রাণপণে প্রিয়পতির সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এবং ছায়ার

ন্যায় অনুগামিনী হইয়া, তদীয় ছন্দানুবর্ত্তন ও পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এই প্রকারে মহামনা সোমশর্ম্মা সুদুশ্চর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার তপশ্চর্য্যের বিঘ্নসম্পাদন করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার উৎপাতপরম্পরা সমুদ্ভূত হইতে লাগিল। ভীষ্মবিষ আশীবিষগণ ও সিংহ, ব্যাঘ্র, গজ প্রভৃতি শ্বাপদসমূহ সময়ে সময়ে তদীয় সম্মুখে সমাগত হইয়া তাঁহার নানাপ্রকার ভীতি উৎপাদন করিতে লাগিল। কখন ভৈরবাকৃতি বেতাল-রাক্ষস, ভূত, কুষ্মাণ্ড, প্রেত, ভৈরব প্রভৃতি ভয়ঙ্করমূর্ত্তি সকল আবির্ভূত হইয়া দারুণ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। কখন নানাবিধ ভীমকায় করালবক্ত্র সিংহসমূহ সমাগত হইয়া ভীমরবে গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। কখন ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া গৃহবৃক্ষাদি বিমানপথে ঘূর্ণিত করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই বিষ্ণু-ধ্যানপরায়ণ জিতচিত্ত সোমশর্ম্মার নিশ্চল হৃদয়কে বিচলিত বা তাঁহার ভীতি উৎপাদন করিতে পারিল না। তিনি সমধিক দৃঢ়তা সহকারে উল্লিখিত উৎপাত পরম্পরা অতিক্রম করিয়া সংকল্পিত ব্রত সাধন করিতে লাগিলেন। তিনি কেবল একান্তচিত্তে শঙ্খচক্র-গদা-পদ্মধারী, অমিততেজা, মহার্হ-মৌক্তিকহার-পরিরাজিত, কৌস্তুভ মণির ন্যায় দ্যুতি-বিশিষ্ট, শ্রীবৎস-লাঞ্ছন, সর্ব্বাভরণ-বিভূষিত, কমল-পত্রাক্ষ, সস্মিতাস্য, প্রসন্নাত্মা, দেবদেব হৃষী-কেশের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া অনবরত এই কথা বলিতে লাগিলেন, হে ভক্তবৎসল করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার। আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিয়াছি। ভয় আমার কি করিতে পারে? হে পরম পুরুষ! হে পরমাত্মা! তোমার উদরমধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি

করিতেছে, আমি তোমারই শরণাগত হইয়াছি, অতএব ভয় আমার কি করিতে পারে? হে দেবদেব বাসুদেব! যাঁহার ভয়ে কৃত্যাদি-বিঘ্ন-পরম্পরা পলায়ন করে, বিপদ সম্পদ-রূপে পরিণত হয় এবং অসুখ সুখ-রূপে সম্পন্ন হয়, আমি তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছি, অতএব সামান্য ভয় ও বিঘ্নে আমার কি করিতে পারে? যিনি সর্ব্ববিষপাতক ও দৈত্যদানব-ভয়-পরিত্রাতক' আমি সেই জগৎগুরু জনার্দ্দনের শরণগ্রহণ করিয়াছি; যিনি জগৎ-সংসারের অভয় ও নিত্যসত্য-জ্ঞান-স্বরূপ, যাঁহার নামমাত্র-উচ্চারণ করিয়া জীবগণ সর্ব্ববিধ পাপ হইতে পরিমুক্ত হয়, যাঁহার উদয় চন্দ্র অপেক্ষাও মনোহর, এবং যাহার দীপ্তি প্রদীপ্ত দিবাকর হইতেও তেজস্কর, আমি সেই পতিতপাবন নারায়ণের শরণাগত হইয়াছি; যিনি ব্যাধি সমূহের বিনাশার্থ ঔষধ-স্বরূপ, পাপ-রাশির নিরসনার্থ বিশুদ্ধজ্ঞান-স্বরূপ এবং ভয় সকল প্রশম-নার্থ অভয়-স্বরূপ, আমি সেই বিমল-আনন্দ-পূর্ণ পরম-পুরুষ নারায়ণের শরণগ্রহণ করিয়াছি; অতএব ভয় আমার কি করিতে পারিবে? যিনি সাধুগণের পালক ও এই বিশ্ব-সংসারের রক্ষক, আমি সেই বিশ্বাত্মা বিশ্বপিতার শরণ গ্রহণ করিয়াছি; যিনি নরহরি-রূপ ধারণ করিয়া জগতে আপনার মহীয়ষী লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমি সেই দেবাদিদেব বাসুদেবের শরণাগত হইয়াছি; অতএব এই সামান্য মৃগেন্দ্র ভয়-প্রদর্শন করিয়া আমার কি করিতে পারে? আমি শরণা-গত-বৎসল, গজ-লীলাগতি, গজাস্য, জ্ঞান-সম্পন্ন, পাশা-ঙ্কুশধারী, গণনায়ক, পরমদেবতার শরণ গ্রহণ করি-য়াছি, অতএব সম্মুখগত এই সামান্য বনহস্তী আমার কি

করিতে পারে ? যিনি বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৈত্যরাজ হির-ণ্যাক্ষের জীবন-বিনাশ করিয়াছিলেন, আমি সেই বরাহরূপী ভক্তবৎসল দেবদেব বাসুদেবের শরণাগত হইয়াছি, অতএব এই সামান্য বরাহ হইতে আমার কি ভয় উপস্থিত হইবে ? যিনি অত্যদ্ভুত বামনরূপ পরিগ্রহ করিয়া দৈত্যপতি বলি-রাজকে ছলনা করতঃ ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, আমি সেই মোহন-বামন-রূপধারী সর্ব্বভয়-বিনাশক আশ্রিত-পালক নারায়ণের আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছি, অতএব এই সামান্য কুষ্মাণ্ডাদি হ্রস্ব-বামন-কুব্জাকৃতি প্রেতগণ আমার কি করিতে পারে ? যিনি সাক্ষাৎ অমৃত,মৃত্যুর মৃত্যু এবং ভীষণের ও ভীষণস্বরূপ, আমি সেই চরাচরাধিষ্ঠাতা পরমপিতা হৃষীকেশের আশ্রয়-প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব মৃত্যুরূপধারী এই সমস্ত উৎপাত-পরম্পরা আমার কি করিতে পারে ? যিনি ব্রাহ্মণ্য ব্রহ্মা, ব্রহ্মজ্ঞানময় এবং সাক্ষাৎ ব্রাহ্ম প্রদান করেন,আমি সেই মোক্ষদাতা মুক্তিশ্বরের আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছি ; আমার আর ভয়ের বিষয় কি হইতে পারে ? যিনি সর্ব্ববিধ ভয়ের সমুৎ-পাদক, আমি সেই বিশ্বপিতার শরণ গ্রহণ করিয়াছি, অতএব সামান্য ভয় আমার কি করিতে পারে ? যিনি সর্ব্বভূতের সংহারক, সর্ব্বপাপবিনাশক ও সর্ব্ববিঘ্ননিরাশক, আমি সেই সৃষ্টিস্থিতিলয়-হেতু, মোক্ষসেতু, সত্য-সনাতনরূপী, পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণের শরণ-গ্রহণ করিয়াছি ; যিনি বায়ুরূপে সকলের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন, আমি সেই জগজ্জীবন জনার্দ্দনের শরণাগত হইয়াছি ; অতএব সামান্য ঝঞ্ঝাবাতে আমার কি করিতে পারে ? যিনি ষড়ঋতুরূপে জগৎকে রক্ষা করিতে ছেন, আমি সেই সর্ব্বসন্তাপবিনাশী অবিনাশী নারায়ণের

শরণ-গ্রহণ করিয়াছি, অতএব সামান্য শীত-গ্রীষ্মে আমার কি করিতে পারে? এই কালরূপী বালক সকল আমার নিকট সমাগত হইয়াছে; কিন্তু আমি ইহাদের আশ্রয়-স্বরূপ দেব-দেব বাসুদেবের শরণগ্রহণ করিয়াছি! অতএব ইহারা আমার কি অনিষ্ট সাধন করিবে? যিনি দেবতাগণের দেবতা, যিনি কারণের কারণ-স্বরূপ, যিনি নিষ্কেবল, যিনি জ্ঞানময়, যিনি পুরুষ-প্রধান, যিনি পরমাত্মা, যিনি বিশ্বচরাচরের অধিষ্ঠাতা, যিনি স্বয়ং সিদ্ধ ও সিদ্ধগণের পূজনীয় আমি সেই জগদ্ভাবন জনার্দ্দনের শরণ গ্রহণ করিলাম। সূত কহিলেন, হে দ্বিজ-সত্তমগণ! মহামতি সোমশর্ম্মা ভক্তিভারাবনতচিত্তে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভক্তি-সহকারে সেই ক্লেশ-নাশক কেশবের এই প্রকার ধ্যান ও স্তবাদিদ্বারা প্রতিদিন যাপন করিতে লাগিলেন।

দ্বিজোত্তম সোমশর্ম্মার এই প্রকার একান্ত ভক্তিযোগ সন্দর্শন করিয়া, ভগবান নারায়ণ তাঁহার প্রতি-সাতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন। এবং স্বয়ং তদন্তিকে আবির্ভূত হইয়া ভগ-ভক্ত সোমশর্ম্মাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাভাগ সোমশর্ম্মন্। তুমি ভার্য্যার সহিত অবহিত-চিত্তে আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি বাসুদেব, তোমার এই অনন্যসধারণী ভক্তি শ্রদ্ধাতিশয় সন্দর্শনে করিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। অতএব এক্ষণে তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

দ্বিজোত্তম সোমশর্ম্মা ভগবান বাসুদেব-কর্ত্তৃক এই প্রকারে অভিহিত হইয়া, নয়নোন্মীলন-পূর্ব্বক নবনীরদবরণাভ সর্ব্বা-ভরণভূষিত, সর্ব্বায়ুধসমন্বিত, মহোদয়, পুণ্ডরীকাক্ষ, পীতাম্বর দিব্যলক্ষণসংযুক্ত, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, সুরাসুরেশ্বর, বিধাতার বিধাতা, গরুড়ারূঢ়, বিপুল-যশোমহিমা-সম্পন্ন, দেবদ্বিজগুরু-রূপা-

...ত বাসুদেবকে সন্দর্শন করিয়া গললগ্নী-কৃতবাসে ভক্তি-...মপ্রপূরিত-হৃদয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। এবং ...পত্নীর সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে প্রিয়াসহবিরাজমান, সূর্য্যকোটী সমপ্রভ, ভক্তবৎসল, ভগবানের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ সোমসর্ম্মা কহিলেন, হে মাধব! তুমি জয়যুক্ত হও! হে জগতানন্দদায়ক যোগীশ-যোগেন্দ্র! তুমি জয় যুক্তহও! হে যজ্ঞময় যজ্ঞাঙ্গ! তুমি জয়-যুক্ত হও! হে শাশ্বত-সর্ব্বগ! তুমি জয়যুক্ত হও! হে সর্ব্বেশ্বর! হে অনন্ত হে যজ্ঞরূপ! তোমার জয়। তোমাকে নমস্কার করি হে জ্ঞানবিদাগ্রগণ্য জ্ঞাননায়ক! তোমায় জয়! হে পাপঘ্ন! হে পুণ্যেশ! হে পুণ্যপতে! তোমার জয়! হে সর্ব্বজ্ঞ হে সর্ব্বদ! তোমার জয়! হে পদ্মপলাশপত্রাক্ষ পদ্মনাভ! তোমাকে নমস্কার। তুমি জয়যুক্ত হও! হে গোবিন্দ গোপাল, তোমার জয়! হে জ্ঞানগম্য! তোমারে নমস্কার! তুমি সত্যময় ও অমলস্বরূপ! তোমার জয়! তুমি চক্রধর! তোমার জয়! তুমি অব্যক্তরূপ তোমার জয়! হে বিক্রম... ও বিক্রমনাশক! তোমার জয় হউক। তুমি বেদময়। তোমারে নমস্কার! তুমি উদ্যমনায়ক ও সকলের অভিলাষ পূরক! আমি তোমারে নমস্কার করি। তুমি স্বয়ং উদ্যমস্বরূপ, উদ্যমকর্ত্তা ও উদ্যত, অতএব তোমার জয়! হে উদ্যমজ্ঞ! তোমার জয় হউক! তুমি যুদ্ধোদ্যম, প্রবৃদ্ধ ও ধর্ম্মস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। হে উদ্যমা-ধারক! তোমারজয়। হে হিরণ্যরেতঃ! তোমারে নমস্কার! হে তেজঃস্বরূপ! তোমারে নমস্কার। তুমি অতিতেজঃ স্বরূপ! তোমারে নমস্কার। তুমি অতিতেজঃ-

স্বরূপ, সর্ব্বতেজোময় এবং দিব্যতেজঃ বিনাশ ও পাপতেজ হরণ করিয়া থাক, তোমারে নমস্কার। হে পরমাত্মন্! হে গোব্রাহ্মণ-হিতস্বরূপ! তোমারে নমস্কার! তুমি হব্য-কব্য বহন করিয়া থাক, তোমায় নমস্কার! তুমি স্বধা, তুমি স্বাহা ও তুমি যজ্ঞরূপে বিরাজ কর, তোমাকে নমস্কার। তুমি যোগাতীত, হৃষিকেশ, সর্ব্বক্লেশবিনাশন, পরাৎপর, বিশ্বাধার, কেশব, তেমারে নমস্কার! তুমি কৃপাময়, হর্ষময় ও সচ্চিদানন্দময়, তোমারে নমস্কার। রুদ্র তোমার পাদপদ্মের সেবা করেন, বিরিঞ্চি তোমার বন্দনা করেনএবং সুরাসুরগণ তোমার আজ্ঞা বহন করিয়া থাকেন তোমারে নমস্কার—নমস্কার। হে পরমাত্মন্! হে অমৃতাত্মন্! হে হব্যভোজী! হে সুরেশ্বর! তোমারে নমস্কার—নমস্কার! হে ক্ষীরসাগর-নিবাসিন্! হেলক্ষ্মীপতে! হে ওঁকার স্বরূপ! হে শুদ্ধ! হে অচল! তোমাকে বারম্বার নমস্কারকরি। তুমি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বজিৎ সর্ব্বব্যসন-বিনাশক, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তোমাকে নমস্কার। হে বরাহ-মহাকূর্ম্ম-বামন-নৃসিংহরূপধারিন্! তোমাকে নমস্কার। হেপ্রভো! তুমি রামরূপ ধারণ করিয়া ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়াছিলে তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞান স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার।হে রমাপতে! তোমাকে নমস্কার হে কৃষ্ণ! হে শুদ্ধ! হে ম্লেচ্ছ-নিঘাতন! তোমাকে নমস্কার॥ হে ব্যাসস্বরূপ! হে সর্ব্বময়! তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি।

মহামতি সোমশর্ম্মা একান্তচিত্তে দেবদেব জনার্দ্দনের এইপ্রকার স্তবানুকীর্ত্তন করিয়া ভক্তিভাবে পুনরায় কহিলেন, হে ত্রিলোকপতে! তুমি সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বময়। তোমার

হিমা অপার ও অনন্ত। হে পাবন! স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা কিম্বা লোক-সংহারক মহাকালরূপী বিরূপাক্ষও তোমর অপার মহিমার অন্ত অবগত নহেন। শাস্ত্রকারেরা তোমাকে সহস্র-দিক্ ও সহস্রশীর্ষ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। হে জগ-জ্জীবন! তুমি সর্ব্বগুণাতীত। কিন্তু আমি অল্পবুদ্ধি-বশতঃ তোমার সগুণ-স্তবানুকীর্ত্তন করিলাম। অতএব আমাকে মার্জ্জনা কর! আমি নির্গুণ ও হীনমতি, তোমার মাহাত্ম্য কিছুই অবগত নহি। অতএব আমাকে কৃপা কর। হে জগৎ-গুরো! হে ভক্তবৎসল! হে লোকেশ! আমি তোমার অনু-গত দাস। অতএব জন্ম জন্ম আমার প্রতি কৃপা বিতরণ কর।

একবিংশ অধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি তোমার এই দম, পুণ্য, সত্য, তপস্যা ও পরম পবিত্র স্তোত্রে নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর! তাহা দুর্লভ হইলেও আমি তোমাকে প্রদান করিব।

সোমশর্ম্মা কহিলেন, হে ভগবন্! আমার প্রতি যদি একান্তই দয়াবান হইয়া থাক, তাহা হইলে প্রসন্নচিত্তে প্রথ-মতঃ আমাকে এই বর প্রদান কর যে, জন্ম জন্ম যেন তোমার প্রতি আমার অচলাভক্তি থাকে। পরিণামে আমি যেন অচল মোক্ষ পদপ্রাপ্ত হইয়া নিত্য-সত্য-সুখের অধিকারী হইতে পারি। এবং স্ববংশতারক, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদ, দাতা, তপস্তেজ-সমন্বিত, দেবদ্বিজলোক-পালক, পূজক, দেবমিত্র, পুত্রভাব

বিশিষ্ট, পরমসচ্চরিত্র, জ্ঞান-পণ্ডিত পুত্ররত্ন লাভ করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে সক্ষম হই। আর পরিশেষে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আমার এই সুমহান্ দারিদ্র্য-দুঃখ অপহরণ কর।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহাই হইবে। তাহাতে কোন মাত্র সন্দেহ নাই, তুমি আমার বরে সর্ব্বসদ্গুণ-বিশিষ্ট জ্ঞান-বরিষ্ঠ বিশিষ্ট পুত্ররত্ন লাভ করিয়া যাবজ্জীবন পরম সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করতঃ চরমে পরম পদলাভ করিতে সক্ষম হইবে। তুমি কোনকালে কোনলোকে দুঃখের লেশমাত্র প্রাপ্ত হইবে না। অধিকন্তু তুমি দাতা, ভোক্তা, গুণগ্রাহী এবং সর্ব্ব প্রকার সুখ ভাগী হইবে। এবং জীবনে উৎকৃষ্ট ভোগ-সুখ সম্ভোগ করিয়া পরিশেষে সুতীর্থ-স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে।

সুত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! ভগবান্ হৃষীকেশ দ্বিজসত্তম সোমশর্ম্মাকে এই প্রকার বর প্রদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্ধান হইলেন।

অনন্তর দ্বিজবর সোমশর্ম্মা প্রিয়তমা পত্নীর সমভিব্যাহারে পরম পবিত্র অমর-কণ্টক নামক সুতীর্থে আত্মবন্ধ পুরঃসর পূর্ব্বের ন্যায় দান ও পুণ্যাদির অনুষ্ঠান-সহকারে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুতর কাল অতীত হইলে একদা পরম পবিত্র কৈলাস-সঙ্গমে স্নানানন্তর যেমন বিনির্গত হইলেন, অমনি পুরোভাগে নানাভরণ-শোভাঙ্গ, বহুলক্ষণসংযুক্ত, দিব্য, শুভদ এক শ্বেতকুঞ্জর অবোলকন করিলেন। ঐ হস্তীর কুম্ভস্থান সিন্দুর ও কুঙ্কুমে বিচিত্রিত, নীলোৎপলে অলঙ্কৃত, এবং পতাকাদি-পরিশোভিত।

তাহার উপরি দিব্যলক্ষণসম্পন্ন, দিব্যাভরণ-ভূষিত এক দিব্য পুরুষ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সোমশর্ম্মা অকস্মাৎ সেই কুঞ্জরারূঢ় দিব্য পুরুষকে সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এবং ভাবিতে লাগিলেন এই মহাপুরুষ কে? এবং কিনিমিত্তই বা মদীয় গৃহাভিমুখে গমন করিতেছেন? তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, সেই মহাপুরুষ তাঁহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন দ্বিজসত্তম সোমশর্ম্মা নিরতিশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া দ্রুতপদ-সঞ্চারে স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু গৃহে গমন করিয়া আর সেই দিব্য পুরুষকে দেখিতে পাইলেন না। কেবল দেখিলেন যে, তাঁহার প্রাঙ্গণ-ভূমির চতুর্দ্দিকে দিব্যগন্ধী দিব্য-কুসুম সমস্ত ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, পরম-সুগন্ধি, পবিত্র কুসুম-সৌরভে চতুর্দ্দিক বিমোহিত হইয়াছে। এবং প্রাঙ্গণভূমি দূর্ব্বাক্ষত-সমন্বিত হইয়া পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে তিনি এই সমস্ত সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে ইহার কারণ অনুধাবন করিতে লাগিলেন। সূত কহিলেন, মহামতি সোমশর্ম্মা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সুমুখী সুমনা তদীয় সম্মুখ-বর্ত্তিনী হইলেন। দ্বিজোত্তম সোমশর্ম্মা দেখিলেন যে, সুমনার আর সে দারিদ্র্যদুঃখপীড়ন-সমাগত মলিনিমা নাই। তিনি এক্ষণে দিব্য-বাদন-সম্পদা ও দিব্যালঙ্কারে পরিভূষিতা হইয়া দিব্যাঙ্গনার ন্যায় দিব্য শোভা ধারণ করিয়াছেন। তদ্দর্শনে সোমশর্ম্মা কহিলেন, অয়ি সুভগে! তোমাকে এইসমস্ত দিব্য-রত্নাভরণ ও শৃঙ্গাররূপ সৌভাগ্য ও মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কারাদি কে প্রদান করিল? হে ভদ্রে! তাহা তুমি আমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন কর।

দ্বিজোত্তম সোমশর্ম্মা স্বীয় ভার্য্যাকে এইরূপে সাদর-সম্ভাষণ করিয়া বিনিবৃত্ত হইলে পতিব্রতা সুমনা কহিলেন, হে কান্ত! আমি দ্যোপান্ত: ায় কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। আপনি কৈলাস-সঙ্গমে স্নানার্থে গমন করিলে, দিব্যাভর া-ভূষিত, দিব্য-গন্ধ-সমন্বিত এক দিব্য পুরুষ গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত এবং দেবতা ও চারণগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়-মান হইয়া অস্মৎসদনে সহসা সমাগত হইলেন। তিনি যে কে এবং কোথা হইতে আগমন করিলেন, তাহা আমি কিছুমাত্র স্থির করিতে পারিলাম না। অপরূপ-রূপ-লাবণ্য সম্পন্না, শৃঙ্গার-সৌভাগ্য-সংযুক্তা সর্ব্বাভরণ-শোভাঢ্যা পূর্ণ-মনোহরা দিব্যা-ঙ্গনাগণ সেই মহাপুরুষের সহিত আগমন করিয়াছিলেন। এবং তাঁহারা সকলে আমাকে সুপবিত্র আসনে উপবেশন করাইয়া সর্ব্বশোভা-সমন্বিত মহার্হ-রত্ন-পূরিত চতুষ্ক এবং এই দিব্য-রত্না-ভরণাদি প্রদান করিলেন। এবং বেদ-মঙ্গল-মন্ত্রসহ পরম পবিত্র শাস্ত্র-গান-পুরঃসর আমাকে এই প্রকারে অভিষিক্ত করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহারা অন্তর্হিত হইলেন। সেই সময় তাঁহারা আমাকে এই নির্দ্দেশ করিয়া গেলেন যে, ভদ্রে! আমরা সর্ব্বদাই তোমার গৃহে অবস্থান করিব। তুমি স্বামীর সহিত সর্ব্বদা শুচি হইয়া কালযাপন করিবে। এই বলিয়া তাঁহারা প্রস্থান করিলেন।

মহামতি সোমশর্ম্মা পত্নীর এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ইহা কি দেব-নির্ম্মিত? মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা ও বিচার করিয়া পুনরায় স্বীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও ব্রহ্মকর্ম্মে চিত্তকে নিয়োজিত করিলেন। ক্রমে কাল-সহকারে তদীয় সংসর্গে ব্রত-শালিনী মহাভাগা সুমনা গর্ভ-

বতী হইলেন। গর্ভোদয়ে তাঁহার শোভা-সমৃদ্ধি নিরতিশয় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অনন্তর পতিব্রতা সুমনা যথাসময়ে পরম-দীপ্তি-সংযুক্ত, তেজোজ্জ্বালা-সমন্বিত, দেব-সন্নিভ এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। সেই পুত্রের জন্মকালে অন্তরীক্ষে দেব-দুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল, দেবতাগণ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন, গন্ধর্ব্বগণ সুললিত-স্বরে গান করিতে লাগিল, এবং অপ্সরগণ হর্ষ-ভরে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। নিখিল বিশ্বচরাচর আনন্দোৎসবে উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা বৃন্দারক-বৃন্দ-সমভিব্যাহারে বিপ্রেন্দ্র-সদনে সমুপস্থিত হইয়া তদীয় পুত্রের "সুব্রত" এই নাম প্রদান করিলেন। এবং দ্বিজোত্তম সোমশর্ম্মার পুত্রজন্ম-মহোৎসব সমাধান করিয়া স্ব-স্থানে প্রস্থান করিলেন।

দেবতাগণের প্রস্থানের পর দ্বিজসত্তম সোমশর্ম্মা স্বীয় পুত্রের জাতকর্ম্মাদি কর্ম্মনিচয় যথাবিধানে সম্পাদন করিলেন। দেব-কল্প সুব্রত পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলে, মহামতি সোমশর্ম্মার গৃহ ধনধান্য-সমাকুল এবং মহালক্ষ্মীর আবাস-ভূমি হইয়া উঠিল। ধনপতি কুবেরের অলকাপুরী যে প্রকার ধন-সমুচ্চয়ের সমবায়ে সর্ব্বদা সুশোভমান, দ্বিজশ্রেষ্ঠ সোমশর্ম্মার ভবনও সেই প্রকার শোভা-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া পরিরাজিত হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি প্রভূত হস্ত্যশ্ব-গো-মহিষাদি ও রত্ন-কাঞ্চনের অধিপতি হইলেন। এক্ষণে তিনি কেবল একান্ত-চিত্তে দান-পুণ্যাদি ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিবিষ্ট-মনা হইয়া তীর্থযাত্রায় গমন করিলেন। এবং সেই জ্ঞান-পুণ্য-সমন্বিত পরম মেধাবী দ্বিজসত্তম অন্যান্য দান ও পুণ্য-কর্ম্ম সমুদায়

সম্পাদন করিয়া একান্ত-চিত্তে কেবল ধর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

যাহা হউক, তিনি শাস্ত্রোক্ত-বিধানে পুত্রের জাত-কর্ম্ম সমাধা করিয়া পরম হর্ষাবিষ্ট হইয়া, তদীয় বিবাহ-কৃত্য সমাধান করিলেন। কালসহকারে সেই পুত্রের পুত্র-পরম্পরা সমুৎপন্ন হইল। তাহারা সকলেই গুণবান্, সকলেই রূপবান্ সকলেই সুলক্ষণ-সম্পন্ন, সকলেই সত্য ধর্ম্ম ও তপস্যা বিশিষ্ট এবং সকলেই দান-ধর্ম্ম-পরায়ণ। তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মা সোমশর্ম্মা দেবগণ-ভূষিত অমররাজ অপেক্ষাও অধিক শোভমান হইলেন। মহাভাগ সোমশর্ম্মা তাহাদের সহবাসে সাতিশয় আমোদিত ও পরম সন্তুষ্ট হইয়া, সকলের উদ্দেশে বিবিধ পুণ্য-কৃত্য সম্পাদন করিলেন। তাঁহাদের সুখ-সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর উপচীয়মান হইতে লাগিল। তিনি জরারোগ-বিবর্জ্জিত হইয়া পঞ্চবিংশতি-দেশীয় যুবার ন্যায় সর্ব্বথা সুস্থ ও সচ্ছন্দকায় হইলেন। পতিব্রতাদি-পুণ্য-পরম্পরায় সেই বিশালাক্ষী সুমনারও অতিমাত্র ভাতি সমাগত হইল। যৌবন-সম্পত্তির পুনরাগমে তিনি ষোড়শী ললনার ন্যায় পতিগৃহ আলোকিত করিলেন। এইরূপে মহাভাগ মহাত্মা চারুসঙ্গম ব্রাহ্মণদম্পতী যার পর নাই আহ্লাদিত ও মহোদয়-বিশিষ্ট হইয়া, নিরতিশয় সুখ-সম্ভোগে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

সূত কহিলেন, হে দ্বিজসত্তমগণ! আপনারা সোমশর্ম্মা ও সুমনার পুণ্যাচার-সমন্বিত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। অতঃপর মহাত্মা সুব্রতের মহীয়সী তপশ্চর্য্যের বিষয় যথাযথ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহাভাগ পরাশরাত্মজ! পুণ্যাত্মা সুব্রতের তপশ্চর্য্যা-সমন্বিত পরম পবিত্র আখ্যান শ্রবণ কর। পরম মেধাবী সুব্রত বাল্যকাল হইতেই বিষ্ণুভক্ত হইয়াছিলেন। সেই পুরুষোত্তম গর্ভাবস্থাতেই জগদ্গুরু জনার্দ্দনের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত-কর্ম্ম-ফলানুসারে তিনি সর্ব্বদা বাসুদেবের প্রতি তদ্গত চিত্ত হইয়া কালাতিপাত করিতেন। গানে, ধ্যানে ও প্রবচনে একমাত্র শঙ্খচক্রধর হৃষীকেশের গুণগ্রাম কীর্ত্তনে নিরত থাকিতেন। সেই দ্বিজসত্তম মহামতি সুব্রত সর্ব্বথা শ্রীহরির ধ্যানধারণায় নিবিষ্টমনা হইয়া সমবয়স্ক বালকবৃন্দের সহিত পূর্ণানন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেন। এবং শ্রীহরির নামে সেই সমস্ত বালকগণের নাম রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যশীল পুণ্যাত্মা সুব্রত ক্রীড়ার সময় উপস্থিত হইলে, মিত্রদিগকে দেবদেব বাসুদেবের নামে আহ্বান করিতেন। তিনি কাহাকে কহিতেন, হে মাধব! আইস। কাহাকে বলিতেন, হে চক্রধৃক্! আইস। হে কেশব! আইস! হে মধুসূদন! চল, আমরা উভয়ে বনমধ্যে গমন করি। হে পুরুষোত্তম, আইস আমরা সকলে একত্রে ক্রীড়া করি। এইরূপে তিনি সকলকেই দেবাদিদেব হরির নামে আহ্বান করিয়া ক্রীড়ন, উৎপতন, হাস্য, শয়ন, গমন, যান, আসন, ধ্যান, মনন ও কথন প্রভৃতি সকল বিষয়েই জগন্নাথ জনার্দ্দনের দর্শন ও নাম কীর্ত্তন করিতেন।

তৃণে কাষ্ঠে পাষাণে শুষ্ক ও আর্দ্র প্রভৃতি সকল স্থলেই পদ্ম-পত্রাক্ষ গোবিন্দের দর্শন প্রাপ্ত হইতেন। সুমনা-সুত পুণ্যব্রত মহামহতি সুব্রত জলে স্থলে পাষাণে এবং সর্ব্বজীবে সর্ব্বদাই সেই ভগবান বাসুদেবর নৃসিংহরূপ দর্শন করিতেন। তিনি বাল্য-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া দিন দিন এই প্রকার অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এবং সর্ব্বদা তাল-লয়-পরিশুদ্ধ সুস্বর-সমন্বিত মূর্চ্ছনা ও মধুরাক্ষর সম্পন্ন মনোহর গীতাদি-দ্বারা সেই জগদ্ভাবন জনার্দ্দনের গুণগরিমা গান করিতেন।

সুব্রত কহিতেন, বেদবিদ্‌গণ সর্ব্বতোভাবে যে মুরারির ধ্যান করিয়া থাকেন, যাঁহার অঙ্গ-মধ্যে এই নিখিল বিশ্বচরাচর নিহিত রহিয়াছে, আমি সেই যোগেশ্বর সর্ব্বপাপ-বিনাশন মধুসূদনের শরণ গ্রহণ করি। যিনি সর্ব্বদা সকল লোকে বর্ত্ত-মান রহিয়াছেন, আমি সেই নিখিল গুণ-নিদান সর্ব্বদোষ-বিব-র্জ্জিত পরম-পুরুষ পরমেশ্বরের পরম পবিত্র পাদপদ্মে প্রণাম করি। বেদান্ত-শুদ্ধমতি সাধুগণ যাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আমি সেই অশেষ গুণ-বিধান, সংসার-সাগর-পারকারী নিখিল-বিশ্বকারণ নারায়ণের শরণ গ্রহণ করি। যিনি যোগেন্দ্র-গণের মানস-সরোবরের রাজহংসস্বরূপ, আমি সেই শুদ্ধ-স্বরূপ অক্ষয় অবিনাশী জগদ্গুরু জনার্দ্দনের সুবিমল পদারবিন্দ বন্দনা করি। হে মুররিপো! এই দীনজনের রক্ষা বিধান কর। আমি করতালমান-সহকারে সুমধুর গীতচ্ছন্দে সেই শুদ্ধবেদ-সমন্বিত লোকগুরু সুরেশ্বরের মহিমাগুণ গান করি। যিনি শ্রীর সহিত একাঙ্গীভূত হইয়াছেন, যিনি অবিনশ্বর, যিনি ত্রিভু-বনের দেবতা-স্বরূপ, যিনি দুঃখ-রূপ দারুণ অন্ধকার দমনের নিমিত্ত নিয়ত চন্দ্ররূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, আমি অন্য

বাসনা মন হইতে দূরীভূত করিয়া একমাত্র কেবল সেই অখিল-স্বরূপ, মহিমার্ণব, সম্পূর্ণ, অমৃতকলাবিতানরূপী দেবদেবের গীতি-কৌশল অভ্যাস করি। যিনি পরমার্থ-দৃষ্টি-দ্বারা সর্ব্বদা এই বিশ্ব-সংসারকে দর্শন করিতেছেন, পাপমতি দুরাত্মাগণ যাঁহাকে কখন দর্শন করিতে পারে না, আমি সেই বিশ্বপাতা বাসুদেবেরর শরণ গ্রহণ করি। বিষ্ণু-ধ্যান-পরায়ণ সুমনাত্মজ সুব্রত এই প্রকার করতল-বাদ্য-সহকৃত-তাল-মান-লয়-সহকারে হরিগুণগান করিয়া বালকগণের সহিত সরলভাবে সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেন।

একদা চারুলক্ষণসম্পন্ন মহাভাগ সুব্রত ক্রীড়াবসানে আবাসে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, তদীয় জননী পুণ্যবতী সুমনা কহিলেন, বৎস! ক্ষুধায় কাতর হইয়াছ, অতএব এক্ষণে কিঞ্চিৎ ভোজন কর। আহারান্তে পুনর্ব্বার ক্রীড়া করিতে যাইও।

স্নেহময়ী জননীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাপ্রজ্ঞ সুব্রত সবিনয়-বচনে জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভগবতি! আমি হরিধ্যানরসামৃতপানে পরম তৃপ্তি-লাভ করিয়াছি। এবং সর্ব্বদাই ভোজনাসন-সমারূঢ় হইয়া মিষ্ট অন্ন-দর্শন করিয়া থাকি। ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং এই অন্ন-স্বরূপ। মদীয় আত্মা সেই অন্ন আশ্রয় করিয়াছে। অতএব সেই অন্নরূপী ভগবান্ নারায়ণই এই অন্নে পরিতৃপ্তি লাভ করুন। সেই ক্ষীরসমুদ্র-নিবাসী পরমাত্মা কেশবই এই পবিত্রোদকে ও এই তাম্বুল, চন্দন, এবং এই মনোহরগন্ধ-পুষ্পাদি-দ্বারা সর্ব্বথা পরিতৃপ্ত হউন। কারণ,সেই বিশ্বাত্মা বাসুদেব পরিতৃপ্ত হইলেই আমার পরিতৃপ্তি সাধন হইবে। মহামতি সুব্রত শয্যায় গমন করিয়াও একান্তচিত্তে কেবল সেই যোগনিদ্রাপরতন্ত্র [illegible]সেবিত জনার্দ্দনের ধ্যান করিতেন। ফলতঃ, তিনি শয়ন,

অশন, উপবেশন, আচ্ছাদন প্রভৃতি সমুদায় পদার্থই সেই পরব্রহ্ম পরাৎপর নারায়ণকে সমর্পণ করিয়া, সকল বিষয়ে তাঁহারই ধ্যান-ধারণায় নিযুক্ত থাকিতেন।

ক্রমে সেই ভগবদ্ভক্ত সুব্রতের বাল্যকাল অতীত হইয়া যৌবন কাল সমাগত হইল। তখন তিনি সমুদায় ভোগ-বাসনা পরিহার করতঃ একমাত্র ভগবান কেশবের ধ্যানসংযুক্ত হইয়া পরমার্থ লাভকামনায় পর্ব্বতোত্তম বৈদূর্য্যে গমন করিলেন। তথায় নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ তটে দেবদেব রুদ্রদেবের পাপনাশন পরম পবিত্র লিঙ্গ বিরাজমান আছে। তিনি সিদ্ধেশ্বর, মহেশ্বর ও ওঙ্কারবেদ্য পরম ব্রাহ্মণ। মহাত্মা সুব্রত সেই দেবাদিদেব সিদ্ধেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ-পূর্ব্বক তপশ্চর্য্যায় মনোনিবেশ করিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন, হে প্রজেশ্বর! আমি সম্প্রতি আপনাকে এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে তাহার উত্তর-প্রদান করুন। আপনি বলিয়াছেন যে, মহাত্মা সুব্রত পূর্ব্বজন্মাচরিত পুণ্যবলে সত্যরূপ অনাময় নারায়ণের ধ্যান-পরায়ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্বজন্মে এমন কি মহাপুণ্য সমাচরণ করিয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা হরিভক্তি-পরায়ণ হইয়াছিলেন, আপনি তাহা আমার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।

স্তব করিলে, ভগবন্ হৃষীকেশ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি তোমার প্রতি পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। অতএব তুমি তোমার অভিলষিত বর গ্রহণ কর।

সুব্রত কহিলেন, হে প্রভো! আপনি যদি অধীনের প্রতি একান্তই প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অনু-কম্পা পুরঃসর আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যেন আমার জনকজননীর সহিত সশরীরে শাশ্বত-বৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করিতে পারি।

নারায়ণ কহিলেন, হে সত্যব্রত সুব্রত! তোমার এই অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে। তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মা কহিলেন, পুণ্যব্রত সুব্রতকে এই প্রকার বর দান করিয়া লোকভাবন জনার্দ্দন অন্তরীক্ষে অন্তর্হিত হই-লেন। এবং মহামনা সুব্রত ও স্বীয় জনকজননীর সহিত তাঁহার সমভিব্যাহারে পরম দুর্ল্লভ বৈষ্ণবলোকে প্রস্থান করিলেন। মহামনা সুব্রত বিষ্ণুর প্রসাদে কল্পদ্বয় যাবৎ দিব্যলোক ও দিব্য ভোগ-পরম্পরা সম্ভোগ করিয়া দেব-গণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় কশ্যপ গৃহে সেই ভগবন্ চক্রীর আদেশানুসারে অবতীর্ণ হইলেন। তিনিই মহাত্মা বাসুদেবের প্রসাদে বসুদত্ত নামে বিখ্যাত ও সর্ব্বদেব-নমস্কৃত হইয়া, ঐন্দ্রপদ সম্ভোগ করিতেছেন। এবং তিনিই স্বর্গের ইন্দ্র হইয়া, দেবরাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। আমি তোমার নিকট এই সমুদায় সৃষ্টিসম্বন্ধের কারণ বর্ণন করিলাম। এখন যদি অভিলাষ হয়, অন্যান্য বিষয় কীর্ত্তন করিব।

ব্যাসদেব কহিলেন, রুক্মভূষণ পুত্র মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মবৎসল

মহাবল ধর্ম্মাঙ্গদ সত্যযুগের আদিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ইন্দ্র পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু হে দেবর্ষে! তবে পৃথিবীতে অন্য রুক্মাঙ্গদ ও অন্য ধর্ম্মাঙ্গদ রাজার বর্ণনা কি জন্য শুনিতে পাওয়া যায়? আপনি যে ধর্ম্মাঙ্গদের বিষয় বর্ণনা করিলেন, ইনিই কি আবহমান-কাল লোকশাসন ইন্দ্রপদ লাভ করিয়া আসিতেছেন? হে তাত! আমার এই সম্বন্ধে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমার এই দারুণ সংশয় নিরাশ করিয়া আমার কৌতুহল চরিতার্থ করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! যাহাতে তোমার সকল সংশয় ছিন্ন হইতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি! ঈশ্বরের লীলা সৃষ্টি-বিষয়ে বর্ত্তমান। যেরূপে বার, পক্ষ, মাস, ঋতু, ও বৎসর সকল পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে, সেইরূপ যুগ সকলও পুনরায় সমাগত হয়। এবং যুগের অবসানে কল্প প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মহাপ্রাজ্ঞ! তৎকালে আমি ভগবান্ জনার্দ্দনে লীন হই এবং যাবতীয় চরাচর আমাতে সমাবিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে। যোগাত্মা বিষ্ণু কল্পের অবসানে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় সমুদায় সৃষ্টি করেন। তাহাতে আমি পুনরায় সমুৎপন্ন হই, এবং বেদ, দেবতা ও নরপতিগণ সকলেই স্বচারিত্রসম্পন্ন হইয়া পুনরায় প্রাদুর্ভূত হয়েন। বিদ্বান্ পুরুষ এ বিষয়ে কখনই মুগ্ধ বা সন্দিগ্ধ নহেন। মহাভাগ রুক্মাঙ্গদ ও খ্যাতিমান্ ধর্ম্মাঙ্গদ পূর্ব্বকল্পে যেরূপ জন্মগ্রহণ করেন, পর-কল্পেও সেইরূপ প্রাদুর্ভূত হয়েন। মহাপ্রাজ্ঞ! রাম ও যযাতি-প্রমুখ নরপতিগণ এবং মন্বাদি মহাত্মাবর্গ সকলেরই ঐরূপ আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া

থাকে। বীর ধর্ম্মাঙ্গদ যেরূপ মহৎ পদ প্রাপ্ত হয়েন; সেই রূপ ধর্ম্মতৎপর সকল রাজাই ঐন্দ্রপদ ভোগ করিয়া থাকেন। এইরূপ, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও অমরগণ কালে কালে প্রাদুর্ভূত হয়েন। মহাভাগ! এক্ষণে তোমার সমক্ষে আর কি বলিব, নির্দ্দেশ কর।

শ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! তুমি যে এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে, ইহা অতিশয় বিচিত্র ও পবিত্র। হে সূতনন্দন! পূর্ব্বে যেরূপে সৃষ্ঠি হইয়াছিল, এক্ষণে সেই সৃষ্টি-সম্বন্ধে সবিস্তর কীর্ত্তন কর।

সূত কহিলেন, আমি বিস্তার-পূর্ব্বক সৃষ্টি-সম্বন্ধীয় কারণ কীর্ত্তন করিব। উহা শ্রবণ করিলে মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়। হিরণ্যকশিপু ভুবনত্রয়-পরিব্যাপ্ত তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে আরাধিত করিয়া, সেই মহাভাগ দেবতা হইতে সুদুর্ল্লভ বর ও অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে বর লাভ করিয়া, স্বয়ং প্রভুত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল। তাহাতে দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, বেদপারগ ঋষিগণ, কিন্নরগণ ও যক্ষগণ ব্রহ্মাকে পুরস্কৃত করিয়া, সর্ব্ব-প্রভু নারায়ণ-সমীপে গমন করিলেন। তথায় সমাগত হইয়া, দেবগণ সেই ক্ষীরসাগর-সংসুপ্ত

যোগনিদ্রাগত নারায়ণকে মহাস্তোত্রে প্রবোধিত করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হইলেন এবং তিনি জাগরিত হইলে, দুরাত্মা হিরণ্যকশিপুর বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। জগৎপতি জনার্দ্দন শ্রবণ করিয়া, নৃসিংহ-বিগ্রহ পরিগ্রহপূর্ব্বক বল ও বাহন সহিত তাহাকে নিহত করিলেন। এবং পুনরায় বরাহরূপ ধারণ করিয়া, মহাবল হিরণ্যাক্ষ ও অন্যান্য ঘোর-দর্শন দানবদিগকে সংহার এবং পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করিলেন। এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত বহুসংখ্যক দৈত্য ও দানবদল বিনষ্ট হইলে, দেবগণ পুনরায় স্ব স্ব স্থান প্রাপ্ত হইলে, যজ্ঞ সমুদয় পূর্ব্বের ন্যায় প্রবৃত্ত হইলে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল পুনরায় সমারব্ধ হইলে এবং লোক সকল সমস্ত হইলে, দিতি দুঃখ-পীড়িত ও পুত্রশোকে সন্তপ্ত এবং হাহাভূত ও বিচেতন হইয়া, তপস্তেজঃসমন্বিত, মহাত্মা মহামতি, তপোনিরত, সূর্য্যসঙ্কাশ, বিপ্রগণাগ্রগণ্য, স্বামী কশ্যপকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! দেবদেব চক্রী আমাকে নষ্টপুত্রা করিয়াছেন। সমুদায় দৈত্য ও দানব তদীয় হস্তে বিনিপাতিত হইয়াছে। অতএব আমাকে আনন্দ-জনক, সর্ব্বতেজোময়, মহাবল, চারু, সর্ব্বাঙ্গ, সর্ব্বপণ্ডিত, বুদ্ধিমান, দাতা, তপস্তেজঃ-সমন্বিত, সুন্দর, সুলক্ষণ, ব্রহ্মপরায়ণ, জ্ঞান বেত্তা, দেবব্রাহ্মণ-পূজক, সর্ব্বলোকজয়ী, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন পুত্র প্রদান করিতে হইবে।

দ্বিজোত্তম কশ্যপ শোক-সন্তপ্তা দিতির এই প্রকার উত্তম বাক্য শ্রবণ করিয়া, তুষ্ট ও কৃপাবিষ্ট হইলেন। এবং সেই কৃপণা দীনমানসা দিতির মস্তকে হস্ত ন্যস্ত করিয়া, ভাব-তৎপর বাক্যে কহিলেন, মহাভাগে! তোমার অভি-

ন্বিত পুত্র সমুৎপন্ন হইবে। এই বলিয়া সহস্রাংশু-সমদ্যুতি মহাভাগ কশ্যপ গিরিবরোত্তম মেরু পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় নিরালম্ব হইয়া, তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞা চারুকর্ম্মা যশস্বিনী দিতি উৎকৃষ্ট গর্ভ ধারণ করিলেন। তিনি সহস্র-বৎসর সেই গর্ভ ধারণ করিয়া সাতিশয় শোভমান হইলেন। অনন্তর কাল পূর্ণ হইলে, ব্রহ্মতেজঃসমন্বিত পুত্র প্রসব করিলেন। সাধুসত্তম কশ্যপ এই বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক পরম হর্ষান্বিত হইয়া তথায় সমাগত হইলেন এবং পুত্রের নামকরণ করিলেন। তিনি তাঁহার নাম বল রাখিয়া দিলেন। পুত্র ও নামের অনুরূপ মহাবল বিশিষ্ট হইয়া উঠিলেন। দ্বিজ কশ্যপ পুত্রের এই রূপ নামকরণান্তর ব্রতবন্ধ-বিধান-পূর্ব্বক কহিলেন, মদীয় মহাভাগ পুত্র! ব্রহ্মচর্য্য সাধন কর। পুত্র কহিলেন, দ্বিজোত্তম! আপনি যে রূপ নির্দ্দেশ করিতেছন, তাহাই করিব। আমি বেদ অধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিব। এই বলিয়া তিনি শত বৎসর তপশ্চরণে অতিবাহন পূর্ব্বক তপস্তেজঃসমন্বিত হইয়া, জননীর সমক্ষে সমাগত হইলেন। পতিব্রতা দিতি মহাত্মা পুত্রের তপস্তেজোময় দিব্য ব্রহ্মচর্য্য পরিদর্শনপূর্ব্বক পরম প্রীতিমতী হইয়া, সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিশারদ মহাপ্রাজ্ঞ মেধাবী তপস্বী পুত্র বলকে কহিলেন, বৎস! তুমি যখন জীবিত, তখন আমার হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি যে সকল পুত্র চক্রপাণির হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে, তাহারা সকলেই জীবিত হইয়াছে। এক্ষণে বৈরসাধন ও চিরশত্রু দেবগণকে সংগ্রাম নিধন কর।

ঐ সময়ে জননী দনু সেই মহাবল পুত্রকে কহিলেন, বৎস প্রথমে দেবরাজ ইন্দ্রকে সংহার কর, পরে দেবতা-দিগকে ও গরুড়বাহন নারায়ণকে বিনিপাতিত করিও।

পতিদেবতা অদিতি তাঁহাদের বাক্য আকর্ণন করিয়া, নিরতিশয় দুঃখিত হওত, দেবরাজ ইন্দ্রকে কহিলেন, মহাকায় দিতি-পুত্র ব্রহ্মতেজঃ-প্রভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ঐ মহাবল, দেবগণের সংহার জন্য নিরঞ্জন তপশ্চরণ করিয়াছে। দেবরাজ! যদি ক্ষেমলাভ অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে এই প্রকার অবধারণ কর।

পাকশাসন ইন্দ্র জননীর এইরূপ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, দুঃখবশতঃ অতিমাত্র চিন্তান্বিত হইলেন। এবং মহাভয়ে ভীত হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, বেদশর্ম্ম-বিদূষণ মহাবল বলকে এইরূপে সংহার করিতে হইবে। এইরূপে বলসংহারের উপায় অবধারণ পূর্ব্বক বিষণ্ণ-হৃদয়ে সর্ব্বদা তাহার ছিদ্র অন্বেষণে প্রবৃত্ত রহিলেন। একদা মহাবল বল সন্ধ্যাবন্দনা-সমাধান জন্য সিন্ধু-আশ্রয় করিলেন। তিনি দিব্য কৃষ্ণাজিন, দণ্ডকাষ্ঠ, পবিত্র আসন ও ব্রহ্মচর্য্যে বিরাজমান হইয়া, সাগরের উপকণ্ঠে সন্ধ্যাসন বিস্তারণ পূর্ব্বক যুগান্ত জপ করিতে লাগিলেন। পাকশাসন ইন্দ্র তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, দিব্য বজ্র-প্রয়োগ-পূর্ব্বক গুরুতর আঘাত করিলেন। এবং তাহাতে দিতিনন্দন বল গত-সত্ত্ব ও বিনিপাতিত হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিলে, নিরতিশয় হর্ষে আমোদিত হইয়া উঠিলেন। পাকশাসন ইন্দ্র এইরূপে দিতিনন্দন বলকে সংহার-পূর্ব্বক পরম সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সূত কহিলেন, পতিব্রতা দিতি মহাবল বলের সংহার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, হাহাকার করুণস্বরে হায় আমার অতি-মাত্র কষ্ট উপস্থিত হইল বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তপস্বিনী দিতি বহুক্ষণ এই প্রকার সকরুণ বিলাপ করিয়া, পতি কশ্যপের সকাশে সমাগত হইয়া কহিলেন, দ্বিজ! শ্রবণ করুন। মদীয় ব্রহ্মলক্ষণসম্পন্ন মহাবল পুত্র বল সাগরতীরে সন্ধ্যাবন্দনায় সমাসীন ছিলেন, ভবদীয় পুত্র পাপাত্মা দেবরাজ বজ্র-দ্বারায় তাঁহার সংহার করিয়াছে। কশ্যপ শ্রবণমাত্র অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হইলেন এবং ক্রোধ-ভরে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর কোপ-সহকারে এক গাছি জটা ছিন্ন করিয়া, অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন, এবং কহিলেন, এই জটা ইন্দ্র-বিনাশী পুত্রের উৎপাদন করুক। তাহাতে সেই কুণ্ডময় হুতাশন-মুখ হইতে তৎ-ক্ষণাৎ কৃষ্ণাঞ্জনচয়সন্নিভ, পিঙ্গাক্ষ, ভীষণাকৃতি, দংষ্ট্রাকরাল-বদন, জগদ্-বিত্রাসক, মহাতেজা, ভৈরবমূর্ত্তি, খড়্গচর্ম্মধর এক মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইল। মহামেঘোপম মহাবল তেজঃপ্রদীপ্ত পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়া কহিল, আদেশ করুন, কি জন্য আমাকে সৃষ্টি করিলেন। সুব্রত! আমি আপনার প্রসাদে তাহা সম্পাদন করিব।

কশ্যপ কহিলেন, পুত্র! তোমাকে আমার ও দিতির মনোরথ পূরণ করিতে হইবে। মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি এই

দিতির শত্রু দুরাত্মা ইন্দ্রকে সংহার করিয়া নির্ব্বিবাদে ইন্দ্রপদ ভোগ কর।

মহাত্মা কশ্যপ এই প্রকার আদেশ করিলে, পৌরুষবান্ বৃত্র ইন্দ্রের সংহার জন্য সমুদ্যত হইয়া, ধনুর্ব্বেদ অভ্যাস করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রের বলবীর্য্য ও বিদ্যাসমন্বিত উগ্রতেজ অবলোকন করিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইলেন এবং সেই দুরাত্মার বধোপায় চিন্তা করিয়া, সপ্তর্ষিদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, মুনীশ্বরগণ! বৃত্র যে স্থানে অবস্থান করিতেছে, আপনারা তথায় গমন পূর্ব্বক তাহার সহিত সন্ধি-সংস্থাপন করুন। সপ্তর্ষিগণ তদীয় আদেশবংশবদ হইয়া তৎক্ষণাৎ বৃত্রের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, দৈত্য-সত্তম! দেবরাজ ইন্দ্র প্রযত্ন-সহকারে তোমার সখ্য প্রার্থনা করিতেছেন। তুমি তাহা বিধান কর। সেই সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ঋষি-গণ পুনরায় মহাবল বৃত্রকে কহিলেন, সত্তম! মহাপ্রাজ্ঞ ইন্দ্র তোমার সহিত মৈত্রী স্থাপনে অভিলাষী হইয়াছেন। তুমি কেন তাহা না করিবে? দেবতা ও অসুরগণ সকলে শত্রুভাব দূরে পরিহার পূর্ব্বক সুখ লাভ করুক।

বৃত্রাসুর কহিল, দেবরাজ ইন্দ্র যদি সত্য সত্যই আমার সহিত মিত্রতা করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই সত্য পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সখ্যতা সংস্থাপন করিব। তাহাতে আর অনুমাত্র সংশয় নাই, কিন্তু যদি দেবরাজ সত্য পুরস্কৃত করিয়া বিদ্রোহ আচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে আমি কখনই তাঁহার সহিত মৈত্রী সংস্থাপন করিব না। তখন সপ্তর্ষিগণ বৃত্রাসুরের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজকে কহিলেন, হে সুরেন্দ্র তোমার যদি বৃত্রের সহিত সখ্য সংস্থা-

পন করিতে অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা আমাদিগকে সত্য করিয়া বল; এবং সে বিষয়ে কোনরূপ প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর। দেবরাজ কহিলেন, আপনাদের নিকট কোনরূপ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ বা আপনাদিগের সহিত কোনরূপ কপট ব্যবহার করিব না। যদি কোন প্রকারে আমি মদীয় বাক্যের অন্যথাচরণ করি তাহা হইলে আমি ব্রহ্মহত্যাদি ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইব।

লোকসাশন ইন্দ্র এই বলিয়া বিনিবৃত্ত হইলে, মহর্ষিগণ বৃত্রাসুরকে সম্বোধন করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, হে দৈত্যপতে! সুরেশ্বর শচীপতি এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তিনি যদি ইহার কোনরূপ অন্যথাচারণ করেন, তাহা হইলে তিনি ব্রহ্মহত্যাদি ঘোরতর পাপপঙ্কে নিপতিত হইবেন। অতএব তুমি তাঁহার এই প্রতিজ্ঞাকেই প্রত্যয়স্বরূপ অবধারণ করিয়া তাঁহার সহিত সখ্য সংস্থাপন কর। আমরা তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি যে, তাঁহার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে।

বৃত্র কহিল, দ্বিজোত্তম! আপনাদের আদেশ ও দেবরাজের সত্যে প্রত্যয়-বন্ধন-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সখ্যতা বিধান করিব। তাহাতে ব্রাহ্মণপুঙ্গব ঋষিগণ দৈত্যপতি বৃত্রকে ইন্দ্রের নিকটে লইয়া গেলেন। বৃত্রকে সমাগত দেখিয়া, দেবরাজ তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে সমুত্থিত হইলেন এবং তাহাকে পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান করিয়া কহিলেন, মহাভাগ! তুমি এই পবিত্র ইন্দ্রপদ অর্দ্ধেক ভোগ কর। দৈত্যপুঙ্গব! তাহা হইলে উভয়ে সুখে অবস্থিতি করিব। দেবরাজ তৎকালে এইরূপ বিধানে দৈত্যরাজকে বিশ্বাসিত করিলেন।

এদিকে সপ্তর্ষিবর্গ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, দেবরাজ

সর্ব্বদাই বৃত্রের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দিবারাত্র নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা করিয়াও মহাত্মা বৃত্রের কোন প্রকার ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর অপূর্ব্ব-হাব-ভাব-বিলাস-সম্পন্না মনোজ্ঞা রম্ভাকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, রম্ভে! যে কোন উপায়ে হউক দুরাত্মা দানবরাজের জীবন বিনাশ করিতে হইবে। অতএব এক্ষণে তুমি যে কোন প্রকারে সেই পাপ প্রকৃতি অসুররাজের মোহসমুৎপাদনে যত্নবতী হও। রম্ভা শক্র-কর্ত্তৃক এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া কল্পপাদপসেবিত দিব্য নন্দন-কাননে গমন করিল। ঐ অরণ্য বহুবিধ পুষ্পফলে সুশোভিত, নানাপ্রকার মৃগবিহঙ্গম পরিপূর্ণ, এবং ভ্রমরগণের গুঞ্জনে ও কোকিলগণের কলনিনাদে রবে সর্ব্ব মধুরায়িত। ফলতঃ উহার সর্ব্বত্র পিক ও সারঙ্গনিনাদ সর্ব্বত্র কুসুমশোভা এবং সর্ব্বত্র দিব্য চন্দনবৃক্ষ পরম্পরা বিরাজমান। অধিকন্তু ঐ অরণ্য দেবগন্ধর্ব্ব, সিদ্ধচারণ, কিন্নর ও ঋষিগণে এবং দিব্য দেবোদ্যানে পরিশোভিত অপ্সরগণ ও বিবিধ কৌতুকমঙ্গল সমাকীর্ণ; হেমময় প্রসাদ-সম্বাধ, ছত্র-চামর-দণ্ড, নিশ্চয় ও পতকাদিতে সর্ব্বথা অলঙ্কৃত এবং উহাতে প্রতিনিয়ত বেদধ্বনি ও গীতধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। চারুহাসিনী বিলাসিনী রম্ভা এবম্ভূত নন্দন-কাননে প্রবেশ পূর্ব্বক অপ্সরোগণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিতে লাগিল।

এইরূপ কেলিকলাকৌতুকে কিছুকাল অতীত হইলে, দৈত্য-পতি বৃত্র কতিপয় দানব-সহচর-সহ হৃষ্টান্তঃকরণে কালপ্রেরিতের ন্যায় কানন-প্রদেশে প্রবেশ করিল। সুরপতি শচিনাথ এতাবৎ-কাল কেবল তাহার ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। এক্ষণে অবসরকাল উপস্থিত দেখিয়া অজ্ঞাতসারে অসুররাজের

পার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ বৃত্রাসুর সুররাজকে পরম সুহৃদ্বোধে কোন বিষয়েই তাঁহার উপর অবিশ্বাস করিত না। সুতরাং অসুরেন্দ্র তাঁহা হইতে কোনরূপ ভয় বা বিপদের আশঙ্কা না করিয়া বিশ্বস্তচিত্তে নন্দনকানন পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। সে দেখিল সেই রমণীয়া ও বরণীয়া রমণীগণ সুখে ক্রীড়া করিতেছে। আয়তলোচনা বরারোহা রম্ভা সুস্নিগ্ধ চন্দনতরুর সুখচ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া সঙ্গিণীগণ-সহ সুখ-নর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। এবং দিব্য দোলায় আরোহণ করিয়া দিব্যাঙ্গণাগণ সহ বিশুদ্ধ-তানলয়মিশ্রিত সুশ্রাব্যগীতগানে শ্রোতার শ্রুতিযুগল পরিতৃপ্ত করিতেছে! অদ্ভূত-প্রতাপ অসু-রেন্দ্র ইন্দুনিভাননা বরবর্ণিনী রম্ভাকে দোলারূঢ়া নিরীক্ষণ করিয়া স্মরশরে নিতান্ত নিষ্পীড়িত হইতে লাগিল। এবং স্বকীয় মনো-বেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া সর্ব্বশোভাসম্পন্না রম্ভা-বতীর সন্নিকটে গমন করিল।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে মুনিসত্তমগণ! সেই সময়ে বিশলাক্ষী রম্ভা বিলাসভরে লোকলোচন বিমোহিত করিয়া তানলয়বিশুদ্ধ সুমধুর সঙ্গীতালাপে সকলের মোহ উৎপাদন করিয়াছে। সেই [illegible]লোচনা পীনশ্রোণীপয়োধরা কঙ্কুমরাগবিরচিত-কলে-

বয়া অপূর্ব্ব হাবভাব-বিকাশ-বিস্তার করিয়া কামপ্রণয়ণী রতি অথবা হরিপ্রিয়া কমলার ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। মহাবল দানবরাজ সেই অপূর্ব্বরূপলাবণ্যসম্পন্না সম্পূর্ণ-হাবভাববিলাস-বতী রম্ভাকে সন্দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, দুরন্ত কুসুমচাপের বিষম কুসুমশরসন্ধানে আমার হৃদয় জর্জ্জরীভূত হইতেছে। আমি আর কোনরূপে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছিনা। এই রমণীরত্ন লাভের নিমিত্ত আমার হৃদয় নিতান্ত আকুল হইতেছে। অতএব যে কোনরূপে হউক, অদ্য ইহাকে লাভ করিব। সে এইরূপ ও অন্যরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া দ্রুতগতিসঞ্চারে চারুলোচনা স্মেরমুখী রম্ভা-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া প্রিয়-সম্ভাষণে কহিল, সুলোচনে! তুমি কে? কি নিমিত্তই বা এখানে আগমন করিয়াছ? জগতে কি নামে অভিহিতা হইয়া থাক? এবং কোন মহাত্মাকেই বা তোমার ঐ সুকোমল করপল্লব প্রদান করিয়া তাহাকে চির-সৌভাগ্যমান করিয়াছ? তাহা আমাকে সবিশেষ বর্ণন কর। যদিও তুমি অতিমাত্র তেজস্বিনী, তত্রাচ তোমার ঐ অসামান্য রূপলাবণ্যে একান্ত মুগ্ধ হইয়া তব প্রেমপিপাসা-ব্যাথিত-হৃদয়ে ত্বদন্তিকে আগমন করিয়াছি। হে চার্ব্বঙ্গি! অনঙ্গরাজ আমার হৃদয় জর্জ্জরীভূত করিতেছে। অতএব তুমি আমাকে ভজনা কর।

কামোন্মত্ত দানবপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চারুহাসিনী রম্ভা স্বীয় ছলনাজাল-বিস্তার-পূর্ব্বক ঈষদ্ধাস্যে কহিল, মহাভাগ! আমি সুরনর্ত্তকী রম্ভা, কেলিকৌতুকপ্রসঙ্গে ক্রীড়া করিতে করিতে সঙ্গিনীগণের সঙ্গে এই নয়ানন্দদায়ক পরম রমণীয় নন্দনকাননে আগমন করিয়াছি। নতুবা এখানে আগমন করিবার অন্য কোন কারণ নাই। যাহা হউক আপনি কে এবং কি নিমিত্তইবা

এখানে আগমন করিয়াছেন? দানবেন্দ্র কহিল, শুভাননে! মহাত্মা কশ্যপ আমার পিতা এবং হব্যবাহন হুতাশন হইতে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি সুররাজ শচিপতির সখা এবং ভ্রাতা এবং তাঁহারি সহিত অর্দ্ধেক সুররাজ্য সম্ভোগ করিয়া থাকি। আমি স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল পরাজয় করিয়াছি। ত্রিলোক আমার পদানত আমার পরাক্রম প্রভূত ও বাহুবল অপ্রতিম। কেহ আমাকে পরাজয় করিতে পারে না। কিন্তু অদ্য আমি তোমার ঐ বঙ্কিম শরাসন সংস্থিত কুটিলকটাক্ষশায়কের অব্যর্থ সন্ধানে পরাভূত ও বিমোহিত হইয়াছি; অতএব তুমি আমাকে রক্ষা কর। বৃত্রাসুর কহিল, হে বরবর্ণিনি! তুমি আমারে বরণ কর। আমি ত্রিভুবনের বরেণ্য অতএব তোমারও বরণীয়। সুরনরকিন্নরকামিনীরা কায়মনে যাহাকে কামনা করিয়া থাকে। হে সুলোচনে! সেই কমনীয়বপু কামাক্ষচিত্তে তোমার কামনা করিতেছে। হে সুভ্রু! তব কটাক্ষলক্ষীভূত দানবরাজ মহাভাগ বৃত্র, তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়াছে, অতএব তাহাকে তুমি ভজনা কর।

সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যশালিনী রম্ভা অসুররাজ বৃত্রের বিশালবক্ষে কুটিল-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সস্মিতবদনে মধুরবচনে কহিল, হে প্রিয়দর্শন! তুমি যদি আমার বাক্য কখন অবহেলা না কর, তাহা হইলে আমি তোমার বশবর্ত্তিনী হইয়া সর্ব্বতোভাবে তোমার প্রীতি সম্পাদন করিব। তাহাতে অনুমাত্রও সংশয় নাই।

বরারোহা রম্ভা এই বলিয়া বিনিবৃত্ত হইলে মহাবল বৃত্রাসুর কহিল, শুভাননে! আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত আছি। তুমি যাহা বলিবে আমি তাহা সর্ব্বতোভাবে সম্পাদন করিব। তাহাতে কিছু মাত্র অন্যথা হইবে না। দানবোত্তম বৃত্র সেই

বরবর্ণিনী রম্ভার সহিত এই প্রকার সত্য-বিধান-পূর্ব্বক সেই পরমপবিত্র নন্দনকাননে বিহার করিতে লাগিল। এবং তদীয় গীত, নৃত্য, রহস্য ও সুরতলীলায় ক্রমে ক্রমে মুগ্ধ হইয়া উঠিল। মহাভাগা রম্ভা দানবসত্তম বৃত্রকে একদা সম্বোধন করিয়া কহিল, তোমাকে সুরা ও মাধব মধু পান করিতে হইবে। অসুররাজ শশি-সঙ্কাশ-বদনা বিশাললোচনা রম্ভাকে কহিল, ভদ্রে! আমি বেদবেদাঙ্গ পারগ ব্রাহ্মণের পুত্র, কিরূপে ঋষিগণের বিগর্হিত আচরণ করিব? অনন্তর রম্ভার দাক্ষিণ্য ও প্রীতিময় হাবভাবে বশীভূত হইয়া, তাহার সহিত সুরাপান করিল। এবং সুরাপান করিয়া যখন নিতান্ত মুগ্ধ ও জ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া পড়িল, তখন দেবরাজ গোপনে বজ্র-প্রহার-পূর্ব্বক তদীয় শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

যখন সপ্তর্ষিগণ শুনিলেন যে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের জীবন বিনাশ করিয়াছেন, তখন তাঁহারা সুররাজসদনে সমাগত হইয়া অতিমাত্র ক্রুদ্ধচিত্তে কহিলেন, হে দেবেন্দ্র! তুমি বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়া ব্রহ্মহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইলে। মহাবল বৃত্র কেবলমাত্র আমাদের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তোমরা সহিত সখ্যতা সংস্থাপন করিয়াছিল; কিন্তু তুমি সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশ করিলে। অতএব তোমার পাপের ইয়ত্তা নাই।

সুররাজ কহিলেন, মহর্ষিগণ! শত্রুবধে কোন পাপ নাই। শাস্ত্রকারেরা কহিয়া থাকেন যে, যে কোন উপায়ে হউক শত্রুকে দমন করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাঁহারা আরও বলেন যে, শত্রুর সহিত কোনরূপে সংশ্লিষ্ট হইবে না। কারণ, অগ্নির সাহচর্য্যে সলিলরাশি উত্তপ্ত হইয়াও সেই পুনরায় অগ্নিকে

নির্ব্বাপিত করিয়া থাকে। অতএব অপনারা এবিষয়ে আমার প্রতি দোষারোপ করিবেন না। ভাবিয়া দেখুন, দুরাত্মা দানবরাজ বৃত্রাসুর হইতে ত্রিলোক উদ্বেজিত হইয়াছিল। সেই দুষ্টপ্রকৃতি সর্ব্বদাই দেবতা, ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞ সকলের সমূহ বিঘ্ন সম্পাদন করিত। অতএব তাহাকে বিনাশ করিয়া আমি কেবল ত্রিলোকের উপকার সাধন করিয়াছি। এজন্য আপনারা আমার প্রতি কোপান্বিত হইবেন না।

মহাভাগ সপ্তর্ষিগণ সুররাজের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ পরিহার পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। লোক-শাসন ইন্দ্রও শত্রুর নিধন-সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

সুত কহিলেন, হে দ্বিজসত্তমগণ! পুত্র বিনাশ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, দিতির দুঃখের পরিসীমা রহিল না। তিনি শোক-সন্তপ্তচিত্তে দগ্ধ হইয়া, পুনরায় মুনিপুঙ্গব মহাত্মা কশ্যপকে কহি-লেন, নাথ! আমি যদি আপনার সুপ্রিয়া হই, তাহা হইলে দুরাত্মা দেবরাজের সংহার জন্য সমুদয় দেবগণের সুদুঃসহ ব্রাহ্ম-তেজোময় পুত্র প্রদান করুন।

কশ্যপ কহিলেন, দুরাত্মা ইন্দ্র দেবতা হইয়াও অধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক মদীয় পুত্র মহাবল বল ও বৃত্র উভয়কেই সংহার করিয়াছে। একণে তাহার সংহার জন্য অন্যতর পুত্র প্রদান করিব। যশস্বিনি? তুমি শতবৎসর শুদ্ধভাবে অবস্থিতি কর। যোগীন্দ্র কশ্যপ এই বলিয়া তদীয় মস্তকে হস্ত-বিন্যাস-পূর্ব্বক তপশ্চরণার্থ তপোবনে প্রবেশ করিলেন। তপঃপ্রভাবে দিন দিন তদীয় তেজঃসমৃদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অনন্তর দেবরাজ সহস্রাক্ষ তাঁহাদের উদ্যম অবগত হইয়া, দিতির রন্ধ্রানুসন্ধানে তৎপর হইলেন এবং পঞ্চবিংশতি-বয়স্ক অমরোপম ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, দিতির সমীপে আগমন করিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া দৈত্য-জননী কহিলেন, দ্বিজোত্তম! আপনি কে? ইন্দ্র কহি-লেন, শোভনে! আমি আপনার পুত্র। ভাবিনি! আমি বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ, এবং ধর্ম্ম অবগত আছি, আপনার এই তপস্যার সাহায্য করিব, তাহাতে সংশয় নাই। এই বলিয়া তিনি তপোনিয়োগা জননী দিতির শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। দিতি তাঁহাকে দুষ্টাচার ইন্দ্র বলিয়া জানিতে পারিলেন না; প্রত্যুত শুশ্রূষাপরায়ণ ধর্ম্মপুত্র বলিয়া দিন দিন তাঁহার প্রতীতি হইতে লাগিল। কপটবেশী ইন্দ্রও প্রত্যয়-সাধন জন্য তদীয় অঙ্গসংবাহন, পাদপ্রক্ষালন, এবং সর্ব্বদা ফলমূল, পত্র, অজিন ও বল্কল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। দিতি তাঁহার ভক্তিতে সবিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়া, প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, মহাভাগ! মদীয় পুত্র সমুদ্ভূত এবং তৎপ্রভাবে দেবরাজ বিনিহত হইলে, তুমি তাঁহার সহিত দেবরাজ্য

কহিলেন, মহাভাগে! আপনি যাহা কহিলেন, তাহাই করি আপনার প্রসাদে আমার স্বর্গরাজ্য সম্ভোগ হইবে।

সূত কহিলেন, সুররাজ কশ্যপ-পত্নী দিতির ছিদ্রানুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং এইরূপে একোনশত বৎসর অতীত হইলে একদা পতিব্রতা দিতি পাদপ্রক্ষালন ও কেশপাশ বন্ধন না করিয়াই শয়ন করিলেন। বিপ্ররূপী ইন্দ্র অবসর-কাল সন্দর্শনে সুষুপ্তা দৈত্য-জননীর গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া সতীক্ষ্ণ বজ্রদ্বারা তাঁহার সেই গর্ভ সপ্তধা ছিন্ন করিলেন। তাহাতে সেই গর্ভ করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন শচীপতি কহিলেন, আর রোদন করিও না, এই বলিয়া তিনি পুনরায় সেই সপ্তধাছিন্ন গর্ভের এক এক খণ্ডকে স্বীয় দারুণ কুলিশ-প্রহারে পুনরায় সাত সাত ভাগে বিভক্ত করিলেন।

সূত কহিলেন, হে দ্বিজাতিবর্গ! সেই কুলিশপাণির সুদারুণ কুলিশপ্রহারবিচ্ছিন্ন একোনপঞ্চাশৎ গর্ভখণ্ড একোন পঞ্চাশৎ মারুত নামে প্রাদুর্ভূত হইল, তাহারা সকলেই অতিশয় মহাবীর্য্য এবং অপ্রমিততেজঃপরাক্রম-বিশিষ্ট এবং সকলেই সুররাজের আনুগত্য স্বীকার করিল। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র জগৎভাবন জনার্দ্দন-কর্তৃক যাবতীয় লোকের ইন্দ্রপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

যিনি অবহিতচিত্তে এই পরম পুণ্যপ্রদ সৃষ্টি বৃত্তান্ত শ্রবণ পাঠ বা কর্ত্তন করেন, তিনি সর্ব্বাপদ বিমুক্ত হইয়া চরমে পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন। এই সৃষ্টি বৃত্তান্ত পরম পবিত্র ও সর্ব্বথা মঙ্গলপ্রদ। ইহা শ্রবণ

করিলে সর্ব্বজ্বর বিদূরিত ও সকল আপদ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অষ্টাবিংশতি অধ্যায়

সূত কহিলেন, অনন্তর সর্ব্বপ্রভু দেবদেবেশ ব্র... মহাবাহু ও মহাকায় সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায়, বেণতনয় মহাপ্রভ পৃথুকে সর্ব্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, পরে সম্যক বিচারণা পূর্ব্বক অন্যান্যদিগকে যার যে যোগ্যপদ তাহাতে নিযুক্ত করিতে উপক্রম করিলেন। তিনি মহামতি চন্দ্রকে বৃক্ষ, ক্ষেত্রী, ব্রাহ্মণ, গৃহী, ধর্ম্ম, যজ্ঞ, পুণ্য ও সৌম্য পদার্থ সকলের রাজ্যে অভিষেক করিলেন; বরুণকে জল, তীর্থ ও বৎস্য সকলের, বৈশ্রবাকে অন্যান্য যাবতীয় নরপতিগণের এবং জগন্মঙ্গল-বিধায়ক বিষ্ণুকে আদিত্য সকলের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ শক্তিমান্ প্রজাপতি দক্ষকে সর্ব্ব পুণ্যের আধিপত্যে নিয়োজিত করিলেন; ব্রহ্মতেজঃসমন্বিত সাধুসম্মত প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানবগণের রাজা করিলেন। সূর্য্যতনয় ধর্ম্মরাজ যমকে পিতৃগণের রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। শূলপাণী মহাদেবকে সমুদায় যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, উরগ, বেতাল, কঙ্কাল, দেবতা ও যোগি-

...শের রাজপদ প্রদান করিলেন। মহাগিরি হিমালয়কে পর্ব্বত সকলের সমুদ্রকে নদী তড়াগ বাপী ও কূপ সমূহের, চিত্ররথকে সমুদায় গন্ধর্ব্বের, বাসুকিকে পবিত্রবীর্য্য নাগকুলের, তক্ষককে সর্প সকলের, ঐরাবতকে হস্তী সমূহের, উচ্চৈশ্রবাকে সমুদায় অশ্বের, বিনতানন্দন গরুড়কে বিহঙ্গমবর্গের রাজপদ প্রদান করিলেন। অনন্তর চতুর্ম্মুখ, সুরেশ্বর প্রজাপতি ব্রহ্মা সিংহকে মৃগ সমূহের, গোবৃষকে গো সকলের এবং প্লক্ষকে সমুদায় বনস্পতির আধিপত্যে স্থাপন করিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা এই প্রকার পবিত্র রাজ্য স্থাপন করিয়া, দিকপালদিগের পদ বিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বৈরাজপুত্র সুধন্বাকে পূর্ব্বদিকের, কর্দ্দমের পুত্র মহাত্মা শঙ্খপদকে দক্ষিণদিকের এবং বরুণের পুত্র পুষ্করকে পশ্চিমদিকের দিকপালপদে নিযুক্ত করিয়া, নলকুবেরকে উত্তর দিকের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। এইরূপে পিতামহ ব্রহ্মা মহাতেজাঃ দিকপালদিগকে অভিষিক্ত করিয়া, রাজরাজ মহীপতি পৃথুকে বেদদৃষ্ট-বিধানানুসারে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনন্তর মহাতেজা মহাভাগ চাক্ষুষ নামক পরম পবিত্র দৈব মন্বন্তর সম্পূর্ণ ও অতীত হইল, সর্ব্বলোকহিতৈষী বৈবস্বত মনুকে রাজ্য প্রদান করিলেন। বিপ্রেন্দ্রগণ! যদি আপনারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, আমি মহাত্মা ...র সবিস্তর বর্ণন করিতে পারি। এই রাজ্যানুষ্ঠান পরম পবিত্র ও মহৎ বলিয়া, সমুদায় পুরাণ সর্ব্বদা কীর্ত্তিত ও বিনিশ্চিত হইয়াছে। অধিকন্তু এই আখ্যান ধন্য ...া, যশস্য, আয়ুষ্য, পবিত্র ও মঙ্গলপ্রদ এবং পুত্র, বুদ্ধি

ও স্বর্গবাস প্রদান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভাবধ্যান-সমন্বিত হইয়া, ভক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করে, তাহার অশ্বমেধফল প্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

ঋষিগণ বলিলেন। হে মহাভাগ সূত! সেই মহাত্মা পৃথুর জন্ম বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণন কর। আমরা পুনর্ব্বার উহা শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। সেই মহাত্মা যেরূপে দেব, পিতৃ, সত্যবাদী ঋষিগণ, দৈত্য, নাগ, যক্ষ, প্রধান প্রধান পর্ব্বত, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, ভীষণপরাক্রমশালী রাক্ষসগণ এবং অন্যান্য মহাত্মা দিগের সহায়তায় এই পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন, এবং ইহাদের মধ্যে কাহারা কিরূপ দোহন-পাত্র ধারণ করিয়াছিল ও কে কিরূপ দুগ্ধ উৎপাদন করিয়া-ছিল এই সকল বিষয় সবিশেষ বর্ণন কর। হে সূত! কি নিমিত্ত সেই অশেষ পুণ্যশালী মহাত্মা ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া মহারাজ বেণের হস্তমন্থন করিয়াছিলেন তাহাও আমাদের নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন কর। হে মহাভাগ! এই কথা অতি আশ্চর্য্য পবিত্র এবং সমুদয় পাপনাশিনী। ইহা একবার শুনিয়া আমাদের তৃপ্তি হইতেছে না; এইজন্য পুনর্ব্বার শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি।

সূত বলিলেন, দ্বিজগণ! আমি সেই বুদ্ধিমান্ বেণতনয় পৃথুর জন্ম, বীর্য্য, শরণাগতরক্ষিতা, পৌরুষ এবং সমুদয় কার্য্য বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করিতেছি, আপ-নারা শ্রবণ করুন। অভক্ত, শ্রদ্ধারহিত, মৃততুল্য, জড়, অতিশয় মূর্খ, মোহান্ধ বীতশ্রদ্ধ, ছলী এবং সর্ব্বা-পকারী ব্যক্তির নিকট ইহার কীর্ত্তন করা বিধেয় নহে। যে বক্তা অযথারূপে ইহার পাঠ করে তাহার নিশ্চয়ই অনর্থ প্রাপ্তি হয়। আপনারা সকলে সংযমী এবং সত্য-ধর্ম্মপরায়ণ। অতএব হে ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের নিকট সেই পাপনাশন চরিত্র অশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। আমি যে রহস্যের বর্ণন করিব, উহা বেদ-সম্মত এবং প্রাচীন ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্বর্গ যশ ও দীর্ঘায়ু লাভের কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-দিগকে নমস্কার করিয়া প্রত্যহ এই বেণতনয় পৃথুর চরিত্র বিস্তররূপে কীর্ত্তন করে তাহাকে কখনই শোক করিতে হয় না। এই কথা শ্রবণমাত্রেই সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়। ইহার শ্রবণে ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ হন, ক্ষত্রিয় বিজয়ী, বৈশ্য ধনধান্যপূর্ণ এবং শূদ্র অনন্ত সুখভোগী হয়। যে বেণাত্মজ পৃথুর জন্ম এবং পাপনাশন চরিত্র শ্রবণ করে, সে এইরূপ ফল প্রাপ্ত হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই। পূর্ব্বে অত্রিবংশে মহর্ষি অত্রির ন্যায় প্রভাবশালী, ধর্ম্মপ্রতিপালক, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, বেদজ্ঞ ও সমুদয় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক অঙ্গ নামা প্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বেণ নামক প্রজাপতি ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা যথেচ্ছাচরণে প্রবৃত্ত হন। মহাভাগ অঙ্গ সুনীথানাম্নী

প্রশস্তভাগ্যবতী মৃত্যু-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সেই সুনামার গর্ভে পূর্ব্বোক্ত বেণ-নামক ধর্ম্মহন্তা পুত্র উৎপাদন করেন। মাতামহ-দোষে বেণ কালস্বরূপ হইয়া নিজপৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন। নরাধিপ বেণ কাম লোভ ও মহামোহের বশীভূত হইয়া বেদানুমোদিত ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রজাপতি বেণ এইরূপে পাপের অনুগমন করিলে তৎকালে প্রজা সকল মদ ও মাৎসর্য্যে বিমোহিত হইয়া বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিল এবং স্বাধ্যায় ও বষট্‌কার শূন্য হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল এবং দেবগণ যজ্ঞভাগ গ্রহণে নিবৃত্ত হইলেন। সেই কামস্বরূপ দুষ্টাত্মা ব্রাহ্মণদিগকে এইরূপ বলিতে লাগিল যে বেদাধ্যয়ন করা উচিত নহে, এবং হোমদানাদি কোন সৎকার্য্য করিবারও প্রয়োজন নাই। সেই প্রজাপতি কাল-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যজ্ঞ ও হোমের বিরুদ্ধে উপদেশ প্রদানকরিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। সে সর্ব্বদা বলিত; হে ব্রাহ্মণগণ! যদি তোমাদের পূজা ও হোম করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে তাহা হইলে আমাকেই পূজা কর এবং আমার উদ্দেশে হোম কর। বেণ সর্ব্বদাই এই কথা বলিত যে, আমি, সেই সনাতন বিষ্ণু আমি ব্রহ্মা, আমি রুদ্র, আমা ভিন্ন আর ইন্দ্র কেহ নাই, পবনও আমি। পিতৃলোকের উদ্দেশে যে সকল অন্নাদি দান করা হয় আমিই তাহার ভোগকর্ত্তা; সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। অনন্তর প্রভাবসম্পন্ন ঋষিগণ বেণের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সকলে সমবেত হইয়া সেই পাপাত্মা বেণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

হে পৃথ্বীনাথ ! রাজা ভিন্ন প্রজাদিগের পালন কর্ত্তা আর কেহই নাই। রাজা ধর্ম্মের অবতার-স্বরূপ; অতএব ধর্ম্ম রক্ষা করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে উচিত। আমরা এক্ষণে দ্বাদশ-বৎসর-ব্যাপী একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব, হে বেণ ! আপনি অধর্ম্ম করিবেন না। কারণ অধর্ম্মানুষ্ঠান করা রাজার ধর্ম্ম নহে। হে মহারাজ ! আপনি ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। সত্যের অনুগমন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করুন। কারণ আপনি রাজ্যভার গ্রহণ সময়ে "আমি ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। মহর্ষিগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্ব্বুদ্ধি বেণ হাস্য করিয়া তাঁহাদিগকে এইরূপ অনর্থক বাক্য বলিতে লাগিল। আমা ভিন্ন আর ধর্ম্মের সৃজন কর্ত্তা কে আছে ? আমি কাহার কথাই বা শুনিব ? সত্যের জন্য আমার বীর্য্য প্রসিদ্ধ, আমিই সূর্য্য, আমার সমান পৃথিবীতে আর কে আছেন ? হে ঋষিগণ ! তোমরা নিশ্চয় মোহান্ধতাপ্রযুক্ত সমুদয় প্রাণীর ও বিশেষ করিয়া ধর্ম্মের প্রভবভূমিস্বরূপ আমাকে যথার্থ রূপে জানিতে পার নাই। আমি পৃথিবী দহন করিতে সক্ষম, মনে করিলে এই পৃথিবীকে জল দ্বারা প্লাবিত করিতে পারি। আমি আকাশ ও পৃথিবীকে একত্র বন্ধন করিতে সক্ষম এ বিষয় কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না। যখন ঋষিগণ দেখিলেন যে, মোহ এবং গর্ব্ব বশতঃ আপনার স্বভাব পরিত্যাগ করিল না, তখন তাঁহারা তাহার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। অতঃপর বলপ্রকাশ করিয়া সেই দীপ্যমান বেণকে আক্রমণ করিলেন এবং ক্রোধে অধীর হইয়া তাহার বাম উরু মন্থন করিতে

প্রবৃত্ত হইলেন। উহার ভরু[illegible] মন্থন করিতে করিতে অঞ্জন পর্ব্বতের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, ক্ষুদ্রকায়, বৃহদানন, লম্বোদর, ক্ষুদ্রকর্ণ এবং যেন নীলবর্ণ কঞ্চুকদ্বারা সমাবৃত একটি বিলক্ষণাকৃতি ভীত পুরুষ নয়ন-গোচর হইল, তাহাকে দেখিয়া ঋষিগণ বলিলেন 'নিষীদ' অর্থাৎ তুমি এই স্থানে উপবেশন কর। ঋষিগণের নই ঐ
সেই স্থানে উপবেশন করিয়াছিল, এই জন্য ঐ পুরুষ নিষাদনামে বিখ্যাত হইল। উহার বংশ অদ্যাপি পর্ব্বত-সমূহে ও অরণ্য নিচয়ে প্রতিষ্ঠিত আছে। অনন্তর কিরাত, ভিল, মানুহ', ভমর, পুলিন্দ এবং অন্য যত প্রকার পাপাচারী ম্লেচ্ছজাতি দৃষ্ট হয় তাহারা সকলে বেণর সেই মথিত অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইল। তাহার পর ঋষিগণ সেই বেণকে পাপহইতে বিমুক্ত দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং পুনর্ব্বার তাহার দক্ষিণ হস্ত মন্থন করিলেন। ঐ হস্ত মন্থন করিলে প্রথমে স্বেদধারা নির্গত হইল। পরে দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, তপ্ত সুবর্ণের মত উজ্জ্বলবর্ণ, দিব্যমালা ও দিব্যবস্ত্রধারী দিব্য-অলঙ্কারে বিভূষিত, দিব্য চন্দনে সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত, সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল মুকুটধারী এবং সমুজ্জ্বল কুণ্ডল বিশিষ্ট একটী পুরুষ উদ্গত হইল। তাহার শরীর অতি দীর্ঘ এবং ভুজদ্বয় আজানুপর্য্যন্ত লম্বমান ছিল। পৃথিবীতে তাদৃশ রূপের সাদৃশ্য আর কোথায ও লক্ষিত হয় নাই। তাঁহার কক্ষে খড়্গ লম্বমান ছিল, হস্তে ধনুর্ব্বাণ এবং সর্ব্বাঙ্গ চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। তাঁহাতে সমুদয় সুলক্ষণ বর্ত্তমান ছিল এবং তিনি সমুদয় অলঙ্কারে বিভূষিত ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ তেজ, রূপ এবং উজ্জ্বল বর্ণদ্বারা স্বর্গলোকে

শোভায়মান, পৃথিবীতে বেণতনয়ও সেইরূপ শোভিত হইয়াছিলেন। সেই মহাভাগ জন্মগ্রহণ করিলে নির্ম্মল-স্বভাব দেবগণ এবং ঋষিগণ উৎসব করিয়াছিলেন। বেণ-পুত্র প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় আপনার শরীরকান্তিতে দীপ্য-মান হইয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে শ্রেষ্ঠ আজগব ধনু এবং দিব্য শর ও রক্ষা হেতু সর্ব্বাঙ্গ মহাপ্রভ কবচদ্বারা আবৃত ছিল। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, সেই বীরপ্রবর মহাত্মা মহাভাগ পৃথু জন্মগ্রহণ করিলে প্রাণী সকল অতিশয় আনন্দিত হই-য়াছিল। হে বিপ্রেন্দ্রগণ তাঁহার অভিষেকের নিমিত্ত সর্ব্ব তীর্থ হইতে নানাবিধ পবিত্র জল আপনারাই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। হে বিপ্রবৃন্দ! সমুদয় স্থাবর এবং জঙ্গম মিলিত হইয়া প্রজাপালক মহাবীর নৃপতি পৃথুর অভিষেক সম্পন্ন করিয়াছিল। প্রতাপশালী বেণতনয় পৃথু এইরূপে দেবগণ ব্রাহ্মণগণ এবং একত্র মিলিত সমুদয় চরাচর কর্ত্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার পিতা কদাপি প্রজাদিগকে অনুরঞ্জিত করিতে সমর্থ হন নাই এক্ষণে প্রজাগণ তৎকর্ত্তৃক অনুরঞ্জিত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। হে দ্বিজগণ! প্রজাদিগের অনুরাগ উৎপাদন করাতে সেই সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, যতাত্মা মহাবীর পৃথুর নামে সমুদয় রাজ্যে খ্যাত হইয়াছিল। সেই মহাত্মার ভয়ে জল সকল স্তম্ভিত হইয়াছিল। এবং পর্ব্ব-তেরা দুর্গম মার্গ সমুদয় বিলুপ্ত করিয়া সুপথ প্রদান করিয়া-ছিল। গিরিগণ তাঁহার ধ্বজভগ্ন করে নাই, এবং পৃথিবী কামধেনুর ন্যায় সর্ব্বত্রই অনায়াসে অধিক ফলপ্রদান করিয়া-ছিল। মেঘগণ প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করিয়াছিল, ব্রাহ্মণ

ক্ষত্রিয় এবং অপর বর্ণ সকলে যথাযথ বেদপাঠ যজ্ঞ ও অন্যান্য মহামহোৎসবের অনুষ্ঠানে তৎপর হইয়াছিলেন। নরপতি পৃথু রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলে বৃক্ষ সকল অভীষ্ঠ ফল উৎপাদন করিয়াছিল এবং মনুষ্যগণের উপর কোন প্রকার অকারণ পীড়া বা দুর্ভিক্ষাদি উৎপাৎ নিপাতিত হয় নাই। সেই দুর্দ্ধর্ষ মহাত্মা পৃথুর রাজত্বকালে প্রজাসকল ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সুখে কালযাপন করিয়াছিল। ঐ সময় ব্রহ্মা একটী শুভ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। ঐ যজ্ঞে কোন শুভদিনে সূতির গর্ভে একটি সূত উৎপন্ন হয়। এবং সেই মহাযজ্ঞেই বুদ্ধিমান মাগধেরও উৎপত্তি হয়। মহর্ষিগণ তৎক্ষণাৎ ঐ সূত এবং মাগধকে পৃথুর সুখের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। হে ব্রাহ্মণগণ এক্ষণে! সূতের পবিত্র লক্ষণ বলিতে আরম্ভ করিলাম। সূতেরা মস্তকে শিখা গলদেশে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবে সর্ব্বদা বেদপাঠে নিয়ত ও সকল শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ হইবে এবং সময়ে সময়ে অগ্নিহোত্রেরও অনুষ্ঠান করিবে সূতগণ দানাধ্যয়নসম্পন্ন, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সদাচারপরায়ণ, এবং দেব ও দানব এই উভয়েরই উপাসক হইবে। তাহারা পবিত্র বেদমন্ত্র এবং স্তুতি বা প্রার্থনা-বিষয়ক মন্ত্রদ্বারা দেবতাদিগের আরাধনা করিবে, আর সর্ব্বদা ব্রাহ্মণদিগের সহিত সম্বন্ধ রাখিবে।

মাগধও উক্তরূপ লক্ষণ সম্পন্ন, কেবল তাহার পক্ষে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। ঐ যজ্ঞে আর যে সকল বন্দী এবং চারণগণ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সদাচারবর্জ্জিত। অন্য নানাবিধ স্তাবক উৎপন্ন হইলেও সূত ও মাগধ এই উভয় স্তবপাঠবিষয়ে অতি নিপুণরূপে দৃষ্ট

হইয়াছিল। ঐ প্রথম উৎপন্ন সূত এবং মাগধকে সম্বোধন করিয়া ঋষিগণ বলিলেন তোমরা এই রাজার স্তব কর। যে হেতু ইনিই সর্ব্বপ্রকারে তোমাদিগের দ্বারা স্তুত হইবার যোগ্য।

এই কথা শুনিয়া সূত ও মাগধ উভয়ে মিলিত হইয়া ঋষিদিগকে বলিল আমরা আত্মকর্ম্ম দ্বারা দেবতা ও ঋষি-দিগের প্রীতি সম্পাদন করিব। আমরা এই রাজার কর্ম্ম লক্ষণ ও যশ কিছুই অবগত নহি, তবে কিরূপে এই মহাত্মার স্তব করিব। গুণসকল বিশেষরূপে বিদিত না হইলে কিরূপে স্তব করা সম্ভব হইতে পারে। এই কথা শুনিয়া মহাত্মা ঋষিগণ সূত ও মাগধের নিকট সেই মহাত্মা পৃথুর গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা পৃথু যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাতে ভবিষ্যতে যে সকল গুণ হইবে সেই সমুদয় কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার স্তব করিতে বলিলেন। ঋষিগণ বলিলেন, মহাত্মা পৃথু সত্যজ্ঞান এবং বুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহাতে ভ্রম একেবারে লক্ষিত হয় না। তিনি শূর, গুণগ্রাহী, পুণ্যবান্, দানশীল এবং নিজেও গুণী। পৃথু সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ সত্যবাদী এবং বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা। তাঁহার বাক্য অতি মধুর, সত্যবাদীকে অত্যন্ত ভাল বাসেন। যিনি সর্ব্বত্র গমন করিতে সক্ষম, এবং অর্থী-দিগকে সমুদয় অভীপ্সিত প্রদান করেন। তাঁহার নিকট কোন তত্ত্বই অবিদিত নাই যিনি অত্যন্ত বুদ্ধিশালী এবং বেদ বেদান্তপারদর্শী। তিনি নানাবিধ বুদ্ধির বিধান-কর্ত্তা এবং সংগ্রামে বিজয়ী। সেই সর্ব্বধর্ম্মসম্পন্ন মহাত্মা পৃথুই পৃথিবীতে রাজসূয়-যজ্ঞের আহর্ত্তা। ঋষিগণ কর্ত্তৃক

এইরূপে প্রণোদিত হইয়া সুত ও মাগধ মহারাজ পৃথুর গুণ সমুদয় কীর্ত্তন করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিল। সেই অবধি জগতে স্তোত্রদ্বারা মনুষ্যের তুষ্টি-সাধন ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইল। এবং স্তাবকের পুণ্যানুসারে পারিতোষিক দানের পদ্ধতিও প্রবর্ত্তিত হইল। মহাত্মা পৃথু স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সুত, মাগধ, বন্দী এবং চারণ দিগকে তিলঙ্গ দেশ প্রদান করিলেন। পৃথুর প্রসাদে হৈহয় নামে কোন নৃপনন্দন হৈহয়-নামক দেশের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া নর্ম্মদা নদীর তীরে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নরপতি পৃথু যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে ব্রাহ্মণ দিগকে প্রচুর দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রজানিচয় এবং তপোনিষ্ঠ মুনিগণ পৃথিবীপতি পৃথুকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বপ্রদ এবং অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণ দেখিয়া পরস্পর বলিয়াছিলেন, এই মহামতি ভূপতি দেবতাদিগের অবধি বৃত্তি স্থাপন করিতেছেন আমাদের ত কথাই নাই। ইনি প্রজাদিগকে ন্যায়ানুসারে প্রতিপালন করিবেন এবং সকলের বৃত্তি রক্ষা করিবেন। এইরূপে মহামতি পৃথু অতি সুখ্যাতির সহিত রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। কোন সময় প্রজাগণ জীবিকা নির্ব্বাহার্থ যে সকল বীজ বপন করিয়াছিল, পৃথিবী সেই সকল গ্রাস করিয়া স্থির ভাবে রহিলেন। অনন্তর প্রজাগণ ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া চীৎকার করত পৃথুর নিকট উপস্থিত হইলেন। মহর্ষিরা কাতরস্বরে বলিলেন, হে মহারাজ! পৃথিবী প্রজাদিগের অন্নসকল ভক্ষণ করিয়া নিশ্চল-ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। এক্ষণে প্রজাদিগের মধ্যে মহৎ-ক্ষয় উপস্থিত দেখিতেছি। নরাধিপ পৃথু মহর্ষিগণের হতাশবাক্য-শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ-

পূর্ব্বক প্রবলবেগে পৃথিবীর প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া পৃথিবী হস্তিরূপ ধারণপূর্ব্বক বন এবং দুর্গম প্রদেশে গুপ্তভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পৃথু সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া কোন স্থানেই পৃথিবীকে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর ঋষিগণ বলিলেন, মহারাজ! পৃথিবী হস্তিরূপ ধারণ পূর্ব্বক দুর্গম প্রশে গুপ্তভাবে বিচরণ করিতেছেন। তাহা শুনিয়া পৃথু সেই কুঞ্জররূপ-ধারিণী ধরণীর প্রতি ধাবমান হইলেন। পৃথিবীও সিংহরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া রাজার চক্ষুর্দ্বয় অরুণ বর্ণ হইল, এবং তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণবাণ দ্বারা সেই সিংহরূপধারিণী ধরণীকে আহত করিলেন। পৃথিবী বাণাঘাতে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া মহিষরূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজাও ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অনন্তর পৃথিবী অশ্বরূপ হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র প্রভৃতি প্রধান প্রাধান দেবগণের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু কোন স্থানেই আশ্রয় প্রাপ্ত হইবেন না। এইরূপে নিরাশ হইয়া পৃথিবী পুনর্ব্বার বেণতনয়ের পার্শ্ববর্ত্তিণী হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কাতরভাবে বলিলেন, হে মহারাজ! আমাকে রক্ষা করুন। হে মহাভাগ! আমি সকলের জননী, সমুদয় পদার্থের আধার এবং রত্ননিধির আকর, আমি নিহত হইলে সমস্ত লোক এককালীন নিহত হইবে। সেই ত্রিলোক পূজিত বদ্ধাঞ্জলিপুটে আরও বলিলেন, হে মহারাজ, আমি স্ত্রী এই হেতু অবধ্য। ব্রাহ্মণগণ গোবধকে যেরূপ মহাপাপের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন স্ত্রীবধকেও সেইরূপ বলিয়াছেন। আমা

ব্যতীত আপনার প্রজাকে কে ধারণ করিবে? হে রাজন! আমি স্থির থাকিলেই সমুদায় চরাচর স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়। আমাকে নিহত করিয়া আপনি কোন্ উপায়ে প্রজাদিগকে ধারণ করিবেন? আমাতেই লোক সকল স্থির রহিয়াছে এবং আমিই জগৎ ধারণ করিতেছি। আমার বিনাশ হইলে সমুদয় প্রজা যে বিনষ্ট হইবে তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। অতএব আপনি যদি প্রজাদিগের মঙ্গল কামনা করেন তবে আমাকে বধ করিবেন না। আমার বাক্য শ্রবণ করুন। উপায় দ্বারা প্রারব্ধ কার্য্যের সিদ্ধি হয় বটে। কিন্তু আপনি কি প্রজা ধারণ বিষয়ে কোন উপায় স্থির করিয়াছেন? আমা ব্যতীত আপনি কিরূপে প্রজাদিগের ধারণ পালন এবং পোষণে সমর্থ হইবেন? আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন। আমি অন্নময়ী হইয়া ভবদীয় প্রজাসকল ধারণ করিব। আমি স্ত্রী অবধ্যা; আমাকে বধ করিলে আপনি প্রায়শ্চিত্তাই হইবেন কারণ শাস্ত্রকারেরা তির্য্যকজাতীয় স্ত্রীকেও অবধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে মহারাজ! এই সকল বিষয় বিচার করিয়া আপনার কদাচ ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করা উচিত হয় না। পৃথিবী এইরূপ নানা প্রকার বাক্য বলিলে, রাজা সেই দারুণ কোপ পরিত্যাগ করিলেন। পৃথিবী আরও বলিলেন, হে মহারাজ! আপনি প্রসন্ন হইলে আমি স্বস্থ হইতে পারি। হে ব্রাহ্মণগণ! পৃথিবী কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া সেই প্রজাপতি বেণতনয় পৃথিবীকে বক্ষ্যমাণ বাক্য সকল বলিয়াছিলেন।

ত্রিংশ অধ্যায়।

পৃথু বলিলেন। হে মহাপাপে! একজন পাপাচারী নিহত হইলে যদি পুণ্যদর্শী সাধুসকল সুখেতে বাস করিতে পারে, তাহা হইলে সেই পাপাসক্তচিত্ত দুরাত্মাকে বধ করা উচিত এবং সেই নিমিত্তই আমি সকল প্রাণীর বিনাশকারিণী তোমাকে বধ করিব। তুমি প্রজাগণ কর্ত্তৃক উপ্তবীজ সকল গ্রাস করিয়া প্রজাদিগকে হনন করিয়া স্থির হইয়া এক্ষণে কোথায় যাইবে। যে হেতু ধর্ম্ম সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক পালনীয় এবং তুমি প্রজার সংক্ষয়কারক মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়াছ। যদি কোন ব্যক্তি স্বার্থ হেতু আত্ম বা পরের হানিকারক কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই লোকোপতাপক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিলে কিছুই পাপ হয় না। যাহাকে বধ করিলে অনেকের সুখ হয়, হে বসুধে! সেই দুষ্ট পাতকীকে বধ করিলে কিছুই পাপ হয় না। অদ্য যদি আমার পুণ্যযুক্ত বচন না শ্রবণ কর, তাহা হইলে, হে বসুধে! অদ্য প্রজাদিগের কল্যাণার্থ আমি তোমাকে নিশ্চয়ই বধ করিব। ত্রৈলোক্যবাসীরা নিজ নিজ পুণ্যদ্বারা স্থিতিশালী হয়, আমি নিজের ধর্ম্মদ্বারা প্রজাসকল ধারণ করিব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব আমার ধর্ম্মানুগত শাসন প্রতিপালন করিয়া এই সকল প্রজাকে অদ্যই জীবিত কর। হে ভদ্রে। যদি তুমি অদ্যই আমার এই বাক্য প্রতিপালন কর, তাহা হইলে আমি প্রীত হইয়া সর্ব্বদা তোমাকে রক্ষা

করিব। এবং অন্যান্য রাজগণ তোমাকে রক্ষা করিবেন। অনন্তর বাণবিদ্ধশরীরা সেই গোরূপধরা পৃথিবী ধর্ম্মের আশ্রয়ে মহামতি বেণতনয় পৃথুকে বলিলেন। পৃথিবী বলিলেন, হে মহারাজ! প্রজাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত আপনি যেরূপ পুণ্যার্থসংযুক্ত আদেশ করিবেন তাহা আমি নিশ্চয়ই প্রতি পালন করিব। হে নরেশ্বর সদুদ্দেশ্য এবং পবিত্র কার্য্য সকল সদুপায় এবং পবিত্র উদ্যম দ্বারা সিদ্ধ হয়। অতএব আপনি এরূপ একটী উপায় দেখুন যাহাতে আপনি সত্য এবং প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন আর প্রজারা ও উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয়। আপনার সুশাণিত শায়কসমূহ আমার সর্ব্ব শরীরে শল্য স্বরূপ বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। হে মহারাজ! আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

সূত বলিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! মহাত্মা পৃথু এই কথা শুনিয়া ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সকলকে উৎসারিত করিয়া পৃথিবীকে সমতল করিলেন এবং বাণবিদগ্ধা পৃথিবীর অঙ্গ হইতে আপনার বাণগুলি উদ্ধৃত করিলেন। পৃথিবীতে যে সকল গর্ত্ত এবং কন্দর ছিল বাণাঘাতে তাহাদিগকে পূরিত করিয়া পৃথিবীকে সর্ব্বতোভাবে সমতল করিলেন। পৃথিবীকে এইরূপে সমতল করিয়া স্বায়ম্ভব মনুকে তাহার বৎস রূপে কল্পনা করিলেন। অতীত মন্বন্তরে পৃথিবী বিষমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং উহাতে গমনাগমনের পথ ছিল না। চাক্ষুষ মন্বন্তরে পৃথিবীর বন্ধুরতা আপনিই উৎপন্ন হইয়াছিল। পৃথিবীর এইরূপ বৈষম্য নিবন্ধন তৎকালে গ্রাম, পুর, পত্তন দেশ, ক্ষেত্র এই সকলের

কোনরূপ ভেদ লক্ষিত হয় নাই। সে সময় কৃষিবাণিজ্য বা গোরক্ষা কিছুরই প্রবৃত্তি ছিলনা, কেহ মিথ্যা কথা বলিত না, লোভ, মৎসর, অভিমান এবং পাপের অনুষ্ঠান কুত্রাপি লক্ষিত হয় নাই। হে ব্রাহ্মণগণ! বৈবস্বতমনুর অন্তর উপস্থিত হইতে পৃথুর জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে যে সকল প্রজার উৎপত্তি হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ ভূমিবিবরে, কেহ পর্ব্বতকন্দরে, কেহ নদীতীরে, কেহ লতামণ্ডপে কেহ বা সমুদ্রতীরে বাস করিতে লাগিল। ফল, মূল এবং মধু এই তিন ভক্ষ্য ছিল, কিন্তু অনেক কষ্টে ইহাদের লাভ হইত। মহারাজ পৃথু প্রজাদিগের তাদৃশ কষ্ট অবলোকন করিয়া রাজাদিগের মধ্যে স্বায়ম্ভুবমনুকে বৎস করিলেন এবং আপনার হস্তকে পাত্র করিয়া পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। ঐ দোহন হইতে সমুদায় শস্য ও নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্যরূপ দুগ্ধ নিঃসৃত হইয়াছিল। সেই পবিত্র অমৃতোপম অন্নদ্বারা সদাচারী প্রজাসকল দেবতা এবং পিতৃলোকের ও অতিথিবর্গের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিল। বেণতনয়ের প্রসাদে প্রজা সকল দেব, পিতৃ, ব্রাহ্মণ এবং বিশেষ করিয়া অতিথিবর্গকে সেই অন্ন সমর্পণ করিয়া অবশিষ্টান্ন আত্মার্থব্যয় করতঃ সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। কেহ কেহ সেই অন্নদ্বারা নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল, অপরে উহাদ্বারা কেবল বিষ্ণুর প্রীতি সাধন করিয়াছিল। দেবতাগণ এবং বিষ্ণু সেই অন্নে পরিতৃপ্ত হইয়া মেঘকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মেঘরাজও মুষলধারে বর্ষণ করিয়াছিল। সেই বর্ষণ হইতে পবিত্র এবং পুণ্যপ্রদ ঔষধি সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। ঋষিগণ এবং তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়া

পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। সোম বৎসস্বরূপ এবং বৃহস্পতি দোগ্ধা হইয়া ঊর্জ্জ রূপ ক্ষীর দোহন করেন যাহা-দ্বারা অদ্যাপি দেবগণ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। সেই পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণের সত্য এবং পুণ্যবলে সমস্ত জীবের জীবন রক্ষা হইতেছে এবং পৃথিবীতে সত্য ও পুণ্যের প্রচার হইয়াছে। এক্ষণে পৃথিবী যেরূপে দুগ্ধা হইয়াছিলেন তাহা সবিস্তর বর্ণন করিতেছি। পিতৃগণ যমকে বৎসরূপে পরিকল্পনা করিয়া রৌপ্য পাত্রে স্বধারূপ ক্ষীর দোহন করিয়াছিলেন। সর্পগণ তক্ষককে বৎস এবং ধৃতরাষ্ট্রকে দোগ্ধারূপে কল্পনা করিয়া অলাবুপাত্রে বিষরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিল। দৈত্যেরা বিরোচনকে বৎস এবং মহাবল মধুকে দোগ্ধা রূপে কল্পনা করিয়া শত্রু বিনাশনাদন-মায়া-রূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিল। সেই অবধি দৈত্য সকল মায়া-পর হইয়া জগতে নানাবিধ অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। মায়াই তাহাদের বল এবং মায়াই তাহাদের পৌরুষ, মায়াই দৈত্যদিগের জীবিকানির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। যক্ষেরা বৈশ্রবণকে বৎস এবং যক্ষরাজপুত্র রজতনাভকে দোগ্ধাস্বরূপ কল্পনা করিয়া বিস্তৃত আমময় পাত্রে অন্তর্দ্ধা-নরূপ ক্ষীর দোহন করিয়াছিলেন যাহা অদ্যাপি যক্ষজাতিতে বিরাজমান দেখা যায়।

রাক্ষসেরা মনুষ্যকপালকে পাত্র, রজতনাভকে দোগ্ধা এবং সুমালীকে বৎসরূপ কল্পনা করিয়া শোণিত রূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্বেরা পদ্মপত্রকে পাত্র বিদ্বান্ চৈত্ররথকে বৎস এবং সুরুচিকে দোগ্ধা করিয়া শ্রুতিরূপ ক্ষীর দোহন করিয়াছিল। যাহা গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরদিগের

জীবিকানির্ব্বাহের হেতু হইয়াছে। পুণ্যাচরণতৎপর পর্ব্বত সকল হিমালয়কে বৎস এবং সুমেরুকে দোগ্ধা রূপে নির্ব্বাচন করিয়া শৈলজপাত্রে নানাবিধ অমৃতোপম ঔষধি এবং রত্ননিচয় দোহন করিয়াছিল। কল্পদ্রুমপ্রমুখ বৃক্ষগণ প্লক্ষকে বৎস এবং শালকে দোহক করিয়া পলাশপত্র নির্ম্মিত পাত্রে ছিন্ন দগ্ধ প্ররোহণ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিল। এইরূপ গুহ্য চারণ এবং সিদ্ধ স্ব স্ব জাতীয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে বৎস ও দোহকরূপে কল্পনা করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত দুগ্ধ দোহন করিয়াছিল। বিধাতা এই পুণ্যবতী পৃথিবীকে কামদুগ্ধা ধেনুস্বরূপ সৃজন করিয়াছেন। পৃথিবী সৃষ্টপদার্থ-নিচয়ের জ্যেষ্ঠা এবং ইহাতেই সকলের প্রতিষ্ঠা বর্ত্তমান। এই পৃথিবীই সৃষ্টি ও প্রজা উভয় স্বরূপ। ইনি পালিনী পুণ্যদায়িনী, পবিত্ররূপা এবং সর্ব্বশস্য প্ররোহিণী। ইনিই সমুদয় চরাচরের প্রভবভূমি, স্বয়ং মহালক্ষীরূপা এবং বিশ্বময়ী। পৃথিবী সর্ব্বলোকের আধাররূপা। এই পৃথিবী পঞ্চতত্ত্বের প্রকাশস্বরূপ। পূর্ব্বে এই পৃথিবী সমুদ্ররূপিণী ছিলেন। অনন্তর মধুকৈটভনামক অসুরের মেদোরাশিতে পরিপূরিত হইয়া মেদিনী এই নামে বিখ্যাত হন। তদনন্তর বেণতনয় পৃথুর দুহিতৃভাব প্রাপ্ত হওয়ায় পৃথ্বী নামে অভিহিত হয়েন। মহারাজ পৃথু এই সর্ব্ব শস্যাঢ্যা সর্ব্বতীর্থময়ী পৃথিবীকে গ্রামপুরপত্তনাদিদ্বারা অলঙ্কৃতা যথান্যায় প্রতিপালন করিয়া ছিলেন। নিখিল সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক বেণতনয় পৃথুর প্রভাবনিচয় পুরাণে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যেরূপ ব্রহ্মবাদী দেবগণ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র এই দেব ত্রয়কে সর্ব্বদা নমস্কার করেন সেইরূপ ব্রাহ্মণ এবং ঋষিগণ

পূর্ব্বে মহারাজ পৃথুকে নমস্কার করিতেন। পৃথু সমুদয় বর্ণ এবং সকল প্রকার আশ্রমের স্থাপনকর্ত্তা। সেই সর্ব্বগুণ-গুণযুক্ত আদিরাজা প্রতাপবান্ পৃথু নিখিল রাজগণের নমস্করণীয়। যে ব্যক্তি শত্রুজয় করিবার অভিলাষে ধনু-র্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিতে অভিলাষী হয়েন, তাঁহার প্রথমে বৃত্তি-দাতা পৃথুকে নমস্কার করা উচিত।

হে ব্রাহ্মণগণ! মহারাজ পৃথুর আদেশানুসারে পৃথিবী দোহন সময়ে যত প্রকার পাত্র হইয়াছিল, যাহারা যাহারা বৎস ও দোগ্ধার কার্য্য করিয়াছিল এবং যে যে প্রকার ক্ষীর উৎপন্ন হইয়াছিল, তৎসমুদায়ের কীর্ত্তন করিলাম। এই ধন্য, যশোবৃদ্ধিকারক, অরোগিতার হেতু এবং পাপধ্বংস-কারী চরিত্র শ্রবণ করিলে প্রত্যহ গঙ্গাস্নানজন্যপুণ্য লাভ হয় এবং অন্তকালে বিষ্ণু লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

একত্রিংশ অধ্যায়

ঋষিগণ বলিলেন, হে সূত! তুমি যে পাপাচারী বেণের কথা বলিলে তাঁহার কিরূপ পরিণাম হইয়াছিল তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন কর। সূত বলিলেন আমি যথাশ্রুত ঐ বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি আপনারা শ্রবণ করুন। সেই মহাত্মা পৃথু পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলে রাজা বেণ নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মেতে সুশোভিত হইলেন। তাঁহার পাপ সকল নরাধম মনুষ্যনিচয়ে সঞ্চারিত হইল। তীর্থ যাত্রাদি

বলিতেছিস কেন? এই রূপ বাক্‌কলহ হইতে হইতে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তাহারা দুজন যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ই সেই বিমল হ্রদে নিপতিত হইল। সেই সময় গতিদায়ক নামে একটী পর্ব্ব ঘটিয়াছিল। ঐ সময় ঐ মৃগী, কুক্কুর ও ব্যাঘ্রদ্বয় সেই বিমলতীর্থে নিপতিত হওয়ায় তাহাদিগের সকলেরই পরমা গতি লাভ হইল। হে ব্রাহ্মণগণ অগ্নি যেমন ইন্ধনরাশিকে দগ্ধ করে সেই রূপ তীর্থসেবায় ও সৎসঙ্গে পাপিদিগের পাপরাশি বিনষ্ট হয়। সেই সকল মহাত্মা ঋষিদিগের দর্শন ও স্পর্শ ও তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ দ্বারা বেণের সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়াছিল। ইহা বারম্বার কথিত হইয়াছে যে অতিশয় পুণ্যাত্মাগণের সহবাসে পাপ সকল বিনষ্ট হয় এবং অতিশয় পাপিষ্টদিগের সহবাসে পাপের উৎপত্তি হয়। বেণের পাপ কেবল মাতামহ দোষে ঘটিয়াছিল।

ঋষিগণ বলিলেন হে সূত, বেণের মাতামহের দোষ কিরূপ তাহা আমাদিগের নিকট সবিস্তর বর্ণন কর। কারণ মৃত্যু স্বয়ং কাল, সময় এবং ধর্ম্ম ঐ পদে কোন হিংসক ব্যক্তির ত নিযুক্ত হইবার সম্ভব নাই। এই চরাচর বিশ্বমণ্ডলে যত লোক আছে তৎসমুদয়ই নিজ কর্ম্মের বশবর্ত্তী, তাহাদের জীবন ও মরণ সকলই আত্মকর্ম্মের অনুসারে ঘটিয়া থাকে। পাপিষ্ঠেরা সেই যমকে ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করিয়া থাকে। এবং সেই কর্ম্ম স্বরূপ যম পাপাত্মাদিগকে কেবল পাপ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে তাড়িত করেন এবং পুণ্যাত্মাদিগকে পুণ্য কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। অতএব তাঁহাতে কোন রূপ দোষ লক্ষিত হইতেছে না। তবে মৃত্যুর কোন

দোষে বেণ পাপ রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সূত বলিলেন, সেই মৃত্যু হৃষ্টাত্মা পাপিদিগকে শাসন করেন এবং কাল রূপে তাহাদিগের কর্ম্মনিচয় পর্য্যবেক্ষণ করেন বটে, কিন্তু তিনি সুকৃত এবং দুষ্কৃত কর্ম্মসকল একত্র সম্মিলিত করেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ পীড়া ও দারুণ কষ্ট প্রদান করিয়া ত্রাসিত ও তাড়িত করেন। তাঁহার সুনীথা নাম্নী কন্যা পিতার কার্য্য সকল নিরীক্ষণ করিয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতে থাকে। কোন সময় ঐ কন্যা সঙ্গীগণে পরিবৃত হইয়া ক্রীড়ার্থ বনে গমন করিয়াছিল। সেই স্থানে সমথ নামে এক সুন্দর গন্ধর্ব্বতনয়কে দেখিতে পাইল। ঐ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গন্ধর্ব্বপুত্র গীতবিষয়ে সিদ্ধিলাভের অভিপ্রায়ে মহত্তপের অনুষ্ঠান করিয়া সরস্বতীর উপাসনা করিতে ছিলেন। মৃত্যুকন্যা সুনীথা সেবাছলে তাহার তপোবিঘ্নের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল এবং তৎকর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়াও তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিল না। অনন্তর তৎকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সুমথ ক্রোধে অধীর হইয়া সুনীথাকে বলিলেন রে পাপাচারিণি! দুষ্টে! তুই কি নিমিত্ত আমার তপস্যার বিঘ্ন করিলি? মহদ্ব্যক্তিরা তাড়িত হইয়াও তাড়না করেন না, আহত হইয়াও প্রতিঘাত করেন না এই নিমিত্ত তুই আমাকে তাড়না করিলেও আমি কিছু বলিলাম না। বিশেষত তুই স্ত্রী। এই কথা বলিয়া তিনি ক্রোধ হইতে বিরত হইলেন। ইহা শুনিয়া সুনীথা তাঁহাকে বলিল আমার পিতা ত্রৈলোক্যবাসিদের বিনাশকর্ত্তা। তিনি নিত্য অসৎদিগকে পাতিত করেন এবং সৎদিগকে পরিপালন করেন। আমার এই কার্য্যে তাঁহাতে কোন দোষ বর্ত্তিবে না, যে

হেতু তিনি সর্ব্বদা পুণ্যাচরণ করিয়া থাকেন। এই কথা বলিয়া সে আপনার পিতার নিকট যাইয়া বলিল। পিতঃ! বনে কামক্রোধশূন্য একটী গন্ধর্ব্ব তপস্যা করিতেছিল, আমি তাহাকে তাড়িত করিয়াছি। সে আমা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া এইমাত্র বলিল যে, কাহা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াও তাড়না করিবে না এবং আহত হইয়াও প্রতিঘাত করিবে না ইহার কারণ কি আপনি আমাকে বলুন। এই কথা শুনিয়া যম কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না। উহাতে তাহার প্রশ্রয় বর্দ্ধিত হইল। সে পুনর্ব্বার বনেতে যাইয়া সেই গন্ধর্ব্বপুত্রকে কথা দ্বারা তাড়িত করিল। অকারণ সেই দুষ্টাকর্ত্তৃক তাডিত হইয়া সেই মহাতেজা গন্ধর্ব্ব তনয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, অয়ি দুষ্টে! যে হেতু তুই নিরপরাধে আমাকে কথাঘাতে তাড়না করিলি আমি তোকে শাপ দিতেছি যে, যখন তুই ভর্ত্তার সহিত শৃঙ্গার ধর্ম্মে নিরত হইবি, তখন তোর এই পাপ-গর্ভে একটি ব্রাহ্মণনিন্দক পাপাচারী পুত্র উৎপন্ন হইবে। এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া সেই গন্ধর্ব্বতনয় পুনর্ব্বার তপস্যায় নিয়ত হইল এবং পুণীথণ্ডে আপন গৃহে প্রত্যা-গমন করিল। অনন্তর মৃত্যু তাহার মুখে সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন তুমি কেন সেই দোষশূন্য তপ-স্বীর তপোবনে গমন করিয়াছিলে? হে পুত্রি! সেই নির্দ্দো-ষীকে আহত করিয়া অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছ। ধর্ম্মাত্মা মৃত্যু এই কথা বলিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন।

সূত বলিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! কোন সময় অত্রিপুত্র মহাতেজা তুঙ্গ নন্দন বনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি নন্দন

বনের মধ্যে অপ্সর এবং কিন্নরবর্গে পরিবৃত ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান দেবরাজ ইন্দ্রকে দর্শন করিলেন। তাঁহার সম্মুখে গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ নানাবিধ সুস্বরে গান করিতেছিল, দুই পার্শ্বে হংসগামিনী যোষিদ্বর্গ চামর হেলাইতেছিল, তাঁহার মস্তকে হংসবর্ণ চন্দ্রবিম্বের মত বিস্তৃত ছত্রবিরাজমান ছিল। তাঁহার বামপার্শ্বে পতিব্রতার আদর্শভূতা অসাধারণ রূপ ও সৌভাগ্যবতী পুলোমদুহিতা শোভিত ছিলেন এবং ইন্দ্র তাঁহার সহিত নানারূপ কৌতুক করিতেছিলেন। ইন্দ্রের সমস্ত লীলাদর্শন করিয়া তুঙ্গ মনে মনে চিন্তা করিলেন জগতের মধ্যে এই ব্যক্তিই ধন্য। ইহার তপস্যার কি অদ্ভুত শক্তি যাহা দ্বারা এইরূপ পদলাভ হইয়াছে। যদি আমার একটী এইরূপ পুত্র উৎপন্ন হয় তাহা হইলে আমি অতিশয় সুখী হই। এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি শীঘ্র গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, অনন্তর মহাতেজা তুঙ্গ মহাত্মা ইন্দ্রের তাদৃশ সম্পৎ, ভোগবিলাস এবং লীলা ইত্যাদি সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমার কি রূপে এইরূপ পুত্র হইবে এই চিন্তা করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্ব পিতা অত্রিকে প্রণাম পূর্ব্বক বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পিতঃ! কোন্ ব্যক্তি পুণ্যবলে

ইন্দ্রত্বলাভ করিয়াছেন ? তাঁহার কোন পুণ্যের এইরূপ পরিণাম, এবং কীদৃশ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াই বা ঐ রূপ পুণ্যের সঞ্চয় হইয়াছে, তিনি পূর্ব্বজন্মে কীদৃশ তপস্যা ও আচারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এই সকল বিষয় আমার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করুন। অত্রি বলিলেন সাধু! সাধু! তুমি অতি প্রশংসনীয় প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছ। হে বৎস! আমি তোমার নিকট ইন্দ্রের চরিত্র সবিশেষ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সুব্রতনামে কোন ব্রাহ্মণ অতিকঠোর তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিল। বিষ্ণুর প্রসাদে সে কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া দেবরাজের অধিকার প্রাপ্ত হয়। তুঙ্গ বলিলেন, হে মহাভাগ! আপনি সমুদয় জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ। অতএব আমার কিরূপে ইন্দ্রসদৃশ পুত্রলাভ হয় ? সেই উপায় বলিয়া দিন। শুনিয়া মহর্ষি অত্রি তুঙ্গের নিকট সংক্ষেপে সুব্রতের সমুদয় চরিত্র কীর্ত্তন করিলেন। মেধাবী সুব্রত পূর্ব্বে যেরূপ ভক্তি ও ধ্যানযোগে হরির আরাধনা করিয়াছিলেন। হরিও তাঁহার সেই সকল ভক্ত্যাদি দর্শন করিয়া তাহাকে মহৎপদ প্রদান করিয়াছেন। বিষ্ণুভক্তি-প্রসাদেই সে এই ত্রৈলোক্যের আধিপত্য রূপ ইন্দ্রত্ব উপভোগ করিতেছে। আমি তোমাকে ইন্দ্রের সমুদয় চেষ্টিত শুনাইলাম। গোবিন্দ কেবল ভক্তি ও ভাবেতে সন্তুষ্ট হন। সেই আনন্দ স্বরূপ হরি ভক্তিদ্বারা সন্তোষ প্রাপ্ত হইলে সমুদায় অভিলষিত প্রদান করেন। অতএব সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বপ্রদ পরম পুরুষ পরমেশ্বরের ভক্তি পূর্ব্বক আরাধনা কর, হে পুত্র! তুমি যাহা যাহা ইচ্ছাকরিবে তিনি

তোমাকে তাহাই প্রদান করিবেন। সেই হরি সুখ দাতা, পরমার্থদাতা, মোক্ষদাতা এবং সমুদায় বিশ্বমণ্ডলের এক মাত্র অধিপতি। অতএব তুমি তাঁহাকে আরাধনা কর, নিশ্চয়ই ইন্দ্রতুল্য পুত্রলাভ করিবে। এই পরমার্থ-যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাত্মা তুঙ্গ তাহার তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করতঃ সেই নিত্য পরব্রহ্মকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মার সদৃশ তেজস্বী মহাত্মা অত্রিকে যথাবিহিত অভিবাদন করিয়া সুমেরুর কোন রত্নময় উচ্চশিখরে গমন করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

সুত বলিলেন। সূর্য্য যেরূপ আপনার রশ্মিতে শোভিত হন, সেইরূপ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ সুমেরু নানাবিধ রত্ন ও সুবর্ণ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বিরাজমান। ঐ পর্ব্বতে স্থানে স্থানে যোগীগণ অশোকবৃক্ষের সুখদায়িনী শীতলচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। কোন স্থানে মুনিগণ তপস্যায় নিরত, কোন স্থানে কিন্নরগণ সুললিতস্বরে গান করিতেছে। কোন স্থানে গন্ধর্ব্বগণ আনন্দলহরীতে ভাসমান হইয়া বীণা বাজাইতেছে। চারিদিকেই তানমানলয় ও মূর্চ্ছনাযুক্ত সপ্তস্বরের মনোহর বিকাশ হইতেছে। সেই সুমেরুর কোন প্রদেশে সংগীত শাস্ত্রপারদর্শী গন্ধর্ব্বগণ গান করিতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উহাদের স্ত্রীরা নৃত্য করিতেছে।

সেই পর্ব্বতের কোন প্রদেশ হইতে পাপনাশক পুণ্য ও কল্যাণপ্রদ সুমধুর বেদধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছে। সেই পর্ব্বতে চন্দন, অশোক, পুন্নাগ, শাল, তাল, তমাল এবং বৃহৎ বৃহৎ মেঘাকৃতি বটবৃক্ষ সকল চারিদিকে বিরাজমান। মধ্যে সন্তান, কল্পবৃক্ষ, রক্তপাদপ এবং পুষ্পিত নাগকেশর বৃক্ষ ঐ পর্ব্বতের রমণীয়তা বর্দ্ধন করিতেছে। ঐ পর্ব্বত নানাবিধ ধাতু ও রত্নে আকীর্ণ, উহার স্থানে অনেক প্রকার অদ্ভুত ও মঙ্গলদ্রব্য দৃষ্ট হয়। উহাতে সিদ্ধ অপ্সর গন্ধর্ব্ব, ঋষি মুনি ও মূর্ত্তিমান বেদ সকল বিরাজ করিতেছে। পর্ব্বত সদৃশ বৃহদ্ বৃহদ্ হস্তী, সিংহ, শরভ, শার্দ্দুল এবং গোয়াকু-গণ যথেচ্ছ বিহার করিতেছে। প্রায় সর্ব্বত্রই হংস কারণ্ড-কাদি জলচর পক্ষী দ্বারা উপশোভিত, নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ বাপী কূপ এবং তড়াগাদি জলাশয় নয়নগোচর হয়। উহা-দের মধ্যে আবার সুবর্ণের শ্বেত ও রক্তোৎপল সকল পবন হিল্লোলে দোলায়মান। ঐ পর্ব্বতের নানা প্রদেশ হইতে সুবিমল নির্ঝরিণী সকল কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে, উহাদের তীরে শাল তাল প্রভৃতি বৃক্ষ সকল শোভায়মান। স্থানে স্থানে সূর্য্য ও অগ্নিপ্রভ স্ফটিক ও সুবর্ণময়ী শিলা সকল রশ্মি জাল বিস্তার করিয়া চক্ষু ঝলসিত করিতেছে। দেবতাদিগের চন্দ্র ও হংসবৎ সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণ বিমান ও সৌধসমূহ পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় আকাশ ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। তাহাদের শিখর ভাগে সুবর্ণ-দণ্ডোপরি চামর ও কলস সুশোভিত রহিয়াছে। সেই সুমেরু হইতে পুণ্যতোয়া মহানদী গঙ্গাও নির্গতা হইয়াছেন।

অত্রিপুত্র মহামুনি ভৃগু সেই পবিত্র ও মঙ্গলময় এই

রূপ শুভগুণশালী পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়া সুরম্য কন্দরযুক্ত পবিত্র ও নির্জ্জন গঙ্গাতীর আশ্রয় করিলেন। সেই কাম-ক্রোধশূন্য মেধাবী মহর্ষি ইন্দ্রিয়নিচয় সংযম করিয়া সেই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরে মন সমর্পণ করিলেন।

সেই ধর্ম্মাত্মা তুঙ্গ উপবেশন করিবার সময় শয়ন-করিবার সময় এবং অন্যান্য কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান সময়ে মনে মনে সেই ক্লেশ হারী মধুসূদনের চিন্তা করিতে লাগি-লেন। সেই যুক্তাত্মা তুঙ্গ যোগদ্বারা ইন্দ্রিয়ের সংযম করিয়া বিশ্বচাচরের সমুদয় বস্তুতে কেশবকে দর্শন করিতে লাগিলেন। এই রূপ তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে করিতে একশত বৎসর অতীত হইল। অনন্তর জগৎস্বামী চক্রপাণি সেই ব্রাহ্মণকে নানাবিধ উৎপাত দর্শন করাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সেই তেজস্বী ব্রাহ্মণ কিছুতেই ভীত হইলেন না। নিয়ম সংযম এবং উপবাসাদি দ্বারা তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইলেও তাঁহার তেজ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতে তিনি অগ্নি এবং সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান লক্ষিত হইতে লাগিলেন।

তুঙ্গ বলিলেন। হে ভূতভাবন পাপনাশন জনার্দ্দন! তুমি সকল ভূতের গতি, তুমি সকলের আত্মাস্বরূপ ও ঈশ্বর, তোমাকে এবং তোমার পরিষদ্বর্গকে নমস্কার করি। তুমি গুণস্বরূপ অথচ গুণাতীত এবং অতিগুহ্য অথচ শঙ্খচক্র-ধারী তোমাকে নমস্কার। তুমি সত্য-স্বরূপ, সত্যাশ্রয় ও সত্যময়, মায়ার বিনাশ-কারী অথচ মায়াময়, তুমি মূর্ত্তিশূন্য হইয়াও মায়াবশে নানাবিধ মূর্ত্তি ধারণ কর, তোমাকে বার-ম্বার নমস্কার করি। জগতে যতপ্রকার বস্তু আছে ইহা তোমারই প্রতিরূপ, তুমি অঙ্গন সমূহের বিধাতা, জগতের

আধার ও ধর্ম্মের ধারণকর্ত্তা। তোমাকে নমস্কার। তুমি আকাশেরও প্রকাশকারী, স্বয়ং বহ্নিস্বরূপ, তোমাভিন্ন স্বাহাকার আর কিছুই নহে, তুমি শুদ্ধ ও অব্যক্ত। তুমি ব্যাস বাসব ও সমুদয় দেবতারস্বরূপ। হে বাসুদেব! বহ্নিরূপী বিশ্বময়! তোমাকে বার বার নমস্কার করিতেছি। হে দেব! হুত ও হুত-ভোগী উভই তুমি। তুমি হরি বামন ও নৃসিংহ, তোমাকে নমস্কার। হে গোবিন্দ গোপাত্মজ একাক্ষর সর্ব্ব-ক্ষয়কারী এবং হংসরূপী! তোকাকে নমস্কার। তুমি ত্রিতত্ত্ব, তুমি পঞ্চতত্ত্ব, তুমি পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব এবং তুমি পঞ্চ-বিংশতিতত্ত্বের আধার। তুমি কৃষ্ণ, কৃষ্ণরূপ লক্ষ্মীনাথ পদ্মপলাশাক্ষ ও আনন্দময় তোমাকে নমস্কার করি। হে বিশ্বম্ভর পাপাশন শাশ্বত অব্যয় পদ্মনাভ মহেশ্বর! আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। হে কেশব! তোমার কমল-সেবিত পাদপদ্মের আরাধনা করি। হে বাসুদেব, জগন্নাথ মধুসূদন! আমাকে দৃশ্যভাব প্রদান করুন। আমি যেন জন্ম জন্ম তোমার চরণ বন্দন করিতে পারি। হে শঙ্খপাণি শান্তিদাতা। আমাকে কৃপাকর। আমি পুত্রাদি বন্ধুর মরণেও নানাবিধ শোক তাপে নিদারুণ সংসারেরদ্বারা দগ্ধ হই-তেছি, জ্ঞানরূপ অম্বুদ্বারা আমাকে প্লাবিত করুন। হে পদ্ম-নাভ! আমি অতি দীন আমাকে শরণ হও। মহাত্মা তুঙ্গের এই স্তোত্র শ্রবণ করিয়া হরি কৃপাপরবশ হইয়া তুঙ্গকে আপনার স্বরূপ দর্শন করাইলেন। তুঙ্গ দেখিলেন তাঁহার অগ্রে সেই নবঘনশ্যামবর্ণ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী গরুড়োপরি আসীন সর্ব্বাভরণ ভূষিত শ্রীবৎসচিহ্নধারী কৌস্তুভালঙ্কৃত বক্ষঃস্থল স্বয়ং জনার্দ্দন বিরাজমান। তিনি এই স্বরূপ

দেখাইয়া সেই তপস্বিপ্রধান তুঙ্গকে মেঘগম্ভীরস্বরে আহ্বান করিয়া বলিলেন হে মহাভাগ ব্রাহ্মণ নয়! তোমার তপস্থায় আমি তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। মহর্ষি তুঙ্গ কমলাপতি নারায়ণকে তুষ্ট দেখিয়া তাঁহার চরণারবিন্দে বারম্বার প্রণাম করিতে লাগিলেন। অনন্তর অতিশয় আনন্দে আবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে শঙ্খচক্রগদাধর দেবেন্দ্র! আমি আপনার দাস। যদি আপনি বর প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, তবে আমাকে একটি বংশধর পুত্ররূপ বর প্রদান করুন। যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র সর্ব্বতেজসমন্বিত, সেইরূপ লোকরক্ষক একটী পুত্র প্রদান করুন। ঐ পুত্র সকল দেবতার প্রিয় হয়, দেব ব্রাহ্মণ্য এবং ধর্ম্মের রক্ষক হয়, নিখিল জ্ঞানসম্পন্ন তীক্ষ্ণধী ও দাতা হয়। উহা হইতে যেন ত্রৈলোক্যের রক্ষা ও সত্যধর্ম্মের পালন হয়। ঐ পুত্র যোদ্ধাদিগের শ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় বীর এবং ত্রৈলোক্যের ভুষণস্বরূপ হইবে। ঐ পুত্র বিষ্ণুর সমান তেজোবান্, জিতেন্দ্রিয়, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, শান্ত, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, তপোনিষ্ঠ, বেদজ্ঞ এবং যোগীদিগের শ্রেষ্ঠ হইবে এবং কাহারও কর্ত্তৃক পরাজিত হইবে না। এইরূপ গুণসম্পন্ন পুত্ররূপ বর আমাকে প্রদান করুন।

বাসুদেব বলিলেন, হে মহামতে! তোমার পৌত্র এই সকল গুণসম্পন্ন, সমুদয় বিশ্বের ধারণকর্ত্তা এবং অত্রিবংশের ধুরন্ধর হইবে। সে নিজের তেজ, যশ এবং পুণ্যবলে পূর্ব্ববংশীয়দিগকে উদ্ধার করিবে এবং সত্যবলে পিতা ও পিতামহকে উদ্ধার করিবে এবং তুমি আমার সেই স্থান

যাহা বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া বিখ্যাত, তাহা দেখিতে পাইবে। এইরূপ বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইয়া এই কথা বলিলেন, তুমি কোন পবিত্র বীর্য্যের কন্যাকে বিবাহ করিবে, তাহার গর্ভে যে পুত্র হইবে তাহা হইতে আমার প্রসাদে তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছ, সেইরূপ গুণবান্ ও সর্ব্বজ্ঞ পৌত্র লাভ হইবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এই রূপ বরপ্রদান করিয়া ভগবান স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

ঋষিগণ বলিলেন, হে সূত! মহাত্মা গন্ধর্ব্ব-পুত্র-কর্ত্তৃক শাপ প্রাপ্ত হইয়া, সেই পাপমতি সুনীথা কিরূপ কর্ম্ম করিয়াছিল এবং ঐ শাপবশে কিরূপ পুত্র লাভ করিয়াছিল, তাহা সবিশেষ বর্ণন কর। সূত বলিলেন, সেই তনুমধ্যমা সুনীথা গন্ধর্ব্ব-পুত্র-কর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়া অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে পিতার নিকট গমন করিল। সে পিতার নিকট যাইয়া আপনার চরিত্র প্রকাশ করিল, সেই সত্যপরায়ণ ও ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ মৃত্যুও আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন।

অনন্তর সেই মহাত্মা গন্ধর্ব্ব পুত্র হইতে শাপপ্রাপ্ত স্বীয় তনয়াকে বলিলেন, হে পুত্রি! তুমি যে পাপ করিয়াছ, তাহা

দ্বারা ধর্ম্ম ও তেজ বিনষ্ট হয়। হে মহাভাগে! তুমি কি নিমিত্ত সেই নিরীহ শান্ত ব্যক্তির তাড়ন করিলে? তুমি যে পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছ, ইহা সর্ব্বলোক-বিরুদ্ধ। যে কামক্রোধবিহীন ধর্ম্মবৎসল তপোনিরত পরব্রহ্মের ধ্যান-নিষ্ঠ শান্তস্বভাব ব্যক্তিকে আহত করে, সে ঐ নিরপরাধে আহত ব্যক্তির সমুদয় কিল্বিষ উপভোগ করে, যে তাড়ন-কারীকে তাড়িত করে না, সেই নিরপরাধী। তুমি অতি-শয় দুষ্কৃতের আচরণ করিয়াছ এবং সেই নিমিত্তই এইরূপে শপ্ত হইয়াছ। হে পুত্রি! এক্ষণে পুণ্যকার্য্যের আচরণ কর, সর্ব্বদা সৎদিগের সঙ্গ লাভ করিতে যত্নবতী হও, যোগ ধ্যানাদির অনুষ্ঠান কর। সৎসঙ্গ অতিশয় পবিত্র ও নানা-বিধ মঙ্গলের বিধানকারী। হে বালে! সৎসঙ্গের গুণ শ্রবণ কর।

যেরূপ জলের স্পর্শ, পান ও জলদ্বারা স্নান করিয়া মুনিগণ বাহ্য এবং অভ্যন্তর ক্ষালিত করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং সমুদয় চরাচর পবিত্র, শান্ত, মৃদু, নির্ম্মল এবং শীতল হয়, হে পুত্রি! সেই সর্ব্বলোকের উপর প্রেমিক ব্যক্তিও সেইরূপ শান্ত ও সুখী হয়। যেরূপ অগ্নির সঙ্গে কাঞ্চন মলভার পরিত্যাগ করে, সেইরূপ মনুষ্য সাধু সঙ্গে পাপ পরিত্যাগ করে। যে ব্যক্তি সত্যরূপ বহ্নিদ্বারা প্রজ্বলিত পুণ্যতেজঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত ও জ্ঞানদ্বারা নির্ম্মল হয় এবং ধ্যান প্রভাবে অত্যুষ্ণভাব ধারণ করে তাহাকে পাপিষ্ঠ মনু-ষ্যেরা স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব তুমি সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে বাস করিও এবং অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যকে আশ্রয় করিও। সুত বলিলেন, এইরূপে পিতাকর্ত্তৃক প্রতিবো-

খিত হইয়া সুনীথা অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং পিতার চরণ বন্দনা করিয়া নির্জ্জন বনে গমন করিলেন। সেই দুঃখিনী কাম, ক্রোধ এবং কন্যাভাব পরিত্যাগ করিয়া এবং মহামোহ ও মায়া পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন আশ্রয় করিলেন।

কোন সময় তাঁহার সখীগণ ক্রীড়ার্থ তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে তাদৃশ চিন্তাকুল দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে ভদ্রে! তুমি কি জন্য চিন্তা করিতেছ এই দুঃখ-প্রদায়িনী চিন্তার কারণ কি আমাদিগের নিকট বর্ণন কর। চিন্তাদ্বারা শরীর,বল ও তেজ বিনষ্ট হয়, সমুদায় সুখ দূরীভূত হয় ও সৌন্দর্য্যের হানি হয়, যেরূপ তৃষ্ণা, লোভ ও মোহ পাপের উৎপাদক চিন্তাও সেই রূপ। চিন্তা মনুষ্যের ব্যাধি-স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অতএব চিন্তা পরিত্যাগ কর এবং আমাদের নিকট তোমার মনের কথাব্যক্ত কর।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

সুত বলিলেন, সুনীথা আত্মবৃত্তান্ত সমুদায় বিস্তর রূপে-বর্ণন করিয়া বলিলেন, হে সখিগণ! আমি আরও কিছু বলিব শ্রবণ কর। পিতা আমার এই অসাধারণ রূপ, বয়স এবং গুণ দর্শন করিয়া আমার বিবাহের জন্য অতিশয়

চিন্তিত হইয়াছেন। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা কোন দেব বা মুনি কুমারের সহিত আমার বিবাহ হয়। কোন সময় তিনি আমাকে হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া দেবতা দিগের নিকট এই কথা বলিয়াছিলেন আমার এই চারুলোচনা কন্যাকে কোন মহাত্মা এবং গুণবান ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহাকে বলিলেন, তোমার কন্যা গুণবতী ও সুশীলা হইলেও এক ঋষি শাপরূপ দোষে দূষিত হইয়াছে। ইহার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে সে অতিশয় পাপাচারী ও বংশের বিনাশ-কারী হইবে। যেরূপ গঙ্গাসলিলপরিপূর্ণ কুম্ভে এক-বিন্দু সুরা পতিত হইলে মদ্য কুম্ভবৎ অপবিত্র হয়, সেইরূপ এক জন পাপাচারীর সংসর্গে সমস্ত কুল পাপনিষ্ঠ হইয়া পড়ে। যেরূপ বিন্দুমাত্র অম্লদ্রব্য দুগ্ধে নিপতিত হইলে সমস্ত দুগ্ধ বিনষ্ট হইয়া অম্লরূপ ধারণ করে তদ্রূপ পাপিষ্ঠ পুত্র হইতে সমস্ত বংশ নাশ প্রাপ্ত হয়। এই রূপদোষে তোমার এই দুষ্টা কন্যাকে আর কাহাকে প্রদান কর। দেব-গণ কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া পিতা গন্ধর্ব্ব ও ঋষিদিগের নিকট গমন করিলেন তাঁহারও ঐ রূপ প্রত্যুত্তর দান করিলে তিনি নিরতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন। আমি এইরূপ পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি যে তাহার প্রতীকার করিতে কেহই সক্ষম হইলেন না। সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমি এই নির্জ্জন বন আশ্রয় করিয়াছি। এই স্থানে থাকিয়া শরীর শুষ্ক করিয়া তপস্যার অনুষ্ঠান করিব। তোমারা এ বিষয়ে আমার সহায়তা কর। মৃত্যুকন্যা সুনীথা সখী-দিগের নিকট এইরূপ চিন্তার কারণ ব্যক্ত করিয়া বিরত

হইলে সখীগণ বলিল। হে মহাভাগে! এই শরীরশোষক দুঃখ পরিত্যাগ কর। কাহার কুলে দোষ নাই? দেবগণ স্বয়ং নানাবিধ পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা স্বয়ং মহাদেবের নিকট মিথ্যা বাক্যের প্রয়োগ করেন, সেই ব্রহ্মা জগৎপূজ্য, দেবতারা তাঁহাকে ত্যাগ করেন নাই। দেখ দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যার অনুষ্ঠান করিয়াও দেবগণের সহিত ত্রৈলোক্যের আধিপত্য উপভোগ করিতেছেন। কেবল ইহা নয়, তিনি গৌতমের ভার্য্যা অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছেন তাহাতেও তাঁহার দেবত্ব নষ্ট হয় নাই। আদিত্য পাপ শনৈশ্চর যুক্ত হইলেও সমস্ত দেবগণ ও বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে নমস্কার করেন। কৃষ্ণ ভার্গব কর্ত্তৃক শপ্ত হইলেও সমস্ত লোক ও দেবগণ তাঁহাকে নমস্কার করে। চন্দ্র গুরুভার্য্যায় আসক্ত হইয়া ক্ষয়রোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কলিকালে পাণ্ডুপুত্র ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির নামে রাজা হইবেন, তিনি গুরুবধের জন্য মিথ্যা বাক্য বলিবেন। এই সকল মহাত্মাগণ মহৎ মহৎ পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। কাহারও কিছু বৈগুণ্য বা লাঞ্ছনাত দৃষ্ট হইতেছে না। হে বরাননে তোমার দোষত অতি অল্প। আমরা ইহার প্রতীকার চেষ্টা করিব। হে চারু লোচনে! তোমার শরীরে যে সকল সদ্গুণ আছে এরূপ অন্যস্ত্রীতে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। স্ত্রীদিগের রূপই প্রথম ভুষণ, দ্বিতীয় শীল, তৃতীয় সত্য, চতুর্থ আর্য্যত্ব, পঞ্চম ধর্ম্ম, ষষ্ঠ মধুরতা, সপ্তম বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধতা, অষ্টম পতিপ্রেম, নবম পতি শুশ্রুষা, দশম সহিষ্ণুতা, একাদশ রতি, দাদশ পাতিব্রত্য, হে বালে! তুমি এই সকল অলঙ্কারে ভূষিত, অতএব কিছুমাত্র ভয় পাইও না। যে

উপায়ে তোমার একটী ধর্ম্মিষ্ঠ পতি লাভ হয় তদ্বিষয়ে আমরা নিযুক্ত হইলাম, তুমি অনুৎসাহিত হইও না।

সূত বলিলেন। সখীগণ কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইলে সুনীথা সখীদিগকে বলিলেন কি উপায়ে আমার অভিলষিত স্বামীলাভ হইবে তাহা তোমরাবল। তাহারা বলিল আমরা তোমাকে একটি পুরুষ প্রমোহিনী বিদ্যা প্রদান করিব সেই বিদ্যার বলে তুমি যাহাকে ইচ্ছা করিবে তাহাকেই মোহিত করিতে সক্ষম হইবে। অনন্তর সুনীথা তাহাদিগের নিকট হইতে বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে সখীদিগের সহিত অভিলষিত স্বামী লাভার্থ নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে নন্দন কাননে উপস্থিত হইয়া ভাগীরথীর তীরে সর্ব্ব লক্ষণ সম্পন্ন সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী অসাধারণ রূপবান দ্বিতীয় কন্দর্পের ন্যায় একটী ব্রাহ্মণ পুত্রকে দর্শন করিলেন। তিনিই সেই অত্রিবংশের ভূষণ পরমবৈষ্ণব তুঙ্গ। তাঁহাকে দেখিয়া রম্ভানাম্নী সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে সখি! ইনি কোন মহাত্মা।

ষষ্ঠত্রিংশ অধ্যায়।

রম্ভা বলিল। হে ভদ্রে! অব্যক্ত হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা হইতে অত্রিনামে প্রজাপতির জন্ম হয়। সেই অত্রিপুত্র ধর্ম্মাত্মা মহামনা তুঙ্গ নন্দনবনে আগমন করি-

য়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্রের অতুল সম্পদ্ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট-তেজ দর্শন করিয়া ইন্দ্রসদৃশ ধর্ম্মাত্মা পুত্রলাভের জন্য ইহাঁর অভিলাষ হয়। তাদৃশ অভিলাষানুরূপ ফল সিদ্ধির নিমিত্ত ইনি নারায়ণের আরাধনা করিলে ভগবান্ নারায়ণ ইহাঁর প্রতি প্রসন্ন হইলেন। অনন্তর ইন্দ্রসদৃশ পুত্রলাভ-রূপ বর প্রার্থনা করিলে ভগবান্ বলিলেন তোমার পৌত্র ইন্দ্র সদৃশ হইবে। সেই অবধি এই ব্রাহ্মণতনয়ও একটী পবিত্র কন্যার অন্বেষণ করিতেছেন। যেরূপ তুমি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী ইনিও তদ্রূপ লক্ষিত হইতেছেন। ইহাঁকে ভজনা কর, ইহাঁ হইতে তোমার সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র লাভ হইবে। তুমি আমার নিকট যে প্রশ্ন করিয়াছিলে তাহার উত্তর প্রদত্ত হইল। ইনি তোমার ভর্ত্তা হইবেন সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ইহাঁ হইতে তোমার ধর্ম্মপ্রচারক মহাভাগ পুত্র উৎপন্ন হইলে সুমুখ যে তোমাকে শাপ দিয়াছিলেন তাহাও বৃথা হইবে। আমি সত্য সত্য বলিতেছি ইহাঁকে বিবাহ করিলে তুমি সুখিনী হইবে। কৃষকেরা যত্ন পূর্ব্বক সুক্ষেত্রে বীজবপন করে নতুবা অভিলষিত ফল লাভ হয় না। এই মহাভাগ তপোবলে পবিত্র বীর্য্যসম্পন্ন হইয়াছেন। ইহাঁ হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে সে নিশ্চয়ই ইহাঁর সমান বীর্য্য-বান্ ও বিবিধ সদ্গুণসম্পন্ন হইবে। ব্রহ্মার এইরূপ মঙ্গলকর বচন শ্রবণ করিয়া সুমীথা বুদ্ধি দ্বারা ঐ বাক্য যথার্থ বলিয়া স্থিরীকৃত করিলেন।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

সুনীথা বলিলেন, হে ভদ্রে! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। আমি তোমাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিদ্যা দ্বারা ইহাঁকেই মোহিত করিব। সম্প্রতি তোমরা এ বিষয় আমার সাহায্য কর। সুনীথার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনঃস্বিনী রম্ভা বলিল, আমাদের নিকট হইতে তুমি কিরূপ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছ, তাহা প্রকাশ করিয়া বল। সুনীথা বলিলেন, তুমি আমার দূতী হইয়া উহাঁর নিকট গমন কর। রম্ভা বলিল, আচ্ছা তাহাই করিব, যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দাও।

অনন্তর এক দিন সেই কাম ক্রোধ শূন্য তুঙ্গ সুমেরুর এক পরম রমণীয় রত্নময় কন্দরায় উপবেশন করিয়া নারায়ণের ধ্যান করিতেছিলেন, এমন সময় সেই মৃত্যু-দুহিতা সুনীথা মায়া-বলে মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া সখীসমূহে পরিবৃত হইয়া দোলারোহণে তাঁহার সমীপবর্ত্তী অন্য এক রমণীয় কন্দরে যাইয়া অতি মনোহর স্বরে বীণা বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। সেই সুমধুর তাল মান সমন্বিত চিত্তাকর্ষী বীণা-শব্দ শ্রবণ করিয়া সেই তেজস্বী তুঙ্গ মায়া-বলে বিমুগ্ধ হইয়া ধ্যান হইতে বিচলিত হইলেন। তিনি সহসা যোগাসন হইতে উত্থিত হইয়া চারিদিক অন্বেষণ করিতে করিতে সেই সুনীথার আবাসভূত কন্দরার নিকট গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেই পূর্ণচন্দ্রা-

মনা দোলার উপর উপবিষ্ট হইয়া মধুর স্বরে বীণাবাদন করত হাস্য করিতেছেন। মহাযশাঃ তুঙ্গ তাঁহার রূপ এবং লাবণ্যে বিমোহিত হইয়া কন্দর্পের বশবর্ত্তী হইলেন। ঋষিতনয় জ্ঞান হারাইয়া মোহবশতঃ প্রলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ জৃম্ভণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গে তৎক্ষণাৎ স্বেদ কম্প এবং সন্তাপ হইল। মন চঞ্চল হইল এবং বারম্বার মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এইরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়া তিনি সেই চারুহাসিনী সুনীথাকে বলিলেন। হে চারুহাসিনি! তুমি কে? কাহার কন্যা এবং কোন্ কার্য্যবশতঃ সখীগণ পরিবৃত হইয়া এই বিজনবনে আসিয়াছ? এই সকল বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন কর এবং আমার উপর প্রসন্ন হও। সেই মুনি মায়াবলে সম্মুগ্ধ হইয়া এবং মদন শরে জর্জ্জরিত হইয়া তাহার বেষ্টিত কিছুই বুঝিতে পারিল না। মহামুনির এই সকল বাক্য শ্রবণানন্তর সেই সুনীথা সখীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আর কিছুই বলিল না। পরে রম্ভা নাম্নী সখী তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মণকে প্রত্যুত্তর করিল।

হে মহাভাগ! এই সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না বালিকা মহাত্মা মৃত্যুর কন্যা, ইহাঁর নাম সুনীথা, ইনি একজন ধর্ম্মপরায়ণ তপস্বীকে পতিত্বে বরণ করিবার অভিপ্রায়ে এই স্থানে আসিয়াছেন। হে বিপ্রেন্দ্র! ইহাঁকে তুমি ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ কর, তোমার নিকট আমাদের এইমাত্র প্রার্থনীয় যে তুমি ইহাঁর কোন দোষ গুণ গ্রহণ করিও না। এইটী স্বীকার করিলে ইনি তোমার পত্নী হইবেন; এবং তুমি যে ইহা স্বীকার করিলে তাহার বিশ্বাসের জন্য তুমি ইহাঁকে

নিজ হস্ত অর্পণ কর। ব্রাহ্মণ বলিলেন অচ্ছা, তাহাই-হোক, আমি হস্ত অর্পণ করিলাম। অনন্তর তাঁহাদের উভয়ের গান্ধর্ব্ব-বিধানে বিবাহ সম্পন্ন হইল। রম্ভা এইরূপে সুনীথার বিবাহ সম্পন্ন করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া আপনার গৃহে গমন করিল এবং সমুদয় সখীগণও প্রহৃষ্টান্তঃকরণে আপন আপন আলয়ে গমন করিল। সখীগণ নিজ নিজ স্থানে গমন করিলে মহর্ষি তুঙ্গও ভার্য্যার সহিত আপন আলয়ে উপস্থিত হইলেন।

কিছুকাল গত হইলে সুনীথার গর্ভে তুঙ্গের একটী পুত্র উৎপন্ন হইল। পিতা নামকরণ সময়ে উহার নাম বেণ রাখিলেন। সেই সুনীথাপুত্র প্রত্যহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এবং অল্প সময়েই বেদ, শাস্ত্র, ও ধনুর্ব্বেদে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। মেধাবী তুঙ্গ-তনয় ক্রমে ক্রমে সমুদয় বিদ্যায় পারগত হইয়া শিষ্ঠাচারের অনুসরণে রত হইলেন। সেই বেণ ক্ষত্রাচারপরায়ণ হইয়া ইন্দ্রের মত স্বগুণ তেজে দীপ্যমান হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। চাক্ষুষ মনুর শেষে বৈবস্বত মনুর সময় সমাগত হইলে সেই তুঙ্গপুত্র বেণকে অসাধারণ পরাক্রমশালী দেখিয়া প্রজাপতিগণ তাঁহাকে প্রজাপালনে অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া প্রজাপতিগণ তপোবনে গমন করিলে বেণ যথান্যায় রাজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সুত বলিলেন, অনন্তর সুনীথা আপন পুত্রকে রাজ্যেশ্বর দেখিয়া সেই মহাত্মা গন্ধর্ব্বপুত্রের শাপ স্মরণ করিয়া শঙ্কিত হইলেন। তিনি সেই শাপ স্মরণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন কিরূপে আমার পুত্র ধর্ম্মরক্ষা করিতে

সমর্থ হইবে? এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সর্ব্বদা পুত্রের নিকট ধর্ম্মভাব সকল দেখাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, হে পুত্র! আমি এবং তোমার পিতা সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকি; তোমার পিতা সমুদয় ধর্ম্মের তত্ত্ব জানেন অতএব তুমিও সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হও। এইরূপে তিনি সর্ব্বদা পুত্রকে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন এবং পুত্রও মাতা পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া ন্যায় ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। বেণের রাজত্বের সময় প্রজা সকল সুখে বাস করিতে লাগিল এবং ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রচার হইল।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

ঋষিগণ বলিলেন, হে সূত! যদি বেণ এইরূপ ধর্ম্মিষ্ঠ ছিলেন তবে কি নিমিত্ত তিনি ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া পাপ কার্য্যে আসক্ত হইলেন। সূত বলিলেন, জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন তত্ত্ববাদী ঋষিগণ বলেন যে শুভাশুভ যেরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার অন্যথা হয় না। বিশেষ তাহার উপর মহাত্মা সুসখের যে শাপ ছিল তাহা কিরূপে অন্যথা হইবে? এক্ষণে বেণ যেরূপে ঘোর পাতকে লিপ্ত হইয়াছিল তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। সেই মহাত্মা বেণ রাজ্য করিতে আরম্ভ করিলে একটী ছদ্মবেশী নগ্ন, মহাকায়, মুণ্ডিতশিরাঃ পুরুষ সমুপস্থিত হইয়াছিল। তাহার হস্তে একটী নারিকেলের

পানীয় পাত্র ছিল এবং সে বেদানুগত ধর্ম্মের নিন্দাকারী অসৎ শাস্ত্র পাঠ করিতেছিল। সেই পাপিষ্ঠ রাজসভায় প্রবেশ করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া মহারাজ বেণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই সমাগত পুরুষকে মহাত্মা বেণ জিজ্ঞাসা করিলেন। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব বেশধারী তুমি কে আমার সভায় উপস্থিত হইলে? তোমার মতে পাপ কি? ধর্ম্ম কি? কর্ম্মই বা কি? তুমি কোন্ দেবতার উপাসনা কর? তোমার তপস্যা ও ভাবনাই বা কিরূপ? তোমার মতে সত্য ও জ্ঞান কি প্রকার? এই সকল তত্ত্ব আমার সম্মুখে যথাবৎ বর্ণন কর। বেণের এই বাক্য শ্রবণে সেই পাতকী উত্তর করিল। হে রাজন্! তোমার এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তোমাকে ঘোর মূঢ় রূপে বোধ হইতেছে! আমি ধর্ম্মের সর্ব্বস্ব এবং দেবগণের পূজ্যতম। আমি জ্ঞান, আমি সত্য, আমিই সনাতন বিধাতা। ধর্ম্ম আমি, মোক্ষ আমি এবং আমিই সর্ব্বদেব স্বরূপ। আমি ব্রহ্মদেব হইতে উৎপন্ন এবং সত্য প্রতিজ্ঞ আমাকে সত্যধর্ম্মরূপী জিন বলিয়া জান। জ্ঞানবান যোগীগণ আমারই ধ্যান করিয়া থাকেন। এই কথা শুনিয়া বেণ বলিলেন তোমার কীদৃশ কর্ম্ম, কিরূপ দর্শন, আচারই বা কিরূপ? ইহার উত্তরে সেই পুরুষ বলিল, আমি দেবতা। দয়াই পরম ধর্ম্ম, দয়া করিলেই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। এক্ষণে আমার ধর্ম্মানুগত আচার বলিতেছি। আমার ধর্ম্মে যজন, যাজন, বেদাধ্যায়ন, সন্ধ্যা, তপ, দান, স্বধা, হব্য, কব্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, পিতৃতর্পণ, অতিথি সেবা ও বৈশ্বদেব এসকল কিছুই নাই। কেবল ক্ষপণের পূজা ও অর্হতের ধ্যান এই দুইটীই জৈনমতাবলম্বীদিগের পক্ষে প্রধান

ধর্ম্মকার্য্য। এই তিন ধর্ম্মের সমুদয় লক্ষণ তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম।

বেণ বলিলেন যেখানে বেদোক্ত ধর্ম্ম, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, পিতৃদিগের তর্পণ, শ্রাদ্ধ, বৈশ্বদেব, দান এবং তপশ্চরণ এসকল কিছুই নাই সেখানে আর ধর্ম্ম কোথায় আছে। বেদকে সত্য বলিয়া না মানিয়া কিরূপ দয়াধর্ম্মের বিষয় বলিতেছ। পুরুষ বলিল প্রাণিদিগের এই শরীর পঞ্চতত্ত্বে নিবদ্ধ। আত্মা বায়ুস্বরূপ, প্রণিদিগের কর্ম্মের সহিত উহার কোন সংশ্রব নাই। যেরূপ তেজঃপ্রভাবে জলমধ্যস্থিত বায়ু বিবর্ত্তিত হইয়া তদভ্যন্তরস্থিত আকাশকে বিস্তৃত করিয়া বুদ্বুদ সকল উৎপন্ন করে এবং ঐ বুদ্বুদ যেরূপ কেবল ক্ষণ কালের নিমিত্ত দৃষ্ট হইয়া আপনা আপনিই অন্তর্হিত হয়, প্রাণিদিগের উৎপত্তিও তদ্রূপ। অন্তকালে আত্মা পঞ্চ ভূতেই বিলীন হয়, স্বতন্ত্র রূপে অবস্থিত হয় না। মোহযুক্ত মনুষ্যগণ পরস্পর ভ্রমে নিপতিত হইয়া শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদির অনুষ্ঠান করে। হে নৃপতিসত্তম! বলুন দেখি মৃত ব্যক্তি কোথায় থাকে, কি আহার করে, তাহার স্বরূপ কিরূপ, জ্ঞানইবা কিরূপ, এপর্য্যন্ত কেহ কি মৃতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিয়াছে? শ্রাদ্ধের ফলের মধ্যে দেখিতে পাই ব্রাহ্মণেরা মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ করে। আরও বলি দেখ বেদে কিরূপ নিদারুণ কর্ম্ম অনুমোদিত হইয়াছে। যখন কোন অতিথি গৃহে উপস্থিত হয় তখন ব্রাহ্মণেরা একটী বৃহৎ বৃষভ বা অজ রন্ধন করিয়া তাহাকে ভোজন করান্। অশ্বমেধে অশ্ব, গোমেধে বৃষ, পুরুষমেধে মনুষ্য, আজপেয়ে অজ এবং রাজসূয়ে নানাবিধ পশু বিনষ্ট করা

হয়। যজ্ঞ বিশেষে হস্তি বধেরও বিধান আছে। নির্দ্দোষ পশুদিগকে বধ করিয়া কিরূপ ধর্ম্মফলের লাভ হইতে পারে? যে ধর্ম্মে নির্দ্দোষ পশুদিগের বধ বিহিত হইয়াছে তাহা কখনই মোক্ষ প্রদ হইতে পারে না। যে ধর্ম্মে দয়া নাই সে ধর্ম্ম বিফল। যাহাতে জীবদিগের প্রতিপালন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ! দয়া ব্যতীত স্বাহা, স্বধা, তপস্যা ও সত্য সকলই বিফল। শূদ্র বা চণ্ডাল দয়াযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, আর নির্দ্দয় পশুঘাতী ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সদৃশ। নির্দ্দয়, পাপী কঠিন হৃদয় ও ক্রূরান্তঃকরণ ব্যক্তিরা বাক্যে-তেই বেদের প্রশংসা করে, বস্তুতঃ তাহারা বেদচ্যুত ও অজ্ঞান। যেখানে জ্ঞান সেই খানেই বেদ প্রতিষ্ঠিত। দয়াহীন ব্রাহ্মণকে দান করিলেও নিষ্ফল হয়। জিন ধর্ম্ম অনুসারে দয়াই প্রধান। জৈন ধর্ম্মে-শান্তভাবে সর্ব্বভূতকে দয়া করা বিহিত হইয়াছে। এই ধর্ম্ম অনুসারে একমাত্র জিন ভিন্ন আর কেহ আরাধ্য নাই। ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহারই পূজা ও নমস্কারের বিধান আছে।

বেণ বলিলেন ব্রাহ্মণেরা গঙ্গা প্রভৃতি নদীকে পুণ্যতীর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, এ বিষয় আপনার কি কিছু বক্তব্য আছে। সেই পুরুষ বলিল বায়ুগণ যে জলবর্ষণ করেন তাহা পৃথিবী ও পর্ব্বতাদিতে নিপতিত হয়। ঐ জল একত্র প্রধাবিত হইয়া নদ, নদী, সমুদ্র, তড়াগ প্রভৃতি নানাবিধ জলাশয়রূপে পরিণত হয়। ঐ সকল জল যে কি নিমিত্ত তীর্থত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা কে বলিবে। যদি ঐ সকল তীর্থে বারম্বার স্নান করিলে পুণ্য হয় তাহা হইলে

মৎস্যগণ সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্যবান্ এবং উহারা সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধি পাইতে পারে। অতএব জিনিই সনাতন ধর্ম্মের অধি-নায়ক। জিনোক্ত দানাদিতেই সমুদয় পুণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জিন সর্ব্বময় অতএব আপনি তাঁহার ধ্যান করুন, সুখী হইবেন। সেই পাপিষ্ঠ এইরূপে নিখিল ধর্ম্ম, দান, পুণ্য ও যজ্ঞের নিন্দা করিয়া ভৃগু পুত্রকে পাপে চালিত করিল।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

সূত বলিলেন, বেণ সেই পাপ পুরুষ কর্ত্তৃক পাপাচারে প্রণোদিত হইয়া পাপভাব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বেদ ধর্ম্ম ও বৈদিক ক্রিয়া কলাপ পরিত্যাগ করিয়া ঐ পুরুষের পাদবন্দন পূর্ব্বক তাহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার এইরূপ ভাব পরিবর্ত্তন হওয়াতে সমুদয় লোক পাপপূর্ণ হইল। তখন যোগানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্মশাস্ত্রানুশীলন ও দান একেবারে বিলুপ্ত হইল। বেণ একবারে পিতা মাতার অবাধ্য হইলেন। তিনি পিতা মাতা কর্ত্তৃক বারম্বার নিবারিত হইলেও পাপাচার পরিত্যাগ করিলেন না, তখন মহর্ষি ভৃগু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কাহার দোষে পুত্র এইরূপ পাপিষ্ঠ হইল, তাহা আমার নিকট যথার্থরূপে ব্যক্ত কর। এই কথা শুনিয়া সুনীথা নিজের শাপ বৃত্তান্ত সমুদয় বর্ণন করিলেন। উহা শ্রবণমাত্র

মহর্ষি তুঙ্গ ভার্য্যার সহিত বনে গমন করিলেন। তুঙ্গ ভার্য্যার সহিত বনে গমন করিলে প্রসিদ্ধ সপ্তর্ষিগণ বেণের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। হে বেণ! তুমি প্রজাপালক হইয়া এইরূপ সাহস করিও না তোমাতেও এই চরাচর ত্রৈলোক্য এবং ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে,—অতএব তুমি পাপ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।

ঋষিগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া বেণ হাস্য করতঃ বলিলেন, আমি যাহা আচরণ করিতেছি ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। আমি বিধাতা, আমি বেদের অর্থ, আমি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, জিন ধর্ম্মের সদৃশ সনাতন ধর্ম্ম আর কিছুই নাই।

ঋষিগণ বলিলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের পক্ষে শ্রুতি ও সনাতন ধর্ম্মের মূল, বেদানুমোদিত আচার অবলম্বন করিলে জীবদিগের সুখ হয়। তুমি ব্রহ্মারবংশে উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব জাতিতে তুমি ব্রাহ্মণ, পরে তুমি আবার পৃথিবীর রাজা হইয়াছ। হে রাজেন্দ্র! প্রজাসকল রাজার পুণ্যেতে সুখী হয় এবং রাজার পাপে বিনষ্ট হয় অতএব তুমি পুণ্যাচরণ কর। হে নরাধিপ! আপনি সত্যযুগের আচারের প্রতি অনাদর করিয়াছেন আপনি যে আচার অবলম্বন করিয়াছেন ইহা ত্রেতা ও দ্বাপরের নহে। কলিকাল প্রবেশ করিলে মনুষ্য সকল পাপে বিমুগ্ধ হইয়া জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে। তাহারা বেদামার্গ পরিত্যাগ করিয়া নানাবিধ পাপাচরণ করিবে, জৈন ধর্ম্ম সকল পাপের মূল সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। হে রাজেন্দ্র! আপনি কলিযুগের ব্যবহার

পরিত্যাগ করিয়া পুণ্য আশ্রয় করুন। এবং সত্য পথ অবলম্বন করিয়া যথানিয়মে প্রজাদিগকে পালন করুন। বেণ বলিলেন, আমিই জ্ঞানিদিগের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বজ্ঞানময়। বেণের অত্যুক্তি শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মার পুত্র সপ্তর্ষিগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহাদিগকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া বেণ বল্মীকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ক্রুদ্ধ ঋষিগণ তথা হইতে তাঁহাকে নির্গত করিয়া যেরূপে মন্থন করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এবং তাঁহার পুত্র ধর্ম্মার্থ তত্বজ্ঞ পৃথুর বিষয়ও বলা হইয়াছে। পৃথু চক্রবর্ত্তী পদলাভ করিয়া অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছিলেন।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন। হে সূত! অতঃপর বেণ কিরূপে পাপ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। তাহা বিশেষ রূপে আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন কর। সূত বলিলেন! সেই পবিত্র ঋষিগণ বেণের শরীর মন্থন করিলে তাঁহার শরীর হইতে পাপসকল নির্গত হইল এবং সেই পুণ্যাত্মা বেণ শাশ্বত জ্ঞান করিয়া নর্ম্মদার দক্ষিণ তীরে মহর্ষি তৃণবিন্দের পবিত্র আশ্রমে যাইয়া তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন। তিনি কাম, ক্রোধ শূন্য হইয়া এক শত বৎসর

উগ্র তপস্যা করিলে শঙ্খচক্র গদাধর বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বরপ্রদান করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া বলিলেন, হে মহাভাগ! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

বেণ বলিলেন, হে দেবদেব! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে এই বর দিন যেন আমি পিতা মাতার সহিত সশরীরে তোমার সেই পরম পদ প্রাপ্ত হই। বাসুদেব বলিলেন, হে মহাভাগ! আমি পূর্ব্বে মহাত্মা তুঙ্গ কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া এই রূপ বর প্রদান করিয়াছি যে, তুমি স্বীয় পুণ্য কর্ম্ম দ্বারাই বৈষ্ণব লোক প্রাপ্ত হইবে। হে নৃপনন্দন! তুমি এক্ষণে নিজের নিমিত্ত কিছু বর প্রার্থনা কর। দানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বত্র ভুক্তিহেতু। সর্ব্বদা দানের অনুষ্ঠান কর যাহাতে পুণ্য হইবে এবং পাপ বিনষ্ট হইবে। দান হইতে স্বর্গ লাভ হয় এবং স্বর্গে নানাবিধ সুখভোগ হয়। যে ব্যক্তি সুপাত্র ব্রাহ্মণকে নির্ম্মল চিত্তে যথার্থ ভক্তির সহিত দান করে আমি তাহাকে অভিলষিত বস্তু প্রদান করি। বেণ বলিলেন, হে জগন্নাথ! যদি আমার উপর আপনার দয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে দানের কাল, দেশ ও পাত্র ইহাদের লক্ষণ বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন। বাসুদেব কহিলেন, হে নৃপ! দানের কাল দুই প্রকার নিত্য ও নৈমিত্তিক। অরুণোদয় সময় সুউদ্যৎ দিবাকরের তেজে পাপ সকল বিনষ্ট হয় উহা দানের পক্ষে অতিশয় প্রশস্ত এবং সর্ব্ব পুণ্যের প্রবর্দ্ধক। পুণ্যাভিলাষী মনুষ্য ঐ সময় স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃদিগকে পূজা করিয়া পূতচিত্তে যথাশক্তি অন্ন, পয়, ফল, পুষ্প, বস্ত্র, তাম্বুল, ভূষণ ও সুবর্ণাদি দান করিবে। হে

রাজন্! মধ্যাহ্নে এবং অপরাহ্নে আমাকে উদ্দেশ করিয়া যে খাদ্য ও পানাদি দান করে সে নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কার সংযুক্ত, ধনাঢ্য, গুণবান্, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হয়। যে ব্যক্তি সমর্থ হইয়া দান না করে তাহার শরীরে সর্ব্বভোগ নিবারক চিররোগের উৎপাদন করি। যে ব্যক্তি দেবতা ও ব্রাহ্মণকে দান না করিয়া আপনি মিষ্টান্ন ভোজন করে সে অতি গুরু প্রায়শ্চিত্ত সাধ্য পাপের অনুষ্ঠান করে। চর্ম্মকার যেরূপ শুষ্ক ও কষায়িত ও কুট্টিত করিয়া চর্ম্মের শোধন করে আমিও সেইরূপ পাপিষ্ঠদিগকে বহুবিধ ক্লেশ দিয়া শুদ্ধ করি। হে রাজরাজেন্দ্র! নিত্যকালে যে দান বিহিত হইয়াছে যে পাপিষ্ঠ বিশুদ্ধচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান না করে আমি তাহাকে সেই আত্ম পাপের দ্বারাই জারিত করি।

একণে নৈমিত্তিক দান কালের বিষয় বলিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। অমাবস্যা, পৌর্ণমাসী, সংক্রান্তি, ব্যতীপাত, বৈধৃতি, একাদশী, মহামাঘী, আষাঢ়ী, বৈশাখী, ও কার্ত্তিকী পূর্ণিমা, সোমবতী অমাবস্যা, মন্বন্তর, যুগাদি গজচ্ছায়া ইত্যাদি সকল দানের নৈমিত্তিক কাল। এই সকল সময়ে যে আমাকে উদ্দেশ করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক দান করে, তাহাকে আমি নিঃসন্দেহ মহৎসুখ, স্বর্গ ও মোক্ষপদ প্রদান করি। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি কাম্য দানের ফলপ্রদ কাল আছে তাহাদের কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। বিবাহ, পুত্রজন্ম, চূড়া, উপনয়ন, প্রাসাদ ধ্বজ ও দেবপ্রতিষ্ঠা, বাপী, কূপ, তড়াগ, গৃহ ও বাস্তু প্রতিষ্ঠা এই সকলও কাম্য দানের প্রশস্ত অবসর। আভ্যুদয়িক

সময়ও কাম্য দানের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। যে সময় মাতৃদিগের পূজা হয় উহা আভ্যুদয়িক সময়।

আরও য সকল পাপযন্ত্রণা হইতে মুক্তি হইবার উপায় আছে তাহাদিগেরও এস্থলে কীর্ত্তন করিতেছি। ভাগীরথী ত্য পাপিদিগকে ভয় দেখাইতেছেন। দেবিকা, কৃষ্ণগঙ্গা এবং অ ্য প্রধান নদী এবং ইহা-দিগের নানাবিধ তীর্থ ইহ সকলেই পবিত্রকারক। এই সকল নে স্নান দানাদির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। যদি কোন তীর্থের নাম না জানা যায় তাহা হইলে উহাকে বিষ্ণুতীর্থ বলিয়া আহ্বান করিবে কারণ আমিই তীর্থমাত্রের দেবতা। যে ব্যক্তি তীর্থ সমুহে আমার নাম উচ্চারণ করে সে তীর্থ জন্য পুণ্য ফলের লাভ করে। অজ্ঞাত তীর্থ ও দেবতা স্থলে আমার নাম উচ্চারণ করিলেই ফল লাভ হয়। পৃথিবীর মধ্যে যে সকল তীর্থ আছে তাহারা সক-লেই পুণ্য এবং সিদ্ধিপ্রদ, ইহাদের মধ্যে যে কোন তীর্থে স্নান দানাদির অনুষ্ঠান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। সপ্ত মহাসাগর তীর্থস্বরূপ, মানস আদি সরোবর ও তীর্থ স্বরূপ। নির্ম্মল পল্বল সকল তীর্থ, যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী দৃষ্ট হয়, তাহারাও তীর্থ, সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত সকল তীর্থ, যজ্ঞভুমি, অগ্নিহোত্রগৃহ, শ্রাদ্ধভুমি দেবশালা, হোমশালা, বেদা-ধ্যয়ন স্থান, গোর অবস্থিতি স্থান এবং যেখানে সোমপায়ী ব্রাহ্মণ বাস করে ইহারা সকলেই তীর্থ। যেখানে পবিত্র আরাম এবং অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষ থাকে সেখানে তীর্থ প্রতিষ্ঠিত। যে সকল তীর্থের নাম করিলাম তাহারা সকলেই দানের পক্ষে প্রশস্ত এতদ্ভিন্ন পিতা মাতা,

গুরুস্থান, সুভার্য্যা এবং রাজ বেশ্যা ইহারাও তীর্থমধ্যে পরিগণিত।

বেণ বলিলেন, হে মাধব! আমার উপর কৃপা করিয়া দান পাত্রের লক্ষণ কীর্ত্তন করুন। বসুদেব বলিলেন, হে রাজন্! আমি দান পাত্রের লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। সৎকুলোৎপন্ন, বেদাধ্যয়নতৎপর, শান্ত, দান্ত, তপস্যা-নিরত, সত্যপরায়ণ, দেবভক্ত, ধর্ম্মজ্ঞ অলোভী, বৈষ্ণব, পণ্ডিত এবং পাষণ্ডাচার রহিত ব্রাহ্মণই দানের পাত্র। ইহার মধ্যে আবার বিশেষ বলিতেছি। যদি ভগিনী পুত্র এইরূপ গুণসম্পন্ন হয় তাহা হইলে সেই প্রধান দান পাত্র, তাহার পর দৌহিত্র, তদনন্তর উক্তগুণ সম্পন্ন জামাতা, পরে দীক্ষাগুরু, তাহার পর অন্যান্য সুপাত্র। যে বেদাচার পরায়ণ হইয়াও তৃপ্তিলাভ করে না সেই ব্রাহ্মণ, তথা ধূর্ত্ত, কাল, অতিকৃষ্ণকায়, কুটিল, কর্কটাখ্য, শ্যাচদণ্ড, নীলদন্ত, পতিতদন্ত, গোঘ্ন, কৃষ্ণদন্ত, হীনাঙ্গ, অধিকাকাঙ্ক্ষী, কৃষ্ণরোগী কুনখ, দুগ্ধ বিক্রয়ী, সম্রাট এবং যাহার ভার্য্যা অন্যায় আচরণে রত এই সকল ব্রাহ্মণকে পরিবর্দ্ধন করিবে। অত্রি সদৃশ হইলেও চোরকে দান করিবে না এবং অতৃপ্তকেও দান করিবে না। বেদশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াও যদি সদাচার যুক্ত না হয় তাহাকে ও দান করিবে না কারণ অন্ধে দান করিলে কিরূপে সম্পূর্ণ ফললাভ হইবে।

কাল ও তীর্থে যদি শ্রদ্ধাসহকারে সুপাত্রে দান করা যায় তাহা হইলে উহা অধিক ফলদায়ক হয়। হে নৃপ! প্রাণী-দিগের শ্রদ্ধার সদৃশ পুণ্য সুখদায়ক ও তীর্থ আর কিছুই নাই! হে নৃপশ্রেষ্ঠ! শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত আমাকে স্মরণ

করিয়া অল্পমাত্র দান করিলে আমার প্রসাদে সে অনন্ত ফললাভ করিয়া সুখী হয়।

একচত্বারিংশ অধ্যায়

বেণ বলিলেন আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট হইতে নিত্য দানের ফলের বিষয় শ্রবণ করিয়াছি এক্ষণে কৃপা করিয়া নৈমিত্তিক দানের বিষয় বর্ণন করুন। আপনার কথা শ্রবণ করিয়া আমার শ্রবণেচ্ছা ক্রমশই ফলবতী হইতেছে। বিষ্ণু বলিলেন আমি নৈমিত্ত দানের বিষয় বর্ণন করিতেছি। যে ব্যক্তি মহা পর্ব্ব কালে ভূমিদান করে সে নিখিল ভোগের অধিপতি হয়। যাহারা পর্ব্ব সময় তীর্থে সুপাত্রকে মহা দান করে তাহারা ভূপতি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, হৃষ্ট, গুণবান্, বেদ-পারগ, আয়ুষ্মান্, যশস্বী হয় এবং বিপুল লক্ষ্মী ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে। যে ব্যক্তি মহাপর্ব্বোপলক্ষ্যে তীর্থস্থলে কাঞ্চ-নের সহিত কপিল গো প্রদান করে সে ব্রহ্মার অবস্থিতি-পর্য্যন্ত সকল প্রকার সুখ উপভোগ করে। মহাপর্ব্ব সময় যে অলঙ্কৃত করিয়া গোদান করে তাহার বিপুল লক্ষ্মী ও জ্ঞান লাভ হয়। সে সকল বিদ্যার অধিপতি হইয়া অন্ত-কালে বিষ্ণুলোক হইয়া প্রলয়পর্য্যন্ত সেই স্থানে অবস্থিতি করে। যে তীর্থে গমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে অলঙ্কার দান করে সে বিপুল ভোগপ্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রের সহিত ক্রীড়া করে। মহাপর্ব্বে যে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে

ভূমিসংযুক্ত বস্ত্র দান করে সে বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমশালী হইয়া বৈকুণ্ঠে প্রমুদিত হয়। যে শান্তস্বভাব ব্রাহ্মণকে বস্ত্রের সহিত সুবর্ণ দান করে সে অগ্নির সদৃশ হইয়া বৈকুণ্ঠে সুখে বাস করে। রজত নির্ম্মিত মুখাবরণযুক্ত ঘৃতপূর্ণ কলস ষোড়শোপচারে অর্চ্চিত করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ষোড়শ গো কাংশ্য দোহন পাত্রের সহিত সুবর্ণ দক্ষিণা দিয়া দান করিবে। হে নৃপনন্দন! এইরূপ নানাবিধ মহা দান নির্দ্দিষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত যে দান করা যায় তাহাই পুণ্যকারক হয়। ব্রত উদ্দেশ করিয়া যেরূপ কামনা করিয়া দান করিবে তাহার সেইরূপ ভোগ হইবে। যে যজ্ঞাদিতে আভ্যুদয় দান করে তাহার প্রজার বৃদ্ধি হয় এবং কখন দুঃখ ভোগ হয় না। সে জীবিত থাকিয়া নানাবিধ ভোগপ্রাপ্ত হয় এবং পরিণামে দিব্য গতি লাভ করিয়া অশেষ ভোগ প্রাপ্ত হয়। শরীরের বিনাশ নিশ্চিত হইলে এবং জরা উপস্থিত হইলে দান করা উচিত, ধনের প্রতি মায়া করা উচিত নয়। মুগ্ধব্যক্তিরা মৃত্যুসময়ে আমি মৃত হইলে আমার পুত্রদিগের কি গতি হইবে এইরূপ ভাবিয়া দান করিতে অক্ষম হয়। কিন্তু মৃত্যুহস্ত হইতে কোনরূপে রক্ষা পাই- বার উপায় নাই, অতএব আপন হস্তে দান করা উচিত। কে কার পুত্র কে কার ভার্য্যা সংসারে কেহ কাহার আপনার নাই, অতএব দান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অন্ন, পান, তাম্বুল, উদক, কাঞ্চন, গো, বস্ত্র, ছত্র, ভূমি, ফল, জলপাত্র ইত্যাদি যে সকল ভোগ্যবস্তু আছে তাহা জ্ঞানপূর্ব্বক দান করিলে যমালয়ের পথ সুখে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

বেণ বলিলেন, ভগবন্! পুত্র ও কলত্র কিরূপে তীর্থ হইয়া থাকে, পিতামাতাই বা কি রূপে তীর্থ হয়েন এবং গুরুই বা কি রূপে তীর্থপদবাচ্য, সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।

বাসুদেব কহিলেন, বারাণসী নামে এক মহাপুরী আছে। ঐ পুরী সাতিশয় রমণীয় ও গঙ্গাসলিলে প্রক্ষালিত। তথায় কৃকর নামে এক বৈশ্য বাস করে। তাহার ভার্য্যার নাম সুকলা। পরম কল্যাণিনী পুণ্যাঙ্গী সুপুত্রা সুকলা সাতিশয় সাধ্বী, পতিব্রতা, সাধুব্রতপরায়ণা ও ধর্ম্মাচারে ঐকান্তিক নিষ্ঠাসম্পন্না এবং সর্ব্বদা শুদ্ধা, প্রিয়ংবদা, প্রিয়ঙ্করা ও পতির পরম প্রণয়পাত্রী। সেই সুভগা এবংবিধ গুণসমূহে অলঙ্কৃতা। তাহার স্বামী কৃকরও বৈশ্যগণের প্রধান, বাগ্মী; ধর্ম্মজ্ঞ, জ্ঞানবান্, গুণশীল, পুরাণ-তৎপর ও অতিশয় বুদ্ধিমান্। সে শ্রবণ করিয়াছিল, ধর্ম্মই অতিশয় উৎকৃষ্ট এবং তীর্থ যাত্রায় বহুতর পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই জন্য শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া, ব্রাহ্মণ ও সার্থবাহগণ সমভিব্যাহারে পুণ্যমঙ্গলবিশিষ্ট তীর্থ পর্য্যটনে অভিলাষী হইল। সে এইরূপ ধর্ম্মমার্গ সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, পতিব্রতা সুকলা পতিস্নেহে সাতিশয় মুগ্ধা হইয়া, তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, প্রিয়তম! আমি তোমার ধর্ম্মসাক্ষিক পত্নী ও সর্ব্বদা পুণ্যবিধান করিয়া থাকি। এবং পতিমার্গের অনুসরণ পূর্ব্বক দেবতা স্বরূপ স্বামীর শুশ্রূষা

করি। কখন ইহার অন্যথা পথে প্রবৃত্ত হই না। অতএব তোমার ছায়া আশ্রয় করিয়া, নারীগণের গতিবিধায়ক ও পাপনাশক পতিব্রতাখ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। যে রমণী একমাত্র পতিপরায়ণা, লোকে তাহারেই পুণ্যা স্ত্রী বলিয়া ঘোষণা করে। স্বামী ব্যতিরেকে ললনাগণের স্বর্গ, মোক্ষ ও সুখসাধন পৃথক্ তীর্থ নাই। পতির দক্ষিণ পদ প্রয়াগ-তীর্থ এবং বামপদ পুষ্কর বলিয়া পরিগণিত। যে নারী তাহার পরিপালন এবং স্নানান্তর সেই পাদোদক সেবন, করে তাহার পরম পুণ্য সঞ্চিত হয়। ফলতঃ, ভর্ত্তাই বরস্ত্রী-গণের প্রয়াগ তীর্থ, ভর্ত্তাই পুষ্কর এবং ভর্ত্তাই সর্ব্বতীর্থময়, তাহাতে সংশয় নাই। দীক্ষিত পুরুষ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান জন্য যে অগণ্য পুণ্য সঞ্চয় করেন, পতিব্রতা রমণী তৎসমস্ত লাভ করিয়া থাকে। গয়াদি পবিত্র তীর্থ সকলের সেবা করিলে, যে ফল লাভ হয়, একমাত্র স্বামীশুশ্রূষায় তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলিতে কি, স্বামিসেবা ব্যতিরেকে যুবতিগণের পৃথক্ ধর্ম্ম নাই। অতএব সর্ব্বথা পতিব্রত-পরায়ণা হইয়া, পরম যত্নসহকারে সর্ব্বসুখসাধন স্বামি-শুশ্রূষায় সমাসক্ত হইবে। আমিও তোমার ছায়ানুসারিণী হইয়া, গমন করিব।

সূত কহিলেন, সুবুদ্ধি কুকর প্রিয়তমার রূপ, গুণ, শীল, ভক্তি, বয়স ইত্যাদি বারংবার পরিকলন ও সমালোচন পূর্ব্বক বিবেচনা করিল, যদি আমি নিরতিশয় দুঃখসঙ্কুল দুর্গম মার্গে ইহারে লইয়া যাই, তাহা হইলে, শীতা-তপ সংসর্গে ইহার রূপনাশ সংঘটিত ও পদ্মগর্ভপ্রতীকাশ অঙ্গোৎকর্ষ বিনষ্ট হইবে। ঝঞ্ঝাবাতে ইহার বর্ণ কৃষ্ণ

এবং কর্কশ ও বন্ধুর মার্গে সঞ্চরণ করিয়া, সুকোমল পদ-যুগলও অতিশয় বেদনা প্রাপ্ত হইবে, কোন মতেই তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। অধিকন্তু, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইলে, ইহার অবস্থাও যার পর নাই শোচনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিবে। ফলতঃ এই বরাননা আমার সুখস্থান ও ধর্ম্মের অধিষ্ঠান স্বরূপ। এবং নিত্যধর্ম্মের আশ্রয় ও প্রাণ অপেক্ষাও প্রীতিপাত্রী। নিশ্চয়ই ইহার বিনাশ হইবে। তাহা হইলে, আমিও বিনষ্ট হইব। এই বালা আমার নিত্য জীবিকা ও প্রাণের ঈশ্বরী। অতএব ইহারে তীর্থে বা অরণ্যে লইয়া যাইব না। একাকীই গমন করিব। মহাত্মা কৃকর এইপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মহাভাগা সুকলা তাহার চিন্তানুগত ভাব বুঝিতে পারিল। তখন পুনরায় সেই প্রস্থানোদ্যত স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, নাথ! স্ত্রীই ধর্ম্মের মূল। অতএব পুরুষ স্বেচ্ছাচারবশংবদ হইয়া, কদাচ তাহারে পরিত্যাগ করিবে না! মহাভাগ! ইহা অবগত হইয়া, আমারে সমভিব্যাহারিণী কর।

বিষ্ণু কহিলেন, সুকলা বারংবার এই প্রকার কহিলে, কৃকর শ্রবণপূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিল, প্রিয়ে! ধর্ম্মপত্নী পরিহার করা কদাচ বিধেয় নহে। বরাননে! যে ব্যক্তি ধর্ম্মচারিণী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করে, তাহার দশাঙ্গ ধর্ম্মও পরিহৃত হয়। অতএব ধর্ম্মজ্ঞে! আমি তোমারে কদাচ পরিত্যাগ করিব না।

বিষ্ণু কহিলেন, কৃকর এইরূপে সুকলাকে বারম্বার সম্ভাষণ ও সম্বোধন করিয়া, কৃতযাত্রিক সার্থবাহ সমভিব্যাহারে

মিলিত হইয়া, প্রস্থান করিল। সে প্রস্থান করিলে, মহাভাগা সুকলা সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া, আত্মীয়দিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, আপনারা আমার বান্ধব। যদি আমার ভর্ত্তা গুণকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ সত্য পণ্ডিত মহাভাগ মহামতি মহাত্মা কৃকরকে দেখিয়া থাকেন, বলুন। বান্ধবগণ সেই পরম বুদ্ধিমতি সুকলার বাক্য শ্রবণ করিয়া, কহিলেন, শুভে! তোমার স্বামী কৃকর ধর্ম্মযাত্রা প্রসঙ্গে তীর্থযাত্রায় গমন করিয়াছেন। তুমি কিজন্য শোক করিতেছ? অয়ি সুব্রতে! তিনি মহাতীর্থ সাধন করিয়া, পুনরায় আগমন করিবেন। আপ্তকারী পুরুষগণ এইরূপ আশ্বাসিত করিলে, চারুহাসিনী সুকলা গৃহগমন পূর্ব্বক পুনরায় অতিমাত্র ব্যাকুলা হইয়া, করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি অতিশয় পতিব্রতা ছিলেন। অতএব রোদন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, আমার ভর্ত্তা যাবৎ প্রত্যাগমন না করেন, তাবৎ আমি ভুমিতে সংস্তরমাত্রে শয়ন করিব এবং ঘৃত তৈল কোন দ্রব্যই গ্রহণ করিব না। এই বলিয়া তিনি দধি, ক্ষীর, লবণ, তাম্বুল, এবং গুড়াদি মধুর দ্রব্য সমুদায় পরিত্যাগ করিলেন! ফলতঃ, ভর্ত্তা যাবৎ প্রত্যাগমন না করেন, তাবৎ আমি একাহার বা নিরাহার হইয়া, অবস্থিতি করিব, তিনি এইরূপ প্রতিজ্ঞাবন্ধন করিলেন। এবং অতিমাত্র দুঃখিতা হইয়া, একবেণী ধারণ ও তরুবল্কলে শরীর আবরণ পূর্ব্বক দিন দিন সাতিশয় মলিন হইয়া উঠিলেন একমাত্র বস্ত্র, তাহাও অতিমাত্র মলিন। তিনি তাহাই পরিধান করিতেন। এবং গৃহকার্য্য পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বদাই নিতান্ত দুঃখভাবাপন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেন। স্বামিবিয়োগরূপ

দহনে নিরতিশয় দহ্যমান হইয়া, তাহার শরীর কৃষ্ণবর্ণ ও অতিশয় মলিন হইয়া উঠিল। এইপ্রকার কৃচ্ছ্র ব্যাপার অবলম্বনপূর্ব্বক বারংবার অতিমাত্র বিহ্বল ও দিবারাত্র রোদন-পরায়ণা হইয়া, যাপন করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে কোন মতেই নিদ্রালাভ হইত না। এবং গুরুতর দুঃখভরে একান্ত অবসন্ন হওয়াতে, ক্ষুধাও তাঁহারে পরিহার করিল।

সখীগণ এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তদীয় সকাশে আগমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, অয়ি চারুসর্ব্বাঙ্গি সুকলে! তুমি কি জন্য রোদন করিতেছ? তোমার এই দুঃখের কারণ কি, সত্য করিয়া বল।

সুকলা কহিল, সখিগণ! সেই ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতৎপর ভর্ত্তা আমারে ত্যাগ করিয়া, প্রস্থান করিয়াছেন। আমি সেই জন্য তদীয় বিয়োগে অতিমাত্র ব্যাকুল ও দুঃখিত হইয়াছি। বরং প্রাণনাশও শ্রেষ্ঠ, বরং বিষভক্ষণও শ্রেষ্ঠ, বরং অগ্নি প্রবেশে কায়বিনাশও শ্রেষ্ঠ, স্বামিবিয়োগ কোন অংশেই শ্রেয়স্কর নহে। আমি নির্দ্দোষ ও পাপবর্জ্জিত, তথাপি তিনি আমারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে একাকী মেদিনীভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি সর্ব্বথা সাধ্বী, শুদ্ধা ও পতিব্রতা। তিনি ইহা জানিয়াও, তীর্থ-সাধনতৎপর হইয়া, আমারে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। আমি সেই জন্য, বিশেষতঃ তাঁহার বিয়োগে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়াছি। যে ভর্ত্তা সাতিশয় নিষ্ঠুর, তিনিই প্রিয়-তমা ভার্য্যাকে পরিহার করেন। বরং প্রাণত্যাগও ভাল, তথাপি যেন ভর্ত্তৃ ত্যাগ না হয়। ফলতঃ আমি তাঁহার নিত্যদারুণ বিয়োগ কোন মতেই সহ্য করিতে সক্ষম নহি।

সেই বিয়োগ দুঃখেই এইরূপ নিরতিশয় অভিভূত হই-
য়াছি।

সখিগণ কহিল, তোমার স্বামী তীর্থপর্য্যটনে প্রস্থান
করিয়াছেন, পুনরায় প্রত্যাগত হইবেন। তুমি বৃথা শরীর
শোষ ও বৃথা শোক করিতেছ এবং অনর্থক ভোগপরম্পরা
পরিহার পূর্ব্বক অনর্থক পরিতপ্ত হইতেছ। যে জন্য পৃথি-
বীতে জন্ম হইয়াছে, সেই পান ভোজনে প্রবৃত্ত হও।
ভাবিয়া দেখ, কে কাহার ভর্ত্তা, কে কাহার প্রিয়, কে কাহার
স্বজন বান্ধব? সংসারে কেহ কাহার নহে এবং কাহার
সহিত কাহার সম্পর্ক নাই। লোকমাত্রেই ভোজন করে
এবং ভোগ করিয়া থাকে। ইহাই সংসারের ফল। জীব
উপরত হইলে, কেইবা ভোজন করে, কেইবা তাহার ফল
দেখিতে পায়? অতএব প্রত্যক্ষ পানভোজনই সংসা-
রের ফল।

সুকলা কহিলেন, তোমরা যাহা বলিলে, তাহা বেদসম্মত
নহে। যে নারী স্বামিবিযোজিতা হইয়া, একাকিনী অবস্থান
করে, সে পাপরূপ পরিগ্রহ করে। সজ্জনগণ কখন তাহারে
প্রণাম করেন না। বেদে ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে, স্বামীর
সহিত সম্বন্ধ পরম পুণ্য সাধন করে। শাস্ত্রেও দেখিতে
পাওয়া যায় ভর্ত্তাই স্ত্রীগণের সর্ব্বদা তীর্থ স্বরূপ। পরম-
সত্যনিষ্ঠ হইয়া কায়মন বাক্যে সর্ব্বদা তাঁহার পূজা করা
কর্ত্তব্য। ফলতঃ স্বামীর পার্শ্ব ও তদীয় দক্ষিণাঙ্গ সর্ব্বদাই
মহাতীর্থ। সর্ব্বতোভাবে উহা আশ্রয় পূর্ব্বক গৃহে
পরিবর্জ্জন করিবে। দান ও পুণ্যাদির অনুষ্ঠান করিলে,
যে ফল হইয়া থাকে, স্বামীর সহবাসে ততোধিক ফললাভের

সম্ভাবনা। বলিতে কি, ঐরূপ স্বামিসঙ্গরূপ পবিত্র তীর্থ সেবা করিলে, যে ফল লাভ হয়, গয়া,গঙ্গা, দ্বারকা, পুষ্কর, কাশী, ও ঈশানভুষণ কেদার তীর্থেও সেরূপ ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। এবং যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলেও, তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। স্বামী প্রসন্ন হইলে, সাতিশয় সুখ, পুত্র সৌভাগ্য, স্নান, মাল্য, ভুষণ, বস্ত্র, অসৌন্দর্য্য, রূপ, তেজ, কলা, কীর্ত্তি, যশ, গুণ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই সুসম্পন্ন হয়, তাহাতে সংশয় নাই। স্বামী বর্ত্তমানে যে স্ত্রী অন্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে পুংশ্চলী বলিয়া পরিকল্পিত ও তাহার ফললাভে বঞ্চি: . . স্ত্রীর ... যৌবন স্বামীর প্রীতিকর বলিয়া পরিগণিত। যে স্ত্রী একমাত্র স্বামী সমা ব্যাহারে মেদিনীমণ্ডলে বিচরণ করে, তাহারই অতিশয় সুখ, অতিশয় সৌভাগ্য ও অতিশয় যশঃ লাভ হইয়া থাকে। স্বামী সন্তুষ্ট হইলে, স্ত্রী ভুস্বর্গীয়া বলিয়া পরিকল্পিত হয়। এবং পতিহীনা হইলে, তাহার রূপ, যশঃ কীর্ত্তি, সম্পত্তি, সুখ সমুদায়ই বিনষ্ট এবং অসৌভাগ্য ও অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু, সে পাপভাগিনী হইয়া, ক্লেশপরম্পরা সহ্য করে। ভর্ত্তা রুষ্ট হইলে, সকল দেবতা রুষ্ট এবং তুষ্ট হইলে, দেব, মানব ও ঋষি সকলেই তুষ্ট হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের ভর্ত্তাই নাথ, ভর্ত্তাই গুরু, ভর্ত্তাই পরম দেবতা এবং ভর্ত্তাই তীর্থ, ভর্ত্তাই পুণ্য ও ভর্ত্তাই তপস্যা। অধিকন্তু, ভর্ত্তাই তাহার রূপ, বর্ণ, শৃঙ্গার, সৌভাগ্য, অলঙ্কার ও গন্ধ। পর্ব্বদিনে স্বামী পরিত্যাগপূর্ব্বক এই সকল বিধান করিলে, যদিও তাহার শোভা সম্পন্ন হয়, কিন্তু স্বামী বিরহিত হইলে,

লোকমুখনিপাতিত ক্ষীরের ন্যায়, তাহার সমুদায় প্রতিভাই তিরোহিত হইয়া যায়। ফলতঃ, স্বামী থাকিলেই, স্ত্রী-জাতি মহাভাগা ও পরম কল্যাণিনী হইয়া থাকে। স্বামী গমন করিলে, যে নারী শৃঙ্গাররূপ বিধান করে, তাহার তৎসমস্ত বিকল ও ভ্রমরূপে পরিণত হয়। এবং লোকে তাহাকে পুংশ্চলী বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সন্দেহ নাই। অতএব যে শুভলক্ষণশোভনা ললনা আত্মার মহাসৌখ্য অভিলাষ করে, সে সর্ব্বদা পতিসংসর্গে অবস্থান করিবে। শাস্ত্রে স্বামীই সাধ্বীস্ত্রীর পরম ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। ভার্য্যা কখন সেই শাশ্বত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। জানিয়া শুনিয়া আমি কি রূপে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব।

এ বিষয়ে সুদেবাচরিত নামে এক পরম পবিত্র পাপ-নাশন পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, শ্রবণ কর।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সখীরা কহিল, মহাভাগা সুদেবা যে প্রকারে যেরূপ অনুষ্ঠান করেন, কীর্ত্তন কর।

সুকলা কহিল, অযোধ্যানগরে সর্ব্বধর্ম্মতৎপর পরম ধর্ম্মজ্ঞ মহাভাগ মনুনন্দন ইক্ষ্বাকু নামে মহারাজ ছিলেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও দেবব্রাহ্মণপূজায় একান্ত সংসক্ত। তাঁহার

ভার্য্যা অতিমাত্র পতিপরায়ণা, ও পরম পুণ্যবতী। মহারাজ সেই চারুসর্ব্বাঙ্গী সত্যশালিনী পত্নীর সহিত যজ্ঞ ও বিবিধ তীর্থের পরিচর্য্যা করিতেন। ঐ সুভগা মহাত্মা কাশীরাজের কন্যা, ইক্ষ্বাকুর সহিত পরিণীতা হয়েন। মহারাজ সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত অধিষ্ঠান করিতেন।

একদা তিনি তাঁহার সহিত অরণ্যে গমন করিলেন। গঙ্গারণ্যে সমাগত হইয়া, ভুরি ভুরি সিংহ, মহিষ, গজ ও বরাহ সংহারপূর্ব্বক মৃগয়াক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপ ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময়ে এক বরাহ বহুসংখ্য শূকরযূথ ও পুত্রপৌত্রে পরিবৃত হইয়া, সমাগত হইল। পরম প্রণয়পাত্রী এক শূকরী তদীয় পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মহারাজ ইক্ষ্বাকু সেই শূকরযূথপরিবারিত মৃগঘাতিগণের দুর্জ্জয় পর্ব্বতাকার বরাহকে অবলোকন করিলেন। সেই দংষ্ট্রাকরালবদন বিশালকায় বরাহ একমাত্র বীর্য্যবলে ভার্য্যাকে আশ্রয় করিয়া, পুত্র, পৌত্র, গুরু ও শিশু প্রভৃতির পরিপালন পূর্ব্বক অরণ্যে একাকী অবস্থিতি করিয়া থাকিত। সহসা মহারণ্যমধ্যে মৃগগণের তুমুল হত্যাকাণ্ড পরিজ্ঞানপূর্ব্বক স্বীয় পুত্র পৌত্র ও ভার্য্যাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিল, মনুপুত্র মহাবল মহাবীর্য্য কোশলপতি মৃগয়াক্রীড়ার অনুসরণ ক্রমে মৃগ সকল হত্যা করিতেছেন। তিনি আমাকে দর্শন করিয়া, নিশ্চয়ই সমাগত হইবেন, সন্দেহ নাই। আমি অন্যান্য লুব্ধকগণের কিছুমাত্র ভয় করি না। কিন্তু নরপতি মদীয় রূপ দর্শনপূর্ব্বক কোন মতেই দয়া করিবেন না। প্রিয়ে! তিনি পরম হর্ষাবিষ্ট ও লুব্ধকগণে পরিবৃত হইয়া, শরশরাসনগ্রহণপূর্ব্বক শ্বগণ

নিত্য বিরাজ করিয়া থাক। তোমা দ্বারাই এই শূকরযূথ সুশোভিত হয়। অতএব তোমা ব্যতিরেকে কি শোচনীয় ঘটনাই উপস্থিত হইবে! নাথ! আমার এই বালক পুত্রগণ ও এই সকল শূকর তোমারই বলে গর্জ্জন পূর্ব্বক গিরি-কন্দরে বিচরণ করে। এবং তোমারই তেজে ভয়শূন্য হইয়া, দুর্গে, নগরে, বনকুঞ্জে ও গ্রামে কন্দমূল ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই পর্ব্বতে নিদারুণ সিংহভয়ও ইহাদের কিছুই করিতে পারে না। অধিকন্তু ত্বদীয় তেজে সুরক্ষিত হইয়া, ইহারা মনুষ্যদিগকেও ভয় করে না। তুমি বিরহিত হইলে, আমার এই বালক পুত্রগণ ও এই সকল বরাহ দীন ও হতচেতন হইবে। এবং তোমা ব্যতিরেকে কাহারই বা মুখ অবলোকন করিবে! পতিহীনা হইলে, স্বভাবসুন্দরী ললনারও সমুদায় শোভা তিরোহিত হয়। সে রত্ন, পরিচ্ছদ, বস্ত্র, রমণীয় কাঞ্চনাদি দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা এবং পিতা মাতা ও ভ্রাতাপ্রভৃতি আত্মপক্ষগণে বেষ্টিত হইলেও, কোন মতে সুশোভিতা হয় না। যেরূপ চন্দ্র-হীন রাত্রি, পুত্রহীন কুল, দীপহীন গৃহ, কখন প্রতিভাত হয় না, সেইরূপ পতিহীন হইলে, স্ত্রীজাতি শোভাহীন হইয়া থাকে। যেরূপ আচার ব্যতিরেকে মনুষ্য, জ্ঞান ব্যতিরেকে বুদ্ধি, মন্ত্রি ব্যতিরেকে রাজা, সেইরূপ তোমা ব্যতিরেকে এই শূকরযূথ সর্ব্বদা নিষ্প্রভ হইবে। যেরূপ সাগরগামিনী কৈবর্ত্তহীন নৌকা, সার্থবাহশূন্য সার্থ, সেনাপতিবিহীন সৈন্য, কোন মতেই শোভা পায় না, সেইরূপ তোমা ব্যতিরেকে এই শূকর সৈন্য নিতান্ত বিপন্ন হইবে। দ্বিজোত্তম দ্বিজাতি বেদহীন হইলে, যেরূপ মলিন

হইয়া থাকেন, সেইরূপ তুমি না থাকিলে, সকলেরই অবসাদ উপস্থিত হইবে। তুমি মরণ সুলভ করিয়া এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, আমার প্রতি কুটুম্ববর্গের ভার ন্যস্ত করিয়া, প্রস্থান করিবে। কিন্তু আমি তোমা ব্যতিরেকে কখনই প্রাণ ধারণে সমর্থ হইব না। অতএব আমি তোমার সহিত স্বর্গে, বা নরকে অথবা মর্ত্ত্যলোকে প্রপতিত হই বিষয়ে মতেই অন্যথা হইবে উভয়েই পুত্র, পৌত্র ও শূকরযূথ সমভিব্যাহারে রমণীয় কন্দর সম্পন্ন দুর্গমার্গে প্রস্থান করি। অনর্থক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, কি লাভ হইবে বল।

বরাহ কহিল, শোভনে। তুমি বীরদিগের ধর্ম্ম অবগত নহ। শ্রবণ কর। প্রতিযোদ্ধা সম্মুখীন হইয়া, আমারে যুদ্ধ দান কর, আমি তদর্থ সমাগত হইয়াছি, এই রূপে যুদ্ধযাচ্ঞা করিলে, যে বীর বা ভট কাম, লোভ, ভয় বা মোহবশতঃ তাহারে যুদ্ধ দান না করে সে কুম্ভীপাকনরকে অর্ব্বুদ বৎসর বাস করিয়া থাকে। যুদ্ধদানই ক্ষত্রিয়দিগের পরম ধর্ম্ম। যেব্যক্তি যুদ্ধ দান না করে, সে ইহলোকে অকীর্ত্তি ও পরলোকে নির্যাতনা প্রাপ্ত হয়। যেব্যক্তি নির্ভয় চিত্তে যুদ্ধ করে, তাহার বর্ষ সহস্র বীরলোক ভোগ হয় এবং তথায় সে তাবৎ বর্ষ মোহিত হইয়া থাকে। মনুপুত্র স্বয়ং আগমন করিয়াছেন; এবং সংগ্রাম যাচ্ঞা করিতেছেন। আমিও বীর, সন্দেহ নাই। অতএব ইহারে নিশ্চয়ই যুদ্ধদান করিব। ফলতঃ, এই সনাতন বিষ্ণুরূপ রাজর্ষি যুদ্ধরূপে সমাগত হইয়াছেন। ইহাঁর যুক্তরূপ আতিথ্যসৎকার করা কর্ত্তব্য।

শূকরী কহিল, নাথ! তুমি যখন এই মহাত্মাকে যুদ্ধ দান করিবে, আমি তৎকালে তোমার পৌরুষ কীদৃশ, অবলোকন করিব। এই বলিয়া সে ত্বরাপূর্ব্বক প্রিয়তম পুত্রদিগকে আহ্বান করিয়া কহিল, এই নাথ যাবৎ তোমাদের প্রতিপালকরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাবৎ তোমরা দূরবর্ত্তী দুর্গম গিরিগুহামুখে গমন এবং লুব্ধকদিগকে পরিহার করিয়া, তথায় সুখসচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর। তোমাদের পিতা যেখানে গমন করিবেন, সম্প্রতি আমি সেই স্থানে প্রস্থান করিব। তোমাদের এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যূথগণের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পিতৃব্যগণ সকলের পরিত্রাণ করিবেন। অতএব সকলে আমারে পরিত্যাগ করিয়া, গিরিদুর্গে গমন কর।

পুত্রগণ কহিল, এই পর্ব্বতরাজ প্রচুর ফল, মূল ও সলিলসম্পন্ন। এবং সর্ব্বথা ভয়শূন্য। অতএব আমরা অনায়াসেই জীবনযাপনে সমর্থ হইব। কিন্তু আপনারা কি জন্য সহসা এই ভয়ঙ্কর বাক্য প্রয়োগ করিলেন। সত্য করিয়া বলুন।

শূকরী কহিল, এই রাজা ভয়ঙ্কর কালরূপে সমাগত হইয়াছেন এবং মৃগয়ালোলুপ হইয়া, বহুসংখ্য মৃগ হত্যাপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছেন। ইহাঁর নাম ইক্ষ্বাকু। ইনি মনুর পুত্র, মহাবল ও দুর্দ্ধর্ষ। এবং সাক্ষাৎ কালস্বরূপ, নিশ্চয়ই হত্যা করিবেন। অতএব তোমরা দূরে গমন কর।

পুত্রেরা কহিল, যে পাপাত্মা মাতাপিতাকে ত্যাগ করিয়া, প্রস্থান করে, সে অতি ভীষণ নরকে পতিত হইয়া থাকে। কেননা সেই নির্ঘৃণ মাতার স্তন্যপান করিয়াই,

পুষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ যে দুরাত্মা মাতাপিতাকে ত্যাগ করিয়া যায়, সে নিত্য কৃমিদুর্গন্ধিসঙ্কুল রক্তপূয় পান করে। অতএব আমরা গুরুত্যাগী হইয়া, কখনই প্রস্থান করিব না। এই স্থানেই অবস্থিতি করিব।

এই রূপে তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মার্থসম্পন্ন তুমুল বিসংবাদ সমুপস্থিত হইল। তখন সকলে বল ও তেজোভরে ব্যূহবন্ধনপূর্ব্বক তথায় অধিষ্ঠিত ও হর্ষোৎসাহে, নিরতিশয় আবিষ্ট হইয়া, নৃপনন্দন ইক্ষ্বাকুকে দর্শন এবং পৌরুষ সহকারে গর্জ্জন করিয়া, অরণ্যমধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিল।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

সুকলা কহিল, এই রূপে শূকর সকল যুদ্ধমানসে নরপতির সম্মুখদেশে সমুপস্থিত হইলে, সেই মহাবরাহ সুবিশাল যূথ সমভিব্যাহারে বূহবন্ধনপূর্ব্বক গিরিসানু আশ্রয় করিয়া, প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার শরীর স্থূল, পীন ও কপিলবর্ণ, দংষ্ট্রা ও নখরাজি সাতিশয় বিশাল, এবং লুব্ধকগণ কোন ক্রমেই তাহার বলবিক্রম সহ্য করিতে পারে না। সে তৎকালে অতি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন আরম্ভ করিল।

লুব্ধকগণ নিবেদন করিলে, শালতালবনাশ্রিত মহারাজ মনুনন্দন তাহাদের বাক্যে ঐ শূকরকে দর্শন করিলেন

এবং বলিতে লাগিলেন, সকলে এই বলদর্পিত পরম বিক্রান্ত বরাহকে গ্রহণ কর। এই প্রকার সম্ভাষণপূর্ব্বক স্বয়ং অত্যুগ্র ধনু ও নিশিত শর গ্রহণ করিলেন। তখন লুব্ধকগণ সকলে মৃগয়ামদে মোহিত হইয়া, কবচবন্ধন পূর্ব্বক শ্বগণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিল। এদিকে মহাবল মনুনন্দন নিরতিশয় হর্ষিত হইয়া, অশ্বারোহণে চতুরঙ্গিণী সেনা গ্রহণ পূর্ব্বক গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন এবং তথায় যুদ্ধদর্শনমানসে গিরিবরোত্তম মেরু পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া, অধিষ্ঠান করিলেন। মহাধর মেরু রত্নসানুসমূহে সর্ব্বতোভাবে আকীর্ণ, বিবিধ বৃক্ষে অলঙ্কৃত, অতিশয় উচ্চ, প্রদীপ্তমরীচিমান্ সহস্রকরকিরণে উদ্ভাসিত ও বিবিধ নগে পরিবারিত এবং গগনস্পর্শপূর্ব্বক বিরাজমান হইতেছে। যোজনবহুল সুবিমল গঙ্গাপ্রবাহ সমুত্থিত মুক্তাফলসদৃশ নির্ম্মল সলিলকণসংপৃক্ত বীচিতরঙ্গে সর্ব্বত্র শিলাতল প্রক্ষালিত হওয়াতে, তাহার নিরতিশয় শোভা সমুৎপন্ন হইয়াছে। দেব, চারণ, কিন্নর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অপ্সর ও ঋষিগণ নাগেন্দ্র সমভিব্যাহারে তথায় বিচরণ করেন। কোথাও শাল, তাল, শবল, শ্রীখণ্ড ও চন্দন সমূহ, কোথাও বিবিধ ধাতু ও নানারত্নে বিচিত্রিত বিমান, কুণ্ড ও কমলাকর, কোন স্থানে নারিকেল বন ও দিব্য পূগসমূহ, স্থলবিশেষে দিব্য পুন্নাগবহুল কদলীষণ্ডমণ্ডিত পুষ্পিত চম্পক, পাটল, ও কেতকরাজি, কোথাও বিবিধবর্ণে সুরঞ্জিত মনোহর পুষ্প সমূহে সমাকীর্ণ অন্যান্য বিবিধ জাতীয় বৃক্ষপরম্পরা শোভা পাইতেছে। যোগী, যোগীন্দ্র ও পরমসিদ্ধগণ কন্দরান্তরে বাস করিতেছেন। স্ফটিকময় শিলাতল,

রমণীয় নির্ঝর, নদীপ্রবাহ, সঙ্গম, ও নির্ম্মল জল জলাশয় সকলে অপূর্ব্ব শোভা সমুদ্ভূত হইয়াছে। শরভ, শার্দ্দূল, মৃগযূথ, মহামত্ত মাতঙ্গ, মহিষ ও রুরুগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন অনেকবিধ দিব্যভাবে মনোহর শোভা বিস্তার হইয়াছে। অযোধ্যাধিপতি মনুনন্দন মহাবীর ইক্ষ্বাকু ধনুষ্পাণিও পরম কৌতুকাবিষ্ট হইয়া, চতুরঙ্গ সেনাদল ও ভার্য্যার সহিত এবংবিধ বিবিধশোভা-সম্পন্ন মহীধর আশ্রয় করিলেন।

ঐ সময়ে, মহাবল বরাহ গুরুও শিশুপ্রমুখ বহুসংখ্য শূকরগণে পরিবৃত ও ভার্য্যার সহিত মিলিত হইয়া, গঙ্গাতীরের সমন্তাৎ মেরুভূমি আশ্রয়পূর্ব্বক, যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, বীর লুব্ধকগণ কুক্কুরসমূহ সমভিব্যাহারে তথায় তাহার পুরোবর্ত্তী হইল। তদ্দর্শনে বরাহ পরম হৃষ্ট হইয়া, ভার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, প্রিয়ে! অবলোকন কর, বীরবর কোশলেশ্বর সমাগত এবং আমাকে উদ্দেশ করিয়া, মৃগয়াক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমি ইহাঁর সহিত সুরাসুরগণের হর্ষবর্দ্ধন তুমুল যুদ্ধ করিব। সশর-শরাসনধারী মহাতেজা মনুনন্দন তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, হর্ষসহকারে স্বীয় ভার্য্যারে কহিলেন, প্রিয়ে! অবলোকন কর, মৃগঘাতিগণের সুদুর্জ্জেয় এই ঘোরকায় বরাহ পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া, মহামেঘের ন্যায় গর্জ্জনপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ আমারে আহ্বান করিতেছে। অদ্য আমি ইহারে নিশিত সায়ক প্রহারে সংহার করিব। প্রিয়তমা ভার্য্যাকে এই প্রকার সম্ভাষণপূর্ব্বক লুব্ধকদিগকে কহিলেন, তোমরা সকলেই শূর ও মহাঘোর শূকরকে প্রেরণা কর।

বনচারী লুব্ধকগণ ঐই রূপে প্রেষিত হইয়া, বল, তেজ, পরাক্রম ও শৌর্য্য প্রকাশ পুরঃসর বায়ুবেগে শূকরের প্রতিকূলে ধাবমান হইল। এবং বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ও শাণিত বাণপরম্পরা প্রয়োগ পূর্ব্বক সেই বীররূপী বরাহকে বিদ্ধ করিতে লাগিল।

সুকলা কহিল, বাণ, তোমর ও শাণিত শূল সকল শূকরকে বিদ্ধ করিয়া, অরণ্যচত্বরে গিরিমধ্যে যত্রতত্র পতিত হওয়াতে, বোধ হইল যেন মেঘ সকল বর্ষণ করিতেছে। ঐ সময়ে সমুদায় শূকরবল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, গভীর গর্জ্জন আরম্ভ করিল। মহাবল বরাহ তত্তৎ যূথপতিগণে পরিবৃত হইয়া, সমরসাগরে অবতরণ পূর্ব্বক ঘুরঘুরারব সহকারে লুব্ধকদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। শত শত মহাবল কুক্কুরবল তাহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। ঐ সময়ে তদীয় কুটুম্বদল রণে বিমুখ হইলে, সে রাজাকে দর্শন করিয়া, হর্ষভরে পুত্র, পৌত্র ও বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে শরবেগে অতিমাত্র তাড়িত হইয়া, স্থিরভাবে অধিষ্ঠিত হইল। তাহাতে লুব্ধকগণ তাহাদের অভিমুখে গমন করিল এবং কুক্কুর সকল তাহাদিগকে দংষ্ট্রা দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। সেই বেগধারণ বশতঃ হস্ত ও পাদ ছিন্ন হইলে, ঐ বরাহ মূলচক্রে সমাগত হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে মুখাগ্র ও দংষ্ট্রার আঘাত পূর্ব্বক শত শত লুব্ধককে বিনাশ করিল, এবং ভূপতির অধিষ্ঠিত প্রদেশে গমন করিয়া, আপনার পুত্র, পৌত্র ও বান্ধবদিগকে তেজোবলে রক্ষা করিতে লাগিল। এই রূপে ক্রোধভরে কোশলপতির সুবিপুল সৈন্য সংত্রাসিত করিয়া, সঙ্গর

হর্ষবেগে পরিপূর্ণ হইয়া, তাঁহার সহিত যুদ্ধ প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিল। সংগ্রামে তাহার সাতিশয় নৈপুণ্য ছিল। এই জন্য সে রণ পরিত্যাগ করিল না। ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ণ দন্ত সহিত তুণ্ডাগ্র দ্বারা ধরাতল ক্ষোভিত করিয়া, ঘর্ঘররবসহকৃত হুঙ্কার সহকারে নৃপতিকে আহ্বান করিতে লাগিল। তৎকালে বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রমবিশিষ্ট মনুনন্দনকে দর্শন করিয়া, আনন্দে তদীয় দেহ রোমাঞ্চিত হইল।

মহারাজ ইক্ষ্বাকু তদীয় পৌরুষ পরিদর্শন পূর্ব্বক মনে মনে বরাহরূপী ভগবানকে চিন্তা করিয়া, বিশাল শূল দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থলে নির্ঘাত বিদ্ধ করিলেন। এবং অভিবর্ত্তী সৈনিকদিগকে বারংবার গ্রহণ কর বলিয়া, তাহার বিনাশ জন্য প্রেরণা করিতে লাগিলেন। সৈনিকগণ তাঁহার বাক্য আকর্ণন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! এ অতি সামান্য শূকর, এই বলিয়া ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক প্রচণ্ড ভাব পরিগ্রহ ও তৎক্ষণাৎ স্ববাহনসমূহ সমভিব্যাহারে তাহার অভিমুখে গমন করিল এবং অতিমাত্র আশুবেগ বারণদিগকে প্রেরণা করিতে লাগিল। তৎকালে সকলেই খড়্গ, তোমর, বাণ, ভিন্দিপাল, মুদ্গর ও পাশহস্তে ক্রমে ক্রমে যুদ্ধে তৎপর হইল। কিন্তু কেহই তাহারে পরাস্ত করিতে পারিল না। গজ ও অশ্বগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। ঐ সময়ে সেই রণদুর্জ্জয় সুদুর্দ্ধর্ষ বরাহ কখন দৃষ্ট, কখন অদৃশ্য হইতে লাগিল; কখন ভটদিগকে চূর্ণ, কখন বা অশ্বদিগকে মর্দ্দন করিতে লাগিল; এবং স্বপক্ষীয় শূকরদিগের সমর্থন পূর্ব্বক প্রতিপক্ষীয় মহাভটদিগের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর তাহাদিকে মর্দ্দন করিয়া, ক্রোধভরে অরুণলোচন হইয়া, শব্দ করিতে লাগিল।

মহাবীর মনুনন্দন সেই মহাকায় মেঘনিস্বন রণদুর্জ্জয় বরাহকে ঐরূপে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া, সমররঙ্গে বিলসিত হইয়া, প্রতিগর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ধীরভাব অবলম্বন করিয়া, শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে শূকরের মুখদংষ্ট্রা বিদ্যুতের ন্যায় উল্লাসিত হইয়া উঠিল। কোশলপতি দেখিলেন, শূকর রণস্থলে একাকী; কোন মতেই শরপাতে বিনষ্ট হইতেছে না; প্রত্যুত, বহুতর অস্ত্রশস্ত্রে আহত হইয়াও, পুনরায় যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি পুনরপি সৈনিকদিগকে কহিলেন, তোমরা বলপূর্ব্বক নিশিত শর প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ ও তেজোবলে এই শূকরকে গ্রহণ কর। তিনি ক্রোধভরে এইপ্রকার কহিলে, সেই সমরদুর্জ্জয় সৈনিকগণ সকলে সমবেত হইয়া, পাশ হস্তে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে সংগ্রাম নিপুণ কেহ কেহ সেই শূকরের চতুর্দ্দিকে সুপ্রযুক্ত শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এবং কখন চক্রাঘাতে, কখন দুর্দ্ধর ও সুবিপুল খড়্গাঘাতে তাহারে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন শূকররাজ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, পৌরুষ সহকারে প্রাস সকল ছেদনপূর্ব্বক অন্যান্য মহাশূকর সমভিব্যাহারে সংগ্রামে অবতরণ করিল। এবং ত্রিধার শোণিত প্রবাহে অভিষিক্ত হইয়া, করতুণ্ড প্রহার পুরঃসর হয়গণের শিরোদেশে পদাঘাত করিয়া, তাহাদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর সংহার কৌতুকে মগ্ন ও রোষাবিষ্ট হইয়া, স্বীয় সুতীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাগ্র

প্রহার করিয়া, বীরবর পদাতিদিগকে নিপাতিত ও গজ সকলের কুম্ভ বিদারণ করিতে লাগিল। তৎকালে শূকর ও লুব্ধকগণ রোষারুণ নেত্রে পরস্পর মিলিত হইয়া, ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। এবং পরস্পর আঘাত ও প্রতিঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে লুব্ধকগণ শূকরগণ কর্ত্তৃক এবং শূকরগণ লুব্ধকগণ কর্ত্তৃক আহত হইয়া, প্রাণপরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষতজোক্ষিত শরীরে ধরাতল আশ্রয় করিল। রাজন্! লুব্ধকগণ দংষ্ট্রাঘাতে ও শূকরগণ বাণচক্রে নিহত হইয়া, এইরূপে পৃথিবীপৃষ্ঠে যেখানে সেখানে পতিত হইল; অধিকন্তু কোন কোন শূকর একবারেই বিনষ্ট হইল; কেহ কেহ বা ভীত হইয়া, দুর্গমধ্যে, কুঞ্জপ্রান্তরে, কন্দরান্তে, ও গুহান্তরে পলায়ন করিল। যত্র তত্র নিপতিত বাগুরা, পাশ, জল, কূটক, পঞ্জর ও নাড়ী সমূহে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

এই রূপে শূকর ও লুব্ধকগণ খণ্ডে খণ্ডে বিদলিত হইয়া, প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিল। একমাত্র বরাহ যুদ্ধার্থী ও বলদর্পিত হইয়া, প্রিয়তমা দয়িতা ও পুত্রপঞ্চক সমভিব্যাহারে রণাঙ্গনে অবস্থিতি করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে শূকরী তাহারে সম্বোধন করিয়া কহিল, নাথ! আর কেন? আমারাও এই বালকদিগের সহিত এই বেলা প্রস্থান করি। তচ্ছ্রবণে শূকর নিতান্ত হর্ষিত হইয়া কহিল, প্রিয়ে! রণে ভঙ্গ দিয়া কোথায় গমন করিব? পৃথিবীতে কুত্রাপি আমার স্থান নাই। আমি পলায়ন করিলে, এই শূকরকুল বিনষ্ট হইবে। দুই সিংহের মধ্যে এক শূকর জল পান করিতে পারে; কিন্তু শূকরদ্বয়ের মধ্যে এক সিংহ

কখন সলিলপানে সমর্থ হয় না। শূকরজাতির এইপ্রকার বলোৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। আমি সেই জন্যই বলিতেছি, ভঙ্গ দিয়া কোথায় গমন করিব। বিশেষতঃ, বহুমঙ্গল সাধন ধর্ম্ম আমার পরিজ্ঞাত আছে। যে যোদ্ধা কাম, লোভ, ভয় বশতঃ রণতীর্থ পরিত্যাগ করিয়া, প্রণষ্ট হয়, নিশ্চয়ই সে পাপাভাগী হইয়া থাকে। কিন্তু যে যোদ্ধৃপুরুষ নিখিল শস্ত্রসংঘাত সন্দর্শনপূর্ব্বক হর্ষাবিষ্ট হয়, সে শতপুরুষের উদ্ধার ও বৈকুণ্ঠলোক লাভ করে। ফলতঃ, যে ব্যক্তি বীর, শস্ত্রসঙ্কুল সংগ্রাম তাহার অতিমাত্র প্রীতি বিধান করে। পুরুষ ঐরূপ যুদ্ধ দর্শনে হৃষ্ট হইয়া, তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে, যে পুণ্যফল প্রাপ্ত হয়, শ্রবণ কর। তাহার পদে পদে ভাগীরথীসলিলে মহৎস্নান সমাহিত হয়। রণে ভঙ্গ দিয়া, লোভ বশতঃ গৃহে গমন করিলে, তাহার যেরূপ গতি হয়, তাহাও শ্রবণ কর। ঐরূপ ব্যক্তি মাতৃদোষ প্রকাশ করে এবং স্ত্রীজাত বলিয়া পরিকল্পিত হয়। বলিতে কি, যেখানে যজ্ঞ, যেখানে তীর্থ, যেখানে মহৌজা দেবগণ এবং যেখানে সিদ্ধ চারণ ও ঋষিগণ কৌতুক দর্শন করেন, সেই বীরপ্রকাশনেই ত্রৈলোক্য প্রতিষ্ঠিত। অতএব রণে ভঙ্গ দিলে ত্রিলোকবাসী ব্যক্তিগণ তাহা দেখিতে পায় এবং সেই নির্ঘৃণ পাপাত্মাকে বারংবার উপহাস করিয়া থাকে। ধর্ম্মরাজ ও তাহার দুর্গতি দর্শন করেন, সন্দেহ নাই। ফলতঃ, যেব্যক্তি যুদ্ধে শোণিত বহন করে, তাহারই যশঃ, তাহারই সুখ, এবং তাহারই অশ্বমেধ ফল ও ইন্দ্রলোক লাভ হয়। অয়ি বরাননে! শূরপুরুষ সমরে শত্রুজয় করিলে, লক্ষ্মী ও বিবিধ ভোগ, এবং সম্মুখ রণে নিরাশ্রয়

হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে, পরমলোক ও দেবকন্যা প্রাপ্ত হন। আমি এবংবিধ ধর্ম্ম অবগত হইয়া, কিরূপে পলায়ন করিব। অতএব এই বীরবর মনুপুত্র মহারাজ ইক্ষ্বাকুর সহিত নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিব। তুমি পুত্রদিগকে লইয়া গৃহে যাও এবং সুখে জীবন যাপন কর।

শূকরী তদীয় বাক্য শ্রবণে কহিল, নাথ! আমি তোমার বন্ধুতা, স্নেহপূর্ণ হাস্য ও রতিক্রীড়ায় নিতান্ত বদ্ধ হইয়া আছি। তোমারে কিরূপে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিব। অতএব এই পুত্রগণ সমভিব্যাহারে তোমার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিব!

রাজন্! পরস্পর হিতৈষিতা বশংবদ হইয়া, এই প্রকার সম্ভাষণ পূর্ব্বক সেই শূকরদম্পতী যুদ্ধার্থ কৃত-নিশ্চয় হইল। এবং মহামতি মহাবীর কোশলপতিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বর্ষাসমাগমে জলধর যেরূপ বিদ্যুদ্বিকাশ সহকারে ঘোর গভীর গর্জ্জন করে, শূকর-রাজও সেইরূপ প্রিয়তমা সমভিব্যাহারে গর্জ্জন করিয়া, খুরাগ্র দ্বারা রাজাকে আহ্বান করিতে লাগিল। নর-পতি পরমপুরুষার্থ স্বরূপ বরাহকে একাকী গর্জ্জন করিতে দেখিয়া, সংগ্রামজৈত্র বেগ ধারণ পূর্ব্বক নিরতি-শয় সুখী হইলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

সুকলা কহিল, রণদুর্দ্ধর দুঃসহ বরাহ স্বীয় দুর্দ্ধর সৈন্যদিগকে জয় করিল দেখিয়া, মহীপতি নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইলেন এবং কালানল সদৃশ বাণ ও শরাসন গ্রহণ করিয়া, অশ্বারোহণে ধরাতল সমুল্লেখনপূর্ব্বক বেগভরে তদীয় সম্মুখে অধিষ্ঠান করিলেন। শূকরযূথপতিও সেই অনন্তবলপৌরুষ মহীপতিকে অশ্বারূঢ় দেখিবামাত্র তাঁহার সম্মুখীন হইল। এবং রোষভরে খুরাগ্র দ্বারা ভুমিতল বিদীর্ণ করিয়া, স্বীয় বলে গর্জ্জন করিতে লাগিল। অনন্তর নরপতির নিখিল শরে আহত হইয়া, সহসা তদীয় অশ্বের পদতলে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে সেই পরম বেগগামী অশ্ব তাহারে লঙ্ঘন করিয়া, সুবিপুল বেগভরে বিচরণ করিতে লাগিল। নরপতিও তাহারে নিশিত খড়্গের আঘাত করিতে লাগিলেন। তথাপি সে বিমুখ হইল না। প্রত্যুত বেগভরে চরণ প্রহার পূর্ব্বক তদীয় বল নিহত এবং তুণ্ড দ্বারা আঘাত করত অশ্বকে ধরাতলে নিপাতিত করিল। অনন্তর মনুপুত্রের নিশিত শরবরে বারংবার আহত হইয়া, বেগ খর্ব্বীকৃত হইলে, সেই শূকরযূথপতি পৌরুষ তেজে সমুন্নত হইয়া, গর্জ্জন আরম্ভ করিল। এইরূপে অশ্ব, রথ হত ও পতিত হইলে, সে নৃপতির

নীড়মধ্যে সমাগত ও তথায় ক্ষুরিকাগ্রে আহত হইয়া, সহসা মূর্চ্ছিত ও পতিত হইল। কিন্তু পুনরায় উত্থান পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে শোণিত প্রবাহে রোমরাজি অরুণায়িত হওয়াতে, তাহার মূর্ত্তি অতিশয় বিকৃত হইয়া উঠিল। তথাপি সে নিবৃত্ত হইল না। প্রত্যুত যুদ্ধবাসনায় নরপতির সম্মুখীন হইয়া, মহা-মেঘের ন্যায়, গম্ভীর গর্জ্জন এবং রথনীড়গত কোশল-পতিকে তুণ্ড দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মনুনন্দন গদা গ্রহণপূর্ব্বক তাহারে আহত করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ গিরিমধ্যে নিপতিত হইল এবং প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

এইরূপে শূকররাজ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, অবশেষে হত ও গতাসু হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিলে, দেবগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া, তাহার উপরি মনোহর কুসুম ও সন্তানক সৌরভ এবং কুঙ্কুম ও চন্দন বৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সেই শূকররাজ দিব্যরূপ চতুর্ভুজ ধারণ করিয়া, দিব্য অম্বরভূষণে বিভূষিত হইয়া, স্বীয় তেজঃপ্রভাবে নরপতিসমক্ষে দিবাকরের ন্যায়, প্রতিভাত হইল। অনন্তর সুররাজ ও সিদ্ধগণে পূজ্যমান হইয়া দিব্যযানে আরোহণপূর্ব্বক দিব্যলোকে গমন করিল। তথায় আপনার পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত ও পুনরায় গন্ধর্ব্বগণের অধিরাজ হইল।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

সুকলা কহিল, অনন্তর লুব্ধকবল দারুণ শূল ও ভয়ঙ্কর পাশ গ্রহণ করিয়া, শূকরীর প্রতি ধাবমান হইল। শূকরী কুটুম্বসহিত স্বামীকে সমরে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া বালক পুত্রদিগকে দূরে লইয়া গিয়া, শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কহিল, মদীয় মহাত্মা ভর্ত্তা বৈরকর্ম্ম প্রভাবে ঋষি দেবগণের পূজিত হইয়া, স্বর্গে গমন করিলেন। আমিও বীরব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক, তদীয় অধিষ্ঠিত প্রদেশে গমন করিব। এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া, পুত্রদিগের প্রতি চিন্তা করত কহিল, এই বংশধর পুত্রচতুষ্টয় যাবৎ জীবিত থাকিবে, তাবৎ সেই মহাত্মা মহাবল শূকর জীবিত বলিয়া পরিগণিত হইবেন। যেহেতু, আত্মাই পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করে। এক্ষণে কি উপায়ে পুত্রদিগের রক্ষা করিব। এই প্রকার চিন্তাপরায়ণা হইয়া, পরম প্রকাশসম্পন্ন সুবিস্তীর্ণ গিরি-সঙ্কট দর্শনপূর্ব্বক, পুত্রগণ সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিল। এবং অতিমাত্র মোহিত হইয়া তাহাদিগকে কহিল, বৎসগণ! আমি যাবৎ অবস্থিতি করি, তাবৎ তোমরা গমন কর।

তাহাদের জ্যেষ্ঠ কহিল, মাতাকে ত্যাগ করিয়া,

সামান্য জীবিতলোকে কি রূপে গমন করিব? এরূপ জীবনে ধিক্! অতএব আমি রণে শত্রুকুল সংহার করিয়া, পিতার ঋণ পরিশোধ করিব। তুমি আমার এই কনীয়ান্ ভ্রাতা ও স্ত্রীদিগকে গ্রহণ করিয়া, কন্দরে গমন কর। যে ব্যক্তি মাতাপিতাকে ত্যাগ করিয়া, প্রস্থান করে, সেই পাপাত্মা কৃমিকোটিসমাকুল কৃমি-যোনিপ্রাপ্ত হয়।

শূকরী অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া কহিল, বৎস! আমিই বা তোমারে ত্যাগ করিয়া, কি রূপে গমন করিব। আমি যার পর নাই পাপকারিণী। যাহা হউক, এই পুত্রত্রয় গমন করুক। এই বলিয়া উভয়ে সেই তিন জনকে পুরো-বর্ত্তী করিয়া, সকলের সমক্ষে দুর্গ মার্গে প্রস্থান করিল। এবং তেজ ও বলে বারংবার গর্জ্জন করিতে লাগিল।

লুব্ধকগণ তদ্দর্শনে মহারাজগোচরে নিবেদন করিল, রাজন্! তিন জন দুর্গমার্গে প্রেরিত হইয়াছে। এক্ষণে জননী ও পুত্র উভয়ে স্বীয় পথ বুঝিয়া, অবস্থিতি করি-তেছে। এই বলিয়া তাহারা খড়্গ, বাণ ও ধনু ধারণ পূর্ব্বক তাহাদের অনুসরণ এবং সুতীক্ষ্ণ চক্র, তোমর ও মুষল সহায়ে আঘাত আরম্ভ করিল। তাহাতে পুত্র মাতাকে পৃষ্ঠ-বর্ত্তিনী করিয়া, শনৈঃ শনৈঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং কাহাকে দংষ্ট্রাঘাতে নিহত, কাহাকে তুণ্ডাঘাতে পাতিত, কাহাকে খুরপ্রহারে সংহার করিয়া ফেলিল। শূর লুব্ধকগণ ইতস্ততঃ পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই মহাবল শূকর পরম হৃষ্ট হইয়া, পিতার পূর্ব্বনিদেশ অনুসারে নর-পতির সম্মুখে গমন ও তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

তদ্দর্শনে মহাতেজা মনুনন্দন বাণপাণি ও কৃতোদ্যম হইয়া, অর্দ্ধচন্দ্রানুকারী নিশিত শরে বিদ্ধ করিলে তৎক্ষণাৎ সে মৃত ও ভূমিতলে পতিত হইল।

ঐ সময়ে দারুণ পুত্রমোহে অভিভূত হইয়া, শূকরী স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং তুণ্ডাঘাতে লুব্ধকদিগকে নিহত করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে কেহ কেহ ধরাতলে পতিত, কেহ পলায়িত ও কেহ কেহ উপরত হইল। তদনন্তর শূকরী মাহাভয়বিধায়িনী কৃত্যার ন্যায়, দংষ্ট্রার আঘাত পূর্ব্বক সৈন্যদিগকে মর্দ্দন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবরাজনন্দিনী সুশ্রবা রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! এই শূকরী আপনার সকল সৈন্যই সংহার করিল। আপনি কি জন্য উপেক্ষা করিতেছেন, বলুন। রাজা কহিলেন আমি স্ত্রীহত্যাপাতকে লিপ্ত হইতে অভিলাষী নহি। যেহেতু, দৈবতগণ স্ত্রীবধে মহান্ দোষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সেই হেতু ইহারে বধ করিব না। কোন রূপে প্রেষণা করিব। সুন্দরি! আমি ইহার বধনিমিত্ত পাপে নিতান্ত ভীত হইয়াছি। এই বলিয়া তিনি বিরক্ত হইলেন

এদিকে ঝর্ঝর নামক লুব্ধক শূকরীকে সৈনিকগণের মুহুঃমহ সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া, সুবেগবিশিষ্ট নিশিত বাণে বিদ্ধ করিল। সে বাণবিদ্ধ হইয়া, শোণিতধারায় পরিপ্লুত ও সাতিশয় শোভমানা হইল এবং সহসা ধরাতল আশ্রয় করিল। অনন্তর উত্থান পূর্ব্বক তুণ্ড দ্বারা ঝর্ঝরকে নিহত করিল। ঝর্ঝরও সেই হতপ্রতিত অবস্থায় দারুণ খড়্গ প্রহার করিল। তাহাতে শূকরী বিদলীকৃত হইয়া, বিপুল

নিশ্বাস পরিত্যাগ এবং মূর্চ্ছান্বিত ও নিরতিশয় ক্লেশাবিষ্ট হইয়া, ধরাতলে লুণ্ঠন করিতে লাগিল।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

সুকলা কহিল, পুত্রবৎসলা শূকরীকে তদবস্থ দর্শন করিয়া সুশ্রবা অতিশয় করুণাবিষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তদীয় সকাশে গমন করিয়া, সেই রণশোভিনীর মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে শীতল সলিল সেক করিতে লাগিলেন। কহিলেন, ভদ্রে! সমাশ্বস্ত হও এবং ক্ষণকাল জীবন ধারণ কর।

শূকরী সুস্বর মানুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া কহিল, দেবি! আপনার কল্যাণ হউক। যেহেতু, আপনি আমারে অভিষিক্ত করিলেন এবং আপনার দর্শন ও সম্পার্কবশতঃ অদ্য আমার সমস্ত পাতক বিনাশিত হইল।

সুশ্রবা সেই অদ্ভুতাকার মহদ্‌বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলে, অদ্য আশ্চর্য্য দর্শন করিলাম। তুমি মানুষী বাণী প্রয়োগ করিতেছ। বলিতে কি, তুমি পশুজাত। তথাপি তোমার বাক্য স্পষ্ট ও সৌষ্ঠবর্বিশিষ্ট এবং স্বরব্যঞ্জন সংযুক্ত ও অতিশয় সংস্কারসম্পন্ন। এই বলিয়া তিনি হর্ষ-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, সাহস সহকারে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! অবলোকন করুন, শূকরী

পশুযোনি হইয়াও, মানুষের ন্যায়, জন্মান্তরীণ সংস্কার বলে পরম সংস্কৃতবাক্য প্রয়োগ করিতেছে।

জ্ঞানবানগণের অগ্রগণ্য মহারাজ মনুনন্দন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমি কখন এরূপ অত্যাশ্চর্য্য বা অদ্ভুত-প্রকার ঘটনা শ্রবণ বা দর্শন করি নাই। অনন্তর তিনি প্রিয়তমা সুশ্রবাকে পুনরায় কহিলেন, শুভে! তুমি ঐ কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা কর, ও কে?

সুশ্রবা নরপতিবাক্যে শূকরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! তুমি কে? তোমায় অতিশয় আশ্চর্য্য দেখিতেছি। পশুযোনি হইয়াও, তুমি মনুষ্য বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। তোমার এই বাক্য সৌষ্ঠবও জ্ঞানসম্পন্ন। স্বীয় পূর্ব্ব চেষ্টিত নির্দ্দেশ কর এবং তোমার এই মহাভট মহাত্মা ভর্ত্তাই বা কে, তাহাও কীর্ত্তন কর। এই মহাবীর্য্য পূর্ব্বে কে ছিলেন, যে, স্বীয় পরাক্রমে স্বর্গে গমন করিলেন। ফলতঃ, আপনার ও স্বামীর পূর্ব্বানুচরিত সমস্ত কীর্ত্তন কর। মহা-ভাগা সুশ্রবা এই বলিয়া বিরত হইলেন।

শূকরী কহিল, ভদ্রে! আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন, আমার ও এই মহাত্মার সমুদায় পূর্ব্বচরিত কীর্ত্তন করিব। আমার স্বামী এই মহাপ্রাজ্ঞ পূর্ব্বজন্মে রঙ্গবিদ্যা-ধরনামধেয় গন্ধর্ব্ব ছিলেন। ইনি অতিশয় গীতপণ্ডিত ও সমুদায় শাস্ত্রার্থের বিশেষজ্ঞ। তৎকালে মুনিসত্তম মহা-তেজা পুলস্ত্য চারুকন্দরবিরাজিত মনোহর নির্ঝরধৌত গিরিবরশ্রেষ্ঠ মেরুপর্ব্বত আশ্রয় করিয়া, নির্ব্ব্যলীক চিত্তে তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদা রঙ্গবিদ্যাধর স্বেচ্ছাক্রমে তথায় সমাগত হইয়া, বৃক্ষশাখা আশ্রয় করিয়া

স্বরতালসমন্বিত সুস্বর সঙ্গীত আরম্ভ করিল। গীত শ্রবণে মুনির মন ধ্যান হইতে বিচলিত হইয়া গেল। তাহাতে তিনি সেই গানপরায়ণ বিদ্যাধরকে কহিলেন, তোমার এই দিব্য সঙ্গীতে দেবগণও মোহিত হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। সুব্রত! অদ্য তোমার এই সুস্বর সুপবিত্র তালমানলয় ও মূর্চ্ছনা সহিত ভাবময় গীতপ্রভাবে আমারও মন ধ্যান হইতে বিচলিত হইয়াছে। অতএব তুমি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র প্রস্থান কর।

বিদ্যাধর কহিল, আমি এখানে আত্মজ্ঞানানুরূপিণী বিদ্যা সাধন করিতেছি। স্বর্গলোকে কেহ কখন আমা দ্বারা কিছুমাত্র ক্লেশিত হয় নাই। দেবতামাত্রেই মদীয় দিব্য সঙ্গীতে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। স্বয়ং মহাদেবও গীতমানে আকৃষ্ট হয়েন। একমাত্র গীতই সর্ব্বরস এবং একমাত্র গীতই আনন্দ বিধান করে। শৃঙ্গারাদি সমুদয় রস, সমুদায় শাস্ত্র ও সমুদায় বেদ এই গীতেই প্রতিষ্ঠিত এবং সুশোভিত হয়। সমুদায় দেবতাও গীতে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। আপনিই কেবল আমারে বারণ করিয়া, ইহার নিন্দা করিতেছেন। ইহা আপনার যার পর নাই অন্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ, গীত বহুপুণ্য বিধান করে। তথাপি অভিমান ত্যাগ করিয়া, মদীয় বাক্যে কর্ণপাত কর। আমি গানের নিন্দা বা তাহার অন্যথাবাদ প্রয়োগ করিতেছি না। কিন্তু মন নিশ্চল না হইলে, চতুর্দ্দশ বিদ্যাও কখন একতঃ মঙ্গল বিধানে সমর্থ অথবা প্রাণিগণের সিদ্ধি সম্পন্ন হয় না। অপিচ, একচিত্ততাই

তপস্যা ও মন্ত্র সিদ্ধির একমাত্র সাধন। মনের স্বভাবই এই, একাগ্র না হইলে, আত্মাকে ধ্যান হইতে বিষয়রসে চালিত করিয়া থাকে। এই জন্য, যেখানে শব্দ, রূপ ও যুবতীসঙ্গের নাম মাত্র নাই, ঋষিগণ তপঃসিদ্ধির অভিলাষে তাদৃশ স্থানে গমন করেন। তোমার এই গীত অতিশয় মনোহর ও নিরতিশয় সুখপ্রদান করে। ফলতঃ, ঋষিগণ অরণ্য আশ্রয় করিয়াই, তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হয়েন। অতএব তুমি অন্যত্র প্রস্থান কর। নতুবা আমাকে গমন করিতে হইবে।

বিদ্যাধর কহিল, যিনি বিষয় সুখের সম্পর্ক সত্ত্বেও আত্মাকে প্রকৃত পথে যোজিত করেন, তিনিই তপস্বী, তিনিই ধীর এবং তিনিই যোগী বলিয়া পরিগণিত হয়েন। যিনি শব্দ শ্রবণ ও রূপ দর্শন করিয়াও, ধ্যানযোগ হইতে বিচলিত না হয়েন, তিনিই ধীর ও পরম তপস্বী। আপনি তেজোহীন ও ইন্দ্রিয়গণের আয়ত্তীকৃত। আপনার কিছুমাত্রই সামর্থ্য নাই। বীর্য্যহীন পুরুষগণই বন পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, এই পর্ব্বত যেরূপ দেবগণের, সেই রূপ সমুদায় জীবগণের; তোমার ও আমার সকলেরই ইহাতে সমান অধিকার। তবে আমি কেন এই অমুত্তম অরণ্য ত্যাগ করিয়া যাইব। অতএব তোমার যেরূপ অভিরুচি, তদনুসারে তুমি অন্যত্র গমন বা এই স্থানেই অধিষ্ঠান কর। গীতবিদ্যাধর তাঁহারে এই রূপ সম্ভাষণ করিয়া, পূর্ব্ববৎ গানে প্রবৃত্ত হইল।

মুনিসত্তম মেধাবী পুলস্ত্য তদ্দত্ত উত্তর শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন, যে কোন উপায়ে ইহার প্রতি বিধান

করা কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া তাহারে মার্জ্জনা পূর্ব্বক অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। এবং তথায় যোগাসন বন্ধন, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ বিসর্জ্জন ও সবিশেষ পর্য্যালোচনা সহকারে ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয় হইতে আবর্জ্জন করিয়া, তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে সেই মুনিপুঙ্গব এই রূপে অবস্থিতি করিলেন।

এদিকে ঋষিসত্তম পুলস্ত্য প্রস্থান করিলে, বিদ্যাধর চিন্তা করিল, ইনি আমার ভয়বশতই পলায়ন করিলেন। যাহা হউক, কোথায় গেলেন, কোথায় আছেন এবং কিরূপই বা অনুষ্ঠান করিতেছেন, দেখিতে হইবে। এই রূপ চিন্তানন্তর বরাহরূপ ধারণ করিয়া, তদীয় আশ্রমপদে গমন করিল। দেখিল, তিনি আসন বন্ধন করিয়া, সমাধিস্থ হইয়াছেন এবং তেজঃশিখায় প্রজ্বলিত হইতেছেন। তদ্দর্শনে তদীয় ক্ষোভোৎপাদনে প্রবৃত্ত হইল। এবং অসৎ চেষ্টার বশংবদ হইয়া, তুণ্ডাগ্র দ্বারা তাঁহারে তর্জ্জনা করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি পশু ভাবিয়া, তাহার দুশ্চেষ্টিত ক্ষমা করিলেন। বিদ্যাধর তাহাতে ও বিনিবৃত্ত না হইয়া, তাঁহার অগ্রে গিয়া, মুত্রপুরীষ বিসর্জ্জন এবং নৃত্য ও ক্রীড়া করিয়া, পতিত ও ধাবিত হইতে লাগিল। মুনিসত্তম পুলস্ত্য পশু ভাবিয়া, তাহাও মার্জ্জনা করিলেন।

অনন্তর একদা পুনরায় সেই বরাহ রূপে সমাগত হইয়া, কখন অট্টহাস্য, কখন হাস্য, কখন রোদন ও কখন সুস্বর সঙ্গীত সহাকারে তাঁহারে চালনা করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে তিনি চিন্তাপরায়ণ হইলেন এবং তখনই বুঝিতে পারিলেন, এ শূকর নহে! দুরাচার বিদ্যাধর

পুনরায় আমারে চালনা করিতেছে। কিন্তু আমি পশুবোধে এই পাপাত্মারে পরিহার করিয়াছি। এই রূপ অবগত হইয়া, মহামতি মুনিশার্দ্দুল নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইলেন, এবং তাহারে বক্ষ্যমাণ বাক্যে শাপ দিয়া কহিলেন, অয়ি মহাপাপ! যেহেতু তুমি শূকররূপে আমারে চালনা করিতেছ, সেই হেতু পাপময় শূকরযোনি প্রাপ্ত হইবে। তখন সে অভিশপ্ত হইয়া, পুরন্দর সমীপে সমাগত হইল এবং ক্লান দেহে সেই মহাত্মারে নিবেদন করিল, সহস্রাক্ষ মুনিপুঙ্গব পুলস্ত্য দারুণ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে আমি সেই তপঃপ্রভাবস্থ ঋষিরে চালিত ও ক্ষোভিত করিয়াছিলাম। এই রূপে আমি আপনার কার্য্য সাধন করিয়াছি। কিন্তু তিনি শাপ প্রদান করিয়া, আমার দেবরূপ বিনষ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে আমি পশুযোনিতে পতিত, আমারে রক্ষা করুন।

দেবরাজ এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাহার সমভিব্যাহারে গমন পূর্ব্বক ঋষিরাজ পুলস্ত্যকে কহিলেন, দ্বিজোত্তম! আপনি ঋত্বিক, অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার অনুষ্ঠিত পাপ ক্ষমা করিতে হইবে।

পুলস্ত্য কহিলেন দেবরাজ! আমি তোমার বাক্যে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলাম। ইক্ষ্বাকু নামে সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগ পরম ধার্ম্মিক মহাবল মনুনন্দন মহারাজ হইবেন। এই বিদ্যাধর তদীয় হস্তে নিহত হইয়া, পুনরায় পূর্ব্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

দেবি! আপনার নিকট সর্ব্ববৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আত্মবৃত্তান্ত নিবেদিতেছি, পতির সহিত শ্রবণ

করুন। আমি পূর্ব্বজন্মে গুরুতর পাতক অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

সুকলা কহিল, চারুসর্ব্বাঙ্গী সুশ্রবা শূকরীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শুভে! তুমি পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়াও, কি রূপে সংস্কৃত বাক্য প্রয়োগ করিতেছ, তোমার এবংবিধ মহাজ্ঞান কি রূপে সমুদ্ভূত হইল এবং কি রূপেই বা ভর্ত্তার ও আপনার পূর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত হইলে?

শূকরী কহিল, দেবী! মদীয় পুত্রপৌত্রগণ যুদ্ধ করিয়া, সংগ্রামে পতিত হইলে, আমার জ্ঞান বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ, পশুভাবসুলভ মোহে আমি স্বভাবতঃ আচ্ছন্ন। তাহাতে আবার খড়্গাবাণে আহত ও মৃত্যুকবলে নিপতিত হইয়া, বৈক্লব বশতঃ আরও হতজ্ঞান হইয়াছিল। আপনি পবিত্র হস্তসলিলে আমারে অভিষিক্ত করিলেন। এই রূপে ভবদীয় হস্ত বিনিঃসৃত সুশীতল পুণ্যসলিলে সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হওয়াতে, আমার সমুদায় মোহ তিরোহিত হইল। যেরূপ দিবাকরতেজে অন্ধকাররাশি বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ আপনার অভিষেক বশতঃ আমার সমুদায় পাতকও নিরস্ত হইয়াছে। এক্ষণে স্বকীয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত এবং পাপীয়সী আমি

যে বহুতর দুষ্কৃত অনুষ্ঠান করিয়াছি, বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

কলিঙ্গনামক পবিত্র জনপদে শ্রীপুরনামক পত্তন আছে। ঐ শ্রীপুর সর্ব্বসিদ্ধিসম্পন্ন ও বর্ণচতুষ্টয়ে অধিষ্ঠিত। তথায় বসুদত্ত নামে দ্বিজরাজ বাস করিতেন। তিনি নিত্য ব্রহ্মচারবিশিষ্ট, সত্যধর্ম্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠাসম্পন্ন, বেদ-বিদ্বান্, জ্ঞানবান্, পরম পবিত্রতা ও বিবিধ গুণের আধার এবং অতিশয় তেজস্বী, ধনধান্যসম্পন্ন ও পুত্রপৌত্রে অলঙ্কৃত। আমি তাঁহারই কন্যা। শৃঙ্গার, অলঙ্কার, সোদর অন্বয় অথবা বান্ধব আমার এ সকলের অভাব ছিল না। আমার জননী সু[illegible]বা। আমি রূপে [illegible]দৃশী, হইয়া, তাদৃশী সাধ্বী জননী ও তাদৃশ মহাত্মা জনক হইতে, সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। এবং যেরূপ রূপ, সেইরূপ সর্ব্বালংকারে ভূষিত ও রূপযৌবনগর্ব্বে মত্ত হইয়া, কালযাপন করিতাম। আমারে দর্শন করিয়া, স্বজনবান্ধব ও অন্যান্য সকলেই বিবাহ জন্য যাচ্ঞা করিত। কিন্তু পিতা আমার স্নেহ ও মোহ বশতঃ কাহারেও প্রদান করেন নাই। ক্রমে আমি যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে, মাতা আমার যৌবনসমৃদ্ধ রূপ সন্দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া, পিতাকে কহিলেন, তুমি কি জন্য কন্যা দান করিতেছ না? যাহা হউক, সম্প্রতি কোন মহাত্মা ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান কর। দ্বিজশ্রেষ্ঠ বসুদত্ত কহিলেন, মহাভাগে! শ্রবণ কর। আমি অতিমাত্র কন্যামোহে মুগ্ধ হইয়াছি। যে ব্রাহ্মণ আমার গৃহস্থ হইবেন, তাঁহারেই জামাতা ও কন্যাদান করিব, সন্দেহ নাই। পিতা আমার জন্য এই প্রকার কহিলেন।

ঐ সময়ে কৌশিকবংশে সমুদ্ভূত, সমুদায় ব্রাহ্মণ-গুণে অলঙ্কৃত, বেদাধ্যয়নবিশিষ্ট, শীল ও গুণসম্পন্ন, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, সুস্বর পাঠনিপুণ, পিতৃমাতৃবিহীন, কোন শুচিষ্মান্ ব্রাহ্মণ ভিক্ষাভিলাষে দ্বারদেশে সমাগত হইলেন। পিতা সেই রূপবান্ মহামতি ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া, জিজ্ঞাসিলেন, আপনি কে, আপনার নাম কি, কুল কি, গোত্র কি এবং আচার কি, বলুন। তিনি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমি কৌশিকবংশে জন্মগ্রহণ ও সমুদায় বেদবেদান্তে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি। আমার নাম শিবশর্ম্মা। আমার পিতামাতা কেহই নাই। কেবল চারি ভাই বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারা সকলেই বেদপারগ। এই রূপে তিনি আপনার কুল, গোত্র ও আচার প্রভৃতি বর্ণন করিলেন।

অনন্তর শুভলগ্নে শুভতিথিতে ও ভগদৈবত নক্ষত্রে পিতা তদীয় হস্তে আমারে সম্প্রদান করিলেন। আমি সেই মহাত্মার সহিত পিতৃগেহেই বাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু পাপকারিণী আমি পিতৃবিভবে ও তজ্জন্য গর্ব্বে নিতান্ত মোহিত হইয়া, রতিভাব, স্নেহ বা বাক্য মাত্রেও কখন তাঁহার শুশ্রূষা করিতাম না। সর্ব্বথা পাপপথে প্রবৃত্ত হইয়া, ক্রূর বুদ্ধিতে তাঁহারে অবলোকন করিতাম। ক্রমে ক্রমে পুংশ্চলীগণের সঙ্গবশতঃ তাহাদের স্বভাব দোষে আক্রান্ত হইলাম। মাতা, পিতা ও ভ্রাতৃগণ নানা-প্রকার শিক্ষা দিলেও, তাহার অনুসরণ করিতাম না। যেখানে সেখানে গমন করিতাম। মদীয় ভর্ত্তা শিবশর্ম্মা এইপ্রকার পাপাচার দর্শনেও, শ্বশুরকুলের স্নেহবশতঃ

কিছুই বলিতেন না। অম্লান বদনে আমার দুর্ব্বাক্য ও দুরাচারিত্র মার্জ্জনা করিতেন। এবং আত্মীয়গণ, ও কিছুই না বলিয়া, নানাপ্রকারে আমায়ে প্রতিষেধ করিতেন।

পিতা, মাতা ও অন্যান্য স্বজনবর্গ শিবশর্ম্মার সাধু-চারিত্র দর্শন পূর্ব্বক, আমার এই কুৎসিত ব্যাপারে অতি-মাত্র দুঃখিত হইয়া উঠিলেন। স্বামী আর সহ্য করিতে না পারিয়া, সেই গ্রাম ও দেশ পর্য্যন্ত পরিহার করিয়া, শ্বশুরগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি প্রস্থান করিলে, পিতা সাতিশয় চিন্তিত ও আমার দুঃখে দুঃখার্ত্ত হইয়া, রোগাভিভূতের ন্যায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে মাতা তাঁহারে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! কি জন্য চিন্তা করিতেছেন? আপনার দুঃখ কি, বলুন। বসুদত্ত কহিলেন, প্রিয়ে! জামাতা কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তোমার এই কন্যা অতিমাত্র পাপ-কারিণী, ইহার অণুমাত্র ঘৃণা নাই। পাপীয়সীই মহামতি শিবশর্ম্মাকে ত্যাগ করিয়াছে। তিনি ইহারে কিছুই বলি-তেন না। এবং কখন নিন্দা বা কুৎসা করিতেন না। সর্ব্বদাই সৌম্যভাবে আলাপ করিতেন। যেহেতু, তিনি পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্। এক্ষণে এই কুলনাশিনীকে লইয়া কি করিব। অতএব এই মুহূর্ত্তেই এই ব্রহ্মাচারবিনাশিনী কন্যাকে পরিত্যাগ করিব।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, নাথ! আজি আপনি কন্যার গুণ-দূষণ জানিতে পারিলেন। দুহিতা আপনারই স্নেহ ও মোহে বিনষ্ট হইয়াছে। যাবৎ পঞ্চমবর্ষে উপনীত না হয়, তাবৎ পুত্রের লালন করিবে। অনন্তর শিক্ষাবুদ্ধির অনুসরণ

ক্রমে স্নানাদি আচ্ছাদন, ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পেয় প্রদান পূর্ব্বক গুণে ও সদ্বিদ্যায় যোজনা করিবে, তাহাতে পুণ্য-লাভের সম্ভাবনা। ঐরূপ গুণশিক্ষার্থ পিতা সর্ব্বদা নির্ম্মোহ হইবেন। যেহেতু, পালন ও পোষণে অতিমাত্র মোহ উপস্থিত হয় এবং পুত্রও অধার্ম্মিক ও উত্তরোত্তর কুৎসাপর হইয়া, দিন দিন কাঠিন্যবাদসহকারে নিপীড়িত করিয়া থাকে। কিন্তু সদ্বিদ্যা ও জ্ঞান তৎপর হইলে, অভিমান ও ছলক্রমেও পাপপথে প্রবৃত্ত হয় না। এবং দিন দিন বিদ্যা ও গুণ নিপুণ হইয়া, বিপুল সিদ্ধি লাভ করে। এই রূপে মাতা কন্যার ও স্নুষার, গুরু শিষ্যের, স্বামী স্ত্রীর, মন্ত্রী রাজার, বীর অশ্বের ও গজারূঢ় গজের লালন ও পালন করিবে। ফলতঃ শিক্ষাবুদ্ধিতে লালন ও পালন করিলেই সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। অন্যথা হইলে, অন্যথাপত্তির সম্ভাবনা। বলিতে কি, আপনিই কন্যাকে সর্ব্বথা বিনাশিত করিয়াছেন। আপনি ও শিবশর্ম্মা উভয়েই সুব্রাহ্মণ; কিন্তু আপনাদের সহিত গৃহের নিরঙ্কুশ অবস্থান করিয়াই, মদীয় কন্যা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নাথ! শ্রবণ করুন। যাবৎ অষ্ট বর্ষ কন্যাকে গৃহে রাখিবে। ইহার ঊর্দ্ধ ধারণা করিবে না। পুত্রী পিতৃগৃহে থাকিয়া যে পাপ করে, পিতা মাতা উভয়কেই সেই পাপ স্পর্শ করে, সন্দেহ নাই। সেই জন্য সময় হইলে, কন্যাকে নিজমন্দিরে রাখিতে নাই। যাহারে দান করা হইয়াছে, তাহার গৃহে পাঠাইয়া দিবে। সেখানে থাকিবে, ভক্তি-পূর্ব্বক গুণবান্ পতির সাধনা সম্পন্ন হইতে পারে। তাহাতে পিতৃকুল কলঙ্কিত এবং পিতার সুখও বিনষ্ট হয় না।

কেন না, স্বামিগৃহে স্ত্রী যে পাপ করে, স্বামী তাহা প্রাপ্ত হয়েন। অধিকন্তু, পতিগৃহে অবস্থিতি করিলে, কন্যা পুত্র পৌত্রে সর্ব্বদা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং পিতা তদীয় গুণপরম্পরায় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিতে পারেন। অতএব সস্বামিকা দুহিতাকে কখন গৃহে ধারণ করিবে না।

এ বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস শুনিতে পাওয়া যায়। অষ্টাবিংশতিক দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইলে, ঐ ইতিহাসবিষয় সংঘটিত হইয়াছিল। যদুকুলধুরন্ধর মহাবীর নরপতি উগ্রসেনের সেই চরিতঘটিত ইতিবৃত্ত কীর্ত্তন করিব, অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

০০

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়

সুদেবা কহিলেন, মাথুরদেশে মথুরানাম্নী নগরীতে উগ্রসেন নামে যদুবংশাবতংশ পরবীরনিসূদন রাজর্ষি ছিলেন। তিনি সকল ধর্ম্মার্থ তত্ত্বের অভিজ্ঞ, বেদবিৎ, শ্রুতশীল, বলবান্, দাতা, ভোক্তা, গুণগ্রাহী ও গুণ সকলের বিশেষজ্ঞ। এবং ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিয়া, রাজ্য করিতেন। সেই মহাতেজা প্রতাপবান্ উগ্রসেন এবংবিধ গুণসম্পন্ন। তিনি বৈদর্ভবিষয়বাসী পরম তেজস্বী সত্যকেতুর আত্মজা পদ্মাবতীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পদ্মাবতী সত্য ও ধর্ম্মপরায়ণা, সমুদায় স্ত্রীগুণে অলঙ্কৃতা, এবং দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর সদৃশী। তাহার লোচনযুগল পরম-সুন্দর ও পদ্মের ন্যায়। এবং বদনমণ্ডল কমলসন্নিভ। মহাভাগ উগ্রসেন তদীয় গুণপরম্পরায় পরমপ্রীত ও নিরতিশয় সুখী হইয়া, সর্ব্বদা একত্রে বাস ও বিহার করিতেন। এবং তদীয় স্নেহ ও প্রণয়ে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ফলতঃ মহাভাগ পদ্মাবতী তাঁহার প্রাণ অপেক্ষাও পরম-প্রীতি আকর্ষণ করেন। নরপতি পদ্মাবতী ব্যতিরেকে কখন ভোগসুখে বা আমোদ প্রমোদে ব্যাপৃত হইতেন না। নাথ! সেই রাজদম্পতী এইরূপে পরস্পর পরস্পরের স্নেহ প্রীতি প্রণয় সমুদ্ভাবনপূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন।

ঐ সময়ে রাজর্ষি সত্যকেতু মহিষীর সহিত একদা স্বীয় দুহিতা পদ্মাবতীকে স্মরণ পূর্ব্বক অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন। অনন্তর তাঁহার আনয়নজন্য দূত পাঠাইয়া দিলেন। দূত নৃবীরেন্দ্র উগ্রসেন গোচরে উপনীত হইয়া, সাদরে নিবেদন করিল, মহারাজ! বীর বিদর্ভাধিপতি ভক্তি ও স্নেহে সভাজন পূর্ব্বক আত্মকুশল প্রেরণ এবং ভবদীয় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি কন্যাদর্শনে অভিলাষী হইয়া, অতিশয় ঔৎসুক্য ও উৎকণ্ঠায় অধিষ্ঠান করিতেছেন। যদি পতিস্নেহ মাননা করেন, তাহা হইলে এই পদ্মা-বতীকে প্রেরণ করুন।

নরেশ্বর উগ্রসেন শ্রবণ করিয়া, মহাত্মা সত্যকেতুর স্নেহ, প্রীতি ও দাক্ষিণ্য স্মরণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ প্রিয়তমা পত্নী পদ্মাবতীকে পাঠাইয়া দিলেন। পতিব্রতা পদ্মা পূর্ব্ব-গৃহপ্রাপ্তি পূর্ব্বক পিতৃপূর্ব্ব কুটুম্বদিগকে দর্শন করিয়া পরম

পুলকিতা হইলেন। মহারাজ বৈদর্ভও কন্যাকে সমাগত দেখিয়া, নিরতিশয় হর্ষ লাভ এবং বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা তাঁহার যথাবিধি সংবর্দ্ধনা করিলেন। পতিব্রতা পদ্মাবতী পরম সুখে পিতৃগৃহে বাস, নিঃশঙ্ক হইয়া সখীগণের সহিত আমোদ প্রমোদ এবং পরম পুলকিত হইয়া, পুনরায় বালিকার ন্যায়, গৃহে, বনে, তড়াগে, যেখানে সেখানে পূর্ব্ববৎ ক্রীড়া ও বিহার করিতে লাগিলেন। ফলতঃ পিতৃগৃহের সুখ স্বামিগৃহে দুর্ল্লভ, আর কখন এরূপ ঘটিবে না, ভাবিয়া তিনি এইরূপ মোহভাবে সখিগণসমভিব্যাহারে সর্ব্বদাই ক্রীড়াব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চাশ অধ্যায়

ব্রাহ্মণী কহিলেন, মহাভাগা পদ্মা একদা কোন পর্ব্বতে গমন করিল। দেখিল, ঐ পর্ব্বত কদলীষণ্ডে মণ্ডিত, শাল তাল তমাল নারিকেল পূগ চম্পক পাটল কুসুমিত কেতক অশোক ও বকুলপ্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে অলঙ্কৃত, এবং নানাবিধ ধাতুতে পরিপূর্ণ। উহার সর্ব্বত্র পবিত্র সলিল সম্পন্ন সুনির্ম্মল তড়াগ কমল, কুমুদ, কহ্লার, রক্তোৎপল ও নীলোৎপল প্রভৃতি রমণীয় জলজ পুষ্পে আমোদিত এবং জলকুক্কুট ও অন্যান্য জলজ বিহঙ্গমে

প্রতিনাদিত হইয়া, সাতিশয় শোভা পাইতেছে। অধিকন্তু, উহার সর্ব্বত্রই কোকিলকুলের কলনিনাদে প্রতিধ্বনিত এবং ময়ূরগণের মনোহর শব্দে মধুরায়িত। সুলোচনা পদ্মা এবংবিধ রমণীয় পর্ব্বত, অনুত্তম বন ও সর্ব্বতোভদ্র তড়াগ দর্শন করিলেন। তিনি সেই অদ্ভুত অরণ্য ও তত্তৎবস্তুজাত দর্শন করিয়া, সখীগণের সহিত ক্রীড়া ও স্ত্রীস্বভাবসুলভ চপলতার বশবর্ত্তিনী হইয়া, বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পরম সুখে বিহার করত সখীগণ সর্বাভিব্যাহারে সেই সরোবরে জলক্রীড়ায় সমাসীন হইলেন এবং কখন হাস্য ও কখন গান করিতে লাগিলেন। এই রূপে তিনি সুখবিহার আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময়ে কুবেরের ভৃত্য ক্রমিলনামক সর্ব্বভোগপতি দৈত্য দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া, আকাশমার্গে গমন করিতেছিল। সর্ব্বযোষিদ্‌বরীয়সী উগ্রসেনমহিষী বিশালাক্ষী বৈদর্ভী তাহার নয়নপথে পতিত হইলেন। দৈত্যপতি সেই অপ্রতিমরূপরাশি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীকে দর্শন করিয়া, চিন্তা করিল, এই ললনা মন্মথের রতি, বিষ্ণুর লক্ষ্মী, মহাদেবের পার্ব্বতী, অথবা ইন্দ্রের শচী হইবেন। যেহেতু, ইনি সেইরূপই লক্ষিতা হইতেছেন। ধরাতলে ইনি সমুদায় নারীকুলের অগ্রগণ্য এবং ইহার সদৃশী বা দ্বিতীয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। যেরূপ নক্ষত্রমণ্ডলে চন্দ্র, যেরূপ পুষ্করষণ্ডে হংস, তদ্রূপ এই ভাবিনী সখীগণসমাজে শোভা পাইতেছেন। আহা, ইহাঁর কি রূপ! কি লীলা! না জানি, এই চারুবৃত্তপয়োধরা সুলোচনা কে, কাহার পরিগ্রহ? দৈত্যপতি ক্রমিল বরাননা পদ্মাকে দর্শনে

করিয়া, ক্ষণকাল এইপ্রকার চিন্তাপরায়ণ হইল। অনন্তর সুগম্ভীর জ্ঞানবলে জানিতে পারিল, ইনি উগ্রসেনের দয়িতা ও অতিমাত্র পতিব্রতপরায়ণা; আত্মবীর্য্যে ইতরপুরুষের দুরধিগম্যা হইয়া, অবস্থান করিতেছেন। উগ্রসেন অতি মূর্খ। সেই জন্য এই বরবর্ণিনীকে স্বীয় নগরী হইতে পিতৃ-গৃহে প্রেরণ করিয়াছে। সে নিশ্চয়ই ভাগ্যবঞ্চিত হই-য়াছে। না জানি, মূঢ় পতি এই বরাননা ব্যতিরেকে কি রূপে জীবন ধারণ করিতেছে।

বিপ্র! দ্রুমিল তাঁহার দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ কামবাণের বশবর্ত্তী হইয়াছিল। পুনরায় চিন্তা করিল, এই পতিব্রতা সর্ব্বথা পুরুষগণের দুষ্প্রাপ্য। আমি ইহারে কি রূপে সম্ভোগ করিব। দুরাত্মা মন্মথ অতিমাত্র পীড়ন করিতেছে। তাহার তেজও অসামান্য। ইহারে যদি সম্ভোগ না করি, অদ্যই নিঃসন্দেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইব। এইপ্রকার চিন্তা-নন্তর উপায় চিন্তায় প্রবৃত্ত হইল। এবং উগ্রসেনের মায়া-ময় রূপ বিধান করিল। সেই নরপতির যেরূপ রূপ, এবং অঙ্গ ও উপাঙ্গ সকল যেরূপ, মায়াবলে অবিকল তদ্রূপ হইয়া, তাঁহার অনুরূপ স্বর, ভাষা, গতি, বয়স, বেশ ও বস্ত্র পরিগ্রহ করিল। অনন্তর তাঁহার সদৃশ দিব্য মাল্য, দিব্য অম্বর, দিব্য গন্ধানুলেপন ও দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত এবং সর্ব্বথা তন্ময় হইয়া, অশোকচ্ছায়া আশ্রয় পূর্ব্বক পর্ব্বতশিখরে শিলাতলে আসীন হইল এবং বীণাদণ্ডগ্রহণ করিয়া, বিশ্ববিমোহন করত সুস্বর সঙ্গীত আরম্ভ করিল। দুরাত্মা দ্রুমিল তদীয় রূপে মোহিত হইয়া, এই রূপে তালমান ক্রিয়াযুক্ত সপ্তস্বরসুশোভিত সর্ব্বভাবসুসম্পন্ন

মহাসৌখ্যবিধায়ক সুন্দরস্বর ও লয় মিশ্রিত সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইলে, সখীমধ্যবিহারিণী বরাননা বৈদর্ভী তাহা শ্রবণ করিলেন এবং কোন্ ধর্ম্মাত্মা এই গান করিতেছেন জানিতে উৎসুক হইয়া, সখীগণ সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। দেখিলেন, দানবোত্তম দ্রুমিল পুষ্পমাল্য, অম্বর, দিব্যগন্ধানুলেপন ও সর্ব্বাভরণ শোভায় বিভূষিত উগ্রসেন রূপে সুশীতল শিলাতলে অশোকচ্ছায়ায় উপবিষ্ট রহিয়াছে। তদ্দর্শনে পতিব্রতা পদ্মাবতী চিন্তা করিলেন, মদীয় ভর্ত্তা নিত্য ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা মাথুরেশ রাজ্য ত্যাগ করিয়া, ঈদৃশ দূরপথে আগমন করিয়াছেন। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে পাপাত্মা দৈত্য তাঁহারে আহ্বান করিয়া কহিল, তুমি আমার প্রিয়তমা, একাকী রহিয়াছ। পদ্মাবতী চকিত, শঙ্কিত, লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া, অধোবদনে ভাবিতে লাগিলেন, নাথ এখানে কি রূপে আসিলেন। আমি পাপকারিণী ও দুরাচারিণী, একাকিনী বিচরণ করিতেছি। নিশ্চয়ই ইনি তাড়না করিবেন।

দুরাত্মা দানব পুনরায় তাঁহারে আহ্বান করিয়া কহিল, প্রিয়ে! এস, এস। তোমাব্যতিরেকে ক্ষণকালও প্রাণধারণে সক্ষম নহি। তুমিই আমার জীবন এবং একমাত্র প্রিয়তম। তোমার স্নেহে আমার নিরতিশয় সন্তোষ উপস্থিত হয়। তোমারে ত্যাগ করিতে কোন মতেই আমার সাহস হয় না।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, পদ্মাবতী এই প্রকার অভিহিতা হইয়া, তৎক্ষণাৎ লজ্জানতবদনে তদীয় সকাশে সমাগত

হইলেন। দুরাত্মা দৈত্য তাঁহারে আলিঙ্গন ও একান্তে আনয়ন পূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে সম্ভোগ করিল।

সুকলা কহিলেন, কিন্তু বরাননা বৈদর্ভী কামসঙ্কেতসুখ প্রাপ্ত হইলেন না। তাহাতে অতিমাত্র শঙ্কিত ও দুঃখিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ বস্ত্র পরিগ্রহ করিলেন এবং ক্রোধভরে সেই দৈত্যাধমকে কহিলেন, তুমি কে? তোমার আকার অতিশয় দারুণ, আচার নিতান্ত পাপময় এবং ঘৃণার লেশ নাই। অনন্তর তিনি দুঃখে একান্ত ব্যাকুল ও পীড়িতা হইয়া, বারংবার কম্পিত হইতে লাগিলেন এবং শাপদানে উদ্যতা হইয়া, কহিলেন দুরাত্মা তুমি মদীয় স্বামিবেশে সমাগত হইয়াছ। এবং আমার পরম পতিব্রতধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়াছ। রে দুরাত্মন্! তুমি সুস্বর সঙ্গীতে পাতিব্রত্য বিনাশ করিয়া, আমার জন্মও নিস্ফল করিলে।

একপঞ্চাশ অধ্যায়

পদ্মাবতী শাপদানে উদ্যত হইয়া, এই প্রকার সম্ভাষণ করিলে, দৈত্যপতি তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, কহিল, তুমি কি জন্য আমারে শাপদানে উদ্যত হইয়াছ, বল। আমি এমন কি দোষ করিয়াছি যে, তুমি অভিশপ্ত করিবে। আমি পৌলস্ত্যের অনুচর দ্রুমিলনামা দৈত্য; দৈত্যাচারে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করি। সমুদায় বেদার্থ, শাস্ত্রার্থ ও বিদ্যার্থ

এবং কলানিচয় আমার পরিজ্ঞাত আছে। এই রূপে আমি সকল বিষয়েরই বিশেষজ্ঞ। আমাদের আচার নিয়মও শ্রবণ কর। আমরা বলপূর্ব্বক পরস্ব ও পরদার ভোগ করিয়া থাকি। ফলতঃ, আমরা দৈত্য। সত্য সত্য বলিতেছি, সর্ব্বতোভাবে দৈত্যাচার বা জাতিভাবের অনুসরণ পূর্ব্বক সংসারমার্গে বিচরণ করি, প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণের ছিদ্র অন্বেষণ করি এবং নানাপ্রকার বিঘ্নযোগে তাঁহাদের তপোহানি সংঘটিত করি। এ বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। অধিকন্তু, দেবদেব নারায়ণ, পতিব্রতা ধর্ম্মতৎপরা সাধ্বী রমণী এবং সুব্রাহ্মণ ইহাদিগকেই কেবল দূরে পরিহার করিয়া, অধিষ্ঠান করি। কেননা, মহাত্মা বিষ্ণু, পতিব্রতা রমণী ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ইহাঁদের তেজঃ সহ্য করা দৈত্যগণের অসাধ্য। রাক্ষসসহচর দানবগণ ঐরূপ পতিব্রতা, বিষ্ণু ও সুব্রাহ্মণ ভয়ে দূরে পলায়ন করিয়া থাকে। ফলতঃ আমি দানবধর্ম্মানুসারে পৃথিবীবিচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমার কিছুমাত্র দোষ নাই। তবে তুমি কিজন্য শাপদানে অভিলাষিণী হইয়াছ?

পদ্মাবতী কহিলেন, তুমি আমার ধর্ম্ম কাম উভয়ই নষ্ট করিয়াছ। আমি পতিব্রতা, সাধ্বী, পতিকামা, তপস্বিনী এবং সর্ব্বথা স্বমার্গের অনুসারিণী। তুমি পাপ মায়াবলে আমারে বিনষ্ট করিলে। সেই জন্য অদ্য তোমারে দগ্ধ করিব, সন্দেহ নাই।

ক্রমিল কহিল, যদি তোমার অভিরুচি হয়, ধর্ম্মবিষয় কীর্ত্তন করিব। অগ্নিবিদ্ ব্রাহ্মণের যে ধর্ম্ম শ্রবণ কর। যে ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা অগ্নিতে আহুতি দেন এবং কখন অগ্নিত্যাগে

উদ্যত নহেন, তিনিই অগ্নিহোত্রী এবং উত্তরোত্তর বিজয়ী হয়েন। বরাননে! ভৃত্যধর্ম্মও শ্রবণ কর। যে ভৃত্য প্রতি-নিয়ত কায়, মন ও বাক্যে শুদ্ধ, জ্ঞানবলে বিদ্বেষ পরিহার ও ভক্তিপূর্ব্বক অগ্রে অবস্থান করে সেই পুণ্যভোক্তা ভৃত্য বলিয়া পরিগণিত হয়। অন্যান্য ধর্ম্মও শ্রবণ কর। যে গুণবান্ পুত্র সবিশেষ বিবেচনা সহকারে কায়মনোবাক্যে পিতামাতার পরিপালন করে, তাহার নিত্য গঙ্গাস্নান ফল-লাভ হয়। অন্যথা করিলে, নিঃসন্দেহ পাপভাগী হইয়া থাকে। যে রমণী কায়মনোবাক্যে প্রতিদিন স্বামীর শুশ্রূষা করে; ভর্ত্তা রুষ্ট হইলে, প্রতিরোষে পরাঙ্মুখ হইয়া, প্রীতিভাব প্রদর্শন করে; স্বামী তাড়না করিলেও দোষ-গ্রহণ না করিয়া, তাঁহারে সন্তুষ্ট করে এবং পতির সকল কর্ম্মেই পুরোবর্ত্তিনী হয়, সেই রমণীই পতিব্রতপরায়ণা বলিয়া অভিহিত হয়। পিতা পতিত, বহুদোষে লিপ্ত, এবং কুষ্ঠী বা ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও, যে পুত্র তাঁহারে ত্যাগ না করিয়া, সেবা করে, তাহার পরমলোকে ও বিষ্ণুর সেই পরমপদে অধিষ্ঠিত হয়। এই রূপে ভৃত্য প্রভুর উপাসনা করিলে, তদীয় প্রসাদে ইন্দ্রলোকে গমন করে। ব্রাহ্মণ অগ্নিত্যাগ না করিলে, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হইলে, বৃষলীপতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ভৃত্যও স্বামী ত্যাগ করিলে, স্বামিদ্রোহী হয়, তাহাতে সংশয় নাই। অতএব পিতা, অগ্নি ও স্বামী ত্যাগ করা বিধেয় নহে। যে ব্রাহ্মণ, পুত্র বা ভৃত্য অগ্ন্যাদি ত্যাগ করে, তাহাদের নারকী গতি প্রাপ্ত হয়। দেবি! যদি শ্রেয়োলাভের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে, স্ত্রী কখন

পলিত, ব্যাধিত, বিকল, কুষ্ঠী, সর্ব্বধর্ম্মবিহীন ও বহুপাতক-লিপ্ত ভর্ত্তাকে ত্যাগ করিবে না। যে রমণী স্বামিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্যচারিণী হয়, সে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতা পুংশ্চলী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ভর্ত্তা উপরত হইলে, যে নারী লোভপরবশ হইয়া, গ্রাম্য ভোগ ও শৃঙ্গারাদিতে সংসক্ত হয়, তাহাকেও লোকে পুংশ্চলী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই রূপে আমি বেদ ও শাস্ত্রবিশুদ্ধ ধর্ম্ম অব-গত আছি।

এক্ষণে দানব, রাক্ষস ও প্রেতগণ কি কারণে সৃষ্ট হইল, তাহাও কীর্ত্তন করিব। যেরূপ ব্রাহ্মণগণ দানবমধ্যে, পিশাচমধ্যে রাক্ষসগণও সেইরূপ। তাহারা প্রোক্ত সকল ধর্ম্মার্থই অধ্যয়ন করে, সকলেই সকল অবগত আছে ও তাহার ব্যবহার ও করিয়া থাকে। কেবল মানবগণ অজ্ঞানবশতঃ বিধিহীন অনুষ্ঠান এবং অবৈধতা বশতঃ অন্যায় মার্গে বিচরণ করে। যে নরাধমগণ ঐরূপ বিধি-হীন ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, আমরা নিরতিশয় দণ্ডসহকারে তাহা-দের শাসন করিয়া থাকি। তুমি নিতান্ত নির্ঘৃণ ও দারুণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ। কি জন্য গার্হস্থ ত্যাগ করিয়া, অনায়াসে এখানে আগমন করিলে বল। রে দুষ্টে! কার্য্যে তোমার কিছুমাত্র পতিদৈবতনিষ্ঠতা নাই। তুমি স্বামিত্যাগ করিয়া, কি কারণে এই বিজনসঙ্গ অবলম্বন করি-য়াছ, এবং নিতান্ত ঘৃণাশূন্য হইয়া, শৃঙ্গারভূষণ ও বেশ-বিন্যাসপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছ? তুমি কি জন্য এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে, বল। তুমি একাকিনী নিঃশঙ্কিতা হইয়া, অম্লান বদনে গিরিকাননে বিচরণ করিতেছ। সেই জন্য

আমি তোমারে মহৎ দণ্ডে শাসন করিলাম। ফলতঃ, দুষ্টা ও অধর্ম্মচারিণী; পতি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ। তোমার পতিদৈবত্ব কোথায়, প্রদর্শন কর। তুমি পুংশ্চলী, সেই জন্য স্বীয় স্বামী ত্যাগ করিয়াছ। পৃথক্ শয্যা গ্রহণ করিলেই, স্ত্রী পুংশ্চলী বলিয়া পরিগণিত হয়। রে নির্লজ্জে! রে নির্ঘৃণে! রে দুষ্টে! তুমি আবার সম্মুখীন হইয়া, কি বলিতেছ? অদ্য তোমার বলবীর্য্যপরাক্রম প্রদর্শন কর।

পদ্মাবতী কহিলেন, রে অসুরাধম! শ্রবণ কর। পিতা স্নেহবশতঃ আমারে ভর্ত্তৃগৃহ হইতে আনয়ন করিয়াছেন। তাহাতে পাতকসম্ভাবনা কোথায়? আমার মন সর্ব্বথা সেই পতির প্রতি আসক্ত এবং আমি সর্ব্বদা পতিরই ধ্যান করিয়া থাকি। কাম, লোভ, মোহ বা মাৎসর্য্য প্রযুক্ত তাঁহারে ত্যাগ করিয়া আসি নাই, তুমি ভর্ত্তৃরূপধারণ করিয়াই ছলক্রমে আমারে বঞ্চিত করিয়াছ? আমি স্বামিবোধেই তোমার সম্মুখীন হইয়াছি। রে নরাধম! এক্ষণে তোমার মায়া জানিতে পারিয়াছি। অতএব একমাত্র হুঙ্কারে তোমারে ভস্মসাৎ করিব।

ক্রমিল কহিল, শ্রবণ কর, যাহাদের চক্ষু নাই, তাহারাই দেখিতে পায় না। তুমি ধর্ম্মনেত্রবিহীন হইয়াছ, কি রূপে আমারে জানিতে পারিবে। যে সময় তোমার পিতৃগৃহে মন ধাবমান হয়, সেই সময়েই তুমি পতিভাব ত্যাগ করিয়া, ধ্যানে মুক্ত হইয়াছ। এবং সেই সময়েই তোমার জ্ঞানচক্ষু বিনষ্ট ও হৃদয় স্ফুটিত হইয়া যায়। তুমি জ্ঞানচক্ষু বিহীন হইয়া, কিরূপে আমারে জানিতে পারিবে।

যাহা হউক, সংসারে কে কাহার মাতা, কে কাহার পিতা, কে কাহার ভ্রাতা ও বান্ধব। সর্ব্বস্থানে স্ত্রীলোকের পতিই এক, তাহাতে সংশয় নাই। নরাধম এই বলিয়া সহাস্থ আস্যে পুনরায় কহিল, রে পুংশ্চলি! তোমা হইতে আমার কিছুমাত্র ভয় নাই। তোমার ক্রোধে আমার কি হইতে পারে? তুমি বৃথা তর্জ্জন করিতেছ। এক্ষণে মদীয় গেহে মনোসুখ ভোগ সম্ভোগ করিবে, চল।

পদ্মাবতী কহিলেন, রে পাপ! রে নির্ঘৃণ! কি বলিতেছ? এখান হইতে দূর হও। আমি পতিব্রতপরায়ণা; সর্ব্বথা সতীভাবের অনুসরণ করি। যদি পুনরায় এইরূপ বাক্য প্রয়োগ কর, দগ্ধ করিয়া ফেলিব।

পদ্মাবতী এইপ্রকার কহিলে, দৈত্য তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে বসিয়া পড়িল এবং অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া কহিল, শুভে! আমি তদীয় উদরে স্বীয় বীর্য্য নিষেক করিয়াছি। তাহাতে ত্রৈলোক্যবিক্ষোভন পুত্র সমুৎপন্ন হইবে। এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল। দুরাচার পাপীয়ান্ দানব প্রস্থান করিলে, নৃপনন্দিনী সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া, রোদন করিতে লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়

ব্রাহ্মণী কহিলেন, পদ্মাবতী ঐরূপে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, তদীয় সখীগণ তাহা শ্রবণ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, ভদ্রে! কি জন্য রোদন করিতেছ, কি হইয়াছে, বল। তোমারত কোন অভদ্র ঘটে নাই? যিনি এইমাত্র প্রিয়ে বলিয়া আহ্বান করিলেন, তোমার স্বামী সেই মথুরাধীশ কোথায় গেলেন? তাহাতে পদ্মাবতী বারংবার রোদন করিয়া, অতিমাত্র দুঃখভরে সমুদায় জাতিদোষ সমুদ্ভব তাহাদের গোচর করিলেন। এবং অতিশয় কম্পিত হইতে লাগিলেন। সখীগণ তাঁহারে তদবস্থ পিতৃ-গেহে লইয়া গিয়া, মাতার সমক্ষে সমুদায় নিবেদন করিল। দেবী শ্রবণ করিয়া, ভর্ত্তৃমন্দিরে গমন ও দুহিতৃবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত তাঁহার গোচর করিলেন। রাজা শ্রবণ করিয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং মানাচ্ছাদনপূর্ব্বক কন্যাকে পরিচারসমভিব্যাহারে মথুরায় পাঠাইয়া দিলেন। নাথ! পিতামাতা এই রূপে পুত্রীর দোষ আচ্ছাদন করিলেন।

এদিকে বৈদর্ভী প্রিয়মন্দির প্রাপ্ত হইলে, ধর্ম্মাত্মা উগ্রসেন তাঁহারে সমাগত দেখিয়া, অতিশয় পুলকিত হইয়া কহিলেন, বরাননে! তোমা ব্যতিরেকে জীবনধারণে কখনই সক্ষম নহি। তোমার ভক্তি ও সত্যনিষ্ঠতা, গুণ, শীল ও পতিদৈবতায় এবং বিশুদ্ধচারিত্র্যে আমি অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। নৃপোত্তম উগ্রসেন প্রিয়তমা

পত্নীকে পূর্ব্বোক্তরূপ সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত বিহার সুখে মগ্ন হইলেন। ঐ সময়ে সর্ব্বলোকভয়াবহ দারুণ গর্ভ ক্রমে ক্রমে বিৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিল। বৈদর্ভী স্বীয় গর্ভ কারণ অবগত ছিলেন। তিনি তদ্দর্শনে দিবানিশি চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই দুষ্ট পুত্রে আমার প্রয়োজন কি? এই ভাবিয়া তিনি গর্ভপাতের ঔষধচেষ্টায় সর্ব্বতোভাবে ব্যাপৃতা হইলেন এবং তজ্জন্য নানাবিধ উপায়ও কল্পনা করিলেন। তথাপি সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর গর্ভ দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অনন্তর ঐ গর্ভ মাতা পদ্মাবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মাতঃ! তুমি কিজন্য দিন দিন ঔষধ চেষ্টায় ব্যথিত হইতেছ? আয়ু পুণ্যবলে বৰ্দ্ধিত ও পাপপ্রভাবে ক্ষীণ হইয়া থাকে। লোকে স্বীয় কর্ম্মবিপাক বশতঃ আপনিই মৃত ও জীবিত হয়। এইজন্য কেহ আমগর্ভে পতিত, কেহ অপক্কাবস্থাতেই গত, কেহ জাতমাত্রেই উপরত এবং কেহ কেহ যৌবনে মৃত্যুর কবলিত হইয়া থাকে। ফলতঃ সকলেই কর্ম্মবিপাকবশতঃ জীবিত ও উপরত হয়। আমি কে, তাহা আপনার পরিজ্ঞাত নাই। মহাবল কালনেমিকে দর্শন বা তাহার নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। ঐ দানব ত্রিলোকীর ভয়াবহ। এবং দেবাসুরমহাযুদ্ধে ভগবান্ নারায়ণ কর্ত্তৃক নিহত হয়। আমি সেই কালনেমি, বল পূর্ব্বক বৈরসাধনার্থ তদীয় উদরে অবতরণ করিয়াছি। অতঃপর আপনি এই দুঃসাহস পরিহার করুন। এই বলিয়া সে বিরত হইল। তদবধি বৈদর্ভী উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া, তদীয় দুঃখে দুঃখিতা হইয়া, কালযাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দশমাস অতীত হইলে, সেই মহাগর্ভ সাতিশয় পুষ্ট হইয়া, মহাতেজা মহাবল কংস নামে ভূমিষ্ঠ হইল। যে কংস বাসুদেবহস্তে নিহত হইয়া, নিঃসংশয়িত মোক্ষপদ লাভ করিয়াছিল।

নাথ! আমি এইরূপে শ্রবণ করিয়াছি, ভবিতব্যতা অবশ্যম্ভাবী। সমুদায় পুরাণেই এইপ্রকার লিখিত হইয়াছে। আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ফলতঃ, পিতৃগৃহে থাকিলে, কন্যা নষ্ট হইয়া যায়। অতএব গৃহে রাখিবার জন্য কন্যামোহে মুগ্ধ হওয়া উচিত নহে। এক্ষণে এই মহাপাপিনী দুরাচারিণী দুহিতারে বিদায় করিয়া, সুখী হউন। মহাপাপ বা দারুণ দুঃখে পতিত হওয়া বিধেয় নহে। লোকে যাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া প্রতিপন্ন করে, আমার সহিত তাহা ভোগ করুন।

দ্বিজসত্তম তদীয় বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া, আমারে ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং আহ্বান করিয়া কহিলেন, শুভে! শ্রবণ কর। আমি তোমারে বস্ত্র, শৃঙ্গার ও সম্বল প্রভৃতি যথারীতি প্রদান করিয়াছি। কিন্তু তুমি অতিশয় অসতী ও কুলদূষণী এবং যার পর নাই পাপকারিণী। দ্বিজোত্তম শিবশর্ম্মা তোমারই দুষ্ট ভাবে প্রস্থান করিয়াছেন। এক্ষণে তোমার ভর্ত্তা যেখানে, তুমিও সেখানে গমন কর। এবং মাতৃদৃষ্ট কাল পরিপালন কর।

অয়ি মহাভাগিনি! পিতা, মাতা ও কুটুম্বগণ এই বলিয়া পরিত্যাগ করিলে, নির্লজ্জা আমি তৎক্ষণাৎ বহির্গতা হইলাম। কিন্তু কুত্রাপি বাসার্থ স্থান প্রাপ্ত হইলাম না। যেখানে যাই, সেইখানে পুংশ্চলী বলিয়া লোকে ভর্ৎসনা

করে। সুতরাং আমি সকলের বর্জ্জনীয়া হইয়া, স্বদেশে, গুর্জ্জরে, সৌরাষ্ট্রে, শিবমন্দিরে, বনস্থানে এবং অতিবিখ্যাত সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরে, এইরূপে দেশে দেশে পর্য্যটন করিতে লাগিলাম। ক্ষুধায় নিতান্ত পীড়িত হইলে, কর্পরগ্রহণ পূর্ব্বক ভিক্ষা করিতাম। কিন্তু গৃহিগণের দ্বারদেশে প্রবেশ করিলেই, সকলে আমার রূপ দর্শন করিয়া, কুৎসা করিত। তাহাতে আমি যার পর নাই দুঃখিত হইয়া উঠিলাম। ঐরূপ মহাদুঃখে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে, একদা কোন অত্যুত্তম গৃহ অবলোকন করিলাম। ঐ গৃহ বেদনিনাদে প্রতিনাদিত, অনেক ব্রাহ্মণে পরিব্যাপ্ত, ধন ধান্যে পূর্ণ, বহুসংখ্য দাসদাসীতে অলঙ্কৃত, এবং বিভাবাতিশয্যে সর্ব্বদাই আমোদিত। আমার স্বামী শিবশর্ম্মা এই সর্ব্বতোভদ্র রমণীয় গৃহের অধিস্বামী। আমি ক্ষুধাবেগে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, তথায় প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলাম। দ্বিজোত্তম শিবশর্ম্মা শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ মঙ্গলানাম্নী সাক্ষাৎ লক্ষীরূপিণী বরবর্ণিনী পত্নীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! এই দুর্ব্বলা ভিক্ষার্থ দ্বারে সমাগত হইয়াছে। ইহারে আহ্বান করিয়া, ভোজন করাও। চারুমঙ্গলা মঙ্গলা এই বৃত্তান্ত অবগত ও পরমকৃপাবিষ্ট হইয়া, তথাস্তু বলিয়া, আমারে সুদুর্লভ মিষ্টান্নে ভোজন করাইলেন। ঐসময়ে মহামতি ধর্ম্মাত্মা শিবশর্ম্মা আমারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শুভে! তুমি কে, কিজন্য এখানে আগমন করিয়াছ এবং কি কারণেই বা সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছ, সমস্ত আমার সমক্ষে কীর্ত্তন কর। পাপীয়সী আমি মহাত্মা ভর্ত্তার বাক্য শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ স্বরে তাঁহারে

চিনিতে পারিলাম। তাহাতে অতিমাত্র লজ্জা হওয়াতে, মুখ অবনত করিয়া রহিলাম। চারুসর্ব্বাঙ্গী মঙ্গলা তদ্দর্শনে ভর্ত্তাকে কহিলেন, নাথ! বলুন, এই রমণী কে, আপনাকে দেখিয়া লজ্জিতা হইতেছে। এ কাহার পরিগ্রহ, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করুন।

—০০

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মঙ্গলে! যদি জিজ্ঞাসা করিতেছ, শ্রবণ কর। অয়ি শুভাননে! তুমি যদর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, অবধান কর। এই বরাকী ভিক্ষুবেশে সমাগত হইয়াছে। বিপ্রবর বসুদত্ত ইহার পিতা। ইহার নাম সুদেবা। চারু-লোচনা সুদেবা পূর্ব্বে আমার সহিত পরিণীতা হয়। মদীয় বিয়োগদুঃখে দগ্ধ হইয়া, কোন কারণে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আগমন করে। সম্প্রতি আমারে জানিতে পারিয়া ভিক্ষুবেশে তদীয় গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তুমি আমার প্রিয় সাধনে একান্ত অভিলাষিণী। অতএব ইহার সমুচিত আতিথ্য বিধান পূর্ব্বক কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছ, সন্দেহ নাই। পতি দেবতা মঙ্গলা স্বামিবাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক যার পর নাই হর্ষিতা হইলেন। এবং তৎক্ষণাৎ আমারে স্নান, আচ্ছাদন, ভোজ্য, রত্ন, কাঞ্চন ও আভরণাদি প্রদান করিলেন।

ভদ্রে! আমি সেই পতিকাম্যা মঙ্গলা কর্ত্তৃক ভূষিতা ও বহুমানিতা হইয়া, তথায় অধিষ্ঠিতা হইলাম। অনন্তর মদীয় বক্ষঃস্থলে সর্ব্বপ্রাণবিনাশন মহাতীব্র ব্রণ সমুৎপন্ন হইল। তদ্দর্শনে আমি বুঝিতে পারিলাম, আত্মকৃত তত্তৎ দারুণ দুষ্কৃত ব্রণরূপে উদিত হইয়াছে। ঐ সময়ে স্বামীর সহিত সম্ভাষণে আমার একান্ত অভিলাষ হইল। কিন্তু আমি কখন এই মহাত্মাকে পাদপ্রক্ষালন বা যুগসম্বাহন একান্তেও প্রদান করি নাই। এক্ষণে সেই পাপনিশ্চয়া আমি কিরূপে, ইহাঁর সহিত আলাপ করিব। এই ভাবিয়া সেই অনিবার্য্য ও অনুচিত ইচ্ছাবেগ কথঞ্চিৎ সংবরণ করিলাম। ভদ্রে! সেই যাতনাশতভীষণা শোকসহস্রময়ী সুদীর্ঘযামা ত্রিযামা যোগে অপার দুঃখসাগরে পতিতা হইয়া, একাকিনী অনাথিনীর ন্যায় এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে, আমার পাষাণহৃদয় সহসা স্ফুটিত হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ পাপ দগ্ধ হত প্রাণ দূষিত দেহত্যাগ করিয়া বিনিষ্ক্রান্ত হইল। অনন্তর মহাত্মা ধর্ম্মরাজের দূতগণ আমারে লইতে আসিল। তাহারা সকলেই ঘোর, ক্রূর ও সাতিশয় দারুণ এবং সকলেরই হস্তে গদা, চক্র ও খড়্গ বিরাজমান। দেবি! তাহারা বহুবন্ধন শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া, আমারে যমপুরে লইয়া চলিল। আমি রোদন করিতে লাগিলাম। অনন্তর তাহারা আমারে মুদ্গর প্রহার, দুর্গমার্গে নিপীড়ন ও ভর্ৎসনা করিতে করিতে যমদ্বারে প্রবেশ করাইল। মহাত্মা যমরাজ দর্শনমাত্র রোষভরে আমারে যথাক্রমে অঙ্গারসঞ্চয়, তৈলদ্রোণী ও করম্ভবালুকে নিক্ষিপ্ত, অসিপত্রে ছিন্নভিন্ন, জলযন্ত্রে ভ্রামিত, ক্ষারক-

সমূহে প্রক্ষিপ্ত, করপত্র ও শক্তিপরম্পরায় তাড়িত, এবং অন্যান্য সমুদায় নরকে নিপাতিত করিয়া, পুনরায় তত্তৎ দুঃখসঙ্কুল দারুণ নরক সকলে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর আমি বহু যোনিতে গমন ও দারুণ দুঃখ ভোগ করিয়া, শূকরীযোনি লাভ করিলাম। পরিশেষে তাহা হইতে পুনরায় সর্প, কুক্কুট, মার্জ্জারী ও আখুযোনি প্রাপ্ত হইলাম। এই রূপে ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক বহুতর পাপযোনি সম্ভোগ করিয়া, পুনরায় তাঁহারই বিহিত এই শূকরী যোনিতে নিপতিত হইয়াছি। যাহা হউক, আপনি পতিব্রতা ও বরবর্ণিনী। আপনার হস্তে সকল তীর্থই বিরাজমান। আমি তদীয় উদকে অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। আপনার প্রসাদে আমার পাতকও বিধ্বস্ত ও তেজঃপুণ্যে জ্ঞান উজ্জৃম্ভিত হইয়াছে। এক্ষণে নরকার্ণবনিপতিতা আমার উদ্ধার করিতে হইবে। আপনি উদ্ধার না করিলে, আমি পুনরায় অন্য যোনিতে গমন করিব। বলিতে কি, আমি আশ্রয়হীন, দীন, পাপভারে মলিন এবং দুঃখে সাতিশয় ক্ষীণ। আমারে পরিত্রাণ করুন।

সুশ্রবা কহিলেন, ভদ্রে! আমি এমন কি পুণ্যসম্ভব সুকৃত সঞ্চয় করিয়াছি যে, তোমায় উদ্ধার করিব।

শূকরী কহিল, এই মনুনন্দন মহাপ্রাজ্ঞ মহাভাগ মহীপতি ইক্ষ্বাকু সাক্ষাৎ বিষ্ণু এবং আপনি লক্ষ্মী স্বরূপা, তাহাতে অন্যথা কি? অধিকন্তু, আপনি পতিব্রতা, মহাভাগা, পতিসত্যসম্পন্না, পরম পবিত্র শ্রীশালিনী এবং সর্ব্বদা সর্ব্বতীর্থ ও সর্ব্বদেবময়ী দেবী সরূপা। আপনি একাগ্রচিত্তে স্বামীর শুশ্রূষা করিয়াছেন। অতএব

আপনিই ইহ লোকে একমাত্র মহাপতিব্রতা। যদি অনুগ্রহ-বিতরণে অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আপনার পতিশুশ্রূষার এক দিবসের পুণ্য প্রদান করুন। আপনিই আমার মাতা এবং আপনিই আমার সনাতন গুরু। আমি পাপ ও দুরাচারসম্পন্ন এবং সত্য ও জ্ঞানবর্জ্জিত।

রাজ্ঞী শ্রবণ করিয়া স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং কহিলেন, মহারাজ! এই শূকরী কি বলিতেছে? আমার কর্ত্তব্য কি?

রাজা কহিলেন, এই বরাকী পাপ যোনিতে পতিত হইয়াছে। ইহাকে স্বীয় পুণ্যে উদ্ধার কর। মহৎ শ্রেয়ঃ লাভ করিবে।

চারুমঙ্গলা সুশ্রবা এইপ্রকার অভিহিতা হইয়া, অতি-শয় হর্ষাবিষ্টা হইলেন, এবং শূকরীকে কহিলেন, বরাননে! আমি তোমারে এক বর্ষের পুণ্য প্রদান করিলাম। এইরূপ বলিবামাত্র শূকরী তৎক্ষণাৎ রূপযৌবনশালিনী, দিব্যমাল্য-বিভূষিতা, সর্ব্বাভরণশোভাঢ্যা, বিবিধ রত্নে সুশোভিতা এবং দিব্যগন্ধানুলেপনা দিব্য মূর্ত্তি ধারণ ও দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া, অন্তরীক্ষে গমন করিল। তথা হইতে প্রণাম পূর্ব্বক কন্ধরা আনত করিয়া, রাজ্ঞীকে কহিতে লগিল, মহাভাগিনি! আপনার স্বস্তি। অপনার প্রসাদেই আমি পাপে পরিমুক্ত ও স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হইলাম। অনন্তর সে প্রণাম করিয়া স্বর্গে গমন করিল।

চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

সুকলা কহিল, আমি পূর্ব্বে পুরাণে এইপ্রকার ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি। অতএব পাপনিশ্চয়া আমি পতিহীন হইয়া, কি রূপে ভোগসুখে সংসক্ত হইব। ফলতঃ, স্বামী ব্যতিরেকে আর এই দেহ বা প্রাণ ধারণ করিব না।

এইরূপে তিনি পতিব্রত পরায়ণ পরমধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলে, বরাঙ্গনা সখীগণ নারীগণের গতিবিধায়ক সেই প্রশস্ত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র হর্ষিত হইল। ব্রাহ্মণ, গুরু ও স্বাধ্বী রমণীগণ সকলেই মহাভাগা ধর্ম্মবৎসলা সুকলার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বিষ্ণু কহিলেন, ঐ সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র সুকলার ধ্যান, প্রভাব ও পতিভাবপরায়ণতা দর্শন করিয়া চিন্তা করিলেন, ইহার এই পবিত্র স্বভাব পরীক্ষা করিতে হইবে! সুরেশ্বর এইপ্রকার কল্পনা করিয়া, তৎক্ষণাৎ মন্মথদেবকে স্মরণ করিলেন। মহাবল মীনকেতু পরম হৃষ্ট হইয়া, পুষ্পচাপগ্রহণপূর্ব্বক প্রিয়তমা রতির সমভিব্যাহারে উপাগত হইলেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, নিবেদন করিলেন, বিভো! কি জন্য আপনি মধুর সহিত আমারে স্মরণ করিয়াছেন? সর্ব্বতোভাবে আদেশ বিধান করুন।

ইন্দ্র কহিলেন, কামদেব! শ্রবণ কর। মহাভাগা সুকলা অতিমাত্র পতিব্রতা। আমি ইহারে পরীক্ষা

করিব। এ বিষয়ে তোমারে সমুচিত সাহায্য করিতে হইবে! কামদেব কহিলেন, দেবরাজ! সহস্রাক্ষ! আচ্ছা, তাহাই হইবে। আমি আপনার সহায় হইব এবং কৌতুক-কারণ যথাসাধ্য সাহায্য করিব। এই বলিয়া সেই অতি দুর্জ্জয় অতি তেজস্বী কন্দর্প পুনরায় কহিতে লাগিল, আমি ঋষিসত্তম ঋষি ও দেবসত্তম দেবতাকেও জয় করিতে পারি। অবলা রমণী অতি সামান্য পদার্থ। আমি তাহাদের শরীরে সর্ব্বদাই বাস করিয়া থাকি; ভালে, কণ্ঠে, নেত্রে, কুচাগ্রে, নাভিতে, কটিতে, পৃষ্ঠে, জঘনে, যোনিমণ্ডলে, অধরে, দশনে, ও কুক্ষিতে এই রূপে তাহাদের অঙ্গে ও উপাঙ্গে সর্ব্বত্রই আমার অধিষ্ঠান। আমি তত্তৎ প্রদেশ আশ্রয় করিয়া, পুরুষদিগের বল পৌরুষ হরণ করিয়া থাকি। স্বভাবতঃ অবলা নারী মদীয় শরসম্পাতে আহত ও সন্তপ্ত হইয়া, সুরূপ সুগুণ পিতা, ভ্রাতা বা অন্য আত্মীয় বান্ধবকেও দর্শন করিলে, চলনেত্রা ও পাতকচিন্তায় পরাঙ্মুখী হয়। তৎকালে তাহাদের যোনি স্পন্দিত ও স্তনাগ্রও কম্পিত থাকে। ফলতঃ, অবলাগণের কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান নাই। অতএব আমি সুকলাকে বিনাশ করিব।

ইন্দ্র কহিলেন, মনোভব! আমি রূপবান্, গুণবান্ ও বলবান্ পুরুষ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিব। এবং সত্য সত্য বলিতেছি, এ বিষয়ে আমার কাম, লোভ, সংরম্ভ, আরম্ভ, মোহ বা অন্য কারণ কিছুই নাই। একমাত্র কৌতুকবশতঃ ইহারে চালনা এবং তোমার সাহায্য কারণে পরীক্ষা করিব। এই প্রকার উদ্দেশ করিয়া, সুররাট স্বয়ং সর্ব্বাভরণ-শোভায় সুশোভিত, সর্ব্বভোগসম্পন্ন, সর্ব্বাশ্চর্য্য বিশিষ্ট

সর্ব্বলীলাসমলঙ্কৃত মন্মথাকারসমুদ্ভূত, পরম রূপবান্ ও গুণ-শালী বিগ্রহ পরিগ্রহ করিলেন ক্রকরকামিনীর ষ্ঠিত প্রদেশে সমাগত হইয়া, আপনার লীলা, রূপ ও গুণভাব প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু সাধ্বী সুকলা তদীয় রূপগুণে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। অনন্তর তিনি যে যে স্থানে গমন করেন, সেই সেই স্থানেই দেখিতে লাগিলেন, ঐ পুরুষ সাভিলাষ চিত্তে তাঁহারে দর্শন করিতেছে।

ঐ সময়ে ইন্দ্রের প্রেরিত দূতী সেই মহাভাগার পার্শ্বে সমাগত হইয়া, সহাস্য আস্যে কহিল, আহা কি ধৈর্য্য, কি সহিষ্ণুতা, কি ক্ষমা, কি রূপ, কি সত্যনিষ্ঠতা! তোমার সদৃশী রূপরাশি ললনা সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় না। কল্যাণি! তুমি কে, কাহার ভার্য্যা? তুমি কাহার অঙ্কলক্ষ্মী, সেই পুরুষই ধন্য ও পরম পুণ্যাত্মা।

মনস্বিনী সুকলা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমার স্বামী বৈশ্যজাতিতে সমুৎপন্ন এবং অতিশয় ধার্ম্মিক ও পুণ্যবৎসল। তাঁহার নাম ক্রকর। আমি সেই সত্যসন্ধ ধীমান্ ক্রকরের প্রিয়দয়িতা। সম্প্রতি তিনি ধর্ম্মোদ্দেশে তীর্থযাত্রায় গমন করিয়াছেন। সেই মহাভাগ প্রস্থান করিলে, অদ্য তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। তদীয় বিরহে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পড়িয়াছি। আত্মবৃত্তান্ত সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে, কে তুমি আমারে জিজ্ঞাসা করিতেছ, বল।

দূতী শ্রবণ করিয়া পুনরায় কহিল, ভদ্রে। যদি জিজ্ঞাসা করিতেছ, সমুদায় বলিতে হইল। অয়ি বরবর্ণিনি! আমি কার্য্যার্থিনী হইয়া, ত্বদীয় সকাশে আগমন করিয়াছি। যে জন্য

আসিয়াছি, বলিতেছি, শ্রবণ কর এবং শ্রবণ করিয়া, সবিশেষ অবধারণ কর। তোমার স্বামী নির্গুণ, সেই জন্য তোমারে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যত দিন যৌবন, মনুষ্য তাবৎ ভোগ করিয়া থাকে। অতএব তুমি তাদৃশ প্রিয়ঘাতক পতি লইয়া কি করিবে? ভাবিয়া দেখ, তুমি সাতিশয় সাধ্বী, তথাপি তিনি তোমারে ত্যাগ করিয়া গেলেন। এক্ষণে তিনি মৃত বা জীবিত আছেন, তাহারও কোন নিশ্চয় নাই। অতএব তাদৃশ পতিতে তোমার প্রয়োজন কি? তুমি বৃথা খেদ করিতেছ। এবং কি জন্য এই দিব্য হেমসমপ্রভ শরীর বিনাশ করিতেছ। বাল্যকাল উপস্থিত হইলে, বালক্রীড়া ব্যতিরেকে মনুষ্য আর কোন সুখ লাভ করিতে পারে না। বার্দ্ধক্যও নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়। তৎকালে জরা শরীর পীড়ন করিয়া থাকে একমাত্র তারুণ্যই সর্ব্বভোগ ও সর্ব্বসুখের সাধন স্বরূপ। বয়স গত হইলে, সেই যৌবনই বা কি করিবে? দেবি! বৃদ্ধ কাল উপস্থিত হইলে, কিঞ্চিন্মাত্র কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। স্থবিরগণ কেবল চিন্তা করে; কোন কার্য্যেই সুখে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। ফলতঃ, সলিল গত হইলে, সেতুবন্ধনে প্রয়োজন কি? সেই রূপ, তারুণ্য অতীত হইলে, শরীরও নিষ্প্রয়োজন হইয়া থাকে। অতএব তুমি সুখে ভোগ ও মধুমাধবী পান কর। অয়ি চারুলোচনে! মন্মথ তোমার এই দেহ দগ্ধ করিতেছে। ঐ দেখ, রূপবান্ গুণবান্ পুরুষ সমাগত হইয়াছেন। ইনি ধনী, সর্ব্বজ্ঞ ও সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ এবং তোমার জন্য নিত্য স্নেহসম্পন্ন।

সুকলা কহিলেন, দূতিকে! জীব স্বভাবতঃ সুসিদ্ধ ও সম্যক্ সিদ্ধি বিধান করেন। তাঁহার আবার বাল্য কি, যৌবন কি, বার্দ্ধক্যই বা কি? তিনি অজর, নির্জ্জর, সর্ব্ব-ব্যাপী, সর্ব্বসিদ্ধিসম্পন্ন, সত্যবিক্রম, নিষ্কাম ও কামদ এবং আত্মা রূপে সংসারে বিচরণ করেন। এই দেহে ও গেহে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। গেহের সংস্থান যেরূপ, দেহেরও সেইরূপ। গেহ যেরূপ কাষ্ঠ, পাষাণ, স্তম্ভ, নানাবিধ দারু ও সুত্রাদি দ্বারা নির্ম্মিত ও পরিমিত এবং বিবিধ লেপন দ্রব্যে লিপ্ত ও বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, দেহও সেইরূপ মৃত্তিকা, জল ও বর্ণাদি তত্তৎ পদার্থে সংঘটিত। প্রথমে রূপ এই গৃহ সূত্রে সুত্রিত হইয়া আগমন করে এবং দিন দিন ভাস্করকিরণে বিচ্ছুরিত হয়। পরে বায়ু কর্ত্তৃক ধূলি আন্দোলিত হইয়া, গৃহ মলিন করিয়া থাকে। তখন গৃহস্বামীর চক্ষে রূপহানি সংঘটিত হয়। যাহা হউক, ঐরূপ রূপ ঘটনাই গেহের তারুণ্য বলিয়া কল্পিত হয়। অয়ি দূতিকে! তত্তৎ কাষ্ঠ ও পাষাণাদি বহুকালে জীর্ণ ও স্থানভ্রষ্ট এবং পরিশেষে মুলাগ্রে বিচলিত হইলে, পুন-রায় প্রাদুর্ভূত হয় না। তখন এই দেহগেহ আধারমাত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, লেপনাদিভার সহ্য করিতে পারে না। ইহাই গৃহের বার্দ্ধক্য বলিয়া কথিত হয়। গৃহস্বামী তৎ-কালে গৃহকে পতনোম্মুখ দেখিয়া, তাহা ত্যাগ ও সবিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সত্বর অন্য গৃহ আশ্রয় করেন। মনুষ্য-গণের বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের ক্রম এইপ্রকার।

ফলতঃ, বস্ত্র, অলঙ্কার, ভুষণ, চন্দনাদি লেপন এবং তাম্বুলজ প্রভৃতি অন্যান্য বর্ণ দ্রব্যে চিত্রিত করিলেই,

দেহের তারুণ্যও অতিরূপসম্পন্ন, রসাদি সেবন করিলেই, মাংসও অঙ্গসকল আপ্যায়িত ও বিস্তৃত এবং অভ্যঙ্গাদির অনুষ্ঠান করিলেই সৌকুমার্য্য সম্পাদিত হয়। এই রূপে রস ও মাংস উভয়ের সংযোগে দন্ত, স্তন, বাহু, কটি, পৃষ্ঠ, উরু, হস্ত ও পাদ শরীরের এই সকল উপাঙ্গ ও অঙ্গ বর্দ্ধিত ও স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। তৎকালে মনুষ্যও রসবৃদ্ধ ও স্বরূপতা লাভ করে। যাহা হউক, এইরূপ কৃত্রি স্বরূপ মনুষ্য লোকে কি জন্য শোভা পায়, বলিতে পারি না। ভাবিয়া দেখ, এই দেহ বিষ্ঠামূত্রের কোষমাত্র এবং তজ্জন্য অতিশয় অপবিত্র ও জুগুপ্সিত। জলবুদ্বুদের ন্যায়, তাহার আবার রূপবর্ণনা কি? যাবৎ পঞ্চাশ বর্ষ এই দেহের দৃঢ়তা, অনন্তর দিন দিন ক্ষয় হইয়া থাকে। তৎকালে দন্ত সকল শিথিলিত, মুখ লালাক্লিন্ন, দর্শনশক্তি বিলুপ্ত, কর্ণ বধিরায়িত, গতিশক্তি তিরোহিত এবং হস্তপাদ অবসাদিত হয়। অধিকন্তু, জরার নিষ্পীড়ন জন্য শরীর ক্ষমতাহীন ও দিন দিন শুষ্ক হইয়া যায়। আমারও রূপ এই প্রকারে আগমন করিয়াছে এবং এই প্রকারেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। অতএব আমার রূপ কল্পনামাত্র। আর তুমি যাহার প্রশংসা করিতেছ এবং যাহার জন্য দূতীভার গ্রহণ করিয়াছ, তাহারও রূপ ঐপ্রকার কল্পনামাত্র। এ বিষয়ে তুমি কি অপূর্ব্ব দেখিয়াছ, বল। তাহার শরীরে রূপ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা কল্পনার অতিরিক্ত নহে। অথবা তুমি যেরূপ বলিতেছ, তোমার কথিত পুরুষ তাহারই অনুরূপ। তুমিও তদ্রূপ, সংশয় নাই। ফলতঃ সংসারে রূপ নাই; অতএব তাহারও রূপ নাই। দেখ, অত্যুচ্চ

পাদপ ও পর্ব্বত সকলও কালবশে পীড়িত ও পতিত হইয়া থাকে। ভূতগণের অবস্থাও তদ্রূপ, সংশয় নাই।

শুভে! অরূপ স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী দিব্য আত্মা একাকী, ঘটসলিলের ন্যায়, স্থাবর জঙ্গম সমুদায় পদার্থে অধিষ্ঠান করেন। লোকে বুঝিতে পারে না, ঘট নষ্ট হইলে, সমুদায় জল একীভূত হয় এবং আত্মাও পিণ্ডনাশে ঐ প্রকার একরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সমুদায় অঙ্গসঙ্গে অন্তরগত উপল যেরূপ স্বীয় স্বভাব ত্যাগ করিয়া, মাংসভাবে পরিণত হয়, অন্ন উদরস্থ হইলে, তদ্বৎ আত্মভাব ত্যাগ করে এবং সত্বর কৃমিমিশ্র বিষ্ঠা হইয়া থাকে। পুরুষও এইরূপ নিজরূপ ত্যাগ করিয়া, প্রথমে পূযত্ব এবং পশ্চাৎ দুর্গন্ধিসঙ্কুল কৃমিত্ব প্রাপ্ত হয়। অনন্তর সেই কৃমি নিতান্ত দারুণ ও অতিশয় কণ্ঠুস্ফোটক সমুৎপাদন এবং সেই পূয সর্ব্বাঙ্গে পরিচালনাপূর্ব্বক ব্যথা সম্পাদন করে। নখ দ্বারা ঘর্ষণ করিলে ঐ কণ্ডুর শান্তি হয়। শুভে! শ্রবণ কর, সুরতেরও তদ্বৎ, তাহাতে সংশয় নাই।

মনুষ্য এই রূপে যে রস পান ও ভক্ষ্য ভোগ করে, তাহা প্রাণবায়ু দ্বারা পাকস্থানে নীত এবং তথায় অগ্নি দ্বারা পক্ব হইলে, অপানে মলপীড়া সঞ্চারিত হয়, এবং যে সারভূত শুদ্ধবীর্য্য সুনির্ম্মল রস সমুদ্রিক্ত হয়, তাহা বায়ু কর্ত্তৃক প্রণীত ও আদিষ্ট হইয়া, ব্রহ্মস্থানে গমন করিয়া থাকে। তৎকালে উৎপন্ন বীর্য্য চঞ্চলত্ববশতঃ স্থানলাভে সমর্থ হয় না।

প্রাণিগণের কপালবিভাগে পাঁচটী কৃমি অধিষ্ঠিত আছে। তন্মধ্যে কর্ণমূলে দুইটী, নেত্রস্থানে দুইটী এবং

রক্তের পশ্চাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলির সমান একটী বাস করিয়া থাকে। তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ণমূলস্থিত ক্রিমিদ্বয়ের নাম পিঙ্গলী ও শৃঙ্গিণী; নেত্র স্থানের নাম শৃঙ্খলী ও জঙ্গলী। ইহারা সকলেই নবনীতবর্ণ ও কৃষ্ণপক্ষ এবং মনুষ্যের অতিমাত্র দুঃখ সাধন করে। অধিকন্তু, এই চারিটীর [illegible] গে শতপঞ্চাশৎ ক্রূর ক্রিমি হইয়াছে। ইহারা প্রমাণে বাজিশরীর সদৃশ এবং সকলেই ভাগান্তরে অবস্থান করে। ইহাদের প্রভাবেই লোকের কপালরোগ প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাতে সংশয় নাই। দূতি! শ্রবণ কর, প্রাজাপত্যনামক আর একটী মহাক্রিমি মনুষ্যশরীরে অধিষ্ঠিত আছে। ঐ ক্রিমি অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ ও অঙ্গুলির ন্যায় প্রমাণ বিশিষ্ট এবং তাহার মুখে কেশদ্বয় বিরাজমান। প্রাণিগণ উহার প্রভাবে তৎক্ষণাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কেননা, তদ্দ্বারাই সেই প্রাণিগণের বীর্য্য বলপূর্ব্বক স্বস্থানস্থিত প্রাজাপত্য ক্রিমির মুখগহ্বরে নিপাতিত হইয়া থাকে। সে তাহা মুখ দ্বারা পান করিয়া, মত্ত হইয়া উঠে। এবং তালুস্থানে নিতান্ত চঞ্চল ভাবে পরিভ্রমণ করে। ইলা ও পিঙ্গলা নামে যে সূক্ষ্ম নাড়ীদ্বয় সংস্থিত আছে, তৎকালে তাহার বলপ্রভাবে সেই নাড়িকায়ও কম্পিত হইয়া থাকে। তাহাতে প্রাণিগণের কামরাগ সমুৎপন্ন হইলে, পুরুষের লিঙ্গ ও স্ত্রীর যোনি স্ফুরিত হইয়া উঠে। তৎক্ষণাৎ স্ত্রী পুরুষ উভয়ে ক্ষণকাল জন্য পরস্পর সঙ্গত হইয়া, শরীর দ্বারা শরীর ঘর্ষণ পূর্ব্বক নীধুবনলীলারসে একান্ত মগ্ন হয়। তাহাতে ক্ষণমাত্র সুখ; কিন্তু পুনরায় তাদৃশী কণ্ডু প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। দূতি! সর্ব্বদাই

এইপ্রকার ব দেখিতে ম
স্বস্থানে প্রস্থান কর। এ বিষয়ে কিছুই অপূর্ব্বতা নাই
যদি কিছু অপূর্ব্ব বলিতে পার, নিঃসংশয়ে সম্পাদন করিব

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়

বিষ্ণু কহিলেন সুকলা এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, দূতী প্রস্থান পূর্ব্বক সমুদায় সংক্ষেপে নিবেদন করিল। পুরন্দর অবধারণপূর্ব্বক চিন্তা করিলেন, সংসারে রমণী হইয়া কেহ কখন এইপ্রকার জ্ঞানোদকবিশোধিত পরম সিদ্ধ যোগরূপ বলিতে পারে না। অতএব মহাভাগা সুকলাই পবিত্রতার আধার, সন্দেহ নাই। এবং এই সুকলাই সমস্ত ত্রৈলোক্য ধারণ করিতে সক্ষম, তাহাতেও সংশয় নাই। ভগবান্ জিষ্ণু এবংবিধ চিন্তা করিয়া, কামদেবকে কহিলেন, আমি কৃকরগৃহিণী সুকলার দর্শনার্থ তোমার সহিত একত্রে গমন করিব। মন্মথ বলদর্পিত হইয়া কহিলেন, সহস্রাক্ষ! চলুন, সেই পতিব্রতার অধিষ্ঠিত প্রদেশে গমন করি। সুররাজ! আমি গমনমাত্রেই তাহার মান, বীর্য্য, বল, ধৈর্য্য, সত্য ও পাতিব্রত্য সমুদায়ই ধ্বংস করিব; এ বিষয়ে আবার মায়া কি? দেবরাজ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কন্দর্প! তুমি অতিবাদ প্রয়োগ করিতেছ।

সুকলা সত্যবলে অতিশয় দৃঢ় ও ধর্ম্মবলে অতিশয় স্থির ভাব লাভ করিয়াছে। ইহারে জয় করা সাধ্য নহে। এ বিষয়ে তোমার পৌরুষ কার্য্যকর হইবে না।

মন্মথ শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, আমি ঋষিগণ ও দেবগণেরও বীর্য্য হরণ করিয়াছি; এই অবলার বল গণনীয় হইতে পারে না। অতএব আপনি কি বলিতেছেন? দেখুন, আপনার সমক্ষেই ইহারে বিনাশ করিব। নবনীত যেরূপ অগ্নির তেজঃ দর্শনমাত্র দ্রবীভূত হয়, আমিও তদ্রূপ তেজোবলে ইহারে বিদ্রাবিত করিব। এক্ষণে চলুন, মহৎকার্য্য উপস্থিত, তথায় গমন করিব। আমার তেজঃ নিশ্চয়ই ত্রিলোকীবিনাশে সমর্থ।

ইন্দ্র শ্রবণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, অয়ি পুষ্পধন্বন্! আমি নিশ্চয় জানি, তুমি ইহারে জয় করিতে পারিবে না। কেন না, এই ললনা ধৈর্য্য, বীর্য্য, অতিশয় সত্য ও পুণ্যশালিনী এবং অতিমাত্র পবিত্ররূপিণী। যাহা হউক, চল, ধনুর্দ্ধারী তোমার উগ্রবীর্য্য পুরুষকার অবলোকন করিব। তখন কামদেব প্রিয়তমা রতি ও দূতীর সহিত মিলিত হইয়া তদীয় সমভিব্যাহারে পতিব্রতার সকাশে গমন করিলেন। দেখিলেন, পরমযোগী যেরূপ ধ্যানবশে বিকম্পহীন হইয়া, কাহারে চিন্তা করেন না, তদ্রূপ পতিভক্তিযুক্তা ও পরমপুণ্যশালিনী সুকলা একাকিনী স্বীয় গৃহে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক এক চিত্তে পতির ধ্যান করিতেছেন। তাঁহার রূপ অত্যদ্ভুত, ও অনন্ততেজঃ কন্দর্পযুক্ত এবং সাধুগণের সাক্ষাৎ মোহন ও সর্ব্বলীলাসমন্বিত। তৎকালে সেই যোগরসনিমগ্না মহানুভবা ললনা সহসা পুরোভাগে দর্শন করিলেন,

কামসহচর পুরন্দর পরমলীলান্বিত মহৎ পুরুষমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, অতিশয় কামভাবে বিচরণ করিতেছেন। কিন্তু তিনি তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না!

তদ্দর্শনে কন্দর্প কহিতে লাগিলেন, সলিল যেরূপ পয়োধর কর্ত্তৃক পরিমুক্ত হইয়া, পদ্মদলে গমন পূর্ব্বক চঞ্চল হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই পতিব্রতার পরমসত্যনিষ্ঠ প্রভাবও ক্ষণমধ্যে চঞ্চল হইবে।

সুকলা দর্শনমাত্র বুঝিতে পারিলেন, এই ব্যক্তিই দূতী প্রেরণ করিয়াছিল। দূতী ইহারই গুণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছে। এক্ষণে সাক্ষাৎকারে আপনার লীলা, স্বরূপ ও বিলাস প্রভৃতি সমুদায় প্রদর্শন করিতেছে। দূতী পূর্ব্বেই সুসম্বন্ধ শক্রগুণ গান পূর্ব্বক আমার সমক্ষে এই কামকে প্রবল রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছে। কিন্তু মদীয় সত্যস্বভাবে প্রমর্দ্দিত হইলে, রতির সহিত কাম কখনই জীবিত থাকিবে না। কিন্তু প্রার্থনা করি, নাথ আমার সুবুদ্ধিযুক্ত ক্রিয়া ও ভাবপরিগ্রহপূর্ব্বক চিরজীবী হউন। ফলতঃ কাম আমার শূন্য, চেষ্টাহীন ও মৃতকল্প হইয়াছে। এবং মদীয় কর্ম্ম বলে এই দেহের সহিত তাহার প্রজা ও প্রিয়াখ্যা শক্তিও বিনষ্ট হইয়াছে। নাথ যত দিন সহবাসে ছিলেন, তাবৎ আমার এই শরীর সুশোভিত ছিল। এক্ষণে আর ইহার কিছুমাত্র শোভাবিভাব নাই। অতএব ইহা বিনষ্ট হইলেই, হর্ষে ও অতিশয় সচ্ছন্দে পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে। তখন ইহার প্রকৃত শোভাও সমুৎপন্ন হইবে। অতএব যে ব্যক্তি ভোক্তুকাম হইয়া, আমার প্রার্থনা করিবে, তাহারে গুরু ভাবে প্রতিভাবিত করিব।

মহারাজ! সুকলা অতিশয় সাধ্বী এবং তাহার চিত্তও সত্যাক্ষরপ্রক্ষালিত ও সাতিশয় সংযত। সে এইপ্রকার বিচারণাপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ গৃহান্তে প্রবেশ ও স্বামিচিন্তায় চিত্ত সন্নিবেশ করিল।

বিষ্ণু কহিলেন, সুররাজ তদীয় ভাব অবগত হইয়া, সম্মুখচর কামকে বলিতে লাগিলেন, কাম! তুমি ইহারে কখনই জয় করিতে পারিবে না। ঐ দেখ, এই সতী সত্যরূপ সন্নাহে সুদংশিত হইয়া, ধর্ম্মাখ্য ধনুঃ ও জ্ঞানাখ্য সায়ক গ্রহণ করিয়া, বীরভাবদর্পিত বীরের ন্যায়, যুদ্ধবাসনায় সংগ্রামে স্থির ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। এক্ষণে তুমি ইহার তেজঃ জয় করিয়া, আত্মানুরূপ পুরুষার্থ বা পৌরুষ প্রদর্শন কর। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও, সতী তোমার পরাজয় করিবেন এবং তোমারে মরিতে হইবে। তুমি পূর্ব্বে মহাত্মা শম্ভুর সহিত বিরোধ করিয়া, দগ্ধ ও সেই দুষ্কর্ম্মের ফল স্বরূপ অনঙ্গ হইয়াছ, ইহা স্মরণ করিও। এবং ভাবিয়া দেখিও, পূর্ব্বে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলে, তাহার প্রারব্ধও তদ্রূপ তীব্র হইয়াছে। অতএব চল, পতিব্রতার সহিত বিবাদে প্রয়োজন নাই। স্বর্গে থাকিয়া, অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিবে। সংসারে যাঁহারা জ্ঞানবান পুরুষ, তাঁহারা কখন মহাত্মার সহিত বিবাদ করেন না। যাহারা বিবাদ করে, তাহারা রূপবিনাশন দুঃখময় অযশস্কর ফল প্রাপ্ত হয়। অতএব চল, এই সতীরে ত্যাগ ও পূজা করিয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রতিপ্রস্থান করি। শ্রবণ কর, আমি পূর্ব্বে এইপ্রকার সতীসঙ্গবশতঃ যুদ্ধে অতি পাপময় ফল ভোগ করিয়াছিলাম। মহাত্মা গৌতম আমারে যে শাপ

দেন, তাহাও তোমার অবিদিত নাই। তাহাতে আমার যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, বলিবার নহে। তৎকালে তুমি আমারে ত্যাগ করিয়া, পলায়ন করিয়াছিলে। ফলতঃ বিধাতা সতীদিগের অতুল প্রভাব কল্পনা করিয়াছেন। সূর্য্যও তাহা সহ্য করিতে পারেন না। পূর্ব্বে অত্রির পত্নী অনসূয়া মুনি কর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইলেও, স্বর্গে আপনার রূপচক্র বিস্তার করিয়াছিলেন। অনন্তর স্বকীয় তেজে সূর্য্যের তেজ রুদ্ধ করিয়া, পরম ভাস্বর দিব্য লোকে প্রবেশ ও দেবত্রয়কে স্বীয় পুত্ররূপে পরিণত করেন। মন্মথ! পূর্ব্বে তুমি বারংবার শ্রবণ করিয়াছ, সতীগণ কখন অসত্য বাক্য প্রয়োগ করেন না। ভাবিয়া দেখ, অশ্বপতির পুত্রী সাবিত্রী দ্যুমৎসেনাত্মজ স্বীয় প্রিয়দয়িত সত্যবানকে যমের হস্ত হইতে আচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। বলিতে কি কোন মূঢ় অগ্নির শিখা স্পর্শ করিতে পারে এবং স্বহস্তে গলে শিলা বাঁধিয়া, সাগরতরণে সক্ষম হয়? অতএব মৃত্যু যাহার একান্ত প্রার্থনীয়, সেই ব্যক্তিই সতীগণের বিনাশবাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

দেবরাজ কামের শিক্ষার্থ এইপ্রকার নীতিগর্ভ উদার বাক্য প্রয়োগ করিলে, রতিনাথ তাহা শ্রবণ করিয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, সুরনাথ! আমি আপনারই আদেশে ধৈর্য্যবন্ধন ও পুরুষার্থ সঙ্কলন পূর্ব্বক আগমন করিয়াছি। কিন্তু আপনি আমারে ত্যাগ করিয়া, বহুভয়যুক্ত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। ভাবিয়া দেখুন, আমি যদি কার্য্যসাধনে নিরত হইয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করি, তাহা হইলে, আমার কীর্ত্তিনাশ এবং লোকমধ্যে অযশস্কর মানহানি সংঘটিত

হইবে। সকলেই বলিবে, সুকলা আমারে জয় করিয়াছে। আমি পূর্ব্বে যাহাদিগকে জয় করিয়াছি, সেই দেবগণ, দানবগণ ও তপঃপ্রভাবসম্পন্ন তপোধনগণও এই বলিয়া হাস্য করিবেন যে, এই ভীষণ মন্মথ সামান্য মনুষ্যরমণীর হস্তে পরাজিত হইল। এই জন্য আমি আপনার সহিত উহার সমীপে গমন করিব, আপনি অনুমোদন করুন। দেবরাজ! আমি নিশ্চয়ই এই রমণীর তেজঃ ও ধৈর্য্য বিনষ্ট করিব। আপনি কি জন্য ভীত হইতেছেন? কাম এই বলিয়া দেবরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক সপুংখশরসহিত শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং পুরোবর্ত্তিনী ক্রীড়াকে কহিলেন, প্রিয়-সখি! শ্রবণ কর। তোমারে মায়া বিধান করিয়া, ধর্ম্মবিদ্-বরিষ্ঠা পরমসত্যনিষ্ঠা কৃকরকামিনী সুকলার সমীপে গমন ও সাহায্য রূপ সবিশেষ কার্য্য সাধন করিতে হইবে। অনন্তর কাম প্রিয়তমা রতিকে সত্বর আহ্বান করিয়া কহি-লেন, প্রিয়ে! তোমারেও আমার গুরুতর কার্য্য করিতে হইবে। চারুলোচনা সুকলা ইন্দ্রকে দর্শন করিয়া, যাহাতে তাঁহার প্রতি স্নেহ করে, এবং বশীভূতা ও ব্যাকুলা হইয়া উঠে, তুমি গুণবাক্যযুক্ত তত্তৎপ্রভাববলে তাহা সমাধান কর। সখে মাধব! তুমিও সত্বর মায়াময় নন্দনকাননে গমন এবং তাহাকে ফলকুসুমে অলঙ্কৃত, এবং কোকিল ও ষট্‌পদগণের কলনিনাদে প্রতিধ্বনিত কর। তিনি মকরন্দ ও স্বাদুগুণসম্পন্ন রসালকেও আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমরা স্ব স্ব কর্ম্মযোগবলে ইহার প্রীতি সমুৎপাদন ও অনুরাগ সঞ্চারিত কর। মন্মথ মোহবশতঃ হন্তুকাম হইয়া, সুবিপুল সৈন্যদিগকে এই প্রকার আদেশ দিয়া বিদায়

করিলেন। অনন্তর স্বয়ং মহামতি সুকলার সম্মোহনার্থ দেবরাজসমভিব্যাহারে যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়

বিষ্ণু কহিলেন, দেবরাজ ও মন্মথ উভয়ে সতীর বিনাশ জন্য সবলবাহন প্রস্থান করিলে, সেই সুকলা ধর্ম্মকে কহিতে লাগিলেন, অয়ি মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্ম! কাকের ব্যবহার অবলোকন কর। অতএব আমি তোমার, আপনার ও পরম পুণ্যভাক্ মহাত্মা স্বামীর জন্য এই সত্যাখ্য সুবিপ্রাখ্য সুদেবাখ্য ধাম রূপ সুখ সমৃদ্ধ মহাস্থান ত্যাগ করিব। এখানে থাকিলে, দুরাত্মা মন্দবুদ্ধি কাম তোমারে বিনাশ করিতে পারে। পতিব্রতা সতী, তপোধন ব্রাহ্মণ এবং স্বামী কাম এই সকলের শত্রু, তাহাতে সংশয় নাই। ধর্ম্ম! বোধ হয়, তুমি এই কারণে মদীয় গেহ ত্যাগে অভিলাষী হইয়াছ। যাহা হউক, আমি গেহান্তর আশ্রয় করিলে বোধ হয়, তুমিও সেখানে গমন করিতে পার। ধর্ম্ম! তুমি সহায় হইলে, পুণ্যও শ্রদ্ধার সহিত সমাগত হইয়া, মদীয় মন্দিরে ক্রীড়া করিবে; ক্ষমাও শান্তির সহিত আগমন করিবে এবং সত্য, শৌচ, দম, দয়া, সৌহার্দ্দ, সুনির্লোভ ও প্রজ্ঞাও তথায় অধিষ্ঠিত হইবে। ইহারা সকলেই আমার

পরম পবিত্র স্বভাববান্ধব। ফলতঃ অস্তেয়, অহিংসা, তিতিক্ষা, বুদ্ধি, গুরুশুশ্রূষা, এবং যাহা হইতে মোক্ষমার্গ প্রকাশিত হয় সেই জ্ঞানদীপ্তিসমন্বিত লক্ষ্মী সমভিব্যাহারী বিষ্ণু ও অগ্নিপ্রমুখ সমুদায় বেদ মদীয় গেহে নিত্য আগমন করেন। আমি ইহাঁদের সহিত সতীধর্ম্মমার্গের অনুসরণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকি। আমার গৃহ এই সকল সাধুমণ্ডলীতে নিত্য পরিবৃত। উহারাই আমার কুটুম্ব। আমি সেই কুটুম্বগণের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া, যখন তখন তোমার সহিত বাস করি।

যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও সমস্ত বিশ্বের প্রভু, সেই ত্রিশূলী বৃষবাহন শিবমঙ্গল মদীয় গেহ রূপে বিরাজমান। আমি সেই শঙ্করাখ্য মহেশ্বর সদন আশ্রয় করিয়া ছিলাম! দুরাত্মা মন্মথ তাহাও বিনাশ করিয়াছে। মহাত্মা বিশ্বামিত্র পরম তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে, এই কাম মেনকারে আশ্রয় করিয়া, তাঁহারও মোহ সমুৎপাদন করে। গৌতমের প্রিয়ভার্য্যা অহল্যা অতিশয় সাধ্বী ও পতিব্রতা। দুরাত্মা মন্মথ তাঁহারেও সত্য হইতে চালিত করিয়াছিল। অন্যান্য মুনিগণের সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞা পতিব্রতপরায়ণা গৃহস্থা রমণীগণও এই কাম রূপ অনলে দগ্ধ হইয়াছিলেন। বলিতে কি, এই দুর্দ্ধর দুঃসহ সর্ব্বব্যাপী সত্যনিষ্ঠুর কাম নিত্য আমারে অবলোকন করে এবং বারংবার আমার সমীপে যাতায়াত করিয়া থাকে। ঐ দেখ, দুরাত্মা হঠাৎ বৈর আশ্রয় করিয়া, সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক মদীয় গৃহ বিনাশ বাসনায় আগমন করিতেছে। অদ্য অন্যান্য ক্রূরপ্রকৃতি পাষণ্ডপ্রায় পাপাত্মারাও মদীয় গৃহে প্রবেশ করিবে। ইহার

সেনাপতি মহাবল। দুরাত্মা তাহাঁরেও ছলপূর্ব্বক প্রেরণ করিয়াছে। ধর্ম্ম! এক্ষণে আমি ধৈর্য্যশস্ত্র গ্রহণ করিয়া, মহারণে অধিষ্ঠিত হইলাম। ক্ষণকালও ইহার সহিত যুদ্ধ করিব। কিন্তু কাম অতিশয় বলবান্। নিশ্চয়ই আমারে পঞ্চপ্রাণ, ইন্দ্রিয় ও যাতনাদি দ্বারা তাড়না করিবে। তখন আমি ইহার প্রভাবে দগ্ধ হইয়া যাইব। এই জন্য এই গৃহ ত্যাগ করিয়া, নূতনবিধ ধর্ম্মসংভূত স্ত্রীয়াখ্য গৃহ-সৃষ্টির অভিলাষিণী হইয়াছি।

তৎকালে পুণ্য সকলের প্রিয়ভার্য্যা শিবমঙ্গলা ধর্ম্মকে কহিলেন, ধর্ম্ম! দুরাত্মা কাম আমার সুকলাখ্য গৃহ দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্রও কোন কারণে কামের পূর্ব্ববৃত্ত অবগত হইয়া, তাহার সহিত মিলিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে ইনি অহল্যাসঙ্গে প্রীতিরস অনুভব করেন। তাহাতে মুনির পুরুষকার ও সতীর ধর্ষণা অবলোকন করিয়াছিলেন। এবং ঋষির শাপে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। তৎকালে দারুণ শাপ ভোগ করিয়া, ইহাঁর দুঃখের অবধি ছিল না। তথাপি ইনি কৃকরপ্রেয়সী ধর্ম্মচারিণী সুকলারে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইয়া, পাপাত্মা কামের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ধর্ম্মরাজ! আপনি মহাপ্রাজ্ঞ ও সমুদায় মতিমদ্‌গণের বরিষ্ঠ। যাহাতে সুকলা ইন্দ্রের সহিত প্রয়াণ না করে, তদনুরূপ বিধান করুন।

ধর্ম্ম কহিলেন, আমি কামের আহ্বান বা ভেদ কিছুই করিব না। যে উপায় দর্শন করিয়াছি, তাহাই এ বিষয়ে পর্য্যাপ্ত হইবে। এই সুরূপা পরম বুদ্ধিমতী শকুনী সুকলার স্বামীর শুভাগমন সর্ব্বদাহ প্রখ্যাপন করিতেছে। সুকলা

ইহার প্রভাবে ও স্বামীর আগমনে সর্ব্বথা স্থিরচিত্তা ও দুষ্টাচারবহির্ভূতা হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। এই বলিয়া তিনি দৈবজ্ঞরূপধারিণী প্রজ্ঞারে সুকলার গৃহে প্রেরণ করিলেন। সুকলা দৈবজ্ঞ দর্শনে নিরতিশয় হর্ষাবিষ্টা হইয়া, ধূপদীপাদি দ্বারা তাঁহার সমুচিত পূজা ও সম্মাননা করিলেন এবং ভাবিলেন, না জানি, এই ব্রাহ্মণ অদ্য আমারে কি বলিবেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, ভদ্রে! তোমার স্বামীর আগমন দর্শন করিয়াছি। তিনি নিশ্চয়ই সপ্তমদিবসে সমাগত হইবেন। সুকলা শ্রবণমাত্র আনন্দিতা হইলেন।

বিষ্ণু কহিলেন, এদিকে কামসহচরী ক্রীড়া মনোহর বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া, পতিব্রতার গৃহে গমন করিল। এবং সাদর বাক্যে তাঁহারে সম্ভাষণ করিল। সাধ্বী সুকলা পরম পবিত্র বচনবিন্যাসে তদীয় সভাজনানন্তর সহাস্য আস্যে আপনার অভিলষিত সত্য ও যুক্তিযুক্ত প্রমেয় প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া কহিলেন, পুণ্যশীলে! শ্রবণ কর, আমার স্বামী বীর, বিদ্বান্ বলবান, গুণজ্ঞ ও সকলের পূজার্হ। তিনি পুণ্যশালিনী আমারে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

শুদ্ধচারিত্রা সুকলা স্বীয় রহস্য প্রকাশ করিলে, ক্রীড়া পুনরায় কহিল, ভদ্রে! আমি সখীস্বরূপ ত্বদীয় গৃহে সমাগত হইয়াছি। অতএব তোমার স্বামী কি জন্য রূপবতী তোমারে ত্যাগ করিয়া গেলেন, সমুদায় কীর্ত্তন কর।

সুকলা কহিলেন, মদীয় স্বামীর চরিত্র স্বভাব যথাযথ শ্রবণ কর। তিনি ধর্ম্ম বা পুণ্য যখন যাহা ইচ্ছা করিতেন, আমি একান্তভক্ত হইয়া, তখনই তাহা সাধন এবং সর্ব্বদা

তাঁহার ধ্যানশালিনী হইয়া তদীয় বাক্য পরিপালন করিতাম। অধিকন্তু, একান্তশীল হইয়া, স্বগুণে ও প্রীতি সহকারে তাঁহার সেবা করিতাম। কিন্তু সম্প্রতি আমার পূর্ব্ববিপাক উপস্থিত; সেই জন্য তিনি মন্দভাগিনী আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সখি! আর আমি এই জীবন বা দেহ ধারণ করিব না। স্ত্রী পতিহীন হইলে, কিরূপে নির্ঘৃণ প্রাণ ধারণ করিতে পারে? অয়ি মহাভাগিনি! স্বামীই ললনা জনের শৃঙ্গার ও সৌভাগ্য বলিয়া, সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্র সকলে কথিত হইয়া থাকেন।

ক্রীড়া এই সকল শ্রবণ করিয়া, যাহা প্রত্যুত্তর করিল, মহাভাগা পতিদেবতা সুকলা তৎসমুদায় সত্যভাব বলিয়া অবধারণ করিলেন এবং বিশ্বাসবদ্ধা হইয়া, তাহারে পুনরায় সম্ভাষণ পূর্ব্বক আত্মচেষ্টানুরূপ বচনবিন্যাসে আপনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত, দুঃখ ও সত্যনিষ্ঠতা এবং পুণ্যসাধনতৎপর ভর্ত্তা যেরূপে সৃষ্ট হয়েন, তৎসমস্ত তাহার গোচর করিলেন। ক্রীড়া শুনিয়া তাঁহারে প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিল।

বিষ্ণু কহিলেন, একদা ক্রীড়া সুকলাকে কহিল, সখি! এই দিব্য পাদপবিরাজিত রমণীয় বন অবলোকন কর। এখানে বিবিধ বল্লীবিতত সুকুমার কুসুমে অলঙ্কৃত, পাপনাশন পরম পবিত্র তীর্থ আছে। বরাননে! উভয়ে তথায় পুণ্য হেতু গমন করি, চল। সুকলা মায়া কর্ত্তৃক অভিহিতা হইয়া তদীয় সমভিব্যাহারে সেই নন্দন সদৃশ রমণীয় কাননে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ঐ অরণ্য সকল ঋতু সুলভ কুসুমে সুশোভিত, কোকিলকুলের কলনিনাদে

প্রতিনাদিত, এবং [illegible]ভাবে পরিপূর্ণ। মায়া ও মাধব সুকলার সহিত তথায় প্রবেশ করিল এবং তত্তৎ দৈবযুক্ত পরম কৌতুকময় পদার্থ সকল দর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু সেই সর্ব্বসুখসাধন সর্ব্বভাবন দিব্য অরণ্য দর্শন করিয়াও সুকলার কিছুমাত্র মোহ উপস্থিত হইল না।

ঐ সময়ে মন্মথ সর্ব্বভোগপতি ও কামলীলায় সমাকুল হইয়া, সেই দূতীর সহিত তথায় সমাগত হইলেন। সুকলা তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, মহাভাগ! এই ক্রীড়া ছলনাপূর্ব্বক আমারে তদীয় সকাশে আনয়ন করিয়াছে। এক্ষণে আমি ইহার পুরোবর্ত্তিনী হইয়াছি। তুমি আমারে যথেচ্ছ প্রহার এবং যদি পৌরুষ থাকে, তাহাও প্রদর্শন কর।

কামদেব কহিলেন, দেবরাজ! আপনি এই বেলা আপনার চতুলীলাসমন্বিত স্বরূপ প্রদর্শন করুন। আমি তদ্দ্বারা পঞ্চবাণযোগে ইহারে প্রহার করিব।

ইন্দ্র কহিলেন, মূঢ়! সম্প্রতি সমাহিত হইয়া, যুদ্ধে অভিলাষী হইতেছে। কিন্তু যদ্দ্বারা লোক সকল বিড়ম্বিত হইয়া থাকে, তোমার সেই পরম পুরুষকার কোথায়? কামদেব কহিলেন, দেবদেব মহাদেব আমার সেই পূর্ব্ব স্বরূপ বিনাশ করিয়াছেন। তদবধি আমি অনঙ্গ হইয়াছি। এক্ষণে কোন রমণীকে বিনাশ করিতে অভিলাষ হইলে, পুরুষ-শরীর আশ্রয় করিয়া, স্বীয় রূপ প্রকাশিত করি। এবং পুরুষবধে ঐপ্রকার নারীদেহে অধিষ্ঠান করিয়া থাকি। পুরুষ পূর্ব্বে যে রমণীকে দর্শন করে, তাহার চিন্তা করিয়া থাকে। সে বারংবার তাহার গাঢ় চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে,

আমি সেই অদৃষ্টা রমণীকে আশ্রয় করিয়া, স্বীয় সত্ব সমুৎপাদন করি উল্লিখিত প্রকারে নারীদেহ উন্মথিত করিয়া থাকি। সুরেশ্বর! এইপ্রকার সংস্মরণ জন্য আমার নাম স্মর হইয়াছে। লোকের দেহ যাদৃশ বা তাদৃশ হইলেও, আমার সহায়ে. বস্তুরূপ আশ্রয় ও আত্মতেজঃ প্রকাশ করে এবং অধন্যও ধন্যতা প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ, আমি নারীদেহ আশ্রয় করিলে, বীর পুরুষও নিতান্ত মোহিত হয় এবং পুরুষদেহে অধিষ্ঠিত হইলে সাধ্বী রমণী ও দ্রবীভুত হইয়া থাকে। দেবরাজ! আমি রূপ হীন। সেই জন্য অন্যদীয় রূপ আশ্রয় করিতে হয়। এবং সেই জন্যই ভবদীয় রূপ আশ্রয় করিয়া, অভীপ্সিত সাধন করিব। মাধবসখ মনোভব এই বলিয়া, মহাত্মা ইন্দ্রের দিব্যমূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া, পরম সাধ্বী পতিপ্রাণা কৃকরপ্রেয়সীর বধ-সাধনমানসে নিতান্ত উৎসুক চিত্তে তদীয় নয়ন লক্ষ্যস্বরূপ নির্ণয়পূর্ব্বক শরহস্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়

বিষ্ণু কহিলেন, এদিকে ক্রীড়া সেই মনোহর অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করিলে, বৈশ্যভার্য্যা সুতন্বী সুকলাও প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি সেই মনোজ্ঞগহন দর্শন করিয়া, মায়াকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, সখি! এই সর্বকামসুসিদ্ধ পরম পবিত্র মনোভিরাম দিব্য অরণ্য কাহার? তিনি হর্ষা-বেশে এই প্রকার জিজ্ঞাসিলে, ক্রীড়া কহিল, মহাত্মা মাধব ও মকরধ্বজ স্বভাববলে এই দিব্যগুণপ্রযুক্ত কামফলবিশিষ্ট পুষ্পময় কানন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সুকলা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র হর্ষাবিষ্টা হইলেন; কিন্তু মহদ্‌বৃত্ত পর্য্যালোচনা করিয়া, তাহার ফল গ্রহণ করিলেন না। বায়ু স্বভাবতঃ সৌরভ সহকারে প্রবাহিত হইয়া থাকে। তাহাতে অনা-য়াসেই তাহার ঘ্রাণ নাসামধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তৎকালে বায়ু কর্ত্তৃক আন্দোলিত হইয়া, এই রূপে পুষ্পসৌরভ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে, বরাননা সেই ঘ্রাণও পরিহার করিলেন। তত্রত্য সুরস ফলও তিনি আস্বাদন করিলেন না। তদ্দর্শনে বিহারপরায়ণ কামসখা মকরন্দ নিতান্ত লজ্জিত ও একান্ত দুঃখিত হইয়া, আসন হইতে ভূমিতলে অবতরণ করিল। মল্লিকাগণ তাহারে সংগ্রামপতিতের ন্যায় দর্শন করিতে লাগিল এবং পক্ষিগণ হাস্য সহকারে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, সে প্রবাহযোগে মন্দ মন্দ প্রয়াণ করিতে লাগিল। নগবিহারী শকুনা সকল বিবিধ রবে জল্পনা করিতে লাগিল, এই মকরন্দ সুকলা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, নিত্যপথ আশ্রয় করিল।

অনন্তর কামভার্য্যা রতি প্রীতির সহিত পতিব্রতার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, হাস্যপূর্ব্বক কহিল, ভদ্রে! তোমার স্বস্তি ও স্বাগত? এক্ষণে তুমি এই প্রীতির সহিত বিহার কর।

পতিব্রতা সুকলা তাহাদের বল্গিত ও বাক্য শ্রবণ ও

দর্শন করিয়া কহিলেন, আমার স্বামী রতি প্রীতি উভয়কেই সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছেন। যেখানে স্বামী, আমিও সেখানে, আমার রতিও সেখানে। এবং আমার কাম, প্রীতি ও নিরাশ্রয় দেহও সেখানে।

রতি প্রীতি শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র লজ্জিত হইল এবং হতাশ হইয়া মহাবল কামের সমীপে প্রত্যাগমন করিল। মহাবল কাম তৎকালে মহাকায় ইন্দ্রদেহ আশ্রয় করিয়া, শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক নেত্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন। রতিও তাঁহারে কহিতে লাগিল, মহাভাগ! এই সুকলা নিতান্ত দুর্জ্জেয়া। অতএব আত্মপৌরুষ ত্যাগ কর। এই মহাভাগা সর্ব্বথা পতিকামা, রতিকামা নহে।

কামদেব কহিলেন, এই পতিব্রতা যখন মহাত্মা ইন্দ্রের রূপ দর্শন করিবে, তখন ইহারে বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই।

বিষ্ণু কহিলেন, মহাবেশ ইন্দ্র অন্যবেশ ধারণপূর্ব্বক সত্বর কামের অনুগামী হইলেন এবং সর্ব্বভোগসমন্বিত, সর্ব্বাভরণসম্পন্ন, দিব্যমাল্যাম্বরধর ও দিব্য গন্ধানুলেপনে দিগ্ধাঙ্গ হইয়া, দূতী সমভিব্যাহারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। তথায় সমাগত হইয়া, সত্যচারিণী মহাভাগা সুকলাকে কহিলেন, আমি পূর্ব্বে দূতীর সহিত প্রীতিকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। কি জন্য তাহাদের অবমাননা করিয়াছ? এক্ষণে স্বয়ং সমাগত হইয়াছি, আমারে ভজনা কর।

সুকলা কহিলেন, তোমার মঙ্গল হউক। ভর্ত্তার অধিকৃত মহাত্মা মহাবল শূকরগণ পুরুষাকারে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে

আমার রক্ষা করিতেছে। আমিও তাঁহার কর্ম্মে সর্ব্বথা ব্যস্ত। মহামতে! এই সকল কারণে চক্ষুর নিমেষমাত্রও কথা বলিবার অবকাশ নাই। আর আমার সহিত কথা কহিতে আপনারও কি লজ্জা হয় না? আপনি কে; নির্ভয় হইয়া মরণাভিলাষে আগমন করিয়াছেন।

ইন্দ্র কহিলেন, ভদ্রে! তোমায় অরণ্যমধ্যে একাকিনী অবলোকন করিতেছি, কেহ তোমার সহায় নাই। তবে আমি কাহারে ভয় করিব। তুমি যে স্বীয় স্বামীর বীর ভট-গণের উল্লেখ করিলে, তাহাদিগকে কিরূপে দেখিতে পাইব, দেখাও।

সুকলা কহিলেন, আমার স্বামী নিত্যযুক্ত, মহাত্মা, অচল, অখণ্ডিত, যোগশীল, অভিমানী ও সহজধর্ম্মাব-লম্বী। তিনি আমারে নিজবলে আবৃত এবং ধৃতি, মতি, গতি ও বুদ্ধ্যাখ্য সৈন্যগণের আধিপত্যে সন্নিবেশিত ও সং-ন্যস্ত করিয়া সর্ব্বদা সুরক্ষিত করিয়াছেন। এই রূপে তিনি আমারে সমগুণ, শৌচ ও ধর্ম্ম দ্বারা প্রতিনিয়ত রক্ষা করেন। ঐ দেখ, মহাবল সত্য শান্তি ও ক্ষমার সহিত মদীয় সম্মুখে সমাগত হইয়াছেন। মহাবীর্য্য মহাযশাঃ জ্ঞান সর্ব্বদাই আমার নিকটে আছেন, তাঁহারা কখন আমারে পরিত্যাগ করেন না। এতদ্ভিন্ন, আমি নিজ গুণরূপ দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধা হইয়া, নিত্য অবস্থান করি। ফলতঃ সম্প্রতি সত্য প্রভৃতি সকলেই আমার রক্ষায় নিযুক্ত এবং ধর্ম্ম ও লাভাদি সকলেই বুদ্ধির অনুসারী হইয়া, আমারে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন। তুমি কিজন্য বলপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছ। তুমি কি জান না, সত্য ধর্ম্ম ও জ্ঞান ইহাঁরা সংসারে অতিশয়

প্রবল। তাঁহারাই ভর্ত্তার সহায় রূপে আমায় রক্ষা করিতে-ছেন। আমি দম ও শান্তির একমাত্র অধীন। সুতরাং কখন রক্ষাশূন্য নহি। সাক্ষাৎ শচীপতি ইন্দ্র অথবা মহা-বল রতিপতি কামও আমারে পরাজয় করিতে সক্ষম নহেন। সত্যরূপ কবচে আমার শরীর সুসংযত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কামবাণ নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে। এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি মহাভট সকলও তোমারে নিঃসন্দেহ সংহার করিবেন। অতএব তুমি দূরে গমন ও পলায়ন কর, কদাচ এখানে থাকিও না। যদি প্রতিসিদ্ধ হইয়াও অবস্থান কর, ভস্মী-ভূত হইবে। স্বামী ব্যতিরেকে আর কেহই আমার রূপ নিরীক্ষণে ক্ষমবান্ নহে। অগ্নি যদ্বৎ দারু দহন করে, তদ্বৎ তোমারে এখনই দগ্ধ করিয়া ফেলিব।

সহস্রাক্ষ শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, কামকে কহিলেন, ইহার পৌরুষ দেখিলে, অতঃপর পলায়নই শ্রেয়-স্কর। অনন্তর ইন্দ্র প্রভৃতি সকলে মহাশাপে ভয়াতুর হইয়া, যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা প্রস্থান করিলে, পতিব্রতা সুকলা ধ্যানস্তিমিত চিত্তে সতীর পবিত্র গৃহে প্রবেশ করিলেন।

বিষ্ণু কহিলেন, মহারাজ! এদিকে কৃকর সর্ব্বতীর্থ সাধন পূর্ব্বক সাতিশয় আনন্দিত হইয়া, সার্থবাহসমভি-ব্যাহারে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এতদিনে আমার সংসার সফল হইল। মদীয় পিতৃগণও পরিতৃপ্ত হইয়া, নিশ্চয়ই স্বর্গ প্রাপ্ত হই-বেন। এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তদীয় পিতা-মহ সাক্ষাৎকারে সমাগত হইয়া, তথায় অবস্থান করিলেন

এবং সেই মহাকায় দিব্যরূপ কৃকরকে বলিতে লাগিলেন তোমার তীর্থযাত্রা শ্রমমাত্র, উহাতে কিছুই ফল হয় নাই। স্বয়ং সন্তোষ লাভ করিতেছ বটে, কিন্তু পুণ্যলেশে বঞ্চিত হইয়াছ। তোমার পিতৃগণও বদ্ধ হইয়াছেন। অতএব তুমি বৃথা শ্লাঘা করিতেছ।

কৃকর শ্রবণ করিয়া কহিল, আপনি কে এরূপ বলিতেছেন? মদীয় পিতামহবর্গ কিজন্য কি দোষে বদ্ধ হইলেন, তাহার কারণ বলুন। কিজন্যই বা আমার তীর্থফল ও তীর্থযাত্রা ভ্রষ্ট হইয়াছে, যদি অবগত থাকেন, সবিশেষ স্পষ্ট করিয়া বলুন।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, যে ব্যক্তি প্রীতি ও পুণ্যশালিনী পত্নীরে গৃহে রাখিয়া যায়, তাহার পুণ্যফল বৃথা হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। যাহার পুণ্যবলে ধর্ম্মাচারপরায়ণা ধর্ম্মসাধনতৎপরা পরমযশস্বিনী ভার্য্যা সংঘটিত হয়, মহৌজা দেবগণ তাহারই গৃহে অবস্থান করেন এবং পিতৃগণও তদীয় গেহমধ্যস্থ হইয়া, নিত্য কল্যাণ বাসনা করিয়া থাকেন। ফলতঃ, যাহার গৃহে সত্যতৎপরা পুণ্যা সতী বাস করেন, তদীয় গৃহে গঙ্গাদি পবিত্র নদী ও সাগরাদি পবিত্র জলাশয় এবং যজ্ঞ, দেবতা ও তপোধন ঋষিগণ অধিষ্ঠিত হয়েন। ভার্য্যা প্রসন্ন হইলে, গার্হস্থ্য সঞ্চিত হয়। এই গার্হস্থ্য আশ্রয় করিয়াই জীবগণ জীবন ধারণ করে। গার্হস্থ্যের ন্যায় অন্য উত্তম আশ্রম নাই। যে পুরুষের গৃহে অগ্নিহোত্র, বেদ, সমুদায় সনাতন ধর্ম্ম এবং দান ব্যবহার প্রবর্ত্তিত ও অনুষ্ঠিত হয়, একমাত্র ভার্য্যাহীন হইলে, তাঁহার সেই গৃহও বন রূপে পরিণত

হইয়া থাকে। সেই ভার্য্যাহীনের গৃহে যজ্ঞ বা বিবিধ দান আর সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। এবং সমুদায় ধর্ম্মকর্ম্ম ও পুণ্যক্রিয়াও বিফল হইয়া যায়। অতএব ভার্য্যার সমান পুণ্যসাধনহেতু তীর্থ নাই। মহাবল! শ্রবণ কর, এই ত্রিভুবনে ভার্য্যার সমান গৃহস্থের অন্যবিধ ধর্ম্মও লক্ষিত হয় না। যেখানে স্ত্রী, সেইখানেই পুরুষের গৃহ, ইহাতে অন্যথা নাই। গ্রামেই হউক, অরণ্যেই হউক, স্ত্রীই সর্ব্বধর্ম্মের সাধন। বলিতে কি, ভার্য্যার সমান পুণ্য নাই, ভার্য্যার সমান সুখ নাই, ভার্য্যার সমান উদ্ধার ও হিতসাধন তীর্থও নাই। যে নরাধম ধর্ম্মচারিণী সতী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া যায়, তাহার ধর্ম্ম ও ধর্ম্মফলও পরিত্যক্ত হয়। তুমি ভার্য্যাবিরহিত তীর্থে দান ও শ্রাদ্ধ করিয়াছ, সেই হেতু তোমার পূর্ব্ব পিতামহগণ বদ্ধ হইয়াছেন। তুমি চোর, তোমার পিতামহগণও চোর; যেহেতু তাঁহারা চোরের ন্যায় লোলুপ হইয়া, তোমার স্ত্রীবিরহিত প্রদত্ত শ্রাদ্ধান্ন গ্রহণ করিয়াছেন। যে আশ্রয়বান্ পুত্র ভার্য্যাবিহিত পিণ্ডে শ্রাদ্ধ দান করে, তাহার পুণ্য শ্রবণ কর। যেরূপ মৃৎপিণ্ডে পিতৃগণ পরমতৃপ্ত হয়েন, তাহার সেই পিণ্ডেও সেইরূপ হইয়া থাকেন। ভার্য্যাই গার্হস্থ্য ধর্ম্মের স্বামিনী হয়েন। তুমি সেই স্ত্রীব্যতিরেকে অনর্থক চোরের কার্য্য করিয়াছ। এই কারণে তোমার পিতামহগণও চোর হইয়াছেন। ভার্য্যা স্বহস্তে যে অমৃতোপম অন্ন পাক করে, পিতৃগণ হৃষ্টচিত্তে তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকেন। তাহাতেই তাঁহাদের তৃপ্তি ও পরম সন্তোষ উপস্থিত হয়। এই জন্য ভার্য্যা বিনা পুরুষের ধর্ম্মকর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে না।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

কৃকর কহিল, ধর্ম্মরাজ! কি রূপে আমার সিদ্ধি লাভ ও কি রূপে পিতৃগণের মোচন হইবে, সবিস্তর বর্ণন করুন।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, মহাভাগ! গৃহে গমন করিয়া, ধর্ম্মচারিণী সুকলারে লইয়া, ধর্ম্ম অনুষ্ঠান, স্বকীয় পুণ্যে তাহার সম্বোধন, তদীয় হস্তে শ্রাদ্ধদান এবং পবিত্র তীর্থ সকল স্মরণ করিয়া, সুরোত্তমগণের পূজা কর, তীর্থযাত্রাকৃত সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যে ব্যক্তি ভার্য্যাবিনা ধর্ম্মসাধনে উদ্যত হয়, সে গার্হস্থ্য লোপ করিয়া, একাকী বিচরণ করে। গৃহিণী গৃহে থাকিবেই, যজ্ঞ সকল সুসিদ্ধ হয়। কেহ কখন ভার্য্যাবিনা একাকী ধর্ম্মার্থ সাধন করিতে পারে না। ধর্ম্ম এই বলিয়া পুনরায় যথাগত প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মাত্মা মেধাবী কৃকরও স্বগৃহে প্রত্যুপস্থিত হইল এবং সার্থবাহ সমভিব্যাহারে পতিব্রতা ললনারে দর্শন করিয়া, স্বাস্থ্য লাভ করিল। পতিব্রতা সুকলা ধর্ম্মকোবিদ ভর্ত্তারে সমাগত দেখিয়া, তদীয় আগমনে পুণ্যমঙ্গল বিধান করিলেন।

অনন্তর বৈশ্যবর কৃকর ভার্য্যার সমক্ষে ধর্ম্মের উপদেশ বাক্য বর্ণন পূর্ব্বক শ্রদ্ধা সহকারে তদীয় সমভিব্যাহারে গৃহস্থিত হইয়া, শ্রাদ্ধ, পুণ্যানুষ্ঠান ও দেবগণের পূজা করিল। ঐ সময়ে পিতৃগণ, দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ, বিমানা-

রোহণে সমাগত হইয়া মুনিগণ সমভিব্যাহারে সেই মহাত্মা ও ধর্ম্মজ্ঞ দম্পতির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আমি, ব্রহ্মা, দেবী সহিত মহাদেব এবং দেব ও গন্ধর্ব্বগণ আমরা সকলেই সুকলার পাতিব্রত্যে যার পর নাই প্রীতি লাভ করিলাম। এবং সেই সত্যপণ্ডিত বৈশ্য-মিথুনকে কহিতে লাগিলাম, সুব্রত! ভার্য্যার সহিত বরগ্রহণ কর। তোমার কল্যাণ হউক।

কৃকর কহিল, সুরোত্তমবর্গ! আপনারা কাহার তপস্যা ও পুণ্য প্রসঙ্গে সপত্নীক আমারে বরদানার্থ সমাগত হইয়াছেন?

ইন্দ্র কহিলেন, এই মহাভাগা সুকলা সাধ্বী ও পরম পুণ্যশালিনী। ইহারই সত্যে সন্তুষ্ট হইয়া আমরা তোমারে বরদানে উদ্যত হইয়াছি। এই বলিয়া তিনি সংক্ষেপে সমুদায় পূর্ব্বঘটনা এবং তদীয় চারিত্র ও মাহাত্ম্য সম্যক রূপ বর্ণন করিলে, কৃকর নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইল। অনন্তর হর্ষভরে ব্যাকুললোচন হইয়া, পত্নীর সহিত বারংবার দেবতাদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিল। এবং বলিল, আপনারা এই তিন সনাতন দেবতা এবং অন্যান্য দেব ও ঋষিগণ যদি কৃপা করিয়া, আমার উপরি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমি যেন জন্ম জন্ম দেবভক্তি লাভ করিতে পারি, এবং আপনাদের প্রসাদে আমার যেন ধর্ম্মে ও সত্যে অনুরাগ সঞ্চিত হয়। বলিতে কি, যদি দেবগণ তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমি পরিণামে ভার্য্যা ও পিতৃগণের সহিত বৈষ্ণবলোকে গমন করিতে অভিলাষ করি।

দেবগণ কহিলেন, মহাভাগ! তাহাই হইবে। তোমার সমুদায়ই সুসিদ্ধ হইবে। এই বলিয়া তাঁহারা সকলে তাহাদের উভয়ের উপরি পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিলে, গন্ধর্ব্ব-গণ মহৎ পুণ্য ললিত সুস্বর গান ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। অনন্তর সেই সগন্ধর্ব্ব বিবিধ দেবগণ বর-দানানন্তর পতিব্রতার প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলেন।

মহারাজ! আমি এই বিবিধ তীর্থ কীর্ত্তন করিলাম। আর কি বলিতে হইবে বল। আমি যে সকল পবিত্র আখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে, মনুষ্যের সর্ব্ব-পাপ বিমোচন হয়। যে নারী শ্রদ্ধা সহকারে সুকলার প্রশস্ত উপাখ্যান শ্রবণ করে, তাহার কখন সৌভাগ্য, সত্য-নিষ্ঠা ও পুত্র পৌত্র বিচ্যুত হয় না। অধিকন্তু, সে ধন ও ধান্যসহ সর্ব্বদা আমোদ ও সুখ সম্ভোগ করে এবং জন্ম জন্ম পতিব্রতা হইয়া থাকে, তাহাতে অন্যথা নাই। ব্রাহ্মণ ইহা শ্রবণ করিলে, বেদবিৎ, ক্ষত্রিয় বিজয়ী, বৈশ্য-গৃহে ধনধান্য, ধর্ম্মজ্ঞান, সুখ ও সদাচার এবং শূদ্রের পরম সুখ, পৌত্রপুত্রসমৃদ্ধি, বিপুল লক্ষ্মী ও ধনধান্যশোভা সম্পন্ন হয়।

বেণ কহিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্বতীর্থসমন্বিত ভার্য্যাতীর্থ কীর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে পুত্রগণের পরিত্রাণ-সাধন পিতৃতীর্থ নির্দ্দেশ করুন।

বিষ্ণু কহিলেন, মহাতীর্থ কুরুক্ষেত্রে কুণ্ডল নামে ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার সুকর্ম্মানামধেয় সৎপুত্র সমুৎ-পন্ন হয়। সুকর্ম্মা ভক্তি ও কৃপাবিষ্ট হইয়া আপনার

ধর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্রকোবিদ অতিবৃদ্ধ জরাপীড়িত গুরুদেবের অহ-
র্নিশ শুশ্রূষায় কায়মনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি পিতৃ-
দেবের সমীপে সমুদায় বেদ ও বহুবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন
করেন। তাহাতে সদাচারপরায়ণ, ধর্ম্মবিৎ; জ্ঞানবৎসল
ও দমগুণে অলঙ্কৃত হইয়া উঠেন। মহারাজ! ঐরূপ
গুণপরম্পরার অধিষ্ঠান প্রযুক্ত তিনি স্বয়ং পিতা মাতার
অঙ্গসম্বাহন, পাদপ্রক্ষালন, স্নান ও ভোজনব্যাপার সমা-
ধান এবং স্বহস্তে শয্যা করিয়া দিতেন।

ঐ সময়ে পিপ্পল নামে কশ্যপকুলোদ্বহ কোন
ব্রাহ্মণ জিতাহার, জিতমৎসর, জিতচিত্ত, জিতক্রোধ, জিত-
কাম এবং শৌচ ও দমসম্পন্ন হইয়া, তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত
হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীমান্, জ্ঞানবান্ ও শান্তিপরায়ণ
এবং দশারণ্যের অধিনায়ক। সমুদয় ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া
মনকে আত্মবশে আনয়ন করেন। যেখানে কোন প্রকার
শব্দ না শুনিতেন তাদৃশ স্থানে গমন ও একাগ্র চিত্তে
অধিষ্ঠান করিয়া সানন্দ মুখপঙ্কজে পরব্রহ্মের ধ্যানধারণায়
মগ্ন হইয়া থাকিতেন। এবং দারুময় হইয়া স্থিরভাবে অব-
স্থিতি করিতেন। এইরূপে একস্থানে থাকিয়া বর্ষসহস্র অতি-
বাহিত হইলে, বৃদ্ধ পিপীলিকার মৃত্তিকাসঞ্চয়ে ক্রমে ক্রমে
তাঁহার উপরি নিজ মন্দির স্বরূপ প্রকাণ্ডকায় বল্মীক উপচিত
হইল। তিনি সেই বল্মীকোদরমধ্যগত হইয়াই, তপস্যা
করিতে লাগিলেন। তাহাতে কালসহকারে মহাবিষ কৃষ্ণ-
সর্পগণ তাঁহার সর্ব্বত্র বেষ্টন করিল এবং সেই উগ্রতেজা
বিপ্রর্ষিরে দংশন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের দারুণ
বিষ তদীয় গাত্রচর্ম্ম ভেদ করিতে পারিল না। ঐ সময়ে

শরীর হইতে দীপ্ততেজোবিশিষ্ট অর্চিঃ সকল বিনির্গত হওয়াতে, সেই বল্মীকমধ্যগত মহাত্মাপিপ্পল শিখাবলয়-বেষ্টিত প্রখর বহ্নির ন্যায় প্রতিভা ধারণ করিলেন। তীক্ষ্ণ-বষ আশীবিষগণ তথাপি সুতীক্ষ্ণ দশন দ্বারা সেই মহাত্মারে, দংশন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার গাত্রচর্ম্ম ভেদ করিতে পারিল না।

এই রূপ তপঃ করিতে করিতে বর্ষ সহস্র অতিক্রান্ত হইলে, তিনি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা এই ত্রিকাল সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতেও এক সহস্র বৎসর অতীত হইল। অনন্তর মহামনাঃ বিপ্র বায়ুভক্ষ হইয়া, কঠোর তপস্যায় পুনরায় তিন সহস্র বৎসর অতিপাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ তদীয় মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেন, মহাভাগ! তুমি ব্রহ্মজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ, সংশয় নাই। এবং তুমি স্বকীয় কর্ম্মপ্রভাবে সর্ব্বজ্ঞানময় হইয়াছ। অতএব তোমার অভিলষিত সমুদায় প্রাপ্ত হইবে, অন্যথা নাই। এবং তোমার সর্ব্বকামময়ী সিদ্ধি সম্পন্ন হইবে।

মহাত্মবান্ পিপ্পল মহৎ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভক্তি-ভরে নতকন্ধর হইয়া, সকলকে প্রণাম করিলেন এবং অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন, দেবেন্দ্রগণ! এই বিশ্বজগৎ যাহাতে আমার বশীভূত হয় এবং যাহাতে আমি বিদ্যাধর হই, আপনারা তাহা বিধান করুন। এই বলিয়া মেধাবী বিপ্র বিরত হইলে, দেবগণ তথাস্তু বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, তোমার সমুদায়ই সিদ্ধ হইবে। এইপ্রকার বরদান করিয়া দেবগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে, দ্বিজসত্তম প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণ্য সাধন ও বশ্যাবশ্য চিন্তার

প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! তদাপ্রভৃতি সেই মেধাবী দ্বিজবর কামগামী বিদ্যাধর পদ লাভ করিলেন এবং দেবলোকে সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ মহামতি বিদ্যাধর হইলেন।

একদা তিনি চিন্তা করিলেন, দেবগণ বর দিয়াছেন, সমুদায় আমার বশীভুত হইবে। অদ্য তাহার পরীক্ষা করিব। এইপ্রকার অনুপ্রত্যয় বিধানে উদ্যত হইয়া সেই দ্বিজপুঙ্গব যাহা যাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন, তৎসমস্তই স্ববশে আনীত করিলেন। অনন্তর প্রত্যয় সুসিদ্ধ হইলে, মনে মনে কল্পনা করিলেন, আমার ন্যায় পুরুষোত্তম সংসারে দ্বিতীয় নাই।

সুত কহিলেন, মহাভাগ কাশ্যপ এইপ্রকার কল্পনায় প্রবৃত্ত হইলে, তৎকালে কোন সারস তদীয় মানুষভাব অবগত হইয়া, সরোবরতীরে অবস্থান পূর্ব্বক সুস্বর ব্যঞ্জনলাঞ্ছিত দন্ত্যোষ্ঠস্বরসম্পন্ন মনোহর বাক্যে কহিতে লাগিল বিপ্র! তুমি কি জন্য বারংবার আশুপার্তনসাধন বিপুল গর্ব্ব করিতেছ? তপস্যায় তোমার কি ইষ্টাপত্তি হইয়াছে, বল। তোমার এই সর্ব্ববশ্যাত্মিকা সিদ্ধি কিছুমাত্র বিস্ময়াবহ নহে। যাহারা অর্ব্বাচীন, তাহারাই এই বশ্যাবশ্য কর্ম্ম প্রশংসা করে। পরাচীন. তোমার পরিজ্ঞাত নাই। বুঝিলাম, তুমি অতি মূর্খ। তুমি যাবৎ বর্ষত্রয়মাত্র তপস্যা করিয়াছ, তাহাতেই গর্ব্বভরে অবসন্ন হইতেছ। শ্রবণ কর,. কুণ্ডলপুরে পরমশুচিষ্মান্ ও বিদ্যাবান্ সুকর্ম্মাই সম সংসার বশীভুত করিয়াছেন। তিনি অতি বুদ্ধিম অর্ব্বাচীন পরাচীন তাঁহার পরিজ্ঞাত নাই। লোকে তাঁহার সদৃশ মহাজ্ঞানী কেহ নাই। তিনি কখন দ

জ্ঞানচিন্তা, অগ্নিতে আহুতি বিধান, যজ্ঞাদির অনু-
তীর্থযাত্রায় সাধুগণের উপাসনা অথবা কোন্ প্রকার ধর্ম্ম
উপার্জ্জন করেন নাই। তিনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন,
পিতামাতার সেবা করেন, বেদ অধ্যয়ন করেন, এবং সমু-
দায় ধর্ম্মার্থ অবগত হইয়াছেন ও অতিশয় ধার্ম্মিক। তাঁহার
জ্ঞান যেরূপ, তোমার তাহা কিছুই নাই। অতএব তুমি
বৃথা গর্ব্ব করিতেছ।

পিপ্পল কহিলেন, আপনি কে বিহঙ্গম রূপে আমার
কুৎসা করিতেছেন; এবং কি জন্য আমার জ্ঞান নিন্দা-
করিতেছেন? পরাচীন কাহাকে বলে; কি রূপেই বা আপ-
নারে জানিতে পারিব, সবিস্তর কীর্ত্তন করুন। অয়ি বিহগ-
রাজ! আপনি অর্ব্বাচীন ও পরাচীন উভয়বিধ গতি
জ্ঞানপূর্ব্বক ব্যাখ্যান করুন। আপনি কি ব্রহ্মা, না, বিষ্ণু
না, মহেশ্বর?

সারস কহিল, তুমি এতদিন যে তপস্যা করিলে,
তাহার কিছুমাত্র ভাব নাই এবং ফলও কিছুই হয় নাই।
এক্ষণে শ্রবণ কর। কুণ্ডলপুত্র বালক সুকর্ম্মার যে গুণ ও
পরাচীন বিষয়ে যেরূপ জ্ঞান, তোমার সেরূপ নাই।
দ্বিজোত্তম! তুমি তাঁহার সমীপে যাইয়া আমার বিষয়
জিজ্ঞাসা কর। সেই ধর্ম্মাত্মা তোমারে সর্বজ্ঞান নির্দ্দেশ
করিবেন। কাশ্যপ তৎসমস্ত আকর্ণনপূর্বক সবেগে দশারণ্য
মহাশ্রমে প্রস্থান করিলেন।

বিষ্ণু কহিলেন, রাজন্! তিনি কুণ্ডলের সত্যধর্ম্মসম-
ন্বিত আশ্রমপদে গমন করিয়া দেখিলেন, পিতৃমাতৃপরায়ণ
মহামনা সত্যশীল শুশ্রূষাসম্পন্ন সুকর্ম্মা ভক্তিভরে পিতা

তাঁর চরণোপান্তে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি শান্ত ও সর্ব্বজ্ঞানের আধার। দ্বারদেশস্থিত কাশ্যপকে দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থান ও প্রত্যুত্থান করিয়া স্বাগতবাদ সহকারে কহিতে লাগিলেন, মহাভাগ মহামতে বিদ্যাধর! আসুন। এই বলিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য ও আসন প্রদানানন্তর পুনরায় নিরাময় প্রশ্ন বিধান করিয়া কহিলেন, মহাপ্রভু! আপনার কুশল? আপনি নির্বিঘ্নে আসিয়াছেন? যে জন্য আসিয়াছেন, তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিব। আপনি তিন সহস্র বৎসর যাবৎ তপস্যা করিয়াছেন। তাহাতে অমরগণ আপনারে বর দিয়াছেন। সেই বরপ্রভাবে আপনার বশ্যত্ব ও কামচারিত্ব সম্পন্ন হইয়াছে। তজ্জন্য মত্ত ও অজ্ঞান হইয়া, বহুতর গর্ব্ব করিয়াছিলেন। মহানুভব সারস তদ্দর্শনে আমার নাম ও জ্ঞান কীর্ত্তন করেন।

কাশ্যপ কহিলেন, বিপ্র! সেই সরোবরতীরবিহারী প্রভু ও ঈশ্বর স্বরূপ সারস কে, আমারে প্রেরণা ও সর্ব্বজ্ঞান উপদেশ করিলেন?

সুকর্ম্মা কহিলেন, যে সারস সরোবরতীরে আপনারে সম্ভাষণ করেন, তিনি সাক্ষাৎ পরমপ্রভাব পরমেশ্বর ব্রহ্মা। এক্ষণে আর কি জিজ্ঞাস্য আছে, বলুন, তাহাও বলিব।

কাশ্যপ কহিলেন, আমি শুনিয়াছি, আপনাতে সমুদায় পুণ্য ও সমুদায় সংসার প্রতিষ্ঠিত আছে। আমারে বিশেষ রূপে এই কৌতুক প্রদর্শন করিতে হইবে। বশ্যাবশ্য জন্য আমার অতিশয় কৌতুক উপস্থিত হইয়াছে।

পরম ধার্ম্মিক সুকর্ম্মা সকল রহস্য প্রকাশ করিয়া

কহিলেন। এবং তাহার পরীক্ষার্থ ইন্দ্রাদি লোকপাল, অগ্নিপুরোগম দেবতা এবং নাগ ও বিদ্যাধরদিগকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা আহ্বানমাত্র তৎক্ষণাৎ সমাগত হইয়া, সুকর্ম্মাকে কহিলেন, বিপ্র! কি জন্য স্মরণ করিয়াছেন, বলুন।

সুকর্ম্মা কহিলেন, এই কশ্যপনন্দন বিদ্যাধর আগমন করিয়া, আমারে বশ্যাবশ্যত্ব কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই মহাত্মার প্রত্যয় জন্যই আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। এক্ষণে স্ব স্ব স্থানে গমন করুন।

দেবগণ সেই মহামতিকে কহিলেন, বিপ্র! আমাদের দর্শন কখন নিষ্ফল হয় না! অতএব তোমার কল্যাণ হউক। তুমি যথাভিলষিত বর গ্রহণ কর। আমরা নিঃসন্দেহই তোমারে তাহা প্রদান করিব।

সুকর্ম্মা ভক্তিভরে দেবতাদিগকে প্রণাম করিয়া, বর প্রার্থনাপূর্ব্বক কহিলেন, আপনারা আমারে পিতামাতার প্রতি নিত্যভাবসম্পন্ন অচলা ভক্তি প্রদান করুন। এবং আমার পিতামাতা যাহাতে বৈষ্ণবলোক লাভ করেন তাদৃশ বর বিতরণ করুন। এতদ্ভিন্ন অন্য বরে আমার অভিলাষ নাই। দেবগণ কহিলেন, বিপ্রেন্দ্র! আপনি পিতৃভক্ত। এই ভক্তিযোগ বশতঃ আপনার প্রতি আমরা সর্ব্বদাই প্রীতিমান। এই বলিয়া তাঁহারা স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

সুকর্ম্মা এই প্রকারে আপনার সমুদায় ঐশ্বর্য্য ও তাদৃশ অদ্ভুত কৌতুক পরিদর্শন করাইলে, কাশ্যপ দর্শন করিয়া কহিলেন, বদতাংবর! এক্ষণে অর্ব্বাচীন ও পরাচীন উভয়ের স্বরূপ ও প্রকার কীর্ত্তন করুন।

সুকর্ম্মা কহিলেন, শ্রবণ করুন, পরাচীন স্বরূপ ও লক্ষণ বর্ণন করি। যদ্দ্বারা ইন্দ্রপ্রমুখ স্থাবর জঙ্গম লোক সমুদায় প্রমুদিত হয়, সেই এই জগন্নাথ সর্ব্বগামী সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূত! ইহাঁর রূপ কেহ কখন যোগ-বলেও দেখিতে পায় নাই। শ্রুতিও তাহা নির্ণয় করিতে অক্ষম হইয়া, নেতি নেতি বলিয়া থাকেন। ইহাঁর পদ নাই, হস্ত নাই, নাসিকা নাই, কর্ণ নাই এবং মুখ নাই। ইনি ত্রৈলোক্যবাসী সকলের কৃত কর্ম্ম দর্শন করেন। ইনি আপনিই আপনার সাক্ষী এবং কর্ণহীন হইলেও, সকলের কথা শুনিতে পান। ইনি গতিহীন; তথাপি সর্ব্বত্র গমন করেন এবং সর্ব্বত্র লক্ষিত হইয়া থাকেন। ইনি অপাদ ও অহস্ত, তথাপি ধাবন ও গ্রহণ করেন। ইনি সর্ব্বব্যাপক, এই জন্য সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়েন। তত্ত্বদর্শী ঋষি ও স্বয়ং দেবরাজও যাহা দেখিতে পান না, ইনি সত্যাসত্য পথ-স্থিত তৎসমস্ত অনায়াসেই দর্শন করেন। একমাত্র মহা-যোগী ব্যাস ও মার্কণ্ডেয়ই ইহাঁরে ব্যাপক, বিমল, সিদ্ধ, সিদ্ধিদ ও সর্ব্বনায়ক স্বরূপ অবগত আছেন। ইনিই তেজো-মূর্ত্তি, একবর্ণ ও অসীম আকাশ। অষ্টমূর্ত্তি বিভাগ সকলে ইহাঁরই তেজ লক্ষিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে ইনি সর্ব্বময় ও অদ্বিতীয় স্বরূপ এবং গুণাতীত, গুণজ্ঞ ও নির্গুণ। ব্যাস ও মার্কণ্ডেয় ইহাঁর পদ অবগত আছেন এবং শ্রুতি সকলে ইহাঁর এই প্রাচীন মূর্ত্তি সম্যক ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এক্ষণে অর্ব্বাচীন লক্ষণ বলিতেছি, একাগ্র হইয়া শ্রবণ করুন। সর্বভুতাত্মা সর্বপ্রভু এক ও অদ্বিতীয়

প্রজাপতি জনার্দ্দন সমস্ত সংহরণ পূর্ব্বক শেষভোগ আশ্রয় করিয়া, একার্ণবসলিলে শয়ন ও তাহাতে বহুকাল অতিবাহন করিলে, মহাযোগী মার্কণ্ডেয় জলান্ধকারে পরিব্যাপ্ত ও স্থানলাভে অভিলাষী হইয়া, আলস্যপরিহারপুরঃসর ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, ভগবান্ শঙ্খচক্রগদাধর শেষপর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া, যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা কোটিসূর্য্যের ন্যায়; দৃশ্য অতি রমণীয়; দিব্য আভরণ দিব্য মাল্য ও দিব্য অম্বরে তাঁহার শোভার পরিসীমা নাই। আরও দেখিলেন, সেই সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বরের পার্শ্বে কৃষ্ণাঞ্জনচয়সন্নিভা দংষ্টাকরালবদনা অতি ভীষণস্বরূপা প্রকাণ্ডশরীরবিশিষ্টা এক ললনা আসীনা রহিয়াছেন। ঐ ললনা মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, মুনিবর! তোমার ভয় নাই। এই বলিয়া তিনি সেই মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে পঞ্চযোজনবিস্তৃত অতিবিশাল পদ্মপত্রে সন্নিবেশিত করিয়া, পুনরায় কহিলেন, তুমি নির্ভয় হইয়া, সুখে অবস্থিতি কর।

যোগিবর মৃকণ্ডুনন্দন উক্ত ললনাকে কহিলেন, স্বামিনি! আপনি কে একাকিনী এই নির্জ্জনে অবস্থিতি করিতেছেন?

ললনা কহিলেন, যিনি নাগভোগাঙ্কপর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন, ইনি কেশব। আমি ইঁহার বৈষ্ণবী শক্তি; আমারে কালরাত্রি বলে। বিপ্র! তুমি জানিবে, আমি বিষ্ণুর সহিত সম্যকরূপে সম্বদ্ধ এবং আমিই পুরাণ সকলে জগন্মোহিনী মহামায়া বলিয়া অভিহিতা হই। এই বলিয়া সেই দেবী তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন। মার্কণ্ডেয় দেখি-

লেন, দেবী গমন করিলে, বিষ্ণুর নাভি হইতে হাটকসদৃশ এক পদ্ম সমুৎপন্ন হইল। লোকপিতামহ মহাতেজাঃ ব্রহ্মা তাহাতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। অনন্তর স্থাবরজঙ্গম লোক সমুদায়, ইন্দ্রাদি লোকপালবর্গ এবং অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ প্রাদুর্ভূত হইলেন। ইহাঁরই নাম অর্ব্বাচীন স্বরূপ। ফলতঃ, যাহা শরীর, তাহাই অর্বাচীন এবং যাহা নিরাশ্রয় তাহাই পরাচীন। এই পরাচীনকায় দর্শন করিলেই, লোকে কামরূপ হইয়া থাকে। তখন ব্রহ্মাদি অর্বাচীন লোক সমুদায় প্রাদুর্ভূত হয়। ফলতঃ সংসারে সমুদায় লোকই অর্বাচীন। সেই ভূতাত্মাই কেবল পরাচীন। যোগিগণ ইহাঁরে দর্শন করেন। ইনিই সাক্ষাৎ মোক্ষ, পরম স্থান, পরমব্রহ্ম, অব্যক্ত, অমল, অতিশয় শুদ্ধ ও সিদ্ধিসম্পন্ন এবং হংস নামে পরিগণিত। বিদ্যাধর! পরাচীনের যে-প্রকার লক্ষণ, তৎসমস্ত তোমার সমক্ষে বলিলাম, আর কি বলিতে হইবে, নির্দ্দেশ কর।

বিদ্যাধর কহিলেন, সুব্রত! আপনার এই অদ্ভুত ও অসীম জ্ঞান কি প্রকারে সমুদ্ভূত হইল; আপনি কিপ্রকারে এখানে থাকিয়াই আমার বিষয় জানিতে পারিলেন; কি প্রকারেই বা অর্বাচীন ও পরাচীন গতি আপনার পরিজ্ঞাত হইল? আপনি কঠোর তপশ্চর্য্যা, উত্তম বিদ্যাশিক্ষা, তীর্থসাধন, অথবা দান ও যজন কিছুই করেন নাই। কোন্ তপস্যাবলে এই মহোদয় জ্ঞান লাভ করিলেন? আপনি যাহার প্রভাবে এই অতুল জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই নির্দ্দেশ করুন।

সুকর্ম্মা কহিলেন, আমি তপস্যা অবগত নহি। কায়-

শোধন, যজন, যাজন বা ধর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করি নাই। তীর্থসেবা বা সুকর্ম্ম জন্য পুণ্যকালসাধন এ সকলেও আমার অধিকার নাই। আমি কেবল পিতা মাতার সর্ব্বাঙ্গীন পরিচর্য্যাই অবগত আছি। স্বহস্তে প্রতিদিন স্বয়ং উভয়ের পাদদ্বয় প্রক্ষালন করি, অঙ্গসম্বাহন, স্নান ও ভোজনাদি স্বয়ং সম্পাদন করি; ত্রিসন্ধ্যা উভয়েরই ধ্যানে মগ্ন হইয়া যাপন করি; এবং ভক্তিভাবে উভয়ের পাদোদক বন্দনা ও স্বভাবতঃ প্রতিদিন তাহারই পূজা করি। যত দিন পিতামাতা জীবিত থাকিবেন, তাবৎ আমার অসীম লাভ সম্পন্ন হইবে এবং তাবৎ আমি ভক্তিভাবশুদ্ধ চিত্তে ত্রিকাল উভয়ের পূজা করিব। মহাভাগ! আমি এই প্রকারে একমাত্র পিতামাতার পূজা করিয়া, স্বচ্ছন্দ লীলায় পরিবর্ত্তন করি। আমার অন্য তপস্যায় প্রয়োজন কি, কায়শোধনে আবশ্যক কি, তীর্থযাত্রা বা অন্যবিধ পুণ্যানুষ্ঠানে ফল কি? দ্বিজাতিগণ যজ্ঞ সকলের বিধান জন্য যে ফল প্রাপ্ত হয়েন, একমাত্র পিতৃসেবায় তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্বৎ, মাতার শুশ্রূষাও পুত্রগণের গতি সাধন করে। জননীর সেবা করিলে, সংসারে জগত্রয়-সারভূত সর্বধর্ম্মসর্বস্ব সঞ্চিত হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ পিতামাতা যাবৎ জীবিত থাকেন, যে পুত্র তাঁহাদের পরিচর্য্যা করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। সমুদায় দেবগণ ও পুণ্যবৎসল বসুগণ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন। এই প্রকারে পিতৃশুশ্রূষাই দেবগণের সন্তোষ সাধন করে। ফলতঃ, প্রতিনিয়ত পিতামাতার পাদ বন্দনা করিলে নিত্য গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হয়। যে পুত্র ভক্তিভাবে পবিত্র মিষ্টান্ন

ও পানাদি দ্বারা পিতামাতার ভোজন সাধন করে, তাহার পুণ্য শ্রবণ কর। সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। তথাপি তাম্বূল, আচ্ছাদন, স্নান ও পানাদি দ্বারা ভক্তিভাবযুক্ত শুদ্ধ চিত্তে পরমপূজনীয় পিতামাতার পূজা করিলে সমুদায় জ্ঞান, যশঃ ও কীর্ত্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায়। পিতামাতাকে দর্শন পূর্বক হর্ষভরে সম্ভাষণ করিলে, নিধি সকল সন্তুষ্ট হইয়া, গৃহে বাস করিয়া থাকে। এবং গো সকল সৌহার্দ্দ বন্ধন ও নিত্য সুখ সাধন করে।

—০—

ঊনষষ্টি অধ্যায়।

সুকর্ম্মা কহিলেন, দ্বিজসত্তম! পিতামাতা স্নান করিলে, যে পুত্রের সর্বাঙ্গে সেই সলিলকণা পতিত হয়, তাহার সর্বতীর্থময় স্নান সম্পন্ন হইয়া থাকে। পিতা পতিত, শ্রান্ত, সর্বকর্ম্মে অশক্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, অথবা কুষ্ঠী হইলে, যে পুত্র তদীয় সেবায় পরাঙ্মুখ না হয় এবং তথাবিধ জনীরও পরিচর্য্যা করে, বিষ্ণু তাঁহার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়েন, সংশয় নাই। এবং পরিণামে তাহার যোগিগণেরও অপ্রাপ্য বৈষ্ণবলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে পুত্র বৃদ্ধ, দীন, বিকলাঙ্গ ও অতিশয় রোগগ্রস্ত পিতামাতাকে পরিত্যাগ করে, সে পাপাত্মা চরমে কৃমিসঙ্কুল দারুণ

নরকে পতিত হয়। বৃদ্ধ পিতামাতা আহ্বান করিলে, যে মূঢ় তাঁহাদের অভিমুখীন না হয়, সে মরিয়া বিষ্ঠাশী হয়। এবং পুনরায় যাবজ্জন্মসহস্র কুক্কুর হইয়া থাকে। বৃদ্ধ পিতামাতা গৃহে থাকিতে, যে দুরাচার স্বয়ং প্রথম মিষ্ট ভোজন করে, সে যাবজ্জন্মসহস্র মূত্রবিষ্ঠা ভোগ করিয়া থাকে। এবং শত শত জন্ম কৃষ্ণ সর্প হইয়া, অবতরণ করে। বৃদ্ধ পিতামাতার অবজ্ঞা করিলেও জন্ম জন্ম দূষিত গৃধ্র যোনি লাভ হয়। বলিতে কি, একমাত্র পিতামাতার প্রসাদ বলেই স্বয়ং বাসুদেবেরও সর্বজ্ঞান সম্পন্ন ও পরা-চীনবেদ সমুদ্ভুত হয়। অতএব কোন্ বিদ্বান্ তাদৃশ জনক জননীর পূজা না করিবে। রাজন্! যে ব্যক্তি পিতার পূজা না করে, তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ স্মৃতিশাস্ত্র সমন্বিত বেদ অধ্যয়ন ও তপশ্চরণে কি হইতে পারে? যে ব্যক্তি জন-নীর পূজা না করে, তাহারও বেদ নিরর্থক, যজ্ঞ সকল নিষ্ফল এবং সমুদায় শাস্ত্রজ্ঞান বা তীর্থসাধন নিষ্প্রয়োজন হইয়া থাকে। অপিচ, গৃহস্থিত জীবমান পিতার পরি-চর্য্যায় পরাঙ্মুখ হইলে, দানেরও, তীর্থেরও এবং যজ্ঞেরও কিছুমাত্র ফল লাভ হইতে পারে না, তাহাতে সংশয় নাই। অতএব পিতামাতার নিত্য শুশ্রূষা করা পুত্রের সর্বথা কর্ত্তব্য। ইহাই তাহার ধর্ম্ম, ইহাই তাহার তীর্থ, ইহাই তাহার যজ্ঞ এবং ইহাই তাহার দান, তাহাতেও সন্দেহ কি? আমি পূর্বে ধর্ম্মশাস্ত্রে এই প্রকার শ্রবণ ও জ্ঞান-গত করিয়াছি। সেই জন্যই নিত্য পিতা মাতার ভক্তি-পরায়ণ হইয়া যাপন করিয়া থাকি। কদাচ ইহার অন্যথা করি না। পূর্বে পিতা পরিতুষ্ট হওয়াতেই, পৃথ্বীপতি

পূরু পরম সুখ প্রাপ্ত হয়েন এবং পিতা শাপ দেওয়াতেই যদুর দুর্ব্বিষহ দারুণ দুঃখ উপস্থিত হয়। আমি এই বিষয় অবগত হইয়া, উভয়ের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। তাহাতেই উভয়ের প্রসাদে পরম ফল প্রাপ্ত হইয়াছি।

ষষ্টি অধ্যায়।

বিদ্যাধর কহিলেন, মহীপতি পূরু পিতার প্রসাদাৎ কি প্রকার সুখ প্রাপ্ত ও সম্ভোগ করিয়াছিলেন, এবং আপনার ভক্তির ভাব ও প্রভাব কি প্রকারে সমুদ্ভূত হয়, সমুদায় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।

কৌণ্ডলেয় কহিলেন, নহুষতনয় পরমপুণ্যশীল মহানুভব যযাতির পাপনাশন চরিত্র বলিব, শ্রবণ করুন। পৃথিবীপতি নহুষ সোমবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক উৎকৃষ্ট দান, ধর্ম্ম, এবং শত অশ্বমেধ, শত বাজপেয় ও অন্যান্য অনেকবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পরিণামে স্বীয় পুণ্যবলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বর্গগমন সময়ে আপনার পুত্র ধর্ম্ম, গুণ ও সত্য সম্পন্ন মহামতি, ধর্ম্মবীর্য্য যযাতিকে রাজা করিয়া আপনার পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সত্যবান যযাতি তদনুসারে যথাধর্ম্ম প্রজাগণের পরিপালন ও স্বয়ং তাহাদের কার্য্য সকল দর্শন

করিতে লাগিলেন। তিনি অতিশয় ধর্ম্মজ্ঞ। ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া, সর্ববিধ দান, পুণ্য, তীর্থসেবা ও বহুতর যজ্ঞ সাধন করিলেন। নৃপনন্দন মেধাবী যযাতি এই প্রকার সত্যধর্ম্মের বশংবদ হইয়া অশীতি সহস্র বৎসর রাজ্য শাসন করিলেন।

তাঁহার চারি পুত্র। সকলেই তদীয় বলবিক্রমে অধিষ্ঠিত। তাহাদের নাম এক মনে শ্রবণ করুন। মহাবল পুরু সকলের জ্যেষ্ঠ। দ্বিতীয়ের নাম তুরু, তৃতীয়ের নাম কুরু এবং চতুর্থের নাম পরমধার্ম্মিক যদু। এইপ্রকারে এই চারি জন মহামতি যযাতির সুপুত্র। সকলেই পিতার তুল্য তেজঃ, পৌরুষ ও পরাক্রবিশিষ্ট। বিপ্র! মহাভাগ যযাতি উল্লিখিতরূপ ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তদীয় কীর্ত্তি ও যশে ত্রিভুবন পবিত্র হইয়াছিল।

বিষ্ণু কহিলেন, একদা দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মনন্দন নারদ দেবরাজ পুরন্দরের দর্শনবাসনায় স্বর্গে গমন করিলেন। সহস্রাক্ষ সর্ব্বজ্ঞানপণ্ডিত হুতাশনসদৃশদ্যুতিবিশিষ্ট দেবর্ষিকে দেখিয়া, ভক্তিভরে নতকন্ধর হইয়া মধুপর্কাদি দ্বারা পূজা ও উৎকৃষ্ট আসনে সন্নিবেশিত করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, কিজন্য অদ্য আপনার এখানে আগমন হইয়াছে? মহামতে! অদ্য আপনার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হইবে?

নারদ কহিলেন, দেবরাজ! তোমার এই ভক্তিযুক্ত বাক্যেই আমার সমুদায় সম্পাদিত ও অতিশয় সন্তোষ লাভ হইয়াছে। এক্ষণে আগমন প্রয়োজন কীর্ত্তন করিব। নহুষ-

নন্দন যযাতিকে দর্শন করিয়া, তোমার সাক্ষাৎ অভিলাষে সত্যলোক হইতে ত্বদীয় নিলয়ে সমাগত হইয়াছি।

ইন্দ্র কহিলেন, পৃথিবীতে কোন্ রাজা সত্যধর্ম্মানুসারে সর্ব্বদা প্রজাপালন করে? কোন রাজা সর্ব্বধর্ম্মসম্পন্ন, শুভবান, জ্ঞানবান্, গুণবান্, দৈবজ্ঞ ও ব্রাহ্মণপ্রিয় এবং কোন্ রাজা ব্রহ্মপরায়ণ, বেদবিৎ, শূর, দাতা, যজ্বা ও পরম ভক্তিমান্?

নারদ কহিলেন, নহুষনন্দন মহাবল যযাতিই এবংবিধ গুণসম্পন্ন। তাহার সত্যে ও বীর্য্যে সকল লোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই নহুষতনয় যযাতিই পৃথিবীতে তোমার সদৃশ। তুমি স্বর্গে আর সেই নরপতি ভূলোকে সকলের ভুতিবর্দ্ধন করেন। এই মহাভাগ পিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তিনি শত অশ্বমেধ, শত বাজপেয় ও অন্য বহুসংখ্য যজ্ঞ, অনেকবিধ পুণ্য, লক্ষ সহস্র ও কোটিশত গো, লক্ষ ও ধর্ম্মের সাঙ্গোপাঙ্গরূপ পরিপালন, করিয়াছেন। এবংবিধ বহুবিধ গুণসম্পন্ন নহুষাত্মজ, স্বর্গস্থিত আপনার ন্যায়, অশীতি সহস্র বৎসর যথাসত্য রাজ্য করিয়াছেন।

দেবরাজ ইন্দ্র মুনীশ্বর নারদ মুখে এই বৃত্তান্ত আকর্ণন পূর্ব্বক যযাতির ধর্ম্মপালন জন্য নিতান্ত ভীত হইয়া চিন্তা করিলেন, পূর্ব্বে নহুষ শত যজ্ঞ প্রভাবেই ইন্দ্রপদ লাভ ও দেবগণের আধিপত্য করেন। অনন্তর শচীর বুদ্ধিপ্রভাবে পদভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। মহারাজ যযাতি পিতার সদৃশ ও তুল্য পরাক্রম। তিনিও ইন্দ্রপদ লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব যে কোন উপায়ে তাঁহারে স্বর্গে আনয়ন করিতে হইবে। মহারাজ! দেবরাজ নরপতি যযাতির মহা-

ভয়ে ভীত হইয়া, এইপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তদীয় আনয়ন জন্য সর্ব্বকামসম্পন্ন বিমান সমভিব্যাহারে সারথি মাতলিকে দূত স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। মহামতি মাতলি সুররাজ কর্ত্তৃক প্রহিত হইয়া, নহুষনন্দন যেখানে, তথায় সমাগত হইলেন। দেখিলেন, মহারাজ যযাতি সভায় আসীন হইয়া, সুধর্ম্মাধিষ্ঠিত দেবরাজের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। তিনি সেই সত্যভূষণ মহানুভাব নাহুষকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! মদীয় বাক্যে কর্ণপাত করুন। আমি দেবরাজের সারথি। এবং তদীয় আদেশে ভবদীয় সকাশে আগমন করিয়াছি। দেবরাজ যাহা বলিয়া দিয়াছেন, অব্যগ্র চিত্তে তাহা সাধন করুন। আপনাকে অদ্যই ইন্দ্রলোকে যাইতে হইবে, ইহাই তদীয় আদেশ বাক্য। অতএব আপনি পুত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ ও অন্ত্যেষ্টি সাধন করুন। নহুষনন্দন! মহাতেজা ঐল, মহাপ্রভাব পুরোরবা,প্রতাপবান্ বিপ্রচিত্তি, মহারাজ শিবি, নরপতি ইক্ষ্বাকু, সগর, তদীয় পিতা নহুষ, কৃতবীর্য্য কৃতজ্ঞ মহামনা শান্তনু, ভরত, নরেশ্বর কার্ত্তবীর্য্য ও পুণ্যবান্ মরুত্ত এবং অন্যান্য মহাতপা নরপতিবর্গ যজ্ঞাদির আহরণ করিয়া, স্ব স্ব কর্ম্মবলে স্বর্গে বাস ও ইন্দ্রের সহিত আমোদ অনুভব করেন। আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ও সম্যক সংস্থিত। চলুন, ইন্দ্রের সহিত আমোদ সম্ভোগ করিবেন।

যযাতি কহিলেন, আমি এমন কি কার্য্য করিয়াছি যে, আপনি ইন্দ্রের হইয়া, আমার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা বলিতে হইবে।

মাতলি কহিলেন, রাজন্! আপনি অশীতিবর্ষ সহস্র

যাবৎ দান পুণ্যাদির অনুষ্ঠান ও যজ্ঞ সকলের আহরণ করিয়াছেন। এক্ষণে স্বর্গে গমন ও স্বীয় কর্ম্মবলে দেব-রাজের সহিত সখিতাবন্ধন করুন। মহাভাগ! আপনি যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ক্রিয়াকর্ম্ম ও অন্যান্য ভোগার্থ যাহা করিতে হয়, সমুদায়ই সম্পন্ন করিয়াছেন। অতএব দিব্য রূপ আশ্রয় ও মনোনুগত ভোগ সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই পঞ্চাত্মক পৃথিবীরে বিসর্জ্জন করিয়া, প্রস্থান করুন।

যযাতি কহিলেন, মাতলে! যে শরীরে ভূলোকে সুকৃত দুষ্কৃত উভয়ই সিদ্ধ হয়, তাহা ত্যাগ করিয়া, কিপ্রকারে গমন করিব?

মাতলি কহিলেন, রাজন্! এইখানেই যে পঞ্চীভূত দেহ উপার্জ্জিত হইয়াছে, লোকে এইখানেই তাহা ত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গমন করে। ইতর মনুষ্যগণ, যাহারা পাপপুণ্য যুগপৎ সাধন করে, তাহারা দেহ ত্যাগ করিয়া, যুগপৎ অধঃ ও উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়।

যযাতি কহিলেন, মনুষ্য যদি এই পাঞ্চভৌতিক শরীরে সুকৃত দুষ্কৃত উপার্জ্জন করিয়া, যথাক্রমে অধঃ ও উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে, অধর্ম্মের বিশেষ কি? ফলতঃ, পাপ ও পুণ্য উভয় প্রভাবেই শরীরের পতন হয়, সংসারে এই প্রকার দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ধর্ম্মকর্ম্মে অধিক বিশেষ লক্ষিত হয় না। মনুষ্য যে শরীরে সত্যধর্ম্মাদি পুণ্য সাধন করে, কিজন্য তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। তথাপি, আত্মা ও দেহ পরস্পর মিত্র স্বরূপ। কিন্তু আত্মা সেই মিত্ররূপী দেহও পরিত্যাগ করিয়া যান। ইহার কারণ কি?

মাতলি কহিলেন, রাজন্! আপনি সত্য বলিয়াছেন। দেহী দেহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন। আমার সেই আত্মা ও এই দেহ পরস্পর কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। যেহেতু এই পঞ্চত্বময় দেহ সর্ব্বথা সন্ধিজর্জ্জর। আত্মা জরারোগে স্বয়ং ভগ্ন ও তন্নিবন্ধন থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া, এই জরাপীড়িত দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন। এবং আকুল ও ব্যাকুল হইয়া প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম, সত্য, দান, পুণ্য, নিয়মসঞ্চয়, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ ও তীর্থসংযমন, কিছুতেই এই জরা নিবারিত হয় না। মহারাজ! এইপ্রকার পাতকপরম্পরাও শরীর পাক করিয়া থাকে।

যযাতি কহিলেন, সূত! জরা কি জন্য সমুৎপন্ন হইয়া, কি কারণে শরীর পীড়ন করে, সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।

মাতলি কহিলেন, আত্মা স্বরূপ ত্যাগ করিলে, পঞ্চবিষয়াশ্রিত পাঞ্চভৌতিক দেহ কখন সুরক্ষিত হয় না। বহ্নি দীপ্যমান হইয়া, প্রজ্বলিত হইলে, তাহা হইতে ধূম, ধূম হইতে মেঘ, মেঘ হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী, প্রাদুর্ভূত হয়। অনন্তর পৃথিবী, রজস্বলা রমণীর ন্যায়, বিকার প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে গন্ধ, গন্ধ হইতে রস, রস হইতে অন্ন, অন্ন হইতে শুক্র, এবং সেই শুক্র হইতে এই পাঞ্চভৌতিক কায় সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। পৃথিবী গন্ধত্যাগ করিলে, রসস্রাব সংঘটিত হয়। নাসিকা সেই সরধারা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শরীর স্রাবিত করে। তাহাতে গন্ধ ও গন্ধ হইতে পুনরায় রস এবং রস হইতে মহাবহ্নি অবতরণ করে। ইহার দৃষ্টান্ত দেখুন; অগ্নি যদ্রূপ কাষ্ঠ হইতে

উৎপন্ন হইয়া, পুনরায় সেই কাষ্ঠকেই প্রতপ্ত করে, তদ্বৎ কায়মধ্যে রস হইতে অগ্নির আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ অগ্নি সত্বরিত হইলে, শরীর পুষ্টি লাভ করে। এবং রসের আধিক্যযাবৎ জীব নিরতিশয় শান্তি অনুভব করিয়া থাকে। অপিচ, অগ্নিই রসচয়ন পূর্ব্বক ক্ষুধা রূপে পরিগণিত হয়। জীব তাহাতে সন্তপ্ত হইয়া, অন্ন ও জলপানে অভিলাষ প্রকাশ করে। রাজন্! অন্ন ও জল না পাইলে, অগ্নি বীর্য্য ও শোণিতে চরণ করিয়া থাকে, তাহাতে সংশয় নাই। বীর্য্য ও শোণিত চরিত হইলেই, সর্ব্বকায়বিনাশন ক্ষয় রোগ উপস্থিত হয় এবং রসাধিক্য হইয়া, অগ্নিমান্দ্য সংঘটিত করে। এই প্রকার রসাগ্রপীড়াই ক্ষয়রোগের কারণ। ক্ষয়রোগ হইলে, বহ্নি গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও কটি ভাগে আবদ্ধ হইয়া, অবস্থিতি করে।

যাহা হউক, এই প্রকারে প্রজাত বহ্নি রসাধিক্যের নিরাকরণ করিলে, শরীর পুষ্ট ও সেই রস বলাধিক্যে পরিণত হয়, এবং এই বলাধিক্য মর্ম্ম স্থানে বীর্য্য চালনা করিলেই, শল্য স্বরূপ কাম আবির্ভূত হইয়া থাকে। এই কাম অগ্নি বলিয়া অভিহিত এবং তৎপ্রভাবেই বল বিনষ্ট হয়। অপিচ, কামী এই কামানলে দগ্ধ হইয়াই মৈথুন প্রসঙ্গে চলিতমনস্ক এবং নাড়ীমন্থনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই রূপে মৈথুন প্রসঙ্গে মূর্চ্ছিত হইলে, মর্ম্ম নির্ম্মথিত, তেজঃ বিনষ্ট এবং শরীরে বলহানি সংঘটিত হয়। বলহীন হইলে, মনুষ্য দুর্ব্বল হইয়া, বহ্নির আয়ত্ত হইয়া পড়ে। তাহাতে শুক্র শোণিত সমভিব্যাহারে শরীর সেই অগ্নি কর্ত্তৃক সন্তরিত হয়। এবং শুক্র শোণিতের বিনাশ

হইলেই, পুনরায় রোগ জন্মিয়া থাকে। অকালে দারুণাকৃতি অত্যন্ত বায়ু প্রাবিত হইয়া, সমধিক সন্তাপ সমুৎপাদন করে। তজ্জন্য স্বল্পবুদ্ধি মানব ইতস্ততঃ বিচালিত হয়।

রাজন্! মনুষ্য যখন বলহানি জন্য দুর্ব্বল ও বহ্নি কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়, তখন শরীরস্থ মাংস শোণিত ক্ষয় ও পলিত সঞ্চয় হইয়া থাকে। তাহাতে কামী দিন দিন বৃদ্ধ হইয়া পড়ে। বার্দ্ধুষিক যেরূপ বৃদ্ধি চিন্তা করিয়া উত্তরোত্তর ম্লান হয়, কামাত্মাও সেইরূপ সতত নারীচিন্তাও স্মরণ করিয়া, তেজোহানি লাভ করে। এইরূপে প্রবর্ত্তিত কাম পরিণামে বিনাশ জন্য কল্পিত হয় এবং অগ্নি সাক্ষাৎ জরা রূপে শরীরে আবির্ভূত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। এই দারুণ জরা প্রাণিগণের মূর্ত্তিমান্ ক্ষয়। স্থাবরজঙ্গম সকল বস্তুই ইহার প্রভাবে নিযন্ত্রিত ও বহুপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হহয়া থাকে। আপনারে আর কি বলিব? ইন্দ্রসারথি মাতলি এই বলিয়া বিনিবৃত্ত হইলেন।

একষষ্টি অধ্যায়

যযাতি কহিলেন, মাতলে! দেহ আত্মার সহিত ধর্ম্মের রক্ষা করে, একাকী নাশপ্রাপ্ত হয় না। ইহার কারণ কি, বলুন।

মাতলি কহিলেন, ভূপতে! পঞ্চভূতের পরস্পর সম্মিলন নাই। এবং আত্মার সহিতও কখন তাহাদের সঙ্গতি হইতে পারে না। একমাত্র শরীরই তাহাদের সংহতি স্থল। অতএব জরা কর্ত্তৃক পীড়িত হইলেই, তাহারা স্ব স্ব কাল প্রাপ্ত হয়। রাজন্! পৃথিবী যেরূপ রসসিক্তা হইয়া, শিথিলিত হইলে, পিপীলী ও মূষিকাগণ তাহা ভেদ করে এবং তাহাতে ছিদ্র ও বল্মীক প্রভৃতি উচ্ছ্রায় প্রাদুর্ভূত হয়, তদ্রূপ গণ্ডময় বিচর্চ্চিকা উৎপন্ন হইলে, এই শরীর ক্রমিগণে ভিদ্যমান ও পরম পীড়া জনক গুল্মাদিতে ছাদ্যমান হইয়া থাকে। নহুষনন্দন! যে দেহ এবংবিধ দোষপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত, তাহাতে প্রাণ সংযোগ অথবা দিব্যগতি লাভ কি রূপে সম্ভবিতে পারে? ফলতঃ, এই দেহ কখন স্বর্গে গমন করে না, যেমন পৃথিবী, তেমনি অবস্থিতি করে। আপনার নিকট এই গুণদোষাদি সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম।

যযাতি কহিলেন, মাতলে! শ্রবণ করুন। শরীর যদি পাপে বা ধর্ম্মে পতিত বা অপতিত না হয়, তাহা হইলে, পাপপুণ্যে বিশেষ কিছুই দেখিতেছি না। আরও দেখুন, এই দেহ যেমন পতিত হয়, পুনরায় তদ্রূপ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ইহার এইপ্রকার উৎপত্তি কথঙ্কারসাধ্য, বিস্তরতঃ কীর্ত্তন করুন।

মাতলি কহিলেন, নারকিদিগের দেহ কেবল অধর্ম্ম প্রযুক্ত ক্ষণমাত্র ভূত সহযোগে সমুৎপন্ন হয়। সেইরূপ, কেবল ধর্ম্মবলে বিনষ্ট দেহ তৎক্ষণাৎ দিব্য দেহে আবির্ভূত হইয়া থাকে। পাপ ও পুণ্যের এইমাত্র প্রভেদ।

যাহা হউক, অতিমিশ্র কর্ম্মগতিতে প্রাণিগণের যে দেহ সংঘটিত হয়, ভূতপরিণাম বশতঃ তাহা বহির্দ্দেশে চতুর্ব্বিধ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে গুল্মাদি স্থাবর সকল উদ্ভিজ্জ, কৃমি কীট ও পতঙ্গাদি স্বেদজ, মৎস্য নক্র ও বিহঙ্গমাদি অণ্ডজ এবং মানুষ ও চতুষ্পদাদি সমুদায় জরায়ুজ বলিয়া অবগত হইবে।

পৃথিবী জলসিক্ত ও পরিণামে তাহাতে অনুবিদ্ধ হইয়া, বায়ু কর্ত্তৃক ধম্যমান হইলে, ক্ষেত্রে বীজ আরোপিত হয়। অনন্তর সেই বীজ পুনরায় জল দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইলে, প্রথমে উচ্ছূনত্ব ও মৃদুত্ব, পরে মূলভাবত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই মূল হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়; অঙ্কুর হইতে বর্ণ সম্ভূত হয়, বর্ণ হইতে কাণ্ড প্রাদুর্ভূত হয় এবং কাণ্ড হইতে প্রকরসম্ভব হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যবাদি শালি পর্য্যন্ত ফলসারাঢ্য সপ্তদশ ওষধিই শ্রেষ্ঠ; তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। এই সকল মূল শূর্প, উলূখল ও ভস্ত্র এবং স্থালী, জল ও অগ্নি দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ মর্দ্দিত ও আপূরিত হইয়া উত্তমরূপে পক্ক বা সংস্কৃত হইলে, ষড়্‌বিধ আহার রূপে পরিণত হইয়া থাকে। অনন্তর পরস্পর রসসংযোগে নানাপ্রকার আস্বাদ লাভ করে। রাজন্! উল্লিখিত আহার্য্য পদার্থ সমুদায় ষড়্‌বিধ ভাগে বিচ্ছিন্ন; ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয়, চোষ্য ও পিচ্ছল। ইহাদের গুণও ছয় প্রকার; কটু, তিক্ত, মধুর, কষায়, ক্ষার ও অম্ল। দেহিগণ এই প্রকারে প্রস্তুত অন্নপিণ্ড কবল বা গ্রাসাদি দ্বারা উদরসাৎ করে। তাহাতে সেই ভুক্ত অন্ন যথা ক্রমে প্রাণ সকলকে স্থূলাশয়ে স্থাপন করিয়া থাকে। এবং

স্বয়ং বায়ু কর্ত্তৃক অপক্বভাবে পরিণত হয়। এই বায়ু আত্মমধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইলে, পক্ক অন্ন ও জল পৃথগ্‌ভূত হয়। তন্মধ্যে জল অগ্নির ঊর্দ্ধে এবং অন্ন জলের উপরি সংস্থাপিত হইলে, স্বয়ং প্রাণ জলের অধোভাগে অবস্থিতি করে এবং শনৈঃ শনৈঃ বায়ু আধ্মাত হইয়া উঠে। তখন অগ্নি বায়ু কর্ত্তৃক ধম্যমান হইয়া, জলকে অতিমাত্র উষ্ণ করে। তাহাতে অপক্ক অন্ন পুনরায় উষ্ণযোগে সমন্তাৎ পরিপক্ক হইতে থাকে। এবং ঐ রূপ পরিপাক দশায় দ্বিধা হইলে, কীট ও রস পৃথক হইয়া পড়ে। তন্মধ্যে এই কীট দ্বাদশ প্রকার মলাশ্রয় দ্বারা দেহ হইতে ভিন্ন হইয়া, বাহিরে বিনির্গত হয়। কর্ণ, অক্ষি, নাসিকা, জিহ্বা, দন্ত, স্ফিক, নখ, গুদ, কফ, স্বেদ, বিষ্ঠা ও মূত্র এই দ্বাদশটী মলাশ্রয়। হৃৎ ও পাদদেশে যে সকল নাড়ী বদ্ধ হইয়া আছে, প্রাণ তাহাদের মুখে রসস্থাপনা করে। এবং যথা-ক্রমে তাহাদিগকে রস দ্বারা পরিপূরিত করিয়া থাকে। অনন্তর সেই রস প্রাণকর্ত্তৃক চালিত হইলে, রক্তত্ব প্রাপ্ত হয়। রক্ত হইতে লোম ও মাংস, মাংস হইতে স্নায়ু ও কেশ, স্নায়ু হইতে মজ্জা ও অস্থি, অস্থি ও মজ্জা হইতে নখ, অনন্তর প্রভবকারণ শুক্র জন্ম গ্রহণ করে। অন্নের এই দ্বাদশ পরিণাম প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে।

শুক্রও অন্নের পরিণাম। এবং দেহ সম্ভবের সাধন। ঋতুকালে যে নির্দ্দোষ শুক্র স্খলিত ও সম্যকরূপে সুস্থিত হয়, তাহা বায়ু কর্ত্তৃক সৃষ্ট ও স্ত্রীরক্তে মিশ্রিত হইয়া থাকে। শুক্রের বিসর্গসময়ে কারণসম্বদ্ধ জীব স্বকর্ম্মে নিয়মিত হইয়া, নৃযোনিতে প্রবিষ্ট হয়। তৎকালে শুক্র

ও রক্ত একত্র হওয়াতে, একদিনে কলন, পঞ্চরাত্রে পলন, অনন্তর বুদ্বুদ, আকারে সম্পন্ন হয়। পুনরায় একমাসে পঞ্চ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। মাসদ্বয় অতীত হইলে, গ্রীবা, শির, স্কন্ধ, পৃষ্ঠবংশ, উদর, পাণি, পাদ, পার্শ্ব ও কীটপাত্র এই সকল যথাক্রমে সম্ভূত হয়। অনন্তর তিন মাসে শতশঃ অঙ্কুর সঞ্চিত, চারি মাসে অঙ্গুলি প্রভৃতি সম্পন্ন, পাঁচ মাসে মুখ, নাসিকা, কর্ণ, দন্তপংক্তি, জিহ্বা ও নখ সকল প্রাদুর্ভূত হয়। ষণ্মাস মধ্যে কর্ণদ্বয়ের ছিদ্র, পায়ু, মেদ, উপস্থ ও শির; সাত মাসে গাত্রস্থ সন্ধি সমুদায়, আট মাসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পূর্ণ শিরঃকেশসমন্বিত বিভক্তাবয়ব দেহ সমুৎপন্ন হয়। তখন জীব পঞ্চাত্মকসংযুক্ত ও সর্ব্বথা পরিপক্ক হইয়া অবস্থিতি করে। এবং জননীর নাড়ীসূত্রনিবদ্ধ ষড়বিধ আহার বীর্য্য ও বলে দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অনন্তর শরীর পূর্ণ হইলে, পূর্বস্মৃতির উদ্রেকবশতঃ জন্মান্তরীণ নিদ্রাসুপ্ত এবং সুখ দুঃখ তাহার পরিজ্ঞাত হয়। তখন সে ইহাও জানিতে পারে যে, আমি মরিয়া, পুনরায় জন্মিয়াছি এবং জন্মিয়া পুনরায় মরিব। পূর্ব্বে অনেক বার অনেক সহস্র যোনি আমার দৃষ্ট হইয়াছে। অধুনা পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আর যাহাতে গর্ভবাস প্রাপ্ত হইতে না হয়, অতঃপর তাদৃশ শ্রেয়ঃ সাধন করিব। এবং গর্ভ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াই, সংসারনিবর্ত্তক পরম জ্ঞান অভ্যাস করিব। জীব গর্ভে থাকিয়া দিন দিন এইপ্রকার চিন্তা করে এবং অবশ্য কর্ম্মবশে নিরতিশয় গর্ভ্তযন্ত্রণায় সাতিশয় পীড়িত হইয়া, পরিণামে মোক্ষোপায় চিন্তা করিয়া থাকে।

যেরূপ গিরিসংকটে রুদ্ধ হইলে, লোকের অবস্থিতি দুঃখময় হয়, জীব তদ্রূপ জরায়ুবাসে চিন্তামলিন বাস করে। যেরূপ সাগরপতিত ব্যক্তি নিতান্ত আকুল হইয়া উঠে, তদ্রূপ গর্ভোদকসিক্তাঙ্গ জীবের মন দুঃখবশাৎ নিতান্ত ব্যাকুলতা প্রাপ্ত হয়। লৌহকুম্ভে ন্যস্ত হইলে, অগ্নি কর্ত্তৃক পরিপাকক্রিয়া যদ্বৎ সাধিত হয়, গর্ভকুম্ভে ক্ষিপ্ত জীবের জঠরানলে তদ্বৎ পাক সম্পন্ন হইয়া থাকে। অগ্নিবর্ণ সূচী দ্বারা বিদ্ধ হইলে, যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ উপস্থিত হয়, গর্ভস্থ জীবের তদ্রূপ হইয়া থাকে। ফলতঃ, গর্ভবাস অপেক্ষা ক্লেশময় বাস আর কিছুই নাই। এবং অসীম দুঃখ ও ঘোর সঙ্কটও আর লক্ষিত হয় না। প্রাণিগণের ইত্যেতৎ গর্ভদুঃখ কীর্ত্তন করিলাম।

জন্মসময়ে জীব যে যাতনা প্রাপ্ত হয়, তাহা গর্ভদুঃখের কোটিগুণ। প্রবল প্রসববায়ু দ্বারা পাপবুদ্ধি দেহী যৎকালে গর্ভ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হয়, তখন ইক্ষুবৎ পীড্যামান ও যাতনায় মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। কোন মতেই তাহাতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। এই জন্য অতিমাত্র দুঃখ আপতিত হয়। ফলতঃ, ইক্ষু সকল যন্ত্রপীড়িত হইলে, যেরূপ নিঃসার হয়, যোনিস্থ শরীর যোনিপীড়নে তদ্রূপ হইয়া থাকে। রাজন্! এই শরীর অস্থিময়, বর্ত্তুলাকার, রক্ত মাংসে সর্ব্বদাই লিপ্ত, বিষ্মূত্রদ্রবের নিত্য আধার, কেশলোমতৃণে আচ্ছন্ন, রোগের একমাত্র নিলয়, বদনরূপ মহাগহ্বর ও গোরুর ন্যায় অক্ষিবিশিষ্ট, ওষ্ঠ কপোল দন্ত জিহ্বা গল ও করমাত্রে বিচ্ছিন্ন, নাড়ীস্বেদের প্রবাহ ও কফপিত্তে পরিপ্লুত, জরাশোকে নিত্য উপদ্রুত,

কালচক্রের বেগভরে উত্থিত, কামক্রোধে আক্রান্ত, বায়ু সকলে উপমর্দ্দিত, ভোগতৃষ্ণায় অনুগত, রাগদ্বেষের বশ্য, বোধবিচারপরিশূন্য, অস্থিপঞ্জরের সমষ্টিমাত্র, জরায়ু কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত, এবং যোনিমার্গে অতি সংকটে বহির্গত হইয়াছে। কোন কালেই ইহার চেষ্টার বিরাম নাই। অষ্টাদশ শতষষ্ট্যধিক সার্দ্ধ তিন কোটি রোম ও তৎসংখ্যক নাড়ী ইহারে সমন্তাৎ আচ্ছন্ন করিয়া আছে। ঐ সকল নাড়ী স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দৃশ্য ও অদৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এই দেহ সেই নাড়ীপরম্পরায় বন্দীভূত হইয়া, অপবিত্র ক্লেদভার বহন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, দ্বাত্রিংশৎ দশন, বিংশতি নখ, পিত্ত ও কফপিণ্ড, ত্রিংশৎপল বশা, পঞ্চার্ব্বুদ পল কলল, দশপল মেদ, একপল মহারক্ত, চারিপল মজ্জারক্ত, অর্দ্ধকুড়ব শুক্র, তদূর্দ্ধকুড়ব বল, শতপল রক্ত এবং অপ্রমাণ বিষ্ঠামূত্র এই দেহের সংস্থান। রাজন্! আত্মা নিত্য, নির্দ্দোষ ও কর্ম্মবন্ধের বহির্ভূত। কিন্তু তাঁহার এই দেহগেহ অনিত্য, অবিশুদ্ধ ও কর্ম্মবিপাকে নিতান্ত বদ্ধভাবাপন্ন। অধিকন্তু, ইহা শুক্র ও শোণিত যোগে সমুৎপন্ন এবং নিত্য বিষ্ঠা ও মূত্রে পূর্ণ, এই জন্য অতিমাত্র জঘন্য বলিয়া পরিকল্পিত হয়। বিষ্ঠাপূর্ণ ঘট যেরূপ অন্তে জলসেকেও শুদ্ধ হয় না, তদ্রূপ যত্নপূর্ব্বক শোধন করিলেও এই দেহ অশুচি হইয়া থাকে। তথাহি, অতিপবিত্র পঞ্চ গব্য ও ঘৃতাদিও যে দেহের সংসর্গে তৎক্ষণাৎ অশুচিত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং সুরভি অন্নপানাদিও যাহার সংসৃষ্ট হইলে, ক্ষণমাত্রে অপবিত্র হইয়া থাকে, সেই দেহের সম্পর্কে কে না অপবিত্র হইবে।

অয়ি জীবগণ! তোমরা কি দেখিতেছ না, প্রতিনিয়ত যে বিষ্ঠা, মূত্র, কফ ও পিত্তরাশি বহির্গত হইতেছে, তাহার আধার কখন শুচি হইতে পারে? বলিতে কি, পঞ্চগব্য ও কুশসলিলে শুধ্যমান হইলেও এই দেহ কদাপি মৃষ্যমাণ অঙ্গারের ন্যায় মলিনতা পরিহার করে না। পর্ব্বত হইতে যেপ্রকার স্রোতোরাশি প্রবাহিত হয়, সেইপ্রকার যাহা হইতে রাশিরাশি কফমূত্র সতত বিনিঃসৃত হইয়া থাকে, সেই অশুচি দেহ কি রূপে শুদ্ধ হইতে পারে? রাজন্! এই প্রকারে এই দেহের সর্ব্বশুদ্ধি বিধান কখনই সম্ভব নহে। যত্নপূর্ব্বক অগ্নি ধূমাদি দ্বারা সম্যক রূপ সংস্কার বিধান করিলেও স্বভাব কখন এই দেহকে পরিহার করে না। অপিচ, ইহা স্বভাবতই মলিন, তজ্জন্য উপায়যোগেও শুদ্ধি লাভে সমর্থ হয় না। বারংবার শোধন করিলেও, যেরূপ মলিন, তদ্রূপই থাকে। নিজমল দর্শন ও দুর্গন্ধ ঘ্রাণ পূর্ব্বক নাসিকা পীড়ন করিয়াও, কোন্ ব্যক্তি বিরক্ত না হয়? কিন্তু মোহের কি মাহাত্ম্য; তদ্দ্বারা সমস্ত সংসার ব্যামোহিত হইয়া আছে! দেখ, লোকে স্বকীয় দোষ সমস্ত দর্শন, পরিকলন ও ঘ্রাণপথে গ্রহণ করিয়াও, কোন মতে বিরক্ত হয় না। যে ব্যক্তি স্বীয় দেহের অশুচি গন্ধেও বিরক্ত না হয়, তাহার বিরাগের কারণ আর কি উপদিষ্ট হইতে পারে? সমুদায় সংসার একমাত্র ভাববলেই পবিত্র হইয়া থাকে। এই জন্য মলাবয়বস্পর্শমাত্র শুচিও অশুচি হয়। গন্ধলেপের অপলোপার্থ স্নেহশৌচ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। উভয়ের অপগম হইলে, পশ্চাৎ শুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধি লাভ সংঘটিত হয়। যাহার অন্তর্ভাব নিরতিশয় দূষিত, অগ্নি-

প্রবেশ, তীর্থাবৃত্তি এবং স্বর্গ ও অপবর্গও তাহারি শোধন করিতে পারে না। এই রূপে ভাবশুদ্ধিই পরম শৌচ ও সর্ব্বকর্ম্মে প্রমাণ হইয়া থাকে। এবং এই ভাববলে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তির সংঘটন হয়। দেখ, লোকে এক ভাবে কান্তাকে ও অন্য ভাবে দুহিতাকে আলিঙ্গন করে। সেই রূপ, বধূও ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বশীভূত হইয়া, স্বামী ও পুত্রের চিন্তা করিয়া থাকে। এই প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ভিন্ন ভিন্ন ভাগ কল্পিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ভাবহীন, সে পরিষক্ত হইলেও, কান্তাকে আলিঙ্গন এবং সম্মুখে প্রাপ্ত হইলে, অন্নাদি বিবিধ সুরভি ভক্ষ্যও ভক্ষণ করে না। অতএব ভাবই সর্ব্বত্র কারণ। তদ্ব্যতীত, অন্যবিধ বাহ্যশোধনে কখন চিত্তের শুদ্ধি হইতে পারে না। মনুষ্য জ্ঞানপ্রভাবে যখন শুদ্ধ ও শুচি হইয়া, বৈরাগ্যের অনুসরণ করে, তখনই তাহার স্বর্গ ও অপবর্গ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এবং তখনই তাহার অবিদ্যাবাধ ও বিষ্ঠা মূত্রের গন্ধলেপ বিদূরিত হয়। যাহা হউক, এই রূপে এই শরীর স্বভাবতই অশুচি। যে বুদ্ধিমান্ পুরুষ ইহাকে ত্বঙ্মাত্রসার, অসার, কদলীসার সদৃশ ও নিরবচ্ছিন্ন দোষময় জানিয়া, শিথিলিত ও দৃঢ়গ্রাহী হয়েন, তিনিই সংসার অতিক্রম করিয়া থাকেন। রাজন্! আমি এই অতিক্লেশময় জন্মদুঃখ কীর্ত্তন করিলাম।

গর্ভে থাকিয়া পুরুষের যে মতি হয়, জন্মগ্রহণ করিয়া অজ্ঞানদোষে ও বিবিধ কর্ম্মবশে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। যোনিযন্ত্রের অতিমাত্র পীড়ন জন্য দুঃখ বশতঃ সাতিশয়

মূর্চ্ছিত ও বাহ্য বায়ুর সংসর্গে তদবস্থা সংঘটিত হওয়াতে, শরীরিমাত্রের দারুণ মোহ উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ সৃষ্টমাত্রেই ঘোর জ্বরে আক্রান্ত ও তন্নিবন্ধন মহামোহে অভিভূত হওয়াতে, তৎক্ষণাৎ স্মৃতিভ্রংশ সংঘটিত হয়। স্মৃতি ভ্রষ্ট হইলে, জন্মান্তরীণ কর্ম্মবশাৎ সেই জন্মেই সত্বর রতি উপস্থিত হইয়া থাকে। রতি আবির্ভূত হইলে, জ্ঞান বিনষ্ট ও অকার্য্যপ্রবৃত্তি সমুদ্ভূত হয়। তখন আত্মপর ও দৈবাদৈব জ্ঞান তিষ্ঠিতে পারে না। যাহা শ্রেয়স্কর তাহাতে কর্ণ ধাবমান হয় না। চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পাওয়া যায় না। সমান পথে পদক্ষেপ করিলেও পদে পদেই স্খলন হইয়া থাকে। বুদ্ধি থাকিলেও, পণ্ডিতগণের উপদেশে জ্ঞানোদয় হয় না। এবং বিবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া, সংসারে বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ হইয়া থাকে। লোকে যে ইহার উপরিও ধর্ম্মকামার্থসাধন পরম জ্ঞান থাকিতেও আত্মার শ্রেয়োবিধানে পরাঙ্মুখ হয়, ইহাই অতিমাত্র বিস্ময়াবহ।

সে যাহা হউক, ইন্দ্রিয়বৃত্তির সম্যক রূপ উপচয় না হওয়াতে, বাল্যকালে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হয়। তৎকালে ইচ্ছা করিলেও, বলিতে বা কার্য্য করিতে সামর্থ্য হয় না। ইহা অপেক্ষা ঘোরতর দণ্ড আর কি হইতে পারে? অধিকন্তু, তৎকালে বায়ুগ্রহপ্রভৃতি বিবিধ রোগে অতিশয় যন্ত্রণা, ক্ষুধা তৃষ্ণায় নিরতিশয় দুঃখ, মোহ বশতঃ বিষ্ঠা মূত্র ভক্ষণ এবং কৌমারে কর্ণবেধ, পিতামাতার তাড়না, গুরুশাসন ও অক্ষরসাধনাদ্য বিবিধ দুঃখ আপতিত হইয়া থাকে।

অনন্তর যৌবনে ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রসন্ন হইলে, কামরাগপীড়া উপস্থিত ও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাহাতে সুখলাভের সম্ভাবনা কোথায়? অপিচ, রাগ সঞ্চরিত হইলে, মোহ ও ঈর্ষ্যা জন্য দারুণ দুঃখ আক্রমণ করে। এবং চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ, রাগ নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশময়। রাগাসক্ত যুবা পুরুষ কামানলে দহ্যমান হইয়া, রাত্রিতে নিদ্রা লাভ এবং দিবসেও অন্নোপার্জ্জনচিন্তায় সুখ লাভ করিতে পারে না। ব্যবায়সংসক্ত পুরুষের শুক্রবিন্দু সকল কখন সুখের বলিয়া বোধ করিতে নাই; নিরবচ্ছিন্ন খেদ-সাধন, অবগত হইবে। নরাধম নর কৃমি কর্ত্তৃক তাড্যমান হইলে, কণ্ডূয়নাগ্নির সন্তাপে যে সুখবোধ করে, স্ত্রীতেও তদনুরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। এবং ধনোপার্জ্জন-চিন্তায় যাদৃশ সুখ অনুভূত হয়, স্ত্রীতে তাহার অধিক কিছুই লক্ষিত হয় না। যাহা না থাকিলে, চিত্ত নির্বৃত হয়, তাহাই গণ্ডবেদনা। এই গণ্ডবেদনা পূর্ব্বে, পরে ও বর্ত্ত-মানে একরূপ।

যে ব্যক্তি জরাপীড়িত আত্মাকে অপূর্ব্ব ভাবিয়া, ত্যাগ করিতে হইলে, বারংবার অবলোকন করে, তাহা অপেক্ষা অচেতন দ্বিতীয় নাই। জরাপীড়িত হইলে, পত্নী পুত্রাদি বান্ধব ও ভৃত্যগণ দুরাচারের ন্যায় বারংবার পরিভব করে। এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা অপবর্গ সাধনে কিছুমাত্র ক্ষমতা থাকে না। অতএব যৌবনকালে সর্ব্বথা ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। বাত, পিত্ত ও কফাদির বৈষম্যই ব্যাধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এই দেহ সেই বাতাদিসমূহে পরিবর্দ্ধিত, এই জন্য ইহাকে ব্যাধিসম বলিয়া অবগত হইবে। বাতাদি

ব্যাধিসন্তাপ ব্যতিরেকেও অন্যান্য বিবিধ রোগে দেহীর নানাপ্রকার ক্লেশ ঘটিত রাজন্ শতোত্তর শত মৃত্যু এই দেহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একতর কালসংযুক্ত; অবশিষ্ট মৃত্যুসমূহ নামান্তর বলিয়া পরিগণিত। এই নামান্তরগণিত মৃত্যু সমুদায় ঔষধবলে উপশমিত হয়। এবং জপ ও হোমাদি দানেও নিরাকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কালমৃত্যু কিছুতেই নিবারিত হইবার নহে। সংসারে মৃত্যুর শাসন না থাকিলে, কেহ কাহারও বিধেয় হইত না। মৃত্যুকে ভয় না করে, এরূপ পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাণিগণের সর্পাদি ব্যাধি সমস্ত যেরূপ নানাপ্রকার, বিষ ও অভিচারভেদে মৃত্যুর দ্বারও সেইরূপ নানাবিধ। তৎসমস্ত রোগাদিতে আক্রান্ত এবং কালপ্রাপ্ত হইলে, স্বয়ং ধন্বন্তরিও সুস্থ করিতে সক্ষম নহেন। যে ব্যক্তি কাল কর্ত্তৃক নিপীড়িত হয়, কি ঔষধ, কি তপস্যা, কি দান, কি অম্বা, কি বান্ধবগণ কেহই তাহারে পরিত্রাণ করিতে পারে না। ফলতঃ লোকে মহাত্মাগণের যোগসিদ্ধি, রসায়ন এবং তপোজপেও অত্মার অনায়ত্ত হইয়া, কালমৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ঐপ্রকার মৃত্যুর পর কর্ম্মবশে তাহার যোনিকীটে জন্ম হইয়া থাকে। পুরুষের কর্ম্মসংক্ষয় প্রযুক্ত দেহভেদে যে বিপ্রযোগ সাধিত হয়, তাহাই মরণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়; পরমার্থতঃ কখন বিনাশ হইতে পারে না। সে যাহা হউক, কর্ম্ম সকলের ক্ষয় জন্য মৃত্যু হইলে, জীব দারুণ অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইয়া যে যাতনা ভোগ করে, ইহলোকে তাহার উপমা নাই। সে তৎকালে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, মনে মনে হা তাত! হা মাতঃ! হা

কান্তে! বলিয়া, অতিশয় রোদন করিয়া থাকে। বলিতে কি, সর্প যদ্রূপ মণ্ডুক গ্রাস করে তদ্রূপ সমস্ত সংসার মৃত্যুর কবলসাৎ হইয়া আছে। জীব যখন সেই মৃত্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, বান্ধবগণ তাহারে ত্যাগ ও আত্মীয়গণ বেষ্টন করিয়া থাকে, তাহার মুখ শুষ্ক হইয়া যায়; ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস বহির্গত হয়; খট্টায় পরিবর্ত্তন করিতে করিতে বারংবার মোহ আসিয়া আক্রমণ করে। এবং দারুণ অজ্ঞানবশে তদীয় হস্ত পাদ সমস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। শরীর নগ্ন ও মূত্র বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ; কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্কভাবাপন্ন, লজ্জার লেশমাত্র নাই; বারংবার কেবল জল প্রার্থনা করিয়া খট্টা হইতে ভূমিতে ও ভূমি হইতে খট্টাতে, এই রূপে খট্টা ও ভূমিতে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত সংঘটিত হয়। এবং ঘন ঘন চিন্তা ও কম্প উপস্থিত হইয়া থাকে। অনন্তর সে পঞ্চভূত কর্ত্তৃক ক্ষুভ্যমাণ ও কালপাশে কর্ষিত হইয়া সকলের সমক্ষেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। এবং তৎক্ষণাৎ তদীয় কণ্ঠমধ্যে ঘুরঘুরায়িত হইয়া উঠে। মরিলেও তাহার নিস্তার প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। তৃণজলৌকার ন্যায় পুনরায় দেহ হইতে দেহ ান্তরে প্রবেশ করে এবং প্রামাণান্তরসংযোগ হইলে, পূর্ব্বদেহ বিসর্জ্জন করিয়া থাকে।

যাঁহারা বিবেকবিশিষ্ট তাঁহাদের মরণ অপেক্ষা প্রার্থনাদুঃখ অধিকতর। মরিলে ক্ষণমাত্র দুঃখ, কিন্তু প্রার্থনাদুঃখের অবশেষ নাই। জগৎ প্রার্থনা করিয়া, স্বয়ং বিষ্ণুও, বামন হইয়াছিলেন। সেই বিষ্ণুর অধিক কে আছে যে, লঘুতা প্রাপ্ত না হইবে। রাজন্! আমি অধুনা অবগত হইয়াছি

বরং মৃত্যুও ভাল, তথাপি প্রার্থনা করিবে না। তৃষ্ণা হইতেই লঘুতা জন্মিয়া থাকে। এই তৃষ্ণার আদিতে দুঃখ, মধ্যে দুঃখ ও অন্তেও দুঃখ। এই রূপে স্বভাবতঃ সর্ব্ব-দুঃখের আধার বলিয়া, সংসারে মনুষ্যের বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ সর্ব্বত্রই দুঃখ। যাহার জ্ঞান নাই, সেই ব্যক্তিই কেবল আসক্ত হয়; কোন মতেই বিরাগ প্রকাশ করে না। ভাবিয়া দেখুন, অতিভোজন করিলেও অতিশয় দুঃখ হয়। ভোজন না করিলেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। আবার খাদ্য সংগ্রহ করিতেও ক্লেশের অবধি থাকে না। এই প্রকারে কিছুতেই সুখের লেশ নাই। সমুদায় রোগের সমবায় বশতঃ শেষব্যাধি তমঃ বলিয়া অভিহিত হয়। উহা সর্ব্বদোষ-নিরপেক্ষ হইলে, ক্ষণমাত্র উপশমিত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্ব্যাধিও অতিশয় তীব্র ও নিঃশেষে বল হরণ করে। তাহাতেও অন্যান্য ব্যাধির ন্যায়, মৃত্যু সংঘটিত হয়। জিহ্বা-গ্রপরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে এই ক্ষুধায় কি সুখ হইতে পারে? আরও দেখ, সময় অতীত হইলে, ক্ষুধার আর লেশমাত্র থাকে না। এই রূপে ক্ষুদ্ব্যাধিতে সন্তপ্ত হইয়া লোকে প্রাণত্যাগ করে। এই জন্য পণ্ডিতগণ ক্ষুধাকে পরমার্থতঃ সুখের নিমিত্ত কল্পনা করেন না। নিদ্রা ও জাগরণও সর্ব্বথা ক্লেশময়। লোকে সর্বকার্য্যবিবর্জ্জিত ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া মৃতের ন্যায় যে শয়ন করে, তাহাতে সুখসম্ভাবনা কোথায়? জাগরণেও বহুতর কার্য্য নিমিত্ত আত্মা উপহত হয়; তাহাতেই বা সুখ কি? ফলতঃ দিবসে কৃষি ও বাণিজ্য সেবা, গোরক্ষাদি পরিশ্রম, প্রাতঃকালে বিষ্ঠামূত্র বিসর্জ্জন, মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসা, এবং রাত্রিতে নিদ্রায়

অভিভব ও কামাগ্নির দারুণ সন্তাপ এ সকলও সুখের হইতে পারে না।

অর্থও কখন সুখের নহে। অর্থের অর্জ্জনে দুঃখ, রক্ষণে দুঃখ, বিনাশে দুঃখ, এবং ব্যয়েও দুঃখ। যেমন দেহিদিগের মৃত্যু হইতে ভয় হয়, চৌর, সলিল, অগ্নি, স্বজন ও পার্থিব হইতে অর্থবান্‌দিগের তেমনই ভয় হইয়া থাকে। মাংস যেমন আকাশে রাখিলে পক্ষিগণ, স্থলে শ্বাপদগণ ও জলে মৎস্যগণ ভক্ষণ করে, অর্থবান্‌ও তদ্রূপ সর্ব্বত্র অভিপন্ন হইয়া থাকে। অর্থের সমৃদ্ধিতে মোহ, বিপদে সন্তাপ এবং উপার্জ্জনে খেদ উপস্থিত হয়। অতএব অর্থ কখন সুখাবহ নহে। রাজন্! কালও লোকের সর্ব্বথা দুঃখসাধন। দেখুন, শীতকালে শীত, গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালে বৃষ্টি; নিরতিশয় ক্লেশ সম্পাদন করে।

বিবাহব্যাপারে দুঃখ, গর্ভোদ্‌বহনে দুঃখ, প্রসবকালে দুঃখ, বিষ্ঠাদিপরিষ্করণে দুঃখ, এই রূপে পুত্রও নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়। অধিকন্তু, পুত্রের দন্ত ও অক্ষিপীড়া হইলে, হায় কি কষ্ট, আমি কি করিব! বলিয়া লোকে ব্যাকুল হইয়া থাকে। অধিকন্তু, আমার গোধন নষ্ট হইল, কৃষি ভগ্ন হইল, ভার্য্যা পলায়ন করিল, আমার গৃহস্থিত ব্যক্তিগণও সকলেই ভগ্নচিত্ত ও পরাঙ্মুখ প্রায়; স্ত্রীও আমার বালবৎসা অথবা বন্ধ্যা; কে আমার গৃহবন্ধন করিবে; এবং দেয় কাল উপস্থিত হইলে, কন্যার আমার কীদৃশ বর হইবে, ইত্যাদি চিন্তাভিভূত গৃহিগণের সুখসম্ভাবনা কোথায়? এইপ্রকার কুটুম্বচিন্তায় আকুল হইলে, পুরুষের শ্রুত, শীল ও গুণ সমুদায়ই, আমঘটনিহিত জলের ন্যায়,

দেহের সহিত বিনষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন। কুক্কুরের ন্যায় পরস্পর এক দ্রব্যের অভিলাষ বশতঃ দেহিমাত্রেরই স্বজাতীয় হইতে ভয় হইয়া থাকে।

সর্ব্বদা সন্ধিবিগ্রহের আকাঙ্ক্ষা থাকাতে, রাজত্বেও সুখসম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ, সংগ্রামে প্রবেশ না করিলে এবং পরবল নিরস্ত করিয়া, নির্ভয়ে অবলীলাক্রমে থাকিতে না পারিলে, কোন রাজাই খ্যাতিমান্ হইতে পারেন না। দেখুন, শ্রীমান কার্ত্তবীর্য্যের বাহুসহস্রও যুদ্ধে খণ্ড খণ্ড হইয়াছিল। দশরথনন্দন রাম মহাবল ভৃগুরামের অতুল বীর্য্য ও ঊর্দ্ধগতি উভয়ই ব্যাহত করিয়াছিলেন। জরাসন্ধ স্বয়ং বাসুদেবেরও যশ বিনষ্ট করেন; মহাবীর ভীমের হস্তে তাঁহারও নিধন সম্পন্ন হয়। আবার সেই ভীম বানরের পুচ্ছাঘাতে বিক্ষিপ্ত ও ধরাতলে পতিত হইয়াছিলেন। যে অর্জ্জুন স্বর্গে বলদর্পিত নিবাতকবচ দানবদিগকে জয় করেন, তিনি গোপাল হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। সূর্য্য সাতিশয় প্রতপ্ত হইলেও, মেঘে কখন কখন আচ্ছন্ন হইয়া থাকেন। সেই মেঘ বায়ুবশে বিক্ষিপ্ত হয়; নগগণ সেই বায়ুরও বীর্য্য বিনাশ করে; সেই নগগণও অগ্নি কর্ত্তৃক দহ্যমান হয়, সেই অগ্নিও জলসংসর্গে নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে; সেই জলও সূর্য্যের তেজে শুষ্ক হয়; সেই সূর্য্যও সানুচর ও সত্রৈলোক্য প্রলয় সময়ে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়েন; সেই ব্রহ্মাও আবার সমুদায় দেবতার সহিত পরার্দ্ধদ্বয়কালান্তে পরমাত্মা শিব কর্ত্তৃক সংহৃত হইয়া থাকেন। এই রূপে সংসারে পরমপুরুষ অব্যয় নারায়ণ ব্যতিরেকে সর্ব্বোত্তমবলসম্পন্ন আর কেহই

নাই। রাজন্! বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই রূপে এই অসার জগৎ পরিত্যাগ করিবেন।

সংসারের যখন এই প্রকার দশা, তখন ইহাতে কোন ব্যক্তিই সর্ব্বাংশে শূর বা পণ্ডিত এবং সর্ব্বাংশে মূর্খ বা সর্বজ্ঞ হইতে পারে না। যে ব্যক্তি যে বিষয় অবগত, সে তাবৎমাত্রেই পণ্ডিত। সুতরাং সর্বত্র সমান মান বা সমান প্রভাব হইবার সম্ভাবনা কি? যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অতি-শায়ী, তাহারই প্রভাব পরিগণিত হয়। দানবগণ দেবতাদের এবং দেবতারাও তাহাদিগকে জয় করিয়াছিলেন। ফলতঃ জয় পরাজয় ভাগ্যবশতঃ পরস্পরে অধিষ্ঠান করিয়া থাকে। এইরূপে রাজার শয্যা, আসন, পান, ভোজন, পরিচ্ছদ ও ভাজন ইত্যাদি সুখসম্পত্তি কেবল দুঃখের জন্য। আপনি সর্ব্ব ভূমির অধিপতি। আপনাকেও খট্টামাত্রপরিগ্রহ হইতে হইবে। অতএব সলিলকুম্ভসহস্র কেবল ক্লেশ ও আয়াস-বিস্তারমাত্র। তথাহি, রাজা যে মনে করে, মদীয় গৃহে প্রত্যূষসময়ে তূর্য্যনির্ঘোষ ও অন্যান্য বাদ্য হইয়া থাকে, ইহা বাহ্য অভিমান মাত্র। যাবৎ মৃত্যু না হয়, তাবৎ প্রীতিপর গীত নৃত্য, উন্মত্ত চেষ্টিত ও আলেপন প্রভৃতি সমুদায়ই শোভা পায়। রাজন! এই সকল জানিয়া শুনিয়া রাজ্যভোগে কখন কি সুখ লাভ হইতে পারে? আরও দেখুন, পরস্পর বিজিগীষু নরপতিগণের ধনবাহুল্য জন্য অভিমানগর্ব একমাত্র দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে।

স্বর্গেও সুখ লাভের সম্ভাবনা নাই। কেননা স্বর্গ প্রাপ্ত হইলেও, পুনরায় পতিত হইতে হয়। বিশেষতঃ উপ-

র্য্যুপরি সকলের পরস্পর অপেক্ষা আতিশয্য এবং সৌভাগ্য-গর্ব দর্শন করিয়া, মনে নিতান্ত অসুখ জন্মে। কাহারও তথায় নিঃশেষে পুণ্যফল ভোগ করিবার সম্ভাবনা নাই। পুণ্যব্যতিরেকে অন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, দারুণ দোষোৎ-পত্তি হইয়া থাকে। পাদপ যেমন ছিন্নমূল হইলে পর্বত হইতে পৃথিবীতে পতিত হয়, দেবতারও পুণ্য প্রক্রিয়া তদ্বৎ নিপতিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু, স্বর্গে দেবগণের সুখাভিলাষনিষ্ঠ সুখ ভোগ করিতে করিতে অকস্মাৎ দুঃখ উপস্থিত হয়, ইহাও অতিশয় ক্লেশের বিষয়। এই প্রকার বিবেচনা করিলে, স্বর্গেও দেবগণের সুখসম্ভাবনা নাই! আরও দেখুন, স্বর্গে কর্ম্মভোগের জন্য ক্ষয় ও অভিপ্রেত সিদ্ধির ব্যাঘাতও অসম্ভাবিত নহে! তাহাতে পুনরায় জন্মবিপাকবশতঃ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়। রাজন্! বাক্য, মন, কায় ও মানস এই চতুর্ব্বিধ ঘোর পাতক জন্য জীবনাবসানে দেহিদিগের অতিশয় কষ্ট ও নরকানলে নিতান্ত দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে।

অধিক কি, সুদুঃসহ কুঠারচ্ছেদ, বল্কল ভক্ষণ, প্রচণ্ড বায়ু দ্বারা পর্ণশাখা ও ফলপাত, গজ ও অন্যান্য শরীর দ্বারা উন্মূলন ও অপমর্দ্দন, দাবাগ্নি ও হিমশোষ, স্থাবর জাতিতে এই সকল দুঃখ ও ক্লেশ। তদ্ব্যতীত, সর্পগণের তৃষ্ণা, বুভুক্ষা ক্রোধ, দুষ্টগণের নির্যন্ত্রণ, ও পাশবন্ধন, কীটাদির বারং-বার অকস্মাৎ জন্ম মরণ, সরীসৃপাদির অনেকবিধ ক্লেশ, মৃগবিহঙ্গমগণের বর্ষা শীত ও গ্রীষ্মাদিতে অতিশয় দুঃখ, মৃগগণের পদে পদে অতিমাত্র ক্লেশ ও অতিমাত্র ত্রাস এবং এড়কাদি পশুগণের ক্ষুত্তৃষাদি সহিষ্ণুতা, বন্ধন, দণ্ড-

তাড়ন, নাসারোধন, সন্ত্রাসন, শীতবাতে সর্ব্বদা আহতি, বেণুকাষ্ঠাদি নিগড়, অঙ্কুশ দ্বারা নির্যন্ত্রণ, শিক্ষাবন্ধাদি জন্য নিষ্পীড়ন, বলপূর্ব্বক আনয়ন ও বন্ধনে আত্মযূথ বিরহ ইত্যাদি বহুবিধ দুঃখ লক্ষিত হইয়া থাকে। মনুষ্যও তদ্রূপ গর্ভবাস, অতিবাল্যকালে জ্ঞানশূন্যতা, কৌমারে গুরুশাসন, যৌবনে কাম, রাগ ও ঈর্ষা, গোরক্ষাদি কর্ম্ম-পরম্পরা, কৃষি ও বাণিজ্যসেবা, বার্দ্ধক্যে জরাব্যাধিনিপীড়ন মরণ প্রার্থনা, চৌরাগ্নিজলদাঘাত ইত্যাদি বিবিধ দুঃখে অভিভূত ও আক্রান্ত হয়। অর্থের অর্জ্জন ও রক্ষণ, কার্পণ্য, মৎসর, দম্ভ, ধনী হইলে অকার্য্যে প্রবৃত্তি, ভৃত্য-বৃত্তি, কুসীদ, দাসত্ব, পরাধীনতা, ইষ্টানিষ্টযোগ, দুর্ভিক্ষ, দুর্ভগত্ব, মূর্খতা, দরিদ্রত্ব, অধরোত্তরবিভাগ, নরক, রাজ-বিভ্রম, অন্যোন্যাতিশয ও ভয়, এবং মহীপতিগণের রাজ্যে অন্তর্ব্বহিঃ প্রকোপ, প্রভাব ও বিত্তধর্ম্মের অনিত্যতা, অন্যোন্যের মর্ম্মভেদার্থ অন্যের পীড়া সমুৎপাদন এবং পাপ, মোহ ও লোভ ইত্যাদিও মনুষ্যজাতির নিরতিশয় ক্লেশ ও ভয়ের কারণ হইয়া থাকে। রাজন্! যেহেতু নিরয়াদি মনুষ্যান্ত সমুদায় সংসার ইত্যাকার নানাপ্রকার দুঃখের আধার, সেইহেতু পণ্ডিত ব্যক্তি ইহা পরিহার করিবেন। ফলতঃ, এই সংসার কেবল দুঃখময় এবং দুঃখেই উপ-শান্ত হয়।

স্বর্গেও ভোগসংপ্লব বা সম্ভব সমুদায় এই প্রকার অন্যোন্যাতিশয্যের অতিপাতী নহে। তথায় দেবগণের ধর্ম্মক্ষয় জন্য বিবিধ দুঃখ, পুণ্যক্ষয় জন্য বিবিধ জাতি-সহস্রে উদ্ভব এবং তদ্ভিন্ন বহুবিধ রোগ প্রাদুর্ভূত হইয়া

থাকে। দেখুন, যজ্ঞের শিরঃ ছিন্ন হইয়াছিল। অশ্বিদ্বয় তাহা পুনঃসন্ধিত করেন। সেই দোষে যজ্ঞ সর্ব্বদাই শিরোরোগে অভিভূত। সূর্য্যের কুষ্ঠ, বরুণের জলোদর, পুষার গতিবৈকল্য, ইন্দ্রের ভুজস্তম্ভ, সোমদেবের অতিশয় ক্ষয়রোগ কাহারও অবিদিত নাই। প্রজাপতি দক্ষেরও অতিশয় জ্বর উপস্থিত হয়। কল্পে কল্পে মহাপ্রভাব দেবগণেরও ক্ষয় হইয়া থাকে। পরার্দ্ধদ্বয় উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মারও ধ্বংস হয়। অধিকন্তু তিনি কামপরতন্ত্র হইয়া, পূর্ব্বে তেজোবলে স্বীয় পৌত্রী হরণ করিয়াছিলেন। যেখানে কাম ক্রোধ উভয় অবস্থিত, সেখানে তদাত্মক সমস্ত দোষ ও সমস্ত দুঃখও অবস্থিতি করে, তাহাতে সংশয় নাই। বিষ্ণুরও জন্ম মরণ, মায়াবিত্ত, স্ত্রীবধ, কামশক্তি ও পাণ্ডবরণে সারথ্য শুনিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ রুদ্রেও পুর দগ্ধ ও দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়াছিলেন। স্কন্দেরও শুক্র হইতে জন্ম ও সহস্র সহস্র ক্রীড়াদি ব্যাপার পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এই রূপে সমুদায় দেবতাই রাগাদি দোষত্রয়ে আচ্ছন্ন; একমাত্র সত্যস্বরূপ সর্ব্বপ্রভু স্বয়ম্ভব পরমপূর্ণ নারায়ণই সকলের শ্রেষ্ঠ।

এই প্রকারে সমুদায় সংসার পরস্পর আতিশয্যে প্রতিষ্ঠিত ও বহুল দুঃখে পরিপূর্ণ জানিয়া সর্ব্বথা নির্ব্বেদ আশ্রয় করিবে। নির্ব্বেদ হইতে বিরাগ জন্মে, বিরাগ হইতে জ্ঞানসম্ভব হয়, জ্ঞান প্রভাবে পরস্বরূপ পরিজ্ঞাত হইলে, শিবমূর্ত্তি, স্বস্থানলাভে পরমসুখী, সর্ব্বজ্ঞ ও নিরতিশয় পূর্ণ এবং কুট বলিয়া অভিহিত হয়।

রাজন্! আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদনুসারে

আপনার নিকট ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক ও সর্বজ্ঞানসমুচ্চয় সর্ব্বতো-ভাবে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ইন্দ্রের আদেশে ইন্দ্রলোকে গমন করুন।

দ্বিষষ্টি অধ্যায়

যযাতি কহিলেন, মাতলে! আমার ভাগ্য প্রসন্ন, সেই জন্য দেবরাজের সম্ভাষ বশতঃ আপনার দর্শন সম্পন্ন হইল। যাহা হউক, মর্ত্ত লোকে মানবগণ দারুণ পাপ করিয়া থাকে। এক্ষণে তাহাদের তত্তৎ কর্ম্মবিপাক বলিতে হইবে।

মাতলি কহিলেন, শ্রবণ করুন, পাপাচারলক্ষণ কীর্ত্তন করিব। ইহা শ্রবণ করিলে, প্রশ্নকালে জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। লোকে যে বেদের নিন্দা ও ব্রহ্মাচার কুট্টন করে, জ্ঞানপণ্ডিতগণ তাহাকে মহাপাতক জানিবেন। লোকে যে সাধুগণের পীড়ন করে, তাহাও মহাপাতক; তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। লোকে যে কুলাচার পরিত্যাগ করিয়া, অন্যাচার অবলম্বন করে তত্ত্ববেদিগণ তাহাকে পাতকসম্ভূত বলিয়া থাকেন। মাতাপিতার নিন্দা, ভগি-নীর তাড়না, এবং দুহিতার কুৎসাও পাতক বলিয়া পরি-

গণিত হয়। রাজন্! যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ সময়ে পঞ্চক্রোশ অন্তরে থাকিয়া, জামাতা, দৌহিত্র ও ভগিনীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাম, ক্রোধ বা ভয়ে অন্যকে ভোজন করায়, তাহার পিতৃগণ সেই শ্রাদ্ধে ভোজন করেন না এবং ব্রাহ্মণগণও প্রস্থান করিয়া থাকেন। ইহা তাহার পিতৃ-হত্যা সমান পরম পাতক বলিয়া পরিকল্পিত হয়। বিদ্বান হউক, মূর্খই হউক, ব্রাহ্মণগণ উপনীত হইলে, যে ব্যক্তি ভূমিদান ত্যাগ করে এবং অন্যান্যকে বর্জ্জন করিয়া কেবল একজনকে দান করে, তাহার দানভ্রংশকর ঘোর মহা-পাতক হইয়া থাকে। যজমানের গৃহস্থিত ব্রাহ্মণদিগকে পরিত্যাগ করিতে নাই। তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দান, দানের লক্ষণ হইতে পারে না। সদাচারসমন্বিত সর্ব্বথা তপস্যানিষ্ঠ সমদর্শী দ্বিজাতিকে ত্যাগ করিয়া, অন্যকে দান করিলেও, দত্তফল অসংশয়িত নিষ্ফল হয়। ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ বা মূর্খ হউক, সর্ব্বপ্রকার পুণ্য কালেই তদীয় পূজা করিবে। ঐ প্রকার পূজা করিলে, অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়। যেব্যক্তি অন্য বিপ্রের স্নেহবশতঃ অপরকে নিবারণ করে, সেই মহাপাতকী দান ফল প্রাপ্ত হয় না। শ্রাদ্ধে ভক্তি পূর্ব্বক পিতৃপিতামহের তর্পণ সময়ে দুই জন ব্রাহ্মণকে অন্ন, বস্ত্র, তাম্বূল ও দক্ষিণা যোগে পূজা করিবে। তাহাতে পিতৃগণ পরিতুষ্ট হয়েন। শ্রাদ্ধভোক্তা দ্বিজাতিকে দক্ষিণা ও দান করা বিধেয়। না করিলে, শ্রাদ্ধকর্ত্তার গোহত্যাসদৃশ পাতক হয়। এই জন্য শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক দুই জনের পূজা করিব।

রাজন্! ব্যতীপাত, বৈধৃতি, অমাবস্যা, ক্ষয়াহ,

পরপক্ষ এই সকল উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে। যজ্ঞে যেরূপ ঋত্বিক্ প্রকল্পিত হয়, তদ্বৎ-শ্রাদ্ধদান জন্য সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ নিয়োগ করিবে। সবিশেষ অবগত হইয়া, বিবেচনা পূর্ব্বক এই নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। যাহার বংশ, কুল, ষট্ পুরুষ, ও আচার পরিজ্ঞা তাদৃশ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে। সচরাচর জ্ঞান আচার ব্যবহার বিচারণার সাধন হইয়া থাকে। মূর্খ যদি শুদ্ধ হয়, তাঁহাকেও শ্রাদ্ধে দান করিতে নাই। আবার বেদবেদাঙ্গ-পারগ হইলেও, যদি অবিজ্ঞাত হয়, তাহাকেও দান বা ব্রাহ্মণ করিবে না। রাজন্! শ্রাদ্ধে দ্বিজাতির অপূর্ব্ব আতিথ্য করা বিধেয়। অন্যথা করিলে নিশ্চয়ই পাপ ও নরকগতি লাভ হয়। পিতৃগণ তদীয় বিপ্রবর্জ্জিত গৃহে ভক্ষণ করেন না। প্রত্যুত, শাপ দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। সে মহাপাপী ও ব্রহ্মহত্যার পাতকভাগী হয়। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ পৈত্রাচার পরিত্যাগ করে, তাহাকে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত মহাপাপী অবগত হইবে। যাহারা ভোগ সাধন শৈব বা বৈষ্ণবাচার ত্যাগ এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নিন্দা করে, তাহারাও পাপবান্ধব বলিয়া পরিজ্ঞাত হয়। যাহারা শিবাচার বিসর্জ্জন ও শিবভক্তের দ্বেষ, হরির নিন্দা ও ব্রহ্মার বিদ্বেষ এবং আচারকুট্টন করে, তাহারাও মহাপাপীর অগ্রগণ্য। যে ব্যক্তি পরম জ্ঞান পূজা করত প্রশস্ত ভাগবত, বৈষ্ণব, হরিবংশ, মৎস্য, কূর্ম্ম বা পদ্ম-পুরাণের সেবা করে, সেই দেবদেব বাসুদেবের সাক্ষাৎ পূজাফল লাভ করিয়া থাকে। সেই জন্য দেবালয়ে নিত্য বৈষ্ণব জ্ঞান ও বিষ্ণুবল্লভ বৈষ্ণব পুস্তক পূজা করা

কর্ত্তব্য। ঐরূপ পূজা করিলে, স্বয়ং কমলাপতি সর্ব্বতো-ভাবে পূজিত হয়েন। যাহারা লোভ বা অজ্ঞানবশতঃ পূজা না করিয়া, হরির জ্ঞান ধ্যান, লিখন, অন্যায়তঃ দান, শ্রবণ, উচ্চারণ, বিক্রয়, অপবিত্র প্রদেশে যথেচ্ছ স্থাপন, যেরূপে সেই জ্ঞান জানিতে হয় তাহা করিয়া, শক্তি থাকিতেও প্রকাশ, অধ্যয়ন বা প্রমাণ, এবং অশুচি হইয়া অশুচি স্থানে কীর্ত্তন বা শ্রবণ করে, তাহাদের তৎসমস্ত নিন্দাসমান কীর্ত্তিত হয়।

যে ব্যক্তি গুরুপূজা না করিয়া শাস্ত্র শ্রবণে অভিলাষী হয়, তদীয় শুশ্রূষা ত্যাগ ও আজ্ঞা ভঙ্গ করে, তাঁহারে অভিনন্দন করিতে প্রবৃত্ত না হয়, তদীয় বাক্যের উত্তর করে, সাধ্য হইলেও তদীয় কার্য্যে উপেক্ষা করে, গুরু মোহাচ্ছন্ন, বিদেশস্থ অথবা শত্রুকর্ত্তৃক পরিভূত হইলে, ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহার পাপ শ্রবণ কর। সে যাবৎ-চতুর্দ্দশ-ইন্দ্র কুম্ভীপাক নরকে বাস করে। পুত্র, মিত্র ও কলত্রের প্রতি অবজ্ঞা করিলেও, গুরুনিন্দার সমান পাপ হইয়া থাকে। ব্রহ্মঘ্ন, স্বর্ণস্তেয়ী, গুরুতল্পগ, যোগনাশক এবং পাতিত্যসঞ্চারক এই পাঁচ জনও মহাপাপী। তন্মধ্যে যে ব্যক্তি ক্রোধ, দ্বেষ, ভয় বা লোভ বশতঃ ব্রাহ্মণকে মর্ম্মান্তিক দোষ দান করে, তাহাকে ব্রহ্মঘ্ন বলে। যে ব্যক্তি যাচমান অকিঞ্চন দ্বিজাতিকে আহ্বান করিয়া, পশ্চাৎ নাই বলিয়া থাকে, সেও ব্রহ্মঘ্ন। যে ব্যক্তি সভামধ্যে উদাসীন দ্বিজাতিকে বিদ্যাভিমানে নিস্তেজিত করে, যে ব্যক্তি মিথ্যা-গুণে আত্মাকে তৎক্ষণাৎ উৎকর্ষিত করে, যে ব্যক্তি গুরুর নিরোধ করে, অন্নভোজনাভিলাষী ক্ষুত্তৃষার্ত্ত দগ্ধজনের

বিঘ্নসাধন করে, তাহাকেও ব্রহ্মঘ্ন বলে। যে ক্রূর সকল লোকের রন্ধ্রান্বেষণে তৎপর ও উদ্বেগজনক, এবং দেব, দ্বিজ ও গোগণের পূর্ব্বভুক্ত ভূমি হরণ করে, তাহাকেও ব্রহ্ম-ঘাতক বলে। রাজন্! অন্যায়পূর্ব্বক দ্বিজবিত্তের হরণ করিলেও, ব্রহ্মহত্যার সমান পাতক সঞ্চিত হয়।

পঞ্চবিধ যজ্ঞীয় কর্ম্মে অগ্নিহোত্র পরিত্যাগ, মাতা পিতা ও অন্যান্য গুরুজনের কৌটসাক্ষ্য, সুহৃদ্‌বধ, শিব-ভক্তের অপ্রিয় সাধন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, সংগ্রামে বিজিত-বাদ প্রাণিগণের সংহার, গোগণের গোষ্ঠে অরণ্যে গ্রামে বা নগরে অগ্নিদীপন এবং সুরাপান ইত্যাদি ঘোর পাতক বলিয়া জানিবেন। পরস্ত্রী, গজ, বাজী, গো, ভূমি, রজত, রত্ন, ওষধি, রস, চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কস্তুরী, পট, বস্ত্র এবং হস্তন্যাস ও দরিদ্রের সর্ব্বস্ব হরণ স্বর্ণ চুরির সমান বলিয়া পরিগণিত হয়। কন্যা বরযোগ্যা হইলে, সদৃশ পাত্রে অসম্প্রদান, পুত্র মিত্রের কলত্র ও ভগিনীতে গমন, ইত্যাদি পাতক গুরুতল্পের সদৃশ। মহাপাতক সদৃশ যে সকল পাপ উক্ত হইয়াছে, তাহারা পাপসংজ্ঞ, অত্যন্ত পাতক নহে।

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রদান না করে অথবা তাঁহারে স্মরণ না করায়, তাহার তাহা উপ-পাতক। দ্বিজদ্রব্যের অপহরণ, মর্য্যাদালঙ্ঘন, অভিমান, অতিকোপ, দাম্ভিকত্ব, কৃতঘ্নতা, অত্যন্ত বিষয়াসক্তি, কাপট্য, শঠতা, মৎসর, পরদারহরণ, সাধ্বী কন্যাদির দূষণ, পরিবিত্তি কর্ত্তৃক পরিবেত্তার আলিঙ্গন, তাহাদের যাজন বা কন্যাদান, স্বামী অভাবে পুত্রমিত্র কলত্রের পরিত্যাগ,

ভার্য্যাবর্জ্জন, গোষ্ঠে সাধু, তপস্বী, বৈশ্য, স্ত্রী বা শূদ্রের হত্যা, শিবায়তন বৃক্ষের পুষ্প শাখার বিনাশন, ইচ্ছা-পূর্ব্বক আশ্রম স্থানের উৎপীড়ন, আশ্রমস্থ ভৃত্য ও পশুগণের নির্যন্ত্রণ, ধন ধান্য বা পশুচৌর্য্য, অসাধ্য যাচঞা, যজ্ঞারামতড়াগ বা পুত্র কল্ত্রের বিক্রয়, তীর্থযাত্রা ও উপ-বাসাদি ব্রত, অন্যান্য সৎকর্ম্ম এবং স্ত্রীধন বা স্ত্রীর অর্জ্জনে উপজীবিকা, সুবর্ণবিক্রয়, অধর্ম্মচর্চ্চা পরদোষপ্রবাদ, পরচ্ছিদ্রের পর্য্যবলোকন ইত্যাদি পাতক সমস্ত গোহত্যার সমান বলিয়া জানিবেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্রের কর্ত্তা হর্ত্তা ও বিক্রয়ী, ভৃত্যগণে দয়াহীন, পশুগণের দমন ও মিথ্যা প্রবাদে কর্ণ প্রদান করে, এবং স্বামী, মিত্র ও গুরুদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়, যে ব্যক্তি মায়াবী, চপল, শঠ, এবং ভার্য্যা, পুত্র, মিত্র, বাল, বৃদ্ধ, কৃশ, আতুর, ভৃত্য অতিথি ও বুভুক্ষিতদিগকে ত্যাগ করিয়া একাকী ভোজন মিষ্ট ভক্ষণ ও মিষ্ট আস্বাদন করে, এবং ব্রহ্মবাদিগণের বিগর্হণায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাকেও পাপী বলিয়া অবগত হইবেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়াও স্বয়ং আদান পূর্ব্বক নিয়ম সকল ত্যাগ করে, রইস্যক্ষেত্রের ভেদ করে, সাধু, বিপ্র, গুরু, গো ও নির্দ্দোষ সাধ্বী রমণীর তাড়না করে, আলস্যে বদ্ধসর্ব্বাঙ্গ হইয়া বারংবার শয়ন করে, দুর্ব্বলের অপরিপোষণ ও নষ্টের অন্বেষণ করে, গোবৃষদিগকে অতি-ভারে পীড়িত বা অতিমাত্র বাহিত করে, সর্ব্ব পাপে আহত বা সংযুক্ত হইয়া, ভোগপরম্পরার অনুসরণ করে এবং ভগ্ন ক্ষতরোগার্ত্ত ক্ষুধাতুর গো সকলকে পরিপালন না করে, সে গোঘ্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। যে পাপিষ্ঠ

বৃষগণের বৃষণ ছেদন ও গোবৎসের বাহন করে, সে মহানরকির সদৃশ। যাহারা ক্ষুৎতৃষ্ণাশ্রমকাতর আগন্তুক বা অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহারা নরকে গমন করে। যে মূঢ় অনাথ, বিকল, দীন, বাল ও তৃষ্ণাতুরের পরিপালন না করে, সে নরকার্ণবে নিমগ্ন হয়। আজাবিক, মাহিষিক, সামুদ্রী, বৃষলীপতি, বিপ্রাচারবিশিষ্ট শূদ্র, শিল্পী, কারু, বৈদ্য, নৃপধ্বজ, দূত ও অমাত্য ইহারা সকলেই নরকগামী। যে রাজা উদিত অতিক্রম পূর্ব্বক ইচ্ছানুসারে কর সংগ্রহ করে এবং দণ্ডই যাহার একমাত্র রুচিকর, তাহাকে নরকে পচিতে হয়। যে রাজার রাজ্যে উৎকোচ ও চৌর্য্যের অতিশয় পীড়ন, তাহাকেও নরকে পচিতে হয়; যে দ্বিজ অন্যায়প্রবৃত্ত রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তাহাদের নিঃসংশয় ঘোর নরক হয়। পারদারিক, চোর ও অরক্ষক নৃপতির যে পাপ, প্রতিগ্রাহী তদ্বৎ ঘোর পাতক সঞ্চিত হইয়া থাকে। রাজা যদি ন্যায়বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মান্তর আশ্রয় করেন, তবে চোর না হইলেও চোরের প্রধান হয়েন। আর যদি ন্যায়বিচার করেন, চোর হইলেও অচোর হইয়া থাকেন।

ঘৃত, তৈল, অন্ন, পান, মধু, মাংস, সুরা, আসব, গুড়, ইক্ষু, ক্ষীর, শাক, দধি, মূল, ফল, তৃণ, কাষ্ঠ, পুষ্প পাত্র, শস্য ভাজন, উপানৎ, ছত্র, শকট, শিবিকা, আসন, তাম্র, শীস, ত্রপু, শস্য, শঙ্খাদি জলোদ্ভব, বেণুবংশাদ্য বাদিত্র, গৃহোপকরণ, ঊর্ণা, কার্পাস, কোষোত্থ, রঙ্গ ও বাসোদ্ভব, তুল, সুক্ষ্ম বস্ত্র এবমাদি অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য লোভ বশতঃ হরণ করিলে, নরকে নিশ্চয়ই পতিত হইতে হয়। ফলতঃ

পরদ্রব্য বা পরস্ব যা তা হউক, যে কোন প্রকারে হরণ করিলে, নিঃসংশয় নরক লাভ হইয়া থাকে। রাজন্ এবমাদি পাপে অতিক্রান্ত মানবগণ চরমে শরীর পরিহার করিয়া, পূর্ব্ব দেহ প্রাপ্ত হয়। এবং যমের আদেশানুসারে তদীয় ঘোরাকৃতি দূতগণ কর্ত্তৃক নীয়মান ও সাতিশয় দুঃখিত হইয়া, যমলোকে গমন করিয়া থাকে। যাহারা দেব-মানুষনিন্দাদি অধর্ম্মদোষে নিয়তচিত্ত, ধর্ম্মরাজ বিবিধ দারুণ বধ বন্ধনে তাহাদের শাস্তা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়েন। যাঁহারা বিনয়াচারবিশিষ্ট, তাহারা প্রমাদ বশতঃ চলিত-মনস্ক হইলে, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা গুরুই তাহাদের শাস্তা হয়েন। যাঁহারা পারদারিক, চৌর, ও অন্যায়াচারে প্রবৃত্ত, রাজাই তাহাদের শাসক। কিন্তু যাহারা ছদ্মবেশী, ধর্ম্মরাজ তাহাদের শাসন করেন। এই জন্য কৃত-পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। অন্যথা অভুক্ত পাপের কোটি শত কল্পেও বিনাশ হয় না। যে ব্যক্তি কায়মন-বাক্যে স্বয়ং পাপ করে, করায় বা অনুমোদন করে, তাহার অধোগতি ফল লাভ হইয়া থাকে।

রাজন্! আমি সংক্ষেপে এই ত্রিসাধন পাপভেদ এবং পাপকর্ম্মা মানবগণের বিবিধ গতি কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আর কি বলিতে হইবে বলুন। দেবসারথি মাতলি সেই ধর্ম্মবৎসল রাজাকে ধর্ম্মপ্রসঙ্গে এই প্রকারে পরম পুণ্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

ত্রিষষ্টি অধ্যায়।

মাতলি কহিলেন, এই প্রকার পাপ করিলে, দেহি-মাত্রেই বিবশ হইয়া, ঘোর ত্রাসজনক যমলোকে গমন করিয়া থাকে। গর্ভস্থ বা ভূমিষ্ঠ, বালক বা তরুণ, স্ত্রী বা পুরুষ, নপুংসক বা বৃদ্ধ, সকলকেই নরকে গমন করিতে হয়। তথায় চিত্রগুপ্তপ্রমুখ সমদর্শী সাধু মধ্যস্থবর্গ তাহা-দের শুভাশুভ ফল বিচার করিয়া থাকেন। সংসারে এমন প্রাণী নাই, যাহাকে যমলোকে গমন করিতে না হয়। তথায় বিচারিত কৃতকর্ম্মের ভোগও অবশ্যম্ভাবী। তন্মধ্যে যাহারা পবিত্র কর্ম্মশীল, শুদ্ধচিত্ত ও দয়াসম্পন্ন, তাহারা সৌম্যমার্গে যমভবনে গমন করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে কাষ্ঠপাদুকা দান করে, সে অশ্বযানে পরম সুখে যমালয়ে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ছত্র দান করে, সে মস্তকে ছত্র ধারণ, যে বস্ত্র দান করে সে দিব্যবস্ত্র পরিধান, যে শিবিকা দান করে সে রথে আরোহণ, যে উত্তম আসন দান করে সে সুখভোগ, যে আরাম দান করে সে সুশীতল ছায়া নিসেবন, যে পুষ্পবাটী দান করে, সে পুষ্পক যানে অধি-রোহণ, যে দেবায়তন ও যতিগণের আশ্রম বিধান করে সে উত্তম গৃহে অধিষ্ঠান করিয়া, যমভবনে সমাগত হয়। যে ব্যক্তি গুরু, অগ্নি, দ্বিজাতি, দেবতা, পিতা ও মাতার পূজা করে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিখিল গুণনিলয় দরিদ্রদিগকে স্বম্পা-

মাত্রও দান করে, সে সর্ব্বকামসমুপেত হইয়া থাকে। সাধুগণ যাহাকে শ্রদ্ধাদান কহেন, সেই শ্রদ্ধাদানে শাকমাত্র প্রদান করিলেও, অনন্ত ফল লাভ হয়। দেশ, কাল, পাত্র এবং গুণবান্ ও শুদ্ধসত্ত্ব কর্ত্তা এই চতুষ্টয় সমবেত হইলে, শ্রদ্ধাদানের আনন্ত্য হইয়া থাকে। এই জন্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবে। তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী। আপনার নিকট শ্রদ্ধাও কীর্ত্তন করিলাম।

চতুঃষষ্টি অধ্যায়

মাতলি কহিলেন, শিবধর্ম্মাগমোত্তমে শিবকর্ত্তৃক যে সকল ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, কর্ম্মযোগের প্রভেদ বশতঃ তৎসমস্ত নানাভাগে বিভক্ত। এই সনাতন শিবধর্ম্ম সমুদায় সুমহান বৃক্ষস্বরূপ অনন্ত শাখায় পরিকলিত, একমাত্র শিবমূলে অধিষ্ঠিত, জ্ঞানধ্যানরূপ সুকুমার পুষ্পে সুশোভিত এবং সর্ব্বথা শুদ্ধ ও সর্ব্বভূতহিতাবহ। ইহাতে হিংসাদি বা ক্লেশাদি দোষের নামগন্ধ নাই। যে হেতু ভগবান্ শিব অধিষ্ঠাতা এবং তদীয় ভাব সমস্ত ধারক, সেই হেতু শিবধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সকল ধর্ম্ম সংসারসমুদ্রের পার বিধান করে। শম, দম, সত্য, তিতিক্ষা, অস্তেয়, আর্জ্জব, দান, ইজ্যা, তপস্যা, ধ্যান, ধর্ম্মের এই

দশবিধ সাধন। ইহাদের ব্যস্ত বা সমস্ত যে কোন ভাবে অনুষ্ঠান হইলেই, শিবপ্রাপ্তি ও শিবগতি লাভ হইয়া থাকে। পৃথিবী যেমন সর্ব্বভূতের সাধারণ স্থান, সেই প্রকার শিবপুর শিবভক্তগণের সাধারণ বলিয়া পরিকল্পিত হয়। ইহলোকে ভূতগণের যেমন সাতিশয় ভোগ দেখিতে পাওয়া যায়, শিবপুরে বিবিধ পুণ্য ভেদে তদনুরূপ ভোগ ঘটিয়া থাকে। এখানে যেমন শুভাশুভ ফল দেহিমাত্রেরই অবশ্যম্ভোগ্য, তদ্রূপ শিবধর্ম্মের ফলও তথায় ভোগ করিতে হয়। শ্রদ্ধা ও পাত্র বিশেষে যাহার যাদৃক পুণ্য সঞ্চিত হয়, শিবপুরে তাহার তাদৃক ভোগাতিশয্য কথিত হইয়াছে। তথায় স্থান প্রাপ্তিও সাতিশয় ভোগতুল্য হইয়া থাকে। অতএব সপ্তস্বর্গজয়াভিলাষে মহৎ পুণ্য সঞ্চয় করিবে। শিবপুরে শুদ্ধ সর্বাধিপত্য নহে, সর্বজগৎপতি মহাদেবে আত্মভোগাধিপত্যও প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানযোগরত কোন কোন ব্যক্তি সেই স্থানেই মুক্ত হয়। ভোগতৎপর পুরুষগণ সংসারে আবর্ত্তন করে। এই জন্য মুক্তিলাভাভিলাষী মানবগণ ভোগাসক্তি সর্বথা পরিহার করিয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন। তাহাতে শিবজ্ঞান লাভ হইবে। যাহারা অন্যাসক্তচিত্ত হইয়াও, প্রসঙ্গক্রমে ভগবান্ ঈশানকে জয় করিতে পারে, তিনি তাহাদিগকেও স্বরূপতঃ স্থান দান করেন। যাহারা সকৃৎ উচ্ছিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা সেই রুদ্রের অর্চ্চনা করে, তিনি তাহাদিগকে পিশাচলোকে স্থান প্রদান করিয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি অন্নদান ও প্রাণদান করে, সে প্রাণদ ও সর্বদ বলিয়া অভিহিত হয়। অন্নদান করিলে সর্বতোভাবে

তাহার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ত্রৈলোক্যের যাবতীয় রত্ন, ভোগ, স্ত্রী ও বাহন এবং পুত্র ফল প্রভৃতি সমস্তই অন্নদাতার অধিকৃত। যে ব্যক্তি পুণ্যনিশ্চয় হইয়া, অন্নপান প্রদান পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করে, সে অন্নদাতার অর্দ্ধফল লাভ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। এই দেহ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের পরম সাধন। এবং অন্ন সাক্ষাৎ প্রজাপতি, সাক্ষাৎ বিষ্ণু ও সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ। এই জন্য অন্নসমান দান হয় নাই, হইবেও না। অন্নই ত্রিলোকীর জীবন বলিয়া পরিগণিত। এবং অন্নই শুদ্ধ ও সর্ব্বরসাশ্রয় দিব্য অমৃত। অন্ন, উপানৎ, ভু, গো, বস্ত্র, শয্যা, ছত্র ও আসন এই অষ্টবিধ দানই প্রেতলোকে সবিশেষ প্রশস্ত হইয়া থাকে।

এই প্রকারে দানবিশেষ অনুষ্ঠান করিলে, অক্লেশে ধর্ম্মরাজপুরে গমন হয়। এই জন্য ধর্ম্ম সাধন করিবে। যাহারা ক্রূরকর্ম্মা, পাপাত্মা ও দানবর্জ্জিত, তাহারা দারুণ নিরয়দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু ধর্ম্মকর্ত্তার অতুল সুখ সম্পন্ন হয়। ফলতঃ ধর্ম্মযোগরত হইলে, মোক্ষপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

রাজন্! উল্লিখিত শিবপুর অপ্রমেয় দিব্যগুণসম্পন্ন সর্ব্বপ্রাণির উপকারক সর্ব্বকামিক অংসখেয় বিমানে পরিব্যাপ্ত, সূর্য্যতেজ সদৃশ প্রভাববিশিষ্ট, সহস্রগুণে দিব্য এবং সমগ্রগুণসম্পন্ন বলিয়া অভিহিত হয়। শিবভক্তমাত্রেই এবিষয়ে জঙ্গম প্রভেদ নাই। বারংবার অর্চ্চনার কথা দূরে থাক, ভক্তিপূর্ব্বক দিবসমাত্রও শঙ্করের পূজা করিলে, শিবস্থান লাভ হয়।

যাহারা বিষ্ণুভক্ত ও বিষ্ণুধ্যানপরায়ণ, তাহারা চক্রীর সন্নিহিত বৈকুণ্ঠে গমন করে। ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মলোকে অধিষ্ঠিত হয়। পুণ্যকর্ত্তা পুণ্য প্রভাবে পুণ্যলোক লাভ করিয়া থাকে। এই জন্য আত্মা দ্বারা আত্মাতে মহীয়সী ঈশভক্তি ভাবনা করিবে। মহারাজ! যিনি মুক্তাত্মা ও জ্ঞানবান, তিনি হরিভক্তিরও ভাবনাপর হইবেন। কেন না বিষ্ণু প্রভাবে নিকৃষ্ট কর্ম্মেও আশু দেশভাবানুরূপ স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রাজন্! আপনার নিকট এই শিবপুর বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। যাহারা কর্ম্মনিষ্ঠ, তাহাদের পুনরাবর্ত্তন হয়। শিবপুরের ঊর্দ্ধে বৈষ্ণবপুর। বিষ্ণুধ্যানপরায়ণ বৈষ্ণবগণ তথায় গমন করে। আর তত্ত্বকোবিদ যাগশীল ব্যক্তিগণ এবং যুদ্ধশালী ক্ষত্রিয়বর্গ ব্রহ্মলোক ও ইন্দ্রলোকে অধিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য পুণ্যকর্ত্তা পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পঞ্চষষ্টি অধ্যায়।

মাতলি কহিলেন, এক্ষণে অতিদারুণ ও অতিতীব্র যমপীড়া কীর্ত্তন করিব। ব্রহ্মঘাতক ক্রূর পাপিগণ তাহা ভোগ করিয়া থাকে। তাহারা কখন তীব্রতর বিষাগ্নিতে অতিমাত্র পক্ব কখন সিংহ ব্যাঘ্র ও নিদারুণ দংশ কীটে,

কখন মহাজলৌকায়, কখন অজগরসমূহে, কখন ভয়ংকর মক্ষিকাচক্রে, কখন বিষোল্বণ সর্পে, কখন দৃষ্টিপ্রমাথী মত্ত মাতঙ্গযূথে, কখন সুচি খড়্গ ও মস্থানদণ্ডে, কখন তীক্ষ্ণ-শৃঙ্গ মহাবৃষ ও মহাশৃঙ্গ রুষ্ট মত্ত মহিষদলে, কখন রৌদ্রা-কৃতি ডাকিনী ও ভয়ঙ্কর রাক্ষসনিকরে, কখন বা মহাঘোর ব্যাধিপরম্পরায় নিপীড়িত হইয়া থাকে। যমদূতগণ কখন মহাতুলায় আরোহণ করাইয়া গুরুতর আঘাত, প্রচণ্ড বায়ুবেগে অতিমাত্র ক্লেশিত, বৃহৎ বৃহৎ পাষাণ বর্ষে সম-ন্তাৎ আবৃত, এবং বজ্রনির্ঘোষণ ও সুদারুণ উল্কাপাতে নিপাতিত, করে। ফলতঃ, পাপ করিলে, দারুণ পাপ ভোগ করিতে হয়। পাপবিশেষে পাপিষ্ঠগণের নিরয়গতি ও তথায় বহুতর পীড়া ভোগ হইয়া থাকে।

আমি এই আপনার নিকট ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। আর কি বলিব, নির্দ্দেশ করুন।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

যযাতি কহিলেন, আপনি যে অনুত্তম ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয় কীর্ত্তন করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া, পুনরায় শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে। অতএব দেবাদি লোক সমুদায় যিনি যেরূপপুণ্যপ্রসঙ্গে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কীর্ত্তন করুন

মাতলি কহিলেন, আমি দেবগণের তপস্যাসঞ্চিত সর্ব্বসুখবিধায়ক যোগযুক্ত নির্ম্মল স্থান, আয়াসবর্জ্জিত ধর্ম্মভাব এবং উপর্য্যুপরি অধিষ্ঠিত লোক সকলের স্বরূপ অনুক্রমে কীর্ত্তন করিব। পার্থিব ঐশ্বর্য্য অষ্টগুণ, পিশিতাশী রাক্ষসগণের ঐশ্বর্য্য ষোড়শ গুণ, যক্ষগণের চতুর্ব্বিংশতিগুণ, গন্ধর্ব্বগণের দ্বাত্রিংশদ্‌গুণ ইন্দ্রের পাঞ্চভৌতিক চত্বারিংশদ্‌গুণ, সোমের ঐশ্বর্য্য দিব্য, মানস ও পঞ্চভুতাত্মক, প্রজাপতীশ সকলের ঐশ্বর্য্য সৌম্য গুণাধিক অহঙ্কার, ব্রহ্মার ঐশ্বর্য্য চতুঃষষ্টিগুণ, বিষ্ণুর ঐশ্বর্য্য প্রধান সুক্ষ্ম ব্রহ্মপদ, শিবপুরে শিবের ঐশ্বর্য্য সর্ব্বকামিক ও অনন্তগুণ এবং আদিমধ্যান্তরহিত, পরমশুদ্ধ, তত্ত্বস্বরূপ, সর্ব্বাভিকামুক, সুক্ষ্ম, অনৌপম্য, পরাৎপর, পরমপূর্ণ, জগতের কারণ ও পশুপাশবিমোচন। এই স্থান প্রাপ্ত হইলে, সনাতন ভোগ, এবং মহাদেবের প্রসাদে তৎসমান পুণ্যার্থ লাভ হয়। তারা সকলের যে বিবিধরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে, তৎসমস্ত সুকৃতিগণের পরম দীপ্তিশালী অষ্টাবিংশতি কেটি উর্দ্ধতন ভোগ্য লোক। যাহারা ভগবান্ ঈশানকে নমস্কার করে, তাহাদের তত্তৎ লোক প্রাপ্তি হয়। প্রসঙ্গক্রমে মনে মনে মহাদেবের কীর্ত্তন বা নমস্কার করিলেও, তাহা কখন বিফল হয় না। শিবকার্য্যে এবংবিধ মহতী গতি লাভ হইয়া থাকে। এই শিবকর্ম্মের অবসরে তদীয় অনুভাবনায় প্রসঙ্গতঃ শ্রীকণ্ঠের স্মরণ করিলেও যখন অতুল সুখ সম্পন্ন হয়, তন্মাত্রপরায়ণ হইলে, কি না হইতে পারে? লোকে ধ্যানবলে তদ্‌গত হইয়া বিষ্ণুর চিন্তা করিলেও, তাঁহার পরম পদাভিহিত পরম স্থানে গমন

করে। রাজন্! শৈব ও বৈষ্ণব উভয় লোকই একবিধ। এবং মহাত্মাগণের সমান পুণ্য সাধন করে। এই উভয়ে কিছুমাত্র অন্তর নাই। যে ব্যক্তি দেবতাজ্ঞানে বিষ্ণুরূপ শিব ও শিবরূপ বিষ্ণুকে নমস্কার করে, তাহার পরম গতি লাভ হয়। ফলতঃ শিবের হৃদয় বিষ্ণু, বিষ্ণুর হৃদয় শিব। এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতা এক মূর্ত্তি। এই তিনের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; কেবল গুণভেদ কল্পিত হইয়াছে। মহারাজ! আপনি শিবভক্ত এবং ভগবানেও সংসক্ত। এইজন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তিনেরই প্রসাদ লাভ করিয়াছেন। এবং তিন জনেই ভবদীয় কার্য্যে পরমপ্রীত ও বরদাতা হইয়াছেন। এক্ষণে আমি দেবরাজের আদেশে আপনার সকাশে আসিয়াছি। ইন্দ্রপদে গমন করিবেন, চলুন। পশ্চাৎ দাহপ্রলয়বিবর্জ্জিত ব্রাহ্ম, মাহেশ্বর ও বৈষ্ণব পদ ভোগ করিবেন। রাজন্! এই সর্ব্বগামী দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া দেবগণের মনোনুগত দিব্যভোগপরম্পরা সম্ভোগ করুন। মাতলি ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ নহুষনন্দন যযাতিকে এইপ্রকার কহিয়া, তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

পিপ্‌ল কহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ! মাতলির বাক্যাবসানে রাজা নাহুষি কি করিয়াছিলেন, বিস্তরতঃ কীর্ত্তন করুন। এই কথা সর্ব্বপুণ্যময়ী ও পাপনাশনী। শ্রবণ করিতে পুনরায় ইচ্ছা হইয়াছে; কোন মতেই তৃপ্তি লাভ করিতেছি না।

সুকর্ম্মা কহিলেন, সমুদায় ধর্ম্মভৃদ্‌বরিষ্ঠ নৃপশ্রেষ্ঠ যযাতি ইন্দ্রসারথি মহাত্মা মাতলিকে কহিলেন, আমি কখনই শরীর ত্যাগ করিব না এবং পার্থিব দেহ ব্যতিরেকেও স্বর্গে গমন করিব না। যদিও এই দেহের মহাদোষ সমস্ত পূর্ব্বে কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং অদ্য আপনিও গুণাগুণ সকল প্রখ্যাপন করিলেন; কিন্তু আমি ইহা ত্যাগ করিব না, স্বর্গেও যাইব না। আপনি এখান হইতে প্রস্থান করিয়া, দেবদেব পুরন্দরকে এই কথা নিবেদন করুন। অয়ি মহামতে! একাকী শরীরেই জীবন ধারণ হইয়া থাকে। এই দেহ ব্যতিরেকে সংসারে কোনপ্রকার সিদ্ধিই সম্পন্ন হয় না। বলিতে কি, এই দেহ কখন প্রাণবিনাকৃত নহে এবং প্রাণও কখন দেহবিনাকৃত নহে। একমাত্র তপস্যাবলেই উভয়ের মিত্রতা বিনষ্ট হইতে পারে। যাহা হউক, শরীরের প্রভাব-ভাবেই জীব কেবল সুখ ভোগ ও নানাপ্রকার অভিলষিত

ভোগ সাধন করে। এইপ্রকার স্বর্গভোগ জানিয়া শুনিয়া কখন ত্যাগ করিতে পারিব না। মাতলে! সত্য বটে, শরীরে পাপবশতঃ পরম দুঃখজনক নিরতিশয় দোষবহুল ব্যাধি সকল এবং জরাদি দোষরাশি সমুদ্ভূত হয়। কিন্তু আমার এই ষোড়শবার্ষিক পুণ্য দেহ অবলোকন কর। আরও দেখ, জন্ম প্রভৃতি বৎসর হইতে বৎসর গমন করিলেও, শরীরের নূতন ভাব সঞ্চারিত হইয়া থাকে। আমার কাল লক্ষবৎসর অতিক্রম করিয়াছে। তথাপি ষোড়শবর্ষের ন্যায়, মদীয় শরীর শোভা পাইতেছে। ইহাতে বলবীর্য্যেরও অভাব নাই। শ্রম, ব্যাধি বা জরারও প্রাদুর্ভাব নাই। অধিকন্তু, আমার এই দেহ ধর্ম্মোৎসাহে বর্দ্ধিত হইতেছে। আমি পূর্ব্বে পাপব্যাধির প্রশমন জন্য সর্ব্বামৃতময় পরম দিব্য ঔষধ স্বরূপ ধর্ম্মার্থ সাধন করিয়াছি। তৎপ্রভাবেই মদীয় দেহ সাধিত ও গতদোষ হইয়াছে। হৃষীকেশের নামভাবসমন্বিত পরমপ্রশস্ত ধ্যান সাক্ষাৎ রসায়ন। আমি নিত্য তাহা অভ্যাস করি। সেইজন্য আমার পাপাদ্য ব্যাধিদোষ প্রলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। সংসারে কৃষ্ণনাম মহৌষধ বিদ্যমান থাকিতেও, মানবগণ পাপব্যাধিপ্রপীড়িত হইয়া, প্রাণ পরিত্যাগ করে। সেই সকল পাপমূঢ় নিশ্চয়ই কৃষ্ণনামরসায়ন পান করে না। যাহা হউক, হৃষীকেশের জ্ঞান, ধ্যান ও পূজাভাব এবং সত্য, দান ও পুণ্যপ্রভাবে মদীয় দেহ নিরাময় হইয়াছে। পাপ জন্য মায়া বশেই দেহিদিগের বিবিধ পীড়া প্রাদুর্ভূত হয়। এবং এই পীড়া হইতেই মৃত্যু হইয়া থাকে, সংশয় নাই। এইজন্য পুণ্য ও সত্যাশ্রয় ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। সংসারে মনুষ্য হেম-

সদৃশ; তত্ত্বভাব মহান অগ্নি এবং এই পাঞ্চভৌতিক শত-সন্ধিবির্জ্জর কলেবর শতখণ্ডময় ধাতু স্বরূপ। যে ব্যক্তি হরির নামরূপ দিব্য সৌভাগ্য ইহাতে অনুসন্ধিত করিতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান্। শতসন্ধিবির্জ্জর পঞ্চাত্মক খণ্ড সকল তৎপ্রভাবে সন্ধিত হইলে দেহ ধাতুসম হইয়া থাকে। ফলতঃ হরির পূজোপচার, ধ্যান, নিয়ম, সত্যভাব ও দান এই সকলে শরীর এক হইয়া যায়। তখন ব্যাধি প্রভৃতি দোষ সমস্তও বিনষ্ট, বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ সম্পন্ন, দুর্গন্ধি দূরীভূত, এবং চক্রীর প্রসাদ বলে পরম পবিত্রতা জন্মে। অতএব আমি স্বর্গে গমন করিব না, এই খানেই আমার স্বর্গ হইবে। বলিতে কি, আমি তপস্যা, প্রভাব, স্বধর্ম্ম ও ভগবানের প্রসাদ সহায়ে স্বর্গরূপ সম্পাদন করিব। তুমি ইহা অবগত হইয়া দেবরাজের গোচর কর।

তখন মাতলি নরপতির পরিভাষিত আকর্ণন পূর্ব্বক তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান ও মহাত্মা ইন্দ্রকে নিবেদন করিলেন। দেবরাজ শ্রবণ করিয়া, মহা-প্রভাব যযাতিকে নিজালয়ে আনিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অষ্টষষ্টি অধ্যায়

পিপ্পল কহিলেন, ইন্দ্রসারথি মহাভাগ মাতলি প্রস্থান করিলে, নহুষাত্মজ যযাতি কি করিয়াছিলেন?

সুকর্ম্মা কহিলেন, স্বর্গচর দূত প্রস্থান করিলে, নরেন্দ্র-নন্দন যযাতি চিন্তামগ্ন হইলেন। অনন্তর প্রধান দূতকে আহ্বান করিয়া, ধর্ম্মার্থযুক্ত এই পরম আদেশ দিলেন, তোমরা নগরে, গ্রামে, দেশে ও দ্বীপসমূহে, ফলতঃ সমস্ত লোকে গমন করিয়া, আমার এই ধর্ম্মসম্পন্ন বাক্য ঘোষণা কর, যেন সমুদায় লোক এই মুহূর্ত্তেই নারায়ণের শরণ গ্রহণ করে; বিষয় বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অমৃতায়মান ভক্তি, জ্ঞান, ধ্যান, তপস্যা, পুণ্য, যজ্ঞ ও দান সহকারে চরাচরাত্মা হরির অর্চ্চনা করে; শুষ্কে, আর্দ্রে, স্থাবরে, জঙ্গমে, আকাশে, ভূমিতে ও স্ব স্ব শরীরে সেই জীবরূপী একমাত্র মুরারিকে দর্শন করে; সেই নারায়ণদেবকে উদ্দেশ করিয়া, পৈতৃক আতিথ্যভাব দ্বারা বিবিধ দান অনুষ্ঠান ও তাঁহারই উপাসনা করে এবং যেন অচিরাৎ সমস্ত দোষ পরিহার করে। যে ব্যক্তি লোভ বা মোহবশতঃ আমার এই আদেশ পালন না করিবে, সেই নির্ঘৃণ, চৌরের ন্যায়, নিশ্চয়ই আমার দণ্ডার্হ হইবে।

দূতপ্রবর নরপতিবাক্যে পরম পুলকিত হইয়া, সমস্ত পৃথ্বী পর্য্যটন পূর্ব্বক সকল প্রজালোকে তদীয় প্রণীত আদেশ বহন করিয়া কহিতে লাগিল, নরপতি অমর্ত্ত্য লোক হইতে পৃথিবীতে পরম পবিত্র অমৃত আনয়ন করিয়া রাখিয়াছেন, তোমরা সকলে তাহা পান কর। সেই রাজা যযাতি শ্রীপদ্মনাভ ও সমস্ত বিশ্বের মহেশ্বর এই দোষহর নামামৃত আনয়ন করিয়াছেন, তোমরা তাহা পান কর। যজ্ঞেশরূপ, রথাঙ্গপাণি, অনন্তরূপ ও পুণ্যাকর এই দোষহর নামামৃত আনয়ন করিয়াছেন, তাহা পান কর। বিমল,

বিশ্বাধিবাস, রামাভিধান, বিরামস্বরূপ, সকলের শরণ্য ও মুরারি এই নামামৃত আনয়ন করিয়াছেন, তাহা পান কর। শঙ্খাজপাণি, মধুসূদনাখ্য, শ্রীনিবাস, গুণময় ও সুরেশ্বর এই দোষহর নামামৃত আনয়ন করিয়াছেন, তাহা পান কর। আদিত্যরূপ তমোবিনাশী ও পাপপঙ্কজের প্রভাকর স্বরূপ এই দোষহর নামামৃত আনয়ন করিয়াছেন, তাহা পান কর। যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত হইয়া, দোষহর পরমপ্রশস্ত নামামৃত প্রতিদিন প্রভাতে পান করে, সে নিঃসন্দেহ মুক্তিপ্রাপ্ত হয়।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

সুকর্ম্মা কহিলেন, দূত সকল গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে, দ্বীপে দ্বীপে ও পত্তনে পত্তনে বলিতে লাগিল, লোক সকল তোমরা নরপতির এই সাধু নিদেশ শ্রবণ কর। শ্রবণ করিয়া, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ধর্ম্মকাম, যজন ও মন ইত্যাদি সর্ব্বতোভাবে নারায়ণের অর্চ্চনা ও ধ্যান কর। রাজা যযাতির এইমাত্র আদেশ। তাহাদের এইপ্রকার পবিত্র ঘোষণা ভূমিতলে লোকমাত্রেই শ্রবণ করিল। তদাপ্রভৃতি সকলেই তদ্গতচিত্তে বেদপ্রণীত [illegible] ও অমৃতায়মান প্রশস্ত স্তোত্রে শ্রীকেশব মুরারির ত্রিসন্ধ্য যজন, ধ্যান ও

ধ্যানে প্রবৃত্ত হইল এবং বিষয়াদি সমস্ত দোষ বিসর্জ্জন করিয়া, ব্রত, উপবাস, দান ও নিয়মাদি দ্বারা সেই লক্ষ্মী-নিবাস জগন্নিবাস শ্রীনিবাসের পূজা আরম্ভ করিল।

নৃপতির এইপ্রকার আজ্ঞা ক্ষিতিমণ্ডলে প্রবর্ত্তিত হইলে, লোক সকল তদ্ধ্যান, তদ্গতপ্রাণ ও তৎপূজাপরায়ণ হইয়া, বৈষ্ণব ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক নাম ও কর্ম্ম দ্বারা হরির ভজন যজনে সমাসক্ত হইল। যতদূর এই পৃথিবী এবং যতদূর সূর্য্য তাপ প্রদান করেন, তত দূরের লোক সকল ভক্তিভরে বিষ্ণুর ধ্যান, পূজা ও স্তব করিয়া, আধিহীন, শোকহীন, স্থিরযৌবন ও পরমপুণ্যশীল হইল। তদীয় প্রসাদে তাহাদের রোগ সমস্ত দূরীকৃত ও রোষ দোষ পরিহৃত হইয়া গেল। অধিক কি, তাহারা সেই চক্রীর অনুগ্রহে অমর, অজর, ধনধান্যসমন্বিত, পুত্র পৌত্রে অলঙ্কৃত, সর্ব্বদোষবিমুক্ত সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পন্ন, পুণ্যমঙ্গল-সংযুক্ত, এবং জ্ঞান, ধ্যান ও সর্ব্বথা দানপরায়ণ হইল। তাহাদের গৃহদ্বারে নিত্য নিত্য সর্ব্বকামপ্রদায়ক কল্পদ্রুম ও সর্ব্বকামদুঘা গাভী সকল এবং সর্ব্বকামসাধন পরম চিন্তামণিসমূহ নিত্য নিত্য বিরাজ করিতে লাগিল।

ফলতঃ, রাজা যযাতি শাসনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও অকালমৃত্যু দূরে পলায়ন করিল। সকলেই বিষ্ণুভক্ত ও বিষ্ণুধ্যানপরায়ণ; এবং তদ্জ্ঞান ও তদ্ভাবসম্পন্ন হইয়া উঠিল। সকলেরই গৃহ শুক্লপতাকায় দিব্যভাববিশিষ্ট, শঙ্খমুক্তায় অলঙ্কৃত, পদ্মসমূহে অঙ্কিত, বিমানের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন ও ভিত্তিভাগে উত্তম চিত্রে চিত্রিত সর্ব্বত্রই গৃহদ্বারে দিব্য বন ও দিব্য শাদ্বল

বিরাজমান; সর্ব্বত্রই বৈষ্ণবভাব ও বহুমঙ্গল এবং সর্ব্বত্রই পাপদোষবিনাশন সুস্বর শঙ্খশব্দে শব্দিত এবং সর্ব্বত্রই গৃহদ্বার সকল বিষ্ণুভক্ত রমণীগণের লিখিত শঙ্খ স্বস্তিক পদ্মসমূহে পরম শোভা বিস্তার করিল। লোক-মাত্রেই ভগবানের ধ্যানপরায়ণ হইয়া, মুর্চ্ছনালাপসহকৃত গীতরাগসম্পন্ন সুস্বরে তাঁহার গান করিতে লাগিল। কেহ কেহ হরিমুরারি, কেহ কেহ শ্রীঅচ্যুত মাধব, কেহ কেহ শ্রীনরসিংহ কমলেক্ষণ গোবিন্দ কমলাপতি এই নাম উচ্চ-স্বরে বলিতে লাগিল। কেহ কেহ কৃষ্ণ ও শরণ্য বলিয়া, শরণ গ্রহণ করিতে লাগিল। অন্যান্য পরমবৈষ্ণবগণ দণ্ড-বৎ প্রণাম, ধ্যান, জপসহকারে যজন ও সর্ব্বতোভাবে সেই গঙ্গাধরের পূজা করিতে লাগিল।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

সুকর্ম্মা কহিলেন, মনুষ্যগণ সর্ব্বদাই বিষ্ণু, কৃষ্ণ, হৃষী-কেশ, মুকুন্দ, মধুসূদন, নারায়ণ, বিশ্বরূপ, নরসিংহ, অচ্যুত, কেশব, পদ্মনাভ, বাসুদেব, বামন, বরাহ, অমরেশ, বিশ্বেশ, বিরূপ, অনন্ত, অনঘ, শুচি, পুরুষ, পুষ্করাক্ষ, শ্রীধর, শ্রীপতি, হরি, শ্রীপদ, শ্রীনিবাস, সুমোক্ষ, মোক্ষদ, প্রভু, ইত্যাদি নামমালা উচ্চারণ করিতে লাগিল। বাল, বৃদ্ধ, কুমারী ও গৃহকর্ম্মনিরতা ললনাগণ সকলেই শয়নে,

আসনে, যানে, ধ্যানে, জ্ঞানে একমাত্র মাধবেরই গানে নিমগ্ন হইল। বালকগণ ক্রীড়া করিতে করিতেও গোবিন্দ-নাম বিস্মৃত হইল না। দিবারাত্র হরিধ্বনি শ্রূয়মাণ হইতে লাগিল। দ্বিজসত্তমগণ সর্ব্বত্রই বিষ্ণুর দ্বারসেবা করিতে লাগিলেন। লোকমাত্রেই বৈষ্ণব ধর্ম্মে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। প্রাসাদ কলসের অগ্রভাগ ও দেবায়তন সকলে সূর্য্যবিম্বসদৃশ চক্র সকল শোভমান হইল। ব্রহ্মন্! সেই ভগবদ্‌ভক্ত নহুষপুত্র যযাতি স্বীয় পুণ্যবলে বৈকুণ্ঠের যে ভাব, সেই ভাব সংসারে সম্পাদন, এবং পৃথিবীতে বিষ্ণুলোকের সমান করিলেন। তাহাতে ভূতল ও বৈকুণ্ঠ এক ভাবে পরিণত ও সর্ব্বথা প্রভেদ পরিশূন্য হইল। বৈকুণ্ঠে যেরূপ তত্রস্থ নিবাসিগণ হে বিষ্ণো! হে মাধব! হে বৈকুণ্ঠ! বলিয়া থাকে, ধরাতলে মানবগণও তাদৃশ উৎসাহে প্রবৃত্ত হইল। জরা ও মৃত্যুভয় দূরীভূত হওয়াতে, সকলেই অমরত্ব লাভ করিল। পৃথিবীতে দান ভোগের সমধিক প্রভাব লক্ষিত হইতে লাগিল। সত্তম! ভগবানের প্রসাদদান ও উপদেশবলে লোকমাত্রেই সর্ব্বব্যাধিবিনির্মুক্ত ও পরম বৈষ্ণব হইয়া, পুত্রজন্য পুণ্যসুখ সবিশেষ সম্ভোগ করিতে লাগিল। দ্বিজসত্তম! নরপতি নাহুষ পঞ্চবিংশবর্ষ মধ্যেই মর্ত্তলোকে স্বর্গলোকপ্রভাব সম্পাদন করিলেন। তাহাতে সকলেই রোগহীন, জ্ঞান ও ধ্যানপরায়ণ, যজ্ঞ ও দাননিরত; সকলেই দয়াভাবে পূর্ণ, উপকারে প্রবৃত্ত, ধন্য, পুণ্য, যশস্য ও সর্বধর্ম্মে সংসক্ত এবং সকলেই তদীয় উপদেশে ভগবানের ধ্যান ধারণা ও ভক্তিরসে মগ্ন হইয়া উঠিল।

কহিলেন, নৃপসত্তম! যযাতির চরিত শ্রবণ কর। তিনি স্বয়ং সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ ও ভগবানে নিত্য ভক্তিসম্পন্ন। লক্ষ বৎসর অতীত হইলেও, তিনি রূপে ও বয়সে পঞ্চবিংশতিবর্ষদেশীয় ব্যক্তির ন্যায় ভগবানের প্রসাদে সমধিক বল ও প্রৌঢ়ি বিশিষ্ট হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। রাজন্! তাঁহার অধিকারস্থ লোক সকলও রাগদোষবিহীন, কামভোগবর্জ্জিত, দান ও পুণ্য প্রভাবে সর্ব্বথা সুখী, সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ এবং যমভয়বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, দূর্ব্বা ও বটের ন্যায়, পুত্রপৌত্রপরম্পরায় পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এবং মৃত্যুদোষবিহীন, চিরজীবী, স্থিরদেহ, জরা ও ব্যাধি শূন্য হইয়া, পঞ্চবিংশতিকের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ফলতঃ, চক্রির প্রসাদে সকল বর্ণই সত্যাচারনিষ্ঠ, বিষ্ণুধ্যানসংসক্ত ও দানভোগে প্রবৃত্ত হইল। কেহ আর মৃত্যুকবলে নিপতিত হয় না; কেহ আর শোক প্রাপ্ত হয় না; কাহার আর দোষ উৎপন্ন হয় না। স্বর্গের যদ্রূপ, ভূতলেরও তদ্রূপ অবস্থা সম্পন্ন হইল।

যমদূতগণ বিধিভ্রষ্ট ও বিষ্ণুদূত কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পরস্পর রোদন করিতে করিতে ধর্ম্মরাজসমীপে সমাগত হইল এবং যযাতির চরিত বিজ্ঞাপিত করিয়া কহিল, ভাস্করনন্দন! নহুষনন্দন যযাতি দানভোগে পৃথিবীকে অধিক করিয়া তুলিয়াছেন।

সুকর্ম্মা কহিলেন, ঐ সময়ে স্বয়ং ধর্ম্মরাজও শৌরিদূত কর্ত্তৃক অভিহত হইয়া, দেববৃন্দে পরিবৃত সহস্রাক্ষের দর্শনবাসনায় তথায় গমন করিলেন। সুররাজ

তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ উত্থান পূর্ব্বক সমুচিত অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। অনন্তর জিজ্ঞাসিলেন, কিজন্য আগমন করিয়াছেন, বলুন। ধর্ম্মরাজ দেবরাজের বাক্য আকর্ণন করিয়া যযাতির চরিত বিস্তারে প্রবৃত্ত হইলেন। কহিলেন, দেবদেবেশ! যে জন্য আগমন হইয়াছে, শ্রবণ করুন। আমি তাহার কারণ বলিতেছি, পরম ভাগবত মহানুভাব নহুষনন্দন যযাতি পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককেই বৈষ্ণব এবং মর্ত্তলোককে বৈকুণ্ঠের সমান করিয়াছেন। মানবগণ সম্প্রতি অজর, অমর, নিষ্পাপ, সত্যসম্পন্ন, কামক্রোধহীন, লোভমোহপরিশূন্য, দানশীল, মহাত্মা, ধর্ম্মপরায়ণ, এবং সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অনাময় নারায়ণের শরণাপন্ন হইয়াছে। অপিচ, বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া তাহাদের রোগ শোক দূরীভূত, স্থির যৌবন সম্পন্ন, এবং শাখিবিস্তৃত দূর্ব্বাবটের ন্যায় পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রপরম্পরায় সাতিশয় বংশ বিস্তারও সংঘটিত হইয়াছে। সেই নহুষনন্দন যযাতি এই রূপে সমুদায় পৃথিবীকেই জরামৃত্যুবিবর্জ্জিত বৈষ্ণব করিয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং আমি পদভ্রষ্ট ও ব্যাপারবিরহিত হইয়াছি। আপনি যাহা জিজ্ঞাসিলেন, তৎসমস্ত কহিলাম। এই জন্যই এখানে সমাগত হইয়াছি।

ইন্দ্র কহিলেন, ধর্ম্মরাজেন্দ্র! আমিও পূর্ব্বে তাঁহারে আনিবার জন্য দূত পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু তিনি দূতমুখে বলিয়াছেন যে, আমি স্বর্গের অভিলাষী নহি, সুতরাং তথায় গমন করিব না। অধিকন্তু, আমি সমুদায় জগ-

ভীকে স্বর্গরূপ করিব। এই বলিয়া তিনি প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বলিতে কি, আমি তাঁহার বৈষ্ণবীয় ভাবে সর্বদাই ভীত হইয়া অবস্থান করিতেছি।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, দেবরাজ! যদি আমার প্রিয়সাধনে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে, যে কোন উপায়ে যযাতিকে সত্বর আনয়ন করুন। সুররাজ তদীয় বাক্য আকর্ণন করিয়া সর্বতত্ত্বপরিকলনপূর্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কামদেবকে আহ্বান ও সম্মাননা করিয়া, রতি ও মকরন্দকেও আনয়ন পূর্বক কহিলেন, তোমরা আমার আদেশে মর্ত্তলোকে গমন এবং নরপতি যাহাতে এখানে আইসেন তাহা সম্পাদন কর।

কামদেব কহিলেন, আমি সর্বথা আপনাদের প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। এই বলিয়া কামাদি সকলে নটরূপী নায়ক হইয়া যযাতি সমীপে গমন করিয়া কহিল, মহারাজ! সুনাটিকা দর্শন করুন। পৃথিবীপতি যযাতি তাহাদের বাক্যে পরম পণ্ডিতদিগকে লইয়া সভা করিলেন এবং স্বয়ং জ্ঞানবিজ্ঞানকোবিদ সভাপাল হইয়া, তাহাদের প্রণীত বামনচরিত নাটক দর্শন করিতে লাগিলেন। কামাদি সকলে অপ্রতিমরূপসম্পন্ন নটরূপ ধারণ করিয়া, নৃত্য ও নারীরূপে সুস্বর গান করত সাতিশয় বিরাজমান হইল। মহীপতি যযাতি কামদেবের গীত, লাস্য, হাস্য, ললিত মধুর আলাপ, দিব্যভাব, চরিত ও মায়াবলে সাতিশয় মোহিত হইয়া পড়িলেন। তৎকালে কাম বামন, বলি ও বিন্ধ্যাবলীর যথাযথ অভিনয় আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বয়ং সূত্রধার, মাধব পারিপার্শ্বিক, ও দৃষ্টিপ্রিয়া রতি

নটীবেশে সুসজ্জিতা হইলেন। এবং মহাপ্রাজ্ঞ মকরন্দ নেপথ্যাভিচর হইয়া, অন্যবিধ নৃত্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। মহানুভব যযাতি যথাযথা নৃত্যগীত দর্শন ও শ্রবণ করেন, কাম তথাতথা তাঁহারে জরাগীতে মোহিত করিতে লাগিল।

একসপ্ততিতম অধ্যায়

সুকর্ম্মা কহিলেন, রাজরাজেন্দ্র যযাতি কামদেবের গীত, বাদ্য, হাস্য ও ললিতে এরূপ মোহিত ও বশতাপন্ন হইলেন, যে, মূত্রপুরীষ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পাদশৌচ না করিয়াই আসনে উপবেশন করিলেন। এই ছিদ্র পাইয়া জরা তদীয় শরীরে তৎক্ষণাৎ সঞ্চরিত হইল। তাহাতে কাম শ্রেষ্ঠকার্য্য ইন্দ্রকার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। অনন্তর নাটক বিনিবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মাত্মা যযাতি জরায় অভিভূত ও কামে ব্যাসক্তচিত্ত হইয়া আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। দিন দিন কামমোহে আচ্ছন্ন, বিহ্বল ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার জ্ঞানকাণ্ডও তিরোহিত হইল। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক। এক্ষণে বিষয়সেবায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। একদা সেই রাজর্ষি কামরাগবশংবদ ও মৃগয়াশীলতৎপর হইয়া, অরণ্যে গমন করিলেন এবং তথায় ক্রীড়োৎসাহে প্রবৃত্ত হইলেন।

সুকর্ম্মা কহিলেন, মহানুভাব নৃপতি ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময়ে এক চতুঃশৃঙ্গ রথোপম মৃগ সমাগত হইল। ঐ মৃগ সর্বাঙ্গসুন্দর, সুবর্ণসদৃশ তনুরুহে আচ্ছন্ন, রত্নের ন্যায় জ্যোতিঃ সম্পন্ন, সর্ব্বাঙ্গে সুচিত্রিত এবং পরম দর্শনীয় ও মনোহর। মেধাবী যযাতি দর্শনমাত্র, কোন দৈত্য আসিয়াছে ভাবিয়া, বাণপাণি ও ধনুর্দ্ধর হইয়া, বেগভরে তাহার অভিধাবন করিলেন। মৃগও তাঁহারে দূরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল। যযাতি গমন করিতে করিতে রথবেগশ্রমে নিতান্ত খিন্ন হইয়া পড়িলেন। অনন্তর দেখিতে দেখিতে মৃগ অন্তর্হিত হইয়া গেল। তখন নন্দনসদৃশ সদ্গুণরাশি অরণ্যানী নয়নগোচর হইল। ঐ অরণ্য বিবিধ পন্নগে বিরাজিত কদলীখণ্ডমণ্ডিত সুবিপুল চন্দন, বকুল, অশোক, পুন্নাগ, নারিকেল, তিন্দুক, যূথাকল, খর্জ্জূর, সপ্তপর্ণ, পুষ্পিত কর্ণিকার, কুসুমসুরভি কেতক ও পটোল এবং অন্যান্য সদাফল বিবিধ সুচারু বৃক্ষপরম্পরায় আকীর্ণ। ইতস্ততঃ দর্শন করিতে করিতে তিনি তথায় পুণ্যসলিলপরিপূর্ণ, পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণ, হংস ও কারণ্ডবগণে আকীর্ণ, জলবিহঙ্গমগণের নিনাদসম্পন্ন, কমলসমূহে আমোদিত, শ্বেতোৎপলে বিরাজিত, রক্তোৎপল ও স্বর্ণোৎপলে মণ্ডিত, নীলোৎপলে প্রকাশিত, কহ্লার সকলে অতিশোভিত, মত্ত মধুকরনিকরে সর্ব্বত্র প্রতিনাদিত, এইরূপে সর্ব্বগুণোপেত উত্তম সরোবর এবং পঞ্চযোজনবিস্তৃত, দশযোজনদীর্ঘ, দিব্যভাবসমলঙ্কৃত, সর্ব্বতোভদ্র তড়াগ অবলোকন করিলেন। তিনি বেগে আচ্ছন্ন ও শ্রমে পীড়িত হইয়াছিলেন। অতএব সেই শুভ-

ছায়াসুশীতল অরণ্যে উপবেশন করিলেন। অনন্তর গন্ধ-সৌগন্ধিবৎসল সর্ব্বশ্রমনিসূদন অমৃতায়মান শীতল সলিল পান করিয়া, পুনরায় বৃক্ষচ্ছায়ার আশ্রয়ে ধরাতলে সংনি-বিষ্ট হইলেন। ঐ সময়ে যথাতথাগায়মান গীতধ্বনি কর্ণ-গোচরে উপনীত হওয়াতে, সেই গীতপ্রিয় মহারাজ, যেরূপ দিব্য রমণী গান করিতেছে এবং যেরূপে এই ধ্বনি শ্রুত হইতেছে, তদ্‌বিষয়চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িলেন। আকুল চিত্তে এইপ্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে পীনশ্রোণি-পয়োধরা কোন ললনোত্তমা সেই অরণ্যপ্রান্তরে সহসা সমা-গত হইয়া, তদীয় সমক্ষে নৃত্য করিতে লাগিল। ঐ ললনা সর্ব্বাভরণ-সর্ব্বাঙ্গী এবং শীলে ও লক্ষণে সুসম্পন্না। মহারাজ যযাতি তাহারে কহিলেন, তুমি কে, কাহার পরিগ্রহ, এবং কিজন্যই বা এখানে আসিয়াছ, বল। কিন্তু সেই বরাননা তাঁহারে দর্শন করিয়া, ভাল মন্দ কিছুই বলিল না; উচ্চৈঃ-স্বরে হাস্য করিয়া, বীণাদণ্ড বাদন করিতে করিতে, সত্বর চলিয়া গেল। তদ্দর্শনে রাজেন্দ্র যযাতি নিতরাং বিস্মাপিত হইলেন। অনন্তর পুনরায় সম্ভাষণ করিলেন। তাহাতেও কোন উত্তর পাইলেন না। তখন তিনি সাতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন। ভাবিলেন, আমি যে চতুঃশৃঙ্গী মৃগ দর্শন করি-য়াছি, তাহারই নারী অবলোকন করিলাম। অথবা, সমুদায়ই মিথ্যা প্রতিভাত হইতেছে। আমি মায়ারূপ দর্শন করি-লাম। এই মায়ারূপ দানবগণের হইবে। তিনি এইপ্রকার চিন্তা করিতেছেন, তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইলেন, সেই রমণী পুনরায় হাস্য করিয়া, নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া গেল।

ইত্যবসরে পরম দিব্য মূর্চ্ছনালাপসম্পন্ন সুন্দর সঙ্গীত

তদীয় শ্রুতিবিবরে সহসা সংপ্রবিষ্ট হইল। তিনি শ্রবণমাত্র সত্বর সেই সুমহান্ সঙ্গীতশব্দের সন্নিকর্ষে সমাগত হইয়া, সন্দর্শন করিলেন, সলিলমধ্যে সাতিশয়সুন্দর সহস্রদল সমুৎপন্ন হইয়াছে, শীলরূপগুণান্বিতা দিব্যলক্ষণসম্পন্না দিব্যাভরণবিভুষিতা দিব্যভাবসমাপন্না এক বরা রমণী সেই পদ্মের উপরি আসীনা হইয়া, বীণাদণ্ড ধারণ পূর্ব্বক দেব, মুনি, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর সমেত সমুদায় সংসার সম্মোহিত করিয়া, তালমানলয়বিশিষ্ট সুস্বর গান করিতেছে। নরপতি সেই রূপতেজঃসুশোভনা বিশাললোচনা ললনারে নয়নগোচর করিয়া চিন্তা করিলেন, সংসারে ইহার সদৃশী রূপরাশি রমণী লক্ষিত হয় না। বিপ্র! যযাতির নটাজরাযুক্ত শরীরে ইতিপূর্ব্বে যে মহাকাম লব্ধপ্রসর হইয়াছিল, এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে তাহা প্রকটিত হইল। অগ্নি যেরূপ ঘৃতদর্শনে প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ সেই রমণীরে নিরীক্ষণ করিয়া, যযাতির সেই দেহ হইতে কাম প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি সর্ব্বাত্মায় কামাবিষ্ট হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, এরূপ বিশ্ববিমোহন রমণীরত্ন কখন নয়নগোচরে নিপতিত হয় নাই। তৎকালে তিনি এরূপ হতজ্ঞান ও লুব্ধ হইয়া উঠিলেন, যে, কামাসক্ত হৃদয়ে ক্ষণকাল এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, তদীয় বিরহে মদনানলে সাতিশয় দহ্যমান ও তদীয় সায়কে অবসন্ন হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এই ললনা কিরূপে আমার পরিগ্রহ ও কিরূপেই বা বশীভূত হইবে। এই পদ্মপ্রতিমা পদ্মলোচনা যদি আমারে আলিঙ্গন করে, তাহা হইলে, আমার জীবিত সফল ও সমুদায় সার্থক হয়।

পৃথিবীপতি যযাতি এইপ্রকার খিদ্যমান হইয়া, তাহারে কহিলেন, অয়ি বরারোহে! তুমি কে, কাহার পরিগ্রহ? আমি পূর্ব্বে যে ললনারে দেখিয়াছিলাম, পুনরায় তাহারেই কি দর্শন করিলাম। কল্যাণি! তোমার এই পার্শ্বচারিণী রমণীই বা কে, সমুদায় নির্দ্দেশ কর। আমি মহারাজ নহুষের আত্মজ, সোমবংশপ্রসূত, সপ্ত দ্বীপের অধিরাট, ত্রিভুবনখ্যাতনামা রাজা যযাতি। সেই আমি নবসঙ্গমলালসায় রতিভাব বাঞ্ছা করিতেছি। ভদ্রে! আমার অভিলাষ পূর্ণ ও প্রিয় সমাধান কর। তুমি যাহা যাহা প্রার্থনা করিবে, তৎসমস্তই দান করিব, সন্দেহ নাই। অয়ি বরবর্ণিনি! আমি দুর্জ্জয় কামে হত ও নিতান্ত দীন ভাবাপন্ন হইয়া, তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি; অতএব আমার সহিত সঙ্গত হইলে, তোমারে রাজ্য, সমুদায় পৃথিবী, অধিক কি, শরীর ও আত্মার সহিত ত্রিভুবন প্রদান করিব।

সেই পদ্মনিভাননা ললনা রাজার বাক্য আকর্ণন করিয়া বিশালানাম্নী স্বীয় সখীকে কহিল, তুমি এই যযাতিকে আমার নাম, উৎপত্তিস্থান, পিতা, মাতা, অভিপ্রায় ও অভিলাষ সমস্ত নিবেদিত কর।

বিশালা যযাতিকে তদীয় অক্ষিগত জানিতে পারিয়া মধুরালাপে কহিতে লাগিল, রাজনন্দন! শ্রবণ করুন, ভুবনবিশ্রুত কাম পূর্ব্বে দেবদেব শম্ভু কর্ত্তৃক দগ্ধ হইলে, রতি ভর্ত্তৃবিয়োগদুঃখে সুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন এই রূপে রোদন করিয়া যাপন করেন। ভগবতী পার্বতী তদীয় কলুষাবিল সুস্বর প্রলাপ শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় করুণাবিষ্টা হইলেন এবং মহাদেবকে কহিলেন, মহা-

ভাগ! কামকে পুনরুজ্জীবিত করুন। এই হতভাগিনী রতি ভর্ত্তৃবিরহে নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে। অতএব আমার প্রতি প্রীতিবশম্বদ হইয়া, কামকে দেহযুক্ত করুন। মহাদেব কহিলেন, দেবি! তাহাই হইবে; কামকে পুনর্জ্জীবিত করিব। মাধব সখা কাম পুনরায় জীবিত ও দিব্য দেহে পরিবর্ত্তিত হইবে, সন্দেহ বা অন্যথা নাই। অনন্তর মহাদেবের প্রসাদে মীনকেতু জীবিত হইলে, দেবী পার্ব্বতী তাহারে সবিশেষ আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, কাম! প্রস্থান কর এবং প্রিয়ার সহিত নিত্য প্রবৃত্ত হও। কাম কহিলেন, স্থিতিসংহারকারিকে! আমি আপনার আশীষে অতিশয় তেজস্বী হইলাম। কাম এইরূপে পুনরায় শরীর লাভ করিয়া, দুঃখিতা রতি যেখানে, তথায় গমন করিলেন। সেই কামও রতি উভয়েই এখানে অবস্থিতি করেন।

সে যাহা হউক, দুষ্পধৃষ্য মহাভাগ মন্মথ দগ্ধ হইলে, দারুণাকৃতি পাবক রতির সকাশে সমাগত হইলেন। তাহাতে অতিমাত্র দগ্ধ ও মোহ মূর্চ্ছিতা হইয়া, সেই ভর্ত্তৃহীনা রতি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তদীয় লোচনযুগল হইতে অশ্রুবিন্দু সকল সলিলে পতিত হইলে, সেই বিন্দুসমূহ হইতে প্রথমে সর্ব্বলোকবিনাশন শোক, পশ্চাৎ জরা, ও বিয়োগ সমুদ্‌ভূত ও সমুত্থিত হইল; ইহারা সকলেই বিশ্বাসঘাতক ও সর্বনাশের হেতু। এবং পরস্পর সদ্ভাবগুণসম্পন্ন ও মূর্ত্তিমান্ হইয়া, রতির পার্শ্বে সমুত্থান করিল। কাম এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তথায় সমাগত হইলেন। তদ্দর্শনে রতি সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া উঠিলেন। ঐ সময়ে তদীয় আনন্দাশ্রুপরিপ্লুত লোচনযুগল হইতে যে

অশ্রুবিন্দুসমূহ জল মধ্যে নিপতিত হয়, তাহা হইতে প্রীতি ও লজ্জা, মহানন্দ ও শান্তি, লীলা ও ক্রীড়া নামক সুখ-সম্ভোগবিধায়িনী অপর ছুইটী কন্যা এবং মনোভাবসম্ভোগ এই সকল প্রজা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। অধিকন্তু, তাঁহার বাম নেত্র বিনিঃসৃত বিন্দুসমূহ সলিল মধ্যে পতিত হইয়া, যে সুন্দর পঙ্কজ সমুৎপাদন করে, তাহা হইতেই এই বরাননা নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি রতির পুত্রী; নাম অশ্রুবিন্দুমতী। আর আমি বরুণের আত্মজা বিশালা। ইহার প্রীতি ও সৌভাগ্যে নিরতিশয় হর্ষাবিষ্টা হইয়া, সর্ব্বদা সন্নিধানে অবস্থিতি ও স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিয়া থাকি। ইনি সম্প্রতি পতিকামা হইয়া, তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনার নিকট স্বকীয় ও অদসীয় সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম।

রাজা কহিলেন, শুভে! তুমি সমুদায় বলিলে; আমিও তাহা অবগত হইলাম। এক্ষণে শ্রবণ কর। তোমার সখী এই রতিনন্দিনী আমারেই ভজনা করুন। তাহা হইলে, আমি ইহার সমুদায় প্রার্থনাই পরিপূরণ করিব। কল্যাণি! যাহাতে ইনি আমার বশ্যা হয়েন, তাহা করিতে হইবে।

বিশালা কহিল, আমি ইহার ব্রত বলিব, শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি যৌবনসম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ, বীরলক্ষণ, দেবরাজের সদৃশ বর্ণাচারবিশিষ্ট, তেজস্বী, মহাযাজ্ঞিক, দাতা, যমিগণের বরিষ্ঠ, ধর্ম্মভাব ও গুণ সকলের জ্ঞাতা, পুণ্যভাজন, ধর্ম্মতৎপর, সর্ব্বৈশ্বর্য্যগুণসংযুক্ত, দেবগণের পরম প্রিয়, ব্রাহ্মণগণের অতীব প্রীতিভাজন, দেবগণের তত্ত্বজ্ঞ, ব্রহ্মণ্য, বিষ্ণুপরায়ণ, ত্রৈলোক্যশ্রুতবিক্রম, এবং সকলের পূজিত, ইনি

তপশ্চর্য্যা সহকারে তাদৃশ ব্যক্তিকেই আপনার প্রিয় বল্লভ পতি বাঞ্ছা করিতেছেন।

যযাতি কহিলেন, আমারেও এই সকল গুণভূষিত বলিয়া অবগত হইবে। ফলতঃ, বিধাতা আমারে ইহার অনুরূপ ভর্ত্তা সৃষ্টি করিয়াছেন।

বিশালা কহিল, আপনি ত্রিভুবনে সর্বাপেক্ষা পুণ্য-সংহৃষ্ট এবং পূর্বোক্ত গুণ সকলও আপনাতে সন্নিবিষ্ট আছে। ফলতঃ আপনি বিষ্ণুর সমান। কিন্তু একমাত্র মহাদোষে ইনি আপনার অনুরাগিণী নহেন।

যযাতি কহিলেন, চারুসর্বাঙ্গি! যে জন্য আমি ইহার অনভিমত, প্রসন্ন হইয়া, যথাযথ সেই মহাদোষ নির্দ্দেশ কর।

বিশালা কহিল, জগতীপতে! আপনি কি জন্য নিজের দোষ অবগত নহেন? জরায় আপনার দেহ ব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই জন্য ইহার অভিরুচি নাই।

যযাতি এই অতিশয় অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া, বারংবার কহিতে লাগিলেন, ভদ্রে! কাহার সংসর্গ বশে আমার জরাদোষ সংঘটিত হইয়াছে, আমি তাহা অবগত নহি। যাহা হউক, ইনি ত্রৈলোক্য-বাঞ্ছিত যাহা যাহা বাঞ্ছা করেন, তৎসমস্ত প্রদান করিতে উদ্যত আছি। বর গ্রহণ কর।

বিশালা কহিল, রাজন্! জরাহীন হইলেই, ইনি আপনার প্রিয়া হইলেন। ইহা নিশ্চয়, সত্য সত্য বলিতেছি। এই জরা পুত্র, ভ্রাতা বা ভৃত্য যখন যাহাতে সংক্রমিত হয়, তখনি তাহার অঙ্গে সঞ্চরিত হইতে পারে। এবং তদীয় যৌবন গ্রহণ করিয়া, স্বকীয় জরা প্রদান পূর্বক, উভয়ের শুভ

বা অশুভ প্রীতি সম্বোধন সম্ভবিতে পারে। বলিতে কি, যে ব্যক্তি যথার্থ দান করে, তাহার সেই দানপুণ্যের অসন্দিগ্ধ ফল জন্মিয়া থাকে। দুঃখ সঞ্চিত পুণ্য অল্পাল্প প্রদান করা বিধেয় নহে। তাহাতে অপুণ্য হইতে পারে এবং গৃহীতা তাহার পুণ্যফল ভোগ করিয়া থাকে। আপনার তরুণ বা অতরুণ পুত্রকে জরা দান ও তদীয় রূপ আদান পূর্ব্বক আগমন করুন।

সুকর্ম্মা কহিলেন, রাজেন্দ্র যযাতি তদীয় বাক্য আকর্ণন পূর্বক বলিলেন, আচ্ছা, তাহাই হইবে, তোমার নিদেশ সম্পাদন করিব। বিপ্র! তিনি নিতান্ত হতজ্ঞান ও কামাসক্ত হইয়াছিলেন। এইপ্রকার উল্লেখ পূর্বক তৎক্ষণাৎ গৃহে গমন এবং পিতৃবৎসল তুরু, পুরু, কুরু ও যদু এই চারি পুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, পুত্রগণ! আমি আদেশ করিতেছি, তোমরা আমার সুখ সন্নিধান কর।

পুত্রেরা কহিলেন, আপনি ধর্ম্মপরায়ণ রাজা। সত্যানুসারে প্রজাপালন করুন। কিজন্য আপনার ঈদৃশ প্রকৃতিচপল ভাব উপস্থিত হইল?

যযাতি কহিলেন, পূর্বে আমার পুরে যে নর্ত্তকগণ আগমন ও প্রবর্ত্তনা করে, তাহাদের হইতেই আমার কায়সম্মোহ ও এইপ্রকার মোহ সম্ভবিত হইয়াছে; তদবধি জরায় শরীর ব্যাপ্ত করিয়াছে এবং তদবধিই আমি কামে আবিষ্টচিত্ত ও হত চেতন হইয়াছি। সম্প্রতি কোন দিব্যরূপা বরাননা রমণী দর্শন করিয়া, তাহারে সম্ভাষণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমারে কিছুই বলিলেন না। বিশালা নামে তাঁহার এক বুদ্ধিমতী সখী আছে। সেই আমারে আমার সুখ-

সাধন এই শুভ কথা বলিয়াছে যে, আপনি জরাহীন হই-লেই, সখী আপনার প্রিয়া হইবেন। তাহার এই বাক্য আমার সম্পূর্ণ মনে লাগিয়াছে। সে আমার জরা নির্হরণ জন্য ইহাও বলিয়া দিয়াছে যে, আপনি যে ব্যক্তিতে জরা সংক্রমণের ইচ্ছা করিবেন, সেই ব্যক্তিতেই জরা গমন করিবে এবং তাহারই বয়স আপনাতে উপগত হইবে। পুত্রগণ! তোমরা সমুদায় অবগত হইলে; এক্ষণে মদীয় সুখ সাধন কর।

তুরু কহিলেন, পুত্র জনক জননীর প্রসাদেই শরীর প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতেই ধর্ম্ম সাধন করে। বিশেষরূপে সেই পিতামাতার সেবা করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। অত-এব পুত্রগণ ভাগ করিয়া স্ব স্ব যৌবন প্রদান এবং বিভাগ করিয়া, জরাগ্রহণ করুন। অন্যান্য পুত্রেরাও কহিলেন, শুভ বা অশুভ হউক, পিতৃবাক্য পালন করা পুত্রের পরম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্বর সম্পন্ন বোধ করিবেন।

যযাতি পুত্রগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ব্যাকুলচিত্তে পুনরায় বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

যযাতি কহিলেন, তোমাদের মধ্যে এক জন আমার এই দুঃখসাধিনী জরা গ্রহণ এবং স্বকীয় তারুণ্য সহকৃত পরম সুন্দর রূপ প্রদান কর। আমার মন অদ্য নিতান্ত স্ত্রীরত ও একান্ত চঞ্চল হইয়াছে। বহ্নি যেরূপ ভাজনস্থিত সলিলরাশি প্রবর্ত্তিত করে, তদ্রূপ কামানলে মদীয় চিত্ত বিচালিত করিতেছে। অতএব সত্বর এক জনে আমার দুঃখদায়িনী জরা গ্রহণ কর। আমি তাহার তারুণ্য আদান পূর্ব্বক যথা সুখে বিচরণ করি। যে পুত্র আমার জরা গ্রহণ করিবে, সেই আমার রাজ্য প্রাপ্ত হইবে ও চতুষ্কে বিচরণ করিবে। তাহার সুখ সম্পত্তি, ধন ধান্য সম্পন্ন, বিপুল সন্ততি এবং যশঃ ও কীর্ত্তিও প্রাদুর্ভূত হইবে। সে পশ্চাৎ স্বকীয় যৌবনগ্রহণপূর্ব্বক সুখ ভোগ করিতে পাইবে।

তুরু কহিলেন, জরা হইতে গ্লানি উৎপন্ন হয়, গ্লানি হইতে পৌরুষ সংক্ষয় হয়, পৌরুষ ক্ষয় হইলে ধর্ম্মহানি হয় এবং ধর্ম্ম হীন হইলে, স্বর্গলাভেও বঞ্চিত হইতে হয়। অতএব আমি আপনার বাক্য পালন করিতে পারিব না। জ্যেষ্ঠ পুত্র তুরু এইপ্রকার কহিলে, যযাতি শ্রবণমাত্র অতি-মাত্র রোষাবিষ্ট হইলেন এবং ক্রোধে অরুণলোচন হইয়া, শাপ দিয়া কহিলেন, রে পাপচেতন! তুমি আমার আদেশ অপধ্বস্ত করিলে। এই হেতু সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত পাপী হইবে,

শিবশাস্ত্র, দেবশাস্ত্র ও সর্বাচারবিবর্জ্জিত হইবে; ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, দেবদূষণ, সুরাপান ও চণ্ড কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সংসক্ত হইবে; সত্যবর্জ্জিত, নরাধম, চক্ষুরোগী, দুশ্চর্ম্মা, মুক্তকণ্ঠ, ব্রহ্মদ্বেষী, নিরাকৃতি, ও পরদারসংসর্গী হইবে; অতিশয় চণ্ড, সাতিশয় লম্পট, সর্বদা সর্বভক্ষ, দুর্ব্বুদ্ধি ও সগোত্রা রমণী সঙ্গে প্রবৃত্ত হইবে; এবং সর্ব ধর্ম্মের বিনাশক, পুণ্যজ্ঞানপরিভ্রষ্ট ও কুণ্ঠচিত্ত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। তোমার পুত্র পৌত্র কিছুই হইবে না, তাহাও নিঃসংশয়িত। ফলতঃ, তুমি আমার শাপে কলুষীকৃত ও এই রূপে সর্ব পুণ্যের হন্তা হইবে।

যযাতি তুরুকে শাপ দিয়া, যদুকে কহিলেন, যে পুত্র মদীয় জরা ধারণ করিবে, তাহারই অকণ্টক রাজ্য ভোগ হইবে। তাহাতে যদু বদ্ধাঞ্জলিপুটে উত্তর করিলেন, তাত! কৃপা করুন; আমি আপনার জরা ভোগ বা বহন করিতেও পারিব না। মন্দগতি, নির্যন্ত্রণ, শ্রম, স্ত্রীভয়, ও বয়ঃপ্রাতিকূল্য জরার এই পঞ্চ হেতু। অতএব আমি এই প্রথম বয়সে জরাদুঃখ সহ্য করিতে পারিব না। আর কেইবা তাহা ধারণ করিতে পারে? আপনি ক্ষমা করুন।

দ্বিজনন্দন! মহারাজ যযাতি তখন ক্রোধভরে যদুকেও শাপ দিয়া কহিলেন, তোমার বংশ কখনও রাজ্যার্হ হইবে না। অধিকন্তু বল ও তেজোহীন এবং ক্ষত্রধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেহেতু, তুমি আমার শাসনপরাঙ্মুখ হইলে।

যদু কহিলেন, মহারাজ! বিনাদোষে কিজন্য অভিশপ্ত করিলেন। প্রসন্ন হইয়া, অনুগ্রহ বিতরণ করুন।

রাজা কহিলেন, পুত্রক! মহাদেব বাসুদেব যখন স্বদীয় বংশে অবতরণ করিবেন, তখন উহা পবিত্র হইবে। অনন্তর পরস্পর বিবাদ করিয়া, ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে।

যদু কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার পুত্র; বিশেষতঃ নির্দ্দোষ। তথাপি আপনি আহত করিলেন। এক্ষণে যদি দয়া হইয়া থাকে, অনুগ্রহ বিতরণ করুন।

রাজা কহিলেন, যে পুত্র জ্যেষ্ঠ ও পিতার দুঃখ বিনাশ করে, তাহারই রাজ্যদায় ভোগ ও ভারবহন হইতে পারে। অতএব শুভাশুভ সমুদায়ই সম্পাদন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তুমি অনায়াসেই আমার আজ্ঞা পরিহার করিলে। তোমার প্রতি আর অনুগ্রহ কি? তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার।

যদু কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমার বংশ ও কুল-গৌরব উভয়ই নষ্ট করিলেন। অতএব আমি আপনার দোষে দোষাশ্রিত হইলাম। আমার বংশে ক্ষত্রিয়গণ আর জন্মগ্রহণ করিবেন না। তাহাদের গ্রাম, দেশ, স্ত্রী ও রত্ন প্রভৃতিও অন্যে ভোগ করিবে। অধিকন্তু, আমার বংশে যে দুষ্ট ম্লেচ্ছগণ উৎপন্ন হইবে, তাহারাই আপনার দারুণ শাপে শপ্ত ও বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যাহারা সৌম্যভাব-সম্পন্ন ও বিষ্ণু ভক্ত হইবে, সেই মহাভাগগণ কদাচ আপ-নার শাপে সংক্রমিত হইবে না।

যদু ক্রুদ্ধ হইয়া, এই প্রকার কহিলে যযাতি রোষভরে পুনরায় তাহাকে শাপ প্রদান করিলেন, শ্রবণ কর। তোমার বংশজমাত্রেই প্রজানাশক ম্লেচ্ছ হইবে। এবং যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর ও যাবৎ পৃথিবী নক্ষত্রতারক কুম্ভীপাকে ও

যৌবনে বাস করিবে। অনন্তর তিনি সুলক্ষণ সম্পন্ন ক্রীড়া-পরায়ণ বালক পুরুকে দর্শন পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া কহিলেন, আমার এই জরা গ্রহণ ও আমার প্রদত্ত নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর।

পুরু কহিলেন, রাজ্যভোগ দৈব্যায়ত্ত। এ বিষয়ে আপনার পিতা প্রমাণ স্থানীয়। যাহা হউক আপনার আদেশ পরিপালন করিব, তাহাতে বিচারণা কি? আপনি অদ্য মদীয় তারুণ্যে সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া, বিষয়সুখে সবিশেষ সংযুক্ত হইয়া, স্বকীয় ভোগাভিলাষ চরিতার্থ করুন। তাত! যতদিন জীবিত, ততদিন আমি জরা বহন করিব।

মহারাজ যযাতি তদীয় বাক্যে নিতরাং হর্ষিত হইয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, যেহেতু তুমি আমার আদেশ পালন ও সর্ব্বথা সফল করিলে, সেই হেতু, তোমার বহুসৌখ্য সম্পাদন করিব। এই কথা বলিলে, পুরু তাঁহারে স্বীয় যৌবন দান করিয়া, তদীয় জরা গ্রহণ করিলেন। তাহাতে সেই পুরুষ শরীরে জরা জন্য বৃদ্ধভাব সঞ্চরিত হইল এবং যযাতি নূতনত্ব পরিগ্রহ করিয়া ষোড়শবার্ষিকের ন্যায়, দ্বিতীয় মন্মথের ন্যায়, নিরতিশয় সৌন্দর্য্যে আবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহারাজ যযাতি পুরুকে রাজছত্র, যান, বাহন, কোষ, বল, সুন্দর চামর ও ধনুঃ প্রদান করিয়া, নিতান্ত আসক্ত চিত্তে সেই রমণীর চিন্তা করিতে লাগিলেন। এবং সত্বর তদুদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। তথায় সেই চারুশীলপয়োধরা বিশাললোচনা রমণীকে সখীসহ সন্দর্শন করিয়া, মন্মথমথিত মানসে কহিতে লাগিলেন, অয়ি বামলোচনে বিশালে! আমি সমাগত হইয়াছি। আমার জরাত্যাগ ও তারুণ্য

সম্পন্ন হইয়াছে। একণে যাহা যাহা অভিলষণীয়, সমুদায়ই প্রদান করিব, সন্দেহ নাই।

বিশালা কহিল, আপনি জরাপুষ্টি ত্যাগ করিয়াছেন; তথাপি এক দোষে লিপ্ত আছেন। সেই জন্য ইনি আপনার অভিলাষিণী নহেন।

যযাতি কহিলেন, যদি নিশ্চয় জান, আমার দোষ কি বল। আমি তাহা ত্যাগ ও অভিমত গুণ সম্পাদন করিব, সংশয় নাই।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

বিশালা কহিল, বরাননা শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানী যাহার ভার্য্যা, তাহার আবার সৌভাগ্য কি? এই জন্য আপনি সাপত্ন্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। মহারাজ! আপনি সসর্প চন্দন বৃক্ষের সদৃশ। চন্দন তরু যেরূপ সর্পগণে বেষ্টিত, আপনিও সেইরূপ অসংখ্য সপত্নীতে পরিবেষ্টিত। বরং অগ্নি প্রবেশ করিবে; বরং শিখর হইতে পতিত হইবে, তথাপি রূপগুণসম্পন্ন সপত্নী সহিত প্রিয়তম পতি প্রার্থনা করিবে না। আপনি সর্ব্বগুণবিশিষ্ট হইলেও সপত্নী-বিষে পরিপূর্ণ, এই জন্য গুণসাগর আপনাকে পতিত্বে বরণ করা ইহার অভিমত নহে।

রাজা কহিলেন, বরাননে! দেবযানীতে আমার কার্য্য

নাই, শর্ম্মিষ্ঠাতেও প্রয়োজন নাই। একমাত্র তোমার সখীরই জন্য আমার এই মর্ত্যধর্ম্ম দেহ অবলোকন কর।

বিন্দুমতী কহিলেন, আমার রাজ্যে বা দেহে প্রয়োজন নাই। যাহা যাহা বলিব, আপনি কেবল তাহাই সম্পাদন করুন। এবিষয়ে প্রত্যয়জন্য আমারে বরদান করিতে হইবে।

রাজা কহিলেন, বরবর্ণিনি! আমি তোমা ব্যতিরেকে অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করিব না। একণে তুমি আমার রাজ্য, সকল পৃথিবী, দেহ ও স্বীয় কামভোগ কর। তোমারে এই বর দিলাম। অতঃপর যাহা বলিবে, তাহাই করিব।

অশ্রু বিন্দুমতী কহিলেন, মহারাজ! তবে আমিও আপনার ভার্য্যা হইলাম। মহারাজ যযাতি এই কথা শ্রবণমাত্র হর্ষ ব্যাকুললোচন হইয়া, তৎক্ষণাৎ গান্ধর্ব্ববিধানে সেই বনমন্দিরে বিবাহ করিলেন। এবং তাহারে সমভিব্যাহারে লইয়া সাগরতীরে, বনে, উপবনে, পর্ব্বতে, জলদে, নদীতে বিহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিচরণ ও প্রিয়াসহকারে বিহার করিতে করিতে সেই মহাবল মহাভাগ যযাতি পঞ্চবিংশৎ সহস্র বৎসর এক দিনের ন্যায় অতিবাহন করিলেন।

বিষ্ণু কহিলেন, কামদেব দেবরাজের স্বার্থসিদ্ধি জন্য পৃথিবীপতি যযাতিকে এই প্রকারে মোহিত করিয়াছিল।

সুকর্ম্মা কহিলেন, মূর্খ যযাতি কামকন্যার মোহে ও সুরত ললিতে নিতান্ত আবিষ্ট ও হতজ্ঞান হইয়া, দিবারাত্র পরিজ্ঞানেও বঞ্চিত হইয়া উঠিলেন। ঐ সময়ে বিন্দুমতী তাঁহাকে কহিল মহারাজ! আমার অভীষ্ট মনোরথ

সাধন করিতে হইবে। মখশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করুন। যযাতি কহিলেন, আচ্ছা, তাহাই হইবে; সর্ব্বথা তোমার প্রিয়সম্পাদন করিব। এই বলিয়া তিনি রাজ্য-ভারে নিরূপিত পুত্র শ্রেষ্ঠ পুরুকে আহ্বান করিলেন। পুরু আহ্বান মাত্র ভক্তিভাবে নতকন্ধর হইয়া, তথায় সমাগত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি পুটে তদীয় পাদযুগলে প্রণাম পূর্ব্বক অবনত কন্ধরে কহিলেন, মহারাজ! আপনার প্রণত কিঙ্কর সমাগত হইয়াছে। কি করিবে, আদেশ বিধান করুন। যযাতি কহিলেন, বৎস! সমুদায় দ্বিজাতি, ঋত্বিক্, ও নরপতিদিগকে আহ্বান করিয়া, অশ্বমেধ যজ্ঞের আহরণ কর। পরম ধার্ম্মিক মহাতেজাঃ পূরু আদেশমাত্র তদনুরূপ আয়োজন করিলেন। তখন মহারাজ যযাতি কামকন্যার সহিত সুদীক্ষিত হইয়া, বহুসংখ্য অশ্বমেধ ও অন্যান্য যজ্ঞ সম্পাদন এবং ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষতঃ দরিদ্র-সমূহকে অনন্ত ভূমি দান করিলেন। অনন্তর যজ্ঞাবসানে বরাননা কামকন্যাকে কহিলেন, আর তোমার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিব, বল। অয়ি বরবর্ণিনি! সাধ্য হউক বা না হউক, তৎ সমস্ত সম্পাদন করিব।

সুকর্ম্মা কহিলেন, কামকন্যা এই প্রকার অভিহিতা হইয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমার দোহদ পূরণ করুন। ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক, শিবলোক ও বিষ্ণুলোক দর্শনে অভিলাষ হইয়াছে। যদি আমি আপনার প্রেয়সী হই, তৎসমস্ত দেখাইতে হইবে। যযাতি কহিলেন, তুমি অতি পুণ্যবাক্য প্রয়োগ করিতেছ। যাহা হউক, তুমি স্ত্রী-স্বভাব, চাপল্য অথবা কৌতুক বশতঃ যাহা বলিলে, তাহা

অসাধ্য সন্দেহ নাই। যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও পুণ্যবলেও এই অপূর্ববাদ সাধনীয় হইতে পারে না। সত্য বটে যাহা অসাধ্য, পুণ্যবলে তাহারও সাধন হইয়া থাকে। কিন্তু আমি কখন এই শরীরে কাহাকেও মৃত্যুলোকে বা স্বর্গলোকে গমন করিতে দেখিয়াছি বলিয়া বোধ করিতেছি না। ফলতঃ, তোমার প্রার্থনীয় সর্বথা অসাধ্য। অতএব অন্য কিছু নির্দ্দেশ কর, সম্পাদন করিব। কামকলা কহিলেন, মহারাজ! অন্য মনুষ্যের ইহা অসাধ্য হইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি সত্য সত্য বলিতেছি, আপনার সাধনীয় হইবে। মর্ত্ত্যলোকে তপস্যা, যশঃ, ক্ষত্রভাব, যজ্ঞ বা দান কোন বিষয়েই ভবাদৃশ ব্যক্তি লক্ষিত হয় না। আপনাতে ক্ষত্রবল ও পরমতেজঃ সমুদায়ই প্রতিষ্ঠিত। অতএব আমার এই প্রিয় দোহদ সর্বদা সাধন করিতে হইবে।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

পিপ্পল কহিলেন, দ্বিজসত্তম! মহারাজ যযাতি কামকন্যার পাণি পীড়ন করিলে, তাঁহার পূর্ব ভার্য্যা মহাভাগা দেবযানী ও বৃষপর্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা কি করিয়াছিলেন? তাঁহাদের চরিত্র কীর্ত্তন করুন।

সুকর্ম্মা কহিলেন, যযাতি কামকন্যাকে নিজভবনে লইয়া গেলে মনস্বিনী দেবযানী অতিমাত্র স্পর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ, তাহার জন্য পুত্রদ্বয় অভিশপ্ত হইয়াছেন, তজ্জন্য ক্রোধে অরুণলোচন হইয়া, তৎক্ষণাৎ

শর্ম্মিষ্ঠাকে আহ্বান পূর্ব্বক পরস্পর সখিতা স্থাপন করিলেন। অনন্তর উভয়ে রূপ, তেজ, দান, সত্য, পুণ্য সকল বিষয়েই কামকন্যার সহিত স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। কামনন্দিনী উভয়ের দুষ্টভাব অবগত হইয়া ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে সমুদায় রাজার গোচর করিলেন। যযাতি রোষাবিষ্ট হইয়া, যদুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তুমি সত্বর গমন করিয়া, শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানীকে সংহার কর। যদি শ্রেয়োলাভের অভিলাষ থাকে, সত্বর আমার এই প্রিয়বিধান কর। যদু শ্রবণ করিয়া, জননীর প্রতি ক্রোধ পরায়ণ সেই রাজাকে কহিলেন, তাত! আমি দৈববর্জ্জিত মাতৃদ্বয়ের বধ করিতে পারিব না। দেব ও পণ্ডিতগণ মাতৃহত্যায় গুরুতর পাতক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদের সংহার করা আমার সাধ্য নহে। বলিতে কি, জননী বা ভগিনী অথবা দুহিতা সহস্র দোষে দোষী হইলেও, পুত্র, ভ্রাতা বা অন্যকেহ তাহাদের হত্যায় প্রবৃত্ত হইবে না। পৃথিবী পতি যযাতি যদুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্রোধে অভিভূত হইলেন। অনন্তর তাঁহাকে পুনরায় শাপ দিয়া, বিষ্ণুধ্যানতৎপর চিত্তে কামকন্যার সহিত সুখভোগে মগ্ন হইলেন। সেই সুলোচনা অশ্রুবিন্দুমতী মনোমুগুণ ভোগ সকল ভোগ করিতে লাগিলেন।

সেই মহাভাগ মহানুভাব যযাতির কাল এই প্রকারে অতিবাহিত হয়। অধিকন্তু, তিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, সমুদায় প্রজালোক অজর, অমর, বাসুদেবের ধ্যানপরায়ণ এবং তপস্যা ও শুচিতায় সর্ব্বদা সুখী হইয়াছিল।

পঞ্চ সপ্ততিতম অধ্যায়।

সুকর্ম্মা কহিলেন, অনন্তর দেবরাজ শতক্রতু যযাতির বিবিধ দান পুণ্য ও বিক্রমাদি দর্শন করিয়া, সর্ব্বথা ভীত হইয়া উঠিলেন, এবং অপ্সরা মেনকাকে কার্য্য সাধনে প্রেরণ করিয়া, কহিলেন, ভদ্রে! মহাভাগে! তুমি এখান হইতে গমন করিয়া, কামকন্যাকে আমার আদেশ বলিয়া আইস যে, দেবরাজ বলিয়াছেন, মহারাজ যযাতিকে যে কোন উপায়ে আনিতে হইবে। মেনকা শ্রবণমাত্র গমন করিয়া, দেবরাজের সমস্ত ভাষিত যথাযথ কীর্ত্তন করিল। মনস্বিনী রতিপুত্রী সমুদয় অবগত হইয়া, যযাতিকে কহিল, রাজন্! আপনি পূর্ব্বে আমারে সত্যধর্ম্মানুসারে সম্মানিত ও পত্নীত্বে বরণ করিয়াছেন। এবং বলিয়াছিলেন, আমার সমুদায় প্রার্থনাই পূরণ করিবেন। কিন্তু তাহার কিছুই করিলেন না। অতএব আমি আপনারে ত্যাগ করিয়া, পিতৃভবনে গমন করিব।

যযাতি কহিলেন, ভদ্রে! তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব, সন্দেহ নাই। কিন্তু অসাধ্য পরিত্যাগ করিয়া, সাধ্য নির্দ্দেশ কর।

বিন্দুমতী কহিলেন, আমি এই জন্যই আপনারে আত্ম-দান করিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, আপনি সকলের সমাদৃত,

সকল লক্ষণ সম্পন্ন, সকলের কর্ত্তা, সকল ধর্ম্মের বিধাতা ও সকল পুণ্যের দ্রষ্টা। এবং সকল বিষয়ই আপনার সাধ্য, সকল সংসারই আপনার সাধক, ত্রৈলোক্যের সকল স্থানেই আপনার গতি। অধিকন্তু, আপনি সত্যধর্ম্ম সম্পন্ন, বাসুদেবের ভক্ত ও ভাগবতগণের অগ্রগণ্য। ইহাই জানিয়া এবং এই আশাতেই আপনারে পূর্ব্বে স্বামী করিয়াছি। ফলতঃ, স্বয়ং ভগবান যাহারে প্রসন্ন তাহার সর্ব্বত্র গমন হইয়া থাকে। সচরাচর ত্রৈলোক্যে তাহার কোন বিষয়ও দুর্লভ হইতে পারে না। ভাবিয়া দেখুন, আপনি পৃথিবীতে থাকিয়াই, [illegible]কই জরা পলিত বিহীন ও মৃত্যুহীন করিয়াছেন। নরর্ষভ! আপনারই প্রভাবে সমুদায় গৃহদ্বারে বহুসংখ্য কল্পলতা হইতেছে। আপনিই গৃহে গৃহে কামধেনু ও নিধি সকল প্রেরণ ও স্থিরীকৃত করিয়াছেন এবং আপনার ও প্রজালোকেরও সমুদায় কামনা সম্পন্ন করিয়াছেন। লোকমাত্রেরই গৃহমধ্যে যে সহস্রকুল লক্ষিত হয়, সেই কুলবিবৃদ্ধিও আপনার বিহিত। বলিতে কি, আপনি যম ও ইন্দ্রের সহিত বিরোধ করিয়া, মনুষ্যদিগকে ব্যাধিপাশে বিনির্ম্মুক্ত, স্বীয়তেজঃ ও অহঙ্কারে পৃথিবীকে স্বর্গরূপ এবং তৎসহকারে ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আপনার সদৃশ রাজা নাই, পূর্ব্বেও ছিলেন না এবং পরেও হইবেন না। আমি এইরূপ সর্ব্বধর্ম্মপ্রধারক জানিয়া আপনারে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছি। আপনি কিজন্য এরূপ কহিতেছেন। যাহা হউক, যদি আপনার ধর্ম্ম থাকে, সত্য থাকে, তাহা হইলে, ধর্ম্ম ও সত্য করিয়া বলুন, দেবলোকে কেন আপনার অবিহিত গতি নাই। সত্য পরিত্যাগ

পূর্ব্বক জানিয়াও মিথ্যা বলিলে, আপনার পূর্ব্বসঞ্চিত সমুদায় শ্রেয়ই ভস্মীভূত হইবে।

রাজা কহিলেন, ভদ্রে! তুমি সত্য বলিয়াছ, আমার সাধ্যাসাধ্য কিছুই নাই। জগৎপতি বাসুদেবের প্রসাদে সংসারে সকল বিষয়ই আমার সাধ্যায়ত্ত। যেজন্য স্বর্গে যাইব না, তাহার প্রকৃত কারণ শ্রবণ কর! স্বর্গে গেলে দেবগণ পুনরায় আমাকে মর্ত্ত্যে আসিতে দিবেন না। তাহা হইলেই, মদীয় বিরহে সমুদায় প্রকৃতিবর্গ মরণশীল হইবে, সংশয় নাই। সত্য বলিতেছি, এই জন্যই স্বর্গগমনে অভিলাষ নাই।

কামকন্যা কহিল, মহারাজ! তত্তল্লোক দর্শনানন্তর পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিব। এক্ষণে আমার অভিলাষ পূরণ করুন। এবিষয়ে আমার অতিমাত্র শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।

রাজা কহিলেন, যাহা বলিলে, নিঃসংশয়িত সাধন করিব। এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়া সেই মহাতেজা নহুষ-নন্দন যযাতি সবিশেষ বিবেচনা সহকারে বহুধা উপস্থিত দৈববন্ধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, অন্তর্জ্জল-বিহারী মৎস্যও জালে পতিত হয়; মরুৎসমান বেগবান মৃগও বদ্ধ হইয়া থাকে; পক্ষী যোজনসহস্র দূরে থাকিলেও আমিষ দেখিতে পায়, কিন্তু সেই আমিষ-সংলগ্ন পাশ তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না। তৎকালে তাহার মোহ উপস্থিত হয়। ফলতঃ, কালই বৈষম্যের হেতু, কালই সম্মান-হানির সাধন, কালই পরিভবের কারণ, এবং এই কালই যত্র তত্র অবস্থিতি করিয়া, পুরুষকে দাতা আবার প্রার্থয়িতা করিয়া থাকে। স্বর্গে বা মর্ত্তে স্থাবরাদি যাবতীয় ভূত

সর্ব্বথা কালেরই আয়ত্ত, কালই একাকী এই সংসার এবং কালই অনাদির নিধন ও জগতের পরম কারণ, তথাহি এই কালই সংসারে বৃক্ষে ফলের ন্যায় আহিত বিষয় পরিপক্ক করে। মন্ত্র নহে, দান নহে, তপস্যা নহে, মিত্র নহে, বান্ধব নহে; ফলতঃ, কালপীড়িত ব্যক্তির পরিত্রাণ করিতে কেহই সমর্থ নহে। বিবাহ জন্ম মরণ এই কালকৃত পাশত্রয় কোন কালে কোন স্থানে কোন উপায়েই ছেদন করা যায় না। জলধর যেরূপ আকাশে বায়ুবশে আন্দোলিত হয়, সেই রূপ কর্ম্মযুক্ত কাল সমস্ত সংসার চালনা করিয়া থাকে।

সুকর্ম্মা কহিলেন, বিপ্র! মনুষ্য এই কালযুক্ত কর্ম্মের সেবা করে এবং লোকে যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, কালই তাহার প্রেরয়িতা। সর্প ও ব্যাধি সকল এইরূপ কর্ম্মযুক্ত হইয়াই মানুষে প্রবর্ত্তিত হয়। পুণ্যমিশ্রিত সুখসাধন উপায় সকলও কর্ম্মসংযুক্ত হইয়া, শুভাশুভ যোজনা করে। কর্ম্মই লোকে প্রধান। কর্ম্মই সম্বন্ধী এবং কর্ম্মই বান্ধব। পুরুষের সুখ বা দুঃখ এই কর্ম্ম হইতেই প্রাদুর্ভূত হয়। এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও রূপ প্রভৃতিও এই কর্ম্মের আয়ত্ত। সকলকেই অবস্থানুসারে এই কর্ম্মের সেবা করিতে হয়। গর্ভাবস্থাতেই জন্তুর আয়ু, কর্ম্ম, বিত্ত, বিদ্যা ও নিধন এই পাঁচটী সৃষ্ট হইয়া থাকে। কর্ত্তা যেরূপ মৃৎপিণ্ড হইতে যথেচ্ছ নির্ম্মাণ করে, পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম তদ্রূপ কর্ত্তার বিবিধ দশান্তর ঘটনা করিয়া থাকে। লোকে স্বস্ব কর্ম্মবলেই দেবত্ব, মানুষত্ব, পশুত্ব, পক্ষিত্ব, তির্য্যকত্ব অথবা স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়। সুখ বা দুঃখ যাহাই হউক, সমুদায়ই আত্মার বিহিত। এই প্রকার আত্মবিহিত নিত্য ভোগ করিতে হয়। লোকে গর্ভ

শয্যায় আসীন হইয়াও পৌর্ব্বদেহিক সুখদুঃখ প্রাপ্ত হয়। বল বা বুদ্ধি কিছুইতেই প্রাক্তন কর্ম্মের কিছুমাত্র অন্যথা করিতে পারা যায় না। স্বকৃত সুখ বা দুঃখ সমুদায়ই ভোগ করিতে হয়। মনুষ্য নিত্য তাহা প্রাপ্ত হইয়া, কর্ম্মবন্ধে বদ্ধ হইয়া থাকে। বৎস যেরূপ ধেনু সহস্র মধ্যেও জননীকে চিনিয়া লয়, তদ্রূপ শুভাশুভ কর্ম্ম সহস্র মধ্যে কর্ত্তার অনুগমন করে। উপভোগ ব্যতিরেকে এই কর্ম্মের ক্ষয় দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাক্তন বন্ধন স্বরূপ কর্ম্মের অন্যথা করা কাহারও সাধ্য নহে। ফলতঃ প্রারব্ধ কর্ম্ম যথাকৃত সহস্র রূপে অনুসরণ করে। সুশীঘ্র ধাবন করিলে অনুধাবন, অবস্থিতি করিলে অবস্থিতি, গমন করিলে অনুগমন, অনুষ্ঠান করিলে, সহানুষ্ঠান করে এবং ছায়ার ন্যায় অন্তর্হিত হয়। তথাহি, এই কর্ম্ম ছায়ার ন্যায় পরস্পর নিত্য সম্বদ্ধ। মানুষ পূর্ব্বকর্ম্মে অগ্রে পীড়িত হয়; পশ্চাৎ গ্রহ রোগ সর্প ডাকিনী ও রাক্ষসাদি কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া থাকে। সুখ বা দুঃখ যাহার যে স্থলে ভোগ করা বিহিত, সে দৈববদ্ধ হইয়া, বলপূর্ব্বক তথায় নীত হয়।

দৈবও কর্ম্মের ন্যায় বলবান্। যে ব্যক্তির যেরূপে সুখ বা দুঃখভোগ হইবার সম্ভাবনা, দৈব তাহাকে সেইরূপে বলপূর্ব্বক চালনা করে। এই জন্য দৈব সুখ-দুঃখের উপাদান বলিয়া উল্লিখিত হয়। মনুষ্য, জাগ্রৎ বা স্বপ্নে এক রূপ কর্ম্মের চিন্তা করে, দৈববশে তাহার অন্যথারূপ ঘটনা হইয়া থাকে। শস্ত্র, অগ্নি, বিষ বা দুর্গে রক্ষিতব্যই রক্ষা করে, কিন্তু যাহা অরক্ষিত, তাহা দৈবই রক্ষা করিয়া থাকে। অতএব দৈব বিনাশ করিলে, কিছুতেই রক্ষার

সম্ভাবনা নাই। পৃথিবীতে যেরূপ বীজ, অন্ন ও ধন, আত্মাতে সেই রূপ কর্ম্ম অধিষ্ঠিত ও প্রাদুর্ভূত হয়। যেমন তৈলক্ষয়ে দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, কর্ম্ম ক্ষীণ হইলে, তদ্রূপ প্রাণিশরীর বিনষ্ট হয়। তত্ত্ববেদিগণ নিরূপণ করিয়াছেন, কর্ম্মক্ষয়েই মৃত্যু হইয়া থাকে। পাপাত্মার রোগ যেমন নানাপ্রকার, তাহার কারণ পরম্পারাও তদ্রূপ বিবিধ। যাহা হউক, পূর্ব্বকর্ম্মের বিপাক আমার উপস্থিত হইয়াছে। এই স্ত্রীই সেই মূর্ত্তিমান বিপাক, সন্দেহ নাই। দেখ কোথা হইতে নর্ত্তন ও নটকর্ত্তৃগণ মদীয় গেহে সমাগত হইল। তাহাদের সঙ্গপ্রসঙ্গে জরা আমার শরীর আশ্রয় করিল। এই রূপে আমার যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তৎসমস্তই কর্ম্মকৃত বোধ হইতেছে। অতএব কর্ম্মই প্রধান, উপায় কোন কার্য্যেরই নহে। পূর্ব্বে দেবরাজ আমার জন্য স্বীয় দূত মাতলিকে প্রেরণ করেন। সে কথায় আমার কর্ণপাত হইল না। সম্প্রতি তাহারই কর্ম্মবিপাক উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে যদি প্রীতিপূর্ব্বক ইহার কথা না রাখি, তাহা হইলে, সত্য ও স্বর্গ উভয়ই ভ্রষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলতঃ, কর্ম্ম যাহা নির্দ্দেশ করে, তাহা অসাধ্য হইলেও, আমার সাধ্য হইবে। দৈবও অতিক্রম করা সহজ নহে। মহারাজ যযাতি অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া, এই প্রকার নানা-প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সর্ব্বক্লেশবিনাশন দেবদেব কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ এবং মনে মনে সেই মধুসূদনের নাম স্মরণ ও নমস্কার করিয়া, কহিলেন, কমলাপ্রিয়! আমি তোমারই শরণাপন্ন। আমারে রক্ষা কর।

ষষ্ঠসপ্ততিতম অধ্যায়

→○○○←

পরম ধার্ম্মিক যযাতি এইপ্রকার চিন্তামগ্ন হইলে, বরাননা রবিনন্দিনী তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিল, রাজন্! বোধ হয়, আপনি চিন্তা করিতেছেন, স্ত্রীলোক প্রায়ই পাপকারিণী হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বলিতে কি, আমি শুদ্ধ চপলতাবশতঃ আপনারে প্রেরণা করিতেছি না। না হয়, অদ্য আপনার পার্শ্ব পরিহার করিব। ইতর রমণীগণ যেরূপ লোভমোহে আচ্ছন্ন হইয়া, চপলতাবশতঃ অকার্য্যে প্রেরণ করে, আমার সেপ্রকার নহে। লোক সকল দর্শন করিতে বাস্তবিকই আমার অতিশয় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। যদি দেবদর্শনপুণ্য মানুষের দুর্লভ হয়, আদেশ করুন, আমিই তাহা সাধন করিব। এ বিষয়ে যদি আমা হইতে আপনার কিছু দোষ বা আয়াসকর থাকে, তাহাও বলুন। কি জন্য মহাভয়ে ভীত অথবা মোহগর্ত্তে নিপতিত প্রাকৃত জনের ন্যায় চিন্তা করিতেছেন। আর আপনারে স্বর্গে যাইতে হইবে না, চিন্তা ত্যাগ করুন। যাহাতে আপনার দুঃখ হইতে পারে, আমার তাহা কখনই বিধেয় নহে।

তখন যযাতি সেই বরাঙ্গনাকে কহিলেন, দেবি! আমি যাহা ভাবিতেছি। শ্রবণ কর। এ বিষয় আত্মার প্রিয় হইলেও, মানভঙ্গ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। আমি স্বর্গে

গমন করিলেই প্রজাগণ দীনভাবাপন্ন হইবে। দুষ্টাত্মা মায়াবী বিবিধ ব্যাধি দ্বারা তাহাদিগের ত্রাস সম্পাদন করিবে। কেন না সেই কৃতান্ত আমার সহিত নিত্য স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। যাহাই হউক, তোমারে লইয়া স্বর্গে গমন করিব। এই বলিয়া তিনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ জরাগ্রস্ত মহামতি পুত্রশ্রেষ্ঠ পুরুকে কহিলেন, বৎস! আগমন কর। ধর্ম্ম নিশ্চয়ই তোমার জ্ঞানগোচর হইয়াছে। তাত! এক্ষণে স্বীয় তারুণ্য গ্রহণ করিয়া, মদীয় জরা প্রত্যর্পণ কর। আমি এই সকোষবল-বাহন রাজ্য এবং সগ্রামবলপত্তনা রত্নপূর্ণা সাগরমেখলা বসুন্ধরাও প্রদান করিলাম। সর্ব্বদা ইহার শাসন ও প্রজাগণের পালন করিবে। যাহাতে দুষ্টগণের দমন ও সাধুগণের রক্ষা হয়, ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রমাণতঃ নিত্য তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবে। অপিচ, ব্রহ্মণ্যপ্রভাব অবলম্বন ও ত্রিবিধ কর্ম্মের অনুসরণপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে প্রজালোকের রক্ষণাবেক্ষণ সমাধা করিবে। তাহাতে ত্রিভুবনে পূজনীয় হইতে পারিবে। বৎস! পঞ্চমে সপ্তমে কোষবল পর্য্যবেক্ষণ এবং প্রসাদ, ধন ও ভোজনাদি প্রদান করিয়া, পণ্ডিতগণের পূজা করিবে; নিত্য চারচক্ষু ও দান পরায়ণ হইবে; জ্ঞানবিদ্ ব্যক্তিবর্গসহায়ে সর্ব্বদা মন্ত্র সংযমন ও পোষণ করিবে। আত্মা সংযত করিবে; কখন মৃগয়ায় গমন করিবে না; স্ত্রী, বল, কোষ, শত্রু ইহা-দিগকেও বিশ্বাস করিবে না। ফল ও পাত্র সকলের যথাযথ সংগ্রহ করিবে; যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক নিত্য হৃষীকেশের উপাসনা করিবে; সর্বথা পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। প্রজা-গণের কণ্টক সমস্ত দিন দিন দর্শন, মুক্তি সম্পাদন ও সর্বতো-ভাবে পোষণ করিবে; আত্মাকে বশ করিবে; পরদার-

প্রবৃত্তি পরিহার করিবে। পরদ্রব্যে মতি তৃষ্ণা বিসর্জ্জন করিবে; সর্বদা রিপুগণের ছিদ্র অন্বেষণ করিবে; নিত্য মদীয় বাক্যের অনুসরণ করিবে; সর্ব্বদা শাস্ত্রচিন্তা ও দেবচিন্তা করিবে এবং গজ সিংহ ও রথাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবে। এই প্রকার আদেশ, আশীর্ব্বাদ ও অভিনন্দন করিয়া, স্বহস্তে কর দণ্ড আয়ুধ স্থাপন, স্বকীয় জরা পুনর্গ্রহণ ও যৌবন প্রত্যর্পণ পুরঃসর পৃথিবীপতি যযাতি স্বর্গগমনে উদ্যত হইলেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

সুকর্ম্মা কহিলেন, অনন্তর মহাভাগ যযাতি সমস্তদ্বীপবাসী প্রজাদিগকে আহূত করিয়া, নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন, অয়ি সত্তমসমূহ! আমি অতঃপর পত্নীর সহিত ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক, শিবলোক, ও বিষ্ণুলোক গমন করিব। তোমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রপ্রমুখ প্রজাবর্গ স্ব স্ব কুটুম্ব সমভিব্যাহারে সুখে অবস্থান কর। মহাবাহু মহাবীর দণ্ডধর পুরুকে তোমাদের পালয়িতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিলাম।

প্রকৃতিবর্গ এইপ্রকার অভিহিত হইয়া, কহিতে লাগিল, রাজন্! বেদ ও পুরাণ সকলে ধর্ম্ম কেবল শ্রূয়মাণ হয়েন; কেহ কখন দেখিতে পায় নাই। কিন্তু আমরা সেই সত্যপ্রিয় দশাঙ্গ ধর্ম্ম সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মহা-

রাজ নহুষের মহাগৃহে এই ধর্ম্ম হস্তপাদযুক্ত উৎপন্ন হইয়াছেন। ফলতঃ, আপনি সর্ব্বাচারপ্রচারক, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন, পুণ্য সকলের মহানিধি, গুণ সকলের আকর, সত্যপণ্ডিত, সত্যবান্ ও পরমতেজস্বী এবং মহা ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম। ঈদৃশ ধর্ম্মরূপী ধর্ম্মকর্ত্তা সত্যবাদী কর্ম্মত্রয়পথবর্ত্তী আপনারে কিরূপে ত্যাগ করিতে পারি। যেখানে আপনি সেই খানেই আমরা, সেইখানেই যজ্ঞ, এবং সেইখানেই পুণ্য। আপনি নরকে থাকিলে, আমরাও নরকে থাকিব, সন্দেহ কি? ফলতঃ, আপনা ব্যতিরেকে আমাদের স্ত্রীতে কি, ধনে কি, ভোগে কি, জনে কি, এবং প্রাণেই বা কি হইতে পারে? অতএব রাজেন্দ্র! আপনার সহিত আমরাও যাইব, তাহাতে কোন মতেই অন্যথা হইবে না।

পৃথিবীপতি যযাতি প্রজাগণের এইপ্রকার বাক্য আকর্ণন করিয়া, অতিমাত্র হর্ষিত হইয়া কহিলেন, তবে সকলেই আমার সহিত আগমন কর। এই বলিয়া তিনি কামকন্যার সহিত দিব্যরথে আরোহণ করিলেন। তৎকালে হংসবর্ণ শঙ্খ নিনাদিত হইয়া উঠিল। এবং চন্দ্রবিম্বানুকারী চামরব্যজনে বীজ্যমান, পরম রমণীয় কেতুতে শোভমান এবং ঋষিগণ, বন্দিগণ, চারণগণ ও প্রজাগণে স্তূয়মান হওয়াতে, সেই নহুষাত্মজ যযাতি দেবরাজ পুরন্দরের ন্যায় বিরাজমান হইলেন। প্রজাগণ কেহ গজে কেহ অশ্বে, কেহ রথে, কেহবা অন্যবিধ যানে আরোহণ করিয়া, স্বর্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য ইতরজাতি সকলেই বিষ্ণুর পরম ভক্ত ও তদীয় ধ্যানধারণায় একান্ত আসক্ত। তাহাদের

দণ্ড সকল ও পতাকিসমূহ শঙ্খচক্রে অঙ্কিত এবং কেতু সকল হেমদণ্ডে অলঙ্কৃত। বায়ুভরে ঐ সকল কেতু পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত হইতে লাগিল। তৎকালে সকলেই দিব্য মাল্য, দিব্য গন্ধানুলেপন ও দিব্য বস্ত্রে অলঙ্কৃত, দিব্য চন্দনদিগ্ধাঙ্গ, ও দিব্যাভরণে ভুষিত হইয়া, সাতিশয় শোভা ধারণ ও রজার অনুগমন করিল। অধিকন্তু, তাহারা সকলেই পুণ্যশীল, পুণ্যকর্ত্তা, এবং বাসুদেবের ধ্যান ও জপ পরায়ণ। নিরতিশয় হর্ষিত হইয়া, রাজার সমভিব্যাহারী হইল। ঐইরূপে নরপতি যযাতি পুত্রকে স্বরাজ্যে স্থাপন করিয়া, স্বয়ং ঐন্দ্র লোকে গমন করিলেন। এবং তদীয় তেজঃ, পুণ্য, তপস্যা ও ধর্ম্মবলে ঐ সকল লোক বৈষ্ণব-লোক প্রাপ্ত হইল।

তিনি স্বর্গে সমাগত হইলে, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও চারণ-বর্গ দেবরাজের সহিত তাঁহার সম্মুখীন হইয়া, সবিশেষ পুজা করিল। ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! আপনার স্বাগত? সম্প্রতি মদীয় গৃহে প্রবেশ এবং মনোনুগুণ দিব্য ভোগ সমস্ত সম্ভোগ করুন।

রাজা কহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ, সহস্রাক্ষ! আপনার চরণার-বিন্দ বন্দনা করি। সম্প্রতি আমি ব্রহ্মলোকে গমন করিব। এই বলিয়া তিনি দেবগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে স্তূয়মান হইয়া, ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। মহাতেজাঃ পদ্মযোনি প্রধান প্রধান তপোধন সমভিব্যাহারে সুবিস্তর অর্ঘ্যাদি দ্বারা সমুচিত আতিথ্য বিধান করিয়া কহিলেন, রাজন্! স্বকীয় পুণ্য কর্ম্মবলে বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ কর। এইপ্রকার অভিহিত হইয়া, যযাতি শিবমন্দিরে গমন করিলে

মহাদেব ও উমার সহিত তাঁহার সবিশেষ অতিথ্য সংকার বিধান করিলেন এবং কহিলেন, রাজেন্দ্র! তুমি কৃষ্ণভক্ত এবং আমারও অতিমাত্র প্রিয়। অতএব মদীয় নিলয়েই অবস্থান কর। এখানে মানুষগণের সুদুষ্প্রাপ্য সমুদায় ভোগ সম্ভোগ হইবে। বিষ্ণুতে আমাতে কিছুমাত্র অন্তর নাই। যিনিই বিষ্ণু, তিনিই রুদ্র, এবং যিনি রুদ্র, তিনিই সনাতন বাসুদেব ইহাতে সংশয় নাই। ফলতঃ, উভয়েই একস্বরূপ। এইজন্য আমি এইপ্রকার কহিতেছি। বিষ্ণুভক্ত পুণ্যাত্মার এইপ্রকার স্থান। অতএব এখানে থাকিতে অথবা বৈকুণ্ঠে গমন করিতে পার। অনন্তর যযাতি মহাদেব কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে পৃথগবাস পরমপুণ্যাত্মা ভাগবতগণ তদীয় সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল, চরাচর সমুদায় সুপাপম্ম শঙ্খনাদ, সুপুষ্কল সিংহনাদ এবং সুগভীর ভেরিনাদসহকারে তাহার পূজা করিতে লাগিল; শাস্ত্রকোবিদ পাঠকগণ ও গীতকোবিদ গন্ধর্ব্ব সকল সুস্বরে গান করিতে লাগিল এবং সুরূপা অপ্সরোগণ সর্ব্বতোভাবে পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। অনন্তর তিনি দেবগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধচারণ গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ, সাধ্য বিদ্যাধর ও মরুদ্গণ, বসু, রুদ্র, আদিত্য লোকপাল ও প্রধান প্রধান পর্ব্বতগণ এইরূপে ত্রিলোকী কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া, নিরুপম নিরাময় বৈকুণ্ঠ ভবন অবলোকন করিলেন। সেই বৈকুণ্ঠ ভবন হংসকুন্দেন্দুধবল সর্বশোভাঢ্য কাঞ্চনময় বিমানপরম্পরায় পরিশোভিত; মেরুকন্দর সদৃশ শত শত সৌম্য প্রাসাদে অলঙ্কৃত; জাজ্বল্যমান কলস সমূহে তারাগণনিষেবিত তেজঃ ও শ্রীবিশিষ্ট আকাশের ন্যায়

প্রকাশমান, এবং প্রোজ্জ্বল জ্বালা সকলে যেন শত শত চক্ষুবিস্ফারিত, হারময় বিবিধ রত্নখচিত সদন সকলে যেন হাস্য ও ধ্বজপরম্পরাব্যপদেশে যেন সেই বিষ্ণুবল্লভ পুণ্যাত্মাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিল। অধিকন্তু, বায়ু ভরে আন্দোলিত সুন্দর পল্লব শোভিত মনোহর ধ্বজাগ্র, সূর্য্য তেজঃসদৃশ হেমময় দণ্ড, গোপুর, অট্টালক, রত্নখচিত জালময় মহাধন বাতায়ন, সুবর্ণ সদৃশ প্রাকার, পরম প্রতিভাবিশিষ্টপ্রতোলী, বিবিধরত্নময়তোরণপতকা সূর্য্যবিক্রমসম্পন্ন চক্রবন্ধ, শঅদমুদসন্নিভ শতকণ্ঠ, প্রাবৃটকালীন জলদাকার মন্দির, দণ্ডচ্ছত্রসমাকীর্ণ কলস, ইন্দ্রনীলময় দণ্ডমানপতাকা, শঙ্খেন্দুসঙ্কাশ স্ফাটিক, বিবিধধাতুময় সুবর্ণনির্ম্মিত প্রাসাদসম্বাধ ইত্যাদিতে উহার শোভাসমৃদ্ধির পরিসীমা নাই। যাহারা শঙ্খচক্র গদাধর বাসুদেবের আরাধনা করে সেই পুণ্যশীল নিষ্পাপ বৈষ্ণবগণ তদীয় প্রসাদে সর্বপুণ্যময় দিব্য গৃহ ও মন্দির সকলে বাস করিয়া থাকে।

মহীপতি যযাতি এইরূপে বিবিধ পাদপ, চন্দনশোভিত বন ও সর্ব্বকাম ফলসমূহে সমলঙ্কৃত বাপীকূপ তড়াগ ও সাগরসমূহে শোভমান এবং হংসকারণ্ডব সমাকীর্ণশতপত্র মহাপত্র পদ্মকহ্লার উৎপল ও কনকোৎপল সকলে আমোদিত সরোবরনিকরে বিরাজিত অনুত্তম মোক্ষ স্থান বৈকুণ্ঠভুবন দর্শন করিলেন। অনন্তর তিনি অমরবৃন্দে পরিকৃত সর্বদোষবহিষ্কৃত দিব্যপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যিনি সমুদায় দেবলোকের একমাত্র গতি, যিনি পরাৎপর ও পরম ঈশ্বর, যিনি সর্বক্লেশ বিনাশ ও সর্বদুঃখ হরণ করেন সেই পীতবসন জগন্নাথ শ্রীবৎসাঙ্ক মহামতি অনাময় নারায়ণ

সর্বাভরণে ভূষিত বিমানপরম্পরায় পরিশোভিত, বৈনতেয়ে অধিরূঢ়, দেবগণে আকীর্ণ ও শ্রীর সমভিব্যাহারী হইয়া পরমানন্দ রূপ কৈবল্যে বিরাজমান রহিয়াছেন। মহাপুরুষ বৈষ্ণবগণ গন্ধর্ব সকল ও অপ্সরঃসমুহ তাঁহার সেবা করিতেছে। তদ্দর্শনে মহারাজ যযাতি সেই পরম দৈবত নারায়ণকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে যে বাসুদেবভক্ত মানবগণ গমন করিয়াছিল তাহারাও তৎকালে ভক্তিভরে তদীয় পদারবিন্দ বন্দনা করিতে লাগিল।

মহাদেব হৃষীকেশ দীপ্ততেজা যযাতিকে প্রণাম করিতে দেখিয়া কহিলেন সুব্রত! আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মনে যাহা আছে, সেই দুর্লভ বর প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে নিঃসন্দেহ তাহাই দিব। যেহেতু তুমি আমার ভক্ত।

রাজা কহিলেন, আপনি দেবদেবেশ মধুসূদন! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন তাহা হইলে আপনার দাসত্ব প্রদান করুন।

বাসুদেব কহিলেন মহাভাগ! তুমি আমার অকপট ভক্ত। যাহা বলিলে তাহাই হইবে। এক্ষণে মদীয় লোকে অবস্থান কর। পৃথিবীপতি যযাতি এই প্রকার অভিহিত হইয়া সেই পরম প্রশস্ত বৈকুণ্ঠে বাস করিতে লাগিলেন।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

সুকর্ম্মা কহিলেন, আপনার নিকট এই পাপ নাশন দিব্য চরিত্র কীর্ত্তন করিলাম। পুত্রগণের উদ্ধার ও বহু শ্রেয় বিধান করে। এই যযাতির চরিতাখ্যানে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, পিতৃতীর্থপ্রসাদবলে মহাবাহু পুরু পুর রাজ্য ও অবশেষে স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন। ফলতঃ পিতা মাতার সমান পরম মহান্ তীর্থ নাই। উহা পুত্র-গণের পরিত্রাণ, পুণ্য বিধান, যশ সন্নিধান ধনধান্য সমাধান ও বহুফল প্রদান করিয়া থাকে। পিতা বা মাতা সাভি-লাষ চিত্তে পুত্রকে পুত্র পুত্র বলিয়া আহ্বান করিলে যে পুণ্য হয় শ্রবণ কর। পুত্র ঐ প্রকার সমাহূত হইয়া যদি হর্ষ ভরে তাহাদের অভিযান করে গঙ্গাস্নানের ফল প্রাপ্ত হয়। পাদপ্রাক্ষালন করিলে উভয়ের প্রসাদে সর্বতীর্থের ফল লাভ করে; অঙ্গ সম্বাহন করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল সমুৎপাদন হয়; ভোজন ও আচ্ছাদন দ্বারা পূজা করিলে পৃথিবীদান পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। লোকে নিঃসংশয়ে নিরূপিত হই-য়াছে এবং পুরাণ কবিগণও অবগত আছেন যে জননী সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা এবং পিতা সর্বপুণ্যময় সিন্ধু। যে পুত্র পিতা মাতার নিন্দা বা আক্রোশ করে, সে বেদনাবহুল নরকে নিমগ্ন হয়। যে গৃহস্থ হইয়া বৃদ্ধ পিতা মাতার পোষণ না করে তাহার নিঃসন্দেহ রৌরব নরক প্রাপ্তি

হয়। যে পুত্র স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা গুরুর প্রতি পাপবিধান করে তাহার নিষ্কৃতি লক্ষিত হয় না পুরাণ কবিগণ ইহা অবগত আছেন। বিপ্র! আমি এইপ্রকার অবগত হইয়া প্রতিদিন ভক্তিভারনত কন্ধরে পিতা মাতার পূজা করিয়া থাকি। এবং কোন ব্যক্তি মদীয় জনক জননীকে আহ্বান করিয়া কৃতাকৃত্য প্রয়োগ করিলে সর্বথা শঙ্কাপরিহার পূর্বক তাহার প্রতি অবিচারে প্রবৃত্ত হই। সেইজন্যই ইহাঁদের প্রসাদ বলে আমার গতিদায়ক পরমজ্ঞান সমুৎপন্ন ও সমস্ত সংসার পরিবর্জ্জিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকস্থ মানবগণে যে কেহ যাহা কিছু অনুষ্ঠান করে, তৎসমস্তই আমার পরিজ্ঞাত হয়। তদ্বৎ, তোমারও চরিত অবগত হইয়াছি। এতদ্ভিন্ন স্বর্গলোকেও মদীয় জ্ঞান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। নাগ ও মৃগগণের গতি বিধিও আমার অবিদিত নাই। ফলতঃ পিতা মাতার প্রসাদ বলে সমস্ত ত্রৈলোক্য আমার বশীভূত হইয়াছে। অতএব তুমি বৃথা গর্ব্ববহন করিও না।

বিষ্ণু কহিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ সুকর্ম্ম কর্ত্তৃক এই প্রকার সম্বোধিত হইয়া, বিদ্যাধর পিপ্পল তাহাকে আমন্ত্রণ পূর্বক লজ্জিত চিত্তে স্বর্গে গমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা সুকর্ম্মাও পূর্ববৎ গুরুসেবায় মনঃ সমাধান করিলেন। মহামতে! আমি তোমার নিকট পিতৃতীর্থানুগত সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আর কি বলিতে হইবে, নির্দ্দেশ কর।

উনাশীতিতম অধ্যায়।

বেণ কহিলেন, দেবদেবেশ ভগবান্ হৃষীকেশ! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভার্য্যাতীর্থ, পিতৃতীর্থ ও পরম পুণ্যজনন মাতৃতীর্থ কীর্ত্তন করিলেন। একণে প্রসন্ন হইয়া, গুরু-তীর্থ বর্ণন করুন।

বিষ্ণু কহিলেন, রাজন্! পরম প্রশস্ত গুরুতীর্থ কীর্ত্তন করিব। এই তীর্থ শিষ্যগণের পরম পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম-স্বরূপ সর্ব্বপাপ হরণ, সর্ব্বপুণ্য সাধন, সর্ব্বাতিসম্পাদন, এবং পরম জ্ঞান বিধান ও প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করিয়া থাকে। রাজেন্দ্র! গুরুর প্রসাদে ইহলোকে ফল ভোগ, পরলোকে সুখ, যশ ও কীর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। গুরুর প্রসাদেই শিষ্য চরাচর ত্রৈলোক্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়, যাবতীয় লোকের আচার ব্যবহার অবগত হয় এবং গুরুর প্রসাদেই জ্ঞান বিজ্ঞান ও মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে! সূর্য্য যেরূপ সকল লোকের প্রসাধক, গুরু তদ্রূপ শিষ্যসগণের সাতিশয় বুদ্ধি সাধন করেন। রাজরাজ সোম যেরূপ রজনীতে সমুদিত হইয়া, স্বীয় তেজোবলে ঘন ঘোর অন্ধকার নিরস্ত করিয়া থাকেন, গুরু তদ্রূপ অজ্ঞানতিমির পরিব্যাপ্ত শিষ্যদিগকে বিদ্যোতিত করেন। গুরুর উপদেশ রূপ দ্যুতিপ্রভাবে শিষ্য সাতিশয় প্রকাশিত হয়। সূর্য্য কেবল দিবসে ও চন্দ্র কেবল রাত্রিতেই প্রকাশিত হয়েন এবং দীপ

কেবল গৃহস্থিত তমোরাশি বিনষ্ট করে; কি[illegible]র্য্য কি দিন কি রাত্রি কি গৃহ কি বাহির সর্বদা সর্বত্র বিদ্যোতিত হইয়া থাকে, তাহাতে সংশয় নাই। ফলতঃ, শিষ্যের অজ্ঞান অন্ধতমঃ, গুরু তাহার প্রকাশক সূর্য্য। এই জন্য গুরুই শিষ্যগণের পরমতীর্থ। শিষ্য এইপ্রকার অবগত হইয়া, সর্বতোভাবে গুরুকে প্রসন্ন করিবে। এবং গুরুই পুণ্যময় জানিয়া, ত্রিবিধ কর্ম্মযোগে তাহার পরিচর্য্যা করিবে।

সূত কহিলেন, বিপ্রবর্গ! এ বিষয়ে মহাত্মা চ্যবনের সর্বপাপবিনাশন পুরাতন ইতিহাস শুনিতে পাওয়া যায়। মুনিসত্তম চ্যবন ভার্গববংশে জন্মগ্রহণ করেন। একদা তাঁহার এইপ্রকার চিন্তা সমুৎপন্ন হইল, কবে আমি সংসারে জ্ঞানবান্ হইব। তিনি জ্ঞানার্থী হইয়া দিবানিশি ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে করিতে সহসা তাঁহার মতি হইল, অভীষ্টফলদায়িনী তীর্থযাত্রায় গমন করিব। অনন্তর তিনি পুত্র, কলত্র, গৃহ, ক্ষেত্র ও ধন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে মেদিনী ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি আত্মার মায়া না জানিয়াই যাত্রা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সেই মুনীশ্বর নর্ম্মদা, সরস্বতী ও গোদাবরী প্রভৃতি সমুদায় নদী, সাগর, অন্যান্য পবিত্র তীর্থ ও ক্ষেত্র সমূহ এবং দেবগণের লিঙ্গ সকলের যাত্রা-ব্যপদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরম তীর্থ সমুদায়ে পর্য্যটন করিয়া, তদীয় শরীর নির্ম্মল ও সূর্য্যতেজসদৃশ প্রতিভা প্রাপ্ত হইল। তিনি তৎপ্রভাবে পুণ্যাত্মা ও দীপ্তিমান্ হইয়া, সাতিশয় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর প্রীয়মাণ হইয়া, উত্তম ক্ষেত্র সকল ভ্রমণ পূর্বক নর্ম্মদার

দক্ষিণকূলে সর্ব্বগতি বিধায়ক মন্দারামরকুণ্ডক ও মহালিঙ্গ ওঁকার তীর্থে সমাগত হইলেন। তথায় সিদ্ধিলাভ বাসনায় মহাদেবকে প্রণাম, স্তবও পূজা করিয়া, যথাক্রমে ব্রাহ্মণেশ, কপিলেশ ও মার্কণ্ডেশ তীর্থে গমন করিলেন।

অনন্তর তথা হইতে যাত্রা করিয়া পুনরায় ওঁকার তীর্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় শ্রমনাশিনী সুশীতল বটচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া, সুখে শয়ন করিয়া রহিলেন। এমন সময়ে পশুভাষাসমাযুক্ত জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন পক্ষিশব্দ তদীয় কর্ণগোচরে পতিত হইল। বহুকাল জীবী কুঞ্জর নামা শুক সপুত্র ভার্য্যার সহিত সেই বটবৃক্ষে বাস করিয়া থাকে। তাহার চারি পুত্র, সকলেই কুলনন্দন। রাজেন্দ্র! তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। জ্যেষ্ঠের নাম প্রজ্বল, মধ্যমের নাম সমুজ্জ্বল, কনিষ্ঠের নাম বিজ্বল এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠের নাম কপিঞ্জল। মহাত্মা কুঞ্জরের এইরূপে চারি পুত্র। তাহারা সকলেই পিতৃমাতৃপরায়ণ। ক্ষুধায় পীড়িত হইলে, ভোজনার্থ সমাহিত হইয়া, হৃষ্টচিত্তে গিরিকুঞ্জে ও [illegible] সকলে ভ্রমণ করে এবং অমৃতসন্নিভ ফলসমূহে স্ব স্ব ক্ষুধা-নিবারণও পীযুষসুস্বাদসলিলে তৃষ্টা নিরাকরণ করিয়া থাকে। অনন্তর পিতা মাতার জন্য পঞ্চরসাত্মক ফল সকল অতি যত্নে দন্তাগ্রে ধারণ করিয়া লইয়া আইসে। এইপ্রকার ভক্ষ্যভাব ও আহার সংগ্রহে তাহাদের সাতিশয় প্রীতি ও নিরতিশয় আমোদ উপস্থিত হয়। তাহারা কোথাও ক্রীড়ারত বা বিলাসে মগ্ন হইয়া থাকে না; সন্ধ্যা হইলেই, পিতা মাতার জন্য যত্নাতিশয় সহকারে ভক্ষ্য সংগ্রহ করিয়া, তদীয় সান্নিধ্যে সমাগত হয়। মহানুভাব চ্যবন ঐ দিন

দর্শন করিলেন, তাহারা পূর্ব্ববৎ আগমন করিয়া, কুলায় শোভা সম্পাদন ও পিতা মাতাকে যথাবিহিত প্রণাম পুরঃসর আহৃত খাদ্য নিবেদন করিয়া দিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন পিতামাতা তাহাদের সকলকেই প্রীতিসম্মিত সানুগ্রহ বাক্যে সম্ভাষিত ও সম্মানিত করিয়া, সুশীতল পক্ষবাতে সবিশেষ আপ্যায়িত করিল। এবং আশীর্ব্বচন প্রয়োগ পুরঃসর অভিনন্দনে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর পুত্রগণের প্রদত্ত অমৃতোত্তম প্রচুর খাদ্য প্রীতিসহকারে শনৈঃ শনৈঃ ভক্ষণ করিল। তৎকালে তাহাদের তৃপ্তিতেই পুত্রগণের পরম তৃপ্তি সম্পন্ন হইল। অনন্তর ভোজনাবসানে শুকদম্পতী স্বস্থান আশ্রয় করিয়া, কোটি তীর্থ সমুদ্ভূত নির্ম্মল সলিল অতিশয় হৃষ্ট মানসে পান করিতে লাগিল। পান সম্পন্ন হইলে, উভয়ে পাপনাশিনী দিব্য কথা আরম্ভ করিল।

বিষ্ণু কহিলেন, পিতা কুঞ্জর পুত্র প্রজ্বলকে হৃষ্টচিত্তে বলিল, বৎস! অদ্য তুমি কোন্ কোন্ স্থান ভ্রমণ করিলে; তথায় কোন অপূর্ব্ব দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছ কি না?

প্রজ্বল পিতৃ বাক্যে ভক্তিভরে নতকন্ধর হইয়া তাহারে প্রণাম ও মনোহারিণী কথা আরম্ভ করিয়া, প্রত্যুত্তর করিল, মহাভাগ! আমি প্রতি দিন খাদ্য সংগ্রহার্থ অতিশয় উদ্যম সহকারে প্লক্ষ দ্বীপে পর্য্যটন করি। মহামতে! এই দ্বীপে অনেক দেশ, পর্বত, সরিৎ, সরোবর, বন, উপবন, গ্রাম, পত্তন ও সুন্দর স্থলী সকল লক্ষিত হইয়া থাকে। তত্রত্য লোক সকল দান, পুণ্য, তপস্যা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি বিশিষ্ট এবং নিরতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইয়া, সুখে বাস করে। এখানে

দিবোদাস নামে সত্যধর্ম্মপরায়ণ বিখ্যাত রাজর্ষি আছেন। তদীয় অপত্যের নাম দিব্যাদেবী। তিনি নারীগণের মহারত্ন গুণ, রূপ ও পরম শীল সম্পন্ন। এবং সৌন্দর্য্যে পৃথিবীতে অদ্বিতীয়া। পিতা সেই চারুমঙ্গলা রূপতারুণ্য-সুশোভনা দিব্যাদেবীরে প্রথম বয়সে পদার্পণ করিতে দেখিয়া, কোন্ মহাত্মা সুপাত্রে সম্প্রদান করিবেন, ভাবিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া, রূপদেশপতি মহানুভাব চিত্রসেনকে পাত্র স্থির করিলেন। অনন্তর তাঁহারে আহ্বান করিয়া, কন্যা সম্প্রদানে উদ্যত হইলেন। কিন্তু বিবাহ সময়েই চিত্রসেন কালধর্ম্মে উপরত হইলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা দিবোদাস অতিশয় চিন্তাকুলিত চিত্তে ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, চিত্রসেন বিবাহসমকালেই স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। আপনারা কন্যার ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করুন।

ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, বিধানতঃ কন্যার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। ভাবিয়া দেখুন, স্ত্রী কুরূপা বা মহাব্যাধিতে আক্রান্তা হইলে, স্বামী রূপলালস হইয়া, তাহাকে পরিত্যাগ করে। ধর্ম্মশাস্ত্রে ঐরূপ স্বামীকে প্রব্রজিত বলে। অতএব স্বামী মরিয়া গেলে, স্ত্রী তাহাকে অবশ্যই ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু যাবৎ রজস্বলা না হয়, তাবৎ অন্য পতি গ্রহণ করিবে। এবং পিতাও বিধানানুসারে তাহারে অন্য পাত্রে সম্প্রদান করিতে পারেন। ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পুরুষগণ এইপ্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে কোন সংশয় নাই। অতএব আপনি বিবাহ বিধান করুন।

ধর্ম্মাত্মা দিবোদাস দ্বিজোত্তমগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া,

কন্যার বিবাহ জন্য সমুদ্যত হইলেন এবং পুনরায় দিব্যা-দেবীকে পুণ্যশীল মহানুভাব রাজা রূপসেন হস্তে সম্প্রদান করিলেন। রূপসেনও বিবাহসমকালে মৃত্যু ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। এই রূপে দিব্যাদেবীরে যখন যখন দান করিবার উদ্যোগ হয়, তত্তৎকালে বিবাহসময়ে লগ্নমুহূর্ত্তে স্বামী মরিয়া যায়। ক্রমে ক্রমে একবিংশতি ভর্ত্তা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে খ্যাতবিক্রম নরপতি দিবোদাস অতিশয় দুঃখিত হইয়া উঠিলেন এবং মন্ত্রীদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক সবিশেষ বিবেচনা সহকারে কৃতনিশ্চয় হইয়া; স্বয়ংবরের কল্পনা করিলেন। অনতিকাল মধ্যেই প্লক্ষ-দ্বীপবাসী রাজা সকল সমাহূত হইয়া, আগমন করিতে লাগিলেন। এবং তদীয় রূপ দর্শন করিয়া, নিতান্ত হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। অনন্তর সেই ধর্ম্মতৎপর নরপতিগণ মৃত্যু প্রেরিত হইয়া, পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত ও মৃত্যুকবলে পতিত হইলেন। এই রূপে ক্ষত্রিয়বল নিহত হইলে, দিব্যাদেবী অতিশয় দুঃখার্ত্তা হইয়া, বনকন্দরে গমন করিল। তথায় করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাত! তৎকালে তথায় এইপ্রকার অপূর্ব্ব দর্শন করিয়াছি। আপনি ইহার কারণ কি, সবিস্তার নির্দ্দেশ করুন।

অশীতিতম অধ্যায়।

কুঞ্জর কহিল, বৎস! দিব্যাদেবীর চরিত্র কীর্ত্তন করিব। তাহার জন্মান্তরীণ বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। বারাণসীনাম্নী পাপ-নাশিনী পবিত্রা নগরী আছে। তথায় বৈশ্যবংশাবতংস সুবীর নামে ধনধান্য সম্পন্ন অতিশয় জ্ঞানবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি বাস করে। তাহার ভার্য্যার নাম শুচিস্মিতা চিত্রা। চিত্রা কুলাচার পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদাই অনাচারে প্রবৃত্তা হইত। এবং সাতিশয় প্রখরা হইয়া, স্বামীর প্রতি অব-মাননা করিত। তাহার ধর্ম্ম ও পুণ্যের লেশমাত্র ছিল না। সে একমাত্র পাপপরায়ণা ও কলহপ্রিয়া হইয়া, সর্ব্বদাই স্বামীর কুৎসা করিত; নিত্য পরগৃহবাসিনী হইয়া, গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিত; প্রাণিমাত্রে সুরতিসন্ধানবশবর্ত্তিনী হইয়া, প্রতিনিয়ত পরচ্ছিদ্র দর্শন করিত; এবং অনবরত সাধু-গণের নিন্দা ও অতিশয় হাস্য করিয়া বেড়াইত। মহামতি সুবীর তাহারে আচারভ্রষ্টা পাপকারিণী জানিয়া, অন্যতর সতী বৈশ্যকন্যার সন্ধান পূর্ব্বক তদীয় পাণিগ্রহণ করিল। এবং তাহার সহিত গৃহসুখে প্রবৃত্ত হইল। সুবীর যেরূপ ধর্ম্মাত্মা ও পুণ্যশীল, সেই কন্যাও সেইরূপ সত্য ও পুণ্য-শালিনী।

এদিকে অতিমাত্র চণ্ডস্বভাবা চিত্রা স্বামী কর্ত্তৃক পরি-ত্যক্তা হইয়া, পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিল। এবং দুষ্ট প্রাণিগণের সহবাস সংঘটনপূর্ব্বক পাপ নিশ্চয়া হইয়া,

অনবরত ক্রূর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। কখন পাপমতি হইয়া, সাধুগণের গৃহভঙ্গ, কখন সাধ্বী ললনারে আহ্বান পূর্ব্বক পাপ বাক্যে প্রলোভন ও নানাপ্রকারে প্রত্যয় প্রদান পূর্ব্বক মর্ম্মচ্ছেদন, কখন তাহাকে স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্য হস্তে প্রদাপন, ইত্যাদি বহুতর পাপকর্ম্মের বিধান করিতে লাগিল। এইরূপ গৃহশত ভঙ্গ করিয়া, স্বয়ং কালকবলে নিপতিত হইল। যমপুরে উপনীত হইলে, ধর্ম্ম-রাজ বহুদণ্ডবিধানপূর্ব্বক তাহারে শাসন করিলেন। সে বহুকাল ঘোর নরক সকল ভোগ করিয়া, অতিশয় চিন্তাযুক্ত হইল। এবং রৌরব নরকে পতিত হইয়া, অতিমাত্র মনঃ-পীড়া দর্শন করিল। ফলতঃ, সে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছিল, এক্ষণে তাদৃশ ফল ভোগ হইতে লাগিল। তাহার পাপ নিশ্চয় বশতঃ যেমন শত শত গৃহ ভগ্ন হইয়াছিল, তৎকালে তদনুরূপ কর্ম্মবিপাক উপস্থিত হইল। তজ্জন্য তাহার দুঃখের অবধি রহিল না। যে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত পাপা-নুষ্ঠানবশতঃ বিবাহ সময় উপস্থিত হইলেই, তাহার স্বামী উপরত হইত। সে শত শত গৃহ ভগ্ন করে, এই জন্য তাহার শত শত স্বামী মরিয়া যায়। বৎস! যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, দিব্যাদেবীর সেই পূর্ব্ব চেষ্টিত ও পূর্ব্ব সম্বন্ধ সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম। প্রজ্বল কহিল, চিত্রা গৃহভঙ্গ মহা-পাপে লিপ্তা হইয়াছিল। কিন্তু প্লক্ষপতি দিবোদাসের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কিরূপ পুণ্যপ্রভাবে এরূপ মহাফল প্রাপ্তি হয়। এ বিষয়ে আমার সংশয় হইয়াছে, নিরাকরণ করুন। তাত! চিত্রা এইপ্রকার পাপীয়সী হইয়াও, রাজকন্যা হইল।

কুঞ্জর কহিল, চিত্রা পূর্ব্বে যাহা বিধান করে, সেই পুণ্য-চরিতও বলিতেছি, শ্রবণ কর। একদা কোন মহাপ্রাজ্ঞ সিদ্ধ ভ্রমণ করিতে করিতে সমাগত হইল। তাঁহার পরিধান কৌপীনমাত্র; শরীরে বস্ত্র নাই, হস্তে দণ্ড, স্কন্ধদেশে কতিপয় কুৎসিত চেলখণ্ড, এবং পাত্রে কোনপ্রকার আহার্য্য নাই। সেই দিগম্বর গৃহদ্বার আশ্রয় করিয়া, ছায়ায় অবস্থান করিলেন। চিত্রা তাঁহারে শ্রমকাতর দর্শন করিয়া, অতিশয় দয়ার্দ্র হইল। তৎক্ষণাৎ পাদপ্রক্ষালন করিয়া বসিতে আসন দিয়া কহিল, তাত! এই সুকোমল আসনে সুখে উপবেশন; উত্তম অন্ন ভক্ষণ ও সুশীতল সলিল পান করুন। অনন্তর অঙ্গ সম্বাহন পূর্ব্বক তদীয় শ্রমনোদন করিয়া, পুনর্ব্বার কহিল, তাত! পানভোজনানন্তর সুখী হইয়া, মদীয় কল্যাণ বিধান করিয়া, প্রস্থান করুন। চিত্রা এইপ্রকার সন্তোষ সম্পাদন করিলে, তত্ত্বার্থদর্শী মহানুভব সিদ্ধ অতিমাত্র হর্ষিত হইলেন এবং কিয়ৎকাল স্থির হইয়া রহিলেন। অনন্তর ইচ্ছানুসারে যথাগত প্রয়াণ করিলেন। মহাভাগ মহাযোগী সিদ্ধ প্রস্থান করিলে, চিত্রা অবসর পাইয়া, স্বকীয় কর্ম্মে বিনিবিষ্ট হইল।

বিষ্ণু কহিলেন, মরণান্তর চিত্রা ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক নিরতিশয় দুঃখ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া, যুগ সহস্র বহুবেদনা সমন্বিত নরক দুঃখ ভোগ করিল। ভোগাবসানে পুনরায় মানুষ জন্ম প্রাপ্ত হইল। সে পূর্ব্বে শ্রদ্ধাসহকারে শুদ্ধ চিত্তে সিদ্ধদেবের পূজা করে। সেই কর্ম্মবিপাকে পুণ্যফল প্রাপ্ত হইয়া, ক্ষত্রিয়রাজ দিবোদাসের কন্যারূপে প্রাদুর্ভূত হইল। অয়ি মহামতে! সে যে অন্নপান প্রদান করিয়া-

ছিল, একণে তাহারও মহৎ পুণ্য ফল সম্পূর্ণ হইল। মহারাজ দিবোদাসের গৃহে থাকিয়া, প্রতি দিন সুশীতল জল, মিষ্টান্ন ভোজন ও বিবিধ দিব্য বিষয় ভোগ করিতে লাগিল। চিত্রা এইরূপে লোকের গৃহভঙ্গজন্য পাপপ্রভাবে নরক ভোগ করিয়া, পরিশেষে সিদ্ধদেব প্রসাদে রাজকন্যা ও বিবিধভোগশালিনী হইয়াছিল। দিব্যাদেবীর সমুদায় সুচেষ্টিত বর্ণন করিলাম। আর কি বলিতে হইবে, জিজ্ঞাসা কর।

প্রজ্বল কহিল, সেই কন্যা কিরূপে নিরতিশয় শোক দুঃখে অব্যাহিত পাইয়াছিল। তৎকালে তাহার কিপ্রকার অবস্থা ঘটিয়াছিল। তাহার কর্ম্মবিপাকই বা কিরূপ হইয়াছিল। আমার এই সকল সন্দেহ ছেদন করিতে হইবে। আহা, সেই মহাভাগা একাকিনী ঘোররবে কতই রোদন করিয়াছিল। অনন্তর যে উপায়ে মুক্তিলাভ করে, তাহাও নির্দ্দেশ করুন।

মহাপ্রাজ্ঞ কুঞ্জর পুত্রবাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তাপরায়ণ হইলেন। অনন্তর প্রত্যুত্তর করিলেন,বৎস! শ্রবণ কর। সত্য করিয়া বলিতেছি, পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, আমার স্মৃতিভ্রংশ ও তির্য্যক্‌যোনিত্ব প্রযুক্ত জ্ঞানও নষ্ট হইয়াছে। তথাপি, বরাকী চিত্রা যেরূপে মোক্ষ ও মোক্ষপ্রবর্ত্তক জ্ঞান লাভ করে, সেই মোক্ষসাধন উপদেশ ত্বদীয় প্রশ্ন, মহাভাগ প্রণব, রেবা ও ভগবান, বাসুদেবের প্রসাদে যথাযথ কীর্ত্তন করিব। যেরূপ অগ্নি সংযোগে সুবর্ণ নির্ম্মল হইয়া, তদীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ মনুষ্য নিষ্পাপ হইলেই শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। বাসুদেবের ধ্যান জপ,

ও হোম প্রভাবে লোকের পাপ সমস্ত বিনষ্ট হয়। নাগ যথা সিংহ ভয়ে মদস্রাব করে, তদ্বৎ বাসুদেবের নামমাত্র সমস্ত কিল্বিষ বিদূরিত হয়। যদ্রূপ গরুড় ভয়ে আশীবিষ বিষহীন হইয়া থাকে, তদ্রূপ চক্রপাণীর নামোচ্চারণ মাত্রেই ব্রহ্ম হত্যাদি পাতক সমস্ত প্রলয় প্রাপ্ত হয়। চিত্রা যে মাত্র কামক্রোধ বিসর্জ্জন, সর্ব্বেন্দ্রিয়সংযমন, আত্মাতে আত্ম গোপন, ও স্থির ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক একীভূত হইয়া বাসুদেবের ধ্যানধারণায় প্রবিষ্ট হইল এবং তদীয় মলরাশি বিনাশন শত নাম জপ করিতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ তন্মনা, তদ্গতা তদাশ্রিতা, তল্লীনা, তজ্জ্ঞানা ও তদ্‌যোগযুক্তা হইয়া, মুক্ত হইয়া গেল।

প্রজ্জ্বল কহিল, তাত! পরম জ্ঞান কাহাকে বলে, প্রথমে তাহা নির্দ্দেশ করুন! পশ্চৎ ধ্যান, ব্রত ও শত নাম শ্রবণ করিব।

কুঞ্জর কহিল, যাহা সর্ব্বথা দোষশূন্য, সেই কেবল কৈবল্য রূপ পরজ্ঞান বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রদীপ যে রূপ নিশ্চল ও নির্ব্বাত হইলে, প্রজ্জ্বলিত হইয়া, সমস্ত অন্ধকার নাশ করে, সেইরূপ যাহার উদয়ে আত্মা সর্বদোষ বিহীন ও নিরালম্ব হয়; আশা ও চঞ্চলতা দূরীভূত হয়, শত্রু মিত্র জ্ঞান নিরাকৃত হয়, শোক হর্ষ, উন্মাদ, লোভ ও মোহ মৎসর বিনষ্ট হয়, ভ্রম সম্ভ্রম ও সুখ দুঃখ পরিহৃত হয়; ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হয়, তাহাকেই কৈবল্য স্বরূপ পরজ্ঞান বলে। প্রদীপ যেরূপ কর্ম্মপ্রসাদে প্রদীপ্ত হইয়া, তৈলশোষণ ও পশ্চাৎ বায়ু বর্জ্জিত ও স্থিরীভূত হইয়া তৈল কজ্জল বমন করে, ঐ সময়ে তাহার

যেমন কৃষ্ণরেখা লক্ষিত হয়, অনন্তর তেজবলে তৈল শোষণ করিয়া, উত্তরোত্তর নির্ম্মল হইয়া থাকে, তদ্বৎ শরীরস্থ জ্ঞান-বহ্নি কর্ম্মতৈল শোষণ ও বিষয় সকলের অনুগত করিয়া প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করে। অনন্তর প্রজ্বলিত ও নির্ম্মলীভূত হইয়া, আপনাকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। তৎকালে ক্রোধলোভাদি সঙ্গরূপ বায়ুবিহীন হওয়াতে, ঐ বহ্নি সর্ব্বথা নিশ্চল ও নিষ্পন্দ হইয়া, তেজোবলে স্বয়ং উজ্জ্বল হয়। তখন স্বস্থানে থাকিয়াই, সমস্ত ত্রৈলোক্য কেবল জ্ঞানরূপ চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়।

পরমার্থপরায়ণ মহাত্মা মুনীন্দ্রগণ যোগযুক্ত হইয়া, যে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শীকে দর্শন করেন, যিনি অহস্ত ও অপদ হইয়াও সর্ব্ব কার্য্য সাধন ও সর্বত্র গমন করেন, যিনি অরূপ হইয়াও সরূপ, যিনি সর্বলোকের প্রাণ ও সংসারের পূজিত, যিনি নীরসন হইয়াও সমুদায় বেদ শাস্ত্র বলিয়াছেন, যিনি নিস্ত্বক হইয়াও সকলের স্পর্শন করিতে সক্ষম, যিনি সদা-নন্দ, বিরক্তাত্মা, নিরাশ্রয়, নির্গুণ, নির্ম্মম, সর্বব্যাপী, সগুণ, নির্ম্মল, অবশ, সর্ববশ্য, সর্বদ, ও সর্ববিত্তম, যিনি সর্বদা আছেন বা নাই, যিনি স্থাবর জঙ্গম সমুদায়ই গ্রহণ করেন, অমুখ ও অচক্ষু হইয়াও ভক্ষণ ও দর্শন করেন, কর্ণ না থাকি-লেও সমুদায় শুনিতে পান, যিনি সকলের সাক্ষী ও সর্বময়, তিনিই জগতের পতি ও বিভু। যে ব্যক্তি পরমাত্মার এইপ্রকার সর্বময় ধ্যান ধারণা করে, তাহার পরম স্থান ও অমৃতোপম অমৃত লাভ হয়। এক্ষণে পরমাত্মার দ্বিতীয় প্রকার ধ্যান কীর্ত্তন করিব। সেই পরাৎপর বিষ্ণু মূর্ত্তাকার সাকার, নিরাকার ও নিরাময়। অখিল ব্রহ্মাণ্ড তদীয় বপুতে

পরিচ্ছিন্ন, এই জন্য তিনি বাসুদেব বলিয়া পরিগণিত। তিনি বর্ষমাণ মেঘের সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট ও সূর্য্যের ন্যায় তেজ সম্পন্ন। তিনি চতুর্বাহু ও সুরেশ্বর। তাঁহার দক্ষিণে হেমরত্ন বিভূষিত শঙ্খ ও বামে সূর্য্যবিম্ব সমাকীর্ণ চক্র। তাঁহার সব্যেতর হস্তে অসুরবিনাশিনী কৌমোদকী গদা ও দক্ষিণ হস্তে সুগন্ধাঢ্য মহাপদ্ম। তিনি কমলাপ্রিয় ও আয়ুধ সমূহে সর্বদাই শোভমান। তাঁহার গ্রীবা রেখাত্রয়ে অঙ্কিত, আস্য বৃত্তের ন্যায়, লোচনযুগল পদ্মপত্রের ন্যায়, দশন সকল রত্নের ন্যায়, অধর বিম্বের ন্যায়। তিনি গুড়াকেশ, হৃষীকেশ, পুণ্ডরীকাক্ষ, জনার্দ্দন, বিজয়, জয়ন্তাংবর, হরি, গোবিন্দ, লোক সকলের কর্ত্তা, জগতের প্রভু ও গরুড়ারূঢ় কেশব। কিরীট, কৌস্তুভ, সুবিশাল রূপ, সূর্য্যতেজঃসদৃশী প্রতিভা, শ্রীবৎস, কেয়ূর, কঙ্কন, হার, হেমবর্ণ দুকূল, সুবিশাল শরীর, ক্রমসূক্ষ্ম বিযুক্ত অঙ্গুলী; সুসম্প্রাপ্ত সর্বপ্রকার আয়ুধ, দিব্য আভরণ ইত্যাদিতে তাঁহার শোভাসমৃদ্ধির পরিসীমা নাই। মনুষ্য অনন্য চিত্তে এইপ্রকার ধ্যান করিলে, সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত ও বিকুণ্ঠ লোক প্রাপ্ত হয়। এই আমি তোমার নিকট জগৎপতি জনার্দ্দনের সমস্ত ধ্যানভেদ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে সর্ব্ব পাপবিনাশন ব্রত ব্যাখ্যান করিব।

একাশীতিতম অধ্যায়।

কুঞ্জর কহিল, ব্রতও নানাপ্রকার। উহাতে হরির আরাধনা হয়। বলিতেছি, শ্রবণ কর। জয়া, বিজয়া, পাপনাশিনী জয়ন্তী, ত্রিস্পৃশা ব্যঞ্জনী, তিলগাদা, অখণ্ড দ্বাদশী, মনোরথী এইরূপে একাদশীর অনেক প্রকার ভেদ লক্ষিত হয়। যাহা হউক, একাদশী, অশূন্য শয়ন, ও জন্মাষ্টমী মহাব্রত এই ত্রিবিধ ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেই পাপ বিদূরিত হয়। এ বিষয়ে সন্দেহ বা অযথার্থতা নাই।

খগোত্তমগণ! সম্প্রতি সেই ভগবান বাসুদেবের শতনামার্খ্য পাপরাশিবিনাশন গতিদায়ক স্তোত্র কীর্ত্তন করিব, সকলে শ্রবণ কর। ব্রহ্মা এই শত নামস্তোত্রের ঋষি, ওঁকার দেবতা, অনুষ্টুপ ছন্দঃ এবং বিনিয়োগ সর্ব্বকামসিদ্ধার্থ ও সর্বপাপবিনাশার্থ। ওঁ, হৃষীকেশ, কেশব ও মধুসূদনকে নমস্কার করি। তিনি সকল দৈত্যের অন্তক, জয়শীল, বিজয়ী, বিশ্বের ঈশ্বর, পূণ্যস্বরূপ বিশ্বনিলয়, সুরগণের অর্চিত, নিষ্পাপ, বিষ্ণু, পাপ সমূহের হর্ত্তা, নারসিংহ, শ্রীর আশ্রয়, শ্রীপতি, শ্রীধর, শ্রীদ, শ্রীনিবাস, মহোদয়, শ্রীরাম, মাধব, মোক্ষ, ক্ষমারূপ, জনার্দ্দন, সর্বজ্ঞ, সর্ববেত্তা ধর্ম্মজ্ঞ, সর্বনায়ক, হরি, মুরারি, পদ্মনাভ, প্রজাপতি, আনন্দ, জ্ঞানসম্পন্ন, জ্ঞানদ, জ্ঞান স্বরূপ, অচ্যুত সবল, চক্র, চক্রপাণি, পরাবর, জয়াধার, জগদ্যোনি

ব্রহ্মরূপ, মহেশ্বর, মুকুন্দ, বৈকুণ্ঠ, একরূপ, জগৎপতি, বাসুদেব, মহাদেব, ব্রাহ্মণ্য, ব্রাহ্মণপ্রিয়, গোপ্রিয়, গোহিত, যজ্ঞ, যজ্ঞাঙ্গ, যজ্ঞ বর্দ্ধন, যজ্ঞভোক্তা, বেদ ও বেদাঙ্গপরায়ণ, বেদজ্ঞ, বেদরূপ, বিদ্যাবাস, সুরাধিপ, অব্যক্ত, মহাহংস, শঙ্খ, পাণি, পুরাতন, পুরুষ, পুষ্করাক্ষ, বরাহ, ধরণীধর, প্রদ্যুম্ন, কামপাল, ব্যাস, বাল, মহেশ্বর, সর্বসৌখ্য, সাঙ্খ্য, পুরুষোত্তম, যোগরূপ, মহাজ্ঞান, যোগিপ্রিয়, মুরারি, লোকনাথ, পদ্মহস্ত, গদাধর, গুহাবাস, সর্ব্ববাস, পুষ্পহাস, মহাজন, নিত্য ও নিরাময় নারায়ণ। আমি তাঁহার নমস্কার করি। যে পুণ্যকর্ত্তা স্থির চিত্তে এই শত নাম সমুচ্চারণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন, তিনি ঐহিক দোষ বিমুক্ত ও পবিত্র হইয়া, মধুসূদনলোক প্রাপ্ত হয়েন। অতএব অনন্যহৃদয়ে জপধ্যানসমন্বিত সর্বপাতকবিনাশন এই পরম পবিত্র শত নাম জপ করিবে। তাহা হইলে, নিত্য গঙ্গাস্নান লাভের ফল লাভ হয়। এক্ষণে তুমি সমাহিত ও স্থিরচিত্ত হইয়া, ইহা জপ কর। সম্যক সংযত হইয়া, নিয়ম পূর্বক ত্রিকাল জপ করিলে, অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। একাদশীর উপবাস করিয়া, জাগরণ পূর্বক জপ করিলে, যে পুণ্য হয়, বলিতেছি, ঐ ব্যক্তি পুণ্ডরীকযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুলসীর সন্নিহিত হইয়া, জপ করিলে, দেব বা মানব রাজসূয়যজ্ঞের ফল লাভ করে। সুখাভিলাষী ব্যক্তি শালগ্রাম ও দ্বারবতী শিলা উভয়ের সন্নিধানে এই নাম জপ করিবে। তাহা হইলে, স্বয়ং বহুসুখভোগ করিয়া, শতকুল একাকীই উদ্ধার করিতে পারা যায়। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকস্নায়ী হইয়া, পূজানন্তর বাসুদেবের

এই প্রকার স্তব করে, তাহার পরম গতি সম্পন্ন হয়। মাস-স্থায়ী হইয়া, পূজা ও জপ করিলে, অথবা জপ শ্রবণ করিলে, সুরাপানাদিক সমস্ত পাতক বিনষ্ট ও পরম পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এবং চরমে জনার্দ্দন গতি সম্পন্ন হয়। শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণের সহিত এই পাতকবিদূরণ স্তব পাঠ বা জপ করিলেও পিতৃগণ তৃপ্ত ও পরাগতি প্রাপ্ত হয়েন। ফলতঃ উক্ত স্তব পাঠ করিলে, ব্রাহ্মণ বেদবিৎ, ক্ষত্রিয় বিজয়ী, বৈশ্য ধনসমৃদ্ধিসম্পন্ন, এবং শূদ্র পরমসুখভোগ করিয়া, চরমে ব্রাহ্মণ হয় ও জন্মান্তরে বেদবিদ্যা বিতরণ করে। অতএব এই সুখমোক্ষসাধন স্তোত্র সর্বথা জপ করা কর্ত্তব্য। তাহাতে কেশবের প্রসাদে সর্ব সিদ্ধ সম্পন্ন হয়।

দ্ব্যশীতিতম অ্যায়।

কুঞ্জর কহিল, পুত্র! ব্রত, ধ্যান, জ্ঞান ও স্তোত্র সমুদায় তোমার সমক্ষে সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম। সেই দিব্যা-দেবী এই চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান করিলেই, সর্ব্বসুখসাধন বৈকুণ্ঠে গমন করিবে। অতএব তুমি এখান হইতে গমন করিয়া, তাহারে প্রবোধিত কর। আমি তোমার জিজ্ঞা-সিত পাপনাশন পরম পুণ্যজনক কথা কীর্ত্তন করিলাম। তুমি ত্বরায় প্রস্থান কর। এই বলিয়া তিনি বিরত হইলেন।

বিষ্ণু কহিলেন, মহামতি প্রজ্বল কুঞ্জর কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া, পিতা মাতা উভয়েরই চরণ বন্দনা পুরঃসর ত্বরিত গমনে প্লক্ষ দ্বীপে গমন ও সর্ব্বতোভদ্র গিরি দর্শন করিল। ঐ পর্ব্বত নানাধাতু সমাকীর্ণ, নানারত্নময় উত্তুঙ্গশেখর সমূহে সুশোভিত এবং নির্ম্মল প্রস্রবণ সকলে পরিপূর্ণ। তথায় বিশাল নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে, কিন্নর ও গন্ধর্ব্ব সকল সুস্বরে গান করিতেছে; অপ্সরা সকল নৃত্য করিতেছে, দেব ও ঋষি সকল বিচরণ করিতেছেন; সিদ্ধ ও চারণ সকল কেলি করিতেছে; বিহঙ্গম সকল হর্ষভরে শব্দ করিতেছে। প্রজ্বল লঘুগতি সেই পর্ব্বতে উপনীত হইয়া, দেখিল, দিব্যা করুণস্বরে তথায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। তদ্দর্শনে তাহারে কহিল, কল্যাণি! তুমি কে, কিজন্য রোদন করিতেছ? কেহ কি তোমার অনিষ্ট করিয়াছে? আপনার দুঃখের কারণ নির্দ্দেশ কর।

দিব্যা কহিল, মহাভাগ! আপনি কে? অনুগ্রহ পূর্ব্বক মদীয় দুঃখে পীড়িত হইয়াছেন? আপনি পক্ষিরূপ ধারণ করিয়াও সুন্দর বাক্যবিন্যাস করিতেছেন।

প্রজ্বল সমস্ত শ্রবণ করিয়া কহিল, মহাভাগে! আমি পক্ষী; সিদ্ধ বা জ্ঞানবান্ নহি। তুমি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছ, কেন, দেখিবার জন্য সমাগত হইয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতেছি. ইহার কারণ কি বল। কিজন্যই বা পিতৃগেহ ত্যাগ করিয়াছ।

মহাত্মা প্রজ্বল সুদুঃখিতা দিব্যাদেবীরে এই প্রকার কহিলে, তিনি আপনার দুঃখের কারণ সমুদায় একে একে কহিতে লাগিলেন এবং যেরূপে বিবাহ কালে স্বামী সকল

মৃত্যুকবলে পতিত হয়েন, তাহাও সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলেন। প্রজ্বল সবিশেষ শুনিয়া কহিল, অয়ি সুলোচনে! তুমি পূর্ব্বজন্মে পাপ করিয়াছিলে। পিতা আমারে অনুগ্রহপূর্ব্বক কহিয়াছেন, তুমি দৈবদোষে দূষিত ও লিপ্তা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এক্ষণে জন্মান্তরীণ কর্ম্মবিপাক ভোগ কর। আর শোক করিও না। দিব্যাদেবী মহানুভব প্রজ্বলের বাক্য আকর্ণনপূর্ব্বক তাহারে প্রণাম করিয়া, দীনবাক্যে কহিল, তাত! অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পাপের নিষ্কৃতি প্রামাণানুসারে বলিতে হইবে। যদ্দ্বারা উপপাতক শোধন হইতে পারে এবং যদ্দ্বারা আমার পবিত্রতা লাভ ও মলরাশির নির্হরণ হয়, প্রসন্ন হইয়া, সেই প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করুন।

প্রজ্বল কহিল. অয়ি মহাভাগিনি! তোমার জন্য পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি অনুত্তম প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করেন। তাহার অনুষ্ঠান করিলে, তোমার সর্ব্বপাতক শোধন হইতে পারিবে। তুমি হৃষীকেশের ধ্যান ও শত নাম জপ কর; নিত্যজ্ঞানপরায়ণা হও, এবং মহাপাতকবিনাশন পরমপবিত্র অশূন্যশয়ন ব্রতের অনুষ্ঠান কর। অনন্তর মহামনা প্রজ্বল ভগবান্ বিষ্ণুর ধ্যান, স্তোত্র; ব্রত ও সর্ব্বজ্ঞানপ্রকাশন জ্ঞান উপদেশ করিল। দিব্যাদেবী তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিয়া, সেই নির্জ্জন অরণ্যপ্রান্তরে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক সর্বদ্বন্দ্ব বিনির্ম্মুক্তা তপস্বিনী হইল। এবং কামক্রোধ পরিহার করিল। আরোপিত ব্রতের সমাধানার্থ মন সংযত করিল; ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভুত করিল, সমামোহ নিরস্ত

করিল, এবং সর্ব্বথা নিরাধার হইয়া, আহার সংযম করিল। তাহার দুঃখের অবধি ছিল না। এই জন্য কোন ক্লেশই ক্লেশ বলিয়া বোধ হইল না। এইরূপে চতুর্থ বৎসর অতীত হইলে, ভগবান্ জনার্দ্দন প্রসন্ন ও বরদানে উদ্যত হইয়া কহিলেন, নায়িকে! বর বরণ কর।

সূত কহিলেন, নিরাশ্রয়া দিব্যা বেপমানা ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, সেই ইন্দ্রনীলঘনশ্যাম শঙ্খচক্রগদাধর সর্ব্বাভরণ-শোভাঙ্গ পদ্মহস্ত মহেশ্বর মধুসূদনকে প্রণাম করিয়া, গদ্গদ বাক্যে কহিতে লাগিল, আপনার দিব্য তেজঃপ্রভাবে কোন মতেই তিষ্ঠিতে পারিতেছি না। অবর দেবরূপী আপনি কে কৃপাপূর্ব্বক আমার সম্মুখীন হইলেন। প্রসন্ন হইয়া, স্বীয় আগমন কারণ নির্দ্দেশ করুন। তেজঃ ও চিহ্ন দেখিয়া, নিশ্চয় জ্ঞান হইতেছে, আপনি দেবতা। অয়ি জগন্নাথ! জ্ঞানহীনা অবলা আপনার রূপ নাম অবগত নহে। আপনি কি ব্রহ্মা, কি ভগবান্ বিষ্ণু, কি মহাদেব? অনুগ্রহপূর্ব্বক সমস্ত কীর্ত্তন করুন। এই বলিয়া সে দণ্ডবৎ প্রণামানন্তর অবনীতলগামিনী হইল।

জগন্নাথ বাসুদেব সেই রাজনন্দিনীরে কহিলেন, শোভনে! তুমি যে তিন দেবতার নাম করিলে, তাঁহাদের পরস্পর কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। বরাননে! যে ব্যক্তি নিত্য ব্রহ্মার আরাধনা অথবা মহাদেবের পূজা করে, বিনা পূজায় তাহার আমার পূজা সম্পন্ন হয়। অন্য কার্য্য বিচারণা নাই। এইরূপ, আমার অর্চনাতেই ইহাঁদের উভয়ের অর্চনা হয়। আমি দেব হৃষীকেশ; অনুগ্রহ করিয়া, তোমার বশতাপন্ন হইয়াছি। যাহা হউক, স্তব, পুণ্য, ব্রত ও

নিয়মানুষ্ঠান করিয়া, তোমার পাপভার পরিহার হইয়াছে। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।

দিব্যা কহিল, জয় হৃষীকেশ! জয় কৃষ্ণ! জয় সর্বক্লেশ-নিরসন! ভবদীয় চরণারবিন্দে নমস্কার করি। আমারে উদ্ধার করুন। অয়ি সুরগণের ঈশ্বর ভগবন্ চক্রপাণি! অয়ি সর্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত বৈকুণ্ঠ জনার্দ্দন! অয়ি জগন্নাথ! এই দীনহীনা পতিতারে বরদানে উদ্যত হইয়াছেন। আ, আমার কি সৌভাগ্য! পাপীয়সী হতভাগিনী আমার কি আনন্দ! এক্ষণে প্রসন্ন হউন। এবং স্বকীয় পাদাব্জ জন্য ভক্তি প্রদান করুন।

ভগবান্ কহিলেন, কল্যাণি! আচ্ছা তাহাই হইবে। তুমি আমার প্রসাদে বীতশোক ও বীতকল্মষ হইয়া, যোগি-দুর্ল্লভ পরম বৈষ্ণবলোকে গমন করিবে। এই প্রকার কহিবামাত্র দিব্যাদেবী দিব্যরূপধারিণী, সূর্য্যতেজঃপ্রতি-ভায়িনী, দিব্যালঙ্কারশোভিতা, দিব্যমাল্যবিলম্বিতা ও দিব্য-হারে বিরাজমানা হইয়া, সকলের সমক্ষে দাহপ্রলয়বিব-র্জ্জিত বৈষ্ণবলোকে গমন করিল। তখন প্রজ্বল সহর্ষে স্বীয় নিলয়ে সমাগত হইয়া, সমস্ত পিতৃসকাশে সবিশেষ কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

অনন্তর মহাপক্ষী কুঞ্জর দ্বিতীয় পুত্র সমুজ্জ্বলকে কহিল, বৎস! তুমিও কি অপূর্ব্ব দেখিয়াছ বল, শুনিতে সাতিশয় কৌতূহল হইতেছে। পিতা এইপ্রকার আদেশ করিয়া বিরত হইলে, সমুজ্জ্বল প্রণাম সহকারে বিনয়াবনত হইয়া, পিতাকে নিবেদন করিল, তাত! নিজের ও আপনাদের আহার সংগ্রহার্থ অদ্য আমি দেবগণ নিষেবিত নগশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে গমন করিয়াছিলাম। এই হিমালয়ে ঋষিগণে আকীর্ণ, অপ্সরোগণে পরিবৃত, বহুতর কৌতুকে পূর্ণ এবং বিবিধবর্ণ পুষ্প ফলে বিরাজমান পরম মঙ্গলময় দেশ লক্ষিত হয়। তত্ত্বৎ কৌতুক সম্পন্ন মানসসরোবর ঐদেশে বিরাজ করিতেছে। তাত! তথায় মানসান্তিকে অপূর্ব্ব দর্শন করিয়াছি। এক কৃষ্ণবর্ণ হংস বহুসংখ্য হংসে পরিবৃত হইয়া, সহসা সমাগত হইল। তৎকালে অন্যতর হংসত্রয়ও আগমন করিল। তাহাদের মধ্যে দুইটী নীল এবং একতর শুভ্রবর্ণ। চারিটী স্ত্রী হংসীও উপস্থিত ছিল। সকলেই রৌদ্রমূর্ত্তি, ভীষণপ্রকৃতি, দংষ্ট্রাকরাল, অতিশয় ক্রূর, ঊর্দ্ধকেশ ও ভয়ানক। এবং পশ্চাৎ সেই মানস সরোবরে আগমন করিয়াছিল। যাহা হউক, কৃষ্ণ হংসগণ তাহাদিগকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র ভীত হইয়া, তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হইল। এবং অন্যান্য হংসগণও ঐরূপ করিল। তদ্দর্শনে কৃষ্ণা হংসী সকল উৎক্রান্ত দারুণ

হাস্য করিয়া উঠিল। অনন্তর মানস হইতে এক মহান্ হংস বিনিষ্ক্রান্ত হইল। পশ্চাৎ অন্যান্য হংস সকল উত্থান করিল। এবং আকাশমার্গ আশ্রয় করিয়া, পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল। মহাভীম স্ত্রী হংসী সকল তাহাদের সমন্তাৎ পরিভ্রমণ আরম্ভ করিল। সকলে এই রূপে বিবাদ করিতে করিতে দারুণ দুঃখে দগ্ধ ও বিষণ্ন হইয়া, বিন্ধ্য পর্ব্বতের পবিত্র শিখর দেশে বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করিল। তাহাদের উৎপতন সময়ে সশরাসন ধনুর্দ্ধারী এক ভিল্ল মৃগয়া প্রসঙ্গে তথায় আগমন করিয়াছিল। সে শিলাতল আশ্রয় করিয়া, সুখে উপবেশন করিল। পশ্চাৎ তদীয় পত্নী অন্নজল গ্রহণ করিয়া, উপস্থিত হইল। সে স্বামীকে প্রতিদিন যাদৃশ অঙ্গ বা যাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত দর্শন করে, অদ্য তাহার অন্যরূপ দেখিতে পাইল। সে দেখিল, তাহার তেজ অতিমাত্র বর্দ্ধিত ও আকাশবিহারী সূর্য্যের ন্যায় দিব্যভাবে আক্রান্ত হইয়াছে। তাহাতে সে অন্য পুরুষ মনে করিয়া, পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। তৎকালে স্বামী পার্শ্বে গমন করিয়া, নিরতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিল, তেজঃসমাচার এই কোন্ ব্যাধ আমারে আহ্বান করিল। অনন্তর ব্যাধী সেই দীপ্ততেজা স্বামীকে কহিল, বীর! দিব্যলক্ষণলক্ষিত কালান্তকরূপী আপনি কে?

সূত কহিলেন, ব্যাধী এইপ্রকার সম্ভাষণ করিলে, ব্যাধ কহিতে লাগিল, প্রিয়ে! আমি তোমার স্বামী এবং তুমি আমার স্ত্রী, কি জন্য আমারে চিনি[illegible] পারিতেছ না? যাহা হউক, উপহাস ত্যাগ কর। ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছি। জল ও অন্ন দাও।

ব্যাধী কহিল, আমার স্বামী কুপট, কৃষ্ণবর্ণ, রক্তাক্ষ, কৃষ্ণকঞ্চুক ও সর্বপ্রাণির ভয়জনন। কিন্তু আপনি কে দিব্যরূপে প্রিয়া বলিয়া আহ্বান করিলেন। ইহাতেই আমার সংশয় হইয়াছে; সত্য বলুন, আপনি কে? সমুজ্জ্বল কহিল, অনন্তর ব্যাধ আপনার কুল, সামর্থ, গ্রাম, ক্রীড়া, লক্ষণ, সমুদায় প্রত্যয় হেতু সবিশেষ বর্ণন করিলে, ব্যাধী অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া, প্রত্যুত্তর করিল, তবে তোমার কিরূপে শ্বেত-কঞ্চুক দিব্য দেহ সমুৎপন্ন হইল। ব্যাধ কহিল, প্রিয়ে! নর্ম্মদা নদীর উত্তর কূলে যে সঙ্গম আছে, আত্মা ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত আকুল ও একান্ত শ্রান্ত হইলে, আমি তথায় গমন করিয়া তত্রস্থ পল্বলে স্নান ও জলপানানন্তর পুনরায় প্রত্যাগমন করিলাম। তদবধি আমার দেহ ঈদৃশ তেজ সম্পন্ন, ও শুক্ল কঞ্চুকে পরিবৃত এবং মনোহর বস্ত্রে মণ্ডিত হইয়াছে।

এই প্রকার কুল ও লিঙ্গব্যাখ্যান করিলে, ব্যাধী সবিশেষ লক্ষ্য করিয়া স্বামীকে চিনিতে পারিল। অনন্তর কহিতে লাগিল, অগ্রে আমাকে সেই সঙ্গম দেখাও; তবে আমি অন্নপান প্রদান করিব। তখন ব্যাধ সত্বর গমন পূর্বক তাহাকে পাপনাশন সঙ্গম প্রদর্শন করিল। উল্লিখিত লঘুবিক্রম বিহঙ্গম সকল আকাশমার্গে উড্ডীন হইয়া, তৎকালে তথায় গমন করিয়াছিল। আমিও তাহাদের সমভিব্যাহারে ছিলাম। ব্যাধী আমাদের সমক্ষেই অগ্রে ভর্ত্তাকে স্নান করাইয়া দিল; পরে স্বয়ং স্নান করিল। তাহাতে উভয়েরই দিব্যকান্তি সমন্বিত দিব্যবস্ত্রানুলেপন দিব্যদেহ সমুৎপন্ন হইল। তখন উভয়ে বৈষ্ণবযানে অধিরূঢ় ও

মুনিগন্ধর্ব্বে পরিপূজিত এবং বৈষ্ণবগণে স্তূয়মান হইয়া, আমার সমক্ষে বৈষ্ণবলোকে গমন করিল। তাহারা স্বর্গমার্গে প্রস্থান করিলে, বিহঙ্গমগণ সেই তীর্থরাজ দর্শনে পরমপুলকিত হইয়া, ব্যক্তাক্ষরে শব্দ করিতে লাগিল। অনন্তর কৃষ্ণহংসচতুষ্টয় পাপনাশন সঙ্গমে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিয়া, ঔজ্জ্বল্য লাভ করিল। এবং স্নানাবসানে জলপান করিয়া, পুনরায় বহিষ্ক্রান্ত হইল। ঐ সময়ে সমুদায় স্ত্রীহংসীই মুমূর্ষু হইয়া, ধরাতলে পতন পূর্ব্বক হাহাকারে চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর আমার সমক্ষেই যমলোকে গমন করিল। তাহাতে পুরুষ হংসকদম্ব উড্ডীন হইয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইল। তাত! আমি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি। এক্ষণে নিবেদন করি, সেই কৃষ্ণবর্ণময়ী স্ত্রীহংসীগণ কে, অনুগ্রহপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করুন। আর মানসমধ্য হইতে যে হংস বিনির্গত হইল, সেই বা কে, তাহাও কীর্ত্তন করুন। তাত! শুক্লবর্ণ হংসগণ কি জন্য কৃষ্ণবর্ণ হইল না? স্ত্রীগণই বা কি জন্য তৎক্ষণাৎ উপরত হইল? আপনি জ্ঞানবিদ্; আমার এই দারুন সংশয় ছেদন করিতে হইবে। আমি সর্ব্বদাই আপনার প্রণত; অতএব প্রসাদসুমুখ হইয়া, সমস্ত নির্দ্দেশ করুন। উজ্জ্বল এই বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, উজ্জ্বলের সুভাষিত সমস্ত শ্রবণ করিয়া, ধর্ম্মাত্মা কুঞ্জর কহিতে লাগিল, তাত! স্থির চিত্তে শ্রবণ কর। সমস্ত কীর্ত্তন করিব। ইহাতে সর্ব্ব সন্দেহ ও পাপ বিনষ্ট হয়। একদা পরম প্রাজ্ঞ মুনিসত্তম নারদ দেবরাজ ইন্দ্রকে দেখিবার জন্য, ত্বরিত গমনে তদীয় সভায় সমাগত হইলেন। সহস্রাক্ষ সেই সূর্য্যতেজঃসম্প্রভ ঋষিকে সমাগত দেখিয়া, অতিশয় হর্ষিত ও প্রত্যুত্থিত হইলেন এবং ভক্তিশুদ্ধপ্রণত-চিত্তে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানানন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করি-লেন। অনন্তর পরম পবিত্র রুচির আসনে উপবেশন করাইয়া, অতিমাত্র প্রণত ও হর্ষিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করি-লেন, সৌম্য! কি কারণে আগমন হইয়াছে বলুন।

মহামুনি নারদ দেবরাজ কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, পুরন্দর! মর্ত্তলোকস্থ বিবিধ পুণ্য প্রদেশ, বিবিধ তীর্থ ও ক্ষেত্র সমুদায় দর্শন ও তত্তৎস্থানে স্নান এবং দেব ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া, অবশেষে তোমারে দেখিবার জন্য আগমন করিলাম। এই তোমার জিজ্ঞাসিত সমস্ত কহিলাম।

ইন্দ্র কহিলেন, ঋষে! অপনি যে সকল পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থ সমুদায় দর্শন করিয়া অসিয়াছেন, তাহাদের পুণ্যফল কীর্ত্তন করুন। সুতীর্থের সেবা করিলে, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা,

পীড়াকর মহাপাপ রাজদ্রোহ, বিশ্বাসদ্রোহ, দেবভেদ লিঙ্গ-ভেদ, বৃত্তিভেদ, গোষ্ঠভেদ, যুগদীপন, গৃহদীপন, অগম্যা-গমন, স্বামিত্যাগ, ইত্যাদি সমুদ্ভূত নিদারুণ পাপরাশি বিনা প্রায়শ্চিত্তে বিনাশ করিতে সমর্থ, সবিশেষ চিন্তা ও অব-ধারণ করিয়া এই দেবর্ষি নারদ ও দেবগণ সমক্ষে সবিস্তর নির্দ্দেশ কর।

মহামনা দেবরাজ এইপ্রকার পবিত্র বাক্য প্রয়োগ করিলে তীর্থ সকল কহিতে লাগিল, দেবরাজ! আপনারে নমস্কার। এক্ষণে শ্রবণ করুন, সমুদায় বলিতেছি। এই যে সর্বপাপহর সর্ব তীর্থ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে সকলেই আপনার কথিত ব্রহ্মহত্যাদি রূপ ঘোরতর দীপ্ত পাতক নাশে সক্ষম নহে। প্রয়াগ, পুষ্কর অনুত্তম অর্ঘ্য-তীর্থ ও মহাভাগা বারাণসী এই অমিতবিক্রম তীর্থচতুষ্টয়ই কেবল ঐ সকল মহাপাতক বিনাশে ক্ষমবান্ আর আমরা উপপাতক বিনাশার্থ বিধাতা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। ফলতঃ পিতামহ ব্রহ্মা পুষ্করাদি মহাবল তীর্থদিগকেই মহা-পাতক বিনাশের মূল রূপে বিধান করিয়াছেন। দেবরাজ শ্রবণ করিয়া, অতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইলেন এবং সকলেরই প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

কুঞ্জর কহিল, পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যায় অভিভূত এবং গৌতমপত্নীর সঙ্গ জন্য অগম্যাগমন রূপ পাতকে লিপ্ত হইলে, দেব ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহারে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাহাতে দেবরাজ নিরালম্ব ও নিরাশ্রয় হইয়া, তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন। তপস্যা সম্পন্ন হইলে, পুনরায় দেবগণ, ঋষিগণ, যক্ষ ও কিন্নরগণ সকলে তদীয় পূজার্থ অভিষেক আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে মানবকদেশে লইয়া গিয়া প্রথমতঃ বারাণসীতে উদককুম্ভে স্নান করাইলেন। অনন্তর যথাক্রমে প্রয়াগে, পুষ্করে ও অর্ঘ্যতীর্থে লইয়া গিয়া ঐ প্রকার বিধান করিলেন। এই রূপে পিতামহপ্রমুখ দেবগণ, সর্বপাপঘ্ন ঋষিগণ এবং গন্ধর্ব কিন্নর ও নাগগণ পবিত্র বৈদিক মন্ত্রে স্নান করাইয়া দিলে, মহাত্মা মহাভাগ দেবরাজ সহস্রলোচন সর্বথা শুদ্ধি লাভ করিলেন। তাঁহার ব্রহ্মহত্যা ও অগম্যাগমন উভয় পাতকই তৎক্ষণাৎ বিদূরিত ও বিনষ্ট হইল। তখন তিনি পরম প্রসন্ন হইয়া, ঐ সকল তীর্থকে বরদানানন্তর কহিলেন, যে হেতু, আমি তোমাদের সহায়ে বিমুক্ত হইলাম, সেই হেতু মদীয় প্রসাদে তোমরা তীর্থ সকলের রাজা হইবে, সন্দেহ নাই। তোমরা স্বভাবতঃ সাতিশয় নির্ম্মল। অদ্য আমারে সুঘোর পাতকে পরিত্রাণ করিলে। অনন্তর তিনি মানবককেও বর দিয়া কহিলেন, যে হেতু, তুমি আমার

পা...ম ক্লেশকর মলভার বিদূরিত করিলে, সেই হেতু মদীয় প্রসাদে অন্নপান, ধনধান্য, ইত্যাদি অলঙ্কৃত হইবে, সন্দেহ নাই। পৃথিবী মধ্যে তোমার পুণ্যেরও প্রাধান্য হইবে। এই রূপে বরদান করিয়া, দেবরাজ পুরন্দর সমুদায় তীর্থ, সমুদায় ক্ষেত্র ও মানবককে নারদ সমক্ষে বিদায় দিলেন। তাহারাও সকলে বিদায় লইয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

সূত কহিলেন, তদাপ্রভৃতিই প্রয়াগ, পুষ্কর, বারাণসী ও অর্ঘ্যতীর্থ ইহারা তীর্থরাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

কুঞ্জর কহিল, পাঞ্চালদেশে বিদুর নামে ক্ষত্রিয় ছিল। সে কদাচিৎ অনির্বচনীয় প্রমাদবশে ব্রাহ্মণহত্যা করিয়াছিল। তজ্জন্য শিখাসূত্র ও তিলকবিহীন হইয়া, ভিক্ষার্থ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হয়। এবং ব্রহ্মঘ্ন ও সুরাপায়ীকে ভিক্ষান্ন প্রদান কর বলিয়া, সমস্ত গৃহে ভ্রমণ ও যাচ্ঞা করে। এই রূপে সকল তীর্থ পর্য্যটন করিয়াও তাহার ব্রহ্মহত্যা বিদূরিত হইল না। তখন সে দুঃখ শোক সমন্বিত দগ্ধ চিত্তে বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া, সন্নিবিষ্ট হইল এবং আপনার এই বিষমবিপরিণাম চিন্তা করিয়া, মনে মনে বিলাপ ও অনুতাপ করিতে লাগিল। কখন ভাগ্যকে তিরস্কার, কখন আপনাকে অনুরোধ, কখন বিধাতাকে নিন্দা, কখন বা সর্বভূতধাত্রী ধরিত্রীর গর্হণা করিয়া, অন্তর্দাহরূপ বিষমব্যাধির উপশম চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু দৈব কিছুতেই তাহার প্রসন্ন হইল না। ঐ সময়ে তাহার সদৃশ শিখাসূত্রহীন, বিপ্রলিঙ্গবিহীন, মহামোহে নিপীড়িত চন্দ্রশর্ম্মা নামে এক পুরুষ তদীয় নয়নপথে পতিত হইল। বিদুর দর্শনমাত্র তাহারে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে এখানে আগমন করিলে।

কি জন্যই বা দুর্ভাগ্য দগ্ধচিত্ত ও বিপ্রলিঙ্গবিহীন হইয়া, মেদিনী ভ্রমণ করিতেছ? দ্বিজোত্তম চন্দ্রশর্ম্মা এই প্রকার অভিহিত হইয়া, পূর্ব্বে গুরু গৃহে অবস্থান সময়ে মহামোহে আচ্ছন্ন ও ক্রোধে অবসন্ন হইয়া, যে গুরুতর পাতক অনুষ্ঠান করে, তৎসমস্ত বর্ণন করিয়া কহিল, ভ্রাতঃ! পূর্ব্বে গুরুহত্যা করিয়াছিলাম; তজ্জন্য এরূপ দগ্ধ হইতেছি। এই রূপে সে আত্মবৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক কহিল, আপনি কে নিতান্ত দুঃখিত ভাবে বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করিয়াছেন। তখন বিদুর সংক্ষেপে সমুদায় কহিল।

ইত্যবসরে আর একজন দ্বিজাতি শ্রমকর্ষিত হইয়া, তথায় আগমন করিল। তাহার নাম বেদশর্ম্মা। সে বহুতর পাতক সঞ্চয় করিয়াছে। সে যাহা হউক, উল্লিখিত দ্বিজাতিদ্বয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, দুঃখিতাকৃতি তুমি কে, কিজন্য পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছ, বল। বেদশর্ম্মা আত্মচেষ্টিত সমুদায় প্রকাশ করিয়া কহিল, আমি অগম্যাগমন করিয়াছিলাম। সেই পাপে লিপ্ত এবং সমুদায় লোক ও স্বজন বান্ধবগণে পরিত্যক্ত হইয়া, এই পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি। বলিতে বলিতে বঞ্জুলনামে সুরাপানসংসক্ত বিশেষতঃ গোঘ্ন কোন বৈশ্য তথায় সমাগত ও তাহাদের নয়নপথে পতিত হইল। অনন্তর সে আত্মপাতক বর্ণন করিল। মহাভাগ! এই রূপে চারি জন পাপিষ্ঠ একস্থানে সমাগত হইল। কিন্তু কথা বার্ত্তা ব্যতিরেকে ভোজন বা আচ্ছাদন কোন বিষয়েই কাহার সহিত কাহার সম্পর্ক রহিল না। কেহ একাসনে উপবেশন বা একত্র শয়ন করে না। এই রূপে তাহারা তীর্থ

ব্রতপরায়ণ হইয়া, বিবিধ তীর্থে গমন করিল। কিন্তু কোথাও তাহাদের পাতক প্রক্ষালিত হইল না। অথবা তথাবিধ পাতক বিনাশ করিতে কোন তীর্থের সামর্থ্য নাই। তখন বিদুরাদি সকলে কালঞ্জর পর্ব্বতে গমন করিল।

ষড়শীতিতম অধ্যায়

কুঞ্জর কহিল, তাহারা মহাপাপে নিতান্ত দগ্ধ, হাহাভূত, বিচেতন ও একান্ত দুঃখিত হইয়া কালঞ্জরের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিল। একদা কোন মহাযশা সিদ্ধ তথায় সমাগত হইয়া, তদবস্থ তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি কারণে দুঃখিত হইয়াছ। তাহাতে তাহারা সমুদায় কহিলে, সেই সর্ব্বজ্ঞানবিশারদ মহাপ্রাজ্ঞ পুণ্যভাক্ সিদ্ধ তাহাদের মহাপাপ অবগত হইয়া, করুণা পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা অমাসোম সংক্রমণে প্রয়াগ, পুষ্কর, বিখ্যাত অর্ঘ্য-তীর্থ ও প্রসিদ্ধ বারাণসী নগরীতে গমন কর। তথায় গঙ্গা সলিলে সর্ব্বদা স্নান করিলে, মুক্তি লাভ করিবে। এবং পাতক পরিহৃত ও সর্ব্বথা শুদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই। তিনি এইপ্রকার আদেশ করিলে, সকলে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া, তৎক্ষণাৎ কালঞ্জর হইতে অমাসোম সমা-যোগে যথাক্রমে মহাপুরী বারাণসী, প্রয়াগ, পুষ্কর ও অর্ঘ্যতীর্থে গমন করিল। তথায় বিদুর, বেদশর্ম্মা চন্দ্রশর্ম্মা

এবং গোঘ্ন সুরাপায়ী ও পাপচেতন বঙ্কুল সকলেই উল্লিখিত [illegible] সমাগমে গঙ্গাসলিলে স্নান করিল। মহামতে! স্নানমাত্রেই ব্রহ্মহত্যা· গুরু হত্যা ও গোহত্যাদি পাতক হইতে বিমুক্ত হইল। কিন্তু তত্তৎ তীর্থ সকল তাহাদের মহাপাপে লিপ্ত হইল। এবং সকলেই তজ্জন্য স্বর্ণবর্ণ পরিত্যাগ ও কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া, পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিল। পর্য্যটন সময়ে তাহারা সমুদায় সুতীর্থেই স্নান করিল। তথাপি তাহাদের সলিলেও কৃষ্ণবর্ণ বিদূরিত হইল না। অধিকন্তু, তাহারা যে যে তীর্থে গমন করে, সেই সেই তীর্থই হংসরূপ ও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, তাহাদের অনুসারী হয়। এই রূপে অষ্টষষ্টি তীর্থ হংসরূপে সেই সকল মহাতীর্থের সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ভ্রমণ করিতে করিতে পাপক্ষয় মানসে মানসসরোবরে সমাগত হইল। কিন্তু তথায় স্নান করিয়াও পাতক পরিহৃত হইল না। তাহাতে মানসসরোবর লজ্জায় আবিষ্ট হইয়া, তোমারই দৃষ্টপূর্ব্ব পুষ্টকায় হংসরূপ ধারণ করিল। অনন্তর সকলে মিলিয়া, উত্তর রেবাতীরস্থ পাপনাশন কুব্জা সঙ্গমে গমন করিল। সেই সুর সিদ্ধ নিষেবিত সঙ্গমে স্নানমাত্রেই সকলে পাপ হইতে মুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ পরিহার পূর্ব্বক শুক্ল স্বরূপ প্রাপ্ত হইল।

বৎস! হংসগণ যে যে তীর্থে গমন করে, সেই সেই তীর্থেই স্নান করে। তথাপি পাতক প্রক্ষালিত হয় না দেখিয়া, স্ত্রীগণ হাস্য করিয়াছিল। অনন্তর কুব্জার তেজোবলে পাতক বিনষ্ট হইলে, তাহারা স্বয়ং মরিয়া গেল। এই রূপে স্ত্রীরূপধারিণী গুরুহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাদি পাতক

সমস্ত বেরাকুব্জায় ভস্মীভুত ও বিনষ্ট হইলে, হংসরূপা অষ্টাষষ্টি তীর্থ তাহাদিগকে নদীতটে পরিহার করিল। যাহা হউক, বৎস! ঐ সকল তীর্থই মানসসরোবরে গমন করিয়াছিল, জানিবে। তাহাদের মধ্যে কৃষ্ণ হংসচতুষ্টয়ের নাম শ্রবণ কর, প্রয়াগ, পুষ্কর, অর্ঘ্যতীর্থ ও বারাণসী ইহারাই শাপনাশন হংসচতুষ্টয়। ইহারাই ব্রহ্মহত্যাদি পাপে অভিভুত হইয়া, পরিভ্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু বহুতর তীর্থে নিতান্ত দুঃখ সহকারে ভ্রমণ করিয়াও, ইহাদে ঘোর পাতক বিগত হইল না। অবশেষে কুব্জা সঙ্গমে তাহা হইতে মুক্তি ও শুদ্ধি লাভ করিল। সম্প্রতি প্রয়াগ দেবরাজ সমক্ষে সমুদায় পবিত্র তীর্থের রাজা হইয়াছেন। কিন্তু যাবৎ রেবা লক্ষিত না হয়, তাবতই তাহারা গর্জ্জন করিয়া থাকে। রেবাই একমাত্র ব্রহ্মহত্যাদি পাতক বিনাশার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কপিলা সঙ্গম, কুব্জা সঙ্গম, মেদনাদাসঙ্গম এই সকল স্থানেই পরম পবিত্র পরম ধন্যা রেবা অধিষ্ঠিত আর সর্বত্রই দুর্ল্লভ। শৈবাগার ভৃগুক্ষেত্র, নর্ম্মদা ও কুব্জা সঙ্গম, মাহিষ্মতী, শ্রীকণ্ঠ ও মণ্ডলেশ্বর কুত্রাপি এই রেবা সুলভা নহে। যাহা হউক, অশিবনাশিনী ঘর্ঘরা ও মহাদেবী এই উভয় কুলের মধ্যে যেখানে সেখানে একবার মাত্র স্নান করিলেই, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অশ্বমেধ ফল লাভ করে। বৎস! তোমার পরিপৃচ্ছিত সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। এই বলিয়া মহাপ্রাজ্ঞ কুঞ্জর তৃতীয় পুত্রকে বলিতে আরম্ভ করিল।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

কুঞ্জর কহিল, বৎস! তুমি পর্য্যটনপ্রসঙ্গে আশ্চর্য্যযুক্ত কি অপূর্ব্ব দেখিয়াছ, বল। তুমি আহারার্থ উদ্যত হইয়া, এখান হইতে কোন্ দেশে গমন করিয়াছিলে এবং কোন্ সময়েই বা আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছিলে?

বিজ্বল কহিল, মেরুপৃষ্ঠে আনন্দনামে এক কানন আছে। ঐ অরণ্য ফল পুষ্পময় দিব্য পাদপে পরিপূর্ণ, দেব ঋষি সিদ্ধচারণ গন্ধর্ব্ব কিন্নর উরগ ও সুরূপ অপ্সরা সমূহে সমাকীর্ণ, বাপী কূপ তড়াগ ও নদীনির্ঝরে প্রক্ষালিত, হংসকুন্দেন্দুসন্নিভ সহস্র সহস্র বিমান ও অন্যান্য দিব্য ভাবে উদ্ভাসিত, রমণীর গীত কোলাহল, বেদধ্বনি ও ষট্পদ শব্দে সর্ব্বত্র মধুরায়মান, চন্দন চূত পুষ্পিত চম্পক ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষে অলঙ্কৃত, এবং নানাজাতীয় পক্ষিনিনাদে সর্ব্বদাই কোলাহলময়। তাত! এবংবিধ শোভাসম্পন্ন আনন্দকানন আমার নয়নগোচর হইল। তাহার মধ্যে জলজন্তুসমাকীর্ণ হংসকারণ্ডবপরিপূর্ণ পদ্মসৌগন্ধিক সুরভিত পবিত্র সলিল সমাপন্ন সাগরোপম সরোবর শোভা পাইতেছে। ঐ সরোবর দেবগন্ধর্ব্ব ও মুনিবৃন্দ এবং কিন্নর ও উরগগণে পরিসেবিত। তথায় যে আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছি, বলিতে শক্তি হইতেছে না। কোন দিব্য পুরুষ ছত্রদণ্ড পতাকায় বিরাজমান কিন্নরগণে গীয়মান গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে শোভমান সর্ব্বভোগায়তন

কলসম্পন্ন দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া সেই স্থানে সমাগত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বাভরণ শোভা, গলদেশে দিব্যমাল্য, বক্ষঃস্থলে মহার্হ রত্নমালা; হস্তে হেমখচিত মুক্তাবলয় ও কঙ্কন, পরিধান দিব্যগন্ধি চন্দনলেপিত দিব্য বসন; তত্ত্ববেদী মহাসিদ্ধ ঋষিগণ তাঁহার স্তব ও অন্যান্যেরা গান করিতেছে। তিনি রূপে অদ্বিতীয় এবং সমকক্ষতায় অদৃষ্টপূর্ব্ব। তাঁহার সমভিব্যাহারিণী পীনশ্রোণিপয়োধরা রতিরূপা রমণীও তাঁহার সদৃশ রূপসম্পত্তির আধার। ফলতঃ, তাঁহারা উভয়েই রূপলাবণ্য মাধুর্য্য ও সর্বশোভাসম্পন্ন। আমার সমক্ষে বিমানে আগমন ও তাহা হইতে অবরোহণ করিয়া, সরোবর সান্নিধ্যে গমন করিলেন। অনন্তর সেই কমললোচন দম্পতী স্নানানন্তর মহাশস্ত্র গ্রহণ পূর্বক পরস্পরকে তদ্দ্বারা আঘাত করিয়া, তৎক্ষণাৎ মৃত পতিত হইল এবং সেই শবরূপী আপনাদের দেহ হইতে মাংস উৎকিরণ পূর্বক অমৃতের ন্যায় ভক্ষণ করিতে লাগিল। তাহারা জীবিত অবস্থায় যেরূপ রূপ ও শোভাসম্পন্ন লক্ষিত হইয়াছিল, শব শরীরেও তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না। অধিকন্তু, শস্ত্রে উৎকীর্ণ হওয়াতে, শোণিত ধারায় পরিপ্লুত হইয়া, তৎকালে তাহাদের মাংস সাতিশয় শোভা ধারণ করিল। তাহারা ক্ষুধায় নিতান্ত আতুর হইয়াছিল। অতএব যাবৎতৃপ্তি পরস্পরের মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। ভোজনাবসানে সরোবরসলিল পান করিয়া, পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইল এবং কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করিল। ইত্যবসরে চারুলক্ষণসম্পন্না রূপসৌভাগ্য সমলঙ্কৃতা দুইটী ললনা বিমানারোহণে আমার সমক্ষেই তথায় আগমন

করিল। তাহাদের আকার সাতিশয় ভয়ঙ্কর, বদনমণ্ডল দংষ্ট্রাকরাল এবং দৃশ্য নিতান্ত ভীষণ। তৎকালে সেই মহাবনে উল্লিখিত পতি পত্নী উভয়েও আপনার মাংস ভক্ষণ ও আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে অগন্তুক স্ত্রীদ্বয় তাহাদিগকে দাও দাও বলিতে লাগিল। তাত! আমি বনসান্নিধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক এই আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছি। প্রতিদিনই এইপ্রকার দেখিতে পাই। তাহারা প্রত্যহ উল্লিখিত রূপে মাংস উৎকিরণ করিয়া ভক্ষণ করে এবং তাহাদের শরীরও পুনরায় সুসম্পন্ন হয়। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া, আমার নিতান্ত বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে। আপনার আদেশানুসারে ভবদীয় সমক্ষে সমুদায় সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া, প্রীয়মাণ চিত্তে নির্দ্দেশ করুন, যে পুরুষ স্ত্রীর সহিত বিমানে আগমন করিলেন, যাহার রূপ দিব্য ও নয়নযুগল কমলসদৃশ, তিনি কে? সেই মহামাংসভোজিনী স্ত্রীই বা কে? আর যে ভীষণাকৃতি ললনাযুগল উচ্চৈঃ হাস্য করিয়া, বারংবার দাও দাও বলিতে লাগিল, তাহারাই বা কে? তাত! আমার এই সংশয় ছেদন ও সমুদায় যথাযথ কীর্ত্তন করিতে হইবে। এই বলিয়া বিজ্বল নিবৃত্ত হইল।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

কুঞ্জর কহিল, শ্রবণ কর, যে জন্য তাহারা তাদৃশ হইয়া, স্ব স্ব মাংস ভক্ষণ করে, তাহার কারণ কীর্ত্তন করিব। শুভাশুভ কর্ম্মই সর্ব্বত্র কারণ, তাহাতে সংশয় নাই। মনুষ্য পুণ্যকর্ম্মবলেই সুখ প্রাপ্ত হয় এবং পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলেই দুষ্কৃত ভোগ করে। দক্ষব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞানরূপ চক্ষু দ্বারা অগ্রে সূক্ষ্মধর্ম্ম বিচার ও স্থূলধর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক মনে মনে বিচার করিয়া, পরে কার্য্য করিবেন। তথাহি, সুমূর্ত্তিকার শিল্পী অগ্নির তেজে রস আবর্ত্তন করিয়া, শনৈঃ শনৈঃ তাপ প্রদান করে, তাহাতেই ধাতু বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। বৎস! রসের পক্কতা ও ভোগানুসারেই ধাতুর সৌন্দর্য্য সংঘটিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংসারে কর্ম্মই প্রধান এবং বীজরূপে পরিবর্ত্তন করে। কৃষিকার ক্ষেত্রে যাদৃশ বীজ বপন করে, তাদৃশ ফলপ্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় কি? সেইরূপ যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফলভোগ হইয়া থাকে। আমরা সকলেই কর্ম্মের বশ। কর্ম্মই দায়াদ, কর্ম্মই সম্বন্ধী বান্ধব এবং কর্ম্মই পুরুষের সুখদুঃখের একমাত্র প্রেরক। সুবর্ণ বা রজত যথারূপ নিয়মিত হয়, লোকে পূর্ব কর্ম্মের বশানুগ হইয়া, তদনুরূপ ভোগ করিয়া থাকে। জীব যখন গর্ভশয্যায়, তখনই তাহার আয়ু, কর্ম্ম, চরিত্র, বিদ্যা ও নিধন এই পাঁচটী সৃষ্ট হইয়া থাকে। কর্ত্তা যেরূপে মৃৎপিণ্ডযোগে যাহা যাহা ইচ্ছা

নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম কর্ত্তার প্রতিপন্ন হয়। জন্তুর স্থাবরত্ব, তির্য্যকত্ব, পক্ষিত্ব, পশুত্ব, মনুষ্যত্ব, অথবা দেবত্ব সমুদায়ই স্বকর্ম্মবশে সংঘটিত হইয়া থাকে; সেইরূপ তাহাকে আত্মবিহিত সুখ দুঃখও নিত্য ভোগ করিতে হয়। গর্ব্ভশয্যায় অবস্থিতি করিয়াও, জন্মান্তরীণ ভোগ জ্ঞানের পরিহার হইবার সম্ভাবনা নাই। কোন ব্যক্তিই বল বা প্রজ্ঞা দ্বারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের অন্যথা করিতে সমর্থ হয় না। অতএব কর্ম্মই সংসারে সকলের প্রধান।

যাহা হউক, বৎস! তুমি আনন্দকাননে তাহাদের দারুণ কর্ম্মবিপাক দর্শন করিয়াছ। এক্ষণে উভয়ের পূর্ব্বচরিত বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই ভারতভূমি কর্ম্মভূমি। এখানে পুণ্যাদির অনুষ্ঠান করিলেই, স্বর্গাদি স্ব স্ব ভূমি ভোগ করিতে পারা যায়। মহাভাগ! চোলদেশে সুবাহু নামে রাজা আছেন। তিনি রূপবান্, গুণবান্, বীর্য্যবান্ এবং পৃথিবীতে সাদৃশ্যবিহীন। বিষ্ণুর ও বৈষ্ণবগণের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও প্রীতির সীমা নাই। ত্রিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানে মধুসূদনের ধ্যান করিয়া থাকেন। কোন সময়ে তিনি অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, তদীয় পুরোধা জৈমিনী তাঁহারে আহ্বান করিয়া কহিলেন, রাজন্! যদ্দ্বারা সুখলাভ হয়, তাদৃশ উৎকৃষ্ট দান বিতরণ করুন। দানবলেই লোকের দুর্গতি দূর হইয়া থাকে। দানই সুখ ও শাশ্বত যশঃপ্রাপ্তির নিদান; দান বলেই মেদিনীমণ্ডলে অতুল কীর্ত্তি সম্পন্ন হয়। যতদিন কীর্ত্তি পৃথিবীতে বিরাজ করে, ততদিন কর্ত্তার স্বর্গবাস হয়। ফলত দান অতিশয় দুষ্কর বলিয়া পরিগণিত। কেন না, সচরাচর সকলে ইহার

অনুষ্ঠান করিতে পারে না। অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে দান করা কর্ত্তব্য।

সুবাহু কহিলেন, দ্বিজোত্তম! দান ও তপস্যা এই দুয়ের কোনটী অতিশয় দুষ্কর এবং অতিশয় পুণ্যফল সম্পাদন করে, নির্দ্দেশ করুন।

জৈমিনী কহিলেন, রাজন্! পৃথিবীতে সর্ব্বলোকসাক্ষিক সুদুষ্করতর বিষয় অনেক প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। দেখুন, ধনার্থে লোভমোহিত হইয়া, লোকে প্রিয়তম প্রাণও পরিহার, সাগরে বা বনে প্রবেশ ও কেহ কেহ অনায়াসেই ধনির দাসত্ব করে। এবং কৃষি প্রভৃতি বহুতর ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকে। এইরূপে দুঃখার্জ্জিত অর্থ প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়ান্। তাহার পরিহারও নিতান্ত দুষ্কর। বিশেষতঃ যে অর্থ ন্যায়ানুসারে অর্জ্জিত, তাহা কখন পরিত্যাগ করা যায় না। কিন্তু এই অর্থ বিধিবৎ শ্রদ্ধা সহকারে সৎপাত্রে দান করিলে, তাহার অন্ত হয় না। এই শ্রদ্ধা ধর্ম্মের আত্মজা দেবী স্বরূপ; সমুদায় বিশ্বের উদ্ধার ও পবিত্রতা সম্পাদন করে। অধিকন্তু ইহা সাবিত্রী, প্রসবিত্রী ও সংসার সমুদ্রের পারকর্ত্রী। শ্রদ্ধাতেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এবং অনুরাগী নিষ্কিঞ্চন মুনিগণ শ্রদ্ধা ভাবেই স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েন। রাজন্! সংসারে ভিন্ন ভিন্ন অনেকবিধ দান আছে। তন্মধ্যে অন্নদান অপেক্ষা প্রাণিগণের গতিবিধায়ক অন্য দান লক্ষিত হয় না। এই জন্য পয়ঃসহ অন্নদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। বলিতে কি, ইহলোকে বা পরলোকে অন্নের পর দান নাই। এই অন্নদান লোকের উদ্ধার, মঙ্গল ও সুখ সম্প্রাপ্তির হেতু। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বিশুদ্ধ চিত্তে সৎপাত্রে অন্নদান করিলে, যজ্ঞের

একপদ ফল লাভ হয়। মুষ্টিমাত্র বা গ্রাসমাত্রও অন্নদান করিবে। তাহার ফল অক্ষয় হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ আস্তিক পুরুষ পর্বকাল প্রাপ্ত হইলে, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবেন। এক জনকেও ভোজন করাইলে, তাহার নিত্য ফল ভোগ হইয়া থাকে। পূর্ব জন্মে ভক্তি পূর্বক একবারও পাত্রসাৎ করিলে, জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া, নিত্য অন্ন ভোগ করিতে পারা যায়। যেব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগকে নিত্য অন্ন দান করে, তাহাদের মিষ্টান্ন পান কখন বিচ্ছিন্ন হয় না। এই অন্ন প্রাণরূপ ও অমৃত হইতে সমুদ্ভূত, সন্দেহ নাই। সেইজন্য বেদপারগ কবিগণ ইহা দান করেন। যাহারা অন্নদান করে, তাহারা প্রাণ দান করে। মহারাজ! আপনিও প্রযত্ন সহকারে অন্নদান করুন।

রাজা এই প্রকার শ্রবণ করিয়া পুনরায় জ্ঞানপণ্ডিত জৈমিনীকে জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঊননবতিতম অধ্যায়

সুবাহু কহিলেন, দ্বিজসত্তম! সম্প্রতি স্বর্গের গুণ সকল নির্দ্দেশ করুন। আমি নিঃসংশয়ে তৎসমস্ত পরিপালন করিব।

জৈমিনি কহিলেন, স্বর্গে নন্দন প্রভৃতি বিবিধ রমণীয় দিব্য পবিত্র উদ্যান আছে। ঐ সকল উদ্যান সর্বকাম শুভ-

সম্পন্ন এবং সর্বকাম ফলবিশিষ্ট পাদপ পরম্পরায় সমন্তাৎ পরিশোভিত। এতদ্ব্যতীত, তথায় যে সকল সুদিব্য কামগামী বিচিত্র বিমান আছে, তৎসমস্ত অপ্সরোগণে নিষেবিত, তরুণ আদিত্যের ন্যায় উজ্জ্বল বল, চন্দ্রের ন্যায় সাতিশয় শুভ্র, সুবর্ণময় শয্যাসনে পরিবৃত এবং মুক্তাজালে সমুদ্ভাসিত। তত্রত্য অধিবাসীগণও সর্বথা সর্বকাম সমৃদ্ধিমান্, সাতিশয় সুকৃত সম্পন্ন এবং সুখদুঃখবিবর্জ্জিত হইয়া, যথা সুখে বিচরণ করে। নাস্তিকগণ, চৌরগণ, অজিতেন্দ্রিয়গণ, নৃশংসগণ, পিশুনগণ, কৃতঘ্নগণ ও অভিমানিগণ তথায় গমন করিতে পারে না। যাহাদের সত্য আছে, তপস্যা আছে, সৌর্য্য আছে, দয়া আছে, এবং ক্ষমা আছে; যাহারা যাজ্ঞিক, ও দানশীল, তাহারাই স্থান প্রাপ্ত হয়। অধিকন্তু, তথায় রোগ নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই, দুঃখ নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, এবং কাহার হানিও দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজন্! এইরূপ বহুবিধ গুণ স্বর্গে অবস্থিতি করে।

এক্ষণে তথায় যে সকল দোষ আছে শ্রবণ করুন। স্বর্গে শুভকর্ম্মের সম্পূর্ণ ফল ভোগ হইয়া থাকে। কিন্তু কোনরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে পারে না, ইহাই তাহার মহান দোষ। অপিচ, দীপ্তিমতী পরশ্রী দর্শন করিয়া, অসন্তোষ উপস্থিত হইয়া থাকে। কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই সহসা পতিত হইতে হয়। ইহলোকে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহারই ফলমাত্র ভোগ হইয়া থাকে। এইরূপে এই পৃথিবী কর্ম্মভূমি এবং স্বর্গ তাহার ফলভূমি বলিয়া পরিগণিত হয়

সুবাহু কহিলেন, আপনি স্বর্গের মহান্ দোষ সমস্ত

কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে অন্যান্য শাশ্বত গুণ সমস্ত বর্ণন করুন।

জৈমিনি কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মসদন পর্য্যন্ত দোষ সমস্ত অবস্থিতি করে। এইজন্য মনীষিগণ স্বর্গ প্রাপ্তির অভিলাষ করেন না। যাহা ব্রহ্মসদনের উপরিষ্ঠাৎ, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। ঐ পদ কল্যাণময়, সনাতন ও সর্ব্বথা দোষহীন। বিষয়াত্ম জ্ঞানহীন পুরুষগণে তথায় যাইতে পারে না। যাহারা দম্ভী, লোভী, বিদ্রোহী ও ক্রোধপরায়ণ, তাহাদেরও গমন সুসাধ্য নহে। নির্ম্মল, নিরহঙ্কার, নির্দ্বন্দ্ব, নিয়তেন্দ্রিয়, ধ্যান ও যোগ নিরত সাধুগণই তথায় স্থান প্রাপ্ত হয়েন। যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত বর্ণন করিলাম।

পৃথিবীপতি সুবাহু স্বর্গের গুণ সমস্ত এই প্রকার শ্রবণ করিয়া, বদতাংবর মহাভাগ জৈমিনিকে কহিলেন, মুনে! আমি স্বর্গে গমন করিব না, এবং তাহার ইচ্ছাও করি না। যাহাতে পতন আছে, তজ্জন্য কর্ম্মানুষ্ঠানে আমার প্রবৃত্তি নাই। অতএব আমি কখন দান করিব না। যেহেতু, দানফললাভ হইলেই, পতিত হইতে হয়। একমাত্র ধ্যান-যোগ দ্বারা আমি কমলাপতির আরাধনা করিব। তাহাতেই আমার তদীয় লোক প্রাপ্তি হইবে। স্বর্গে প্রয়োজন নাই।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য ও সর্ব্বশ্রেয়ঃ সম্পন্ন। তথাপি, নরপতিগণ দানশীল হইয়া, মহাযজ্ঞের যজন করেন। এবং যজ্ঞের আদিতে ও অন্তে বস্ত্র, তাম্বুল, কাঞ্চন, ভূ ও গো প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দান করিয়া থাকেন। সেই যজ্ঞের প্রভাবে

তাঁহাদের বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি এবং দানবলে পরমতৃপ্তি ও সন্তোষ সম্পন্ন হয়। ভাবিয়া দেখুন, তপোধনগণ অপার্শ্ব-বর্ত্তী ব্রাহ্মণকে বিভাগ অনুসারে এক গোগ্রাসও প্রদান করিয়া থাকেন। ফলতঃ অন্নদান করিবে তাহার সমুচিত ফলভোগ হয় এবং ধাতৃষ্ণাক্ষুবিহীন হইয়া, বৈকুণ্ঠে গমন করিতে পারা যায়। অতএব আপনিও ন্যায়ার্জ্জিত ধন বিতরণ করুন। দান বলে জ্ঞান এবং জ্ঞানবলে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। যে ব্যক্তি এই উৎকৃষ্ট পুণ্যাখ্যান শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বপাপ বিমুক্তি ও বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়।

নবতিতম অধ্যায়

সুবাহু কহিলেন, ব্রহ্মন্! কীদৃশ কর্ম্মে নরকলাভ আর কীদৃশ কর্ম্মে স্বর্গ হয়, কীর্ত্তন করুন।

জৈমিনি কহিলেন, যে দ্বিজ লোভমোহিত হইয়া, ব্রাহ্মণ্য পুণ্য বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কুকর্ম্মে উপজীবিত হয়, তাহার নরক সংঘটিত হয়। যাহারা পরুষ, পিশুন, অভিমানী, অনৃত-বাদী, এবং অনর্গল প্রলাপ প্রয়োগ করে, তাহারাই নরক-গামী। যাহারা পরস্বহরণ, পরদূষণসূচন ও পরস্ত্রীতে রমণ করে, তাহারাই নরকগামী। যাহারা প্রাণিগণের প্রাণ-হিংসায় নিরত, এবং প্রব্রজ্যাবসিত, তাহারাই নরকগামী। যাহারা স্বরূপ, তড়াগ, বাপী ও সরোবর ভেদ করে, তাহারাই

নরকগামী। যাহারা বিপর্য্যয় সময়ে স্ত্রী, শিশু, ভৃত্য ও অতিথি বর্জ্জন পিতৃদেবাদির উচ্ছেদ করে, তাহারাই নরক-গামী। যাহারা আদ্য পুরুষ ঈশান স্বরূপ সর্বলোকমহেশ্বর কৃষ্ণের চিন্তা না করে, তাহারাই নরকগামী। যাহারা ব্রাহ্মণ, গো, কন্যা, সুহৃদ, সাধু ও গুরুর দূষক, তাহারাই নরকগামী। যাহারা কাষ্ঠ, শঙ্কু, শূল বা অশ্ম দ্বারা বিদ্ধ করে, তাহারাই নরকগামী। যাহারা ক্ষেত্র, বৃত্তি, গৃহ, প্রীতি ও প্রসাদ ছেদ করে তাহারাই নরকগামী। যাহারা শাস্ত্রের শিল্পের ও শরাসনের কর্ত্তা ও বিক্রেতা, তাহারাই নরকগামী। যাহারা অনাথ, বিকল, দীন, রোগী, বৃদ্ধ, ইহাদের প্রতি অনুকম্পাবিহীন, তাহারাই নরকগামী।

যাহারা হোম, জপ, স্নান ও দেবার্চ্চনায় তৎপর এবং শ্রদ্ধাশীল ও মহাত্মা, তাহারাই স্বর্গগামী। যাহারা শুচি ও বাসুদেবপরায়ণ হইয়া, শুচিদেশে বিষ্ণুগায়ত্রী পাঠ করে, আদরপূর্বক, সর্বদা মাতা পিতার শুশ্রূষা করে, দিবা নিদ্রা ত্যাগ করে, এবং কাহারও প্রতি হিংসা করে না, তাহারাই স্বর্গগামী। যাহারা সর্বংসহ, সর্বাশ্রয়, সহস্রপরিবেষ্টা, সহ-স্রদ, দাতা, দান্ত, যৌবনস্থ হইলেও জিতেন্দ্রিয়, ধীর, যাহারা সুবর্ণ, গোষ্ঠ, অন্ন ও বস্ত্র দান করে, শত্রুরও দোষ প্রখ্যা-পন করে না, প্রত্যুত গুণরাশি কীর্ত্তন করে, যাহারা যাচিত হইয়া দর্শন করে ও দান করিয়া না বলে, তাহারাই স্বর্গ-গামী। যাহারা দানফল কামনা পরিত্যাগ করে, পরের স্ত্রী দেখিয়া সন্তপ্ত না হয়, বিমৎসর ও প্রফুল্ল হইয়া সকলের অভিনন্দন করে, যাহারা স্বয়ং উৎপাদন পূর্বক রস্য, রস ও নিবেশন সকল অন্যকে প্রদান করে, এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা ও

শ্রমকাতর হইয়াও ভাগপূর্বক পান ভোজনাদি করিয়া থাকে, তাহারাই স্বর্গগামী। যাহারা বাপী, কূপ, তড়াগ, বেশ্ম, পানাশয় ও উদ্যান প্রভৃতির কর্ত্তা, যাহারা অসতেও সৎ, অনার্জ্জবেও সার্জ্জব, শক্রতেও মৈত্রী সম্পন্ন, যাহারা যস্মিন্ কস্মিন্ কুল জন্মা হইয়াও বহুপুত্র শতায়ু, সানুক্রোশ, ও সদাচার, যাহারা সর্ব্বথা এক মাত্র ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারাও দিবস সার্থক করে, আক্রোষ্টা বা স্তোতা উভয়কেই তুল্য দর্শন করে, যাহাদের আত্মা শান্ত ও সংযত, যাহারা দস্যুভয়ভীত ব্রাহ্মণ স্ত্রী ও সার্থের সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে; গঙ্গা, পুষ্কর বিশেষতঃ প্রয়াগে পিতৃপিণ্ড প্রদান করে, যাহারা ইন্দ্রিয়-গণের অবশ্য ও সর্ব্বথা সংযমনিরত, যাহারা লোভ ক্রোধ ও ভয় পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারাই স্বর্গগামী। যূক মৎকুণ ও দংশ প্রভৃতি জন্তু সকল তুদিত করিলেও যাহারা পুত্রবৎ তাহাদের রক্ষা করে, মন ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহে সর্ব্বথা নিরত হয়, পরাপকারে প্রবৃত্তি পরিহার করে, অজ্ঞানবশতও যথোক্ত বিধির লঙ্ঘন করে না, সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু ও দমগুণের পরতন্ত্র হয়, সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ হইয়া মন বাক্য বা কর্ম্মেও পরস্ত্রী রমণ করে না, সত্ত্বগুণের অনুসারী হইয়া, নিন্দিত কর্ম্ম পরিত্যাগ ও বিহিত কার্য্যের সাধ্যানুসারে অনুষ্ঠান করে, তাহারাই স্বর্গগামী হয়। রাজন্! আপনার নিকট তত্ত্বানুসারে সমস্তই কথিত হইল। কর্ম্মবশতই দুর্গতি সুগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা পরের প্রতিকূলতা করে তাহাদেরই সুদুঃসহ ঘোর নরক লাভ হয়। আর যাহারা অনুকূল হইয়া, জীবন ধারণ করে, তাহারা সুখাবহ স্থির মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

একনবতিতম অধ্যায়।

কুঞ্জর কহিলেন, সুবাহু জৈমিনিভাষিত ধর্ম্মাধর্ম্ম গতি শ্রবণ করিয়া, মুনিলোকে গমন করিলেন। তথায় গমন করিয়া, দেবদেবকে দেখিতে পাইলেন না। প্রত্যুত, অতি তীব্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অভিভূত হইলেন। তাহাতে তাঁহার আত্মা অতিমাত্র পীড়া অনুভব করিতে লাগিল। এইরূপে ক্ষুধা তৃষ্ণায় নিরতিশয় কাতর হইয়া, হৃষীকেশের অদর্শন জন্য তাঁহার দুঃখ আরও বর্দ্ধিত হইল।

সুত কহিলেন, বসুধাধিপ সুবাহু প্রিয়তমার সহিত এই প্রকার একান্ত দুঃখিত, নিতান্ত আকুল ও ক্ষুধাকাতর হইয়া, ব্যাকুল চিত্তে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর সর্বাভরণে ভূষিত, রক্তচন্দনে অলঙ্কৃত, পুষ্পমালায় উদ্ভাসিত, হার কুণ্ডল ও কঙ্কণে সুশোভিত, এবং রত্নমালায় প্রদীপ্ত। তৎকালে তিনি পাতক পরম্পরায় পীড্যমান ও সুখ দুঃখে সমাবিষ্ট হইয়া সমন্তাৎ বেগভরে গমন করিতে করিতে প্রিয়তমাকে কহিলেন, বিষ্ণুলোকে আসিয়াও ভগবান্ মধুসূদনের সাক্ষাৎ পাইলাম না। আমি যে এত পুণ্য করিলাম, তাহার মহৎ ফল ভোগ হইল না। ইহার কারণ কি? ইহাতেই আমার অতিশয় দুঃখ বোধ হইয়াছে। এদিকে ক্ষুধা অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। কি করি, কোথায় যাই।

মহিষী কহিলেন, রাজন্! সত্য বলিয়াছেন, ধর্ম্মের কিছু-মাত্র ফল নাই। বেদশাস্ত্রে ও পুরাণ সকলে ব্রাহ্মণগণ যাঁহার পাঠ করেন, যদীয় নামোচ্চারণ মাত্রে সমস্ত দোষ দূরীভূত ও দুঃখ শোক তিরোহিত হয়, এবং মহাত্মাগণ যাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন, আপনি সেই দেবদেব মধুসূদনের সর্বথা পূজা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার ফল ত কিছুই দেখিতেছি না। এখনও বাসুদেবের সাক্ষাৎ হইল না। বলিতে কি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মহাশোষ উপস্থিত হইতেছে।

কুঞ্জর কহিল, প্রিয়তমাবাক্যে সুবাহুর ইন্দ্রিয় নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর তিনি শ্রমনাশন পরম পবিত্র আশ্রম দর্শন করিলেন। ঐ আশ্রম চারুগন্ধি শ্রীখণ্ড ও অন্যান্য সর্বকামসমন্বিত বিবিধ জাতীয় দিব্য বৃক্ষে পরিবৃত; হংস কারণ্ডব নিনাদিত পদ্ম কহ্লার সুরভিত সুনির্ম্মল সলিল সম্পন্ন পরম সুদৃশ্য বাপী, কূপ ও তড়াগ সমূহে আকীর্ণ; তত্ত্ববেদী ঋষি, ঋষিশিষ্য, যোগী, যোগীন্দ্র, সিদ্ধ ও দেবগণে পরিসেবিত, বিকসিত কুসুমশোভায় সর্বদা জাজ্বল্যমান ও নিরতিশয় প্রতিভায় সূর্য্যের ন্যায় আলোক সম্পন্ন। সুবাহু পত্নীর সহিত এবংবিধ পূণ্যপরিপূর্ণ যোগপট্টবিরাজিত যোগাসনে অধিনিবিষ্ট সর্বকামপ্রদ আশ্রমপদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বৈষ্ণবগণের অগ্রগণ্য মুনিশ্রেষ্ঠ বামদেব অতি মহতী দীপ্তিতে নিরতিশয় বিরাজমান হইয়া সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভা ধারণপূর্বক ভক্তি মুক্তি প্রদাতা হৃষীকেশের ধ্যান করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি প্রিয়তমার সহিত দ্বারে প্রবেশ করিয়াই প্রণাম্ করিলেন। মহানুভব বামদেব রাজাকে সস্ত্রীক প্রণাম্ করিতে দেখিয়া, প্রথমতঃ আশীর্বাদে উভয়ের

অভিনন্দন করিলেন। অনন্তর পবিত্র আসনে উপবেশন করাইয়া, অর্ঘ পাদ্যাদি সহকারে সবিশেষ পূজা সমাধান পূর্ব্বক সেই মহাভাগবত মহারাজ সুবাহুকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, রাজন্! আপনি বিষ্ণুধর্ম্মজ্ঞ বিষ্ণুভক্ত নরোত্তম, ইহা আমার নিঃসন্দিগ্ধ পরিজ্ঞাত আছে। এক্ষণে পত্নীর সহিত সুখে আসিয়াছেন ত?

সুবাহু কহিলেন, আমি নিরাময় বিষ্ণুলোকে নিরাময় আগমন করিয়াছি। অধুনা, যে দেবদেব ভক্তপ্রিয় জগন্নাথ জনার্দ্দনের পরম ভক্তিসহকৃত অরাধনা করিয়াছিলাম, সেই সুরপতি কমলাপতির কিরূপে সাক্ষাৎ হইতে পারে? নিদারুণ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা আমারে অতিশয় কাতর করিয়াছে দেখুন। তজ্জন্য কোন মতেই শান্তি বা সুখ লাভ হইতেছে না। এই কারণে আমার অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, ইহার হেতু নির্দ্দেশ করুন।

বামদেব কহিলেন, রাজন্! আপনি ভগবান্ বাসুদেবের ভক্ত এবং সর্ব্বদা পরম পবিত্র ভক্তিমাত্র উপচারে সেই সর্ব্বজ্ঞ মধুসূদনের বিনা নৈবেদ্যে পূজা ও আরাধনা করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু কখন কোন ব্রাহ্মণকে একমাত্র অন্নও প্রদান করেন নাই। বিশেষতঃ একাদশী প্রাপ্ত হইয়াও তাহারে ভোজন করান নাই, অথবা পারণ সময়ে সেই বিষ্ণুকে উদ্দেশ করিয়া, কখন অন্ন দান করেন নাই। এই অন্ন অমৃত রূপে সর্ব্বদা পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করে। কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর, অম্ল ও ক্ষার ভেদে ওষধি সকল নানা প্রকার। সমস্ত ওষধিই পুষ্টির হেতু অমৃতরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব অন্ন, ব্যঞ্জন ও ওষধি সমস্ত সম্যকরূপে

পরিপাক করিয়া, স্বহস্তে বিষ্ণুরূপী দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথি ও পিতৃদিগকে প্রদান করিয়া, পরে স্বজনবর্গের ভোজন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। তদনন্তর স্বয়ং অন্ন ভোজন করিবে। অন্ন অমৃতের সমান। যাহার অন্নের অভাব নাই, তাহার আবার দুঃখ কি? রাজন্‌ ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃগণ ইহারা ক্ষেত্র স্বরূপ। কৃষক যেরূপ আপনার কৃষি নির্ব্বাহ করে, মনুষ্য তদ্রূপ বিপ্রময় ক্ষেত্র কর্ষণ করিবে। এ বিষয়ে মন ও বুদ্ধি বৃষভ স্বরূপ। সত্য ও জ্ঞান উভয়ের আশীঃ এবং শুদ্ধ আত্মা প্রভেদ। এই সকল গ্রহণ করিয়া বিপ্রনামক মহা-ক্ষেত্রে প্রত্যহ বপন করিবে। তাহাতে সমস্ত পাপ স্ফুটিত হইয়া যাইবে। রাজন্‌! কৃষক যেরূপ কৃতোদ্যম হইয়া, উপ্ত প্রসাধন করে, তদ্রূপ শুভ বাক্যে ব্রাহ্মণের প্রসাধন করিবে। সমুদায় তীর্থ ও কাল ঘনরূপে বর্ষণ করিলে, ক্ষেত্র বপন যোগ্য হয়; ক্ষেত্রী সেই সময়েই বপন করিয়া থাকে। তদ্রূপ ব্রাহ্মণ প্রসন্ন হইলেই, অন্নদান করিবে। ক্ষেত্রী যেরূপ উপ্ত বীজের ফল ভোগ করে, দাতারও সেইরূপ দানভোগ সম্পন্ন হইয়া থাকে। এবং ইহামুত্র পরম তৃপ্তিলাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলতঃ দেব, দ্বিজাতি ও পিতৃগণ ক্ষেত্র স্বরূপ। এক্ষণে আপনি যেরূপ শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহার তাদৃশ ফল ভোগ করুন। কোন মতে ইহার অন্যথা হইবে না। আপনি পূর্ব্বে দেব, ব্রাহ্মণ ও পিতৃদিগকে কখন মিষ্টান্ন পান প্রদান করেন নাই। কেবল স্বয়ং সুভোজ্য ভোজন ও মিষ্ট মধুর সুস্বাদু পান করিয়াছেন এবং তাঁহা-দিগকে না দিয়া, অমৃত সম্ভব অন্নে স্বীয় শরীর পোষণ করিয়াছেন। সেই জন্যই ক্ষুধায় পীড়িত হইতেছেন। এবং

আপনার মহিষীও ক্ষুধায় অতি কাতর লক্ষিত হইতেছেন। ইঁ একণে এখান হইতে গমন করিয়া, পৃথিবীতে নিজ দেহকে পাতিত করুন।

সুবাহু কহিলেন, মহাভাগ! রাজ্ঞীর সহিত কত দিন এইরূপ করিতে হইবে এবং তদনন্তর কিরূপ অনুগ্রহ হইবে বলুন।

বামদেব কহিলেন, মহামতে! অন্ন ও পানীয়দান করিলে, স্বর্গে মহাসুখভোগ এবং পাপপীড়া নিরাকৃত হইয়া থাকে। মনুষ্য জীবিত অবস্থায় যদিও দান না করে, কিন্তু মৃত্যুকাল উপস্থিতে সর্ব্বস্বদান করা বিধেয়। আদিতে অন্নদান করিবে, যে ব্যক্তি অন্ন, জল, ছত্র, উপানৎ, সুশোভন জলপাত্র, ভূমি, কাঞ্চন ও ধেনু এই আটপ্রকার দান করে, স্বর্গে তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণাদি ভয় সংঘটিত হয় না। অন্নদান জন্য যে পরম-তৃপ্তি উপস্থিত হয়, তাহাতে ক্ষুধা হইবার সম্ভাবনা নাই এবং তীব্রতর পিপাসাও সহ্য করিতে হয় না। উদক দান করিলে, এইরূপ, ছত্রদান করিলে ছায়া, উপানৎ দান করিলে বাহন, ভূমিদান করিলে, সর্ব্বকাম সহিত মহাভোগ এবং গোদান করিলে, রসপুষ্টি, সর্ব্ব কাল সুখভোগে অধিষ্ঠান ও পরম তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। কাঞ্চন দান করিলে, রোগহীন দুঃখহীন, সুখ ও সন্তোষ সম্পন্ন এবং সুন্দর বর্ণ-বিশিষ্ট হওয়া যায়। রত্ন দান করিলে, শীল, রূপ ও ভোগ লাভ হয়। মৃত্যুকালে আপনি কিছুই প্রদান করেন নাই। তজ্জন্য ক্ষুধায় কাতর হইতেছেন। ইহাই আপনার কর্ম্ম বশানুগ কারণ নির্দ্দেশ করিলাম। লোকে যেরূপ কর্ম্ম করে, তদনুরূপ ভোগ করিয়া থাকে।

সুবাহু কহিলেন, মুনিসত্তম! ক্ষুধায় আমার শরীর শুষ্ক নিতান্ত পরিভূত হইতেছে। কি রূপে এই ক্ষুধার শান্তি হইবে, এবং যেরূপে দারুণ কর্ম্মের পরিপাক হইতে পারে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করুন্।

বামদেব কহিলেন, কিছুতেই আপনার প্রায়শ্চিত্ত নাই। সর্ব্বথা কর্ম্মের সদৃশ ফল ভোগ করিতে হইবে। যেখানে আপনার শরীর পতিত হইয়াছে, প্রিয়ার সহিত সত্বরে তথায় গমন এবং সেই অক্ষয় দেহ ভক্ষণ করুন।

রাজা কহিলেন, দ্বিজসত্তম! কত দিন সস্ত্রীক এইপ্রকার অনুষ্ঠান করিব বলুন।

বামদেব কহিলেন, বাসুদেবাখ্য মহাপাতকবিনাশন মহাস্তোত্র কর্ণগোচরে পতিত হইলেই, তোমার মুক্তি লাভ হইবে। আপনাকে সমুদায়ই কহিলাম, এক্ষণে এখান হইতে গমন করুন।

কুঞ্জর কহিল বৎস! এইপ্রকার শ্রবণ করিয়া, মহামতি সুবাহু প্রিয়ার সহিত শরীরমাংসভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। নিত্য উহা ভক্ষণ করেন; নিত্য উহা পূর্ণ হয়। এইরূপে উভয়ে তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। নরপতি যে যে সময়ে স্বীয় দেহ ভক্ষণ করেন, সেই সেই সময়েই ললনাগণ যে হাস্য করিয়া থাকে, তাহা শ্রবণ কর। প্রজ্ঞা ও মহাশ্রদ্ধা নরপতির চরিত দেখিয়াই ঐরূপ হাস্য করেন। লোকে যদি এই শ্রদ্ধায় পূর্য্যমাণ হইয়া, শ্রদ্ধাসহকারে সম্যকরূপে অন্ন কল্পনা করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে প্রদান করে, তাহা হইলে, সর্ব্বত্র পান ভোজন সম্পৎ ও পরম সুখ লাভ করিতে পারে। যাহা হউক, নরপতি যজ্ঞাংশের ন্যায় স্বীয়

মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলে, শ্রদ্ধা তাহা দর্শন পূর্ব্বক এই বলিয়া হাস্য করিয়া উঠে, যে, এই পাপ চেতন বিষ্ণুলোকে বাস করিয়াও ভার্য্যার সহিত স্বীয় দেহ ভক্ষণ করিতেছে। এ বিষয়ে আমার সঙ্গ প্রসঙ্গ নাই। অয়ি সুবাহো! যে তোমারে মোহিত করিয়াছিল, একণে সেই মহামোহ কোথায়? এবং যে লোভ এই মোহের সহিত মিলিত হইয়া, তোমারে তমোগর্ত্তে নিপাতিত করে, সেই বা অদ্য দুঃখ সঙ্কটে পরিব্যাপ্ত তোমার পরিত্রাণ করিতেছে না কেন? তুমি যেরূপ দানমার্গ পরিত্যাগ করিয়া লোভমার্গে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, অধুনা ভার্য্যার সহিত ভৃশং ক্ষুধিত হইয়া, তাহার ফল ভোগ কর। শ্রদ্ধা এই বলিয়া প্রিয়ার সহিত ক্ষুধার্ত্ত সুবাহুকে উল্লিখিত কারণে উপহাস করেন। আর ভীমরূপ ভয়াবহ নিদারুণ ক্ষুধা ও তৃষ্ণাই দেহি দেহি বলিয়া বারংবার তাঁহার নিকট মাংস প্রার্থনা করিয়া থাকে। বৎস! তোমার জিজ্ঞাসিত সমুদায় কহিলাম। আর কি বলিতে হইবে বল।

বিজ্বল কহিল, তাত! নরপতি যদ্দ্বারা বিষ্ণুর পরম পদ মোক্ষপদ লাভ করিবেন, সেই বাসুদেবাখ্য স্তোত্র নির্দ্দেশ করুন।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়

মহাভাগ বিজ্বল এইপ্রকার শুভ বাক্য প্রয়োগ করিলে, বদতাংবর কুঞ্জর সর্ব্বক্লেশবিনাশন সর্ব্বাশ্রয় বিধাতা হৃষীকেশকে প্রণাম ও ধ্যান করিয়া, বাস্থদেবাখ্য স্তোত্র কীর্ত্তন করিল। ঐ স্তোত্র মোক্ষের দ্বার, সর্বাশ্রয়প্রদায়ক ও সুখসম্পন্ন, এবং শান্তি সাধন, পুষ্টিবর্দ্ধন, সর্বকাম প্রদান, জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পাদন ও পুণ্য বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। বিজ্বল পিতার প্রকাশিত এই অপ্রমেয় অমুত্তম স্তোত্র সম্যকরূপ অবধারণ ও জ্ঞান গোচর করিয়া, পরিগ্রহ করিল। তখন কুঞ্জর তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, বৎস! তুমি এখান হইতে সত্বরে গমন ও ভুপতির পাপ বিনাশার্থ তদীয় গোচরে এই স্তোত্র পাঠ কর। তিনি আমার কথিত এই আত্মহিতকর স্তোত্র শ্রবণমাত্র ভগবানের প্রসাদে তৎক্ষণাৎ জ্ঞানময় হইবেন, তাহাতে সংশয় নাই।

অনন্তর লঘুবিক্রম বিজ্বল পিতাকে আমন্ত্রণ ও ত্বরিত পদে আনন্দকাননে গমন পূর্বক বৃক্ষশাখায় সমাবিষ্ট হইয়া, স্বীয় কার্য্য সাধনার্থ উদ্যম প্রকাশ পুরঃসর বিমানবিহারী নরপতির অপেক্ষা করিয়া রহিল এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, নরপতি সুবাহু প্রিয়ার সহিত কোন্ সময়ে সমাগত হইবেন! আমি তাঁহারে এই স্তববলে তৎক্ষণাৎ মাংস ভক্ষণ পাতক হইতে বিমুক্ত করিব। জ্ঞানবান্ বিজ্বল

এইপ্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কিঙ্কিনীজাল-সঞ্চিত ঘণ্টাবরনিনাদিত বেণু বীণায় মধুরান্বিত দেবগন্ধর্ব-সংযুক্ত অপ্সরোগণপরিবেষ্টিত সর্বকামসুসমৃদ্ধ দিব্য বিমান সমাগত হইল। নরপতি প্রিয়ার সহিত তাহাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎক্ষণাৎ সস্ত্রীক অবরোহণ পূর্বক তীক্ষ্ণ শস্ত্র আদান করিয়া, শব কর্ত্তনে যাবৎ প্রবৃত্ত হইলেন, তাবৎ বিজ্বলও সমাধান সহকারে কহিতে লাগিল, অয়ি দেবোপম পুরুষশার্দ্দুল! আপনি যে কার্য্য করিতেছেন, ইহা অতি নির্ঘৃণ। অতি নৃশংসও ইহার অনুষ্ঠানে সক্ষম নহে। আপনার একি বিধি বিপর্য্যয়! কি জন্য আপনি বেদাচার-বহির্ভূত এই দুষ্কৃত সাহসিক কর্ম্মে নিত্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ইহার কারণ কি, সমুদায় সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।

মহারাজ সুবাহু মহাত্মা বিজ্বলের বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রিয়তমা তার্কীকে কহিলেন, প্রিয়ে! যুগ সহস্র বাহিত করিলাম; কেহ কখন ইহার ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করে নাই। যাহা হউক, ইহার এই সর্বদুঃখবিনাশন শান্তিময় শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া, মদীয় পীড়িত হৃদয়ও আনন্দিত ও নিতান্ত উৎসুক হইল; অন্তঃকরণে শান্তি সঞ্চারিত হইল, এবং আহ্লাদও বিকসিত হইয়া উঠিল। এই ব্যক্তি কে, নর কি গন্ধর্ব, ইন্দ্র কি মুনিশ্রেষ্ঠ, দেব কি সিদ্ধ। অথবা আর কেহ হইবেন।

পতিপরায়ণা তার্কী প্রিয়তম কর্ত্তৃক এই প্রকার আভা-সিত হইয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, নাথ! আপনি সত্য বলিয়া-ছেন। ইহা অতি আশ্চর্য্য, মদীয় চিত্তও আপনার অনু-

বর্ত্তন করিতেছে। ইনি কে, পক্ষিরূপে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ?

সুবাহু এই প্রকার অভিহিত হইয়া, বদ্ধাঞ্জলি পুটে পক্ষীকে কহিতে লাগিলেন, অয়ি পক্ষিরূপধারিন্ মহাভাগ! আপনার স্বাগত। আমি ভার্য্যার সহিত অবনত মস্তকে আপনার চরণারবিন্দদ্বন্দ্ব বন্দনা করিতেছি; ভবদীয় প্রসাদে আমাদের কল্যাণ হউক। আপনি কে, পুণ্যরূপে পুণ্য বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন ?

বিজ্বল কহিল, আমি শুকজাতিতে উৎপন্ন হইয়াছি। কুঞ্জর আমার পিতা; আমি তাঁহার তৃতীয় সন্তান, নাম বিজ্বল। আমি দেবতা, গন্ধর্ব অথবা সিদ্ধ নহি। প্রতিদিনই তোমারে এই জুগুপ্সিত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দেখি। সেই জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, আর কতদিন এই দুঃসাহস কর্ম্ম বিধান করিতে হইবে।

রাজা কহিলেন, পূর্বে বামদেব যেরূপ কহিয়াছেন, তদনুসারে বাসুদেবাখ্য স্তোত্র শ্রবণ করিলেই, আমার সুগতি হইবে। অয়ি বিহঙ্গম! সেই মহাত্মা তপোধন এই প্রকারই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা হইলেই আমি পাতকমুক্ত হইব, সন্দেহ নাই।

বিজ্বল কহিল, আপনার জন্য আমি পিতার পূজা করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি আমারে সেই স্তব উপদেশ করেন। এক্ষণে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই বাসুদেবাভিধান স্তোত্রের ছন্দ অনুষ্টুপ, নারদ ঋষি, ওঁকার দেবতা, সর্বপাপ বিনাশ ও চতুর্বর্গ সাধনার্থ ইহার বিনিয়োগ হইয়া থাকে। যিনি পরম, পাবন, পুণ্য স্বরূপ, বেদজ্ঞ, বেদনিলয়, বিদ্যা ও

ধরার আধার, সেই প্রাণরূপী বাসুদেবকে নমস্কার'। যিনি নরের আবাস অপ্রকাশ, স্বপ্রকাশ, মহোদয়, নির্গুণ গুণবান্ ও পরমেশ্বর সেই ইত্যাদি। যিনি মোহের উদ্ভবক্ষেত্র, মহা-রূপ মোহপ্রেরণ ও মোহবিনাশ করেন এবং সমস্ত সংসার-সৃষ্টি করেন, সেই গুণাতীত ইত্যাদি। যিনি সর্ব্বত্র গমন, ভূতগণের ভূতি বর্দ্ধন ও দ্বন্দ্ব নির্হরণ করেন, সেই পরম গতিস্বরূপ ইত্যাদি। যিনি গীতিপ্রিয়, সামগ, সন্ধর্ব, শুভ-স্বরূপ, ও প্রণবরূপ, সেই ইত্যাদি। যিনি বিচার ও বেদ-রূপ, যিনি যজ্ঞাখ্য ও যজ্ঞবল্লভ এবং যিনি সর্ব্বলোকের যোনি ও ওঁকাররূপ, সেই ইত্যাদি। যিনি সংসারার্ণবমগ্ন জীবগণের তারক ও নৌকারূপে বিরাজমান, সেই হরি ইত্যাদি। যিনি একরূপ হইলেও, অনেকরূপে সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান করেন, যিনি কৈবল্যরূপ পরমধাম, সেই ইত্যাদি। যিনি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম, যিনি শুদ্ধ নির্গুণ ও গুণ-নায়ক, যিনি বেদস্থান ও প্রাকৃতক ভাব সমূহের অনাঘ্রাত, ইত্যাদি। দেব, দৈত্য, উরগ, ও বিহঙ্গমগণ যাঁহার স্তব ও অর্চ্চনা করে, এবং অমর ও যোগিগণ ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই পরম কারণ ইত্যাদি। যিনি ব্যাপক, বিশ্ববেত্তা, পরম বিজ্ঞান, শিব, শিবগুণ, শুভ্র ও শান্ত স্বরূপ, সেই পরম ঈশ্বর ইত্যাদি। যদীয় মায়ায় প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাদি সুরেশ্বরগণও যাঁহাকে জানিতে পারেন না, সেই পরম শুদ্ধ মোক্ষদার ইত্যাদি। যিনি আনন্দ কন্দ, শুদ্ধ হংস, পরাবর, সেই গুণ-নায়ক ইত্যাদি। যিনি পঞ্চজন্য, সূর্য্যপ্রভ সুদর্শন, গদা ও পদ্মে বিরাজমান, সকলের প্রভু সেই দেব বাসুদেবের শরণ গ্রহণ করি। যিনি বেদেরও বেদ, স্বগুণ, গুণের আধার ও

চরাচরের অধিষ্ঠাতা, সেই ইত্যাদি। চন্দ্র ও সূর্য্য পরম তপস্যাবলে যাঁহার স্বরূপে প্রতিভাত হয়েন, যিনি নভোমণ্ডলে ও স্বর্গমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া, দেবগণের দৃষ্টিমার্গে বিচরণ করেন, সেই ত্রিবিক্রমের বিশ্ববিকাশক কেশপটলপরিশোভিত দেবদুর্ল্লভ বিরাট দেহে নমস্কার করি।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়

সূত কহিলেন, নরপতি সুবাহু এই প্রকার পরম পবিত্র, পাপবিনাশন, পুণ্যময়, নিরতিশয় সূক্ষ্ম ও কল্যাণময় এবং ধন্য, পুরাণ ও সুশ্রাব্য স্তোত্র শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র সুখী হইলেন। তাহার ক্ষুধা ও তৃষ্ণাও তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইল। তখন তিনি ভার্য্যার সহিত পাপবন্ধবিমুক্ত হইয়া, দেবতার ন্যায় সুন্দররূপ ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে শ্রীশঙ্খচক্রাব্জ গদাদি ধর্ত্তা দেবদেব বাসুদেব সুসিদ্ধ ব্রহ্মাণ ও দেবগণে পরিবৃত হইয়া, সেই নিষ্পাপ নরপতি সন্নিধানে সমাগত হইলেন। তদীয় সমভিব্যাহারে নারদ, ভার্গব, ব্যাস, মার্কণ্ডেয়, বাল্মীকিনামা বিষ্ণুভক্ত ঋষি, ব্রহ্মনন্দন, এবং অন্যান্য বিষ্ণুপ্রিয় হরিপাদানুগ ভক্তিনিষ্ঠ বিগতকল্মষ পরম ধার্ম্মিক ভাগবতবরিষ্ঠ ঋষিগণ আগমন করিলেন। হুতভুকপ্রমুখ দেবগণ এবং ব্রহ্মা ও মহাদেবও তথায় সমাগত হইলেন। সকলেই বাসুদেবের

পরিচর্য্যা পূর্বক অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর গন্ধর্ব্বরাজাদি দিব্য সুগায়ক সকল পরমার্থসম্পন্ন সুস্বরে দিব্য মধুর মনোজ্ঞ গান, এবং ঋষিগণ দেবগণের সহিত পবিত্র বাক্যে নরপতির স্তব করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব মনোহর বাক্যে কহিলেন, রাজন্! যথেচ্ছ বর প্রার্থনা কর। আমি তাহাই প্রদান করিব।

রাজা তদীয় বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পুরোভাগে অবলোকন করিলেন, অসুরারি মুরারি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, খড়্গ, রত্নোজ্জ্বল কঙ্কন হার ও অন্যান্য মহার্হ আভরণ সমস্ত ধারণ করিয়া, স্ত্রীর সহিত বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার বর্ণ নীলোৎপলের ন্যায়, প্রভা সূর্য্যের ন্যায়, দেহ দিব্য চন্দনগন্ধে আমোদিত, দেবগণ তাঁহার সেবা করেন। তিনিই পরম ঈশ্বর। দর্শনমাত্র সুবাহু অকৃত্রিম ভক্তিভরে ভূমিগত হইয়া, দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অনন্তর জয় উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, সুরপতে! আমি সর্ব্বদাই আপনার দাস ও কিঙ্কর। আপনার ভক্তি ও ভাবনা কাহাকে বলে, অবগত নহি। আমি যারপরনাই পাপাত্মা। এই স্থানে উপস্থিত আছি। এবং সর্ব্বদা শরণ গ্রহণ করিয়াছি। আমারে শাসন করুন। যাহারা আপনার অনুগত, তাহারাই ধন্য। যাহারা সমাহিত চিত্তে মাধব ও কেশব বলিয়া সর্ব্বদা ধ্যান করে, তাহারাই সুনির্ম্মল হইয়া, ভবদীয় চরণারবিন্দমার্গ-নির্গত বৈকুণ্ঠে উপনীত হয়। যাহারা সমস্ত তীর্থসলিলে পরিপ্লুত হইয়া, মস্তক দ্বারা আপনার পূজা বহন করে, তাহারা নিখিলপাতকবিমুক্ত হইয়া, পরমানন্দে ভবদীয় ধাম প্রাপ্ত হয়। আমার ভাব নাই, ভক্তি নাই, জ্ঞান নাই, ক্রিয়া নাই। তবে

কাহার পুণ্য প্রসঙ্গে পাপাত্মা আমারে বর দিতে উদ্যত হইয়াছেন।

হরি কহিলেন, রাজন্! তুমি বিজ্বলের নিকট যে মহাপাপ বিনাশন পরমপবিত্র বাসুদেবাখ্য শ্রবণ করিয়াছ, তাহাতেই আমার প্রতি তোমার ভক্তি সঞ্চরি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে মদীয় লোকে অভিলষিত ভোগসম্ভার ভোগ কর।

সুবাহু কহিলেন, প্রভো! দীন আমাকে যদি বর দান বিধেয় হয়, তবে অগ্রে বিজ্বলকে উত্তম বর প্রদান করিতে হইবে।

হরি কহিলেন, বিজ্বলের পিতা জ্ঞানপণ্ডিত কুঞ্জর অতিশয় পুণ্যবান্। যেহেতু, সে সর্ব্বদাই বাসুদেবাখ্য জপ করিয়া থাকে। পুত্র ও প্রণয়িনী সমভিব্যাহারে তাহার মদীয় গেহ প্রাপ্তি হইবে। ফলতঃ এই স্তব জপ করিলেই তাহাকে মহাফল প্রদান করিব।

ভগবান্ এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, রাজা কহিলেন, এই পরম পাবন স্তোত্রের সফলতা বিধান করুন।

বাসুদেব কহিলেন, ব্রাহ্মযুগে ইহা শ্রবণ করিলে, মানবগণ তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই। ত্রেতাযুগে এক মাসে, দ্বাপরযুগে ছয় মাসে এবং কলিযুগে শ্রবণ করিলে এক বৎসরে স্বর্গ ও বৈষ্ণবগতি লাভ করিবে। যে ব্যক্তি স্নান করিয়া, ত্রিকাল বা এককাল জপ করিবে, তাহার সমস্ত কামনাই সুসিদ্ধ হইবে। ইহা জপ করিলে, ক্ষত্রিয় বিজয়ী, বৈশ্য ধনধান্যে অলঙ্কৃত, শূদ্র সুখী এবং অন্ত্যজ পাপ ভারে পরিত্রাণ পাইবে। ফলতঃ মদীয় স্তোত্র প্রসাদে মনুষ্যের অসংশয়িত সর্ব্বকামসমৃদ্ধি ও সর্ব্বসিদ্ধি সমুৎপন্ন

হইবে। শ্রাদ্ধকালে ভোজ্যদান ব্রাহ্মণ সহায়ে ইহা পাঠ করিলে, পিতৃগণ তৃপ্তি হইয়া, বৈষ্ণব লোকে গমন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় তর্পণান্তে জপ করিলে, তদীয় পিতৃগণ হৃষ্টমানসে অমৃত পান করেন। হোম বা যজ্ঞ মধ্যে ভাবভরে জপ করিলে, বিঘ্নসমূহ নিরাকৃত ও সর্ব্বসিদ্ধি সুসম্পন্ন হয়। বিষম দুর্গম স্থানে, সিংহ ব্যাঘ্রাদি সঙ্কটে অথবা চৌরভয়ে উচ্চারণ করিলে, শান্তি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। রাজদ্বারে অথবা অন্যান্য দুর্গম সময়ে ইহার অর্থ করিবে। এবং ক্রোধ বিবর্জ্জিত হইয়া, ব্রহ্মচর্য্য বিধানে স্নান করত বাসুদেবের পূজা করিয়া, তিল তণ্ডুল দ্বারা আজ্য মিশ্রিত দশাংশ হোম বিধান করিবে। এইরূপ প্রতি শ্লোকে ধ্যান সহ হোম করিলে, আমি ভৃত্যের ন্যায় তাহাদের পার্শ্ব কখন পরিত্যাগ করি না। কলিযুগ উপস্থিত হইলে, এই স্তোত্র বিনষ্ট হইবে। তৎকালে দেবভক্তি প্রসঙ্গে যে কোন ব্যক্তির ইহা উদয় হইবে, তাহারই সর্ব্বকামসমৃদ্ধি সুসম্পন্ন হইবে। রাজন্! শ্রবণ কর, এইরূপে আমি এই স্তোত্রের সফলতা বিধান করিলাম। ব্রহ্মা ইহা নির্ম্মাণ ও রুদ্র ইহা জপ করেন। ইন্দ্র ইহার প্রভাবে ব্রহ্মহত্যা পাতক হইতে বিমুক্ত হয়েন। দেব, ঋষি, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরাদি সকলেই আয়ুঃসিদ্ধিফলপ্রদ এই স্তোত্রের পূজা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি জপ করে, সেই পুণ্য, ধন্য, দাতা ও পুত্রবান্ হয়। অতএব বিচারণাপরিশূন্য হইয়া, ইহা জপ করিবে। একণে ভার্য্যার সহিত মদীয় স্থানে আগমন কর। এই বলিয়া তিনি হস্তাবলম্বন প্রদন করিলে, দুন্দুভি সকল নিনাদিত হইয়া উঠিল; গন্ধর্ব্বগণ ললিত গানে প্রবৃত্ত হইল,

অপ্সরোগণ সন্তুষ্ট হইয়া, নৃত্যাদি শুরু করিল; দেবগণ পুষ্প-রাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং ঋষিগণ বেদস্তোত্রে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দয়িতার সহিত মহাবাহু সুবাহু ভগবানে লীন হইলেন। তাহাতে সুরসিদ্ধগণ তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বিজ্বল অতিশয় তুষ্ট হইয়া, যেখানে পিতা মাতা ও সোদরবর্গ, তথায় সমাগত হইল।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়

সুত কহিলেন, যেখানে পিতা অবস্থিতি করিতেছেন, বিজ্বল বরলাভানন্তর তথায় আগমন করিয়া, প্রথমে তাঁহাকে প্রণাম করিল। অনন্তর তদীয় সমক্ষে প্রসন্ন হৃদয়ে বাসু-দেবাখ্য স্তোত্রের সমস্ত বৃত্তান্ত এবং বাসুদেব যেরূপে আগমন করিয়া রাজাকে বরদান করেন, তাহাও সবিশেষ কীর্ত্তন করিল। কুঞ্জর শ্রবণ পূর্ব্বক সাতিশয় পুলকিত হইয়া, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, বৎস! তুমি ভগবানের কীর্ত্তন করিয়া, সেই রাজাকে মুক্ত ও পরম উপকৃত করিয়াছ। এই বলিয়া সে সেই দেবসম পুত্রকে আশীঃ প্রয়োগ পুরঃসর অভিনন্দন ও বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিল। মহারাজ! আপনার নিকট উল্লিখিত মহানুভব বৈষ্ণবগণের সমগ্র চরিত কীর্ত্তন করিলাম। আর কি বলিব, নির্দ্দেশ কর।

বেণ কহিলেন, দেবদেব শঙ্খচক্রগদাধর! আপনার কথা শ্রবণ করিয়া, আমার স্পৃহা পুনঃ পুনঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক, মহাত্মা কুঞ্জর চতুর্থ পুত্রকে যাহা বলিয়াছিলেন, নির্দ্দেশ করুন।

ভগবান কহিলেন, শ্রবণ কর, কুঞ্জরচরিত বর্ণন করিব। এই পবিত্র পাপনাশন আখ্যান শ্রবণ করিলে, গোসহস্র দানের ফললাভে [illegible] পারে।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়

সুত কহিলেন, দেবদেব হৃষীকেশ ভুজঙ্গনন্দন বেণকে যে পাপনাশন মঙ্গল আখ্যান নির্দ্দেশ করেন, সেই পুণ্যদায়ক কুঞ্জরচরিতকথা কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ করুন্। কুঞ্জর পরম পুলকিত হইয়া, চতুর্থ পুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিল, বৎস কপিঞ্জল! কি অপূর্ব দর্শন করিয়াছ, বল। তুমি ভোজনার্থ এখান হইতে কোথায় গমন করিয়াছিলে। তথায় যদি কোন পুণ্য দর্শন করিয়া থাক, নির্দ্দেশ কর।

কপিঞ্জল কহিলেন তাত! যে, অপূর্ব দর্শন করিয়াছি, কেহ কখন দর্শন বা শ্রবণ করে নাই, আমিও কাহার নিকট শ্রবণ করি নাই। এক্ষণে বলিতেছি, আপনি, জননী ও ভ্রাতৃগণ সকলেই শ্রবণ করুন্। কৈলাসনামে এক পর্বত আছে। উহা সমুদায় পর্বতের শ্রেষ্ঠ, ধবলবর্ণ ও চন্দ্রসন্নিভ,

এবং বিবিধ ধাতুতে আকীর্ণ, বিবিধ বৃক্ষে উপশোভিত গঙ্গার পবিত্র সলিলে প্রক্ষালিত, সপদ্ম সহস্র জলাশয় ও হংসসারস সেবিত বিবিধ দিব্য নদী সহস্রে অলঙ্কৃত। উহার শিখর দেশে পুণ্যদায়িনী গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছেন। অধিকন্তু, উহা ধনরত্নে পরিপূর্ণ ফলকুসুমসম্পন্ন হরিৎ বৃক্ষে বিরাজিত, কিন্নর ও অপ্সরোগণে পরিব্যাপ্ত, গন্ধর্ব চারণ ও অমরগণে নিষেবিত, দিব্য অরণ্য ও দিব্যভাবে সমাযুক্ত, বিবিধ দিব্যগন্ধে আমোদিত, দিব্য বিহঙ্গমগণের কলনিনাদে মধুরায়িত, ষটপদগণের মধুরশব্দে প্রতিধ্বনিত, কলকণ্ঠকুলের কলরবে সর্বত্র শোভাসম্পন্ন, এবং গণকোটিসমাকুলিত ও মহাদেবের মন্দিরস্বরূপ সাতিশয় শোভা পাইতেছে। উহার শিলোচ্চয় সমুদায় পরমপুণ্যময়। সিংহ, সরভ, কুঞ্জর, শাখামৃগ, ও নানাজাতীয় মৃগগণ তথায় বিচরণ করিতেছে। বায়ু গুহামুখে প্রবেশ করিয়া হুঙ্কাররোষে গভীর গর্জ্জন করিতেছে। পুলিন্দ ভিল্ল, কোল ও পুণ্যাত্মা মানবগণ ইতস্ততঃ বাস করিতেছেন। কন্দর, কূট, সানু, বিবিধ পুষ্পবন, ওষধি, অত্যুচ্চ শেখর ও অন্যান্য বহুবিধ কৌতুকমঙ্গলে সেই পুণ্যধামসমাকুল পুণ্যরাশি মহাগিরির সাতিশয় শোভা সমুৎপন্ন হইয়াছে। অধিকন্তু গঙ্গার উদক প্রবাহের পতনশব্দে উহা সর্বদাই শব্দময় ও হর্ষময়। অদ্য আমি সেই শঙ্করগৃহ সুধাবিমল কৈলাসে গমন করিয়াছিলাম। সেই স্থানই অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য্য দর্শন হইয়াছে। শ্রবণ করুন্, সমস্ত বলিতেছি।

হিমালয়ের পুণ্যমহোদয় শিখরভাগে যে ভাগীরথীর বেগসংঘোষিতবিমিশ্রিত সুশীতল ক্ষীর প্রবাহ ধরাতলে

নিপাতিত হইতেছে। উহা কৈলাস শিখরে গমনপূর্বক সম্যধিক বিস্তার ধারণ করিয়াছে। তাহাতে দশযোজন পরিমাণ গঙ্গাহ্রদ উৎপন্ন হইয়াছে। উহার জল সাতিশয় পবিত্র। এবং হংসগণ সর্বত্র ভ্রমণ পূর্বক দিব্য মধুর সমস্বরে সর্বদা শব্দ করাতে, সেই হ্রদ সাতিশয় শোভাধারণ করিয়াছে। মহামতে! তাহারই তীরদেশে শিলাতলে আসীন হইয়া, অবলোকন করিলাম, এক রূপরাশি ললনা রোদন করিতেছে। তাহার রূপ দেখিয়া বোধ হইল, এই ললনা অনিল পত্নী স্বাহা, অথবা ইন্দ্রাণী অথবা মহাভাগ রোহিণীও নহেন। কেন না, ইহার রূপ, গুণ, শীল যাদৃশ, অপ্সরা বা অন্যান্য দিব্য যুবতীগণের কখন তাদৃশী রূপলক্ষণ সম্পত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। তাত! তাহার সর্বদাই বিশ্ববিমোহন। ঐ কন্যা শিলায় আসীনা হইয়া, দুঃখাকুল চিত্তে তৎকালে রোদন করিতেছিল। সে একাকিনী ও আত্মীয় স্বজন বিহীনা। করুন স্বরে যে মুক্তা সহিত অশ্রুরাশি বিসর্জ্জন করিতেছে, তৎসরোবরের মহাসলিলে পতিত হওয়াতে সুনির্ম্মল পদ্ম সকল সমুৎপন্ন হইতেছে। এবং ভাগীরথীর প্রবাহ মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া, বেগভরে ইতস্ততঃ গমন করিতেছে। তাত! এই প্রবাহ, অত্যুচ্চ হিমালয় হইতে বিনির্গত হইয়াছে। ভগ দ্বারা সর্বরত্নাঢ্য সুচারুকন্দর বিশিষ্ট যোজনদ্বয় বিস্তীর্ণ হংসকুল সমাকুল জল বিহঙ্গম সমাকীর্ণ কৈলাস শিখর সলিল পূর্ণ হইয়া, বিরাজ করিতেছে। বিবিধ বর্ণ চিত্রিত উল্লিখিত পদ্ম সমস্ত তথায় অধিষ্ঠান পূর্বক মুনিবৃন্দ নিষেবিত সুনির্ম্মল গঙ্গোদক প্রবাহে পরিপ্লুত হইয়া, সৌরভ বিস্তার সহকারে সাতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছে।

তাহার মধ্যে মধ্যে হংস সকল ক্রীড়া করিতেছে। তাত! দেব ও দৈত্যগণের পরম পূজনীয় মহাদেব এই রত্নাখ্য পর্বতে সর্বদা অধিষ্ঠান করেন।

যাহা হউক, তথায় জটাভার সমাক্রান্ত কোন পুণ্যাত্মা দিগম্বর ঋষি আমার দৃষ্টি বিষয়ে নিপতিত হইলেন। তিনি নিরাধার, নিরাহার, তপঃ প্রভাবে অতীব বর্দ্ধিত, ও অতিশয় কৃশাঙ্গ। তাহার হস্তে দণ্ড, সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভস্মভূষিত, এবং শীর্ণ গলিত শুষ্কপত্র সকল তাঁহার এক মাত্র ভক্ষ্য। অধিকন্তু, তিনি অতিশয় তপস্বী, নৃত্য গীত বিশারদ ও মহাদেবে ভক্তিমান্। দুঃখিত ভাবে গঙ্গাতীরে আসীন হইয়া, অশ্রুজাত কমনীয় কমলরাজি সঙ্কলন পূর্বক মহেশ্বরের পূজা করিয়া থাকেন। এবং কখন তদীয় অগ্রে গান, কখন ব নৃত্য করেন। সেই মহাভাগ তৎকালে তথায় সমাগত হইয়া, করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাত! আমি এই অপূর্ব দর্শন করিয়াছি। যদি অবগত থাকেন, প্রসন্ন হইয়া, কারণ নির্দ্দেশ করুন। এই মহাভাগা নারী কে, কি জন্য রোদন করিতেছে। আর সেই পুরুষই বা কে, সর্বদা মহাদেবের পূজা করিয়া থাকেন। আমার এই সন্দেহ কারণ নিরাকরণ করিতে হইবে। মহামনা কপিঞ্জল এই বলিয়া, পুনরায় পিতৃপ্রণামপুরঃসর বিনিবৃত্ত হইল।

সপ্তবতিতম অধ্যায়

কুঞ্জর কহিল, বৎস! তোমার পৃষ্ট সমুদায় কীর্ত্তন করিব। ইহাতে উভয়েরই গৌরব সমুৎপন্ন হইয়াছে। একদা প্রমদোত্তমা মহাদেবী পার্ব্বতী ক্রীড়া করিতে করিতে মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাদেব! মদীয় হৃদয়ে মহান্ কৌতুক উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। অতএব কাননোত্তম নন্দনকানন প্রদর্শন করুন।

মহাদেব কহিলেন, দেবি! আচ্ছা, তাহাই হইবে। আমি তোমারে দ্বিজসিদ্ধনিষেবিত দেবসঙ্কুল পবিত্র নন্দনকানন দর্শন করাইব। এই বলিয়া তিনি সেই দেবী ও স্বগণ সহিত সমুৎসুক হইয়া, নন্দন দর্শনাভিলাষে দিব্যাভরণভূষিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুচারুলক্ষণসম্পন্ন হংসকুন্দেন্দুসঙ্কাশ ঘণ্টা-কিঙ্কিনী ও মুক্তামালায় অলঙ্কৃত এবং চামর ও পুষ্পশোভিত দিব্য বৃষভে আরোহণ করিলেন। অনন্তর নন্দি, ভৃঙ্গি, মহাকাল, গণপতি, বীরভদ্র, গণেশ্বর, পুষ্পদন্ত, অতিবল, সুবল, মেঘনাদ, ঘটাবহ, স্কন্দ ও ভৃঙ্গিপ্রমুখ গণকোটি সমভি-ব্যাহারে দেবগণে পরিবৃত হইয়া, দেবকিন্নরনিষেবিত নন্দন-বনে গমন করিলেন। এবং দেবীসহ তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দিব্য রম্ভা, পুষ্পিত চম্পক, সুনির্ম্মল মালতী ও মল্লিকা, নিত্যপুষ্পশাখাসম্পন্ন পাটল, চারুগন্ধ মহাবৃক্ষ চন্দন, সরল, নারিকেল, পূগফল, রমণীয় খর্জ্জুর, ফলভারে বিনমিত

পনস, সুগন্ধোদ্‌গাররাজিত অগুরু, অগ্নিতেজঃ সমদ্যুতি সপ্তপর্ণ, পুষ্পশোভিত কদম্ব, প্রকাণ্ডকায় জম্বু, মাতঙ্গ, নাগরঙ্গ, সিন্ধুবার, পিয়াল, শাল, তিন্দুক, উদুম্বর, কপিল, লকুচ, পুষ্পগন্ধ, পুন্নাগ, ফলরাজ, রাজ, ঘনসদৃশ, নীলবর্ণ শালমলি, সুবিশাল তমাল, সর্ব্বকাল ফলরাজিত কম্পমান গুণনিলয় পরম পবিত্র কল্পদ্রুম এবং অন্যান্য বিবিধজাতীয় কলপাদপ সেই নন্দনকানন ব্যাপ্ত শোভিত ও আমোদিত করিয়াছে। কোকিল প্রভৃতি মধুপানমুগ্ধ কলকণ্ঠ বিবিধজাতীয় পক্ষী ও ষটপদগণের সুস্বরনিনাদে তাহার চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত ও নানাপ্রকার মৃগগণে সর্বদাই পরিপূর্ণ। এবং বৃক্ষ হইতে ধরাতলে নিপতিত সুগন্ধি কুসুমসমূহে সর্বতোভাবে আমোদিত। অধিকন্তু সেই বনরাজ নন্দনের সমন্তাৎ পুষ্পসৌগন্ধিপবিত্রিত হংসকারণ্ডবলীলাশোভন সলিলপূর্ণ সুনির্ম্মল বাপী ও তোয়সৌরভসুসেবিত সাগরসদৃশ তড়াগ, এবং হেমদণ্ডে বিমণ্ডিত শুভ্রবর্ণ বিমান, কলস ও প্রাসাদ সকল শোভা পাইতেছে, অপ্সর ও কিন্নরগণ ক্রীড়া এবং গন্ধর্ব ও ঋষিগণ সর্বদা বিচরণ করিতেছেন। দেবীসহিত মহানুভব মহাদেব পুণ্যবানগণের আশ্রিত শান্তিগুণসম্পন্ন সুখনিলয় এবংবিধ নন্দনকানন অবলোকন করিলেন।

অনন্তর ভগবতী পার্বতী সূর্য্যতেজঃসদৃশ তেজোবলয়ে প্রতিভাত সেই নন্দনমধ্যে পুষ্প, ফল ও কোমলগুণসম্পন্ন পরমবিদ্যোতিত পাদপরাজ কল্পপাদপ দর্শন করিয়া মহাদেবকে কহিতে লাগিলেন, নাথ! এই সর্বপুণ্যালয়স্বরূপ মহাবৃক্ষের নাম কি? যেমন সমুদায় তেজস্বিমধ্যে সূর্য্য, দেবমধ্যে মধুসূদন, নদীমধ্যে গঙ্গা, সৃষ্টিমধ্যে ব্রহ্মা, সুশ্রাব্য মধ্যে

সুতন্ত্রী, ভূতমধ্যে ধরিত্রী, নাগমধ্যে বাসুকি, মহোদধিমধ্যে ক্ষীরাব্ধি, মহৌষধিমধ্যে দেবদারু, স্থাবরমধ্যে হিমালয়, বিদ্যা-মধ্যে মহাবিদ্যা, এবং লোকমধ্যে মহর্লোক শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ এই সর্ব্বান্বিত প্রিয়দর্শন বৃক্ষ, সমুদায় বৃক্ষের প্রধান। নাথ! এক্ষণে এই পাদপপতির পবিত্র গুণ সমুদায় কীর্ত্তন করুন।

মহেশ্বর মহাদেব দেবী বাক্য আকর্ণন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! দেবোপম বা দেবশ্রেষ্ঠ পরম পুণ্যশীল লোক সকল যাহা যাহা কল্পনা করেন, এই বরণীয় পুণ্য-বিশিষ্ট মহাপাদপ তৎসমস্ত প্রদান করিয়া থাকে। এই জন্য ইহার নাম কল্পদ্রুম। এই বৃক্ষ হইতেই সমুদায় দুর্লভ লাভ হয় এবং দেবগণ ইহারই প্রসাদে বীজাদি রত্নময় দিব্য ভোগ সমস্ত সম্ভোগ করেন।

দেবী পার্ব্বতী মহাদেবের এই আশ্চর্য্যভূত বাক্য শ্রবণ ও মনে মনে পরিচালন পূর্ব্বক তদীয় অনুমত্যানুসারে সেই বৃক্ষের নিকট এক সুরূপ সুগুণ স্ত্রীরত্ন কল্পনা করি-লেন। এবং তৎক্ষণাৎ তদনুরূপ রূপ গুণ বিরাজিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ললনা প্রাপ্ত হইলেন। ঐ রমণী মকরধ্বজের সাক্ষাৎ সাহায্য, ক্রীড়ার নিধান, মূর্ত্তিমতী সুখসিদ্ধি ও সর্ব্ব সমৃদ্ধির আধার এবং যেন বিশ্বমোহন বিধানার্থ বিনির্ম্মিত হইয়াছেন। তাহার লোচনযুগল কমলায়ত; বদনমণ্ডল পদ্ম সদৃশ; মূর্ত্তি চামীকর প্রতিমায়িত; কেশ-কলাপ সুচিক্কণ, সুনির্ম্মল, সুকুঞ্চিত, সাতিশয় সূক্ষ্ম, অতি-মাত্র লম্বিত, সুগন্ধি কুসুমগুচ্ছে অলঙ্কৃত, নানাবিধ গন্ধ লেপলিপ্ত ও সুন্দর নীলিমায় সুরঞ্জিত; সীমন্তমার্গে পরম রমণীয় মুক্তাফল মালা ও তদীয় মূল ভাগে উদীয়মান দৈত্য

গুরুর ন্যায় পরম ভাস্বর সুদিব্য তিলক, এবং কলাপ ভাগে প্রদীপ্ত তেজোমণ্ডলিত মৃগনাভি। এইপ্রকার তিলক ও মুক্তামালার সহায়তায় তদীয় বদনমণ্ডল জ্যোৎস্না-বিতানপরিরঞ্জিত সর্বশোভাঢ্য পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিশ্বজনীন মোহ সম্পাদন পূর্বক সাতিশয় শোভা পাইতেছে। অধিকন্তু চন্দ্র কলঙ্কী এবং নিত্য কলাহীন ও ক্ষীণ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার সেই বদনমণ্ডল সর্ব্বথা নিষ্কলঙ্ক, পরম পূর্ণ ও সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। পদ্ম তাহার গন্ধবিকাশ দর্শন করিয়া, কোনমতেই সুখ লাভ করিতে পারে না। প্রত্যুত; তদীয় ভুবনবিসারী সুগন্ধ সমীরণ কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ প্রবাহিত দেখিয়া, লজ্জায় জল আশ্রয় পূর্বক সর্বদা অবস্থিতি করিতেছে। রতিও তাহারে দূর হইতে অবলোকন মাত্র অতিমাত্র লজ্জিত ও শোকে অভিভূত হইয়া থাকে। ফলতঃ, সেই সর্বগুণভূষিত পদ্মাননা সুপদ্মা মনোহর ভাব সমবায়ে বিনির্ম্মিতা হইয়াছে! তদীয় অধরবিম্ব একে অরুণ, তাহাতে রদরত্নবিনিঃসৃত হাস্যলীলায় লাঞ্ছিত হওয়াতে, শোভার পরিসীমা নাই। তাহার ভ্রূসুন্দর, নাসিকা সুন্দর কর্ণ সুন্দর, অংশ সুন্দর ও সুষম; ভুজ সুন্দর, সুবর্ণ, শ্লক্ষ্ণ, বর্ত্তুল ও সুলক্ষণসম্পন্ন, করপদ্ম সুসদৃশ, সাতিশয় শীতল, দিব্য লক্ষণ ও পদ্মস্বস্তিকসংযুক্ত এবং পদ্মের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট; অঙ্গুলি সকল সরল, সুক্ষ্ম, পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও সর্ব্বসম্পন্ন; নখের অগ্রভাগ সাতিশয় তীক্ষ্ণ ও জলবিন্দু সন্নিভ; শরীরকান্তি পদ্মের ন্যায় প্রতিমায়মান; সর্ব্বাঙ্গ পদ্মগন্ধে পরিপূর্ণ; পাদযুগল সুসুক্ষ্ম সুশোভন ও রক্তোৎপল সদৃশ, পাদাগ্রসম্ভব নখ সকল রত্নজ্যোতির ন্যায় প্রভিভাত

এবং সৎশাস্ত্র সকলে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুরূপ লক্ষণাক্রান্ত। অধিক কি, সেই পদ্মিনী পদ্মের ন্যায় প্রতিভায়িনী ও সর্ব্বলক্ষণে ভূষিতা এবং হার, কঙ্কন, নূপূর, মেখলা, কটিসূত্রও কাঞ্চি প্রভৃতি সর্বপ্রকার অলঙ্কার সুনীল পট্টবস্ত্র ও সুদিব্য কঞ্চুক ধারণ ও পরিধান পূর্ব্বক লাক্ষাযোগে রঞ্জিতা হইয়া, বারংবার সাতিশয় শোভা-বিস্তার করিতেছে। দেবী পার্বতী কল্পনামাত্র এইপ্রকার মহোদয় গুণলাভানন্তর কল্পক্রুমাদিকে উদ্দেশ করিয়া, মহা-দেবকে কহিতে লাগিলেন, দেব! আপনার কথিতানুরূপ দর্শন করিলাম। মনে মনে যাদৃশ কল্পনা করাযায়, তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়।

সূত কহিলেন, ঐ সময়ে সেই চারুসর্বাঙ্গী তদীয় পার্শ্বে সমাগত ও ভক্তিভরে উভয়ের চরণাম্বুজে অবনত হইয়া কহিতে লাগিল, অয়ি তাত! অয়ি মাতঃ! কিজন্য আমার সৃষ্টি করিলেন, বলুন।

দেবী কহিলেন, ভদ্রে! আমি কৌতুক বশতঃ এই কল্পপাদপের পরীক্ষা করিয়াছিলাম। তাহাতে সদ্য ইহার ফল স্বরূপ রূপসমৃদ্ধিশালিনী তোমারে প্রাপ্ত হইয়াছি। যাহা হউক, তুমি অশোকসুন্দরী নামে লোকে খ্যাতিমতী এবং সর্বসৌভাগ্যসম্পন্না হইবে, সংশয় নাই। সোমবংশে দেবরাজ পুরন্দরের ন্যায় সুবিশ্রুত রাজর্ষি নহুষ তোমারে পত্নীত্বে বরণ করিবেন। তাহারে এইপ্রকার বর দান করিয়া হরপার্বতী উভয়ে সানন্দ হৃদয়ে গিরিবর কৈলাসে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

কুঞ্জর কহিল, বৎস! চারুহাসিনী অশোকসুন্দরী সমুদায় রমণীগণের অগ্রগণ্য এবং নৃত্য গীতে সবিশেষ পারদর্শিনী। সেই ললনা সর্ব্ব শোভা ধারণ পূর্ব্বক সুরূপা অমর কামিনীগণ সমভিব্যাহারে সর্ব্বকামসমন্বিত পবিত্র নন্দন প্রদেশে সর্বদাই ক্রীড়া করিত। একদা ঐরূপ ক্রীড়া করিতেছে, এমন সময়ে বিপ্রচিত্তির পুত্র সর্ব্বকালভয়াবহ প্রচণ্ডাকৃতি মহাকামী তুণ্ড তথায় প্রবেশ করিল। এবং সর্বালঙ্কারশোভিতা অশোকসুন্দরীকে দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ মন্মথবাণে বিদ্ধ ও বিকলচিত্ত হইল। অনন্তর সেই মহাকায় অসুর তাহারে সম্বোধন করিয়া কহিল, শুভে! তুমি কে, কাহার পরিগ্রহ, কি জন্য এই নন্দন বনে আগমন করিয়াছ?

অশোকসুন্দরী কহিল, শ্রবণ কর, আমি দেবদেব মহাদেবের আত্মজা ও কার্ত্তিকেয়ের ভগিনী, স্বয়ং পার্বতী আমার জননী; বাল্যসুলভ লীলার বশবর্ত্তিনী হইয়া, এই নন্দনে আগমন করিয়াছি। তুমি কে, কি জন্যই বা আমারে এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুণ্ড কহিল, আমি বিপ্রচিত্তির পুত্র; তুণ্ডনামে বিখ্যাত, বলবীর্য্য ও পূর্ণলক্ষণে ভূষিত এবং সমুদায় দৈত্যগণের শ্রেষ্ঠ। অয়ি বরাননে! দেবলোক, মনুষ্যলোক, নাগলোক, অথবা অন্যলোক কুত্রাপি কেহই আমার যশ, তপস্যা, বল, ধন অথবা ভোগ কোন বিষয়েই

সমকক্ষ নহে। অদ্য তোমারে দর্শন করিয়া মন্মথবাণে নিহত হইলাম।

অশোক কহিলেন, শ্রবণ কর, সমুদায় সম্বন্ধহেতু নির্দ্দেশ করিব। লোকে পুরুষের সদৃশী স্ত্রী এবং স্ত্রীর সদৃশ গুণ-বিশিষ্ট ভর্ত্তা বিধেয় হইয়া থাকে। সংসারে ইহাই প্রশস্ত পন্থা। দৈত্যরাজ! আমি কোন মতেই তোমার পত্নী হইতে পারি না। এবিষয়ে কারণ আছে। তাহাও শ্রবণ কর। দেবী পার্বতী মহাদেবের ভাব সংগ্রহ পূর্বক আমারে কল্পনা করেন। তাহাতেই বৃক্ষরাজ কল্পদ্রুম হইতে আমার জন্ম হয়। তৎকালে তিনি তদীয় আদেশানুসারে আমার স্বামীও সৃষ্টি করিয়াছেন। আমার সেই স্বামী পরম ধার্ম্মিক মহাপ্রাজ্ঞ নহুষ নামে সোমবংশে জন্ম গ্রহণ করিবেন। তিনি তেজে বিষ্ণু ও জিষ্ণুর ন্যায়, থাকিতে বৈশ্রবণের ন্যায়, রূপে মন্ম-থের ন্যায়, এবং সত্যবান্, গুণবান্, শীলবান্, ধর্ম্মবান্, ও সর্বত্র খ্যাতবান্ হইবেন। দেবী ও দেব উভয়ে এই প্রকার ভর্ত্তবিধান করিয়াছেন। তাঁহা হইতে দেবীর প্রসাদে আমার যযাতি নামে সর্বগুণসম্পন্ন, সর্বলোকবল্লভ, ধীর, সুন্দর ও পৃথিবীতে ইন্দ্রের সমান পুত্র লাভ হইবে। তুণ্ড! আমি পতিব্রতা, বিশেষতঃ পর ভার্য্যা। অতএব সর্বথা আমার চিন্তা পরিহার করিয়া, অন্যত্র গমন কর।

তুণ্ড হাস্য করিয়া কহিল, সুন্দরি! তোমার এই বাক্য যুক্তিযুক্ত নহে, হরপার্বতীও ভাল বলেন নাই। ধর্ম্মাত্মা নহুষ সোমবংশে জন্মগ্রহণ করিবেন সত্য, কিন্তু তুমি তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠা; কনিষ্ঠযোগ সঙ্গত হইতে পারে না। সর্বথা বল ও বয়োযুক্ত পুরুষই স্ত্রীর যোগ্য হইয়া থাকে। কেননা,

কনিষ্ঠ পুরুষ যোগে পুরুষের মৃত্যু সংঘটিত হয়। আরও দেখ, তিনি কত দিনে তোমার স্বামী হইবেন। তাবৎ তোমার যৌবনলাবণ্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে। একমাত্র যৌবনবলেই রমণীগণ রূপবতী ও পুরুষের রত্নস্থানীয় হইয়া থাকে। অয়ি বরাননে! তারুণ্যই যুবতীজনের মহামূল্য। ভোগ বা মনোরম বিষয়সুখ এই তারুণ্যেরই আশ্রিত। ফলতঃ, আয়ুর পুত্র নহুষ কতদিনে জন্মগ্রহণ করিবেন। এক্ষণে যৌবনই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজনীয়। অতএব, অয়ি বিশালাক্ষি! এই যৌবনপ্রলোভে আমার সহিত মধুমাধবী সম্ভোগ ও সুখে বিহার কর।

শিবতনয়া অশোকসুন্দরী হুণ্ডের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সাধ্বসসহকারে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, মহাভাগ! দ্বাপরনামে অষ্টাবিংশতিক যুগ উপস্থিত হইলে, বসুদেবনন্দন শেষাবতার বলদেব রেবতনন্দিনীর পাণিপীড়ন করিবেন। মহাভাগা রেবতী ত্রেতাযুগে সমুৎপন্না হইয়াছেন। অতএব তিনি বলদেব অপেক্ষা যুগত্রয় পরিমাণে জ্যেষ্ঠা। তথাপি বলদেবের প্রাণসমা প্রিয়া ভার্য্যা হইবেন। আরও দেখ গন্ধর্বনন্দিনী মায়াবতী পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বীরবর যাদবেশ্বরনন্দন মহাবল প্রদ্যুম্ন ভবিষ্যযুগে জন্মগ্রহণ পূর্বক অসুরবর শম্বরের সংহার পুরঃসর তাঁহারে গ্রহণ করিবেন। জ্ঞানবান মহাভাগ ব্যাসাদি পুরাতন ঋষিগণ এই প্রকার ভবিষ্যদর্শন করিয়াছেন। এবং লোকে, ঈদৃশী ঘটনা দুর্লভ নহে। হিমালয় দুহিতা জগদ্ধাত্রী পার্বতী ইহাই ভাবিয়া, আমারে এরূপ কহিয়াছেন। তুমি কেবল দুর্লভকামনায় লুব্ধ হইয়া, বেদবহিষ্কৃত পাপময় বাক্য প্রয়োগ

করিতেছ। শুভ বা অশুভ যাহার যাহা দৃষ্ট হয়, পূর্ব্ব-কর্ম্মানুসারেই তাহার তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, দেবতা ও ব্রাহ্মণের বদনে যে শুভ বা অশুভ বিনিঃসৃত হয়, তাহার সত্যতা অসন্দিগ্ধ। হরপার্বতী মদীয় ভাগ্য অবগত হইয়াই, নহুষের সহিত যোগবিচারণা করিয়াছেন। অতএব তুমি ভ্রান্তিপরিহার পূর্বক এখান হইতে গমন কর। মদীয় চিত্ত প্রচলিত করা তোমার উচিত হয় না। আর পতিব্রতার মন চালন করা কাহারও সাধ্য নহে। অতএব সত্বর প্রস্থান কর। নতুবা শাপ দিয়া দগ্ধ করিব।

বলশালী হুণ্ড শ্রবণ করিয়া, মনে মনে চিন্তা করিল, কিরূপে ইহারে ভার্য্যা করিব। অনন্তর তাহারে বর্জ্জনপূর্বক তথা হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইল। পরদিন তমোময়ী মায়া বিধান ও দিব্যরমণীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, হাস্যলীলাসহকারে আগমন করিল এবং শিবনন্দিনী বিশালাক্ষী অশোকসুন্দরীকে সম্ভাষণ করিয়া কহিল, বালে! তুমি কে, কাহার, কিজন্য তপোবনে অবস্থান ও কায়শোষণ তপস্যা করিতেছ। শুভগে! যেজন্য এই দুষ্কর সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, নির্দ্দেশ কর। দুরাত্মা দানব মায়ারূপে প্রতিচ্ছন্ন হইয়াছিল। তদীয় মায়ারূপ না জানিয়া, স্ত্রীবোধে সৌহার্দ্দবশতঃ শিবনন্দিনী দুঃখিত চিত্তে আপনার পূর্বপ্রবৃত্ত সৃষ্টিবৃত্তান্ত, তপস্যার কারণ ও দৈত্যের উপপ্লব সমুদায় যথাতত্ত্ব কীর্ত্তন করিলেন।

হুণ্ড কহিল, দেবি! তোমার এই ব্রত সাধু। ফলতঃ তুমি সাধুব্রতা, সাধুশীলা, সাধ্বী, ও মহাসতী এবং সর্বথা সদাচারের বশবর্ত্তিনী। ভদ্রে! আমিও পতিব্রতপরায়ণা। সেই দুরাত্মা হুণ্ড মদীয় স্বামীকে বিনষ্ট করিয়াছে। বৎসে!

তুণ্ড এই প্রকারে সখিভাবে মোহিত, মায়ামোহে অভিভূত ও আত্মবেগে আহ্লাদিত করিয়া শিবনন্দিনীকে আপনার অনুপম ও অতিশোভন দিব্যগৃহে লইয়া গেল। মেরুশেখরে বৈদূর্য্যনামে যে উৎকৃষ্ট নগরী আছে, তুণ্ডের বহুগুণসম্পন্ন সর্ব্বকালসুখাবহ কাঞ্চনাখ্য দিব্যগৃহ তথায় প্রতিষ্ঠিত। উত্তুঙ্গ প্রাসাদসমাধ বহুল কলস, নানাজাতীয় ঘনোপম সুনীল বৃক্ষাবলি; বাপী, কূপ, তড়াগ, নদী, জলাশয়, হেমময় প্রাকার, মহামূল্য রত্ন এবং সর্ব্বকামসমৃদ্ধ বিষয়পরম্পরায় ঐ গৃহ পূর্ণ ও অলঙ্কৃত। অশোকসুন্দরী সেই রমণীয় পুর দর্শন করিয়া কহিলেন, সখি! এই পুর কোন্ দেবতার অধিষ্ঠিত।

তুণ্ড কহিল, মহাভাগিনি! তুমি যে দানবেন্দ্রকে পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছিলে, এস্থান তাহারই অধিষ্ঠিত। আর আমিই সেই দানবরাজ তুণ্ড। তোমারে মায়াবলে আনয়ন করিয়াছি। এই বলিয়া শিবদুহিতাকে বিবিধ বেশ্ম সংযুক্ত শাতকুম্ভে অলঙ্কৃত কৈলাসশিখর সদৃশ গৃহ মধ্যে লইয়া গিয়া, দোলায় সন্নিবেশিত করিল এবং কামপীড়িত হইয়া, করপুট আরম্ভন পূর্ব্বক পুনরায় কহিতে লাগিল, ভদ্রে! যাহা যাহা অভিলাষ করিবে, তৎ সমস্তই প্রদান করিব। তাহাতে সংশয় নাই। বিশালাক্ষি! এক্ষণে অনুগত ও কামপীড়িত আমাকে ভজনা কর।

দেবী কহিলেন, দানবেশ্বর! আমাকে চালনা করা তোমার সাধ্য নহে। রে দানবাধম! আমি বার বার বলিতেছি, তোমার ন্যায় মহাপাপ দৈত্যগণ আমারে সহজে লাভ করিতে পারে না। অতএব তুমি এই উপস্থিত মহামোহ ধারণা কর। অনন্তর সেই স্কন্দভগিনী তপস্তেজসম্পন্না

অশোকসুন্দরী অতিমাত্র রোষে জাজ্বল্যমানা ও তদীয় বিনাশে সমুদ্যতা হইয়া, কালের জিহ্বার ন্যায় বিস্ফারিতা হইতে লাগিলেন এবং পুনরায় দানবাধম তুণ্ডকে কহিলেন, রে পাপ! তুমি আত্মনাশ নিমিত্ত উগ্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে এবং আপনার সহিত স্বজনদিগকেও বিনষ্ট করিলে। তুমি অগ্নির প্রজ্বলিত স্ফুলিঙ্গরাশি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছ। যেরূপ সংসারের মূর্ত্তিমান্ অমঙ্গল কুক্কুটপক্ষী গৃহে প্রবেশ করিলে, গৃহস্বামী বংশ, বিত্ত ও স্বজন সহিত বিনষ্ট হয়, সেইরূপ আমাকে বিনাশ জন্য গৃহে আনয়ন করিয়াছ। অদ্য আমি তোমার, ও তোমার পুত্রগণের এবং ধন, ধান্য, কুল, বংশ, ও পুত্র পৌত্রাদিক বীজ সমুদায়ের সংহার করিয়া, বিনিষ্ক্রান্ত হইব, সন্দেহ নাই। আমি পতিকামা হইয়া, সোমনন্দন নহুষের অভিলাষে দুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তুমি যেমন আমারে আনয়ন করিলে, সেইরূপ মদীয় ভর্ত্তা তোমারে বিনাশ করিবেন। পিতা মহাদেব পূর্ব্বেই আমার জন্য এই প্রকার উপায় কল্পনা করিয়াছেন। সে যাহা হউক, স্বর্গে ও এই লৌকিকী গাথা শুনিতে পাওয়া যায়, যে, লোকে তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করে, কুবুদ্ধিগণ তাহা জানিতে পারে না। তথাহি, যাহা হইতে, যেখানে ও যেরূপে সুখ দুঃখাদির ভোগ বিধেয় হয়, তাহা হইতে, সেই খানে ও সেই রূপেই তত্তৎ ভোগ হইয়া থাকে; ইহাতে অন্যথা নাই। অতএব তোমাকেও স্বকীয় কর্ম্ম ফল ভোগ করিতে হইবে। লোকে যেরূপ অঙ্গনাঙ্গে আত্মনাশ জন্য সুতীক্ষ্ণধার খড়্গ মর্দ্দন করে, তদ্বৎ আমাকেও অবগত হইবে। কো ব্যক্তি গর্জ্জমান কুপিত কেশরীর সম্মুখীন হইয়,

অনায়াসে সাহস সহকারে তদীয় কেশর ভিন্ন করিতে পারে? অতএব সত্যাচারিণী, দয়াশালিনী, তপোনিয়মের অনুসারিণী পতিব্রতা আমার ভোগলালসাবশংবদ হইয়া, তুমি সদ্যোমৃত্যুর কামনা করিতেছ। যে ব্যক্তি কালপ্রেরিত, জীবমান কৃষ্ণসর্পের মাংস গ্রহণে তাহারই অভিলাষ হয়। রে মূঢ়! তুমিও কালের সন্নিহিত হইয়াছ, সেই জন্য কামে মোহিত ও ঈদৃশী বিসদৃশী বুদ্ধির পরতন্ত্র হইয়া, আত্মমরণ দেখিতে পাইতেছ না। বলিতে কি, আয়ুপুত্র নহুষ ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি আমারে শরীরমাত্রেও দর্শন করিবে, তাহারই তৎক্ষণাৎ বিনাশ হইবে। শিবদুহিতা অশোকা এই প্রকার আভাষণ পূর্ব্বক গঙ্গাতীর আশ্রয় করিলেন এবং নিরতিশয় দুঃখিতা হইয়া, পুনরায় তাহারে কহিলেন, রে পাপ! আমি পূর্ব্বে পতিকামা হইয়া, নিয়ম সংযম সহকারে ঘোর তপস্যা করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার বধকামা হইয়া, তদনুরূপ দারুণ তপস্যা করিব। মহাত্মা নহুষ আশিবিষ সদৃশ বজ্রকল্প সুশাণিত সায়ক প্রহার পূর্ব্বক সংহার করিলে, দুরাত্মা তুমি যে সময়ে মুক্তকেশে রুধিরাক্ত পতিত হইবে, সেই সময়ে তোমারে তদবস্থ দর্শন করিয়া, আমার নিবৃত্তিলাভ হইবে। এই প্রকার দৃঢ়তর নিয়মবন্ধন পূর্ব্বক তিনি হুণ্ড বিনাশে স্থির সংকল্পা হইয়া, গঙ্গাতীরে অধিষ্ঠান করিলেন। অর্চ্চি যেরূপ দীপ্তিমতী ও সমুজ্জ্বলা হইয়া, অতিমাত্র তেজে লোক সকল দগ্ধ করে, সেইরূপ তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিতা হইয়া, দুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কুঞ্জর কহিল, বৎসে! শিবতনয়া মহাভাগা অশোকা

তুণ্ডের বধসাধনার জন্য সত্যবন্ধনসহকারে গঙ্গাসলিলে স্নান করিয়া, কাঞ্চননাম্নী নগরীতে তপশ্চর্য্যায় এইরূপ প্রবৃত্তা হইলে, সেই দৈত্য দুঃখিত, বিপন্ন, বিচেতন ও মদনানলে অতীব সন্তপ্ত হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিল। অনন্তর কম্পননামা স্বকীয় অমাত্যকে আহ্বান করিয়া, অশোকার প্রদত্ত মহাশাপ ঘটনা প্রকাশপুরঃসর কহিল, সেই শিবকন্যা অশোকা এই বলিয়া অভিশপ্ত করিয়াছে, ভর্ত্তা নহুষহস্তে আমার মৃত্যু হইবে। কিন্তু আয়ুর পত্নী আজিও গর্ব্ভিণী বা সেই গর্ভও সমুৎপন্ন হয় নাই। এক্ষণে যাহাতে ইহার অন্যথা হয়, তাহা বিধান কর।

কম্পন কহিল, আয়ুর পত্নীকে হরণ করিয়া আনয়ন করিব। তাহাহইলে, আপনার শত্রু জন্মিতে পারিবে না। অন্য কোনরূপ ভীষণ উপায়ে তদীয় গর্ভ নিপাত করা বিধেয় হয় না। কেননা, এই প্রকার হইলেই, আপনার শত্রুজন্ম প্রতিহত হইবে। সম্প্রতি দুরাচার নহুষের জন্মকাল প্রতীক্ষা করুন। আমি তাহার ভাবিনী পত্নীকে ইতিমধ্যে হরণ করিয়া আনি। এই প্রকার মন্ত্রণা স্থির হইলে, তুণ্ড নহুষবিনাশে সমুদ্যত হইয়া রহিল।

বিষ্ণু কহিলেন, সোমবংশ ভূষণ মহাভাগ আয়ু তুঙ্গের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন, সমুদায় ভূপতির মণ্ডল ও সর্ব্বভূমির অধিপতি এবং পৃথিবীর মধ্যে সত্য ও ধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। অধিকন্তু, তপস্যা, যশ ও বলে ইন্দ্রোপেন্দ্র সমান পরম-ধর্ম্মাত্মা সেই ক্ষিতীশ্বর আয়ু দান, যজ্ঞ, পুণ্য, সত্য ও নিয়মানুসারে একচ্ছত্র রাজ্য করিয়াছিলেন। পুত্র না হওয়াতে তিনি অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া, তাহার উপায় চিন্তায়

প্রবৃত্ত হইলেন এবং তজ্জন্য পরম সমাহিত হইয়া, যত্ন করিতে লাগিলেন। তৎকালে অত্রির দত্তাত্রেয় নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি সমুদায় ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ, মহাযোগিগণেরও ঈশ্বর ও অতিশয় মহানুভব। মদিরানন্দ লোচনে সর্ব্বদাই স্ত্রীগণের সহিত ক্রীড়া করেন; স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া, মদিরা লইয়াই অবস্থিতি করেন; সর্ব্বায়া-সহারিণী যুবতীর ক্রোড়ে নৃত্য, গীত ও সুরাপান করেন এবং যজ্ঞোপবীত পরিহার করিয়া, দিব্য পুষ্পমাল্য ও মুক্তাহার পরিচ্ছদ পরিধান করেন। তাহার দেহ অগুরু ও চন্দনদিগ্ধ; তদ্দ্বারা শোভার সীমা নাই। রাজা আয়ু তদীয় আশ্রম পদে গমন ও তাঁহারে দর্শন করিয়া, সমাহিত হইয়া, মস্তক দ্বারা দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। কিন্তু তিনি সম্মুখীন হইয়া, ভক্তিভাবে প্রণত হইলেও, দত্তাত্রেয় তাহা দেখিয়াও, অবজ্ঞা করিয়া রহিলেন।

এইরূপে শতবৎসর অতীত হইয়া গেল। আয়ু তথাপি চলিতমনস্ক হইলেন না। পূর্ববৎ ভক্তিতৎপর অবস্থিতি করিলেন। তদ্দর্শনে দত্তাত্রেয় তাঁহারে আহ্বান করিয়া কহিলেন, রাজন্! কি জন্য ক্লিষ্ট হইতেছ। আমি ব্রহ্মাচারহীন ও ব্রহ্মত্ব বিহীন। এবং সর্ব্বদাই স্ত্রীতে সংসক্ত ও সুরা মাংসে একান্ত লোভাক্রান্ত। আমার শক্তি কোথায়। অতএব তুমি অন্যতর ব্রাহ্মণের নিকট গমন কর।

আয়ু কহিলেন, আপনার ন্যায় মহাভাগ ও ব্রহ্মণসত্তম দ্বিতীয় নাই। আপনি ত্রিভুবনে সর্ব্বকামদাতা ও পরমেশ্বর। আপনি সুরোত্তম গরুড়ধ্বজ ভগবান গোবিন্দ, অত্রিবংশে ব্রাহ্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনি দেব দেবেশ,

আপনাকে নমস্কার, আপনি পরমেশ্বর, আপনাকে নমস্কার। আপনি শরণাগত বৎসল, অতএব আপনার শরণ লইলাম। আপনি সাক্ষাৎ বিশ্বরূপ হৃষীকেশ; কেবল মায়ায় প্রতিচ্ছন্ন আছেন। আমি নিশ্চয় জানিয়াছি, আপনিই বিশ্বের বিধাতা ও নায়ক এবং আপনিই জগন্নাথ ও মধুসূদন! ফলতঃ, আপনি বিশ্বরূপ গোবিন্দ, আপনারে নমস্কার। এক্ষণে আমারে রক্ষা করুন।

কুঞ্জর কহিল, বৎস! অনন্তর বহুতিথ কাল অতীত হইলে, দত্তাত্রেয় নৃপোত্তমকে মন্ত্ররূপে কহিলেন, রাজন্! মদীয় নিদেশ প্রতিপালন কর, এই পতিত মাংস ও সুরা করপত্রে প্রদান কর। রাজা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ত্বরান্বিত ও পবিত্র হইয়া, তৎক্ষণাৎ সুরা ও পতিতমাংস আহরণ পূর্ব্বক স্বহস্তে তদীয় হস্তে প্রদান করিলেন। মুনিসত্তম আত্রেয় তদীয় ভক্তি, প্রভাব ও শুশ্রূষা দর্শন করিয়া, অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং রাজেন্দ্র আয়ুকে কহিলেন, ভদ্র! তোমার কল্যাণ হউক, পৃথিবীদুর্লভ বর গ্রহণ কর। তোমার অভিলষিত সমস্তই প্রদান করিব।

রাজা কহিলেন, ভগবান্! আমারে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বরদান করিবেন; সর্ব্বগুণোপেত সর্ব্বজ্ঞ পুত্র প্রদান করুন। ঐ পুত্র যেন দেবকার্য্য তৎপর, দেব ব্রাহ্মণে ভক্তিমান্, বিশেষরূপে প্রজাগণের পালক, যজ্ঞশীল, দানপতি, শূর, শরণাগতবৎসল, দাতা, ভোক্তা, মহাত্যাগী, বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ধনুর্ব্বেদ সুনিপুণ, শাস্ত্রপরায়ণ, অনাহতমতি, ধীর, সংগ্রামে অপরাজিত, বংশপরম্পরার প্রসূতি ও ধারক, নিরতিশয় ভাগধেয় সম্পন্ন অতিশয় সুন্দর এবং দেব, দানব,

ক্ষত্রিয়, রাক্ষস, কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণের অজেয় হয়। যদি অনুগ্রহ পূর্বক বরদানে অভিলাষ হইয়া থাকে, এবংবিধ গুণ-স্বরূপ পুত্র বিধান করুন।

দত্তাত্রেয় কহিলেন, মহারাজ! আচ্ছা তোমার এবংবিধ গুণভূষিত বিষ্ণুর অংশসংযুক্ত বংশধর পুত্র সমুৎপন্ন হইবে। ঐ পুত্র ইন্দ্রতুল্য সর্ব্বভূমির আধিপত্য করিবে। এইপ্রকার বর দিয়া তিনি পুত্রাখ্য উৎকৃষ্ট ফল প্রদানান্তর কহিলেন, স্বীয় মহিষীকে প্রদান করিও। এই বলিয়াই সম্মুখবর্ত্তী প্রণত আয়ুকে বিসর্জ্জন ও আশীঃসহ অভিনন্দন করিয়া অন্তর্ধান বিধান করিলেন।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়

কুঞ্জর কহিল, মহানুভাব মহাভাগ মহামুনি দত্তাত্রেয় প্রস্থান করিলে, মহারাজ আয়ু হৃষ্টচিত্তে পরম লক্ষ্মীলাঞ্ছিত সর্ব্বকামসমৃদ্ধার্থ দেবরাজগৃহোপম স্বকীয় পুরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক স্বর্গস্থ পুরন্দরের ন্যায় পূর্ব্ববৎ স্বর্ভানুতনয়া ইন্দুমতীর সহিত প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর রাজ্ঞী ইন্দুমতী যথাকালে উত্তম গর্ভ ধারণ করিলেন। ঐ সময়ে তিনি একদা রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন, এক দিব্যকায় দেববেষ্টিত বহুমঙ্গলদায়ক সূর্য্যসন্নিভ দিব্য চন্দনলিপ্ত

দিব্যাভরণভূষিত সর্ব্বাভরণশোভাঙ্গ শঙ্খ চক্র গদাধর অসি-হস্ত চতুর্ভুজ মহাযশা মহাপুরুষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদীয় মস্তকে শশধরবিড়ম্বী শ্বেতছত্র ধ্রিয়মাণ, কর্ণে শ্বেত পুষ্প বিনির্ম্মিত মাল্যদাম, পরিধান শ্বেতবস্ত্র, হৃদয়ে মুক্তামালা, কর্ণে চন্দ্রবিম্ব সদৃশ কুণ্ডলযুগল, এবং হস্তাদি যথাস্থানে হার, কঙ্কন কেয়ূর ও নুপুরাদি অলঙ্কার। তদ্দ্বারা তাঁহার শোভার সীমা নাই। সেই মহাতেজা গৃহে প্রবেশ করিয়া, হস্তস্থিত পদ্ম প্রদান পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তদ্দর্শনে রাজ্ঞী সমুদায় ভূপতি গোচরে নিবেদন করিয়া কহিলেন, নাথ! এই সেই পদ্ম অবলোকন করুন। রাজা শ্রবণ করিয়া, চিন্তাপরায়ণ হইলেন এবং শৌনবকে আহ্বান করিয়া, স্বপ্ন বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিলেন, ইহার কারণ কি?

শৌনক কহিলেন, রাজন্! ধীমান্ দত্তাত্রেয় বরদানানন্তর আপনারে পুত্রহেতু সগুণ ফল প্রদান করেন, আপনি তাহা কি করিলেন এবং কাহারেই বা নিয়োগ করিলেন। রাজা উত্তর করিলেন, আমি তাহা স্বীয় ভার্য্যাকেই প্রদান করিয়াছি! তখন শৌনক পুনরায় কহিলেন, নরদেব! দত্তাত্রেয় প্রসাদে ভবদীয় গৃহে বৈষ্ণবাংশসম্ভূত গুণবান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। তাহার সংশয় নাই। ইহাই স্বপ্নের কারণ। যাহা হউক, ঐ পুত্র ইন্দ্রোপেন্দ্র সদৃশ দিব্য-বীর্য্য, সর্ব্বধর্ম্মাত্মা, বিংশতিভূষণ, ধনুর্ব্বেদবেদনিপুণ, সদ্গুণ-বিশিষ্ট, এবং পরম তেজস্বী হইবে। এই বলিয়া মহাভাগ শৌনক স্বকীয় গৃহে গমন করিলেন! রাজা শুনিয়া মহিষীর সহিত অতিমাত্র হর্ষবিশিষ্ট হইলেন।

নবনবতিতম অধ্যায়।

কুঞ্জর কহিল, বৎস! ইন্দুমতী ক্রীড়া লালসায় সখীগণ সমভিব্যাহারে নন্দনে গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে তুণ্ডের পুত্রও বিহারমানসে তথায় প্রবেশ করে। সে চারণগণের মুখে শ্রবণ করিল, আয়ুর পুত্র বিষ্ণু তুল্য পরাক্রম মহাবীর্য্য নহুষ তুণ্ডের বধসাধন করিবে। এই নিরতিশয় অপ্রিয় ও দুঃখজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া, পিতার অগ্রে সমস্ত নিবেদন করিল। পিতাও নিশ্চয় অবগত হইয়া, অশোকসুন্দরীর পূর্ব্বকৃত শাপ স্মরণ করিতে লাগিল। অনন্তর ইন্দুমতীর গর্ভ বিনাশে কৃতোদ্যম হইয়া হৃষ্টচিত্তে প্রতিদিন তদীয় ছিদ্র অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু রূপৌদার্য্যগুণশালিনী দিব্যতেজঃসমাযুক্তা ইন্দুমতী বিষ্ণুর তেজে রক্ষিতা হইয়াছিলেন। সূর্য্য বিম্বসদৃশ দিব্য তেজঃ সমস্ত সাক্ষাৎকারে তদীয় পার্শ্বে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে। তদ্দর্শনে দুষ্টমতি দানব তদীয় অগ্রে বহুবিধ উগ্র ভীষণ বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু বিষ্ণুতেজ রক্ষিতা রাজ্ঞীর হৃদয়ে কিছুতেই ভয় সঞ্চার করিতে পারিল না। তাহাতে তাহার উদ্যম বিফল, মনোরথ ভ্রষ্ট ও অভিলষিত বিনষ্ট হইয়া গেল। এইরূপে বর্ষশত অতীত হইলে, স্বভানুনন্দিনী রজনীযোগে পুত্রশ্রেষ্ঠ পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র নভস্থ দিবাকরের ন্যায় তেজোবলে অতিমাত্র শোভমান।

অনন্তর রাজ্ঞী তনয়রত্ন প্রসব করিয়াছেন, এই মহামঙ্গল ঘোষণা পূর্ব্বক কোন দাসী রাজগৃহে সমাগত হইলে, দানবাধম তুণ্ড তাহার নিকট সমস্ত অবগত হইয়া, তদীয় অঙ্গে আবিষ্ট ও তৎসহায়ে সূতিমন্দিরে প্রবিষ্ট হইল। সকলেই নিদ্রিত, বালকও নিদ্রায় মোহিত হইয়াছিলেন। দৈত্য সেই দেবগর্ভস্থ শিশুকে হরণ পূর্ব্বক বহির্গত ও কাঞ্চননাম্নী স্বীয় নগরীতে সমাগত হইল। এবং ভার্য্যাকে আহ্বান করিয়া কহিল, এই বালরূপা মহাপাপ মদীয় শত্রুকে সংহারও পশ্চাৎ ভোজনার্থ সূদহস্তে সম্পাদান কর। এবং এই নির্ঘৃণকে বিবিধ রূপে পাক করিতে বলিয়া দেও। আমি সূদহস্তে ইহারে ভক্ষণ করিব।

দানবী বালকের রূপ দর্শনে মুগ্ধা হইয়াছিল। এক্ষণে স্বামী বাক্যে নিতান্ত বিস্মিতা হইয়া চিন্তা করিল ইনি কি জন্য নিষ্ঠুরের ন্যায় জুগুপ্সিত সাধন করিবেন। আহা, এই দেবগর্ভ সদৃশ সর্ব্ব লক্ষণ সম্পন্ন সুকুমার শিশু কাহার; মদীয় স্বামী নির্ঘৃণ ও কৃপাহীন হইয়া, ইহারে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, কারণ বিচারণা পূর্বক এই প্রকার চিন্তা করিয়া, স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি জন্য বালক ভক্ষণ করিবেন; কি জন্যই বা নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও নিরপত্রপ হইয়া, এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন; সত্য করিয়া ইহার কারণ নির্দ্দেশ করুন। তাহাতে দানব আপনার, বিনাশ বৃত্তান্ত ও অশোকসুন্দরীর প্রদত্ত শাপ ঘটনা যথাযথকীর্ত্তন করিলে, দানবী কারণ অবগত হইয়া, চিন্তা করিল এই বালক সর্বথা বধ্য; অন্যথা আমার স্বামী বিনষ্ট হইবেন। অনন্তর সে মেনকানাম্নী সৈরিন্ধ্রীকে আহ্বান করিয়া

কহিল, মেনকে! তুমি এই দুষ্টমতি পরম পাপ দুরাত্মা বালককে সংহার ও ভোজনার্থ সুদহস্তে প্রদান কর।

মেনকা বালককে গ্রহণ ও সুদকে আহ্বান করিয়া কহিল, ইহাকে পাক করিয়া রাজার আদেশ পালন কর। সুদ শ্রবণ করিয়া বালককে তদীয় হস্ত হইতে গ্রহণ পূর্বক বধসাধনার্থে শস্ত্র উত্তোলন করিল। তদ্দর্শনে স্বকর্ম্মদুস্থ সেই দেবাংশ রক্ষিত আয়ুনন্দন বারংবার হাস্য করিতে লাগিলেন সুদ দর্শন মাত্র অতিমাত্র কৃপান্বিত হইল। সৈরিন্ধ্রীও কারণাবিষ্ট হইয়া, সুদকে কহিল, মহামতে! এই শিশু সর্ব লক্ষণ সম্পন্ন এবং কোন রাজকুলে প্রসূত হইয়াছে; অতএব ইহারে বধ করিও না। সুদ কহিল, ভদ্রে! তোমার বাক্য যেরূপ কৃপামিশ্রিত, সেই রূপ সত্যসঙ্গত। বাস্তবিক এই শিশু রাজলক্ষণ সম্পন্ন, রূপবান্ ও সর্বথা কর্ম্ম রক্ষিত। দানবাধম পাপাত্মা কি জন্য ইহারে ভক্ষণ করিবে? যে ব্যক্তি জন্মান্তরীণ কর্ম্মবলে সুরক্ষিত, সে বিবিধ আপৎ ও সঙ্কট হইতেও জীবিত হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ কি? কর্ম্ম সহায় হইলে, নদীবেগে প্রবাহিত অথবা বহ্নি মধ্যে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তির জীবন ক্ষয় হইবার নহে। লোকে এই জন্য ধর্ম্ম পুণ্য সমন্বিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। তাহাতে আয়ুষ্মান্ অথবা সুখী হইয়া থাকে। ফলতঃ, কর্ম্মই তারক, পাবক, হিতসাধক এবং ভুক্তি ও মৈত্রস্থানের নিয়ামক। সবিশেষ বুদ্ধি সহকারে দান, পুণ্য, প্রিয়বাক্য ও উপকার সমন্বিত কর্ম্মের সর্বদা অনুষ্ঠান করিলে, সেই কর্ম্মই রক্ষা করিয়া থাকে। তথাহি, স্বকর্ম্মে প্রেরিত হইয়াই, লোকে বিজয় লাভ করে। কর্ম্ম সংহার করিলে, তুমি আমি, পিতা,

মাতা, স্বজন বান্ধব কাহারও রক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই। আয়ুনন্দন নহুষও রক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই জন্য সুদ ও সৈরিন্ধ্রী কর্ম্মের বশ ও প্রেরিত হইয়া অতিমাত্র করুণাবিষ্ট হইল। অনন্তর উভয়ে যোগ করিয়া সেই চারুলক্ষণ শিশুকে রক্ষা করিল। পুণ্যভাগিনী সৈরন্ধ্রী রাত্রিতেই গৃহনিষ্কাশিত করিয়া, বশিষ্ঠ ঋষির পবিত্র আশ্রমে লইয়া গেল। তৎকালে ঋষি শয়ন করিয়াছিলেন। সৈরিন্ধ্রি তদীয় দ্বারদেশে সানুগ্রহ হৃদয়ে বালককে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর সুদ অন্য মাংস পাক করিয়া দিলে, দানবাধম তুণ্ড হৃষ্ট হইয়া, ভক্ষণ করিল। তাহাতে অশোক সুন্দরীর শাপ ব্যর্থ হইল জানিয়া, মনে মনে আরও হর্ষিত হইয়া, অমাত্যগণের সহিত হাস্য পরিহাসে প্রবৃত্ত হইল।

কুঞ্জর কহিল, এদিকে সুবিমল প্রভাত উপস্থিত হইলে, মুনিসত্তম বশিষ্ঠ বহির্বিনির্গত হইয়া, কুটীদ্বারের সমীপে অবলোকন করিলেন, এক দিব্য লক্ষণ সংযুক্ত সম্পূর্ণ চন্দ্রসঙ্কাশ চারুলোচন সুকুমার কুমার পতিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি কহিতে লাগিলেন, ঋষিগণ সকলে আগমন করিয়া দেখুন, এই বালক কাহার, রাত্রিতে কেই বা ইহারে মদীয় দ্বারাঙ্গনে আনয়ন করিল। আপনারা সকলেই এই সকলরূপসংযুক্ত রাজলক্ষণলক্ষিত দেব গন্ধর্ব্ব গর্ভাভ বালককে অবলোকন করুন। তাহাতে সমুদায় তপোধন পরম কৌতুকী হইয়া, মহাভাগ আয়ুর নন্দনকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। পরম তেজস্বী বশিষ্ঠ বালককে দেখিবামাত্র যোগবলে আয়ুর পুত্র বলিয়া অবগত হইলেন। এবং দুরাত্মা দানবেরও দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর সেই ব্রহ্মনন্দন

পরমর্ষি কৃপাপ্রযুক্ত আয়ুনন্দনকে উত্থাপিত করিয়া, কর-যুগলে পরিগ্রহ করিবামাত্র, তৎক্ষণাৎ দেবগণ স্বর্গ হইতে তাহার উপরি পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। গন্ধর্ব ও কিন্নর-গণ সুললিত সুস্বর গান করিয়া উঠিল। এবং ঋষিগণ বৈদিক মন্ত্রে স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ বশিষ্ঠ সেই বালককে রোদন করিতে দেখিয়া, কহিলেন, তোমার নাম নহুষ বলিয়া, সর্বলোক বিশ্রুত হইবে।

শততম অধ্যায়

কুঞ্জর কহিল, অনন্তর মুনিসত্তম বশিষ্ঠ বালকের জাত কর্ম্মাদি কর্ম্ম ও গুরু শিষ্যাদি ব্রতদান বিসর্গ বিধান করি-লেন। আয়ু পুত্র শিষ্যরূপে পরম ভক্তি বিশিষ্ট হইয়া, ষড়ঙ্গ সহিত সম্পূর্ণ বেদ, সমুদায় শাস্ত্র, সরহস্য ধনুর্বেদ, প্রয়োগ সংহার সমুপেত সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র, এবং রাজনীতি ও জ্ঞানশাস্ত্র সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করিলেন। এইরূপে মহা-মতি মহাভাগ নহুষ ভগবান্ বশিষ্ঠের প্রসাদে রণচাপধর ও সর্ববিষয়ে সুসম্পন্ন হইলেন।

এদিকে তদীয় বরবর্ণিনী জননী স্বর্ভানুনন্দিনী নিরুপম দেবোপম পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া, হাহাকার ও উচ্চৈঃ-স্বরে রোদন করিয়া কহিলেন, কোন্ ব্যক্তি আমার দিব্য-দিবাকরের ন্যায় তেজোবলে আতপত্র [illegible]।

লক্ষণ পুত্রকে হরণ করিল। বৎস! আমি অনেক তপস্যা, দান, যত্ন ও কঠোর নিয়মানুষ্ঠান করিয়া, অনেক কষ্টে তোমারে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। মহাভাগ দত্তাত্রেয় অনেক পুণ্যে সন্তুষ্ট হইয়া, তোমারে প্রদান করিয়াছিলেন। কে তোমারে হরণ করিল। হা পুত্র! হা বৎস! হা বাল! হা গুণমন্দির! হা মদীয় জীবিতবন্ধন! তুমি কোথায় কাহা কর্তৃক নীত হইয়াছ, আমারে শব্দ প্রদান কর। অয়ি সুর-নন্দন! তুমি সমুদায় সোমবংশের ভূষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কে তোমারে আমার প্রাণের সহিত অপনীত করিল। হা বৎস! তুমি সম্পূর্ণ রূপ লক্ষণ ও দিব্য লক্ষণ পরম্পরায় পরিশোভিত; সেই তোমারে কোন্ ব্যক্তি হরণ করিল। হায়, আমি কি করি, কোথায় যাই! অন্য জন্মে যাহা করিয়া ছিলাম, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। পূর্বজন্মে কাহারও ন্যাস বিনাশ করিয়াছিলাম, ইহা তাহারই পরিণাম, অথবা পাপকারিণী আমি জন্মান্তরে কাহারও ফল হরণ করিয়া থাকিব; তাহারই জন্য এই দুঃখভোগ করিতে হইল। ফলতঃ আমি কাহার রত্ন হরণ করিয়াছি; সেই জন্য পুত্র-রত্নে বঞ্চিত হইলাম। অথবা সেই দারুণ কর্ম্মের এই অতি-মাত্র পুত্র শোকরূপ অবিতর্কিত ফল লাভ করিলাম, ইহাতে সন্দেহ কি, অথবা জন্মান্তরে কাহারও সহিত বিরোধ করিয়া-ছিলাম। ইহজন্মে সেই পাপবশে পুত্র বিয়োগ দুঃখভোগ করিতে হইল। অথবা পূর্বে কর্ম্মভোগ নিরত বিশ্বদেবের মন বিচালিত করিয়াছিলাম সেই জন্য দ্বিজাতিগণ পুত্রকে হরণ করিয়া লইলেন। মহাভাগা ইন্দুমতী অপার পুত্র-শোকে অভিভূতা হইয়া, এইরূপ করুণস্বরে রোদন করিতে

লাগিলেন। অনন্তর শোকে বিহ্বলা ও মূর্চ্ছিতা হইয়া, বৎস হীন গাভীর ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ধরাতলে নিপাতিতা হইলেন।

নরপতি আয়ুও পুত্রের হঠাৎ হরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ধৈর্য্য পরিহার করিলেন এবং অতিমাত্র শোক দুঃখের বশবর্ত্তী হইয়া, বলিতে লাগিলেন, বুঝিলাম, তপস্যার ফল নাই, দানেরও ফল নাই। আমি অনেক দান ও তপস্যা করিয়াছি, তথাপি পুত্র অপহৃত হইল। মহাভাগ দত্তাত্রেয় পূর্ব্বে প্রসন্ন হইয়া, চিরযৌবন, চিরায়ু ও সর্ব্বগুণাকর পুত্র বর স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত বরেরও বিঘ্ন সংঘটিত হইল। আয়ু মহাদুঃখে আক্রান্ত হইয়া, এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একাধিকশততম অধ্যায়।
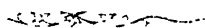
কুঞ্জর কহিল, অনন্তর দেবর্ষি নারদ স্বর্গ হইতে সমাগত হইয়া, রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! কি জন্য শোক করিতেছ? পুত্রের হরণ জন্য তোমার দুঃখ হইয়াছে, জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু এই ঘটনা দৈবাধীন জানিয়া, শোক পরিত্যাগ কর। তোমার সেই পুত্র সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, ও সর্ব্বকলাসুসম্পন্ন, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি তাদৃশ দেব

গুণোপম বালককে হরণ করিয়াছে, সে কাল প্রেরিত, সংশয় নাই। কেননা মহাবল মহাবীর্য্য ত্বদীয় আত্মজ অপহর্ত্তাকে সংহার করিয়া, পত্নী সমভিব্যাহারে তোমার সকাশে আগমন করিবেন। বলিতে কি, তিনি অতিমাত্র তেজস্বী, ইন্দ্রোপেন্দ্র সমান ও স্বকীয় পুণ্য কর্ম্মবলে ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইবেন। দেবর্ষি নারদ এই বলিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে, আয়ু ভার্য্যাসকাশে আগমন ও সমুদায় জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! দত্তাত্রেয় যে দেববরোপম পুত্র দান করিয়াছেন, তিনি বিষ্ণুরতেজে জন্মিয়াছেন, জানিবে। বরাননে! যে দুরাত্মা সেই গুণবান পুত্রকে হরণ করিয়াছে, তিনি তাহার শির গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যাগত হইবেন। দেবর্ষি এই কথা বলিয়া গেলেন। রাজ্ঞী ইন্দুমতী স্বামিবাক্যে সাতিশয় হর্ষিতা হইয়া, চিন্তা করিলেন, নারদ যাহা কহিয়াছেন, তাহার অন্যথা নাই। আর দত্তাত্রেয় যে বর দিয়াছেন, তাহাও অক্ষয় অমৃত স্বরূপ সর্বথা সম্পন্ন হইবে। তিনি এই প্রকার চিন্তা করিয়া, দ্বিজ পুঙ্গব আত্রেয়কে বক্ষ্যমাণ বাক্যে নমস্কার করিতে লাগিলেন, সেই পরিষদ্বিপ্র মহাত্মা অত্রির পুত্রকে নমস্কার, যাঁহার প্রসাদে আমি শ্রুতচারুধর্ম্ম সুপুত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি নিশ্চয় জানিয়াছিলেন, পুত্র নহুষ পুনরায় আগমন করিবেন। অতএব এই প্রকার কহিয়াই বিনিবৃত্তা হইলেন।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মপুত্র মহাতেজা তপস্বিবর বশিষ্ঠ একদা নহুষকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস! সত্বর বন গমন পূর্বক যথেষ্ট বন্য আহরণ কর। নহুষ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। এবং তথায় শুনিতে পাইলেন, দেব দূতগণ তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া, পরস্পর বলিতেছে, এই নহুষনামা মহাপ্রাজ্ঞ মহাবল পরম ধার্ম্মিক আয়ুনন্দন বাল্যকালেই মাতৃবিমুক্ত হইয়াছে। ইহার বিয়োগে আয়ুমহিষী সর্বদাই বিলাপ করিয়া থাকেন। শিবদুহিতা অশোকা ইহার জন্য পরম দুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্তা হইয়াছেন। না জানি, দেবী ইন্দুমতী কত দিনে আপনার এই পুত্রকে দর্শন করিবেন। পূর্বে দুরাত্মা দানবগণ ইহারেই হরণ করিয়া আনয়ন করে। সেই নিরালম্বা তপস্বিনী শিবনন্দিনী অশোকা কত দিনে ইহার সহিত সঙ্গতা হইবেন, বলিতে পারি না। ধর্ম্মাত্মা নহুষ চারণগণের এবংবিধ বাক্য আকর্ণন করিয়া, নিতান্ত বিভ্রম প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি বন্য আহরণ পূর্বক বশিষ্ঠের আশ্রমে সমাগত হইয়া, তাঁহাকে তৎ সমস্ত নিবেদন করিলেন। পরে বদ্ধাঞ্জলিপুটে ভক্তিনমিত কন্ধরে কহিলেন, তপস্বিবর মহাপ্রাজ্ঞ ভগবন্! চারণগণের অপূর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করুন। তাহারা কহিল, এই আয়ুনন্দন নহুষ দুষ্ট দানবগণ কর্ত্তৃক জননী ইন্দুমতীর সহিত

বিয়োজিত হইয়াছে। শিবতনয়া ইহারই জন্য দুশ্চর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহারা পরস্পর এই প্রকার কহিতেছিল, আমি সমুদায় শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে নিবেদন করি, সেই মহাভাগ আয়ু কে, দেবী ইন্দুমতী কে, অশোকসুন্দরী কে, এবং নহুষই বা কে। আমার এই সংশয় ছেদন করিতে হইবে। পৃথিবীতে আর কেহ নহুষ আছে? সমুদায় কারণান্তর কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, ধর্ম্মাত্মা মহাবল আয়ু সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর এবং চারুরূপা তপস্বিনী ইন্দুমতী তাঁহার ভার্য্যা। রাজরাজ আয়ু সেই প্রিয়া মহিষীতে সোমবংশবিভূষণ গুণনিলয় তোমাকে সমুৎপাদন করিয়াছেন। আর চারুহাসিনী গুণরূপসমলঙ্কৃতা সুভগা ও সুশ্রোণী অশোকা মহাদেবের আত্মজা। তোমার জন্য তপোবনে নিরালম্ব তপস্যায় সন্নিবিষ্টা হইয়াছেন। বিধাতা যোগবলে তোমারেই তদীয় ভর্ত্তা নিশ্চয় ও দর্শন করিয়াছেন। সেই রূপৌদার্য্যগুণোপেতা সুভগা কমলেক্ষণা অশোকা তপ প্রভাবে প্রজ্বলিতা হইয়া, ধ্যানযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক একাকিনী ভাগীরথী তীর আশ্রয় করিলে, দানবেন্দ্র তুণ্ড তাঁহারে দর্শন করিয়া,কামবাণে প্রপীড়িত হইয়া, কহিয়াছিল, চারুহাসিনি! আমার পত্নী হও। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, তুণ্ড! পুনঃ পুনঃ আর এরূপ কহিয়া সাহস প্রকাশ করিও না। আমি তপস্বিনী ও আয়তা, বিশেষতঃ পর ভার্য্যা। ভগবান্ দৈব আয়ুপুত্র মহাবল নহুষকে আমার পতি করিয়াছেন। সেই দৈবদত্ত মহাতেজা মেধাবী নহুষই আমার স্বামী হইবেন। যদি আমার কথা না শুন, শাপ দিয়া এখনই ভস্ম করিয়া ফেলিব। কিন্তু তুণ্ড

কামবাণে নিতান্ত বিদ্ধ হইয়াছিল। অতএব ছলক্রমে তাহারে হরণ করিয়া, নিজ মন্দিরে লইয়া গেল। তিনি তাহা জানিতে পারিয়া, সেই দানবাধমকে এই শাপ দিলেন যে, নহুষেরই হস্তে তোমার মৃত্যু হইবে। বৎস! তিনি যখন এই কথা বলেন, তখন তোমার জন্ম হয় নাই। অনন্তর তুমি আয়ুর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলে, পাপাত্মা দানব তোমারে হরণ করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু সুদ রক্ষা করিয়া, পশ্চাৎ তোমারে মদীয় আশ্রমে প্রেরণ করিয়াছে। চারণ ও কিন্নরগণ বন মধ্যে তোমারে দর্শন করিয়া, এই কথাই শ্রবণ করাইয়াছে। এক্ষণে তুমি পাপকর্ত্তা দানবাধম হুণ্ডকে সংহার কর, জননীরে গিয়া দর্শন, প্রবোধন ও অশ্রুবারি বিমার্জ্জন কর, এবং অশোক সুন্দরীর স্বামিপদ গ্রহণ কর। তোমারে এই সমুদায় কারণ নির্দ্দেশ করিলাম। মহামতি বিপ্র এই বলিয়া বিরত হইলেন। নহুষ মুনীন্দ্র-যোজিত সমুদায় আকর্ণন ও পরিকলন করিয়া, যারপর নাই রোষাবিষ্ট ও একাকীই দানববধে কৃতসংকল্প হইলেন।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

বিষ্ণু কহিলেন, অনন্তর নহুষ মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে প্রণাম, প্রসন্ন ও আমন্ত্রণ করিয়া, বাণপাণি ও ধনুর্দ্ধর হইয়া, আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন। এ দিকে সূদ যে অন্য মাংস পাক করিয়া দিয়াছিল, হুণ্ড তাহা জানিতে পারে নাই। সুগুণ সুরূপ ও সুললিত আয়ুপুত্র জানিয়া সেই মাংস সুন্দররূপে সংস্কৃত, মৃষ্ট, ও রসপক্ক ও সুস্বাদু করিয়া, ভোজন করিল এবং নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট ও কালবশে হতচেতন হইয়া, অশোকাসকাশে গমন পূর্ব্বক কহিল, ভদ্রে! আমি তোমার স্বামী আয়ুনন্দনকে ভক্ষণ করিয়াছি। এক্ষণে আমারে ভজনা ও মনোনুগুণ ভোগ সমস্ত উপযোগ কর। সেই গতায়ু মানুষ পতিতে তোমার কি হইবে?

তপস্বিনী অশোকা প্রত্যুত্তর করিলেন, আমার স্বামী দৈবতগণের প্রদত্ত, অতএব অজর ও দোষবর্জ্জিত। মহাত্মাগণও তাঁহার মৃত্যু দেখিতে পান না। দুরাচার দানব শ্রবণ করিয়া, বারংবার হাস্য করিতে লাগিল এবং সেই বিশালাক্ষীরে পুনরায় কহিল, সুন্দরি! আয়ুরপুত্র দুরাত্মা বালক নহুষ জাতমাত্র তদীয় মাংস ভক্ষণ করিয়াছি। অশোকা শুনিয়া অতিমাত্র রোষাবিষ্টা হইয়া কহিলেন; আমি সতী নিয়মানুসারে তপস্যা করিতেছি। আয়ুর পুত্র চিরায়ু হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুরাচার! এক্ষণে যদি জীবিত

লাভের বাসনা থাকে, অন্যত্র গমন কর। অন্যথা, পুনরায় নিঃসন্দেহ অভিশপ্ত করিব। তাহাতে তুণ্ড পরে আবর্ত্তন পূর্ব্বক সুদ সকাশে সমস্ত বিজ্ঞাপন করিল। সুদ শুনিয়া কহিল, আপনার দাসী এ বিষয়ে সবিশেষ বলিতে পারে। পাপ চেতন তুণ্ড সুদ কর্ত্তৃক এইপ্রকার প্রেষিত হইয়া, সত্বর বিনির্গত হইল এবং স্বীয় ভার্য্যাকে সমস্ত নিবেদিত করিয়া কহিল, সুদ ও দাসী কি করিয়াছে, বলিতে পারি না।

সুত কহিলেন, তপস্বিনী অশোকা নিরতিশয় শোক, দুঃখ ও গুরুতর তপশ্চর্য্যায় কর্ষিতা ও সন্তপ্তা হইয়া, স্বামি-চিন্তায় পুনঃ পুনঃ অতিমাত্র আকুল হইয়া পড়িলেন। এক-বার ভাবিলেন, দৈত্যগণ বিবিধ উপায় বলে কি না করিতে পারে? বিশেষত তুণ্ড উপায়জ্ঞ এবং সর্ব্বথা বুদ্ধি সম্পন্ন ও উদ্যমশীল। পূর্ব্বে সেই দুরাচার উপায় বলে আমারে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করে। এক্ষণেও সেই উপায়যোগে আয়ুর পুত্র বিনষ্ট হইবেন, তাহাতে অসম্ভাবনা কি, আবার ভাবি-লেন, যে, অনাময় ভাবী ভাব দৈবযোগে বিনির্দ্দিষ্ট হয় তাহা উদ্যমসহায়ে নষ্ট অথবা নাও বিনষ্ট হইয়া থাকে অথবা উদ্যমই শ্রেষ্ঠ হউক, আর স্বকীয় কর্ম্মজ ফলই শ্রেষ্ঠ হউক। দৈবদৃষ্ট ভাবী ভাব কখন বিনষ্ট হয় না। দেবগণ যে বিশেষ সংভাবিত করেন তাহার অন্যথাপত্তির সম্ভাবনা নাই। মহাভাগা অশোকা এবংবিধ বহুবিধ চিন্তা করিয়া বারংবার খিন্না ও অবসন্না হইতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে বিদুরনামে হারকণ্ঠ দিব্যগন্ধ বিনির্লিপ্ত বৃহ দ্বংশ মহাতনু দ্বিভুজ কিন্নর ভার্য্যার সহিত পক্ষসহায়ে অতিউর্দ্ধ বিমানমার্গে গমন করিতেছিল। সে বংশহস্তে

সহসা সমাগত হইয়া, বিষণ্ণহৃদয়া অশোকারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, দেবি! কি জন্য রোদন করিতেছ। আমি তোমারই জন্য আগমন করিয়াছি। আমি বিষ্ণুভক্ত, জাতিতে কিন্নর, দেবগণ আমারে পাঠাইয়া দিয়াছেন। নহুষের জন্য দুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই। পাপীয়ান্ তুণ্ড তদীয় সংহার বাসনায় পূর্বে কৃতোদ্যম হইয়া, তাঁহারে হরণ করিয়াছিল। কিন্তু দেবগণ বিবিধ উপায়ে তদীয় রক্ষা বিধান করিয়াছেন। দানবাধম তাহা জানিতে না পারিয়া, হরণ ও ভক্ষণ করিয়াছি ভাবিয়া, তোমারে দেখিতে আসিয়াছিল এবং তাহাই শ্রবণ করাইয়া চলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, ত্বদীয় ভর্ত্তা মহাযশা নহুষ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য ও স্বকীয় কর্ম্মবশে এবং পিতৃ পুণ্যবলে জীবিত বিরাজ করিতেছেন। কল্যাণি! হতমান পরম পাপীয়ান্ তেজোবিদূষক ঘাতকগণ উর্জ্জিত জনের বিনাশ বাসনা করিয়া থাকে। এবংবিধ, ও শস্ত্রাদি নানাবিধ উপায়ে দিনদিন প্রাণহানির চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি পুণ্য ও কর্ম্মবলে সুরক্ষিত, দুর্ব্বৃত্তগণ কৌটিল্য, কুবিদ্যা, মোহ, স্তম্ভন, এবং অন্যান্য বলবান্ উপায়যোগে তাহাকেও বিনাশ করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃত ও পুণ্যবল এবং দেবানুগ্রহে সর্ব্বদাই সুরক্ষিত, বলিয়া দুরাচার পাপিগণের তন্ত্র, মন্ত্র, বিষ, শস্ত্র, অগ্নি, বন্ধন ও অস্ত্রাদি তত্তৎউপায় সমস্ত সকল বা তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারেনা। প্রত্যুত, উপচারকর্ত্তা স্বয়ং ভস্মীভূত হইয়া থাকে; তিনি একাকী জীবিত পুণ্য ভোগ করেন। দেবগণ ত্বদীয় ভর্ত্তার তপঃপ্রভাব ও পুণ্য সঞ্চয় সমস্ত অবগত আছে। অতএব তুমি সেই বলিশ্রেষ্ঠ বীর

নহুষকে স্বকীয় সত্য, তপস্যা, পুণ্য, নিয়ম ও দমবলে সুরক্ষিত অবগত হইবে। এক্ষণে এই অকারণ দারুণ শোক দুঃখ পরিহার কর। পরম ধার্ম্মিক আয়ু নন্দন পিতৃ মাতৃ বিয়োজিত হইয়াও, তপস্বী বশিষ্ঠের পরিচালনায় তপোবনে জীবিত বাস করিতেছেন। এবং সমুদায় বেদ, তন্ত্র, ও ধনুর্বেদে সবিশেষ পারগ হইয়া, স্বকীয় তেজ ও স্বকীয় কলায় শশধরের ন্যায় বিরাজমান হইতেছেন। অধিকন্তু, বিদ্যা, তেজ, তপস্যা, মহাপুণ্য ও মহাজ্ঞান এসকলে তাঁহার কিছুমাত্র অভাব নাই। সেই পরবীরঘ্ন অরাতিনিসূদন অমরপ্রিয় নহুষ স্বল্পকাল মধ্যে দানবেন্দ্র হুণ্ডের সংহার ও তোমারে পরিগ্রহ করিবেন। এবং তোমার সহিত পৃথিবীর একাধিপতি ও দেবরাজের সমকক্ষতা প্রাপ্ত হইবেন। তুমিও ইন্দ্রসদৃশ সুপুত্র লাভ করিবে। ধর্ম্মাত্মা যযাতি তোমার গর্ভে অবতরণ করিবেন। তিনি প্রজাবর্গের পরিপালক ও সর্বজীবে দয়াপর হইবেন। তাঁহার চারিপুত্র জন্মিবে তাহারা সকলেই পরম তেজস্বী, বলবীর্য্য গুণসম্পন্ন, ও ধনুর্বেদে পারগ হইবেন। তাঁহাদের নাম, তুর্বসু, পূরু, কুরু, ও যদু। যদুর আট পুত্র হইবে। তাহারা সকলেই মহাবল, মহাতেজা, মহাবীর্য্য, মহাত্মা ও মহাবিক্রমবিশিষ্ট হইবে। তাহাদের নাম পরাক্রমে ভোজ, ভীম, অন্ধক, সর্ববান্ধব ধৃষ্টি, শ্রুতসেন, ধীর, ও কালদংষ্ট্র। তাহারা যাদব নামে বিখ্যাত হইবে। তুমি দুঃখ ত্যাগ কর। অয়ি বরাননি! নহুষ তোমার সহিত অবশ্যই মিলিত হইবেন। এবং দানব দলন করিবে। অশোকসুন্দরী কহিলেন, হে ধর্ম্মাজ্ঞ! আমার স্বামী কবে আসিবেন, সত্য বল। এবং আমার মনঃসুখ বর্দ্ধিত কর।

কিন্নর কহিল, তুমি অচিরাৎ স্বামীসমাগম লাভ করিবে। এই বলিয়া সে বিবুধালয়ে গমন করিলে, অশোকসুন্দরী কাম ক্রোধ ও শোক পরিহার পূরঃসর সুদুশ্চর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, এদিকে নহুষ সমুদায় ঋষি ও তপস্বী-শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে আমন্ত্রণ করিয়া, দানবের উদ্দেশে গমন করিতে একান্ত উৎসুক হইলেন। তদ্দর্শনে বশিষ্ঠপ্রমুখ তপোধনবর্গ সেই আয়ুর পুত্র মহাবল নহুষকে আশীঃ প্রয়োগ পুরঃসর আমন্ত্রণ এবং স্বর্গে দেবগণ দুন্দুভিবাদ সহকারে তদীয় মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর সহস্রাক্ষ সুরগণ সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইয়া, সূর্য্য-তেজঃ সদৃশ ব্রহ্ম অস্ত্র সকল প্রদান করিলেন। নৃপসত্তম নহুষ তাঁহাদের নিকট তত্তৎদিব্য অস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া, দিব্যরূপে প্রতিভাত হইয়া উঠিলেন। তখন দেবগণ ইন্দ্রকে কহিলেন, সুররাজ! এই নরপতি নহুষকে রথ প্রদান করুন। তাহাতে দেবরাজ দেবগণের অভিপ্রায় বুঝিয়া, তৎক্ষণাৎ সারথি মাতলিকে আহ্বান ও আদেশ করিলেন, মাতলে! এই মহানুভাব মহাপ্রভাব মহারাজনন্দন ইন্দুতনয়কে সর্বগামী রথে আরোহণ করাইয়া, সমরে লইয়া যাও। মাতলিও,

যে আজ্ঞা, আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব, বলিয়া, সমরোদ্যত আয়ুজসকাশে সমাগত হইলেন এবং দেবরাজ-সন্দেশ বিনিবেদিত করিয়া কহিলেন, নৃপশার্দ্দুল! ইন্দ্র কহিয়াছেন, এই রথে আরোহণ করিয়া, সংগ্রামে বিজয় লাভ ও পাপাত্মা দানবকে নিপাতিত করুন।

রাজেন্দ্র নহুষ শ্রবণ করিয়া, আনন্দে পুলকিত হইয়া কহিলেন, আমি মহানুভাব দেবরাজ ও বশিষ্ঠের প্রসাদে পাপবুদ্ধি দানবকে সমরে নিহত এবং মদীয় পক্ষসঞ্চারী দেবগণের হিতসাধন করিব। মহাভাগ নহুষ এই প্রকার পবিত্র বাক্য প্রয়োগ করিলে, শঙ্খচক্রগদাধর বাসুদেব স্বয়ং তথায় সমাগত হইয়া, সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী চক্র হইতে চক্র সমুৎপাদন পূর্ব্বক প্রদান করিলে, আয়ুনন্দন পরম পুলকিত হইয়া, সেই তেজঃপ্রদীপ্ত সুবৃত্তাকৃতি জ্বলমান চক্র গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মহাদেব তেজঃপরীত সুতীক্ষ্ণ শূল অর্পণ করিলে, তিনি তাহা ধারণ করিয়া, দ্বিতীয় ত্রিপুরারি শঙ্করের ন্যায়, বিরাজমান হইলেন। ঐ সময়ে ব্রহ্মা ব্রহ্মাস্ত্র, বরুণ উৎকৃষ্ট পাশ ও চন্দ্রতেজঃপ্রতীকাশ নাদমঙ্গল শঙ্খ, দেবরাজ বজ্র ও শক্তি, আয়ু, ধনু, এবং অগ্নি আগ্নেয় অস্ত্র প্রদান করিলেন। এইরূপে দেবগণ বিবিধ দিব্য অস্ত্র শস্ত্র সকল সেই মহাভাগ রাজনন্দনকে প্রদান করিলেন।

কুঞ্জর কহিল, অনন্তর আয়ুনন্দন দৈবতগণে পরিবারিত এবং তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ আশীঃসহ অভিনন্দিত হইয়া, ভাস্বররত্নমালী ঘণ্টারবনিনাদিত কিঙ্কিণীজালপরিবেষ্টিত দিব্য রথে অধিরূঢ় হইলেন। তাহাতে আকাশমার্গে স্বীয়-তেজঃ সমন্বিত দিবাকরের ন্যায়, দেবগণের প্রিয়ঙ্কর সেই

নৃপাত্মজ সাতিশয় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। অনন্তর তেজঃপ্রতাপে প্রজ্বলিত হইয়া, শীঘ্রবেগরথারোহণে সদাগতি বায়ুর ন্যায়, ত্বরিদ পদে রথচালক মাতলির সহিত স্ববলপরিবারিত পাপনিরত দানবের অধিষ্ঠিত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে ইন্দ্রোপেন্দ্র সদৃশ বলবীর্য্যকোষ সর্বনৃপেশ নহুষ মহাত্মা দানববধার্থ নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া, দেব ও ঋষিগণের অভিনন্দন লাভ পূর্বক বহির্গত হইলে, গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ চতুর্দ্দিক হইতে স্তব করিতে লাগিল।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

কুঞ্জর কহিল, সুররাজ সদৃশ আয়ু পুত্র এইরূপে প্রস্থান করিলে, দেবগণের, গন্ধর্বগণের ও অপ্সরগণের রূপালঙ্কার-সমলঙ্কৃত বররমণীগণ এবং অন্যান্য কৌতুকমঙ্গল ও গীতি-পরায়ণা কামিনীসমূহ কৌতুক মানসে তথায় সমাগত হইলেন। সে যাহা হউক, ইন্দুমতীনন্দন দুরাচার দানবনগরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তদীয় পুর বহুতর দিব্য নন্দনকানন, সপ্তকক্ষকলসরাজিত গেহ, পতাকাসহিত বিশাল দণ্ড, কৈলাসশেখরাকৃতি গগনস্পর্শী অত্যুন্নত শোভমান উৎকৃষ্ট ভবন, দিব্য বন, উপবন, সাগরোপম তড়াগ ও পদ্ম-রক্তোৎপলসমন্বিত সরোবর, নানারত্নে সুরঞ্জিত অট্টালক, সুনির্ম্মল জলপূর্ণ পরিখা, গজ, অশ্ব, মহাপ্রভাব মহাপ্রভ

পুরুষ এবং সুন্দরী ললনা সমূহে অলঙ্কৃত ও পরিবৃত।
রাজশ্রেষ্ঠ ইন্দুনন্দন এবংবিধ মহোদয়পুরী প্রান্তে দিব্য বৃক্ষে
বিরাজিত দিব্যকানন দর্শন পূর্বক নন্দনবনে দেবগণের ন্যায়,
তাহাতে প্রবেশ ও মাতলির সহিত উপবেশন করিলেন।
তিনি বনমধ্যে নদীতটে উপবিষ্ট হইলে, দিব্যরমণীরা তথায়
সমাগত হইল; গীততত্ত্বজ্ঞ গন্ধর্বেরা তাঁহার উদ্দেশে গান
এবং সূত, মাগধ ও বন্দিগণ যথাবিধি স্তব করিতে
লাগিল।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

—)*++*(—

কুঞ্জর কহিল, শম্ভুপুত্রী অশোকা দূর হইতে সেই সুতাল
সুমধুর গীত ও পরমপবিত্র স্তোত্র শ্রবণ পূর্ব্বক সবিশেষ
চিন্তা করিয়া, সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর
তৎক্ষণাৎ আসন হইতে সমুত্থিতা হইয়া, মহোৎসাহ সহকারে
তথায় সমাগত হইলেন। এবং দিব্যসংকাশ, দিব্যরূপ-
সমপ্রভ, দিব্যগন্ধানুলিপ্ত, দিব্যমাল্যসুশোভিত, দিব্যভূষণ
ভূষিত, দিব্যলক্ষণসংযুক্ত, সূর্য্যসমদীপ্যমান নহুষকে দর্শন
করিয়া, ভাবিলেন, এই মহাপ্রাজ্ঞ পুরুষ দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব
অথবা আর কেহ হইবেন। দেবগণেও কখন এপ্রকার
সুরূপ সুকুমার সুন্দর পুরুষ দেখি নাই; মনুষ্য লোকের
কথা আর কি বলিব? ইনি কি স্বয়ং মহাদেব, অথবা মনো-

ভব কিংবা পিতৃসখা ধনাধিপ পৌলস্ত্য। অশোকসুন্দরী এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে রম্ভা সহসা তথায় সমাগত হইয়া, সহাস্য আস্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিল।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

---)*:+:*(--

রম্ভা কহিল, শুভে! তপস্যা ত্যাগ করিয়া, কি দেখিতেছ? বুঝিলাম, পুরুষের প্রাপ্তি জন্যই তোমার তপস্যা।

অশোকসুন্দরী কহিল, বাস্তবিক, মনোমত পুরুষ কামনায় আমি তপস্যা করিয়াছি। দেব, অসুর ও মহোরগগণ কেহই আমাকে এবিষয়ে পশ্চাৎপদ করিতে পারিবে না। এই পুরুষকে দেখিয়া, আমার মনে মহালোভ উপস্থিত হইয়াছে। এবং এখনই নিকটে যাইয়া ইহাঁর সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা হইতেছে। অয়ি বরাননে! আমার মনের এই প্রকার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। যদি তোমার বিদিত থাকে, তাহা হইলে, এবিষয়ের কারণ নির্দ্দেশ কর। দেবতারা আমাকে মহাত্মা আয়ুপুত্রের পত্নী রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।

রম্ভা কহিলেন, অয়ি ভাবিনি! সত্য স্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম সনাতন আত্মরূপে স্বয়ং ঘটরূপ সমুদায় প্রাণিতে

বিরাজ করিতেছেন। যদিও তিনি প্রকৃতিপ্রমুখ অপকারী ইন্দ্রিয় সহায়ে মোহপাশশতে বদ্ধ হয়েন, তথাপি সর্বদা সিদ্ধ। আয়ুর পুত্র নহুষ সমাগত হইয়াছেন। আত্মা তোমায় তাহা জানিয়াছেন।

অশোকসুন্দরী কহিলেন, অয়ি বরবর্ণিনি! আত্মা ও মন স্বয়ং সমবেত ও কামনাতৎপর হইয়া, সর্বদাই এই বীরের প্রতি ধাবমান হইতেছে। অতএব মনের সমান দেবতা নাই। কেন না এই মন সমস্ত সবিশেষ জানিতে পারে। অয়ি চারুহাসিনি! আমি এবিষয়ে আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছি। মদীয় মন এই মনোভব সদৃশ দিব্য লক্ষণ পুরুষের প্রতি যেরূপ ধাবমান, অন্য কাহারে দেখিয়া সেরূপ হইতেছে না। এক্ষণে চল, আমরা ইহাঁর নিকট গমন করি। এই বলিয়া তিনি গমনের উপক্রম করিলে, রম্ভা তাঁহার ঔৎসুক্য দেখিয়া, নহুষসমীপে প্রস্থান করিল।

সুত কহিলেন, অশোকা রম্ভা সমভিব্যাহারে বীরলক্ষণ নহুষ সকাশে সমুপস্থিত হইয়া, তাহাকে প্রেরণা করিয়া কহিলেন, সখি এই দেবরূপী নহুষের সমীপস্থ হইয়া বল, অদ্য তোমার জন্য স্বয়ং সমাগত হইয়াছি। রম্ভা কহিল, সুব্রতে! আচ্ছা, তাহাই হইবে, তোমার পরমপ্রিয়ানুষ্ঠান করিব। এই বলিয়া সেই দেবরমণী রম্ভা দ্বিতীয় বাসবের-ন্যায় শরচাপধর বীরবর রাজনন্দন সকাশে গমন করিয়া কহিল, মহাভাগ! আমি রম্ভা, আগমন করিয়াছি। শিব-দুহিতা স্বয়ং আমারে পাঠাইয়া দিয়াছেন। দেবদেব মহাদেব পূর্বে তোমার জন্য ভার্য্যারূপধর লোকদুর্লভ পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্য, দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব,

পন্নগ, সিদ্ধ, চারণ বা অন্য কোন সুকৃতিবান্ পুরুষগণ সহজে তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। শ্রবণ কর, এক্ষণে তিনি স্বয়ং তোমার জন্য সমাগত হইয়াছেন। তাঁহার নাম অশোকসুন্দরী; তিনি পুণ্যযোগে বিনির্ম্মিতা হইয়াছেন। এবং তোমার জন্য তপোনুষ্ঠানপরায়ণা হইয়া, অতিমাত্র তপস্যা করিয়াছেন। তোমাতেই তাঁহার ঐকান্তিক কামনা লক্ষিত হইয়া থাকে। তুমি ইহা অবগত হইয়া, সেই সুভগারে ভজনা কর। তোমা ব্যতিরেকে সেই বরারোহা আর কাহাকেও অবগত নহে।

নহুষ সমুদায় শ্রবণ ও অবধারণ করিয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, শ্রবণ কর। পাপপরায়ণ দানবকে নিপাত না করিয়া আমি কখনই বরাননাকে পরিগ্রহ করিব না। তুমি যাহা বলিলে, সমস্তই আমার পরিজ্ঞাত হইয়াছে। তিনি আমার জন্য মহাতীব্র তপস্যা করিয়াছেন। বিধি বিধানতঃ আমার ভার্য্যা হইয়াছেন এবং আমারই জন্য কৃতনিশ্চয়া হইয়া অদ্যাপি তপস্যা করিতেছেন। পূর্ব্বে দুরাচার দানব নিয়মান্বিতা তাঁহারে হরণ করিয়া, আনয়ন করে। এবং আমাকেও সুতিগৃহ হইতে হরণ করিয়া লইয়া যায়। আমি পিতৃ-বন্ধুবিনাকৃত হইয়া বাল্যকালেই তপোবনে অবস্থান করি। অতএব অগ্রে সেই দানবাধমকে নিপাত করিয়া, পশ্চাৎ তোমার সখীকে বশিষ্ঠের আশ্রমে লইয়া যাইব। প্রিয়কারিণি রম্ভে! তাহারে গিয়া এই সমস্ত নির্দ্দেশ কর।

রম্ভা তৎকর্ত্তৃক এই প্রকার বিসর্জ্জিতা হইলে, পুনরায় আগমন পূর্ব্বক সমস্ত অশোকসুন্দরীর গোচর করিল। তাহাতে তিনি রম্ভার সহিত বীরস্বামীর বাক্য সকল

অবধারণ করিয়া, পরম হর্ষাবিষ্টা হইলেন। এবং ভর্ত্তার বীর্য্যদর্শনকৌতুকিনী হইয়া, তাহারই সহিত তথায় অবস্থিতি করিলেন।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়

—)*++*(-

সূত কহিলেন, অনন্তর হুণ্ডের পরিচারক পরমপাপী দানবগণ রম্ভানহুষসংবাদ আকর্ণন করিয়া, স্বকীয় প্রভুর গোচর করিল। তাহাতে দানবরাজ হুণ্ড নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া, বিশঠকে কহিল, বীর! তুমি মদীয় আদেশে সত্বর গমন করিয়া, জানিয়া আইস, কোন্ ব্যক্তি শিবকন্যার সহিত সম্ভাষণ করিতেছে। বিশঠ স্বামিনিদেশ শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ নহুষকে গিয়া কহিতে লাগিল, তুমি দিব্য রথ, অশ্ব, সারথি, শর ও শরাসনে ভয়ঙ্কর হইয়া কি জন্য নির্ভয় চিত্তে এখানে অবস্থান করিতেছ? তুমি কে, কাহার কাহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছ এবং রম্ভা ও শিবকন্যার সহিত কি কথা বলিতেছিলে, সমস্ত স্পষ্ট করিয়া বল। দেবমর্দ্দন হুণ্ডকে কি তোমার ভয় হয় না? যদি জীবিত লাভের অভিলাষ থাকে, সমুদায় সবিশেষ কীর্ত্তন ও সত্বর প্রস্থান কর। এখানে থাকিলে, সেই দানবরাজকে অতিক্রম করা কখনই সাধ্য হইবে না।

নহুষ কহিলেন, যিনি সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর প্রভু, আমাকে

সেই মহাবল আয়ুর পুত্র দৈত্যকুলান্তক নহুষ বলিয়া জানিবে। আমি সর্ব্বথা দেব ব্রাহ্মণের পূজা করি। তোমার দুরাচার স্বামী পূর্ব্বে বাল্যকালে সেই আমারে ও এই শিবদুহিতাকে হরণ করিয়াছিল। ইনি তদীয় বধসাধন মানসে ঘোর তপস্যা করিয়াছেন। আর মহাভাগ আয়ুর যে বালক সূতিকাগৃহ হইতে হৃত এবং বধার্থ সূদ ও দাসীর হস্তে সমর্পিত হয়, আমিই সেই বালক, অদ্য সমাগত হইয়াছি। শ্রবণ কর, সমুদায় দৈত্যের সহিত তোমাদের সেই পাপকর্ম্মা দুরাচার প্রভুকে যমমন্দিরে প্রেরণ করিব। পাপিষ্ঠ তুমি আমাকে জানিয়া গিয়া, তাহার নিকট এই সমস্ত নিবেদন কর।

বিশঠ শ্রবণ করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক সমুদায় গোচর করিলে, দিতিজেশ্বর নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইল এবং ভাবিল, পাপাত্মা সূদ ও দাসী সংহার না করিয়া উপেক্ষা করাতেই মদীয় ব্যাধি বর্দ্ধিত পাইয়াছে। যাহা হউক, অধুনা শিবকন্যার সহিত ইহারে শিলাশিত সায়কপাতে সংগ্রামে সংহার করিব। এই প্রকার চিন্তা করিয়া, সারথিকে কহিল, শ্বেতবর্ণ উৎকৃষ্ট তুরঙ্গমসমূহে রথ যোজনা কর। অনন্তর সেনানীকেও আহ্বান করিয়া কহিল, সত্বর সৈন্য-দিগকে সুসজ্জিত, তুরগদিগকে পদাতিসংযোজিত এবং পতাকা, ছত্র ও চামরাদি কল্পনা করিয়া, চতুরঙ্গবল বিধান কর। মহাপ্রাজ্ঞ সেনাধ্যক্ষ শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ যথাবিধি সমুদায় সমাধান করিলে, অসুররাজ সুনিপুণ চতুরঙ্গ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া, অরণ্যে গমন করিয়া, দেখিল, মহাবল নহুষ সশর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক সমরোদ্যত হইয়া, তেজোজ্বাল সমাকীর্ণ দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায়, ইন্দ্ররথে অধিরূঢ় রহিয়াছেন।

তিনি সমুদায় শস্ত্রধরগণের অগ্রগণ্য ও দেব দানবগণেরও দুষ্প্রধর্ষ্য। দেবগণ গগনমার্গে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহারে দর্শন করিতেছেন।

সুত কহিলেন, অনন্তর দানবগণ সকলেই স্ব স্ব উগ্র শর সমস্ত বর্ষণ পূর্ব্বক খড়্গ, পাশ, মহাশূল, পরশ্বধ ও শক্তি সমূহ সহকারে মহাভাগ নহুষের সহিত যুদ্ধ ও জলধরের ন্যায়, রোষভরে গর্জ্জন করিতে লাগিল। প্রতাপবান্ নহুষ তাহাদের বিক্রম দর্শন করিয়া, ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ শরাসনে গুণযোজনা পূর্ব্বক বিস্ফারিত ও বজ্রস্ফোট সদৃশ তুমুল শব্দ করিলে, দানবগণ তৎপ্রভাবে নিরতিশয় ভীত ও কম্পিত এবং মোহে আচ্ছন্ন হইয়া, মহারণে তৎক্ষণাৎ ভগ্ন হইয়া গেল।

নবাধিকশততম অধ্যায়।

কুঞ্জর কহিল, অনন্তর ধনুষ্পাণি নহুষ দানববিনাশে কৃতোদ্যম হইয়া, লোকসংহারলিপ্সু অন্তকের ন্যায়, রণশিরে বিরাজমান হইলেন। এবং রবিতেজ তুল্য পরম দীপ্তি সম্পন্ন মহাস্ত্র সকল প্রয়োগ করিয়া, দৈত্যদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর বায়ু যেরূপ মহাতেজে ও মহাবলে অরণ্যমধ্যে বৃক্ষসকল উন্মূলিত ও অম্বর মধ্যে মেঘ সকল সঞ্চালিত করে, তিনিও তদ্রূপ সুশাণিত সায়ক-

শরে রণদুর্ম্মদ দানবদিগকে পর্য্যুদস্ত করিলেন। তাহারা কোন মতেই তদীয় শরবর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া, কেহ মৃত, কেহ পলায়িত, কেহ বা নিরুদ্দেশ হইল। দানবরাজ হুণ্ড তদীয় আশ্চর্য্যতেজ, আশ্চর্য্য জ্ঞান ও আশ্চর্য্য দৈত্যবিনাশ দর্শন করিয়া, রোষভরে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া, সান্নিধ্যে গমন পূর্ব্বক কহিল, রে আয়ুনন্দন! অদ্য তোরে যমপুরে প্রেরণ করিব। অবলোকন কর, তোরই সংহার-বাসনায় সংগ্রামে আগমন ও অধিষ্ঠান করিলাম। পাপাত্মা! তোকে সংহার না করিয়া, যাইব না। এই বলিয়া শরা-সন সহিত অগ্নিশিখা সদৃশ সায়ক সমস্ত গ্রহণ করিল। তৎকালে খ্রিয়মাণ শ্বেত ছত্রে রণস্থলে তাহার অতিমাত্র শোভা সমুদ্ভূত হইল। তদ্দর্শনে নরপতি নহুষ ইন্দ্রসারথি মাতলিকে কহিলেন, হুণ্ডের সম্মুখে রথ লইয়া চল। লঘুবিক্রম মাতলি যে আজ্ঞা বলিয়া, তুরঙ্গমদিগকে চালনা করিলে, তাহারা বেগভরে রাজহংসের ন্যায়, আকাশে সহসা উৎ-পতিত হইল। ঐ সময়ে নহুষ শশধরবর্ণ ছত্রে ও পতাকা-বিশিষ্ট রথে গগনমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী হইয়া, সাক্ষাৎ দিবাকরের ন্যায় তেজোবিক্রমে বিরাজমান হইলেন। হুণ্ডও সর্বায়ুধ সুসম্পন্ন হইয়া, ছত্রপতাকী রথে গগনবিভাগ আলোড়ন পূর্ব্বক তদ্বৎ শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর উভয় বীরের দেববিস্ময়সমুৎপাদক ভয়ঙ্কর দারুণ যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল। নৃপনন্দন কঙ্কপত্রসমাযুক্ত সুশাণিত সায়কসমূহে দৈত্যপতিকে বাহুমধ্যে তাড়না করিলে, সেই দৈত্যও তাঁহাকে সায়কপঞ্চে ভালমধ্যে বিদ্ধ করিল। নহুষ তদীয় পৌরুষ দর্শনে কহিতে লাগিলেন,

দৈত্য! সাধু সাধু, যথেষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে মদীয় বিক্রম দর্শন কর। বৎস! তৎকালে মহাবাণে বিদ্ধ হওয়াতে, সেই নৃপনন্দন সাতিশয় শোভাধারণ করিলেন। অধিকন্তু, রুধির-ধারায় সর্ব্বশরীর পরিপ্লুত হওয়াতে, অরুণকিরণমালা প্রাত-রুদিত ভানুমানের ন্যায় তাঁহার প্রতিভা বিস্ফুরিত হইল। তখন তিনি থাক থাক ও মদীয় লাঘব দর্শন কর, বলিয়া, দশ বাণে তাড়না পূর্ব্বক তাহাকে, মুখে, গলে, ও হস্তে বিদ্ধ করিলে, সে হত ও মূর্চ্ছিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ সমুদায় সুরগণ সমক্ষে রথোপরি নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে সেই দেব ও চারণগণ নিতান্ত হর্ষিত হইয়া উঠিলেন। এবং জয় জয় সহকারে বারংবার শঙ্খসমূহ নিনাদিত করিতে লাগিলেন। তাহাতে তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইয়া, শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিলে, দানবরাজ মূর্চ্ছাভঙ্গে সত্বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আশীবিষ সদৃশ বাণ ও ধনু গ্রহণ করিয়া, এবং থাক থাক, আমি তোমার আঘাতে মরি নাই, বলিয়া, পুনরায় পঞ্চ-নিশিত শরে নহুষকে তাড়না করিল। এবং সেই মুহূর্ত্তেই এক এক বাণে তদীয় মুষ্টি ও বক্ত্র মধ্যে, চারি চারি বাণে জানু মধ্যে ও অশ্বদিগকে, পাঁচ বাণে মাতলিকে, এবং সাত বাণে রথনীড়ে আঘাত করিয়া, সুতীক্ষ্ণ শিখিপত্রে ধ্বজদণ্ড ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। ফলতঃ, নহুষ যেমন আদান করেন সেও সেইরূপ দান করে এবং নহুষ যেমন লক্ষ্য করেন, সেও সেইরূপ মোচন করে। দেবগণ তদীয় লাঘব দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। নহুষও স্বয়ং তাহার পৌরুষ দেখিয়া কহিলেন, দানবরাজ! তুমি ধীর, তুমি কৃতবিদ্য, তুমি শূর এবং রণপণ্ডিত। এই বলিয়া, তিনি ধনুর্বিস্ফারণ-

পূর্ব্বক লঘুবিক্রম সহকারে সুশাণিত বাণপরম্পরায় তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিন বাণে ধ্বজ ছেদন ও চারি বাণে অশ্বদিগকে সংহার ও একবাণে ছত্র কর্ত্তন পূর্ব্বক ধরা-তলে নিপাতিত, দশ বাণে সারথিকে যমমন্দিরে নীত, পুন-রায় দশ বাণে দশন সহিত লোচনযুগল বিদলীকৃত এবং দ্বাবিংশতি বাণে সর্ব্বাঙ্গে তাড়িত করিলেন। দনুজপতি হতাশ্ব ও হতরথ হইয়া, ধনুর্ব্বাণ ও খড়্গাচর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক সেই নিশিতশরবর্ষী রাজার অভিমুখে ধাবমান হইল। ভূপতি ধাবমান তুণ্ডের খড়্গ ও ধর্ম্ম সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রান্তে তৎ-ক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তুণ্ড নিরুপায় হইয়া, ইতস্ততঃ দর্শন ও ঘোর মুদ্গার গ্রহণ করিয়া, পুনরায় বায়ু-বেগে ধাবমান হইল। ভূপতি তদ্দর্শনে নিশিত বাণদশকে আকাশ হইতে পতমান সেই মুদ্গার দশ খণ্ডে কর্ত্তন করিয়া দিলেন। তাহাতে মুদ্গার তদবস্থ ধরাশায়ী হইলে, দনুজরাজ গদা উদ্যত করিয়া, পুনরায় বেগভরে অভিগমন করিল। নরপতিও পুনরায় তীক্ষ্ণধার ক্ষুর দ্বারা তদীয় বাহু ছেদন করিলেন। তখন বাহুদ্বয় গদার সহিত ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলে, দৈত্যপতি বজ্রবিস্ফোটবিষমীভূত তুমুল শব্দ সহ-কারে রুধিরদিগ্ধ কলেবরে ক্রোধভরে নহুষসংহারে সমুদ্যত হইয়া, আরবার ধাবমান হইল। সে এইপ্রকার অনির্ব্বার্য্য হইয়া পার্শ্বে আগমন করিলে, ভূপতি মহাশক্তি গ্রহণ করিয়া, হৃদয়দেশে আঘাত করিলেন। তাহাতে ঐ অসুর বজ্র বিপাটিত অচলের ন্যায়, সহসা ভূপতিত হইল। তদ্দর্শনে অন্যান্য দানবগণ কতি বা গিরি দুর্গে, কতি বা অরণ্য প্রান্তরে আশ্রয় লইল। দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণ

গণ নিতান্ত হর্ষিত হইল। ভূপতি নহুষও মহাযুদ্ধে দুরাচার দৈত্যকে সংহার করিয়া, সেই তপস্বিনী দেবরূপার লাভ প্রযুক্ত নিতান্ত হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন।

দশাধিকশততম অধ্যায়।

—)*++*(—

কুঞ্জর কহিল, অনন্তর তপস্বিনী অশোকসুন্দরী রম্ভার সহিত পরম হর্ষিতা হইয়া, বীর বিক্রান্ত নহুষকে কহিলেন, বীর! যদি ধর্ম্ম ইচ্ছা করেন, আমারে বিবাহ করুন। আমি সর্ব্বথা তোমারে চিন্তা করিয়াই, তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া আছি।

নহুষ কহিলেন, ভাবিনি! চল, এই রম্ভার সহিত উত্তরে গমন করি। এই বলিয়া তিনি মনোরমা রম্ভা ও অশোকা উভয়কে রথে আরোহণ করাইলেন এবং সেই লঘুবেগ স্যন্দন সহায়ে বশিষ্ঠাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মহাযশা মহারাজ ইন্দুপুত্র আশ্রমপদে পদার্পণ ও হর্ষভরে বশিষ্ঠকে প্রণাম করিয়া, বনমধ্যে দানবাধমকে যেরূপে সংহার করেন, তৎসমস্ত গোচর করিলে, ভগবান্ বশিষ্ঠ নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া, আশীঃসহকারে তাঁহারে অভিনন্দন করিলেন। পরে শুভ লগ্নে ও শুভতিথিসমাগমে অগ্নি ও ব্রাহ্মণ সন্নিধি উভয়ের বিবাহকৃত্য সম্পাদন করিয়া, পুনরায় পতি পত্নীকে আশীর্বাদ অভিনন্দন সহকারে বিদায় দিয়া

কহিলেন, এক্ষণে পিতা মাতার সন্নিহিত হইয়া, উভয়ের পরিচর্য্যা কর। পিতামাতা তোমারে সপত্নীক দর্শন করিয়া, পার্বন অর্ণবের ন্যায়, হর্ষভরে বৃদ্ধি লাভ করুন। ব্রহ্মনন্দন বশিষ্ঠ এই প্রকারে প্রেরণা করিলে, ভূপতি নহুষ সেই লঘুগামী দিব্য রথে আরোহণ ও দ্বিজেন্দ্রকে প্রণাম করিয়া, মাতলির সহিত পিতৃসন্দর্শনার্থ স্বপুরে প্রস্থান করিলেন।

সূত কহিলেন, এদিকে দেবগণ মেনকা অপ্সরাকে প্রেরণ করিলে, সে গমন করিয়া, শোকসাগরগর্ভশায়িনী সুদুঃখিতা মহাভাগা ইন্দুমতীকে কহিল, দেবি! শোক পরিত্যাগ কর, পুত্রের সহিত সন্দর্শন হইবে। তোমার পুত্রহর্ত্তা পাপাত্মা দানব নিহত হইয়াছে। এক্ষণে তিনি সস্ত্রীক সমাগত হইতেছেন। এই বলিয়া মেনকা নহুষকৃত সমুদায় ঘটনা যথাযথ কীর্ত্তন করিলে, ইন্দুমতী শ্রবণ করিয়া, হর্ষভরে উৎফুল্লনয়না হইয়া গদ্গদবাক্যে কহিলেন, সখি! তুমি কি সত্য বলিতেছ? তোমার এই অমৃতায়মান প্রিয় বাক্যে আমার মন নিতান্ত উৎসাহিত হইতেছে। তোমারে প্রাণাদি সর্ব্বস্ব দান করা বিধেয়। এই বলিয়া তিনি রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! শুনিলাম, আপনার পুত্র আসিতেছেন। অপ্সরা মেনকা এই কথা বলিয়া গেল। ভর্ত্তৃসম্ভাষণানন্তর তিনি হর্ষাধিক্য বশতঃ আর কথা কহিতে পারিলেন না। অনন্তর নরপতি বলিলেন, পুত্রের জন্য দুঃখিত হইও না। তিনি স্বকীয় তেজে দানবহত্যা করিয়া সমাগত হইবেন। এক্ষণে নারদবাক্য সত্য হইল। অথবা ঋষিবাক্য কখন মিথ্যা হইয়া থাকে। মুনিশ্রেষ্ঠ দত্তাত্রেয় সাক্ষাৎ জনার্দ্দন। পূর্ব্বে আমরা উভয়ে তপস্যা

দ্বারা তাঁহার শুশ্রূষা করি। তাহাতে তিনি বিষ্ণুতেজঃ সমন্বিত পুত্ররত্ন প্রদান করেন। সেই পুত্র পাপবুদ্ধি দানব বিনাশে সমর্থ হইবে, আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ আমার পুত্র দত্তাত্রেয়ের বরপ্রভাবে বিষ্ণুর অংশধর, সর্ব্বদৈত্যের হন্তা, মহাবল ও প্রজাগণের পরিপালক হইয়াছেন। দেব বা দানব কেহই তাঁহারে সংহার করিতে পারে না। নরপতি প্রিয়া ইন্দুমতীকে এপ্রকার সম্ভাষণ করিয়া, পুত্রাগমনিক মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং সর্ব্বোপপন্ন, সুরবর্গ-বন্দিত, আনন্দরূপ, পরমার্থস্বরূপ, সর্ব্বক্লেশবিনাশন, সর্ব-সুখবিধাতা, মনুষ্যগণের একমাত্র আশ্রয় অদ্বিতীয় বিষ্ণুর স্মরণ করিতে লাগিলেন।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

—)*++*(—

কুঞ্জর কহিল, অনন্তর নহুষ রম্ভা ও অশোকার সহিত সুদিব্য ইন্দ্ররথে অধিরূঢ় ও সর্বশোভাসমন্বিত হইয়া, নাগ-নামক নগরে সমাগত হইলেন। ঐ নগর দিব্য মঙ্গল গৃহ পরম্পরা দেবরূপ পুরুষ ও দিব্যরূপ ললনাসমূহ, বহুতর গজ অশ্ব ও রথ, বেদধ্বনিসমাকুল বিবিধ মঙ্গলবাদ, বেণুবীণাদি বিবিধবাদিত্র ও সঙ্গীত শব্দে এবং সর্ব্বলোভাদি অলঙ্কৃত ও সর্বদা পূর্ণায়মান। তিনি বেদমঙ্গলসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণে অভিনন্দিত হইয়া, পুরমধ্যে প্রবেশ ও মাতাপিতাকে দর্শন

করিয়া, নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং উভয়ের চরণ-বন্দনা করিলেন। অশোকসুন্দরীও পরম ভক্তিভরে উভয়ের চরণযুগলে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং রম্ভাও প্রণাম করিয়া, অতুল প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন।

এই রূপে গুরুবন্দনা সমাপন পুরঃসর নহুষ অনাময় জিজ্ঞাসা করিলে, মহাভাগ আয়ু পুলকিত হইয়া, কহিলেন, অদ্য আমার ব্যাধি সকল বিনষ্ট এবং দুঃখশোক উভয়ই বিগত হইল। অদ্য তোমার দর্শনে সমুদায় সংসারও প্রসন্ন হইল। বৎস! তোমার জন্ম হওয়াতে, আমি সর্বথা কৃতকৃত্য হইয়াছি। অদ্য আমি স্বীয় বংশের উদ্ধার করিয়া, স্বয়ং ও সমুদ্ধৃত হইলাম।

ইন্দুমতী কহিলেন, পর্বকাল প্রাপ্ত হইলে, শশধরসন্দর্শনে মহোদধি যেরূপ বর্দ্ধিত হয়, অদ্য আমি তোমারে দেখিয়া তদ্রূপ বর্দ্ধিত ও হৃষ্ট হইয়াছি। আমার আনন্দেরও পরা-কাষ্ঠা হইয়াছে। বলিব কি, অদ্য তোমার দর্শনে আমি ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য বোধ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি সেই দেবরূপী পুত্র নহুষকে ধেনুবৎসযথান্যায়ে আলিঙ্গন, মস্তকে আঘ্রাণ, অভিনন্দন ও পবিত্র আশীঃ সমূহ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

সূত কহিলেন, অনন্তর মহাবল নহুষ পুনরায় আপনার আশ্রমবাস, অশোকসুন্দরীর জন্ম ও লাভ, এবং হুণ্ডের যুদ্ধ ও নিপাত ইত্যাদি সমস্ত ঘটনা যথাযথ কীর্ত্তন করিয়া, পিতামাতার আনন্দ সম্পাদন করিলে, তাঁহারা শ্রবণ করিয়া, পুত্রের বিক্রমোদ্যম জন্য পরম হর্ষে পূর্ণ ও আবিষ্টচিত্ত হইলেন। পরে মহাবল নহুষ ধনুগ্রহণ ও ইন্দ্ররথে আরোহণ

করিয়া, সপক্তমা সপ্তদ্বীপা পৃথ্বী জয়ী করত পিতাকে প্রদান করিলেন এবং দান, ধর্ম্ম ও অন্যান্য পবিত্র কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সর্বদা তদীয় হর্ষসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আয়ু মুনি ও মিত্রগণ সমভিব্যাহারে রিপুমর্দ্দন নহুষকে স্বরাজ্যে অভি-ষিক্ত করিয়া, ভার্য্যার সহিত কর্ম্মোপার্জ্জিত স্বর্গলোক লাভ করিলেন। তথায় দেব ও সিদ্ধগণের পূজা আদান পূর্ব্বক ইন্দ্র পদত্যাগ করিয়া, পুনরায় ব্রহ্মলোকে উপনীত হইলেন। তথা হইতে পুত্রের তেজে ও আপনার কর্ম্মবলে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া, বাস করিতে লাগিলেন। যাহারা পুণ্য ও ধর্ম্মবান্, তাহাদের ঈদৃশ পবিত্র গতি সম্পন্ন ও প্রাপ্ত হয়। অন্যের তাহাতে অধিকার নাই। পুত্র! ধর্ম্মাত্মা পিতৃতারক কুলপোষক নহুষ যেরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তৎসমস্ত আখ্যান করিলাম। আর কি বলিতে হইবে, বল। যে ব্যক্তি আয়ুপুত্রের এবংবিধ যশ ও পুণ্যময় পবিত্র চরিত্র শ্রবণ করে, তাহার যাবতীয় মর্ত্ত্যভোগ ও চরমে হরিপদ প্রাপ্তি হয়

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

বিজ্বল কহিল, তাত! পূর্বে বলিয়াছেন, গঙ্গামুখে বরা-ননা রোদন করিতে করিতে নয়ন হইতে যে অশ্রুবিন্দু তদীয় মহাসলিলে নিপাতিত করিতেছে, সমস্ত সুন্দর,

সুগন্ধি ও পবিত্র পদ্মপুষ্পরূপে পরিণত হইতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, সেই সুন্দরী কিজন্য রোদন করিতেছে, কি জন্যই বা তদীয় নয়ন নির্গলিত সুনির্ম্মল অশ্রুবিন্দু গঙ্গা-সলিলে পতিত হইয়া, পদ্মরূপে প্রাদুর্ভূত হইতেছে? সেই ললনা কে, কিজন্য মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া, পশ্চাৎ রোদন করিতেছে। আর সেই পুরুষই বা কে, কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট চীরবেষ্টিত দেহে জটাধারণ পূর্ব্বক অশ্রুজাত হেমবর্ণ দিব্য-গন্ধি কমল সকল সঙ্কলন করিয়া, শিবসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া-ছেন? যদি আমার প্রতি প্রীতি থাকে, সমুদায় সবিশেষ নির্দ্দেশ করুন।

কুঞ্জর কহিল, বৎস! শ্রবণ কর। এই দেবরচিত বৃত্তান্ত ও বিষ্ণুর সর্বপাপঘ্ন চরিত কীর্ত্তন করিব। নহুষ যে মহাবল হুণ্ডকে সমরে সংহার করেন, তাহার বিহুণ্ড নামে তপস্বী পুত্র ছিল। সে মহাবীর মহাবল আয়ুজ হস্তে পিতাকে সবলবাহনে নিহত শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ তপস্যা-বিসর্জ্জনপূর্ব্বক রোষভরে সমুদায় দেবতাকে সংহার করিতে কৃতোদ্যম হইল। দেবগণ সেই তপোবর্দ্ধিত দৈত্যনন্দনের রণদুঃসহ পুরুষকার সম্যক অবগত ছিলেন। এক্ষণে সেই দেবব্রাহ্মণকণ্টক পাপময় দানব সমুদায় দেবমানুষ সংহার পূর্ব্বক পিতৃবৈরনির্যাতন মানসে প্রতিজ্ঞা বন্ধন করিয়া, ত্রিলোকবিনাশে সমুদ্যত হইল এবং তজ্জন্য প্রজাপীড়ন-কর উপদ্রব আরম্ভ করিলেন, তদীয় তেজে অগ্নিপুরোগম দেবগণ দগ্ধপ্রায় হইয়া, দেবদেব মহাভাগ বাসুদেবের শরণ লইয়া কহিতে লাগিলেন, অয়ি দেবদেব জগন্নাথ শঙ্খচক্র-গদাধর! বিহুণ্ডভয়ে যারপর নাই ভীত হইয়াছি, আমা-

দিগকে পরিত্রাণ কর। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, দেবগণ! আপনাদের ভয় নাই। আমি পাপিষ্ঠ দেবকণ্টক বিতুণ্ডকে সংহার করিব। দেবতাদিগকে এই প্রকার আভাষণ পূর্ব্বক মহাযশা বিষ্ণু মায়াবিধান করিয়া, স্বয়ং নন্দনকানন আশ্রয় করিলেন। তিনি তথায় মায়াবলে গুণান্বিত রূপ কল্পনা করিলে, বিতুণ্ডের যথার্থ দিব্যলাবণ্যশালিনী সর্ব্ববিশ্ববিমোহিনী মহাভাগা মোহিনী প্রাদুর্ভূত হইয়া, দেবমার্গে প্রস্থান করিলেন। দৈত্যনন্দন নন্দনপ্রান্তে সেই মোহিনী মায়া দেখিতে পাইয়া, নিতান্ত মোহিত ও কামবাণে হতচিত্ত হইল। তজ্জন্য সেই নবহেমবরবর্ণিনী রূপদ্রবিণশালিনী কালরূপিণী দেবসীমন্তিনীকে সাক্ষাৎ আত্মনাশ বলিয়া জানিতে পারিল না। নিতান্ত লুব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া, কহিল, বরারোহে! তুমি কে, আমার চিত্ত প্রমথিত করিতেছ। এক্ষণে সমাগমদানে আমারে পরিত্রাণ কর। দেবি! আমার সহিত সঙ্গতা হইলে, যাহা যাহা প্রার্থনা করিবে, দেব দানবদুর্ল্লভ হইলেও তৎসমস্ত প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

মায়া কহিল, যদি আমারে ভোগ করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, দায় প্রদান করিতে হইবে। কামোদসম্ভব দিব্য সৌগন্ধি দেবদুর্লভ সপ্তকোটি মনোহর পুষ্পে মহাদেবের পূজা করিয়া, তন্নির্ম্মিত মালা মদীয় কণ্ঠে আরোপিত কর। এই রূপ দায় প্রদান করিলেই, আমি তোমার প্রিয়া ভার্য্যা হইব, সন্দেহ নাই। দানবেশ্বর তথাস্তু বলিয়া, কামোদ বৃক্ষের অন্বেষণে বহুসংখ্য দিব্য বন, উপবন অরণ্য এবং যেখানে সেখানে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল;

কুত্রাপি সন্ধান পাইল না। সকলেই কহিল, কামোদ নামে কোন বৃক্ষ নাই। দুরাচার কামবাণে একান্ত ব্যাকুল হইয়াছিল। অতএব নিবৃত্ত না হইয়া, ভক্তিগনমিত কন্ধরে ভার্গবকে কহিল, ভগবন্! সুপুষ্প সম্পন্ন কামোদ বৃক্ষ কোথায় আছে বলুন। শুক্র কহিলেন, কামোদ নামে কোন বৃক্ষ নাই। উহা স্ত্রীর নাম। সেই কামোদা কোন কারণে হর্ষিতা হইয়া, হাস্য করিলে, কামোদ নামে দিব্য সুগন্ধি পীতবর্ণ পরম উৎকৃষ্ট পুষ্প সকল প্রাদুর্ভূত হয়। দৈত্য শুনিয়া কহিল, ভৃগুনন্দন! সেই কামোদা কোথায় থাকে? শুক্র কহিলেন, সর্বপাতকবিনাশন পরমপবিত্র গঙ্গাদ্বারে বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত কামোদ নামে যে পুর আছে, কামোদা দিব্য ভোগ ও দিব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃতা এবং দেবগণে পরিপূজিতা হইয়া, তথায় বাস করেন। তথায় তুমি গমন করিয়া, প্রশস্ত উপায়ে তদীয় পূজা ও প্রমোদ সম্পাদন কর। এই বলিয়া মহাতেজা যোগিবর শুক্র বিরত ও স্বকীয় কার্য্য করণে সমুদ্যত হইলেন।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়

-)(*†*)(—

বিজ্বল কহিল, তাত! যাহার হাস্য হইতে সুরাসুর-দুর্লভ দিব্যগন্ধি মনোহর পুষ্প সকল সমুৎপন্ন হয়, দেবগণ কি জন্য তাহার পূজা করেন; মহাদেবই বা কি জন্য সেই

হাস্য পুষ্পে পূজিত হইয়া, সন্তোষ লাভ করেন; আর সেই কামোদাকে, কাহার অপত্য, কিরূপে তদীয় হাস্য হইতে পুষ্প সকল প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাদের গুণই বা কি, সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।

কুঞ্জর কহিল, দেব ও দৈত্যগণ পরস্পর মিলিত ও অমৃত লাভার্থ বদ্ধোদ্যম হইয়া, ক্ষীরসাগর মন্থনে প্রবৃত্ত হইলে, কন্যাচতুষ্টয় সমুত্থিত হয়। ইহাদের একের নাম অলক্ষ্মী, দ্বিতীয়ের নাম বারুণী। এই বারুণী শ্রেষ্ঠা ও কামোদা উভয় নামে বিখ্যাতা। অর্থাৎ সকলের অগ্রে জন্ম গ্রহণ করে, এইজন্য শ্রেষ্ঠা ও লোকে তন্নিবন্ধন সর্বদা পূজনীয়া হইয়া থাকে, আর অমৃতের অংশে জন্মিয়াছে, এইজন্য ইহার নাম কামোদা। পয়ঃফেন এই পানরূপা বারুণীর উদ্ভবক্ষেত্র। সোম ও লক্ষ্মীও অমৃত হইতে সমুদ্ভূত। এইজন্য সোম ত্রিলোকীর, বিশেষতঃ মহাদেবের ভূষণ। যাহা হউক, বারুণী দেবগণের মৃত্যুরোগ হরণ করিয়া থাকে। এইজন্য শ্রেষ্ঠা ও পুণ্যসাধিনী এবং লোকের হিত অভিলাষ করে। সেইরূপ, কামোদাও অমৃতের প্রসব বলিয়া, পুণ্যসাধন, বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন এবং ব্রহ্মরূপ প্রতিপাদন করিয়া থাকে। বিষ্ণুপ্রীতিকরী তুলসী এই কামোদার স্বরূপ, তাহাতে সংশয় নাই। এইজন্য যেখানে তুলসী, সেইখানেই বিষ্ণু। এইজন্য একমাত্র তুলসীপত্র প্রদান করিলেই, ভগবান্ হরি দানকর্ত্তার কল্যাণ করেন। এবং এইপ্রকার চিন্তা করিলেও, তদীয় প্রীতি লাভ হইয়া থাকে।

সে যাহা হউক, সেই কামোদা এইরূপে সমুদ্র হইতে প্রথমে জন্মগ্রহণ করে। কোন কারণে গদ্গদভাষিণী হইয়া;

হাস্য করিলেই, তদীয় মুখ হইতে সুগন্ধি ও সুদৃশ্য পদ্ম সকল নিপতিত হয়। আবার সেই কামোদা কোন কারণে দুঃখিত হইয়া রোদন করিলেও, নয়ন হইতে ঐরূপ পুষ্প সকল বিনির্গলিত হয়। কিন্তু তৎসমস্ত সৌরভবিহীন। তদ্দ্বারা ভগবানের পূজা করিলে, দুঃখসম্ভার সমুপস্থিত হয়। যে পাপবুদ্ধি তাদৃশ পুষ্পে পূজা করে, দেবগণ তাহার দুঃখ প্রেরণ করিয়া থাকেন। তোমার নিকট এই কামোদা বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক কীর্ত্তন করিলাম।

এদিকে ভগবান্ মাধব মহাবল বিতুণ্ডের অসীম সাহস ও বিক্রম দর্শন ও বিচারণা করিয়া, দেবর্ষি নারদকে তদীয় বিমোহনার্থ প্রেরণ করিলে, সেই দুরাসসদ ঋষি ভগবদ্বাক্য শ্রবণমাত্র কামোদার উদ্দেশে গম্যমান দুরাচার দানবকে কহিলেন, দৈত্যরাজ! ত্বরিতপদে আয়াস সহকারে কোথায় যাইতেছ? কোন্ ব্যক্তি কাহার জন্য কোন্ কার্য্যে তোমারে প্রেরণ করিয়াছে? তখন দৈত্য ব্রহ্মনন্দন নারদকে কৃতা-ঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া কহিল, দ্বিজসত্তম! আমি কামোদ-পুষ্পের সংগ্রহ জন্য প্রস্থান করিয়াছি। নারদ কহিলেন, ঐ পুষ্পে তোমার প্রয়োজন কি? দৈত্য আপনার কার্য্যকারণ নির্দ্দেশ করিয়া, উত্তর করিল, নন্দনবনবিভাগে কোন বরাননা ললনারে দর্শন করিবামাত্র কামের বশীভূত হইলে, আমাকে সেই বরাননা কহিল, কামোদসম্ভব সপ্তকোটী পুষ্পে মহা-দেবের পূজা কর, তাহা হইলে, আমি তোমার প্রিয়তমা ভার্য্যা হইব, সংশয় নাই। এক্ষণে তাহারই জন্য কামোদাখ্য নগরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছি। শ্রবণ করুন, সেই সিন্ধু-জাকে আনয়ন করিব। আনয়ন করিয়া, মনোল্লাস্য মহাহাস্যে

হাস্য করাইব। তাহাতে তিনি প্রীতা হইয়া, মদীয় কার্য্য-সাধন গদগদ হাস্য করিলেই, দিব্যগন্ধি পুষ্প সকল তাহা হইতে পতিত হইবে। তদ্দ্বারা আমি মহাদেবের পূজা করিব। সেই সর্বভুতেশ্বর লোকভাবন শঙ্কর উল্লিখিত পূজা প্রসাদে সন্তুষ্ট হইয়া, আমারে অভিলষিত ফল প্রদান করিবেন।

নারদ কহিলেন, দৈত্য! কামোদার্থে গমন করিবার আবশ্যক নাই। তথায় সর্বদৈত্যক্ষয়াবহ পরমমেধাবী মাধব সর্বদা বিরাজমান। এক্ষণে যে উপায়ে কামোদ পুষ্পসকল তোমার হস্তগত হইবে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ সকল পুষ্প গঙ্গাসলিলে পতিত হইলে, প্রবলবেগে আগমন করিবে, সন্দেহ নাই। তখন তুমি তৎসমস্ত সংগ্রহ করিয়া, ভগবান ভবানীপতির পূজা ও তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ইহা শুনিয়া দৈত্য কহিল, অবশ্যই তাহাই হইবে। প্রবাহ-সলিলসমাগতপুষ্প সকল চয়ন করিয়াই অভিলষিত সাধন করিব। তাহাতে ধর্ম্মাত্মা নারদ পুনরায় চিন্তা করিলেন, এক্ষণে সেই কামোদা যেরূপে দুঃখিতা হইয়া, অশ্রুরাশি মুক্ত করে, তাহার উপায় করা বিধেয়। বুদ্ধিপূর্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, কামোদনগরে যাত্রা করিলেন।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়

সূত কহিলেন, দেবর্ষি নারদ এইরূপে সর্বকামসমৃদ্ধ সর্বদেবসমাকুল পরম দিব্য কামোদাখ্যে গমন করিয়া, কামোদার পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় সেই সর্বকাম-সমাকুলা কামোদারে দর্শন করিয়া, তৎকর্ত্তৃক স্বাগতাদি প্রিয়বাক্যে পরমপূজিত হইয়া, দিব্যাসনে উপবেশন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! বিষ্ণুতেজঃসমুদ্ভবে! তুমি ত সুখে অবস্থিতি করিতেছ?

তিনি আশীঃসহ অভিনন্দন পুরঃসর অনাময় জিজ্ঞাসা করিলে, কামোদা কহিলেন, ভগবন্! আপনার ও বিষ্ণুর প্রসাদে আমি সর্বথা সুখে আছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, উত্তর করুন, কিজন্য আমার মতিনাশক মহামোহ সমুপস্থিত হইয়াছে। এই মোহ প্রভাবে মর্ত্তী সুলভ নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া, আমি দারুণ স্বপ্ন দেখিয়াছি, কোন ব্যক্তি আমার সম্মুখীন হইয়া কহিল, হৃষীকেশ সংসার আশ্রয় করিবেন। তদা প্রভৃতি আমি দুঃখে পরিব্যাপিতা হইয়াছি। আপনি জ্ঞানবান্‌দিগের বরিষ্ঠ, ইহার কারণ কি, বলুন।

নারদ কহিলেন, বাতিক, পৈত্তিক, কফজ ও সান্নি-পাতিক এই চারি প্রকার স্বপ্ন মনুষ্য লোকে প্রতিষ্ঠিত হই-য়াছে; তপস্বী বা দেবলোকে ইহার সংভ্রব নাই। আদি-ত্যের উদয়বেলায় যে স্বপ্ন লক্ষিত হয়, তাহাই উত্তম এবং মনুষ্যের পুণ্যফল বিধান করে। ইহা ব্যতীত স্বপ্নের অন্য

কারণও আছে। মহাবাতের আন্দোলন বশতঃ প্রচালিত হইয়া, নির্ম্মল সূক্ষ্ম অম্বুকণ সকল ইতস্ততঃ সঞ্চলন করে। পরে লয় প্রাপ্ত ও পুনর্ব্বার সৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। ইহারই নাম স্বপ্নপয়ঃ। নিত্য ও অদ্বিতীয় স্বরূপ শুদ্ধাত্মা ষড়্‌বিংশ তত্ত্বের বহির্ভাগে অবস্থিত। প্রকৃতির যোগ হইলে, তিনি তদীয় স্বভাব ও আত্মস্বরূপ এই উভয় যোগে স্থানভ্রষ্ট হয়েন। আকাশ, পৃথিবী, বায়ু, জল ও তেজঃ এই পাঁচটী ভূত তাঁহারই তেজে মন হইতে কল্পিত হইয়াছে। এবং তাঁহাতে সঙ্গত হইলে, একত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সংসারে যে বহু সম্বন্ধ সংঘটিত হয়, ইহাদের ক্রীড়াপ্রচারই তাহার কারণ। যেরূপ জলবিম্ব ক্ষণে জাত ও ক্ষণে লীন হয়, সেইরূপ ইহাদেরও পুনঃ পুনঃ জন্ম ও ক্ষয় দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ, এই ভূতপঞ্চ আত্মদেব ও নিত্যরূপ, আত্মার সহিত উদ্ভূত ও প্রাদুর্ভূত হয়। ইহাদের সংঘাত স্বরূপ দেহপিণ্ডেরই বিনাশ হইয়া থাকে। আত্মদোষ ও বিষয়দোষে পিণ্ড এইরূপ বিনষ্ট হইলে, ইহাদের ধ্বংস হয় না।

আত্মা ঐ পিণ্ডের জন্য প্রতিরূপে বাস করেন। আর অন্তরাত্মা অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, প্রকাশিত হইলে, তদ্দ্বারা দৃশ্যাদৃশ্য অনুভবসিদ্ধ হয়। শুদ্ধ আত্মাই পরব্রহ্ম। তিনি নিত্য ও সর্ব্বদা সমুদ্ভূত হয়েন। অন্তরাত্মা প্রকৃতির গুণপরম্পরার সহায়তায় বর্দ্ধিত হইয়া, অন্ন ভক্ষণ পূর্ব্বক পরম পুষ্ট ও সুখী হয়েন। অসুখ হইতে মোহের উদ্ভব হয়। মন এই মোহে আচ্ছন্ন হইলে, পশ্চাৎ তামসী নিদ্রা প্রাদুর্ভূত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সূর্য্য নাড়ীমার্গযোগে মেরু-

মূলে সমাগত হইলে, যাবৎ চন্দ্রের উদয় না হয়, তাবৎ রাত্রি উপস্থিত হইয়া থাকে। হে শুভাননে! তৎকালে অন্তরাত্মা বিষয়ান্ধকারে আচ্ছন্ন ও দোষসমূহে লয় প্রাপ্ত হইয়া, পশ্চাৎ মধ্যগ অবস্থায় অবস্থিতি করিলে, উদানবায়ু তীব্রতর ভাবে প্রচরিত হইয়া, বায়ুপূরিত বংশের ন্যায়, বেগভরে মহাশব্দ করিয়া থাকে। ফলতঃ আত্মার প্রভাবে উদানবায়ু সাতিশয় বলবান্ হয়। এইরূপে শরীরসমুদ্রে প্রতিকম্পে সমুদ্ভুত হয়। অনন্তর নিদ্রা তাহার হৃদয়, কণ্ঠ, মুখ, নাসিকা ইত্যাদি অঙ্গ সকলে আবির্ভূত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। উদানবায়ু আত্মার প্রভাবে অতিমাত্র তীব্র হইয়া, বল রোধ করে। সেইরূপ, প্রাণবায়ু আত্মার জন্য সংলগ্ন হয়, জানিবে। অয়ি মহামতে! অন্তরাত্মা তদ্দ্বারা বিদ্ধ হইলে, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বাস সকল স্মরণ ও পরিজ্ঞান পূর্ব্বক তাহাতে ধাবমান হয়েন। এবং তত্তৎ বাসে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে বিহার করেন। এইরূপ অধিষ্ঠান কালে প্রশস্ত, অপ্রশস্ত ও কর্ম্মসংযুক্ত বিবিধ স্বপ্ন তাঁহার দৃষ্টি-গোচরে নিপতিত হয়। তৎকালে তিনি স্বপ্নবশে বৃক্ষ, পর্ব্বত, দুর্গ ও অন্যান্য বিবিধ বিষয় দর্শন করেন। ইহারই নাম বাতজ স্বপ্ন অবগত হইবে। আর তিনি যে স্বপ্নবশে নদী, তড়াগ ও অন্যান্য জলাশয়াদি দর্শন করেন, তাহার নাম কফজ স্বপ্ন এবং অগ্নি ও কাঞ্চনাদি যে অবলোকন করেন, তাহাকে পিত্তজ স্বপ্ন কহিয়া থাকে। এই সকল স্বপ্নের ফলাফল শ্রবণ কর। প্রাতঃকালে যে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা কর্ম্মযুক্ত লাভালাভ প্রকাশিত হইয়া থাকে। হে বরবর্ণিনি! স্বপ্নের অবস্থান কীর্ত্তন করিলাম। ভগবান্

হরি জন্মগ্রহণ করিবেন। তন্নিমিত্ত তুমি দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছ।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

—)*++*(—

কামোদা কহিল, দেবর্ষে! দেবগণও যাঁহার স্বরূপ ও সিদ্ধান্ত অবগত নহেন; যাহাতে সমুদায় বিশ্ব লীন হইয়া থাকে; যিনি আত্মা বলিয়া বেদে বেদান্তে পুরাণে ফলতঃ সর্ব্বত্রে কথিত হয়েন, যিনি মহানের মহান্ অশরীরী মহাভূত, যিনি আদিতে ও অন্তে অধিষ্ঠিত এবং ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান কালত্রয় ব্যাপ্ত করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজ করেন, যিনি আকাশে বিবিধ জ্যোতিষ্ক রূপে, পৃথিবীতে বহুবিধ প্রাণি রূপে এবং সর্ব্বত্র সত্তা ও প্রকাশ রূপে, চৈতন্য ও প্রাণ রূপে অবস্থিতি করেন; যিনি দেবের দেব, দৈবের দৈব ও বিধাতারও বিধাতা, এবং সংসার যদীয় মায়ায় প্রযোজিত হইয়াছে, সেই জগৎপতি মদীয় পতি কিজন্য সংসারে জন্মগ্রহণ করিবেন? সচরাচর পাপ বা পুণ্য কর্ম্মে বদ্ধ মানবগণই সংসারবাস প্রাপ্ত হয়। মদীয় পতি ভগবান্ হরির তাদৃশ কর্ম্মের সম্ভাবনা কোথায়? তবে তিনি কি জন্য জন্মগ্রহণ করিবেন?, আপনি সমস্ত সবিশেষ কীর্ত্তন করিয়া, আমার কৌতুক নিবৃত্ত করুন। শুনিবার জন্য নিতান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। ভাবিয়া দেখুন, যাঁহার নাম

করিলে, সংসারভয় তিরোহিত ও সমুদায় বন্ধন ছিন্ন হয়, সেই আত্মার আত্মা বিশ্বাত্মা বাসুদেব সামান্য মানবের ন্যায়, সংসারে বদ্ধ হইবেন, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

নারদ কহিলেন, দেবি! ভগবান্ বাসুদেব কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া, যাহা করেন, অবধান করুন। তিনি মহর্ষি ভৃগুর অগ্রে প্রতিজ্ঞা করেন, তদীয় যজ্ঞ রক্ষা করিবেন। তাহাতে ইন্দ্রের বচনানুসারে তিনি যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া, দৈত্যগণ সমভিব্যাহারে ভৃগুর সেই মখোত্তমে সমাগত হইলেন। অনন্তর তিনি যজ্ঞ ত্যাগ করিয়া গমন করিলে, পাপচেতন দানবগণ আগমন পূর্ব্বক সেই যজ্ঞ ধ্বংস করিল। তদ্দর্শনে যোগীন্দ্র ভৃগু রোষাবিষ্ট হইয়া, ভগবান্ হরিকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, জনার্দ্দন! তোমাকে আমার শাপে কলুষিত হইয়া, দশাবতার লাভ ও এই কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। হে দেবি! ভৃগুর শাপ অন্যথা হইবার নহে। ভগবান্ নিশ্চয়ই জন্মগ্রহণ করিয়া, অবতারপরম্পরা ভোগ করিবেন। সেইজন্য তুমি দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছ। এই বলিয়া দেবর্ষি নারদ তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

কামোদা এই বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক স্বামির দুঃখে নিরতিশয় দুঃখিতা হইয়া, হাহাকারে করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পতিব্রতা ললনা স্বামীর স্বল্পমাত্র দুঃখে অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া থাকেন। যাহা হউক, বৎস! শ্রবণ কর। তিনি এইরূপে রোদন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপবেশন পূর্ব্বক স্বকীয় নেত্রযুগল হইতে যে অশ্রুরাশি বর্ষণ করেন, সেই অশ্রুবিন্দু সকল গঙ্গাসলিলে পতিত ও

মগ্ন হইয়া, পুনরায় পদ্মরূপে প্রাদুর্ভূত হয়। ঐ সকল পদ্ম প্রফুল্ল ও লোহিতবর্ণ; গঙ্গাসলিলে ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইয়া থাকে। তৎকালে সমুদায় গঙ্গার জল তাহাদের মনোহর প্রতিভায় আলোকিত ও পরম দিব্য শোভন গন্ধে অতিমাত্র আমোদিত হয়।

বিষ্ণুমায়াপ্রমোহিত দানবরাজ বিতুণ্ড তপস্বির বিনির্দ্দিষ্ট ঐ সকল দুঃখজ সরোজ দর্শনপূর্বক অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট ও নিরতিয় উৎসুক হইয়া, গ্রহণ করিল। অনন্তর সে সেই বিকসিত সপ্ত কোটি পদ্ম গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা দেবদেব ভবাণীপতির পূজা করিলে, জগদ্ধাত্রী শঙ্করী তদ্দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া, ভগবান্ শঙ্করকে কহিলেন, মহামতে! এই দানবাধম বিতুণ্ডের অত্যাচার অবলোকন করুন। এই দুরাত্মা শোকসমুৎপন্ন বিকসিত পদ্ম দ্বারা আপনার পূজা করিল। নিশ্চয়ই ইহাতে আমাদের উভয়েরই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। আমি পাপাত্মার এই অপরাধ কোনরূপেই সহ্য করিব না। আমি আপনার নিতান্ত ভক্তা ও অনুগতা। আপনার প্রতি আমার পক্ষপাতের পরিসীমা নাই। বলিতে কি, আপনি স্বয়ং আপনার অপকার করিলেও, আমার কোন মতেই সহ্য হয় না; অন্যের কথা আর কি বলিব?

মহাদেব কহিলেন, ভদ্রে! তুমি সত্য বলিয়াছ। এই দুরাত্মা দৈত্য কামে আকুলচিত্ত হইয়া, গঙ্গাসলিলপতিত ঐ সকল শোকজ প্রফুল্ল পদ্ম গ্রহণপূর্বক তদ্দ্বারা আমার পূজা করিয়া থাকে। অতএব কিরূপে তাহার শ্রেয়োলাভ হইবে। এই পাপাত্মা যাদৃশ ভাবে আমার পূজা করে, তাদৃশ ভাবে সিদ্ধিলাভ করিবে। আমি নিশ্চয় করিয়াছি, এই দৈত্য

কামবশতঃ অন্যমনস্ক, ধ্যানহীন ও পাপচরিত্র হইয়াছে। অতএব তুমি স্বকীয় তেজে ইহাকে নিপাত কর। যাহারা পাপে কলুষিতচিত্ত, তাহাদের জীবিতপ্রয়োজন বিগত হইয়াছে। তাহারা পৃথিবীর ভারমাত্র, বিধাতৃসৃষ্টির কলঙ্কমাত্র এবং সাক্ষাৎ নরক স্বরূপ সর্বথা জুগুপ্সিত ও বধ্য হইয়া থাকে। তাহাদের অসৎ দৃষ্টান্তে অন্য লোকেরও মতিবৈপরীত্য উপস্থিত হইতে পারে। পাপের যাহাতে বৃদ্ধি না হয়, তাহার স্থিরতর উপায়বিধান করা সর্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মাদৃশ ধর্ম্মস্থাপয়িতৃগণ সম্যকরূপে স্বতঃ পরতঃ এইরূপ কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিবেন। নতুবা, লোকস্থিতিবিধানের বিলক্ষণ ব্যাঘাত সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। পাপের বৃদ্ধি হইলে উভয়ত্র কল্যাণের পথ রুদ্ধ হয়। অতএব তুমি দুরাত্মা দৈত্যকে এই মুহূর্ত্তেই সংহার করিয়া, পাপের প্রসার পরাহত কর।

মহাত্মা শম্ভু এইপ্রকার কহিলে, দেবী তাহা শ্রবণ পূর্বক কহিলেন, নাথ! আমি আপনার আদেশে ইহাকে নিপাত করিব। এই বলিয়া দেবী ভগবতী তদীয় বধোপায় চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তানন্তর কহিলেন, ভগবন্! আমি মহাত্মা ব্রাহ্মণের মায়াময়রূপ পরিগ্রহ করিয়া, আপনার আদেশে ইহার সংহার করিব। এই পাপাত্মা, দেখুন, শোকসমুৎপন্ন পাতকময় পুষ্পপরম্পরায় আপনার পূজা ও দিব্য পদ্ম সকল বিনাশ করিয়াছে। কোন মতেই ক্ষমার যোগ্য নহে। যাহাদের চিত্তবৃত্তি মদনোন্মাদে উন্মত্ত ও তজ্জন্য আত্মা বিচলিত হয়, তাহারা কখন নির্বিঘ্ন জীবিতসুখ সম্ভোগের অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে না। কাম

সংসারের মূর্ত্তিমান্ অমঙ্গল ও সাক্ষাৎ দুর্নিবার মৃত্যু। সেই কামেরবশীভূত হইলে, মৃত্যু ভিন্ন আর কি আশা করা যায়?

কুঞ্জর কহিল, বৎস! পাপ করিলে, মৃত্যু যেরূপ আসন্নতরবর্ত্তী ও কাল যেরূপ সন্নিধানে অধিষ্ঠিত হয়, এরূপ আর কিছুতেই সম্ভব নহে। বিতুণ্ডের ঘোর পাতক জন্য অবশ্যম্ভাবী দুরপনেয় মৃত্যু নিতান্ত সন্নিহিত হইয়াছিল। সেই জন্য সে কামে আকুল, দুঃখে ব্যাকুল, অন্যমনস্ক ও তদ্ভাবতৎপর হইয়া, তৎকালে পূর্বদৃষ্ট বৈষ্ণবী মায়া স্মরণ করিল। স্মরণমাত্র কন্দর্প, নিতান্ত বলবান্ হইয়া, তাহাকে মহাবেগে আক্রমণ ও স্বকীয় খরধার শরে একান্ত ব্যথিত করিলে, দুরাত্মা দৈত্য বিরহবশতঃ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, তদ্গত চিত্তে দুঃখিত হৃদয়ে বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। অনন্তর কামাক্রুষ্ট হইয়া, অভিলাষসিদ্ধির জন্য মহাদেবের উপাসনাকামনায় উল্লিখিত শোকসমুৎপন্ন পদ্ম সকল গ্রহণ পূর্বক লোভবশতঃ দেবী পার্বতীর সমাহৃত শোভন পুষ্প সকল বিনাশ করিয়া, সেই শোকজ পুষ্প পশুপতির পূজা আরম্ভ করিল। তৎকালে দুষ্টাত্মা দৈত্যের নয়নপ্রান্ত হইতে অশ্রুসম্ভব বিন্দু সকল অবিরল ধারায় ভগবান্ উমাপতির মস্তকে পতিত হইতে লাগিল।

তদ্দর্শনে ভগবতী পার্বতী ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি কে, শোকাকুল চিত্তে ভগবান্ ভবদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ? তোমার নয়নপ্রান্ত হইতে শোকসমুৎপন্ন অপবিত্র অশ্রুবিন্দু সকল ভগবানের মস্তকে পতিত হইতেছে।

বিতুণ্ড কহিল, আমি পূর্বে কোন সর্বসৌভাগ্যসম্পন্ন

ললনাকে দর্শন করি। তাহাকে দর্শন করিয়া, মোহবশতঃ কামে আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাহাতে আমি তাহার সম্ভোগ প্রার্থনা করিলে, সে কহিল, কামোদসমুৎপন্ন সপ্তকোটি পুষ্প দ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া, তাহাদের নির্ম্মিত মাল্য মদীয় গলে অর্পণ কর, আমার সম্ভোগ লাভে সমর্থ হইবে। আমি সেইজন্য দেবদানবদুর্লভ কামোদসম্ভব পুষ্প দ্বারা দেবদেব মহাদেবের পূজা করিতেছি।

দেবী কহিলেন, দুরাত্মা তোমার ভক্তি কোথায়, ধ্যান কোথায়, জ্ঞান কোথায় এবং ভগবান্ ভবদেবের সহিত সম্বন্ধই বা কোথায়? যাহারা ভক্তিহীন ও ধ্যানহীন, তাহারা কখন দেবপূজার অধিকারী হইতে পারে না। আর, প্রকৃত জ্ঞান ব্যতিরেকেও ঈশ্বরের পূজা সম্পন্ন হয় না। যাহারা না জানিয়া বা না ভাবিয়া পূজা করে, বালকের মনঃকল্পিত যথেচ্ছ পূজার ন্যায়, তাহাদের সেই পূজা সর্ব্বথা বিফল হইয়া থাকে। যাহা হউক, সেই কামোদার রূপ কীদৃশ, কীর্ত্তন কর।

বিতুণ্ড কহিল, ভক্তি বা ধ্যান কিছুই আমার পরিজ্ঞাত নাই। আর, সেই কামোদাকেও কখন দর্শন করি নাই যে, তাহার রূপ কীদৃশ বর্ণন করিব। আমি কেবল গঙ্গাসলিলপতিত পুষ্প সকল প্রতিদিন সংগ্রহপূর্ব্বক দেবদেব শঙ্করের পূজা করিয়া থাকি। যদি তিনি প্রসন্ন হইয়া সেই প্রমদোত্তমার সহবাস সংঘটন করিয়া দেন, ইহাই আমার পূজা করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য। মহাত্মা শুক্র আমাকে এইপ্রকার পূজা করিতে আদেশ করেন। আমি তদীয়

বচনানুসারে দেবদেব শঙ্করের দৈনন্দিন পূজা করিয়া থাকি। আপনার জিজ্ঞাসিত সমুদায় সবিশেষ কহিলাম।

দেবী কহিলেন, দুরাত্মন্! তুমি সর্ব্বথা ভক্তিবর্জ্জিত। এবং কামোদার রোদনসমুদ্ভুত দুঃখসম্ভব পুষ্প দ্বারা প্রতিদিন মহাদেবের পূজা করিয়া থাক। তুমি যাদৃশ পুষ্প দ্বারা যাদৃশ ভাবে দেবদেবের অর্চ্চনা কর, তাদৃশী সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি যে দিব্য পূজা বিনাশপূর্বক শোকসমুৎপন্ন পুষ্প দ্বারা উপাসনা কর, ইহাতে তোমার অতিমাত্র দারুণ দোষ আপতিত হইয়াছে। এই দোষের কোন মতেই পরিহার নাই। যাহারা এইরূপে ভাবহীন, ধ্যানহীন ও বিচারবিহীন হইয়া, দেবপূজায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাদেরই নিরতিশয় দোষ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহারা কোন কালেই ক্ষমার অর্হণীয় নহে। অতএব ইহার প্রতিফল প্রদান করিব; স্বকীয় কর্ম্মফল ভোগ কর।

দুরাত্মা দৈত্যের কাল আসন্ন হইয়াছিল। বিশেষতঃ, সুবিষম বিষমশরের অভিভাব বশতঃ তাহার জ্ঞানচৈতন্যের লেশমাত্র ছিল না। সুতরাং, সে পূর্বাপরবিচারণাপরিশূন্য হইয়া, ক্রোধভরে সামান্য জ্ঞানে দেবীকে তুচ্ছ করিয়া কহিল, রে দুষ্ট! রে দুরাচার! রে মদীয়-কর্ম্ম-বিদূষক! তোমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। সেইজন্য আমার প্রতিকূল পথে প্রবৃত্ত হইয়াছ এবং সেইজন্য আমার প্রভাব না জানিয়া, যথেচ্ছ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। এই মুহূর্ত্তেই এই নিশিত খড়্গে দুরাচার পাপাত্মা তোমার সংহার করিব। এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ সুশাণিত খড়্গ আদান

পূর্ব্বক ব্রাহ্মণবেশধারিণী দেবী ভগবতীর বধকামনায় ক্রোধ-ভরে মহাবেগে ধাবমান হইল। পরমেশ্বরী ভগবতী তদ্দর্শনে অতিমাত্র রোষাবিষ্টা হইয়া, সেই ব্রাহ্মণ বেশে হুংকার বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তদীয় প্রক্ষিপ্ত খড়্গা ক্ষণমধ্যেই বিনিপাতিত করিলেন। দানবাধম বিতুণ্ড দেবীর হুংকারনাদে বজ্রবিপা-টিত পর্ব্বতের ন্যায়, সহসা কাষ্ঠরূপে পতিত ও স্পন্দনশূন্য হইল। তাহার প্রাণবায়ুও তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল।

কুঞ্জর কহিল, বৎস! সর্ব্বলোকবিনাশক দুরাত্মা বিতুণ্ড এই রূপে বিনষ্ট হইলে, সমুদায় লোক দুঃখবিষাদবিবর্জ্জিত ও প্রকৃতিস্থ হইল। বৎস! সেই রমণী এই কারণেই গঙ্গা-তীর আশ্রয় পূর্ব্বক বিলাপ করিয়া থাকে। যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সমুদায় সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম।

বিষ্ণু কহিলেন, রাজন্! অণ্ডজসত্তম কুঞ্জর স্বীয় পুত্রকে এইপ্রকার কহিয়া বিরত হইল। আর কিছুই বলিল না।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

বিষ্ণু কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মপক্ষী কুঞ্জর পুত্রদিগকে এইপ্রকার কহিয়া, বিরত হইলে, এবং আর কিছুই না বলিলে, সেই বটবৃক্ষস্থ পক্ষিশ্রেষ্ঠ মহাশুক তাহাকে কহিল, তুমি কে, পক্ষীরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছ? তুমি অতি ধার্ম্মিক; কাহার শাপে এই পক্ষিযোনিনী অবস্থা ভোগ করিতেছ?

তোমার মতিভ্রংশ হইয়াছে। তথাপি, কিরূপে ঈদৃশ জ্ঞান বর্ত্তমান রহিয়াছে। তুমি কি পুণ্যানুষ্ঠান অথবা তপস্যা করিয়াছ, তাহার ফলে তোমার ঈদৃশ জ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছে। হে মহামতে! তোমার এইপ্রকার প্রচ্ছন্ন রূপ ধারণ করিবার কারণ কি? তুমি কে, সিদ্ধ অথবা দেবতা, সমুদায় যথাতত্ত্ব কীর্ত্তন কর। তোমার জ্ঞান যেরূপ অসামান্য এবং বহুদর্শিতা যেরূপ সুবিস্তৃত, তাহাতে, তোমাকে সামান্য পক্ষী বলিয়া বোধ হয় না। সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া আমার অতিমাত্র বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে।

কুঞ্জর কহিল, হে বিপ্র! আমি সমুদায় মেদিনীমণ্ডল বিচরণ করিয়া থাকি; তোমার গোত্র, কুল, প্রসিদ্ধি, বিদ্যা, তপস্যা ও প্রভাব আমার অপরিজ্ঞাত নাই। অধুনা, জিজ্ঞাসা করি, তোমার স্বাগত? তুমি এই পবিত্র আসনে উপবেশন ও এই সুশীতল ছায়া আশ্রয় করিয়া, শ্রবণ কর, আত্মবিবরণ সবিশেষ সমস্ত কীর্ত্তন করি। যাঁহার প্রভাব অব্যক্ত, মহিমা অসীম, শক্তি অনধিগম্য ও চেষ্টা অনভিভাব্য, সেই জগদ্‌যোনি পদ্মযোনি হইতে তাঁহার সদৃশ গুণসম্পন্ন ও সর্বাংশে তাঁহার সমকক্ষ প্রজাপতি মহাত্মা ভৃগুর জন্ম হয়। তাঁহার বংশে চ্যবন নামে পৃথিবীতে খ্যাতবান্ মহাতপা মহর্ষি প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি সমুদায় ধর্ম্মার্থতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ, অসামান্যজ্ঞানবান্ ও পরমপ্রভাববিশিষ্ট। হে বিপ্র! আমি দেব নহি, গন্ধর্ব নহি অথবা কিন্নর নহি। আমি যে, বলিতেছি, অবধান করুন। মহাত্মা কশ্যপের বংশে কোন ব্রাহ্মণের জন্ম হয়। তিনি বেদ বেদান্তের তত্ত্বজ্ঞ, সর্বধর্ম্মের প্রকাশক, কুল শীল গুণ সদাচার

ও তপস্যা দ্বারা নিরতিশয় অলঙ্কৃত এবং বিদ্যাধর নামে সর্বত্র বিখ্যাত। সংসারে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তির সীমা নাই। তাঁহার তিন পুত্র, বসুশর্ম্মা, সোমশর্ম্মা ও ধর্ম্মশর্ম্মা। আমিই সেই সর্বকনিষ্ঠ ধর্ম্মশর্ম্মা। আমার কিছুমাত্র গুণ নাই। জ্যেষ্ঠ বসুশর্ম্মা বেদশাস্ত্রার্থে সুপণ্ডিত, এবং সদাচার ও সদ্‌বিদ্যাদি গুণগ্রামের আধার। মধ্যম সোমশর্ম্মা সাতিশয় জ্ঞানবান্ ও অতিমাত্র গুণবিশিষ্ট। আমিই কেবল মূর্খপুত্ররূপে সমুৎপন্ন হই। হে সত্তম! শ্রবণ কর। আমি কখন বিদ্যার উৎকৃষ্ট ভাবার্থ শ্রবণ অথবা গুরুগেহে গমন করি নাই। পিতা অনেক যত্ন করিয়াও আমাকে শিক্ষা দিতে বা গুরুগেহে পাঠাইতে পারেন নাই। সর্বদাই অসদ্‌-বালকগণের সহিত অসৎক্রীড়াকৌতুকে আমার সময় অতিবাহিত হইত। মূর্খের স্বভাবই এই, তাহারা অনর্থক ক্রীড়া, কৌতুক, কলহ ও বিবাদাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া, বৃথা সময় যাপন করিয়া থাকে। যাহাতে আত্মার কিছুমাত্র উন্নতি নাই, ইহলোকে বা পরলোকে কল্যাণপ্রাপ্তির অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই; তাদৃশ জুগুপ্সিত বিষয় ব্যাপারে আমার প্রবৃত্তি অনাহত ধাবমান হইত। শাস্ত্রকারেরা ইহাকেই মূর্খের বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন। ফলতঃ, মূর্খ হইলে, যে সকল দোষ ঘটিয়া থাকে, আমাতে তাহার কোন অংশে কিছুমাত্র অভাব ছিল না।

পিতা এই সকল দর্শন করিয়া চিন্তা করিলেন, আমি না জানিয়া পুত্রের নাম ধর্ম্মশর্ম্মা রাখিয়াছিলাম। ইহার নাম সর্বথা নিরর্থক হইল এবং আমারও কলঙ্কের এক শেষ হইল। লোকে যেজন্য পুত্রের কামনা করে, ইহাতে তাহার কিছুই

লক্ষিত হয় না। প্রত্যুত, পুত্রের বিরুদ্ধ গুণ সমুদায় ইহার শরীরে সুস্পষ্ট বিরাজ করিতেছে। যাহা দ্বারা পিতামাতার মুখ উজ্জ্বল হয়, বংশগৌরব বর্দ্ধিত হয়, পিতৃলোকের সন্তোষ সমুৎপন্ন হয় এবং দেবতারা প্রসন্ন হইয়া আশীর্বাদ বিতরণ করেন, তাহাকেই পুত্র নামে উল্লেখ করা বিধেয়। সচরাচর ঐরূপ পুত্রই প্রার্থনীয় হইয়া থাকে এবং তাদৃশ পুত্রের জন্মদাতাই যথার্থ পিতা বলিয়া পরিগণিত হয়েন। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার তাহাতে ব্যাঘাতযোগ সংঘটিত হইল। এই প্রকার চিন্তা করিয়া, সেই ধর্ম্মাত্মা পিতা নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে মৃদুবাক্যে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! বিদ্যা ও জ্ঞানলাভ জন্য গুরুগেহের পরিচর্য্যা কর। বিশিষ্ট-রূপ বিদ্যাশিক্ষা ব্যতিরেকে কেহ কখন মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না।

আমি পিতার এইপ্রকার হিতবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলাম, তাত! গুরুগৃহে দুঃখ বিস্তর। আমি তথায় যাইতে পারিব না। গুরু সর্ব্বদাই তাড়না ও ভ্রুভঙ্গি করিয়া থাকেন। তাত! শুনিয়াছি, গুরুগৃহে দুঃখের সীমা নাই, দিবারাত্র নিদ্রা যাইবার অবসর নাই। সর্ব্বদাই উদ্বেগ, শঙ্কা ও সন্দেহ হইয়া থাকে। এই সকল কারণে গুরুমন্দিরে গমন করিতে ইচ্ছা হয় না। বিদ্যায় আমার প্রয়োজন নাই। আমার মন সর্ব্বদাই ক্রীড়া করিতে উৎসুক। অতএব আমি সমবয়স্ক বালকগণের সহিত দিবারাত্র নিরবচ্ছিন্ন ক্রীড়া করিব। আর, আপনার অনুগ্রহ থাকিলে, আমার স্বর্গলাভের অসম্ভাবনা নাই।

পিতা আমারে মূর্খ জানিয়া, অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া

ছিলেন। এক্ষণে, এইপ্রকার বলিতে শুনিয়া, আরও দুঃখিত হইয়া কহিলেন, বৎস! দুঃসাহসপরিত্যাগপূর্ব্বক বিদ্যা উপার্জ্জন কর। বিদ্যা শিক্ষা করিলে, সুখ, যশ, কীর্ত্তি, কুল, জ্ঞান ও মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। কেহ কখন ক্রীড়া করিয়া, সুখী ও যশস্বী হইতে পারে না। বিদ্যা শিক্ষা না করিলে, সমাজে স্থান পাওয়া দুর্ঘট। বিদ্যাশিক্ষায় প্রথমতঃ দুঃখ, পশ্চাৎ অতিমাত্র সুখ সম্পন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ, প্রথমে দুঃখ স্বীকার না করিলে, উত্তরকালে সুখলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব বৎস! গুরুগৃহে গমন করিয়া, বিদ্যা সাধন কর। বিদ্যার সমান সংসারে উপাদেয় পদার্থ নাই। পৃথিবীর যাবতীয় সুখ সৌভাগ্য একমাত্র বিদ্যাতেই অধিষ্ঠিত। বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্ব্বত্র পূজনীয় হইয়া থাকেন। একজন চক্রবর্ত্তী রাজা অপেক্ষাও বিদ্বানের গৌরব ও আদর লক্ষিত হয়। এই জন্য, সংসারে বিদ্যার সর্বাধিক প্রাধান্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। বিদ্যার সমান বন্ধু নাই, অলঙ্কার নাই, ধন নাই ও গৌরব নাই। বিদ্যা থাকিলে, অকিঞ্চন দরিদ্রও সার্ব-ভৌমপদের অধিকৃত সমুদায় সুখ হস্তগত করিতে পারে। অতএব সাবধান হইয়া, বিদ্যা উপার্জ্জন কর। আমি তোমার পিতা, সংসারে আমার ন্যায় তোমার হিতৈষী কেহই নাই। অতএব আমার বাক্য অবধান কর।

পিতা এইরূপ ও অন্যরূপ উপদেশ দিলেও, আমি কর্ণপাত করিলাম না। তিনি প্রতিদিনই এইপ্রকার উপদেশ দিতেন। আমি তাহা না শুনিয়া, যেখানে সেখানে গমন ও অবস্থান পূর্বক অনর্থক কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিতাম। মন, মত্ত হস্তীর ন্যায়, নিতান্ত নিরঙ্কুশ হওয়াতে, কাহারও

প্রতিরোধ শুনিতাম না। সর্ব্বদাই পাপপথে বিচরণ করিয়া, আমার প্রবৃত্তি অতিমাত্র দূষিত হইয়াছিল। ভালর নাম শুনিলেও কর্ণব্যথা উপস্থিত হইত। তদ্দর্শনে লোকসমাজে উপহাস ও নিন্দার সীমা রহিল না। যেখানে যাই, কেহই আর আদর করে না। গৃহে বাহিরে গ্লানি ও অসুখের এক শেষ উপস্থিত হইল। ফলতঃ, মূর্খ ও দুরাচার হইলে, যে সকল দুরবস্থা উপস্থিত হয়, আমার তাহার কিছুই অবশেষ রহিল না। পিতা দেখিলেই তিরস্কার করেন, মাতা দেখিলেই গালি দেন, আত্মীয়েরা নাম শুনিলেই বিরক্ত হয় এবং প্রতিবেশিরা দেখিতে পাইলেই উপহাস ও কুৎসা করিয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে মূর্খ ও দুরাত্মা বলিয়া, সর্বত্র কলঙ্ক স্থাপিত হইলে, সাংঘাতিক লজ্জা আমাকে আক্রমণ করিল। তখন দুঃখশোকে অভিভূত হইয়া, ব্যাকুল হৃদয়ে বিষণ্ণবদনে চিন্তা করিলাম, কিরূপে বিদ্যা উপার্জ্জন ও গুণ সকল সংগ্রহ করিব। এবং কিরূপে আমার স্বর্গ ও অপবর্গ প্রাপ্তি হইবে। বিদ্যা শিক্ষা না করাতেই আমার এরূপ দুরদৃষ্টসংযোগ সংঘটিত হইয়াছে। সর্বথা আমার জীবিতপ্রয়োজন বিগত হইল। আমি আর কতদিন বাঁচিব। কিন্তু যাবৎ জীবিত থাকিব, তাবৎ দুঃখে দুঃখে অতিবাহিত হইবে। বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জন না করিলে, এইপ্রকার দুরবস্থা আপতিত হয়। না বুঝিয়া চলিতে জানিলে, পরিণামে দুঃখ ও অনুতাপ ভোগ করিতে হয়। যাহারা বাল্যকালে ক্রীড়া কৌতুকে যাপন করে, তাহাদের বয়স্কাল নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ পরম্পরায় পূর্ণ হইয়া থাকে। আমার তৎসমুদায়ই সংঘটিত হইয়াছে। সর্বথা আমি যার পর নাই হতভাগ্য।

বোধ হয়, বিধাতা দুঃখভোগের জন্যই আমার সৃষ্টি করিয়াছেন। হে মহামতে! এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে আমার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইল। বল-রূপ-বীর্য্য-নাশিনী জরা আসিয়া আক্রমণ করিল। মন নিস্তেজ হওয়াতে, চিন্তা আরও বর্দ্ধিত হইল।

একদা আমি চিন্তাকুল চঞ্চল চিত্তে কোন দেবায়তনে উপবিষ্ট হইয়া, আপনার ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান অবস্থা-পরম্পরার তুলনা পূর্ব্বক ভাবনার গভীর সাগরে মগ্ন ও উন্মগ্ন হইতেছি; মনের গতি নিতান্ত উদ্দাম হইয়া, আমার সমুদায় সুখ স্বস্তি হরণ করিয়াছে; তাহাতে সমুদায় সংসার জীর্ণ অরণ্যের ন্যায় উত্তরোত্তর অধিকতর ভীষণ প্রতীয়মান হইতেছে; এমন সময়ে মদীয় সৌভাগ্যে প্রেরিত হইয়া, কোন সিদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায় সমাগত হইলেন। তাঁহার আহার নাই, আধার নাই, কোন বস্তুতে স্পৃহা নাই, এবং অহঙ্কার ও অভিমানের লেশমাত্র নাই। তিনি ধ্যান জ্ঞান ও সমাধিবিশিষ্ট, জিতেন্দ্রিয়তার চূড়ান্ত নিদর্শন, পরব্রহ্মে একান্ত সন্নিবিষ্ট, এবং অতিমাত্র যোগনিরত ও পবিত্র-স্বভাব। দর্শন করিলে, ভক্তি ও শ্রদ্ধা আপনা হইতেই আবির্ভূত ও উচ্ছলিত হইয়া থাকে এবং পরমপ্রিয়তম সুহৃদ বা ততোধিক আত্মীয় ভাবিয়া, মন স্বভাবতঃ আনুগত্য বিধানে সমুদ্যত হয়। দর্শনমাত্র আমি সেই জ্ঞানরূপ মহামতি সিদ্ধপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এবং শুদ্ধ-ভাব ভক্তিভরে নতকন্ধর হইয়া, প্রণামপূর্ব্বক পবিত্র হৃদয়ে তদীয় পুরোভাগে অবস্থিতি করিলাম। তাঁহার স্বরূপ একান্ত উদ্দীপিত। মন্দভাগ্য দুরাচার আমি উদ্ধারবাসনায় তাদৃশ

মহানুভাব মহাত্মার শরণার্থী হইলাম। তিনি আমাকে দর্শন করিয়া, করুণাবশতঃ স্বভাবমধুর সুন্দর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে, কিজন্য অতিমাত্র শোক করিতেছ? কিজন্যই বা তোমার ঈদৃশ দারুণ দুঃখ সমুৎপন্ন হইয়াছে? অধুনা, তোমার অভিপ্রায় কি, সমুদায় সবিশেষ কীর্ত্তন কর। তিনি নিতান্ত বিশ্বস্ত আত্মীয়ের ন্যায়, এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, আমি অকপট হৃদয়ে স্বকীয় মূঢ়তা ও তজ্জনিত দুঃখবাহুল্য যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম এবং কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্‌গদ বচনে কহিলাম, ভগবন্! কিরূপ উপায়ে সর্বজ্ঞতাসিদ্ধি হইতে পারে, অনুগ্রহপূর্বক নির্দ্দেশ করুন। সর্বজ্ঞতার অভাববশতই আমার যাবতীয় দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমারে আশ্রয় প্রদান ও উদ্ধার করুন। আপনি ব্যতীত এবিষয়ে আমার গত্যন্তর বা উপায়ান্তর নাই। তিনি সমুদায় শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর; সর্বজ্ঞতালাভের উপায় ও জ্ঞানের স্বরূপ কীর্ত্তন করি। জ্ঞানের হস্ত নাই, পদ নাই, চক্ষু নাই, বুদ্ধি নাই, নাসিকা নাই, অথবা আহারসংগ্রহ নাই। কেহ কখন তাহার সাক্ষাৎ পায় নাই; সুতরাং তাহার স্বরূপ কি, কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। এই জ্ঞান নিত্য ও আকারবর্জ্জিত এবং সর্ববিৎ; সংসারের কোন বিশয়ই তাহার অবিদিত নাই।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়

—)*++*(—

সিদ্ধ কহিলেন, সূর্য্য দিন প্রকাশ করে, চন্দ্র রাত্রি প্রকাশ করে, প্রদীপ গৃহ প্রকাশ করে এবং জ্ঞান হৃদয় প্রকাশ করে। কিরূপ উপায়ে জ্ঞান লক্ষিত হয়, শ্রবণ কর। এই জ্ঞান অতিমাত্র দীপ্ত ও নিরাময় এবং শরীরের মধ্যে অবস্থিতি করে। যাহারা মোহমায়ায় মোহিত, সেই সকল মূঢ় এই জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। চন্দ্র সূর্য্যাদিও ইহার দর্শন প্রাপ্ত হয় না। ইহার হস্ত নাই, পদ নাই, কর্ণ নাই। তথাপি এই জ্ঞান সর্বত্র গমন, সমুদায় গ্রহণ, সকল দর্শন, সকল ঘ্রাণ ও সমুদায় শ্রবণ করিয়া থাকে, তাহাতে সংশয় নাই। সমুদায় অন্ধকার বিনাশ করিতে জ্ঞানের সমান প্রদীপ নাই। স্বর্গে, পৃথিবীতে অথবা পাতালে জ্ঞানের স্থান লক্ষিত হয় না। কুবুদ্ধিগণ কায়মধ্যস্থিত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। যাহা হইতে জ্ঞান সমুৎপন্ন ও যেখানে অধিষ্ঠিত হয়, কীর্ত্তন করি, অবধান কর। হে দ্বিজ! প্রাণিগণের হৃদয়ে এই জ্ঞান সর্বদা অবস্থিতি করে। যিনি বিবেকরূপ বহ্নি দ্বারা মহামোহ ও কামাদি রাগ সমুদায় দগ্ধ এবং সর্বথা শান্তিময় হইয়া ইন্দ্রিয়বিষয় সমুদয় প্রদর্শন করেন, সর্বতত্ত্বার্থপ্রদর্শক নির্ম্মলস্বভাব জ্ঞান তাঁহা হইতে সমুদ্ভূত হয়। শান্তিই ঐ জ্ঞানের মূল। অতএব তুমি সর্বসৌখ্যপ্রবর্দ্ধনী শান্তির পরিচর্য্যা কর। এবং শত্রু মিত্র আপন পর সর্বত্র সমদর্শী ও নিরত হইয়া,

আহারসংযম ও ইন্দ্রিয়গ্রাম পরাজয় কর, বৈরভাব দূরে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মৈত্র অবলম্বন কর এবং নিঃসঙ্গ ও নিস্পৃহ হইয়া একান্তে অবস্থান কর; সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বপ্রকাশক জ্ঞান লাভ করিবে, তাহাতে সংশয় নাই। বৎস! তুমি এক স্থানে অবস্থান করিয়াও; আমার প্রসাদে পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা বলিয়া দিতে সক্ষম হইবে। অতঃপর তোমার শোক মোহ ও দুঃখবিষাদ সমুদায় বিগলিত হইবে। অধুনা তুমি অবাহিত হইয়া, শান্তিমার্গে প্রবৃত্ত হও।

হে বিপ্র। এই রূপে সিদ্ধপুরুষ জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশ করিলে, আমি তদীয় আদেশানুসারে অনুষ্ঠান করিতে লাগিলাম। অল্পকাল মধ্যেই আমার জ্ঞানস্বরূপ পরিজ্ঞাত হইল। তদবধি আমি গুরুদেবের প্রসাদে একস্থানে অবস্থিতি করিয়া, ত্রৈলোক্যের যাবতীয় ঘটনা অবগত হইয়া থাকি। হে ভার্গব, আর কি বলিব, নির্দ্দেশ করুন। আপনি যাহা যাহা অভিলাষ করেন, তৎসমুদায়ই কীর্ত্তন করিব।

চ্যবন কহিলেন, আপনি জ্ঞানবানগণের শ্রেষ্ঠ হইয়া, কিজন্য কীটযোনি প্রাপ্ত হইলেন, এই বিষয়ে দারুণ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; হেতু নির্দ্দেশ করুন। সচরাচর পাপপথে প্রবৃত্ত হইলে, পাপযোনি প্রাপ্ত হয়, এবং অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইলেই, নারকী গতি লাভ হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখিলে, আপনার তাহা কিছুই নাই। তবে কেন আপনি পক্ষিযোনিতে পতিত হইলেন?

কুঞ্জর কহিল, সংসর্গ হইতেই পাপ জন্মে এবং সংসর্গ হইতেই ধর্ম্মের সঞ্চার হয়। এইজন্য অসৎ সঙ্গ ত্যাগ

করিবে। অসৎ সঙ্গে বাস করিলে, আত্মবিরুদ্ধ ফললাভ হইয়া থাকে। সঙ্গদোষে প্রকৃতি যেরূপ নষ্ট হয়, এরূপ আর কিছুতেই সম্ভব নহে। সংসারে উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। কেননা, উপদেশ সকল সময়ে সকল হৃদয়ে প্রবেশ হইতে পারে না। এই সঙ্গদোষেই আমার ঈদৃশী বিসদৃশী দশা আপতিত হইয়াছে। এবিষয়ে অন্যবিধ কারণ নাই। একদা কোন ব্যাধ এক শুকশিশুকে বন্ধন পূর্বক বিক্রয়ার্থ আনয়ন করে। ঐ শিশু অতিমাত্র সুন্দর, এবং উত্তমরূপ বাক্যবিন্যাসে সুনিপুণ। কোন ব্রাহ্মণ ব্যাধের নিকট হইতে তাহাকে গ্রহণ করিয়া, আমাকে প্রদান করেন। তৎকালে শুকশিশু অতিমাত্র পীড়িত হইয়াছিল। যাহা হউক, হে দ্বিজোত্তম! আমি তাহার পঠনচাতুরী অবলোকন করিয়া, অতিমাত্র কৌতুহলাক্রান্ত এবং তদীয় কৌতুকবাক্যে নিরতিশয় মুগ্ধ হইলাম। তাহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ ও যত্ন পূর্বক পালন করিতে লাগিলাম। দিন দিন সেই স্নেহ ও যত্নের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইহারই নাম পরমমায়াবী ভগবানের দুরতিগম্য মায়াচক্র; যে চক্রে পতিত হইয়া, ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত সমুদায় বিশ্ব নিরন্তর ঘূর্ণায়মান হইতেছে! কতদিন হইল, এইপ্রকার ঘূর্ণন আরম্ভ হইয়াছে! আজিও তাহার শেষ হইল না! কোন কালে যে তাহার শেষ হইবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই! ব্রহ্মবাদীগণ বলিয়া থাকেন, প্রলয়ের পরেও এই ঘূর্ণনের শেষ নাই। অথবা প্রলয়, এইপ্রকার ঘূর্ণনের নামান্তরমাত্র।

সে যাহাহউক, ঐ শুক সর্বদাই আমাকে নমস্কার পূর্বক সুস্পষ্ট মানুষভাষায় কহিত, হে তাত! আমার নিকট

আসুন, উপবেশন করুন, স্নান করিতে যান্ এবং দেবার্চ্চনা করুন। এইপ্রকার চাটুবাক্যে সর্ব্বদাই আমার পরিতোষ সম্পাদন করিত। আমি তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া, যার পর নাই প্রীতিমান ও অভিভুত হইতাম। ক্রমে ক্রমে আমোদ-বশে সেই গুরূপদিষ্ট বহুযত্নসম্পন্ন জ্ঞানমার্গ বিস্মৃত হই-লাম। একদা নিত্যসংসর্গী সাধুচরিত্র বয়স্যগণের সহিত পুষ্পচয়ন ও বনবিহার জন্য অরণ্যে গমন করিলাম। এই সুযোগে কোন ড়িাল শুকশিশুকে লইয়া গিয়া ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। সঙ্গিগণের মুখে এই দারুণ অশুভ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, সেই চাটুভাষী প্রিয়তম শুককে স্মরণপূর্ব্বক মূর্খ ও হতভাগ্য আমি দুনিবার দুঃখ ও দুর্ব্বিষহ শোকে একান্ত অভিভুত ও আচ্ছন্ন হইলাম! হে দ্বিজপুঙ্গব! তৎকালে অতি দুরন্ত মোহজালে অতিমাত্র বদ্ধ হইয়া, মন একান্ত বিচলিত হইলে, সেই আপতিত দুর্নিবার শোকভার কোন মতে সহ্য করিতে না পারিয়া, নিতান্ত অধীর ও ব্যাকুল হইয়া, মত্তের ন্যায়, প্রমত্তের ন্যায়, হা শুকরাজ! হা রাম-চন্দ্র, হা পণ্ডিত! ইত্যাকার শোকবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক অনবরত বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলাম। দুঃখ ও বিষাদের এক শেষ উপস্থিত হইল। অনন্তর যাহা সংঘটিত হইল, শ্রবণ কর। এই রূপে আমি শুকশোকে অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়া, স্বকীয় কর্ম্মবশে সেই সিদ্ধ পুরুষের প্রকাশিত পরম নির্ম্মল জ্ঞান বিস্মৃত হইলাম। তদবধি শোকে অভিভুত হইয়া, পাপকারক শুককে স্মরণপূর্ব্বক বৎস বৎস! বলিয়া, অনবরত বিলাপ ও পরিতাপ করিতাম। শুক ভিন্ন সংসারে আমার অপর চিন্তা পরিহৃত হইয়াছিল।

আমি কেবল সংস্কৃতাক্ষরসম্পন্ন গদ্যপদ্যময় বাক্য দ্বারা এই বলিয়া পরিতাপ করিতাম, হে শুক! হে পক্ষিরাজ! শ্রবণ কর। তোমা বিনা কে আর বিচিত্র বাগ্‌বিন্যাস সহকারে অধুনা আমাকে প্রবোধিত করিবে! তুমি যে সকল সুমধুর বাক্য প্রয়োগ করিতে, অদ্য তৎসমস্ত স্মরণ করিয়া, আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। বৎস! বল, আমি কি অপরাধ করিয়াছিলাম, তুমি এই উদ্যানে আমাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়া, গমন করিলে! আমি যে তোমা ব্যতিরেকে ক্ষণমাত্র জীবণ ধারণে সমর্থ নহি, তাহা কি তুমি অবগত নহ! অয়ি সংসারসর্ব্বস্ব! তুমি কোথায়? আমি ব্যাকুল হইয়া তার স্বরে বারংবার আহ্বান করিতেছি, তুমি কি একবারও শুনিতে পাইতেছ না! হে বিপ্রেন্দ্র! এবংবিধ তত্তৎ মহামায়াহেতুযোগে অভিভূত ও দুর্ভর শোকভারে নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়া, দুঃখের অতিমাত্র আঘাতে আমার প্রাণবিয়োগ হইলে, তদ্ভাব-বশ আমি তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইলাম। মরণসময়ে আমার মতিগতি যেরূপ ছিল, আমি তাদৃশভাবে জন্মগ্রহণ করিলাম। গর্ভে প্রবেশ করিয়া, আমার স্মৃতিবিধায়ক জ্ঞান সঞ্চরিত হইলে, অকৃতাত্মা দুরাত্মা আমি পূর্বে যে যে কর্ম্ম ও যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলাম, তৎসমস্ত স্মরণপথে সমুদিত হইল। অধিকন্তু, গর্ভযোগ প্রাপ্ত হইলে, সেই সর্বদর্শী নির্ম্মল জ্ঞানও পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম। যাঁহার বিশুদ্ধ উপদেশে আমার সমস্ত কলুষ তিরোহিত ও আত্মা অতিমাত্র শুদ্ধ হইয়াছিল, সেই গুরুদেব সিদ্ধদেবের প্রসাদে উল্লিখিত অত্যুত্তম জ্ঞান অধিগত হইয়াছিল। হে বিপ্রেন্দ্র! শুকের ধ্যানভাবকশতঃ

মৃত্যু উপস্থিত হইলে, তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার শুক-জাতিতে জন্ম ও তির্য্যগযোনি লাভ হইল। ফলতঃ, মৃত্যু-কালে লোকের যেরূপ স্বভাব থাকে, মৃত্যুর পরে তাহার তাদৃশ সহায়, তদ্রূপ পরাক্রম, তদনুরূপ গুণ ও তদ্বৎ যোনি প্রাপ্তি হয়; এবিষয়ে কিছুমাত্র স শয় নাই। সে যাহাহউক, আমি সেই সিদ্ধদত্ত অতুল জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করি, সেইজন্য তদীয় প্রসাদে ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান কোন ঘটনাই আমার অবিদিত নাই। আমি এই স্থানে অবস্থিতি করিয়াই, তৎসমস্ত জানিতে পারি। সিদ্ধ পুরু-ষের বাক্য কখন অন্যথা হয় না। হে দ্বিজ! মনুষ্য পাপে তাপে জর্জ্জরিত ও রোগে শোকে একান্ত বিদলিত হইয়া, সংসারপথে অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তাহার দুঃখের ও বিষাদের সীমা নাই এবং অনুতাপ ও পরিতাপের অন্ত নাই। গুরুই তাহাদের বন্ধচ্ছেদকর ও পরিত্রাণকর এক-মাত্র পরম তীর্থ। এই তীর্থের তুলনা নাই। হে ভার্গব-নন্দন! যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। স্থলজ ও উদজ তীর্থ সমুদায় বাহ্যায়ব পাপ বিনাশ করে; জন্মান্তরসঞ্চিত পাতক নাশে তাহাদের ক্ষমতা নাই। অতএব সংসার তারণের হেতুভূত গুরুরূপ জঙ্গম তীর্থই উৎকৃষ্ট।

বিষ্ণু কহিলেন, হে নৃপোত্তম! মহাপ্রাজ্ঞ শুক এই রূপে মহাত্মা চ্যবনের নিকট সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া, বিরত হইল। রাজন্! জঙ্গমতীর্থের অনুত্তমতা বর্ণন করিলাম। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি অভিলষিত বর গ্রহণ কর। আমি তোমার প্রতি পরমপ্রীতিমান্ হইয়াছি।

বেণ কহিলেন, আমি রাজ্য বা অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না। কেননা, সাংসারিক বস্তু মাত্রেই নশ্বর। যাহারা নশ্বর বিষয়ের প্রার্থনা করে, তাহারা হতচিত্ত ও হতজ্ঞান। আমি কেবল সশরীরে তোমার শরীরপ্রবেশে অভিলাষ করি। হে জনার্দ্দন! যদি বরদানে বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, এইপ্রকার বর প্রদান করুন। সমুদায় সংসার যাঁহার পূজা করে, সমুদায় দেবতা যাঁহার আনুগত্য করেন, সমুদায় বেদ যাঁহার মহিমা গান করে, সমুদায় ক্রিয়া যাহাঁতে অধিষ্ঠিত হয় এবং সমুদায় গুণ যাঁহাতে বিরাজ করিয়া থাকে; যিনি পিতার পিতা, মাতার মাতা, আত্মার আত্মা, বিধাতার বিধাতা এবং কারণের কারণ, সেই পরমসত্য পরমদেব পতিতপাবন আপনাকে ত্যাগ করিয়া, যাহারা ক্ষণবিনশ্বর অসার বিষয়ের অভিলাষ করে, তাহারা সুবর্ণ ফেলিয়া ধূলিমুষ্টি সংগ্রহ করিয়া থাকে। আমি জানিয়া শুনিয়া কিরূপে তাদৃশ অসদ্ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইব। অতএব আপনি ভক্ত ও অনুগত আমাকে বৃথা প্রলোভিত করিবেন না।

বিষ্ণু কহিলেন, রাজন্! অগ্রে রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান এবং অন্নাদি সুখসাধন দান সহকারে যজন কর; পশ্চাৎ আমার শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক সুখী ও বিগতসন্তাপ হইবে। এই বলিয়া ভগবান্ নারায়ণ তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন। তদ্দর্শনে মহামতি বেণ দেবদেব নারায়ণ কোথায় গেলেন, বারংবার এইপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। অভিমত বর লাভ করিয়া, তাঁহার অতিমাত্র হর্ষ উপস্থিত হইল।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়

ব্যাসদেব কহিলেন, দেবদেব বিষ্ণু এইরূপে জঙ্গমতীর্থ সকলের সদ্যপ্রত্যয়কারক বিবরণ এবং সর্ব্বপাপবিনাশক পরমপবিত্র ধর্ম্মাখ্যান কীর্ত্তন করিলে, নরপতি বেণ কি করিয়াছিলেন, বর্ণন করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, জগৎপতি জনার্দ্দন নৃপশ্রেষ্ঠ বেণকে বলিলেন, রাজন্! তুমি অশ্বমেধ দ্বারা উপাসনা ও দান সকলের অনুষ্ঠান কর। হে মহামতে! দান করিলে, ব্রহ্ম-হত্যাদি পাতক ও নারকী প্রভৃতি সুঘোর গতি সমস্ত বিনষ্ট হয়। এই জন্য দানের প্রশংসা হইয়া থাকে। দান করিলে, চতুর্ব্বর্গেরই সিদ্ধি লাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে সত্তম! এইজন্য ধর্ম্মোদ্দেশে দান করা বিধেয়। যে ব্যক্তি আমাকে উদ্দেশ করিয়া, যাদৃশ ভাবে দান করে, আমি তাহার তাদৃশ ভাব পূর্ণ করিয়া থাকি। অগ্রে ঋষি-গণের দর্শন করিয়া, তোমার পাতক বিনষ্ট হউক; পশ্চাৎ আমার নিলয়ে গমন করিবে। এই বলিয়া হৃষীকেশ অন্ত-র্হিত হইলে, নৃপোত্তম বেণ অতিমাত্র হর্ষিত হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া, মহাত্মা পৃথুকে আহ্বান পূর্বক সুমধুর বাক্যে কহি-লেন; বৎস! তুমি আমাকে পাতক হইতে মুক্ত ও মদীয় বংশ উজ্জ্বল করিলে। আমি পাপ পরম্পরার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক এই বংশ বিনষ্ট করিয়াছিলাম; তুমি স্বকীয় গুণে

ইহা প্রকাশিত করিলে। আমি সার্থক তোমার পিতা হইয়াছিলাম। লোকে যেন তোমার মত সৎপুত্রের প্রার্থনা করে। তাহা হইলে, তাহাদের পিতৃনাম সার্থক হইবে। যাহা হউক, আমি অশ্বমেধযজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞপতি জনার্দ্দনের আরাধনা ও বিবিধ দানানুষ্ঠান পূর্ব্বক তদীয় প্রসাদে বিষ্ণু-লোকে গমন করিব। অতএব তুমি অত্যুত্তম যজ্ঞীয় সামগ্রী-সম্ভার আহরণ ও বেদপারগ মহাভাগ ব্রাহ্মণদিগকে আমন্ত্রণ কর। এবং অন্যান্য কর্ত্তব্য সকলের যথাযথ অনুষ্ঠান কর। বৎস! পাপের সাক্ষাৎ ফল অনুতাপ। আমি এত-দিন যে পাপমাত্রের অনুষ্ঠান করিয়া, বৃথা জীবন নষ্ট করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া, যার পর নাই অনুতাপ হই-তেছে। আর যাহাতে এইপ্রকার দুর্নিবার অন্তর্দাহের গুরুতর যাতনা সহ্য করিতে না হয়, সত্বর তদনুরূপ বিধান করিয়া, পুত্রকৃত্য সম্পাদন কর। তোমার প্রসাদে সশরীরে আমার বিষ্ণুলোক লাভ হউক। আমি আর এই পাপদেহে পাপলোকে ক্ষণমাত্র থাকিতে অভিলাষী নহি। ভাবিয়া দেখিলে, ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই। প্রত্যুত, সংসারে বদ্ধ হইলে, বৃথা সুখের জন্য অনবরত পাপপরম্পরার অনু-ষ্ঠান করিয়া, অনন্ত নরকদ্বার উন্মুক্ত হইয়া থাকে, যাহাতে আর কোন কালেই উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। বলিতে কি, তোমার ন্যায় সৎপুত্র না থাকিলে, আমার ন্যায় অসৎ পিতার নিস্তারমার্গ একেবারেই রুদ্ধ হইয়া থাকে।

মহাত্মা বেণ এইপ্রকার আদেশ করিলে, ধর্ম্মাত্মা পৃথু পিতার সন্তুষ্টিজন্য তৎক্ষণাৎ সমুদায় সম্পাদন করিলেন। তখন বেণ সেই প্রিয়ঙ্কর পুত্র মহাত্মা পৃথুকে প্রিয় বাক্যে

কহিলেন, বৎস! রাজার পাপে রাজ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে, ইহা যথার্থ কথা। দেখ, পাপাত্মা আমা দ্বারা সমুদায় লোক প্রায় ধর্ম্মবর্জ্জিত হইয়াছে। লোকের দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি সকল নিরতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। কাহারও আর প্রায় সৎকার্য্যে মতিগতি লক্ষিত হয় না। অতএব তুমিই ধর্ম্মানুসারে ইহার শাসন কর। ফলতঃ, আমার আর নশ্বর ও পাপবহুল ঐহিক ঐশ্বর্য্যে অভিলাষ নাই, যে ঐশ্বর্য্য আমার স্বর্গদ্বার ও মোক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল। আমার ইহা বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছে, একমাত্র পরমপুরুষ বাসুদেব ব্যতিরেকে আর কেহই প্রভু হইতে পারে না। অতএব আমার বৃথা কল্পিত প্রভুত্ব লাভে আর কিছুমাত্র কামনা নাই। তুমি স্বভাবতঃ বিবিধ মহার্হ গুণের আধার। গুণী ব্যক্তিই রাজপদের উপযুক্ত পাত্র। বিশেষতঃ, তুমি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রজালোকে সুখ ও সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না।

মহামতি বেণ এইপ্রকার কহিলে, ধর্ম্মাত্মা পৃথু উত্তর করিলেন, মহারাজ! পিতা থাকিতে পুত্র কখন রাজপদের অধিকারী হইতে পারে না। অতএব আপনিই রাজ্য করুন এবং বিবিধ দিব্যমানুষ সুদুর্ল্লভ ভোগ সমস্ত ভোগ ও বহুতর যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক ভগবান্ বাসুদেবের উপাসনা করুন। আমি আপনার আদেশ পালনে সর্বদা কায়মনে নিযুক্ত রহিব। যে পুত্র যথাবিধানে পিতার সন্তোষসাধন ও আজ্ঞা পালন করে, তাহারই জীবন সার্থক হইয়া থাকে। অধিকন্তু, লোকে যেজন্য পুত্রের প্রার্থনা করে, পুত্র যদি কিয়ৎপরিমাণেও তাহার সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহা

হইলে, তদ্দ্বারাই পুত্রের পরম পুরুষার্থ লব্ধ হইয়া থাকে। অতএব আমি কখন রাজপদ গ্রহণ করিব না। আপনার আদেশ পালন করিয়া, সর্ব্বথা জীবন সার্থক ও স্বর্গদ্বার মুক্ত করিব। তিনি সেই জ্ঞানতৎপর মহাভাগ পিতাকে প্রণাম পূর্ব্বক এইপ্রকার কহিয়া, ধনুর্বাণ গ্রহণ করত সমুদায় সৈন্য-দিগকে কহিলেন, তোমরা সর্ব্বত্র ঘোষণা কর; কেহ যেন আর পাপপথে প্রবৃত্ত না হয়। যে ব্যক্তি নরপতি বেণের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া, ত্রিবিধ কর্ম্ম সহায়ে পাপের অনুষ্ঠান করিবে, সে ব্যক্তি দণ্ডার্হ হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। অতএব সকলে দান ও যজ্ঞ দ্বারা জগৎপতি জনা-র্দ্দনের উপাসনা কর; সত্যপথে ও ন্যায়পথে সর্ব্বদা বিচরণ কর; দ্বেষ হিংসা রোষ অভিমান বিসর্জ্জন কর এবং পরদ্রোহ ও পরপরিবাদপরিহার কর। তিনি এইপ্রকার শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক ভৃত্যগণের উপরি রাজ্যভার নিক্ষেপ করিয়া, তপস্যা নিমিত্ত তপোবনে গমন করিলেন। তথায় সমুদায় দোষ পরিত্যাগ, ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত ও শতবর্ষ আহার ত্যাগ পূর্ব্বক কঠোর তপশ্চরণ সহকারে পিতামহ ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিলেন। ব্রহ্মা প্রসন্ন ও সাক্ষাৎকারে আবির্ভূত হইয়া, সস্নেহ বাক্যে কহিলেন, বৎস পৃথো! তুমি কিজন্য তপস্যা করিতেছ? কারণ নির্দ্দেশ কর। পৃথু কহিলেন, মদীয় প্রীতিবর্দ্ধন পিতা সমুদায় দোষ বর্জ্জন পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা বাসুদেবের আরাধনা করিবেন। আপনি তদীয় অভিলষিত সাধন করুন। আর, যে ব্যক্তি আমাদের রাজ্যে পাপানুষ্ঠান করিবে, "দেবদেব জনার্দ্দন হরি অদৃষ্ট মহাচক্র দ্বারা সেই নরাধমের মস্তক ছেদন ও

সমুচিত দণ্ড বিধান করিবেন। ফলতঃ, যে ব্যক্তি মন, কর্ম্ম ও বাক্য দ্বারা পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, লোকে যেরূপ পদ্মপত্র অনায়াসেই দলন করে, ভগবান্ বাসুদেব তদ্রূপ তদীয় শির ছেদন করিবেন। হে সুরেশ্বর! আমি আপনার নিকট এইপ্রকার বর প্রার্থনা করি। হে দেবেশ! যদি বরদানে অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, প্রসন্ন হইয়া তথাবিধ বর প্রদান করুন। হে চতুর্ম্মুখ! আমি কেবল ইহাই প্রার্থনা করি। ইহাই আমার মুখ্যকামনা। আপনি ঐ কামনা পূরণ করুন। আমার আর অন্য বরে অভিলাষ নাই। কেননা, আপনার প্রসাদে ও অনুগ্রহে পার্থিব কোন বিষয়েই আমার কোনরূপ অভাব নাই। আমার নিশ্চয় প্রতীতি আছে, পুণ্য দ্বারাই সংসারস্থিতি বিহিত হয় এবং পাপ দ্বারা তাহা ব্যাহত হইয়া থাকে। যে রাজার রাজ্যে পাপের প্রসার বৃদ্ধি হয়, তিনি সমুদায় প্রজালোকের সহিত আপনাকে অনন্ত নরকে পাতিত করিয়া থাকেন। তাঁহার বংশপরম্পরা চিরকালের জন্য অধঃপতিত হয়। পাপ যেমন আশু ধ্বংস বিধান করে, এরূপ আর কিছুতেই নহে। পাপের ফল অবশ্যম্ভাবী। কোন কালেই পাপের পরিহার নাই। পাপ করিলে, দেবতারা অসন্তুষ্ট ও দৈব প্রতিকূল হইয়া, তৎক্ষণাৎ সর্ব্বনাশ প্রেরণ করেন। ঐরূপ সর্ব্বনাশের কোনপ্রকার প্রতিকার নাই। পিতা আমার এবিষয়ের সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত। তিনি পাপে মলিন হইয়া, প্রায় অধঃপতিত হইয়াছিলেন। ভগবান্ বাসুদেবের প্রসাদে তাহাতে কথঞ্চিৎ পরিহার পাইয়াছেন। আমি এইজন্য প্রার্থনা করিতেছি, মদীয় রাজ্যে যেন কোন কালেই পাপের

পাদপরিগ্রহ না হয়। তাহা হইলে, প্রজালোকের অধঃ-পাত অপরিহার্য্য ও অপ্রতিকার্য্য হইবে।

পিতামহ ব্রহ্মা নরপতি পৃথুর এইপ্রকার উদার ও রমণীয় বাগ্‌বিন্যাসে পরমপ্রীতিমান্ হইয়া, মৃদুমধুর রুচির বাক্যে কহিলেন, বৎস পৃথু! যাহারা পাপকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায় ভয় করে এবং মূর্ত্তিমান্ অধঃপাতের ন্যায় দূরে পরি-হার করে, আমি তাহাদের প্রতি সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট। বলিতে কি, তপস্যা, দান ও যজ্ঞাদি দ্বারাও আমার তদ্বৎ সন্তোষ সমুৎ-পন্ন হয় না। ভগবান্ নারায়ণ পুণ্য সহায়ে যে সৃষ্টি বিধান করেন, পাপে তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। ঘুণ যেরূপ বংশ নিষ্কুষিত করে, পাপ তেমনি আত্মাকে জর্জ্জরিত ও স্বর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকে। পাপের সঞ্চার হইলে, অলক্ষ্মীর সঞ্চার হয়। যেখানে অলক্ষ্মীর বাস, সেখানে দেবতারা কখন অধিষ্ঠান করেন না। দেবতারা ত্যাগ করিলে, এক-মাত্র অকল্যাণ অথবা অধঃপাত আশ্রয় করিয়া থাকে এবং বিবিধ নরক প্রাদুর্ভূত হয়। এই জন্য পাপাত্মার মুক্তি-লাভ সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব ও অতিমাত্র অলীক হইয়াছে। বৎস! তুমি যেরূপ ক্ষত্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ; তোমার এই বাক্যও তদ্রূপ সকলের শ্রেষ্ঠ। সৌভাগ্যবশতই তোমার ঈদৃশী শুভবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। সকলেই যেন তোমার ন্যায় এইপ্রকার কল্যাণময়ী বিশুদ্ধ মতি লাভ করে। তাহা হইলে, সংসারে কখন পাপের প্রসার জন্য পরিতাপের প্রবেশ হইতে পারিবে না। বলিতে কি, অদ্য আমি তোমার এই হিতকর প্রার্থনায় যেরূপ সন্তুষ্ট হইলাম, তোমার বিশুদ্ধ উপাসনায় সেরূপ প্রীতি জন্মে নাই। অতএব তোমার

অভিলষিতসিদ্ধি হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। অধুনা, তুমি স্বরাজ্যে গমন করিয়া, যথারীতি প্রজাশাসন কর। আমার প্রসাদে ও ভগবানের অনুগ্রহে তোমার রাজ্যসমৃদ্ধির কোনকালেই ক্ষয় হইবে না। ফলতঃ, যেখানে পুণ্য, সেইখানেই ভগবতী কমলা নিত্য বিরাজ করিয়া থাকেন। এই বলিয়া আদিদেব কমলযোনি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। পৃথু চকিত হইয়া, ইতস্ততঃ নাতি-প্রসন্ন হৃদয়ে তদীয় গমনপন্থা দেখিতে লাগিলেন। অভিমত বরলাভ করিয়া, তাঁহার মন যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে পিতামহের অন্তর্দ্ধানে তদ্রূপ অপ্রসন্ন হইল। তিনি এই-প্রকার হর্ষবিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া, রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পিতামহের আদেশানুসারে যথাবিধানে প্রজালোকের শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুবিহিত শাসনগুণে সর্ব্বত্র সৌভাগ্যসমৃদ্ধির সাতিশয় বৃদ্ধি সম্পন্ন হইল; লোকের সৎপ্রবৃত্তি সন্ধুক্ষিত হইল; সৎকার্য্যে মতি ধাবমান হইল; পাপচিন্তা, পাপব্যবহার ও পাপকথা একবারেই তিরোহিত হইল; ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পুণ্যানুষ্ঠানের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইল; কেহই আর পাপ করে না, কেহই আর মিথ্যার ছন্দাংশে বিচরণ করে না; ন্যায়মার্গও সত্য-মার্গ প্রসারিত হইয়া উঠিল। এই রূপে মহামনা পৃথুর আজ্ঞা প্রবর্ত্তিত হইলে, লোকমাত্রেই সদাচার ও দানভোগের নিত্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। তদীয় প্রসাদে ও প্রভাবে ধর্ম্মের সমুদায় বিঘ্নই তিরোহিত হইল।

ঊনবিংশাধিকশততম অধ্যায়।

—)*++*(—

সূত কহিলেন, অনন্তর মহাভাগ পৃথু পিতার আদেশে তদীয়প্রীতিকাম ও স্বর্গকাম হইয়া, অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান জন্য বিবিধ বিচিত্র ও পবিত্রতর সামগ্রীসম্ভার সংগ্রহ করিয়া, নানাদেশনিবাসী শাস্ত্রপারগ জ্ঞানপারগ ব্রাহ্মণ-দিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পৃথুর পিতা যজ্ঞ করিবেন শুনিয়া সমুদায় পৃথিবীর লোক পরমপুলকিত হইয়া, একে একে তথায় সমাগত হইল। পৃথুর গুণে শত্রু মিত্র সকলেই বশীভুত ছিল। সুতরাং, কেহই কোনরূপে যজ্ঞবিঘ্নের হেতুভুত হইল না। প্রত্যুত, সকলেই স্বতঃ পরতঃ তাহার অচ্ছিদ্র নিষ্পাদন জন্য কায়মন সমাহিত করিল। এইরূপে সমুদায় সুসম্পন্ন হইলে, মহাত্মা বেণ শুভ মুহূর্ত্তে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধান পূর্ব্বক ভগবান্ নারায়ণের উপাসনা ও যজ্ঞান্তে সমবেত ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ দান করিলেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য যে সকল লোক প্রার্থী হইয়া, আগমন করিয়া-ছিল, তাহাদিগকেও আশাতিরিক্ত ধনদান দ্বারা পরম সন্তুষ্ট করিয়া, বিদায় করিলেন। ফলতঃ, যে যেরূপ আশা করিয়া, সেই যজ্ঞে সমাগত হয়, সকলেরই বাসনা পূর্ণ হইয়াছিল। কেহই বিমুখ হইয়া প্রত্যাগমন করে নাই। এইরূপে তিনি যথাবিধানে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক সশরীরে বৈষ্ণবলোকে গমন করিলেন। তথায় বিষ্ণুর সহিত নিত্য কাল বাস করিতে লাগিলেন। এইপ্রকার অসামান্যযত্ন

সম্পন্ন সালোক্য লাভ বশতঃ তদীয় আত্মা যার পর নাই নির্ব্বৃত্তিত প্রাপ্ত হইল। ইন্দ্রাদি অমরগণ নরপতির সদৃশী অনন্যসুলভ সিদ্ধ দর্শনে একান্ত বিস্মিত হইয়া, তদীয় পুত্র মহাভাগ পৃথুর প্রশংসাগানে বিশ্বসংসার প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। ঐ প্রতিধ্বনি প্রবল বেগে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। স্বর্গ মর্ত্ত পাতালাদি সমুদায় ভুবনে পৃথুর পবিত্র নাম সুবিশ্রুত হইল। তিনি পুত্রগণের দৃষ্টান্ত-স্থানীয় ও পুণ্যাত্মাগণের আদর্শভূত হইলেন। তদীয় কীর্ত্তি-স্তোম অনন্ত আকারে অনন্তকাল বিরাজ করিতে লাগিল।

তোমার নিকট নরপতি বেণের সমুদায় চরিত্র বর্ণন করিলাম। এই চরিত্র পরিকলন করিলে, সমুদায় পাপ বিনষ্ট ও সকল দুঃখ বিগলিত হয়। অতএব পবিত্র ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া, সরল চিত্তে মহাত্মাগণের চরিতপরম্পরা পরিকলন করা বিধেয়। তদ্দ্বারা আত্মার উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাভাগ পৃথু এইরূপে পৃথিবী শাসন ও ত্রিভুবনের সহিত তাহার দোহন করেন। প্রজাগণ তদীয় পুণ্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠকর্ম্ম দ্বারা যারপরনাই সুখী ও স্বস্থ হইয়াছিল। তিনি পিতারন্যায়পুত্রনির্ব্বিশেষে তাহাদের অনুরঞ্জন পূর্ব্বক দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায়, সর্ব্বলোক-প্রথিত অতুল খ্যাতি লাভ করেন। লোকে তাঁহাকে দর্শন করিলে, সাক্ষাৎ অভীষ্ট দর্শনের ন্যায়, পরম প্রীতি অনুভব করিত। কাহারও প্রতি তাঁহার বিরাগ বা বিদ্বেষছিল না। তিনি শত্রুর প্রতি সবিশেষ ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া, স্বকীয় অসামান্য চিত্তোন্নতির পরিচয় প্রদান করিতেন। তাঁহার রাজ্যবাসী ব্যক্তিমাত্রেই আপনাকে স্বর্গবাসী বোধ করিয়া,

তদীয় অলোকসামান্য অসুলভ গুণ সকলের অপার গৌরব ঘোষণা করিত। তিনি অসামান্য পুণ্যবলে পিতাকে, আপনাকে ও প্রজাদিগকে পরম পবিত্র করিয়াছিলেন। স্বয়ং নারায়ণ কমলার সহিত তাঁহার সান্নিধ্য আশ্রয় করিয়া, তদীয় সুখসমৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন।

সূত বলিলেন, ঋষিগণ! আপনাদের নিকট যাবতীয় জঙ্গমতীর্থই কীর্ত্তন করিলাম। সমুদায় তীর্থ অপেক্ষা পুত্রতীর্থ শ্রেষ্ঠ। দেখুন, বেণ বৈষ্ণবদ্বেষী ও সর্বধর্ম্মবহিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহার পাপের অবশেষ ছিল না। তজ্জন্য তাহার অধঃপাত ও আসন্ন নরকবাস অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। কিন্তু সে পুত্ররূপ তীর্থ সহায়ে পরমবিশুদ্ধ ও নিষ্কলুষ হইয়া, পরমপদে অধিষ্ঠিত হইল। অথবা, সৎপুত্ররূপ পরমতীর্থ প্রাপ্ত হইলে, পূর্ব্বপুরুষমাত্রেই উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মহাত্মা পুত্রের জন্মমাত্রেই পিতার ঋণমুক্তি সংঘটিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুত্র বৈষ্ণব হইলে, পূর্বপুরুষগণের উদ্ধারপ্রাপ্তির কোন অসম্ভাবনা নাই। অধস্তন বংশপরম্পরাও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। পুত্র দুরাত্মা বা কুস্বভাব হইলে, পূর্বজ পিতৃগণ মগ্ন ও অবসন্ন হয়েন। এবং ব্যাকুল ও অভিভূত হইয়া, বারংবার ঘোরতর নরকপরম্পরায় পতিত হইয়া থাকেন। অধস্তন বংশ সকলেরও এইপ্রকার বিসদৃশী দশা সংঘটিত হয়। অজ্ঞান ব্যক্তি যেরূপ কুপ্লব দ্বারা সন্তরণ করিতে গিয়া মগ্ন হয়, তদ্রূপ পিতা কুপুত্র দ্বারা অন্ধতমসে মগ্ন হইয়া থাকেন। পুত্র সৎ হইলে, বংশগৌরববৃদ্ধি, পিতামাতার মুখ উজ্জ্বল, আত্মীয়গণের হৃদয়োচ্ছ্বাস ও কুলদেবতারা যার পর নাই প্রসন্ন ও অভিমুখীন

হয়েন। এবং পুত্র অসৎ হইলে, বংশের কলঙ্ক, মাতৃগর্ভের ধিক্কার, পিতৃবীর্য্যের জুগুপ্সা, আত্মীয়গণের অপরাগ ও কুল-দেবতাগণের অপ্রসাদ প্রভৃতি বিবিধ অনভীষ্টদর্শন হইয়া থাকে। এইজন্য লোকে সৎপুত্রের প্রার্থনা করে। বরং গর্ভস্রাব হওয়া ভাল, বরং না জন্মান ভাল, বরং জন্মিয়াই মৃত্যু হওয়া ভাল, তথাপি কুপুত্র হওয়া ভাল নহে। কুপুত্রের পিতা হইয়া বাঁচিয়া থাকাও যার পর নাই বিড়ম্বনা ও অসৌভাগ্য, সন্দেহ নাই। শাস্ত্রকারেরা, কুপুত্র পুত্রই নহে নির্দ্দেশ করেন। কুপুত্র সাক্ষাৎ অগ্নি ও মূর্ত্তিমান্ মহানরক। তদ্দ্বারা পিতা মাতা সর্বদাই দগ্ধ ও পরিতপ্ত হইয়া থাকেন। কাহারও বংশে যেন কুপুত্রের জন্ম না হয়। দেখুন, পুত্র বংশে জাতমাত্রে পিতামহগণ চিন্তা করেন, এই পুত্র কি বৈষ্ণব হইয়া আমাদিগকে ঊর্দ্ধলোকে নীত করিবে। যে পুত্র পিতামহগণের এই চিন্তা সফল করে, তাহারই জন্ম সার্থক। এইপ্রকার সার্থকজন্মা হওয়া ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

ঋষিগণ! আপনাদিগের নিকট পরমোৎকৃষ্ট জঙ্গমতীর্থ-কথা কীর্ত্তন করিলাম। অধুনা, স্থাবর তীর্থ কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ করুন। উহা শ্রবণ করিলে, সমুদায় পাপ বিগলিত হয়। ভগবান্ ব্যাস প্রসন্ন হইয়া, মদীয় পিতাকে আমার সমক্ষে যাহা উপদেশ করেন, আমি পরমসমাদৃত হইয়া, আপনাদের নিকট তৎসমস্ত বর্ণন করিব।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

—)*()*(—

লোমহর্ষণ কহিলেন, ভগবন্! তীর্থসম্বন্ধে আমার ধর্ম্ম-সংশয় আছে। তজ্জন্য আপনার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইতেছে। হে ব্রহ্মন্! ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযম পূর্ব্বক যে ব্যক্তি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, তাহার কি ফল প্রাপ্তি হয়, বলিতে আজ্ঞা হউক। তীর্থ সকল লোকের মুক্তিজন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তৎসমস্ত পরিচর্য্যা করিলে, নিশ্চয়ই কামনা সিদ্ধ হয়। এই জন্য আপনার নিকট সবিশেষ শ্রবণ করিতে ঔৎসুক্য জন্মিতেছে। আপনি সমুদায় তত্ত্বার্থে সুপণ্ডিত, বেদবেদাঙ্গের পারদর্শী, জ্ঞানবিজ্ঞানাদিতে সুনিপুণ, এবং সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বদর্শিতা প্রভৃতি গুণরত্ন সকলের মহাসাগর স্বরূপ। প্রাচীন তত্ত্বে আপনার ন্যায় পরম বিশারদ দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না। আপনি সাক্ষাৎ জ্ঞানরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এবং সমুদায় বিশ্ব হস্তামলকবৎ দর্শন করেন। আপনার তপোবল ও ধ্যানবল উভয়ই অসামান্য। আপনার ন্যায় বক্তা, উপদেষ্টা, ব্যাখ্যাতা, বিনির্ণেতা ও মীমাংসানিপুণ দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না। আপনি বেদ সকলের বিভাগ করিয়াছেন। সেইজন্য লোকের তাহা জ্ঞানবিষয়ের গোচর হইয়া থাকে। আপনি তত্ত্ব সকলের যথাযথ মীমাংসা করিয়াছেন, সেইজন্য লোকে তাহা বোধগম্য করিতে পারে।

ব্যাস কহিলেন, মহাভাগ! যাহা ঋষিগণের পরম

আশ্রয়, সেই তীর্থফল কীর্ত্তন করিব, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যাহার হস্ত, পদ ও মন সুসংযত, সেই ব্যক্তিই বিদ্যা, তপস্যা, কীর্ত্তি ও তীর্থ ফল লাভ করিতে পারে। যেব্যক্তি প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ, নিত্যসন্তুষ্ট, পবিত্র, নিরহঙ্কার ও নিয়মশীল, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি কলহশূন্য, আবলম্বনশূন্য, লঘ্বাহার, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বদোষবিনির্জ্জিত, সেই তীর্থফল লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষা, ক্ষমাশীল, নিষ্কপটা, নিরীহ ও নিরুদগ্র, সেই তীর্থ ফল লাভ করিতে পারে। যাহার অভিমান নাই, ঔদ্ধত্য নাই, ক্রোধ নাই, হিংসা নাই, এবং বিদ্রোহে প্রবৃত্তি নাই, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল লাভ করিতে পারে। যাহার আকার ও স্বভাব সর্বতোভাবে নির্ম্মল এবং মন ও বুদ্ধি সর্বথা বিমার্জ্জিত, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল লাভ করিতে পারে। ঋষিগণ বেদসকলে যথাক্রমে বহুতর যজ্ঞ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ইহলোকে তাহাদের যেরূপ ফল লব্ধ হয়, তাহাও যথাতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন। হে মহামতে! যজ্ঞ সকল বহুপকরণসম্পন্ন ও বহুল সামগ্রী-সম্ভারে বিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে। দরিদ্র ব্যক্তির সাধ্য নহে, তৎ সমস্ত সমাধা করিতে পারে। রাজা, ঋষি ও ক্বচিৎ কোন কোন মনুষ্য তাহার অনুষ্ঠানে সমর্থ হয়। অতএব দরিদ্র পুরুষ শারীরিক চেষ্টায় যে বিধির অনুসরণ করিয়া,যজ্ঞের সমান পুণ্যফললাভ করিতে পারে, শ্রবণ কর। হে সূতনন্দন! তীর্থ সকল এরূপ যজ্ঞের সমান। যে সে ব্যক্তি তাহার ফল লাভে সক্ষম হয়। এবিষয়ে ধনী দরিদ্র বিশেষ নাই। অধুনা তীর্থ সকলের নাম ও পরিদর্শনফল

শ্রবণ কর। পুষ্কর নামে ভুবনবিখ্যাত তীর্থ আছে। রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সিদ্ধগণ, সাধ্যগণ, গন্ধর্বগণ ও অপ্সরোগণ এই পুষ্করে নিত্যকাল সন্নিহিত আছেন। তথায় দেবগণ, দৈত্যগণ ও প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক সাতিশয় পুণ্য লাভ করিয়াছেন। হে মহাভাগ! পিতামহ ব্রহ্মা দেব ও দানবগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, পরম প্রীতি সহকারে তথায় অবস্থিতি করেন। সুর ও ঋষিগণ সেই পবিত্র পুষ্কর তীর্থে পরমসিদ্ধিসহকৃত নিরতিশয় পুণ্য লাভ করিয়াছেন। যাবতীয় দেবতা ত্রিসন্ধ্যা তথায় সন্নিহিত হয়েন। তাহার সেবা করিলে, মহাপাতক সমস্ত সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, বিগলিত হয়। এবং জ্ঞানের উদয়ে পরম নির্বৃতির ন্যায়, অতিমাত্র পুণ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐ পুষ্কর স্বর্গ ও অপবর্গের দ্বার স্বরূপ; ধর্ম্ম ও সত্যের বিলাসগৃহস্বরূপ এবং জয় ও সমৃদ্ধির অক্ষয় আধার স্বরূপ। এইজন্য স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র তীর্থরাজ বলিয়া তাহার নামকরণ করিয়াছেন। ঐ নাম পৃথিবীতে সর্বত্র বিখ্যাত। তথায় যথাবিধানে অভিষেক পূর্ব্বক পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চনা করিলে, অশ্বমেধযজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি পূর্বক ব্রহ্মলোকে পূজিত হওয়া যায়! যে ব্যক্তি তথায় গমন একমাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, তাহার ব্রহ্মসদনস্থিত পরমলোক সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তথায় শাক, মূল ও ফল দ্বারা স্বয়ং জীবিকা নির্বাহ করিয়া, শ্রদ্ধা ও অনসূয়া সহকারে ব্রাহ্মণকে সেই শাক, মুল ও ফল প্রদান করে তাহার অশ্বমেধযজ্ঞ সদৃশ বিচিত্র ফল লাভ হয়। হে সুতসত্তম! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র যে কেহ সেই

তীর্থে স্নান করিলে, কখন কুযোনিতে নিপতিত হয় না। বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমাতিথিতে যে কেহ তথায় গমন করে, তাহারই ব্রহ্মসদনস্থ পরম অক্ষয় লোক সমস্ত লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কৃতাঞ্জলি হইয়া, ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে পুষ্কর তীর্থের স্মরণ করিলে, তাহার সমুদায় তীর্থে অভিষেক জন্য ফল হয়। হে পুষ্কর! তুমি সমুদায় তীর্থের শ্রেষ্ঠ, এইজন্য স্বয়ং দেবরাজ তোমার নাম তীর্থরাজ রাখিয়াছেন। পিতামহ স্বয়ং দেবরাজের এবিষয়ে অনুমোদন করিয়াছেন তোমাতে সমুদায় তীর্থের অন্তর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, এইজন্য তোমার অন্যতর নাম তীর্থসর্ব্ব। সমগ্র বেদ জ্ঞান-পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে, যে ফল, তোমাতে স্নান করিলে, সেই ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সমুদায় যজ্ঞের যথাযথ অনুষ্ঠান করিলে, যে ফল, তোমাতে অভিষেক করিলে, তাদৃশ ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সমুদায় ক্রিয়াযোগ সমাধা করিলে, যে ফল, তোমাতে অবগাহন করিলে, তদনুরূপ ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এবং সমুদায় তীর্থে স্নান করিলে যে ফল, একমাত্র তোমাতে অভিষেক করিলে, তাহার সমান বা অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। তোমাতে স্নান করা দূরে থাক, তাহার কল্পনা করিলেও, মনুষ্যের দুরিত সমস্ত দূরিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তোমার স্মরণ করে, তাহার ব্রহ্মস্মরণ জন্য বিচিত্র ফল লব্ধ হয়। হে মহাভাগ! এই রূপ বিধানে সায়ং প্রাতঃ প্রয়ত হইয়া, শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে পবিত্র মনে তীর্থরাজের স্মরণ করিতে হয়। স্ত্রী বা পুরুষ জন্ম প্রভৃতি যে পাপ করে, পুষ্করে স্নানমাত্র তাহা

ক্ষালিত হইয়া যায়। স্বয়ং ব্রহ্মা ইহা উপদেশ করিয়াছেন। ভগবান্ মধুসূদন যেরূপ দেবগণের আদি, হে সূত! পুষ্কর সেইরূপ সমুদায় তীর্থের আদি বলিয়া উল্লিখিত হয়। যে ব্যক্তি নিয়মশীল ও পবিত্র হইয়া, দ্বাদশ বৎসর তথায় বাস করে, সমুদায় যজ্ঞের ফল লাভ ও চরমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সংশয় নাই। পূর্ণশতবৎসর অগ্নিহোত্র বিধান করিলে যে ফল, একবার কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় পুষ্করে বাস করিলে, সেই ফল লাভ হইয়া থাকে, স্বয়ং আদিদেব এই-প্রকার উপদেশ করিয়াছেন। পুষ্করে গমন করা দুষ্কর, তপস্যা করা দুষ্কর, দান করা দুষ্কর, এবং বাস করাও অতি-মাত্র দুষ্কর। ইন্দ্রিয়গ্রামজয়পূর্ব্বক নিয়মানুসারে তথায় দ্বাদশবর্ষ বাস করিয়া, পরে তাহা প্রদক্ষিণ করত জম্বুমার্গে প্রবেশ করিবে। জম্বুমার্গে গমন করিয়া পিতৃগণ ও দেব-গণের উপাসনা করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ ও বিষ্ণু-লোকে গতি হইয়া থাকে। দেবতা ও ঋষিগণ এই জম্বু-মার্গের পূজা করেন। তথায় পবিত্র হইয়া, নিয়মানুসারে স্নান, দান ও পূজা করিবে। যে ব্যক্তি তথায় পঞ্চরাত্রি উপবাস করিয়া, ষষ্ঠরাত্রি পারণ করে, সে অবিচলিত সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়, এবং কোন কালেই তাহার দুর্গতি হয় না।

জম্বুমার্গ দর্শন করিয়া, তুণ্ডীলক আশ্রমে গমন করিবে। ঐ আশ্রম যার পর নাই পূজিত, বিখ্যাত ও শুদ্ধিসম্পন্ন। তথায় প্রবেশ পূর্ব্বক তত্রত্য পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীতে অবগাহন করিলে, দুর্গতিনাশ ও ব্রহ্মলোকে পূজা প্রাপ্তি হয়।

তথা হইতে অগস্ত্যসরে গমন ও অবগাহন পূর্ব্বক পিতৃগণ

ও দেবগণের পূজা এবং ত্রিরাত্রি অনশন করিলে, বাজপেয়র যজ্ঞের ফল লাভ হয়। মহর্ষি অগস্ত্য তপোবলে এই সরোবরের বিনির্ম্মাণ করেন। এইজন্য তদীয় নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে। যে ব্যক্তি তথায় গমন করিয়া শাক বা ফল মাত্র ভক্ষণ করে, তাহার কৌমার লোক লাভ হয়। স্বয়ং ভগবান জনার্দ্দন অগস্ত্যের প্রতি প্রীতিমান হইয়া, এই সরোবরে স্নান করিয়াছিলেন। তিনি স্নান করেন বলিয়া ইহার অন্যতর নাম বসুসর।

অনন্তর কণ্বাশ্রমে গমন করিবে। এই আশ্রমে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর বাস এবং সর্বলোকের পূজিত। এই জন্য ইহার নাম ধর্ম্মারণ্য। ইহাতে প্রবেশ করিলে, সমুদায় কাম ফল লাভ হইয়া থাকে। এইজন্য কেহ কেহ ইহাকে কামদ বলিয়া উল্লেখ করেন। তথায় প্রবেশ মাত্র সমুদায় চরিত দুরিত ও পরম পুণ্য সমাধা হয়। যেব্যক্তি আহারসংযম ও নিয়মবন্ধন পূর্বক ঐ আশ্রমে পিতৃগণ ও দেবগণের পূজা করে, সে অশ্বমেধযজ্ঞের পূর্ণ ফল লাভ করিয়া, চরমে স্বর্গে অধিরোহণ ও অমরগণের সহিত আমোদ অনুভব করিয়া থাকে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

অনন্তর তাহা প্রদক্ষিণ করিয়া, যযাতিপতনে গমন করিবে। মহারাজ যযাতি এই তীর্থের প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই স্থানে তপশ্চরণপূর্ব্বক শরীর পাত করিয়া, স্বর্গে অধিরূঢ় হয়েন। এইজন্য ইহার নাম যযাতিপতন বলিয়া সর্বলোকে বিখ্যাত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, তিনি স্বর্গ হইতে এই স্থানেই অষ্টকাদি পুণ্যশীল সমবায়ে নিপতিত হয়েন এবং পুনরায় তাহাদের পুণ্যবলে উদ্ধার লাভ করিয়া,

দেবরাজের সান্নিধ্যে গমন করেন। এই জন্য ইহার নাম যযাতিপতন হইয়াছে। তথায় প্রবেশ করিলে, পতিত ব্যক্তিরেও পুনরায় উদ্ধার প্রাপ্তি হয়।

অনন্তর ইন্দ্রিয়চয় জয় পূর্বক মহাকাল তীর্থে গমন করিবে। দেবদেব মহাদেব মহাকাল নাম ধারণ পূর্ব্বক তথায় সর্বকাল সন্নিহিত আছেন এবং দর্শকদিগকে অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া, সর্বথা কৃতকৃতার্থ করেন। ভগবান্ ভবানীপতির এইপ্রকার সান্নিধ্যবশতঃ ঐ তীর্থের মহাকাল নাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি তথায় স্নান, দান ও জপাদি অনুষ্ঠান করে, তাহার তৎসমস্ত অক্ষয় ফল প্রসব করিয়া থাকে। সে চিরকাল পাশুপতনামক পরমপবিত্র লোকে বাস ও অক্ষয় আমোদ অনুভব করে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনন্তর কোটিতীর্থে গমন করিবে। কোটি তীর্থের সমবায় বশতঃ ইহার নাম কোটিতীর্থ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এই তীর্থে গমন করিলে, কোটি গুণফল লাভ হয়। এইজন্য উহার তাদৃশ প্রসিদ্ধ নাম করণ হইয়াছে। তথায় প্রবেশমাত্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি তথায় গমন করিয়া, বিহিত বিধানে পিতৃদেবের পূজা করে, তাহার কোনকালেই দুর্গতিভোগ হয় না।

অনন্তর তথা হইতে ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ ভগবান্ উমাপতির পবিত্র স্থানে গমন করিবেন। ঐস্থানের নাম ভদ্রবটা উহা লোকত্রয়ে বিখ্যাত, পূজিত ও অভিমত। তথায় প্রবেশ পূর্ব্বক ভগবান্ ঈশানের পূজা করিলে, গোসহস্র-দানের ফল লাভ হয়। এবং মহাদেবের প্রসাদে গাণপত্য

প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই তীর্থ দেবী ভগবতীর সাতিশয় প্রীতিভাজন। তিনি প্রসন্ন হইয়া, ইহার পরিচারকদিগকে অসুলভ সৌভাগ্য প্রদান করেন।

তথা হইতে পুণ্যকাম পুরুষ ত্রিলোকবিখ্যাত নর্ম্মদা-নদীতে গমন করিবে। তথায় পিতৃগণ ও দেবগণের তর্পণ করিলে, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এই নর্ম্মদা অতিমাত্র পবিত্র ও যারপর নাই শুভপ্রদ। এই জন্য ইহার অন্যতর নাম দেবনদী। কেহ কেহ বলেন, ইহার তুলনায় অন্যান্য স্রোতস্বিনী সকল তৃণীকৃত ও উপহসিত হইয়া থাকে, এই জন্য ইহাকে নর্ম্মদা বলে। তথা হইতে দক্ষিণসিন্ধুতে গমন করিবে। তথায় ব্রহ্মচারী ও জিতাসন হইয়া, স্নান, দান ও পূজা করিলে, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ ও স্বর্গ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। দেবগণ ও ঋষিগণ এই তীর্থের সবিশেষ প্রশংসা করেন। অনন্তর চর্ম্মণ্বতীর্থে গমন করিবে। তথায় রন্তিদেবের আদেশানুরূপে জিতেন্দ্রিয় ও নিয়ত হইয়া, অভিষেক করিলে, জ্যোতিষ্টোমের ফল লাভ হইয়া থাকে। অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ হিমালয়প্রসূত অর্বুদতীর্থে গমন করিবেন। হে মহামতে! পূর্ব্বে এই স্থানে পৃথিবীর ছিদ্র ছিল। ঐ ছিদ্রযোগে পাতালভুবনে যাতায়াত হইত। সিদ্ধ ব্যতিরেকে আর কাহারও তাহাতে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা ছিল না। ভগবান্ বশিষ্ঠ তথায় যে আশ্রম স্থাপন করেন, তাহা ভুবনত্রয়ে বিখ্যাত ও সাতিশয় পূজনীয়। ঐ আশ্রম অদ্যাপি বিরাজমান হইতেছে। তথায় একক রজনী বাস বা উপবাস করিলে, গোসহস্রদানের ফল লাভ হয়। বশিষ্ঠের অসামান্য তপঃ প্রভাবে তত্রত্য তরুলতাগণ

সকল ঋতুতেই ফল কুসুম প্রসব করে। ঐ সকল ফল অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু এবং কুসুম সকল পারিজাতের ন্যায় নিরতিশয় সুগন্ধি। ভগবান্ বশিষ্ঠ যে আসনে উপবেশন করিয়া, চরাচরবিধাতা পরমদেবতার ধ্যান ও উপাসনা করিতেন, অদ্যাপি তাহার লোপ হয় নাই। কিন্তু সিদ্ধ পুরুষ ব্যতিরেকে অন্যে তাহা দেখিতে পায় না। কুচিৎ দিঙ্‌মাত্রে দৃষ্টিগোচর হইলে, তৎক্ষণাৎ মায়ার ন্যায় ও ছায়ার ন্যায়, অদৃশ্য হইয়া থাকে।

অনন্তর তথা হইতে পিঙ্গ তীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে, একশত সবৎসা কপিলা দানের ফল লাভ হয়। পরম সিদ্ধ মহর্ষিগণ সবিশেষ ভক্তি ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা সহকারে তাহার পরিচর্য্যা করেন। অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ লোক-বিশ্রুত প্রভাসতীর্থে গমন করিবে। যে স্থানে স্বয়ং হুতা-শন নিত্য সন্নিহিত আছেন। এই অনিলসারথি অগ্নি দেবগণের মুখ স্বরূপ। তাঁহার সান্নিধ্য বশতঃ প্রভাসের নিরতিশয় মহাত্মা বর্দ্ধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ভগবান্ বাসুদেব এই স্থানে আত্মীয়গণের সহিত বিবিধ ক্রিয়াযোগে প্রবৃত্ত হয়েন। তদবধি প্রভাস দেবগণের পরমপ্রীতিস্থান্ ও বিহারক্ষেত্র হইয়াছে। এবং তদবধি স্বয়ং কমলা প্রভাসে পরম সমৃদ্ধিরূপে সাক্ষাৎ বিরাজমান আছেন। শুচি ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, এই তীর্থবরে স্নান করিলে, অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়। এবং বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুর সহিত বাস হইয়া থাকে।

তথা হইতে সরস্বতীসাগরসঙ্গমে গমন করিবে। এই সঙ্গমক্ষেত্র যার পর নাই পবিত্র ও বিচিত্র ভাব বিশিষ্ট।

পুরাণে ও অন্যান্য পবিত্র শাস্ত্র সকলে ইহার সবিশেষ প্রশংসা ও মাহাত্ম্য শুনিতে পাওয়া যায়। ঋষিগণ ও সিদ্ধগণ শ্রদ্ধা প্রীতিসহকারে ইহার পরিচর্য্যা করেন। এবং প্রধান প্রধান দেবগণ সর্ব্বদা ইহার সান্নিধ্য যোগ বাসনা করিয়া থাকেন। এই তীর্থে স্নান করিলে, সহস্র গোদান-ফল লাভ করিয়া, স্বর্গলোকে পূজিত হওয়া যায়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। হে সুতসত্তম! পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি তথায় স্নান করে, সে অগ্নির ন্যায়, নিত্য প্রভাপরম্পরা সহযোগে দীপ্যমান হইয়া থাকে। তাহার কোন কালেই দুর্গতি উপস্থিত হয় না। স্বয়ং দেবী সরস্বতী প্রসন্ন হইয়া, তাহার স্থিরসৌভাগ্য বিধান করেন।

তদনন্তর সলিলরাজ তীর্থে গমন করিবে। তথায় প্রযত চিত্তে স্নান করিয়া, ত্রিরাত্র উপবাসানন্তর পিতৃদেব-গণের তর্পণ করিলে, চন্দ্রের ন্যায় প্রতিভা প্রাদুর্ভূত ও বাজিমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়। জলাধিরাজ বরুণ দেব তথায় সন্নিহিত হইয়া, উপাসকগণের মনস্কামনা পূরণ জন্য সর্ব্বদাই অভিমুখীন আছেন। তদীয় প্রসাদে অতুল সৌভাগ্যশ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তৎপরে বরদাননামক প্রসিদ্ধ তীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থ নিরতিশয় পবিত্র ও মহাফল বিধান করে। হে মহা-মতে! মহর্ষি দুর্ব্বাসা ভগবান্ বাসুদেবকে এই স্থানে বর প্রদান করেন। এই জন্য উহার নাম বরদান বলিয়া বিখ্যাত। চরাচরগুরু নারায়ণ শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক বর গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তথায় স্নান করিবে, তাহার গো-সহস্র ফল লাভ ও বৈষ্ণব গতি প্রাপ্তি হইবে। স্বয়ং

কমলা কোন কালেই তাহাকে ত্যাগ করিবেন না। তাহার বংশপরম্পরায় অক্ষয় সমৃদ্ধি সম্ভোগ হইবে, সন্দেহ নাই।

তৎপরে দ্বারবতীতে গমন করিবে। এই দ্বারবতী ভগবান্ বাসুদেবের সান্নিধ্য যোগ কোন কালেই পরিহার করে না। জিতেন্দ্রিয় হইয়া, তথায় প্রবেশ করিলে, বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া, অক্ষয় নির্বৃতি লাভ হয়। অনন্তর তথা হইতে পিণ্ডালকে গমন ও স্নান করিলে, বহু সুবর্ণ প্রাপ্তি হয়। হে মহাভাগ! এই তীর্থে অদ্যাপি পদ্মলক্ষণলক্ষিত চিহ্ন সকল ও ত্রিশূলচিহ্নিত পদ্মসমূহ লক্ষিত হইয়া থাকে। ভগবান্ ভবদেব তথায় নিত্য সন্নিহিত আছেন। তাঁহাকে দর্শন ও পূজা করিলে, গাণপত্য লাভ ও দেবী পার্ব্বতীর প্রীতি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং চরমে উৎকৃষ্ট লোক সকল সংঘটিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হে সত্তম! সিন্ধুসাগরসঙ্গমে গমন করিয়া, সলিলরাজ তীর্থে প্রবৃত্ত হইয়া স্নান এবং ইন্দ্রিয়সংযমসহকারে পিতৃগণ, দেবগণ ও ঋষিগণের তর্পণ করিলে, স্বকীয় তেজে দীপ্যমান হইয়া, চরমে বারুণ লোক লাভ করিতে পারা যায়। স্বয়ং বরুণদেব এই স্থানে সর্বদা সন্নিহিত আছেন। উপাসকগণ তদীয় প্রসাদে নিত্য অভীষ্ট সম্ভোগ করেন। হে মহামতে! তথায় প্রতিষ্ঠিত ভগবান্ শঙ্কুকর্ণেশ্বরের উপাসনা করিলে এবং যথাবিধি দানাদি ক্রিয়াযোগে প্রবৃত্ত হইলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের দশগুণিত ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহাতে সংশয় নাই। অনন্তর তাহা প্রদক্ষিণ করিয়া, ইন্দ্রিয়জয়সহকারে দ্রিমীনামক সর্বপাপপ্রমোচন সুবিখ্যাত তীর্থে গমন ও যথাবিধানে স্নান করিবে। এই স্থানে ব্রহ্মাদি

দেবগণ সমবেত হইয়া, ভগবান্ উমাপতির নিয়ত আরাধনা করেন। তথায় ভূতগণপরিবৃত দেবদেব রুদ্রের দর্শন ও পূজা করিলে, জন্মপ্রভৃতিসঞ্চিত সমস্ত পাতক বিগলিত ও পরম পুণ্য সমাগত হয়। এবং চরমে রুদ্রলোক লাভ হইয়া থাকে। স্বয়ং নন্দী কহিয়াছেন, যাহারা তথায় গমন করিয়া, ভক্তিভরে রুদ্রদেবের উপাসনা করে, তাহাদের গ্রহপীড়াভয় কোন কালেই প্রাদুর্ভূত হয় না। হে মহাভাগ! তথায় সমুদায় দেবগণের পরিপূজিত ত্রিমী প্রতিষ্ঠিত আছে। যে কেহ তথায় স্নান করে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ভাগী হয়। পূর্বে পরমপ্রভাব ভগবান্ নারায়ণ দেবশত্রু অসুরগণের জয় ও সংহারপূর্বক এই স্থানে শৌচ বিধান করিয়াছিলেন। ততবধি ইহার মাহাত্ম্যের সীমা নাই। এবং ততবধি যে কেহ তথায় গমন করে, ব্রহ্মহত্যাদি গুরুতর পাতকপরম্পরায় অনায়াসেই পরিহার প্রাপ্ত হয়।

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ পরমপরিগণিত বসুধারাতীর্থে সমাগত হইবেন। তাহার দর্শনমাত্রেই যখন হয়মেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়, তখন স্নান করিলে, কি হয় বলা যায় না। হে মহামতে! সিদ্ধগণ কহিয়াছেন, মনুষ্য প্রয়তচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, তথায় পিতৃদেবতার তর্পণ ও দানাদি অনুষ্ঠান করিলে, বিষ্ণুলোকে পরম পূজা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রধান প্রধান দেবগণ স্ব স্ব পারিপার্শ্বিক সমভিব্যাহারে শৌচলাভকামনায় প্রতিপর্বে তথায় সমাগত ও ভগবান্ বাসুদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন। যে ব্যক্তি পর্বকালে তথায় গমন করে, তাহার সমস্ত দেবদর্শন ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। স্বয়ং পিতামহ

এইপ্রকার উপদেশ করিয়াছেন। হে সূতনন্দন! তথায় বসুতীর্থ নামে অন্যতর তীর্থ আছে। ঐ স্থানে স্নান ও পান করিলে, বসুদেবগণের সম্মান লাভ করা যায়। এবং চরমে বসুলোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অনন্তর তথা হইতে সিন্ধূত্তম নামে সুবিখ্যাত সর্বপাপ-প্রণাশন পরমপবিত্র তীর্থে গমন করিবে। তথায় অভিষেক করিলে, সদা প্রচুর সুবর্ণ প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি প্রয়ত চিত্তে উত্তমায় গমন করিয়া, যথাবিধানে পিতৃদেবগণের তর্পণ করে, সে পরম পুণ্য সঞ্চয় পূর্ব্বক সর্বথা নিষ্কলুষ হইয়া, চরমে ব্রহ্মলোকে সমাগত হয়, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। এই উত্তমার অন্যতর নাম ব্রহ্মক্ষেত্র। প্রথিতি আছে, কোন সিদ্ধপুরুষ স্বকীয় অভীষ্টদেবতা পিতামহ ব্রহ্মার প্রীতিকাম হইয়া, এই বিশুদ্ধ ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি ইহার নাম ব্রহ্মতীর্থ হইয়াছে। কেহ কেহ উল্লিখিত হেতুবাদ বশতঃ তাহার নাম সিদ্ধ-ক্ষেত্র রাখিয়াছেন। বিশেষ দেবগণ এই সিদ্ধক্ষেত্রের অতিমাত্র পক্ষপাতী। তাঁহারা তথায় সর্বদা সন্নিহিত আছেন।

অনন্তর সিদ্ধগণের অভিমত কুমারিকাশক্র তীর্থে গমন করিবে। এই স্থানে কুমারিকাগণ সবিশেষ শ্রদ্ধাসহ পূজা দ্বারা দেবরাজ শতক্রতুর প্রীতিসাধন ও প্রসাদ লাভ করে। তদবধি উহার তাদৃশ নামকরণ হইয়াছে। এবং তদবধি কুমারিকামাত্রেই তথায় স্নান করিয়া, স্ব স্ব অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কুমারিকা প্রদক্ষিণ করিলে, পঞ্চনদে গমন করিবে। ব্রতনিয়মসম্পন্ন হইয়া, শ্রদ্ধা সহকারে

তথায় স্নান ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে, পরমপুণ্য সঞ্চিত ও পঞ্চযজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

তথা হইতে ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ পরমোৎকৃষ্ট ভীমাস্থানে গমন করিবেন। ভগবতী ভীমাদেবী এই স্থানে নিত্য সন্নিহিত আছেন। তথায় প্রতিষ্ঠিত যোনিতে অভিষেক করিলে, মনুষ্য দেবীপুত্রত্ব প্রাপ্ত হয়, স্বয়ং ভীমাদেবী এইপ্রকার বর দান করিয়াছেন। এবং ভগবান্ ভবদেবও কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি তথায় গমন করে, তাহার শত সহস্র গোদান ফল লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে সংশয় নাই।

তৎপরে পরমপবিত্র গিরিকুঞ্জে গমন করিবে। স্বয়ং পিতামহ তথায় নিত্য সাক্ষাৎ সন্নিহিত আছেন। তাঁহার পূজা ও দর্শন করিলে, সহস্র গোদানের ফল লাভ করা যায়। এবং চরমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অনন্তর তথা হইতে সুবিমল বিমলতীর্থে সমাগত হইবে। তথায় স্নান ও পান করিলে, বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। বিতস্তায় সমাগত হইয়া, ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃগণ ও দেবগণের তর্পণ করিলে, বাজপেয় ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে, এবং স্বর্গলোকে উপনীত হইয়া, দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত যথাসুখে বিচিত্র নন্দনকাননে বিহার করা যায়। তৎকালে সুররমণীগণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিয়া, চিত্তবিনোদন করিয়া থাকেন এবং গন্ধর্ব্বগণ স্তুতিবাদ দ্বারা মহিমা ঘোষণা পূর্ব্বক স্বর্গরন্ধ্র প্রতিধ্বনিত করে।

তৎপরে কাশ্মীর রাজ্যে নাগরাজ তক্ষকের অধ্যুষিত নগাস্য তীর্থে গমন করিবে। তথায় গমন করিলে, সমুদায় পাতক বিগলিত ও স্নান করিলে, বাজপেয় ফল লাভ হইয়া

থাকে। এবং চরমে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া, পূজিত হওয়া যায়। তথা হইতে ত্রিলোকবিখ্যাত পরমপবিত্র অমরাত্যে গমন করিবে। সমুদায় দেবগণ এই স্থানে নিত্য সন্নিহিত আছেন, এই জন্য ইহার নাম অমরা। তথায় পশ্চিম সন্ধ্যায় যথাবিধি স্নান ও উপাসনা করিয়া, ভগবান্ সপ্তর্ষিকে বিহিত বিধানে চরু নিবেদন করিবে। পণ্ডিতগণ এইপ্রকার চরুনিবেদনকে পিতৃগণের উদ্দেশে অক্ষয় দান কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই নিবেদিত চরু সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়স্কর। চরু নিবেদন করিলে, পরমশুদ্ধি সমাগত ও অগ্নির ন্যায় পরম প্রদীপ্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং শরীরাবসানে অগ্নিলোক প্রাপ্তি হয়।

অনন্তর জিতেন্দ্রিয় হইয়া, রুদ্রাস্পদে গমন করিবে। তথায় দেবদেব মহাদেবের উপাসনা করিলে, অশ্বমেধ ফল লাভ হয়। ভগবান্ ভবদেব সর্বদা তথায় সন্নিহিত আছেন। তাঁহার প্রসাদে উৎকৃষ্ট লোক সকল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এবং অসুলভ ভোগসমৃদ্ধি সংঘটিত হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। তৎপরে ব্রতাচারী ও সমাহিত হইয়া, মণিমান্‌তীর্থে গমন করিবে। তথায় ত্রিরাত্রি বাস করিলে, জ্যোতিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ হয়। অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ ত্রিলোকবিশ্রুত দেবিকায় গমন করিবেন। হে সুতনন্দন! এইরূপ প্রথিত আছে, এই স্থানে ব্রাহ্মণগণের জন্ম হয়। ভগবতী দেবীর সান্নিধ্য বশতঃ ইহার নাম দেবিকা হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে বেদিকা নামে উল্লেখ করেন। পিতামহ ব্রহ্মার বেদি এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই জন্য তাদৃশ নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

তৎপরে শূলপাণির ত্রিলোকবিখ্যাত স্থানে গমন করিবে। তথায় স্নান, ভগবান্ ঈশানের পূজা সংবিধান ও যথাবিধানে চরু নিবেদন করিলে, সমুদায় কামনা সকল ও দেবলোকে পূজা প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এইরূপ প্রথিতি আছে, ভগবান্ ভবদেব প্রিয়তমা উমার সহিত প্রতিপর্ব্বে তথায় আগমন করেন। তৎকালে যাবতীয় দেবতা, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ এবং প্রধান প্রধান সিদ্ধ মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া, প্রীতি ও ভক্তিভরে সস্ত্রীক মহাদেবের আরাধনা করেন। এবং যাঁহার যে অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকেন। তথায় রুদ্রদেবের কালনামক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থ দেব ও ঋষিগণের বহুমত। এবং যার পর নাই পবিত্র ও প্রভাববিশিষ্ট। তথায় স্নান করিলে, তৎক্ষণাৎ অক্ষয় সিদ্ধি লাভ হয়। এবং চরমে রুদ্রলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যজন, যাজন, ব্রহ্মবালুক ও পুষ্পন্যাস এই সকল তীর্থে অভিষেক করিলে, মৃত্যুভয় পরিহৃত ও অমরলোকে গতি হয় এবং অতুল সৌভাগ্যসমৃদ্ধি অধিগত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে দেবতারা একত্র সমবেত হইয়া, কেহ যজ্বা, কেহ যাজিক হইয়াছিলেন। এইজন্য যজন ও যাজন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা লোকসংগ্রহ নিমিত্ত বালুর পিণ্ড দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করেন; এইজন্য ব্রহ্মবালুক নাম বিখ্যাত হইয়াছে। দেব ও ঋষিগণ দেবিকা তীর্থের প্রজা করেন। ঐ দেবিকা অর্দ্ধযোজন বিস্তৃত ও পঞ্চযোজন আয়ত। শাস্ত্রে দেবিকার এইপ্রকার পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছে। দেবিকার সর্বত্রই পবিত্রভাব লক্ষিত হয়।

দেবিকা প্রদক্ষিণ করিয়া, যথাক্রমে দীর্ঘসত্রে সমাগত হইবে। ঐস্থানে পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ যথাবিধি দীক্ষিত ও নিয়তব্রত হইয়া, দীর্ঘ সত্রের উপাসনা করেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! মহাফল দীর্ঘসত্রে গমনমাত্রেই রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য ফল লাভ হয়। স্বয়ং পিতামহ কহিয়াছেন, যাহাদের কিছুই নাই, তজ্জন্য যাহারা কোনপ্রকার ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠানে সমর্থ হয় না; তাহারা এই স্থানে আগমন করিলে, যথাভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ পবিত্র ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিগে অদ্যাপি যজ্ঞচিহ্ন সকল দেদীপ্যমান রহিয়াছে। জিতেন্দ্রিয় ও প্রযত হইয়া, তথায় প্রবেশ করিবে। কেন না, অজিতেন্দ্রিয় অশুচি পুরুষ তাহার ত্রিসীমায় যাইতে সমর্থ হয় না। কচিৎ সমর্থ হইলেও, অভীষ্ট ফল লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

তৎপরে ষড়বর্গ ও ইন্দ্রিয়গ্রাম জয়পূর্ব্বক বিনশনে গমন করিবে। যে স্থানে পুণ্যসলিলা সরস্বতী অন্তর্হিত হইয়া, মেরুপৃষ্ঠে প্রবাহিতা হইতেছেন। এবং অবশেষে চমস ও নাগোস্তেদে দৃশ্যমান হইয়াছেন। চমসোস্তেদে স্নান করিলে, নাগলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ধীমান্ পুরুষ উভয় প্রদেশেই স্নান ও তর্পণ করিবেন। তাঁহাতে পিতৃদেবতারা পরমতুষ্ট ও স্বয়ং পিতামহ প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং চরমে পরমপদে অধিরূঢ় হওয়া যায়।

তৎপরে হে সুতজ! যে স্থানে পুষ্কর সকল শশরূপে প্রতিচ্ছন্ন হইয়া আছে, সেই পরমদুর্ল্লভ শশাপান তীর্থে সমাগত হইবে। তথায় প্রতি সংবৎসরে ঐ পুষ্কর সকল স্ব

স্ব রূপে সরস্বতীতে প্রাদুর্ভূত হয়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ঐ প্রকার স্বরূপ প্রকাশ সংঘটিত হইয়া থাকে। হে মহা-ভাগ! তৎকালে তথায় স্নান করিলে, মনুষ্য সদ্য শিবের ন্যায় অক্ষয় দ্যুতি লাভ করে এবং গোসহস্র ফল প্রাপ্ত হইয়া থাক, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেবগণ ও সিদ্ধ মহর্ষি-গণ এই শশপানের সাতিশয় প্রশংসা করেন। এবং উমাপতি মহেশ্বর সর্বদা তথায় সন্নিহিত আছেন। দেবী ভগবতী ক্ষণমাত্রও তাহার পার্শ্ব পরিহার করেন না। এই জন্য অন্যান্য দেবগণেরও সান্নিধ্যযোগ লক্ষিত হইয়া থাকে। স্বয়ং ভগবতী বলিয়াছেন, এই স্থানে যাহারা পবিত্র হইয়া সরল চিত্তে স্নান করিবে, তাহাদেরই শিবস্বরূপ প্রাপ্তি হইবে, সন্দেহ নাই। এই শশপান প্রদক্ষিণ করিয়া কুমারকণ্ঠে গমন করিবে। তথায় আহার সংযম ও নিয়ম সাধন পূর্বক অভিষেক করিয়া, পিতৃদেবগণের অর্চ্চনায় নিরত হইলে, গোসহস্রদানের ফল লাভ হয় এবং চরমে দিব্য যোনি প্রাপ্তি হইয়া থাকে; স্বয়ং কার্ত্তিকেয় প্রসন্ন হইয়া, এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দেবী ভগবতী পুত্রপ্রীতির বশংবদ হইয়া, এবিষয়ে কার্ত্তিকেয়ের অনু-মোদন করেন। তদবধি কুমারকণ্ঠের অতুল মাহাত্ম্য প্রখ্যা-পিত হইয়াছে এবং তদবধি দেব ও দেবীগণ সর্ব্বদা তথায় যাতায়াত করেন।

একবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায়।

—)*++*(—

ব্যাসদেব কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ সুতনন্দন! অনন্তর সমাহিত হইয়া, রুদ্রকোটীতে গমন করিবে। পূর্ব্বে যেস্থানে এক কোটি ঋষি একত্র সমবেত হইয়াছিলেন। ঐ সকল তপোধন দেবদর্শনকামনায় পরমহর্ষাবিষ্ট হইয়া, আমি অগ্রে, আমি অগ্রে গিরিজাপতি ভবদেবকে দর্শন করিব, বলিয়া, নিতান্ত সমুৎসুক চিত্তে ঐকান্তিক আহ্লাদভরে তথায় প্রস্থান করেন। তৎকালে ঋষিগণের আনন্দকোলাহলে আকাশ পাতাল প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। দেবগণ তাহা দেখিবার জন্য স্ব স্ব অনুযায়িক সমভিব্যাহারে প্রীতিভরে অন্তরীক্ষে সমাগত হয়েন। ঋষিগণ তথায় উপনীত হইলে, যোজ্ঞেশ্বর রুদ্র তৎক্ষণাৎ যোগে অবলম্বন করিয়া, সেই নিযতচিত্ত তপোধনগণের শোকবিনাশকামনায় এককোটী রুদ্রের সৃষ্টি করিলেন। ঐ সকল রুদ্র মুনিগণের পুরোভাগে অধিষ্ঠিত হইয়া, পরস্পর আপনাকে পূর্ব্বভ্রষ্টা বলিয়া বিচার করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ মহাদেব পরমতেজস্বী ঋষিগণের প্রতি প্রীতিমান হইয়া, এই বলিয়া সকলকে বর দিলেন, অদ্য প্রভৃতি আমার প্রসাদে তোমাদের ধর্ম্মবৃদ্ধি ও পুণ্যবৃদ্ধি হইবে এবং অদ্য প্রভৃতি তোমাদের অক্ষয় লোকপরম্পরা অবিচ্ছিন্ন হইবে। হে সুতজ! শুচি হইয়া, সেই রুদ্রকোটীতে স্নান করিয়া,

পিতৃদেবগণের আরাধনা করিলে, অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ ও বংশের উদ্ধার করিতে পারা যায়।

তৎপরে প্রযত ও সমাহিত হইয়া, সরস্বতীসঙ্গমে সমাগত হইবে। ঐ সঙ্গম সর্বলোকবিখ্যাত ও পরম পবিত্র। তথায় সিদ্ধগণ, সাধ্যগণ, চারণগণ ও ইন্দ্রাদি অমরগণ একত্রে সমবেত হইয়া, দেবদেব বাসুদেব উপাসনা করেন। চৈত্র শুক্ল চতুর্দ্দশীতে তথায় অভিষেক করিলে, সদা বহু সুবর্ণ লাভ হয়।

অনন্তর পরমপ্রশস্ত কুরুক্ষেত্রে গমন করিবে। তথায় গমনমাত্রে প্রাণিমাত্রেরই সমুদায় পাপবিগলিত হয়। অধিক কি, আমি কুরুক্ষেত্রে গমন করিব, আমি কুরুক্ষেত্রে বাস করিব, এই প্রকার উল্লেখ করিলেও সমুদায় পাপ মুক্ত হইয়া থাকে। হে মহামতে! ধীমান্ পুরুষ তথায় সরস্বতী তীরে একমাস বাস করিবেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ, সিদ্ধগণ, ঋষিগণ, চারণগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, যক্ষগণ, সুপর্ণগণ ও পন্নগ-গণ এই পরম পবিত্র কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বদা সমাগত হয়েন। এই জন্য কুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্য গৌরব সর্ব্বত্র প্রথিত হই-য়াছে। ফলতঃ, কুরুক্ষেত্র নানাকারণে প্রথিত। মনেমনেও ইহার কামনা করিলে, মহাফল লাভ, সমুদায় পাপ বিনষ্ট ও ব্রহ্ম লোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই স্থানে কুরু-পাণ্ডবগণের সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঐ যুদ্ধে উভয় পক্ষকে উপলক্ষ করিয়া, যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী শমনসদনে গমন করিয়াছিল, ভগবান্ বাসুদেবের সুপবিত্র দৃষ্টিপাতে তাহাদের সকলেরই উদ্ধার লাভ সম্পন্ন হয়। তিনি এই যুদ্ধের শেষপর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিয়া, যুদ্ধ পতিত

ব্যক্তিগণের পূজনীয় গতি বিধান করেন। মৃত্যুসময়ে তদীয় স্বভাবসুন্দর বদনচন্দ্রমা দর্শন করিয়া, ব্যক্তিমাত্রেরই অমৃত লাভ হইয়াছিল। অধিকন্তু, ভগবান্ জমদগ্নিতনয় সাক্ষাৎ জ্বলদগ্নিকল্প পরশুরাম পিতৃবধামর্ষে প্রদীপ্ত হইয়া, ক্ষত্রিয়কুল সংহার করিয়া, তাহাদের রুধিরে যে পঞ্চহ্রদ নির্ম্মাণ করেন, সেই হ্রদপঞ্চক এই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাদের নাম সমন্তপঞ্চক বলিয়া সর্ব্বলোকে বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে। পুণ্যসলিলা ঋষিনদী সরস্বতী এই স্থানে প্রবাহিতা হইতেছেন। এই সকল কারণে ইহার সবিশেষ মাহাত্ম্য ও পবিত্রকারিতা প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

তৎপরে মচক্রুক নামে মহাবল দ্বারপাল যক্ষকে অভিবাদন করিয়া, গোসহস্র দানের ফল লাভ করিবে। তথা হইতে তীর্থার্থী পুরুষ পরমসুখাবহ বিষ্ণুস্থানে গমন করিবেন। যে স্থানে ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বদা সন্নিহিত আছেন। এই জন্য উহার অন্যতর নাম ভুগোলোক। ভগবতী কমলা স্বীয় পতি জগৎপতির প্রীতিকাম হইয়া, তথায় নিত্য অধিষ্ঠান করেন। তথায় অভিষেকান্তে ত্রিলোকভাবন হরির দর্শন করিলে, অশ্বমেধফল লাভ ও দেহাবসানে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। স্বয়ং পিতামহ কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি মনে মনেও তথায় যাইব বলিয়া সংকল্প করে, তাহারও অভিমত সিদ্ধি সম্পন্ন হয়, সেবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ঐ স্থানে পুণ্যসলিলা স্রোতস্বিনী সকল প্রবাহিত হইতেছে। ঋষিগণ ও সিদ্ধগণ তাহাদের অতিশয় গৌরব ও পূজা করেন। তাহাদের তীরভূমি সর্ব্বকালমনোহর ও সকল লোকের প্রীতি বহন করে।

তথা হইতে ত্রিভুবনবিখ্যাত পরিপ্লবে গমন করিবে। এই পরিপ্লব দেবগণের প্রিয়ভূমি, সিদ্ধগণের প্রীতিস্থান ও ঋষিগণের পরমশ্রদ্ধাস্পদ। এখানে গমনমাত্রে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ হয়। জিতেন্দ্রিয় ও জিতষড়-বর্গ হইয়া, অপবর্গকামনায় ইহার সেবা করিবে। তৎপরে পৃথিবীতীর্থে সমাগত হইবে। সর্বভূতধাত্রী ধরিত্রী ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। দেবলোকেও ইহার প্রখ্যাতি শ্রূয়মাণ হইয়া থাকে। প্রথিতি আছে, পৃথিবী ইহার নির্ম্মাণ পূর্বক পিতামহের সকাশে সমাগত হইলে, দেবদেব কমলযোনি সর্বভূতের অন্তর্যামিনী অসামান্য শক্তি সহায়ে বসুন্ধরার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, বৎসে! যে ব্যক্তি তোমার প্রতিষ্ঠিত ঐ তীর্থে গমন করিবে, তাহার গোসহস্র-ফল লাভ হইবে। আমি সর্বদা দেবগণের সহিত তথায় সন্নিহিত থাকিয়া, উপাসকগণের অভীষ্ট পূরণ করিব। তোমার নামে উহার নাম প্রসিদ্ধ হইবে। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, প্রতিপর্বে তথায় পৃথিবীর যাবতীয় পুণ্য-ক্ষেত্র সমবেত হয়। দেবগণ তৎকালে বসুন্ধরার প্রীতি-সাধন জন্য তথায় আগমন করিয়া, ইতস্ততঃ বিচরণ করেন। তাঁহাদের শরীরসমুত্থিত শোভন গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হয়। ঐ সময়ে সুগন্ধি মলয়ানিল মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া থাকে; চন্দ্রের জ্যোতিঃ নির্ম্মল ও পরমসুখস্পর্শ হয়; আকাশের অপূর্ব প্রতিভা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। যাহাদের চিত্তবৃত্তি সংযত, ইন্দ্রিয়বর্গ বশীকৃত ও আত্মা পরমসমা-হিত এবং যাহারা নিস্পৃহ, নিরভিমান ও নির্লিপ্ত হইয়া, সর্বদা কায়মনে ভগবান্ বাসুদেবের সেবা করে, তাদৃশ

শুদ্ধসত্ব সিদ্ধ পুরুষগণ ঐ সকল অদৃষ্টপূর্ব অপূর্ব দৃশ্য ভোগ করিতে সক্ষম। সামান্য মনুষ্যের সামান্য দৃষ্টিতে তাহার দর্শনলাভ সম্ভব নহে। আমি শত শত বার এই তীর্থে গমন করিয়াছি। দেবী বসুন্ধরা জননীর ন্যায় অকপট প্রীতিভরে আমাদের বহন ও পোষণ করেন বলিয়া, ঐস্থান আমার সাতিশয় প্রীতিকর। গৌতম, জাবালি, বশিষ্ঠ, বামদেব, শততপা, সহস্রপাদ, জাতুকর্ণি, লোমশ, ধৌম্য, লোমপাদ, ঋষ্যশৃঙ্গ, আয়োদধৌম্য, অত্রি, হারীত, শঙ্কুকর্ণ, বেদশিরা, দ্বিমূর্দ্ধা, বেদগর্ভ, শৌনক, শাতাতপ, এবং অন্যান্য ঋষিগণও আমার ন্যায় কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ও শুদ্ধি কামনায় তথায় সর্বদা গতায়াত করেন। পার্বসময়ে তথায় ঋষিলোকের, সিদ্ধলোকের ও দেবলোকের একত্র আবির্ভাব হইয়া থাকে, বলিলেও, অসম্ভব বা অত্যুক্তি হয় না। তৎকালে তথায় শোভাসমৃদ্ধির একশেষ উপস্থিত হয়, ক্রিয়াযোগের চরমকাষ্ঠা লক্ষিত হয়, এবং জ্ঞানযোগেরও চূড়ান্ত কক্ষা আবির্ভূত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে তথায় স্নান করিয়া, দান, ধ্যান ও অর্চ্চনা করিলে, দেবী বসুন্ধরার প্রসাদে ও আদিদেব কমলযোনির অনুগ্রহে কোন কালে দুরবস্থা ভোগ করিতে হয় না। হে ভগবতি বসুধাত্রি! তুমি জননীর ন্যায় আমাদের বহন কর, এবং ঈশ্বরের ন্যায় আমাদের পালন কর। তুমি না থাকিলে, কেই বা আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান ও অনুগ্রহ করিয়া বহন করিত। স্বয়ং ভগবান্ সর্বভূতের সুখ নিলয় বিধান জন্য বরাহ রূপে অবতীর্ণ হইয়া, তোমাকে উদ্ধার ও স্থাপন করেন। তদবধি জীবগণ সুখসচ্ছন্দে বাস করিতেছে। হে দেবি! হে ভগবতি!

আমি সর্ব্বথা সুখবাসের অভিলাষে তোমারে নমস্কার করিতেছি; তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার কামনা পূরণ কর এবং আমার ন্যায় আমার সহজনি ও সহবাসী অন্যান্য জীবগণেরও বাসনা সফল কর। এইপ্রকার উল্লেখ করিয়া, পৃথিবী দেবীর পূজা করিলে, অভিমত সিদ্ধি সমাগত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তথা হইতে শালূকিনীতে গমন করিয়া, তীর্থসেবী ধীমান্ পুরুষ দশাশ্বমেধিকে অভিষেক করিলে, দশাশ্বমেধিক ফল লাভ করে। নাগগণের প্রশস্ত তীর্থ সর্পির্দর্বী সমাগত হইলে, অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ ও নাগলোক প্রাপ্তি হয় এবং কোন কালে সর্পভয়ে অভিভূত হইতে হয় না। পূর্ব্বে নাগরাজ বাসুকি পিতামহ ব্রহ্মার প্রীতিসাধন জন্য এই সর্পির্দর্বীর প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তদুপলক্ষে বক্ষ্যমাণ বাক্যে বর দিয়া বলিয়াছিলেন, নাগরাজ! আমি প্রতিপর্ব্বে তোমার এই প্রতিষ্ঠিত প্রদেশে সমাগত হইব। অদ্যাবধি ইহার নাম নাগতীর্থ হইবে। যাহারা এখানে আগমন করিয়া, স্নান, দান ও ধ্যানাদি করিবে, তাহাদের তৎসমস্ত অক্ষয় ফল প্রসব করিবে, সন্দেহ নাই। আমিও সতত তাহাদের প্রতি প্রীতিমান্ থাকিব। অধুনা তুমি প্রস্থান করিয়া, দেবগণের ও আত্মীয়গণের কার্য্য সাধন কর।

অনন্তর ধর্ম্মযুক্ত পুরুষ দ্বারপালে গমন করিবে। তথায় এক রাত্রি বাস করিলে, গোসহস্র ফল লাভ হইয়া থাকে। তথা হইতে বিজিতেন্দ্রিয় ও পুণ্যার্থী হইয়া, পঞ্চনদে গমন ও কোটিতীর্থে উপস্পর্শ করিলে, অশ্বমেধ ফল প্রাপ্তি হয়।

এবং অশ্বতীর্থে সমাগত হইলে, মনুষ্য রূপবান্ হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তদনন্তর ধর্ম্মকামনায় পরম প্রসিদ্ধ বারাহতীর্থে গমন করিবে। ভগবান্ বিষ্ণু পূর্ব্বে এই স্থানে বরাহরূপে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। হে মতিমন্! তথায় যথাবিধি স্নান করিয়া, ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে ভগবান্ বরাহের স্তোত্রপাঠ-সহকৃত বিশিষ্টরূপ উপাসনা করিলে, অগ্নিষ্টোমের ফললাভ ও বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে ভগবন্! হে আদিপুরুষ! হে কমলাপতে! তোমার মহিমা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য এবং চেষ্টাও অধ্যবসায় একান্ত দুরধিগম্য তুমি লোকমঙ্গলকামনায় অনায়াসেই ইতর-যোনি বরাহ রূপ ধারণ করিলে। সেই বরাহরূপী যজ্ঞ স্বরূপ তোমাকে নমস্কার। হে বরাহ! অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তোমার লোমসমূহ, পাতাল তোমার পাদ, স্বর্গ তোমার মস্তক, আকাশ তোমার শরীরবিস্তৃত, চন্দ্র সূর্য্য তোমার দুই চক্ষু, অগ্নি তোমার শরীরবিনিঃসৃত তেজোরাশির কণা-মাত্র, জগৎপ্রাণ সমীরণ তোমার শ্বাস প্রশ্বাস, পৃথিবী তোমার কটিদেশ, ধর্ম্ম তোমার নাভি, সত্য তোমার বক্ষ, শান্তি তোমার দীপ্তি এবং ন্যায় তোমার স্বভাব; দয়া, ক্ষ সেই অনুকম্পা, ধৃষ্টি, পুষ্টি, তুষ্টি, ঋদ্ধি, জয়, বিজয়, কল্যাণ তৎকালে ক্ষেম, অভয়, ইত্যাদি তোমার চেষ্টা। তুমি মোপ্ত হইলে, স্থিতিবিধান জন্য পৃথিবীর উদ্ধার করিয় দন গ্রহণ পূর্বক নমস্কার। হে আদিশূকর! হে যজ্ঞপুরু মপবিত্র আয়তনরূপে আমি পাপে তাপে জর্জ্জরিত, ও সং তে! তথায় অভিষেক বিক্রুত, শোকে দুঃখে ছিন্ন ভি লাভ হয়। তৎপরে একহংসে দলিত ও বিচলিত এব

ত্বদীয় পরমপবিত্র বিচিত্র তীর্থে শুদ্ধিকামনায় স্নান করি-
তেছি, আর যেন আমাকে সংসারনরকের কৃমি হইয়া, পরম-
পাপ পরিবারের দাস হইয়া, এবং অন্ধ স্নেহ মমতায় বিচালিত
ও ব্যাহত হইয়া, দুর্নিবার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয়। হে
মহাবরাহ! তুমি মহামোহরূপ অন্ধকারের প্রদীপ্ত দিবাকর,
দুঃখবিষাদ রূপ দুরন্ত ব্যামোহের মূর্ত্তিমান দিব্যৌষধ এবং
পাপ তাপরূপ জীবন্মৃত্যুর সাক্ষাৎ অমৃতরস। তোমাকে
বারংবার নমস্কার করিয়া, আমি প্রয়তচিত্তে পূতমনে
ঐকান্তিক ভাবে ত্বদীয় পবিত্র তীর্থবরে গাঢ়তর মগ্ন হইতেছি,
তুমি আমাকে উদ্ধার কর, উদ্ধার কর। হে আদিদেব!
হে অনন্ত! আমি মায়াপাশে বদ্ধ ও মোহজালে জড়িত
হইয়া, সংসার রূপ অপার সাগরে একাকী অবসন্ন দেহে
সন্তরণ পূর্ব্বক যে যাতনাপরম্পরা ভোগ করিয়াছি এবং
পাপীয়সী আশার দুরন্ত দাসত্বযোক্ত্র বহন করিয়া, যে
আত্যন্তিক মর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়াছি, তোমার প্রসাদে
তৎসমস্ত যেন আমাকে পুনরায় আক্রমণ না করে। আমি
সেই ভয়ে পুত্র দারাদি সমুদায় সংসার পরিহার, বিষয়
তা[illegible]সাদি সমুদায় বন্ধনছেদন এবং প্রীতি মমতাদি সাক্ষাৎ
আমি[illegible]সকল বিসর্জ্জন করিয়া, তোমার পবিত্র আশ্রয়ে মরণ
তুমি প্রত্যা[illegible]কুল হৃদয়ে সমাগত হইয়াছি, তুমি স্বভাবসিদ্ধ
কর। [illegible] প্রদর্শন করিয়া, পতিত আমাকে, পরিতাপিত
অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ[illegible]আমাকে ও হতভাগ্য আমাকে রক্ষা কর,
এক রাত্রি বাস করি[illegible]কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত মস্তকে বারংবার
তথা হইতে বিজিতেন্দ্রিয় [illegible] তুমি তদ্দ্বারাই প্রসন্ন হইয়া, আমাকে
ও কোটিতীর্থে উপস্পর্শ করিলে, [illegible] দেবদেব! হে আদিদেব!

দারুণ সংসারপিপাসায় আমার শরীর শোষ সমুপস্থিত হইয়াছে। সেইজন্য তোমার পরমপবিত্র পাদপদ্ম পরাগ-রেণু লেশ পানকরিয়া, জন্মের মত স্বস্থ ও শিবস্থ হইবার আশয়ে ত্বদীয় আশ্রয়ে সমাগত হইয়াছি। আমাকে কৃপা-পূর্ব্বক রক্ষা কর, রক্ষা কর। হে নাথ! হে অধিপতে! যে তুমি অতীব গুরুভরা পৃথিবীকে অনায়াসেই উদ্ধার করিয়া, সলিলপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়াছ, অতীবক্ষুদ্রভার ক্ষুদ্র আমাকে উদ্ধার করিতে সেই তোমার আয়াসস্বীকারের সম্ভাবনা কোথায়? আমি কেবল এই বিশ্বাসে ও এই সাহসে দুর্নিবার বিষাদ ভার কথঞ্চিৎ পরিহার করিয়া, ত্বদীয় সকাশে সমাগত হইয়াছি। তুমি আমাকে অনাথ জানিয়া, অসহায় জানিয়া ও পরমপাপশীল দুরাচার জানিয়া, নিজগুণে উদ্ধার কর, উদ্ধার কর। হে গুণময়! আদিবরাহ। তুমি যেরূপে পৃথি-বীর উদ্ধার করিয়াছ, সেইরূপে আমাকে উদ্ধার কর। নতুবা পাপাত্মা আমার উদ্ধারের উপায়বিরহ। ইত্যাদি পবিত্র বাক্যে বরাহের স্তব ও পূজা করিয়া, তথায়, অভিষেক করিবে।

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ পরমবিজয়শীল সোমতীর্থে সমা-বিষ্ট হইবেন। দেবগণ এই স্থানে সোমপান করেন। সেই জন্য তাদৃশ নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ভগবান্ চন্দ্রমা তৎকালে তাঁহাদের অগ্রণী হইয়াছিলেন। সোমপান সমাপ্ত হইলে, দেবগণ এক বাক্যে পিতামহের অনুমোদন গ্রহণ পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, অদ্যাবধি এই স্থান পরমপবিত্র আয়তনরূপে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইবে। হে মহামতে! তথায় অভিষেক করিলে, রাজসূয়যজ্ঞের ফললাভ হয়। তৎপরে একহংসে

গমন করিবে। তথায় গমনমাত্রে গোসহস্রদানের পুণ্য সঞ্চয় এবং নিষ্কলুষ হইয়া, পুণ্ডরীকযজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়।

তদনন্তর মুঞ্জবট নামে মহাদেবের পুণ্যাশ্রমে সমাগত হইবে। এই স্থান নিরতিশয় পুণ্যজনক। স্বয়ং দেবাদি-দেব মহাদেব তথায় স্বগণসমভিব্যাহারে নিত্য সন্নিহিত বিরাজ করেন। ইন্দ্রাদি লোকপালবর্গ শুভতিথিতে সমা-গত হইয়া, তাঁহার উপাসনা করেন। তৎকালে গন্ধর্বগণের সুমধুর গীতধ্বনির প্রতিধ্বনি নাতিস্পষ্ট সিদ্ধগণের শ্রূয়মাণ হইয়া থকে। এবং বিবিধ দিব্যবাদিত্রের বিচিত্র শব্দলহরী ইতস্ততঃ ব্যক্তাব্যক্ত বিচরণ করে। তৎকালে সেই স্থানের অভূতপূর্ব রমণীয়তা সহসা প্রাদুর্ভূত হয়। তথায় একরাত্রি বাস করিলে, গাণপত্যলাভ হইয়া থাকে। তথায় যে বিশালাক্ষী যক্ষী প্রতিষ্ঠিতা আছেন, তিনি ত্রিলোক-বিখ্যাত। তাঁহার উপাসনা করিলে, সমুদায় কামনা সুসম্পন্ন হয়। এই মুঞ্জবট প্রদক্ষিণ করিয়া, তীর্থসেবী মহামতি মানব পুষ্করগণের সঙ্গমস্থলে অভিষেক ও পিতৃদেবগণের তর্পণ করিলে, কৃতকৃত্য হইয়া, হয়মেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়েন।

তদনন্তর তিনি রামহ্রদে গমন করিবেন। শুনিয়াছি, ভগবান্ পরশুরাম অসামান্য বীর্য্যবলে ও অতিমাত্র প্রদীপ্ত তেজঃ সহায়ে ক্ষত্রকুল নির্ম্মূল করিয়া, পাঁচটী হ্রদ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তৎসমস্ত ক্ষত্রগণের রুধিরে পরিপূর্ণ করিয়া, পিতামহ ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছিলেন। এই হ্রদপঞ্চ রামহ্রদ বলিয়া বিখ্যাত। কেহ কেহ ইহাকে সমন্তপঞ্চক শব্দে নির্দ্দেশ করেন। সেযাহাহউক, হে মহামতে

ভাগ সুত! ভগবান্ জামদগ্ন্য এই রূপে তর্পণ করিলে, পিতৃগণ পরমতৃপ্ত ও সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, অয়ি মহাবীর্য্য রাম! আমরা তোমার পিতৃভক্তি ও বলবীর্য্যে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আমাদের সন্তোষার্থ যেরূপ দুষ্কর সাধন করিয়াছ, তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই এরূপ করিতে পারে কি না সন্দেহ। বৎস! তোমার এই সদনুষ্ঠান সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইবে। এবং লোকমাত্রেই ইহাকে দৃষ্টান্ত রূপে গণনা করিবে। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হইয়া, কায়মনে এইপ্রকার সদনুষ্ঠানে নিত্যপ্রবৃত্ত হও এবং প্রার্থনা করি, তোমার ন্যায় সৎপুত্রের পিতা হইতে যেন সকলেই অভিলাষী হয়। তাহা হইলে, সংসারে সদনুষ্ঠানের সীমা থাকিবে না এবং তৎজন্য পুণ্যসমৃদ্ধির ও সুখসম্পত্তির ও একশেষ উপস্থিত হইবে। বৎস! অধুনা তোমার এই সৎকার্য্যের প্রতিদান করিতে আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা জন্মিয়াছে। অতএব তুমি অভিমত বর গ্রহণ কর। তোমার ন্যায় কুলধ্বজ ও বংশভূষণ গুণবান্ পুত্রকে আমাদের অদেয় কিছুই নাই। অতএব তুমি সংকোচত্যাগপূর্ব্বক অভীষ্ট প্রার্থনা কর।

পিতৃগণ প্রিয় বাক্যে এইপ্রকার কহিলে, মহাতপা রাম কৃতাঞ্জলি ও বিনয়াবনত হইয়া, শান্ত মধুর সুন্দর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, পিতৃদেবগণ! আমি স্বকর্ত্তব্য সাধন করিয়াছি। ইহাতে আবার গৌরবের বিষয় কি ও অভিমানের অবসর কোথায়! যে পুত্র পিতৃগণের সন্তোষ সাধন না করে, তাহার ন্যায় হতভাগ্য ও হতজন্মা কেহই নাই। সেই রূপ, যে পুত্র ঐপ্রকার সন্তোষ সম্পাদন পূর্ব্বক সপর্দ্ধা বা

গৌরব বোধ করে, তাহার ন্যায় হতজন্মা ও হতভাগ্যও লক্ষিত হয় না। তথাপি, আপনাদের বাক্য শিরোধার্য্য। কেননা, পিতৃবাক্য পরিপালনই পুত্রের একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য। তাহার অকরণে প্রভূত প্রত্যবায় সম্ভবিত হইয়া থাকে। অতএব, আপনারা যদি প্রীত হইয়া, অনুগ্রহবিতরণে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, এই বর দিন, আপনাদের প্রসাদে আমি যেন পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হই। আমায় যেন পূর্ব্ববৎ প্রভূত ও অপ্রতিম ব্রহ্মসমৃদ্ধি লাভ হয় এবং দুর্নিবার রোষভরে ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস করিয়া, যে মহা-পাতক সঞ্চিত হইয়াছে, আপনাদের বরদানপ্রভাবে আমার যেন সেই পাতক বিগলিত হইয়া যায়। অধিকন্তু, ক্ষত্রিয়গণের রুধিরে যে হ্রদ পঞ্চ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তৎসমস্ত যেন ত্রিলোকবিখ্যাত তীর্থ হয়। আমি একমাত্র ইহাই প্রার্থনা করি। ইহা ভিন্ন আমার অন্য বরে অভিলাষ নাই। দেখুন, আপনারা যে আমার প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া-ছেন, ইহাই আমার পক্ষে অসুলভ ও মহান্ অনুগ্রহ। পুত্র এইপ্রকার অনুগ্রহই প্রার্থনা করিবে। কেননা, তাদৃশ অনুগ্রহেই তাহার স্বর্গ ও অপবর্গাদি যাবতীয় অভীষ্ট অধিষ্ঠিত হইয়াছে। তৎ অভীষ্ট প্রসব করিতে এই অনুগ্রহই একমাত্র পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখিলে, ইহাই অমৃত, ইহাই মোক্ষ, এবং ইহাই একমাত্র অসুলভ আশীর্বাদ, যে আশীর্বাদ পরলোকেও প্রবল হইয়া থাকে। এবং যে আশীর্বাদ সাক্ষাৎ নিত্যপুরুষ ভগবানের অনুমোদিত।

মহাতপা রাম এইপ্রকার কহিলে, পিতৃগণ তাহা আবর্ণন

পূর্বক পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস ভার্গব! তুমি কুশলী হও। তোমা দ্বারা আমাদের বংশ উজ্জ্বল, মুখ উজ্জ্বল, পরলোকপদবী নিরর্গল, এবং আত্মা সার্থক হইল। আমরা যথার্থ পুত্রবান্ হইলাম। এবং আমরা যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহাও সার্থক হইল। বৎস! তুমি যেরূপ পূজনীয়গুণসম্পন্ন, যেরূপ লোকোত্তর-জ্ঞানবিজ্ঞানবিশিষ্ট এবং যেরূপ অসামান্যবিদ্যাবুদ্ধিতে অলঙ্কৃত, তোমার বাক্য তদনুরূপ প্রশস্ত। ফলতঃ, তুমি সর্বথা আত্মসদৃশ মহৎ কার্য্য প্রয়োগ করিয়াছ। বলিতে কি, আমরা ইহা দ্বারা যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার তর্পণ দ্বারা সেরূপ হই নাই। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। প্রার্থনা করি, তোমার ঈদৃশ সদ্-বুদ্ধি যেন চিরকাল অব্যাহত থাকে; তোমার জ্ঞানের যেন কোন কালেই ক্ষয় হয় না। এবং তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহা সুসম্পন্ন হইবে। আমাদের প্রসাদে তোমার প্রতিষ্ঠিত হ্রদ সকল অক্ষয় তীর্থ রূপে পরিণত হইবে, তোমার তপঃসমৃদ্ধি উত্তরোত্তর নিরতিশয় বর্দ্ধিত হইবে; এবং ক্ষত্রিয়হত্যাজনিত পাতকও বিগলিত হইবে। অধি-কন্তু, তোমার অন্যান্য সমুদায় কামনাই সুসিদ্ধ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে তুমি অভীষ্ট প্রদেশে গমন ও যথাসুখে তপস্যা কর। কখন কোন বিঘ্ন তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। তোমার কীর্ত্তি অক্ষয় হইবে, যশ অনন্তকালস্থায়ী হইবে এবং প্রতিপত্তি সর্ব-লোকে বিখ্যাত ও অবিনশ্বর হইবে।

হে সুত! ঐ সকল হ্রদে স্নান করিয়া, পিতৃগণের তর্পণ

করিলে, তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া, দুর্লভ বর প্রদান পূর্ব্বক অভীষ্ট পূরণ করেন। এই রূপে পিতৃগণের প্রসাদে ভার্গবের হ্রদ সকল তীর্থ হইয়াছে। ব্রহ্মচারী হইয়া, তথায় অভিষেক করিলে, বহু সুবর্ণ লাভ হয়। পরমসিদ্ধ মহর্ষিগণ সর্ব্বদা তথায় যাতায়াত করেন। তাহাদের অধিষ্ঠান বশতঃ কুরুক্ষেত্রের মহিমা বর্দ্ধিত হইয়াছে। দেবলোকেও তাহাদের গৌরব শুনিতে পাওয়া যায়। মনে মনেও তাহাদের অভিগমন করিলে, পিতৃদেবের প্রসাদ লাভে সমর্থ হওয়া যায়। এবং দেবতারা ও ঋষিগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

সূত কহিলেন, ভগবন্ সত্যবতীহৃদয়নন্দন! আপনি অসীম যোগবলে অতীত ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। এবং ঘটিষ্যমাণ বিষয় সকল বর্ত্তমানের ন্যায় অনায়াসেই বলিতে পারেন। আপনার জ্ঞানচক্ষু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর বাহির কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। প্রত্যুত, অপ্রতিম ঐশী মায়ার ন্যায়, সর্ব্বত্র অবলীলাক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। আপনি শাস্ত্র সকলের পারদর্শী, পুরাণ সকলের অভিজ্ঞ, ইতিহাস সকলের বিশেষজ্ঞ এবং ঘটনা সকলের যথাযথ তত্ত্বজ্ঞ। আপনার জ্ঞান বিজ্ঞানের সীমা নাই, বহুদর্শিতার অন্ত নাই। আপনি সাক্ষাৎ পিতামহের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ, বৃহস্পতি অপেক্ষাও বুদ্ধিমান্ এবং স্বয়ং নারায়ণের অংশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। সুতরাং আপনার কোন বিষয়ে জ্ঞানের অভাব নাই। অধিকন্তু, আপনি অজ্ঞানান্ধ জনগণের মোহান্ধকারবিনাশ জন্য সাক্ষাৎ বিজ্ঞানমিহির রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনার প্রসাদে ও প্রভাবে

লোকের জ্ঞানচক্ষু বিকসিত হইয়াছে। সেই আপনি বলিতেছেন, ভগবান্ রাম যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দিগকে জয় করেন। মহাতপা রাম পরমব্রহ্মনিষ্ঠ ও অতিমাত্রযোগশীল। সর্ব্বদাই তপশ্চরণপূর্ব্বক পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া, অপবর্গের অন্বেষণ করেন। তাঁহার অভিমান ও অমর্ষের লেশ নাই। এবং হিংসা ও বিগ্রহবুদ্ধির সম্পর্ক নাই। ক্ষত্রিয়গণ অপরাধী হইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তপস্বীর অস্ত্রগ্রহণ ও যুদ্ধপ্রবৃত্তি নিরতিশয় বিস্ময়ের বিষয়। আপনার মুখে শ্রবণ করিয়া, আরও বিস্ময় ও কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। অতএব কিজন্য ও কিরূপে ভগবান্ রামের সহিত ক্ষত্রিয়গণের বংশবিনাশকর দারুণ যুদ্ধ উপস্থিত হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ণন করুন। মহাতপা রাম সামান্য কারণে এই জুগুপ্সিত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। তাঁহার ক্রোধের কোন গুরুতর কারণ থাকিতে পারে, যে কারণ সহসা সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কেননা, তপোনিষ্ঠ ব্রহ্মগতি যোগাচারী পুরুষগণ ইতর লোকের ন্যায়, সামান্য কারণে ক্ষুভিত ও সহসা অন্যায় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়েন না। তৃণাদি লঘুভার পদার্থ সকল বায়ুবেগে বিচলিত হইয়া থাকে, দেখিয়া, প্রস্তরাদির তদ্রূপতা কল্পনা করা উচিত হয় না। যাঁহারা লোকস্থিতি বিধান জন্য কায়মনে তপস্যা করেন, এবং সর্ব্বদা লোকের ঐকান্তিক উপকার সমাধান জন্য স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করেন এবং কোন রূপে সেই উপকার করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলে, তাহা কখনই পরিহার করেন না, তাঁহারা কিরূপে লোকের অমঙ্গল বিধানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, অনুভবেই উপস্থিত হইতেছে না। অতএব

অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাযথ কীর্ত্তন করিয়া, আমার সন্দেহ নিরসন, কৌতুক নিরাকরণ ও অভিলাষ পূরণ করুন। বলিতে কি, আমার ঔৎসুক্য উত্তরোত্তর ঘৃতসিক্ত বহ্নিবৎ সন্ধুক্ষিত হইতেছে।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

—)*++*(—

ব্যাসদেব কহিলেন, সূত! তোমার সন্দেহবিষয় অযথার্থ নহে। আকৌমার-ব্রহ্মচারী তপোনিরত ব্যক্তিগণ বালকের ন্যায় সরল প্রকৃতির অনুসরণ করেন। সংসারের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র সম্পর্কযোগ অভ্যাস করেন না। তথাপি, মহাতপা রাম যে কারণে ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস করেন, বলিতেছি, অবধান কর। ভৃগুবংশাবতংস মহাভাগ জমদগ্নিনন্দন সেই রামের চরিতকথা শ্রবণ করিলে, পরম পুণ্য সঞ্চয় হয়। অতএব আমি তাঁহার উৎকৃষ্ট ও মহৎ আখ্যান কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ কর। ভগবান্ রাম হৈহয়াধিপতি কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনকে সংহার করেন। শুনিয়াছি, অর্জ্জুনের সহস্র বাহু ছিল। এবং পরাক্রমের সীমা ছিল না। রাজর্ষি পরম ভক্তি সহকারে ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের পরিচর্য্যা করেন। মহাভাগ দত্তাত্রেয় তদীয় উপাসনায় পরমপ্রীতিমান্ ও প্রসন্ন হইয়া, অনুগ্রহস্বরূপ কার্ত্তবীর্য্যকে কাঞ্চননির্ম্মিত এক দিব্য বিমান প্রদান করেন। ঐ রথের গতি অব্যাহত ও বেগ

অসামান্য। তাহাতে আরোহণ করিলে, অনায়াসে ত্রিলোকী পরিক্রম করা যায়। হৈহয়পতি মহাপ্রভাব দত্তাত্রেয়ের বরপ্রভাবে নিতান্ত দর্পিত ও একান্ত উদ্ধত হইয়া, অকুতোভয়ে ও অসংকুচিত চিত্তে সেই কাঞ্চন রথে আরোহণ করিয়া, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিচরণ এবং দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস ও জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণের উৎপীড়ন করিতেন। ঐশ্বর্য্যমদে তদীয় চিত্তবৃত্তি একান্ত কলুষিত হইয়াছিল। তজ্জন্য তাঁহার গুরু লঘু জ্ঞান তিরোহিত ও হিতাহিত বোধ বিদূরিত হইয়াছিল। তিনি মত্তের ন্যায়, প্রমত্তের ন্যায়, যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেন। কেহ প্রতিষেধ করিলে, জ্বলন্ত অনলের ন্যায়, রোষভরে যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেন। তৎকালে তাঁহার ত্রিসীমায় গমন করা কাহারও সাধ্য হইত না। ক্রমে ক্রমে তদীয় অত্যাচারের একশেষ উপস্থিত হইলে, সমস্ত প্রজালোক একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলে, দেবগণ ও ঋষিগণ তদ্দর্শনে একত্র সমবেত হইয়া, পরস্পরা মন্ত্রণা করিয়া, দেবদেব মহাপ্রভাব জগৎপ্রভব জনার্দ্দনের সকাশে উপনীত হইলেন। এবং বিনয়নত্র বেদগর্ভ মধুর বাক্যে স্তব করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি প্রজাগণের জন্ম সময়ে রজোগুণ, স্থিতি সময়ে সত্ত্বগুণ এবং প্রলয় সময়ে তমোগুণ আশ্রয় করিয়া থাকেন। এই জন্য লোকে আপনার ত্রিবিধ মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যথাক্রমে ঐ ত্রিবিধ মূর্ত্তির অধিষ্ঠান। বাস্তবিক, আপনি এক ও অদ্বিতীয়, আপনার রূপভেদ কল্পনামাত্র। তথাপি, আমরা ঐ ত্রিবিধ মূর্ত্তির নমস্কার ও উপাসনা করি। হে আদিদেব! হে অচিন্ত্য! আমরা আপনার অংশাংশ হইতে প্রাদুর্ভূত

হইয়াছি। সুতরাং আপনার অপার মহিমার কি জানিব? আমরা কেবল এইমাত্র মহিমা অবগত আছি, যে, বিপদে পতিত হইলেই, আপনি তাহার উদ্ধার করেন। সে সময়ে আপনি ভিন্ন উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। হে বিষ্ণো! হে জগৎপতে! আমরা আপনার অনুগত ও পরমবশংবদ ভৃত্য। সর্ব্বদা আপনার সেবা করিয়া, সময় যাপন করিয়া থাকি এবং যাহাতে পরমপ্রভু ও পরমপাতা পিতা আপনার প্রসাদলাভে সমর্থ হইয়া, পরমপুরুষার্থ প্রাপ্ত হইতে পারি, তজ্জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করি। কিন্তু দুরাচার কার্ত্তবীর্য্য আমাদের অভীষ্ট বিষয়ে সাক্ষাৎ অন্তরায় রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। পাপাত্মা হৈহয় শুদ্ধ আমাদের নহে; আপনার বহুযত্নরক্ষিত প্রজালোকেরও সর্ব্বনাশ করিতেছে। সংসারের কেহই আর সুস্থ বা নিরুদ্বিগ্ন নহে। লোকের ধন প্রাণ রক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সংসারে বিপদের অভাব বা অসম্ভাবনা নাই, ইহা আমাদের বিলক্ষণ প্রতীত আছে। কিন্তু এই আপতিত বিপদ একান্ত দুর্নিবার ও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আপনি ব্যতীত এই বিপদের পরিহার করা অন্য কাহারও সাধ্য নহে। সেইজন্য ব্যাকুল ও উৎসুক হইয়া, রক্ষাকামনায় আপনার সকাশে সমাগত হইলাম। অনুগত ও শরণার্থী আমাদিগকে নিজগুণে রক্ষা করিয়া, স্বকীয় অসীম মহিমা ও লোকোত্তর করুণাগুণগৌরব প্রদর্শন করুন। দুরাত্মা যেরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে স্বল্পকাল মধ্যেই প্রজালোক নিঃশেষিত হইবার ঐকান্তিক সম্ভাবনা। আমরা মূর্ত্তিমান্ কৃতান্তের ন্যায় তাহার কঠোর দণ্ড সহ্য

করিতে কোন মতেই সমর্থ নহি। এবং দুরাত্মা যে তব প্রভাবে নিতান্ত উদ্দাম ও নিরঙ্কুশ হইয়া, লোকসকল বিদ্রাবিত করিতেছে, সেই মহর্ষিদত্ত মহাপ্রভাব বরেরও কোনপ্রকার প্রতিঘাত করিতে আমাদের সামর্থ্য নাই। অতএব আপনি অনুকূল ও অভিমুখীন হইয়া, স্বকীয় সৃষ্টি রক্ষা করুন। এবং পাপাত্মা অর্জ্জুনকে সংহার করিয়া, লোককণ্টক বিনষ্ট করুন। মহর্ষি দত্তাত্রেয় না বুঝিয়া বরদান করিয়াছেন, এবিষয়ে তাঁহার অপরাধ কি? পাপসহায় অর্জ্জুন উৎপথে প্রবৃত্ত হইয়া, সর্বথা তাঁহার অপমান করিয়াছে, ইহাও তাহার গুরুতর অপরাধ। কেননা, আপনি লোকস্থিতিবিধানার্থ যে সকল মহাত্মার অবতারণা করেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ আপনার স্বরূপ। ঐ স্বরূপের বিরোধীমাত্রেই সর্বথা দণ্ডার্হ। অন্ততঃ এই অনুরোধেও তাহাকে শাসন ও প্রশমিত করুন। ভগবান্ জনার্দ্দন শ্রবণ পূর্ব্বক সকলকে আশ্বস্ত করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত অর্জ্জুনবিনাশের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অনন্তর এবিষয়ে অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন, অর্জ্জুন যেমন ঋষির বরে উদ্ধত ও ঔৎপাতিক হইয়াছে, তদ্রূপ ঋষির হস্তেই আশু বিনষ্ট হইবে। এই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, অপ্রতিবিধেয় ও আশু ভবিষ্যমাণ হইয়াছে। পাপ করিয়া কেহ কখন পরিহার প্রাপ্ত হয় না। পাপের ফল অধঃপাত ও অপমৃত্যু। অতএব ঋষির সম্মানরক্ষার্থ প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমি স্বহস্তে এই মুহূর্ত্তে তাহাকে বিনাশ করিতে পারিতাম। কিন্তু দত্তাত্রেয় আমারই অংশ। অতএব তোমরা সময় প্রতীক্ষা কর। এই বলিয়া তিনি সকলকে বিদায় করিলে, তাঁহারা অর্জ্জুনকে

মৃত বলিয়া বোধ করত, স্ব স্ব স্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলেন।

ঐ সময়ে কান্যকুব্জে সর্ব্বলোকবিখ্যাত গাধি নামে মহাবল রাজা ছিলেন, তিনি কোন কারণে অরণ্যবাস আশ্রয় করেন। তথায় তাঁহার অপ্সরাপ্রতিম এক সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা সমুদ্‌ভূত হয়। ঐ কন্যার রূপসম্পত্তি অলোকসামান্য। স্বয়ং রতিও তাহার নিকট তিরস্কৃত হয়। তাহার বদনচন্দ্রমার অপূর্ব সৌকুমার্য্য ত্রিভুবনের আশ্চর্য্যভূত হইয়াছিল। হিংস্রজন্ত্বাদিপরিপূর্ণ অরণ্যের কথা কি, সচরাচর অমরোপম নগরাদিতেও তাদৃশ অসুলভ রূপরাশির সম্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। কাচমণির আকরে পদ্মরাগের ন্যায়, উষরভূমিতে শালিলতার ন্যায়, বিজন অরণ্যপ্রান্তরে ঐ কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু পুষ্পের সৌরভের ন্যায়, গুণের গৌরব কখন লুক্কায়িত হইবার নহে। পুষ্পলোভী মধুকরের ন্যায়, রূপলোভী ব্যক্তিগণ স্বল্পকালমধ্যেই তাহা অবগত হইল। এমন কি, ভৃগুবংশাবতংস মহর্ষি ঋচীক স্বয়ং সমাগত হইয়া, তাহার প্রার্থনা করিলেন। রাজা মহর্ষিকে সমাগত দর্শন করিয়া, প্রথমতঃ সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। পরে কন্যার লোকোত্তর রূপগরিমা পরিকলন করিয়া, সেই বিস্ময় বিপুল আনন্দরূপে পরিণত হইল। তখন তিনি আপনাকে সবিশেষ সৌভাগ্যশালী বোধ করিয়া, বিনয়নম্র মধুর বচনে মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার ন্যায় সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে কাহার না অভিলাষ হয়? লোকে যে যে পাত্রগুণের কামনা করে, আপনাতে তাহার অভাব নাই। আমার কন্যার রূপ যেমন অসামান্য, আপনার গুণরাশিও

তদ্রূপ লোকোত্তরস্বভাববিশিষ্ট। সুতরাং, কন্যাদানে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু প্রতিজ্ঞাপালন পুরুষের অবশ্য-কর্ত্তব্য পরমধর্ম্ম। তদনুসারে আপনাকে শুল্ক প্রদান করিতে হইবে। পাণ্ডুবর্ণ সহস্র অশ্ব কন্যার শুল্ক নিরূপিত করিয়াছি। ঐ সকল অশ্বের এক দিকের কর্ণ শ্যামবর্ণ হইবে। যে ব্যক্তি তাদৃশ শুল্ক আহরণ করিতে পারিবে, তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব।

ঋচীক শুনিয়া কহিলেন, রাজন্! তজ্জন্য চিন্তা নাই। আমি তথাবিধ অশ্বসহস্র আহরণ করিব। আপনি প্রস্তুত হইয়া থাকুন। আপনার বাক্য যেন সত্য হয়। এবং সত্যবতী যেন আমার ভার্য্যা হয়েন। এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি অশ্বের আহরণে গমন করিলেন। সলিল-পতি বরুণের সকাশে সমাগত হইয়া, তাঁহার নিকট অশ্ব সকল প্রার্থনা করিলেন। বরুণদেব পরমপ্রীত চিত্তে ঘোটক প্রদান করিয়া, কহিলেন, ভগবন্! আপনার ন্যায় মহাভাগ মহাত্মা লোক যাহার নিকট প্রার্থী রূপে সমাগত হয়, তাহার সৌভাগ্যের সীমা নাই। যাহারা ভবাদৃশ-সৎপাত্রে দান না করে, তাহাদেরও ধনসম্পদ নিতান্ত অসার ও অকিঞ্চিৎ। অদ্য আপনাকে দান করিয়া, আমার ঐশ্বর্য্য সার্থক ও জলাধিপত্য অন্বর্থ হইল। ফলতঃ, যাঁহারা লোকোপকার সংবিধান জন্য, সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার জন্য, ধর্ম্ম ও তপস্যার সমৃদ্ধি সমাধান জন্য এবং সত্য ও শান্তির পরিপালন জন্য জন্মগ্রহণ করেন, সেই পরমপ্রভাব ও পরম-পূজ্য ঋষিবংশের ক্ষয় না হয়, ইহা সকলেরই প্রার্থনীয়। আপনার ন্যায় মহাভাগ ব্যক্তি পরিণয় দ্বারা বংশপরম্পরা

বিস্তৃত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, ইহা সংসারের পরম সৌভাগ্য, বলিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি মহর্ষিকে ঘোটক সহিত বিদায় করিলেন। মহাতপা ঋচীক অশ্বলাভে নিরতিশয় হর্ষিত হইয়া, বরুণদেবকে যথারীতি সম্ভাষণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই সকল ঘোটক সমভিব্যাহারে উত্থিত হইলেন। এই রূপে ঘোটক সকল উত্থিত হয়, বলিয়া, সেই স্থানের নাম অশ্বতীর্থ হইয়াছে। সে যাহা হউক, মহাভাগ ঋচীক ঘোটক সমভিব্যাহারে সমাগত হইলে, মহীপতি গাধি অতিমাত্র প্রহৃষ্ট হইয়া, ধর্ম্মানুসারে বিধিপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বকীয় দুহিতা সত্যবতী সম্প্রদান করিয়া, কৃতকৃত্য বোধ করিলেন। তপোধন ভার্গব সত্যবতীকে ভার্য্যালাভ করিয়া, পরমপ্রীতিভরে তদীয় সমভিব্যাহারে বহুবৎসর যথাসুখে বিহার করিলেন। পতিপত্নী উভয়ের প্রীতির সীমা রহিল না। ঋচীক যেরূপ অভিমত পত্নী লাভে পরম প্রীতিমান হইলেন; সত্যবতী সেইরূপ অভিমত পতি লাভে ততোধিক হর্ষশালিনী হইয়া, কায়মনে তদীয় পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। যে সকল গুণ থাকিলে, স্ত্রীজাতির গৌরববৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়, সত্যবতীতে তাহার অধিক ভিন্ন কোন অংশে কিছুমাত্র ন্যূনতা ছিল না। তাঁহাদের পরস্পর যোগে অতিমাত্র শোভার আবির্ভাব হইয়াছিল। উভয়েই উভয়ের হিতকামনায় প্রবৃত্ত হইয়া, ঐকান্তিক চিত্তে পরস্পর সুখদুঃখ বিনিময় করত সাক্ষাৎ নির্ম্মল দাম্পত্যপ্রণয়ের ন্যায়, দর্শকগণের ও শ্রোতৃবর্গের মনোহরণ করিতেন। এক দিন এক ক্ষণের জন্যও পরস্পরের ঘৃণাকর বিরোধও লক্ষিত হয় নাই। হে সূত! সত্যবতী যেরূপ

সতীত্বের পরাকাষ্ঠা, ঋচীক তদ্রূপ সাধুতার অদ্বিতীয় নিদর্শন।

ঋচীকের পিতা পুত্রের এইপ্রকার অভিমত পত্নীলাভ-ঘটনা শ্রবণ করিয়া, যার পর নাই সুখী হইলেন। সপত্নীক পুত্রের দর্শন জন্য তদীয় চিত্তবৃত্তি একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিল। তিনি তাহার বেগধারণে অসমর্থ হইয়া, তথায় আগমন করিলেন। এবং পুত্রবধূকে অভিমতগুণশালিনী দর্শন করিয়া, নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া, পিতার যতদূর সাধ্য, তাহা অপেক্ষা অধিকতর আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পুরঃসর গদ্গদ বাক্যে কহিলেন, বৎস ঋচীক! বৎস সত্যবতি! চন্দ্র ও পূর্ণিমার ন্যায়, বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর ন্যায় তোমাদের শুভযোগ দর্শন করিয়া, অদ্য আমার নয়ন সার্থক হইল। অলৌকিক সৌভাগ্যক্রমেই তোমাদের পরস্পর শুভসংযোগ সংঘটিত হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি, কোন কালেই যেন চন্দ্রের সহিত পৌর্ণমাসীর ন্যায় তোমাদের বিচ্ছেদ সংঘটিত না হয়। তোমাদের উত্তরোত্তর-বর্দ্ধমান পরমবিশুদ্ধ দাম্পত্য দর্শন করিয়া, লোকে যেন তাহার অনুকরণ করে। ঈশ্বর যেন কোন কালেই তোমাদের মৃত্যু প্রেরণ না করেন; একমাত্র অমৃত যেন তোমাদিগকে আশ্রয় করে। তোমাদের চিত্তবৃত্তি যেন কোন কালেই অপ্রসন্ন না হয়। সত্য ও ধর্ম্ম যেন সর্ব্বকাল তোমাদের সহায় হয়েন। এবং শান্তি যেন পরম স্নেহময়ী জননীর ন্যায়, তোমাদিগকে চির-কাল ক্রোড়ে বহন করেন। অনন্তর তিনি স্নুষাকে কহিলেন, বৎসে! তুমি সাতিশয় বুদ্ধিমতী ও গুণবতী, স্বামির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা তোমাকে উপদেশ

করিতে হইবে না। তথাপি, গুরুজনেরা স্নেহের পাত্রকে উপদেশ করিয়া থাকেন। অতএব আমার বাক্যে অবধান কর। তুমি রাজপুত্রী, চিরকাল পরমদুর্লভ ভোগসুখে যাপন করিয়াছ। তোমার পিতার গৃহে কিছুরই অভাব নাই। চিরকাল দাসদাসীতে পরিবেষ্টিত হইয়া, তোমার সুখময় সময় অতীত হইয়াছে। মাদৃশ নিষ্কলন তপস্বীর গৃহে তাদৃশ সুখ ও তাদৃশ ঐশ্বর্য্যের সম্ভাবনা কোথায়? অতএব আমাদের যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূলে তোমার যেন সেই রাজতৃপ্তি সমুপস্থিত হয়। অদ্যাবধি তুমি তপস্বিনী হইলে; সুতরা বিষয়ীর সুখসচ্ছন্দ অদ্যাবধি তোমার দূর-তরে গমন করিল। এই পর্ণনির্ম্মিত জীর্ণ কুটীর যেন তোমার সেই রমণীয় পিতৃগৃহের মমতা দূর করিতে সমর্থ হয়। আর তুমি সেই রাজকুমারী নাই,ইহা যেন সর্ব্বদা স্মৃতি-পথে স্মরণ থাকে। স্বামী কোন কারণে কদাচ ক্রুদ্ধ হইলে, শান্ত মধুর কোমল বাক্যে তাঁহার সান্ত্বনা করিবে। কদাচ বৃথা অভিমানিনী বা অসহমানা হইয়া, প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইবে না। সর্ব্বদা স্বামীর সন্তোষ বিধান করাই পতিব্রতের লক্ষণ। অথবা, তোমার ন্যায় গুণবতী ললনাকে অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। এক্ষণে অভিমত বর গ্রহণ কর। আমি তোমার দর্শনে অতিমাত্র সন্তুষ্ট ও সম্ভাবিত হই-য়াছি। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।

সত্যবতী সাক্ষাৎ দেবকল্প শ্বশুরকে স্বয়ং সন্তুষ্ট দর্শন করিয়া, কৃতকৃত্য বোধ করিলেন এবং প্রফুল্ল মনে ও গদ্গদ বাক্যে কহিলেন, তাত! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমি ও আমার জননী উভয়েই যেন

পুত্রমুখদর্শনে সুখী হইতে পারি। আপনার আশীর্ব্বাদে মদীয় জনকজননীর কোন সুখেরই অভাব নাই। কিন্তু একমাত্র পুত্র বিরহে তাঁহাদের সকল সুখ বিফল হইয়াছে। পিতা মাতাকে সুখী ও সন্তুষ্ট করা পুত্রের অবশ্যকর্ত্তব্য পরম ধর্ম্ম। আমি সেই ধর্ম্মের অবশ্যপ্রতিপাল্য সর্বলোক বরণীয় দুশ্ছেদ্য অনুরোধ পরিহারে অসমর্থ হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয় সোৎসুক বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, যদি তজ্জন্য আমাকে পুত্রলাভে বঞ্চিত হইতে হয়, তাহাতেও আমার কিছুমাত্র ক্লেশ বা মনোহানির আশঙ্কা না করিয়া, আপনি শুদ্ধ জননীর অভিলাষ পূরণ করুন। শুনিয়াছি, গুরুলোকের ও দেবলোকের দর্শন কখন ব্যর্থ হয় না। অতএব অদ্য আমি নিশ্চয়ই চিরসঞ্চিত মনোরথ লাভে কৃতার্থম্মন্য হইব, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। ভাগ্যক্রমেই অদ্য পরম অভীষ্ট দেব আপনার শুভ সাক্ষাৎকার সংঘটিত হইল।

ভার্গব এই বাক্যে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া, প্রীত চিত্তে কহিলেন, বৎসে! সতী স্ত্রীগণের যেরূপ বিশুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করা সমুচিত, তোমার তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি লক্ষিত হয় না। আমি তোমার পিতৃভক্তিতে নিতরাং প্রীতিলাভ করিলাম। বলিতে কি, যাহারা পরমদেবতাস্বরূপ পিতামাতার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রীতি প্রদর্শন করে এবং সর্বদাই কায় মনে তাঁহাদের অকপট পরিচর্য্যায় স্ব স্ব প্রাণ মন সমাহিত করিতে কোন মতেই বিমুখ না হয়, দেবগণ অতিমাত্র প্রসন্ন হইয়া, স্বয়ং প্রবৃত্তি বিধান পূর্ব্বক তাহাদের অভিমত সিদ্ধি সম্পাদন ও পরলোকসমৃদ্ধি সাধন

করিয়া থাকেন, এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব তোমার মনোরথসিদ্ধির কিছুমাত্র ব্যাঘাত নাই। তুমি ও তোমার জননী তোমরা উভয়েই মনোমত পুত্র লাভ করিবে। বৎস! ঋতুকাল সমাগত হইলে, তুমি ও তোমার জননী পুত্রপ্রসব জন্য পৃথক্ পৃথক্ বৃক্ষ আলিঙ্গন করিও। তুমি স্বয়ং ডুম্বুর বৃক্ষ আর তোমার জননী অশ্বত্থ আলিঙ্গন করিবেন। আর এই চরুদ্বয় তোমার ও তোমার জননীর জন্য গ্রহণ কর। উভয়ে পরম যত্ন পূর্ব্বক এই চরু ভক্ষণ করিও; অভিমতপুত্রলাভে সমর্থ হইবে। এই বলিয়া মহর্ষি দর্শনপথ পরিহার করিলেন। সত্যবতী শ্বশুরদর্শনজনিত-সম্ভ্রমবশতঃ নিতান্ত মুগ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে আবার যুগপৎ আপনার ও জননীর উভয়েরই অভীষ্ট সাক্ষাৎ হইবে, এই চিন্তায় তাঁহার নিরতিশয় আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি মহর্ষির বাক্যবিস্মরণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন ও চরুপ্রাশন উভয়েরই বিপর্য্যয় করিলেন, অর্থাৎ তিনি স্বয়ং অশ্বত্থ আলিঙ্গন ও জননীর চরু ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। বহুকাল পরে মহর্ষি ভৃগু দিব্যজ্ঞান প্রভাবে এই ব্যাপার অবগত হইয়া, তথায় সমাগত হইলেন এবং শান্ত মধুর সুন্দর বাক্যে বধকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আপনার দোষে আপনি বঞ্চিত হইয়াছ। তুমি না জানিয়া, জননীর চরু ভক্ষণ ও অশ্বত্থ আলিঙ্গন করিয়াছ। এই বিপর্য্যয় প্রযুক্ত তোমার গর্ভে ক্ষত্রিয়াচার ব্রাহ্মণ পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। আর তোমার জননীর যে পুত্র জন্মিবে, ঐ পুত্র ক্ষত্রিয় কিন্তু ব্রাহ্মণাচার হইবে। এবিষয়ে আমার অপরাধ নাই। সত্যবতী শুনিয়া অতিমাত্র

দুঃখিতা হইলেন। কিন্তু গত বিষয়ের অনুশোচনায় প্রয়োজন নাই ভাবিয়া, শোকত্যাগপূর্ব্বক আপতিত ত্রুটির পরিহারবাসনায় শ্বশুরকে বারংবার প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ভৃগু মৃদুবাক্যে কহিলেন, বৎসে! আমি সর্ব্বকাল তোমার প্রতি প্রসন্ন আছি এবং সর্ব্বদাই কায়মনে তোমার ঐকান্তিক কল্যাণ কামনা করিয়া থাকি। কিন্তু দৈবনির্ব্বন্ধ অপরিহার্য্য, যাহা ঘটিয়াছে, কোন মতেই তাহার পরিহারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি অন্যবর প্রার্থনা কর। সত্যবতী এই বাক্যে কথঞ্চিৎ স্বস্থ হইয়া নতি-হর্ষিত উৎসুক ভাবে কহিলেন, ভগবান! আমার পুত্র ক্ষত্রিয়াচার হউক, আপনকার বাক্য সত্য হউক, তাহাতে আমার অনুশোচনা নাই। কিন্তু পৌত্র যেন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়। তাহা হইলেই আমি মনোরথের পার প্রাপ্ত হইব। বিধিকৃত কখনই অন্যথা হইবার নহে। অদৃষ্টের গতিও পরিবর্ত্তিত করা সহজ নহে। কর্ম্মের ফলও একান্ত দুরভিভাব্য। তজ্জন্য আপনার বাক্য মিথ্যা করিতে যত্ন করা উচিত নহে। যাহা ঘটিয়াছে, আমারই দুরদৃষ্টের পরিণাম, সন্দেহ নাই। আমি যদি সাবধান হইতাম, তাহা হইলে, এরূপ ঘটনা কদাচ সম্ভব হইত না। এইজন্য পণ্ডিতগণ সকল বিষয়েই সর্ব্বথা সাবধান হইতে উপদেশ করেন। কেননা, সাবধানে কখন বিনাশ নাই। অধুনা, আপনি ইতিকর্ত্তব্যতা বিধান করিয়া, আমার পরিতাপ নিবারণ করুন। ভৃগু সন্তুষ্ট হইয়া, পূর্ব্ববৎ শান্ত বাক্যে কহিলেন, বৎসে! শোক পরিত্যাগ কর। ভ্রম প্রমাদ, লোকের স্বভাবসিদ্ধ। ভবিতব্যতার প্রভাবও অপ্রতিহত। শতশঃ সাবধান হইলেও বিপদে

পতিত হইতে হয়। কেননা, এরূপ অনেক আপদ বিপদ আছে, যাহা ক্রমে ক্রমে বা স্বপ্ন বশেও কল্পনার পথে উপনীত হয় না। লোকে ঐ সকলের জন্য কিরূপে সাবধান হইতে পারে? অতএব ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তত্তৎ বিপদ সহ্য করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। যে বিপদের কোন-প্রকার প্রতিকার সম্ভাবনা নাই, অধীরতায় তাহার কি হইতে পারে? অধীর হইলে, তাহার বেগ বৃদ্ধি হয়। এইজন্য জ্ঞানপণ্ডিত সাধুগণ বিপদে ধৈর্য্য ধারণ উপদেশ করেন। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণীরা কখন বিপদে অধীর হয়েন না। পর্ব্বত সর্ব্বদা ধীর বলিয়া বায়ু-বেগে বিচলিত হয় না। অতএব গতানুশোচনা ত্যাগ কর। যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহা সিদ্ধ হইবে, পৌত্র ব্রাহ্মত্যাচার হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বলিয়া তিনি অভিমত দেশে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে সময় সমুপস্থিত হইলে, সত্যবতী যথাকালে জমদগ্নি নামে জ্বলদগ্নিকল্প এক সুকুমার কুমার প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র সাতিশয় তেজস্বী ও দিনদিন সমৃদ্ধি-মান হইতে লাগিলেন। সমুদায় বেদ ও ধনুর্ব্বেদ যুগপৎ তাঁহার প্রতিভাত হইয়া উঠিল। তিনি যুগপৎ মূর্ত্তিমতী তপস্যা ও সাক্ষাৎ সংযুগের ন্যায়, সাতিশয় গৌরব বহন করত সর্ব্বলোকের ভয় সম্ভ্রমের বিষয়ীভূত হইলেন। এবং এক কালে চন্দ্রাদিত্য বৎ প্রতিভাত হইয়া অপূর্ব্ব বিস্ময়া রসের অবতারণা করিলেন। তিনি আশ্রমে থাকিয়া জননীর সহিত তপস্যা করিতে লাগিলেন। সত্যবতী সর্ব্বদাই পুত্রের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিতেন। জননীর

সাহায্যে তদীয় তপঃসমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধিমতী হইতে লাগিলেন। কাল সহকারে তদীয় ঔরসে রেণুকার গর্ভে পাঁচ পুত্রের জন্ম হইল। তন্মধ্যে ভগবান রাম সর্ব্বকনিষ্ঠ তাঁহারা সকলেই পিতার সদৃশ তপস্বী ছিলেন। এবং তাঁহাদের তেজঃ ও তপোবীর্য্য অতুলিত ছিল। তাঁহাদের আবির্ভাবে পৃথিবীতে যেন ষট্ সূর্য্যের উদয় হইয়াছিল। সকলেই বেদবেদাঙ্গে পারদর্শী মহর্ষি ছিলেন। একদা তাঁহারা একত্রিত হইয়া, ফলমূল আহরণার্থে অরণ্যে প্রবেশ করিলে, নিয়তাব্রতা রেণুকা স্নান করিতে গমন করিলেন। গমনসময়ে পথিমধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ তদীয় দর্শনগোচরে পতিত হইলেন। চিত্ররথের রূপসম্পত্তির সীমা নাই। তিনি দেখিতে পরম সুকুমার এবং সাক্ষাৎ সৌন্দর্য্যের অবতার। তাঁহার রূপ ও মনোহারিতা জগদ্বিখ্যাত। রেণুকার ন্যায় মুগ্ধস্বভাবা ললনা তাহার বশবর্ত্তী হইবে, আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ পরমঋদ্ধিদান্ চিত্ররথকে দেখিবামাত্র রেণুকা চিত্তবৃত্তি সাতিশয় স্পৃহয়ালু হইয়া উঠিল। তিনি কোন মতেই বেগ ধারণে সমর্থ হইলেন না। কোথায় অতিবিলাসী চিত্ররথ, আর কোথায় বা তপস্বিন রেণুকা। দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। অদ্য নিশ্চয়ই ভাগ্যবিপর্য্যয় বশতঃ রেণুকার তাদৃশ অসম্ভাবিতপূর্ব্ব মতিবৈষম্য উপস্থিত হইয়াছিল। নতুবা, আজন্ম তপস্বী বনবাসীর মনে ইতরসুলভ বিকার সঞ্চরিত হইবে কেন? যাহা হউক, জলের স্বভাব স্নিগ্ধতা, তাহা কোন কারণে উষ্ণ হইলে, কত ক্ষণ তদবস্থ থাকিতে পারে? বুদ্ধিমতী রেণুকা পরক্ষণেই আপনার দারুণ

ব্যভিচার জানিতে পারিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য-ম্ভাবী অধঃপাতও জানিতে পারিলেন। জানিতে পারিয়া, তাঁহার বোধ হইল, পৃথিবী যেন ঘূর্ণায়মান হইতেছে এবং প্রগাঢ় অন্ধকার যেন চতুর্দ্দিক আবরণ করিয়াছে। সুত মৃত্যুর পূর্ব্বে যেপ্রকার অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহার অবিকল তদ্রূপ ঘটিল। ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় তদীয় কলেবর কম্পিত হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ চেতনা তাঁহাকে পরিহার করিল। কি করিব, কি হইবে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর ইতস্ততঃ চিন্তা করিয়া, কি চুই নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া, অবশেষে ব্যাঘ্রভয়ভীতা ক্ষুদ্র জম্বুকীর ন্যায় এবং ব্যাধ কর পরিতাড়িতা ব্যাকুলা হরিণীর নিতান্ত চকিত হইয়া সখরিত পদে ও কম্পিত হৃদয়ে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

মহাপ্রভাব ও মহাতেজা জমদগ্নি অপ্রতিহত যোগ-বলে সমুদয় প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। এই ঘটনা সমকালেই তদীয় জ্ঞানগোচর হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহাকে গোপন করা তাঁহার সাধ্য হইল না। মহর্ষি বিষম রোষভরে ঘৃতাহুত হুতাশনের ন্যায়, প্রজ্বলিত হইয়া, নিরতিশয় কঠোরস্বরে কহিলেন, রে পাপীয়সি! লোকে গোপনে পাপ করে, দেবতারা তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এবং তাহাদের আকার প্রকারও এবিষয়ের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে। সুতরাং, তুই গোপন করিবি কি, আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি। এই মুহূর্ত্তেই ইহার সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইবি। আমি স্বয়ং তোর দণ্ড করিতে পারিতাম। কিন্তু পাপীয়সী তোকে স্পর্শ করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। হায়, ইন্দ্রাদি

লোকপালবর্গও যাহাদের নিকট অবনত, তুই সামান্য গন্ধর্বের প্রলোভন অতিক্রম করিতে না পারিয়া সেই পরমপবিত্র ভৃগুবংশে কলঙ্ক আরোপ করিলি। সুতরাং ইহার প্রতিফল কোন রূপেই পরিহার করিতে পারিবি না। হায় কি দুর্ভাগ্য! আমা হইতে চিরনির্ম্মল ভৃগুবংশ অপবিত্র হইল? আমি যদি তোকে পত্নীত্বে বরণ না করিতাম, তাহা হইলে কখনই ঈদৃশ অগৌরব সংঘটিত হইত না। আমি না জানিয়াই সাক্ষাৎ কলঙ্ক স্বরূপ পরমপাপিনী তোকে গৃহে আনয়ন করিয়াছিলাম। মাদৃশ তপস্বীগণ তাদৃশ ক্ষুদ্রপ্রাণ চিত্ররথকে সামান্য ভৃত্য মধ্যেও গণ্য করেন না। বুঝিলাম, তোর স্বভাব অতি নীচ। সেই জন্য, কাক যেমন সরোবর ত্যাগ করিয়া, ক্ষুদ্র গর্ত্তের অনুসরণ পূর্বক তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করে, তুইও তেমনি মাদৃশ পূজ্যবংশীয়ের পরিহার করিয়া, ইতর যোনির সেবা করিতে কুণ্ঠিত হইলি না। বুঝিলাম, যাহার যে স্বভাব, সে সহজে তাহা ত্যাগ করে না। হস্তীকে স্নান করাইয়া ধৌত করিলে, সে পুনরায় ধূলি সংগ্রহ করিয়া, আত্মাকে মলিন করিয়া থাকে। তিনি এইরূপ ও অন্যরূপ বহুরূপবাক্যে পত্নীর যথোচিত ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তথাপি, তাঁহার ক্রোধের কিছুমাত্র উপশম হইল না।

তিনি এইরূপে ভর্ৎসনা করিতেছেন, এমন সময়ে রাম ব্যতিরেকে পুত্রচতুষ্টয় উপস্থিত হইলে, তাহাদের সকলকেই ক্রমে ক্রমে কহিলেন, তোমরা এই পাপীয়সী জননীকে এই মুহূর্ত্তে নিপাত কর? এই কলঙ্কিনীর মুখ দর্শন করিতে আর আমার স্পৃহা নাই। ইহাকে রক্ষা করিলে, পাপের

আশ্রয় দান প্রযুক্ত পাপে পরিলিপ্ত হইয়া, নরকগতি লাভ হইবে। বলিতে কি, ইহার সান্নিধ্য বশতঃ তপোবনের মলিনিমা উপস্থিত হইয়াছে। অতঃপর পাপীয়সীকে রক্ষা করিলে, সকলেরই ব্রহ্মতেজ বিগলিত এবং তজ্জন্য যোগাক্ষেম বিনষ্ট হইবে। অতএব কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া, সত্বর শিরনিপাত ও তদ্দ্বারা সকলের উদ্ধার কর। তিনি নির্বন্ধাতিশয় সহকারে সকলকে এইপ্রকার আদেশ করিলেন কিন্তু পুত্রগণ একে একে সকলেই তাদৃশ বৃহদ্‌বধে অসম্মত হইলেন। তদ্দর্শনে মহাভাগ ও মহাপ্রভাব জমদগ্নির ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর অমর্ষবশ হইয়া, লোহিত নেত্রে কহিতে লাগিলেন, বুঝিলাম, তোমাদের তপশ্চর্য্যা আত্মপ্রচ্ছাদন মাত্র; ধর্ম্মচর্য্যা কপটমাত্র এবং সত্যশীলতা মিথ্যাচরণের উপকরণ মাত্র। অথবা যাহার যেরূপ সহবাস ও যেরূপ জন্ম, তাহার স্বভাবও তদনুরূপ হইয়া থাকে। পাপীয়সীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া, তোমাদেরও মলিনতা উপস্থিত হইয়াছে। সেই জন্য, পাপাত্মা তোমরা পরমপূজনীয় পিতা আমার বাক্যে কর্ণপাত করিতেছ না। অতএব তোমাদেরও মুখদর্শনে আমার অভিলাষ নাই। তোমরাও পাপের সমুচিত প্রতিফল ভোগ কর। এ বিষয়ে আমার অপরাধ নাই। যে পুত্র পিতার বিরোধী, সে দেবগণের অভিশপ্ত ও ঈশ্বরের পরিত্যক্ত। সুতরাং এই মুহূর্ত্তেই তোমাদের পতন হওয়া সমুচিত। এবিষয়ে কালবিলম্ব হইলে আমার গুরুতর পাতক হইবার সম্ভাবনা। এই বলিয়া তিনি পূর্বাপরপর্য্যালোচনপরিশূন্য হইয়া, আর পুত্রস্নেহে জলাঞ্জলি

দিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে অভিশপ্ত করিলেন। পুত্রগণ পিতৃশাপে হতচেতন হইয়া, দেখিতে দেখিতেই মৃগ ও পক্ষীগণের এবং জড়ের সদৃশ ধর্ম্মাক্রান্ত হইলেন; সকলেরই পূর্ব্ব প্রতিভা দূরীভূত হইল, তপস্তেজ বিগলিত হইল, ব্রহ্মবর্চ অপোহিত হইল এবং জ্ঞানবিজ্ঞান পরিভ্রষ্ট হইল।

ঐ সময়ে পরবীরহা ভগবান্ রাম ফল মূল আহরণ পূর্ব্বক অরণ্য হইতে সমাগত হইলেন। জমদগ্নি দর্শনমাত্র তাঁহাকে সবিশেষ সমস্ত অবগত করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার জননী পাপে মলিনা হইয়াছেন। ইনি আর তপোবন বাসের ও জীবন ধারণের উপযোগিনী নহেন। অতএব সত্বর ইহাঁকে নিপাত কর। রাম শ্রবণমাত্র কিছুমাত্র বিচার না করিয়া, খরধার পরশু গ্রহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ জননীর শিরশ্ছেদন করিলেন। এবং পিতৃপদে প্রণাম করিয়া কহিলেন, তাত! আর কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। মহাতপা জমদগ্নি তৎক্ষণাৎ মহাক্রোধ সংযম-পূর্ব্বক নির্ব্বাণ অগ্নির ন্যায়, শীতল হইয়া, শান্তবাক্যে কহিলেন, বৎস! আমি তোমার এই কার্য্যে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এবং আপনাকে যথার্থ পুত্রবান্ বলিয়া, কৃতার্থম্মন্য বোধ করিলাম। যে পুত্র পিতৃবাক্য পরিপালন না করে, সে জননীর বিষ্ঠামাত্র, পৃথিবীর ভারমাত্র এবং সৃষ্টির কলঙ্ক-মাত্র। জ্ঞানপণ্ডিত সাধুগণ কুপুত্রের এই প্রকার কুৎসা করিয়াছেন। সৌভাগ্য বশতঃ আমি অতি সৎপুত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। বুঝিলাম, তুমিই আমার বংশের উদ্ধার ও মুখ উজ্জ্বল করিবে। আমি যেন তোমার ন্যায় সৎপুত্রের জন্ম জন্ম পিতা হই। বৎস! অদ্য তুমি যে আমাকে সন্তুষ্ট

করিলে, তাহার প্রতিদান করা বিধেয়। উপকারের প্রতি-দান দ্বারা পুণ্যের সঞ্চার ও দেবতারা প্রসন্ন হয়েন এবং আপনারও কৃতার্থতা ঘটিয়া থাকে। অতএব তুমি অভি-মত বর গ্রহণ কর।

রাম কহিলেন, তাত! পিতা যে পুত্রের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন, ইহাই তাঁহার অভিমত বর। পিতার প্রসাদ অপেক্ষা পুত্রের প্রার্থয়িতব্য আর কি আছে? তবে পরমগুরু পিতা আপনার বাক্য পালন করা বিধেয়। অতএব যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, আপনার বরে জননী নিষ্কলুষ হইয়া পুনর্জীবিত হউন, এবং আমি যে তাঁহার বধ করিয়াছি তাহা বিস্মৃত হউন; তাঁহাকে বধ করিয়া আমার যে পাতক সঞ্চয় হইয়াছে, তাহা অপনীত হউক; ভ্রাতৃগণ শাপমুক্ত হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হউন; এবং আমি যেন যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও চিরজীবী হই। আমার আর অন্য বরে অভিলাষ নাই। মহাতপা জমদগ্নি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, বৎস! আমার প্রসাদে তোমার সমুদায় প্রার্থিত সিদ্ধি হইবে। বলিতে কি, দেবগণ ইতিপূর্ব্বেই তোমার কামনা সফল করিয়া রাখিয়াছেন। আমি উপলক্ষ মাত্র। কেননা, সৎপুত্র সর্বদা দেবগণের অভিমত ও আশীর্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। পার্থিব আশীর্বাদের কথা আর কি বলিব? অদ্যাবধি লোকে তোমার নাম পরশুরাম বলিয়া, পিতৃ-ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ সর্বকাল বিখ্যাত হইবে। এবং স্মরণ করিলে, সকলেরই পুণ্যসঞ্চয় হইবে। অদ্যাবধি তোমার ন্যায় গুণবান্ পুত্রের পিতা বলিয়া আমারও গৌরববৃদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই। বৎস! তুমি কুশলী হও।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, রামাদি পুত্রগণ পূর্ব্ববৎ সমিৎ কুশাদি সংগ্রহার্থ অরণ্যে প্রস্থান করিলে, জমদগ্নি ভার্য্যার সহিত একাকী অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অনুপপতি মহাবল কার্ত্তবীর্য্য সহসা আশ্রমপদে সমাগত হইলেন। সপত্নীক ঋষি অতিমাত্র সম্ভ্রান্ত হইয়া, সাদরবাদসহকারে সবিশেষআশীঃসমাধান পূর্ব্বক কহিলেন, অদ্য ভাগ্যবশতঃ রাজদর্শন সম্পন্ন হইল। মহারাজ! আপনার ন্যায় মহাভাগ জনের সাক্ষাৎকারও আমাদের তপস্যার অন্যতম ফল। অধুনা, আপনার কুশল, আপনার রাজ্যের ও প্রজালোকের কুশল, এবং আপনার বলবাহনাদি সকলেরই কুশল? আমরা আপনার রাজ্যে বাস করি; আপনি রক্ষা করেন বলিয়া, নির্ব্বিঘ্নে তপশ্চরণ করি এবং তজ্জন্য সতত আপনার কুশল কামনা করিয়া থাকি। প্রার্থনা করি, আপনার রাজ্য নির্ব্বিঘ্ন হউক; রাজপদ চিরস্থায়ী হউক এবং রাজবুদ্ধি নিত্য প্রতিভাত হউক। অধিকন্তু, আপনার যেন ধর্ম্মে, সত্যে, শান্তিতে, পরলোকে ও ঈশ্বরে বিশুদ্ধ বুদ্ধির সঞ্চার হয়। ইহা অপেক্ষা মাদৃশ তপস্বিজনের অন্য প্রার্থয়িতব্য কি আছে? আপনি সুখী ও স্বস্থ থাকিলেই, প্রজালোকের মঙ্গল। বলিতে কি, নরপতিগণ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অংশ। তজ্জন্য মাদৃশ ঋষিগণেরও ঐকান্তিক নমস্য। আমি সেই কারণে আপনার সবিশেষ সপর্য্যা বিধান করিতেছি। এই বলিয়া তিনি বিহিত বিধানে তাঁহার সমুচিত পূজাবিধি সমাধা করিলেন।

ব্যাসদেব কহিলেন, সূত! কার্ত্তবীর্য্যের দুরাচারি-

মহর্ষি জমদগ্নির সবিশেষ পরিজ্ঞাত ছিল। হৈহয়পতি নিশ্চয়ই দুরভিসন্ধানবশংবদ হইয়া সমাগত হইয়াছেন, ইহাও তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। ঐ রাজর্ষি যে ধর্ম্মের শত্রু ও অধর্ম্মের মিত্র এবং তপস্যার মূর্ত্তিমান্ বিঘ্ন ও শান্তিলতার খরধার কুঠার স্বরূপ, তাহাও তাঁহার সবিশেষ বিদিত ছিল। কেন না, তৎকালে ভয়ঙ্কর ঔৎপাতিক গ্রহের ন্যায়, অর্জ্জুনের লোকবিদ্রোহিতা সর্বলোকপ্রখ্যাত হইয়াছিল। ফলতঃ মানুষ পতনের পূর্বে যেরূপ উদ্ধত হয়, হৈহয়পতির তাহাতে কিছুমাত্র অভাব ছিল না। মহর্ষির মন স্বভাবতঃ কোমল, উদার ও প্রবণ হইয়া থাকে, এই জন্য যুগপৎ দয়া, ভয় ও হিতৈষিতার বশংবদ হইয়া, শশব্যস্তে ও সসম্ভ্রমে ঐরূপে রাজার পূজা করিলেন। কিন্তু সর্পকে দুগ্ধদানের ন্যায়, তদ্দ্বারা বিপরীত ফল আপতিত হইল। অথবা হৈহয়রাজ কালপ্রেরিত হইয়া, অগ্নিপতিত শলভের ন্যায়, সদ্য বিনষ্ট হইবার জন্য সমাগত হয়েন। তাঁহার পাপের ভার পূর্ণ হইয়াছিল। লোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতারা আর তাহা সহ্য করিলেন না। সেই জন্য তিনি হতদর্প ও হতশ্রী হইবার অভিলাষে শান্তরসাস্পদ তপোবনে দুরভিসন্ধানসাধন জন্য প্রবেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং পরমহিতৈষী জমদগ্নির পরমহিতকর পবিত্র বাক্যে কর্ণপাত বা তদীয় পূজায় ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। প্রত্যুত, অতিমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় একান্ত নিরঙ্কুশ ও সমুদ্ধত হইয়া, মদভরে মহর্ষির অবমাননা পূর্বক সমুদায় আশ্রম প্রমথিত করিলেন। এবং প্রবল ঝটিকার ন্যায় একান্ত উদ্দাম হইয়া, তত্রত্য বৃক্ষ লতাদি সমুদায় এক

কালে ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন, । ঋষিগণ কেহ জপ, কেহ হোম, কেহ ধ্যান, কেহ বেদপাঠ, কেহ সামগান, কেহ অধ্যয়ন, কেহ অধ্যাপনা, কেহ তর্ক, কেহ মীমাংসা এবং কেহ বা অন্যান্য রূপে স্বকর্ত্তব্যে সন্নিবিষ্ট ছিলেন। সহসা এই উৎপাত দর্শনে আশ্রমস্থ মুগ্ধস্বভাব পশু পক্ষীর ন্যায় চকিত ও ব্যাকুল হইয়া, ইতস্ততঃ পলায়মান হইলেন। তাঁহাদের আসন ও স্রুগ্‌ভাণ্ডাদি যথাস্থানে পতিত হইয়া রহিল। তৎসমস্ত গ্রহণ করিতে কাহারও অবসর হইল না। সকলেই ঝটিকামুখনিপতিত তূলরাশির ন্যায়, এক কালেই দিগ্‌দিগন্তর আশ্রয় করিলেন। মহাভাগ জমদগ্নি নির্বাক্ ও নিরারম্ভ হইয়া, গম্ভীর বদনে সমুদায় দেখিতে লাগিলেন। মহর্ষির মনে ক্রোধ ও হিংসা সহজে স্থান প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং তিনি ভাল মন্দ কিছুই বলিতে অভিলাষী হইলেন না। পাছে ক্রোধের উদ্রেক হয় বলিয়া, উদাসীনব উপবিষ্ট রহিলেন। পরবীরহা কার্ত্ত-বীর্য্য নিতান্ত উদ্ধত ও নির্বিঘ্ন হইয়া, অনায়াসেই সমুদায় আশ্রম মর্দ্দন করিয়া, অবশেষে বলপূর্বক হোমধেনুর বৎস হরণ করিয়া লইলেন। তাহাতে সে সমুদায় আশ্রম প্রতি-ধ্বনিত ও জননীর হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া, করুণ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহর্ষিরও অতিমাত্র মর্ম্মব্যথা উপস্থিত হইল। তথাপি তিনি কিছুমাত্র বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, অম্লানচিত্তে দুরাচার কার্ত্তবীর্য্যের এই দারুণ অতি-ক্রম সহ্য করিয়া রহিলেন। হৈহয়পতি এই অবসরে বৎস সমভিব্যাহারে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন।

এদিকে মহাবীর্য্য রাম পরক্ষণেই আশ্রমে আগমন করিলেন। কিন্তু আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার প্রীতি সঞ্চারিত হইল না। তিনি দেখিলেন, উহার পাদপ ও লতা সকল ভগ্ন হইয়াছে; পশু পক্ষী সকল নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়াছে, তপস্বী সকল কে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন; তাঁহাদের আসন সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং স্রুক্‌ভাণ্ডাদি দ্রব্য সকল ভগ্ন পতিত রহিয়াছে। ফলতঃ, তপোবনের আর সে শোভা ও সে মাধুরী নাই। বেদপাঠ বন্ধ হইয়াছে, সামগান স্তব্ধ হইয়াছে, হোমগন্ধ নিরস্ত হইয়াছে এবং জপ যোগ পরাহত হইয়াছে। পিতা একাকী বসিয়া আছেন, তাঁহার বাক্‌শক্তি শূন্য হইয়াছে। তদ্দর্শনে রাম শশব্যস্ত হইয়া বিনয়সহকারে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন। জমদগ্নি আদ্যোপান্ত সমুদায় ঘটনা যথাযথ বর্ণন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! ক্রোধে তপস্যার ক্ষয় হয়। বিশেষতঃ, ভগবান্ দত্তাত্রেয় আমাদের সকলেরই মাননীয়। তাঁহার অবমাননা বা লংঘন করা উচিত বা সাধ্য নহে। আমি এই উভয় কারণে অগত্যা দুরাত্মার অসহনীয় অতিক্রম সহ্য করিয়াছি। কিন্তু পাপের উচিত দণ্ড হওয়া বিধেয়। তাহাতে আমার অপ্রবৃত্তি বা অপরাগ নাই। তুমি পিতার উপযুক্ত পুত্র। তোমাকে স্নেহবশতঃ সমুদায় কহিলাম। যাহা বিহিত হয়, কর। পাপাত্মা অতিমাত্র অন্যায় অনুষ্ঠান করিয়াছে। ইহাতে সবিশেষ ক্রোধের উদ্রেক হইতে পারে, সন্দেহ নাই।

পরবীরহা রাম স্বভাবতঃ সাতিশয় অমর্ষী ছিলেন।

কোন মতেই ছিদ্রাংশেও অন্যায় সহ্য করিতে পারিতেন না। পিতৃমুখে এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার রোষের পরিসীমা রহিল না। দুর্জ্জয় ক্রোধে অধরোষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিল; নয়নদ্বয় অগ্নিবর্ণ হইল; যুগান্তকালীন কৃতান্তের ন্যায় ভয়ংকর ভ্রূকুটির উদয় হইল; নিশ্বাস প্রশ্বাসে প্রলয়াগ্নি প্রবাহিত হইতে লাগিল; বদনমণ্ডলে সহসা যেন মৃত্যুর ছায়া আবিষ্ট হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভয়ংকর কঠিন স্বরে কহিলেন, তাত! পাপের প্রশ্রয়দান মহাপাপ। অতএব আমি দুরাত্মার এই অন্যায় ও অত্যাচার কোন মতেই সহ্য করিতে পারিব না। ভগবান্ দত্তাত্রেয় কখনই লোকসংহার জন্য বরদান করেন নাই। সুতরাং তাঁহার অমাননার সম্ভাবনা কোথায়? যাহারা উদ্ধত হইয়া, মদান্ধ হইয়া, অন্যায়পথে প্রবৃত্তিবিধানপূর্বক দেব-প্রসাদ কদর্থিত করে, তাহাদের সংহার করিলে, কখনই তপস্যার ক্ষয় হয় না। যে কোন রূপে শান্তিরক্ষা করাই তপস্যার ধর্ম্ম। ফলতঃ হৈহয়পতির পাপভার পূর্ণ হইয়াছে। সে শুদ্ধ আপনার তপোবন নহে, অন্যান্য অনেক ঋষির বিনাহেতুতে ও বিনাদোষে সর্বনাশ করিয়াছে। লোকমুখে প্রায়ই তাঁহার অত্যাচার শুনিতে পাওয়া যায়। স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও আতুরগণও তাহার নিকট পরিহার প্রাপ্ত হয় না। ঋষিগণ স্বভাবতঃ শান্তশীল বলিয়া তাহারে মার্জ্জনা করেন এবং অন্যান্যেরা দত্তাত্রেয়ের ভয় করিয়া থাকেন। পাপাত্মা এই কারণে অকিঞ্চিৎমাত্র

প্রশ্রিত ও উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে। আজি আর তাহার নিস্তার নাই। আমি কোন মতেই সহ্য করিব না। এই বলিয়া তিনি কুপিত কেশরীর ন্যায়, স্ফীত হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সুরুচির শরাসন ও সুশোভিত ভল্লপরম্পরা গ্রহণ করিয়া, যুদ্ধে প্রবলপরাক্রমপ্রকাশ-পুরঃসর দুর্নিবার রোষভরে কার্ত্তবীর্য্যকে আক্রমণ করিলেন এবং মূর্ত্তিমান্ কৃতান্তের ন্যায়, ভীষণভ্রূকুটিবিধানপূর্ব্বক জলদগম্ভীর ভয়ংকর স্বরে কহিলেন, রে পাপ! তুই মদে সমুদ্ধত ও গুরুলঘু জ্ঞানশূন্য হইয়া, অনেক মহাপাতক অনুষ্ঠান করিয়াছিস্। ভগবান দত্তাত্রেয় স্বভাবসুলভ সরলতা প্রযুক্ত পূর্ব্বাপরবিচার না করিয়া, করুণাবশতঃ পাপাত্মা তোমাকে বর দান করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপাতক তুই স্বভাবসুলভ কুটিলতা প্রযুক্ত তাহার গৌরব বা মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলি না। বুঝিলাম, কাচবণিক কখন পদ্মরাগের সম্মান বুঝিতে পারে না। যাহা হউক, তুই এতদিন যে পরিহার প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছিস্, তাহার বলে তোর সাহস যেমন অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়াছে, তেমনি অদ্য আমার হস্তে তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবি। আজি আর তোর কোন মতে নিস্তার নাই। দুরাত্মন্ রাজরূপী পরমকুটিল দুষ্ট নিশাচর! আজি তুই ক্ষুদ্রপ্রাণ মূষিকের ন্যায়, সিংহসদৃশ মদীয় ভুজপিঞ্জরে পতিত হইয়াছিস্। অতএব আপনার কাল আপতিত বলিয়া বোধ কর। সৌভাগ্যক্রমে অদ্য লোককণ্টক উদ্ধৃত হইবে; সৌভাগ্যক্রমে আজি তুই জলন্ত অনল-

সদৃশ মদীয় ক্রোধের বিষয়বর্ত্তী হইয়াছিস্; সৌভাগ্যক্রমে অদ্য মূর্ত্তিমান্ মহানিষ্ট পাপাত্মা তোমাকে সংহার করিয়া, লোকসকলের হৃদয়শাল উদ্ধার করিব এবং সৌভাগ্যক্রমে অদ্য তপস্যার মূর্ত্তিমান বিঘ্ন ও শান্তির সাক্ষাৎ অন্তরায় পরিহৃত হইবে। হায় কি আনন্দ! কি সৌভাগ্য! অদ্য লোক সকল নিরুদ্বিগ্ন, দেবগণ প্রকৃতিস্থ ও তপোধনগণ নিরাপদে হইবেন। আজি ঈদৃশ ও তাদৃশ অসীম সৌভাগ্য কোন মতেই ত্যাগ করিতে পারিব না। পাপাত্মন্! আজি তোমার এই বসন ভূষণবিভূষিত সুদিব্য রাজদেহ শৃগাল কুক্কুরের উদরসাৎ হইবে। পূর্ব্বে অনেক সময়, দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও তোমার নিদ্রা হয় নাই। আজি আমার প্রণোদিত এই শরশয্যায় শয়ন করিয়া, গাঢ় নিদ্রা তোমাকে অভিভূত করিবে। আর তোমার কোন কালেই জাগরিত হইতে হইবে না। যাহারা পাপ করে, তাহাদের পরিণাম এইপ্রকার বিসদৃশ ও ভয়ঙ্কর হইয়া থাকে। এক্ষণে স্মরণ কর, তুমি দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত হইলে, কে তোমার বন্দী কার্য্য সাধন করিবে। অনুতাপ করিলে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। কিন্তু আমার হস্তে পতিত হইয়া, তাহার অবসরমাত্র প্রাপ্ত হইবার কাহারই সম্ভাবনা নাই। আমি এক উদ্যমেই দুরাচার তোমার সংহার করিব। অদ্য পৃথিবীর ভার অপনীত হইবে। ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য কি আছে? অসুলভ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, কখনই তাহার সমুচিত ব্যবহার

কর নাই। প্রত্যুত, অতিদুরন্ত দস্যুর ন্যায় নিতান্ত নির্দয় ও নির্ম্মম হইয়া, অনবরত লোকসকল উদ্বেজিত করিয়াছ; সিংহ ব্যাঘ্রাদি ইতর পশুর ন্যায়, কেবল শোণিত শোষণ করিয়া, আত্মোদর পোষণ করিয়াছ; ঔৎপাতিক গ্রহের ন্যায়, নিতান্ত দুর্দ্দম্য হইয়া, অনবরত বিদ্রোহপরম্পরার অবতারণা করিয়াছ এবং সাক্ষাৎকৃতান্তের ন্যায়, নিরস্তকুশ হইয়া, অকৃতাপরাধে শত শত সরলপ্রাণ সংহার ও আহত করিয়াছ; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কত শত গুরুতর পাতক অনুষ্ঠান করিয়াছ; তাহা বলিবার নহে। অদ্য সেই সকলের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইবে। অতএব সময় থাকিতে থাকিতে আপনার আত্মীয় পরিজন সকলকে স্মরণ করিয়া লও এবং লোকের সর্বনাশ করিয়া, যে সুখপরম্পরা ভোগ করিয়াছ, তাহাও স্মরণ করিয়া লও। অতঃপর আর স্মরণ করিবার অবসর প্রাপ্ত হইবে না। অধিকন্তু, সেই সকলের মায়া ও মমতা পরিহার কর। কেননা, আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না। অতঃপর অনন্ত নরকপরম্পরা তোমার অধিবসতি হইবে। সেখানে পৃথিবীর কেহই তোমার সঙ্গে যাইবে না। তুমি আপনি যে পাপ করিয়াছ, আপনিই তাহা ভোগ করিবে। তোমার পাপের ভাগী কেহই হইবে না। হায় কি দুরদৃষ্ট! যে তুমি স্বর্গবাসেও সন্তুষ্ট হও নাই; সেই তোমার নরকবাস সংঘটিত হইবে।

বলিতে বলিতে রামের ক্রোধানল শতগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি আর ক্ষণবিলম্বও সহ্য করিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ সুশাণিতভল্লপ্রয়োগপূর্ব্বক কার্ত্তবীর্য্যের সহস্র বাহু

ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি ব্রহ্মতেজঃ ও ক্ষাত্রতেজঃ যুগপৎ এই উভয়ের সাক্ষাৎ অবতার। তদীয় অনন্তবীর্য্য ও দুরাধর্ষ প্রভাব সহ্য করা সহজ নহে। হৈহয়পতি স্বভাবতঃ সাতিশয় তেজস্বী হইলেও, তদীয় দুরন্ত প্রহারবেগ কোন মতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। অগ্নিপতিত শলভের ন্যায়, তৎক্ষণাৎ কালধর্ম্মের বশতাপন্ন হইলেন। দেবগণ অন্তরীক্ষে অধিরূঢ় হইয়া, এই ঘটনা দর্শন করিতেছিলেন। সহসা হৈহয়পতিকে মৃতপতিত অবলোকন করিয়া, স্বপ্নদৃষ্টবৎ বোধ করিলেন। অনন্তর সকলে সন্তুষ্ট হইয়া, একবাক্যে মহাতেজা রামের প্রশংসা পূর্ব্বক অনবরত পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিলেন। সমকালেই দিব্য বাদিত্রনিনাদে দিক্ বিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। গন্ধর্ব্বগণ আনন্দভরে অবশ হইয়া, সুস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিল; অপ্সরোগণ ততোধিক প্রীতিমান্ হইয়া, নৃত্য করিতে লাগিল। ফলতঃ, ক্ষণমধ্যেই সমস্ত সংসার আনন্দ পূর্ণ ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রামের গুণগানে জগৎ পরিপূরিত হইল। দেবরমণীগণ শঙ্খধ্বনি করিয়া, এই মঙ্গলঘটনার প্রতিনন্দনে প্রবৃত্ত হইলেন। বায়ু অনুকূল হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল; সমুদায় দিক্ যেন প্রসারিত হইয়া উঠিল এবং লোকের হৃদয় বিপুল পুলকভারে বারংবার স্ফীত হইতে লাগিল। কার্ত্তবীর্য্য স্বীয় দুরাচারিতা বশতঃ সকলেরই বিরাগসংগ্রহ করিয়াছিলেন। অথবা, সমস্ত সংসারই পাপের শত্রু হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে কাহারও বিষাদ বা অবসাদ উপস্থিত হইল না। এই জন্য, মনীষিগণ

পাপ করিতে প্রতিষেধ করেন পাপাত্মার আত্মীয় কেহই নাই।

সে যাহা হউক, রাম এই শুভকার্য্য সমাধান করিয়া, দণ্ডঘট্টিত ভুজঙ্গমের ন্যায়, সগর্জ্জনে দারুণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পিতৃসংকাশে সমুপস্থিত হইলেন এবং ভক্তিভরে প্রণাম পূর্ব্বক সমুদায় ঘটনা সবিশেষ নিবেদন করিয়া, কহিলেন, তাত! আপনার আশীর্ব্বাদ অখণ্ডনীয়। সুতরাং, সামান্যপ্রাণ কার্ত্তবীর্য্যের কথা কি, দেবগণও আপনার বিরোধী হইয়া, আমার নিকট পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। ফলতঃ, পিতার আশীর্ব্বাদ সাক্ষাৎ অমৃত ও মূর্ত্তিমান্ অবিনাশী তেজঃ। নিতান্ত সৌভাগ্যযোগ না হইলে, তাহা প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট। দুরাত্মা যেমন বৃথা ঐশ্বর্য্যে অন্ধীভূত ও বরগর্বে অতিমাত্র মত্ত হইয়া, আপনার বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তদ্রূপ আপনার আশীর্ব্বাদে আমার হস্তে তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছে। বলিতে কি, যে কেহ এইরূপে আপনার অপকার চেষ্টা করিবে, আপনার অখণ্ড আশীর্ব্বাদে তাহারই মস্তক ছেদন করিব। বিধাতা কখন আপনার সৃষ্টির মূর্ত্তিমান্ অন্তরায় স্বরূপ পাপের পরিহার প্রদান করেন না। কিয়ৎকালের জন্য পরিহার প্রদান করিলে, অবশেষে এক উদ্যমেই সংহার করিয়া থাকেন। দুরাচার হৈহয়পতি তাহার নিদর্শন। দেখুন, দুরাত্মা বহুকাল যাবৎ পাপপরম্পরা অনুষ্ঠান করিয়া জীবিত ছিল। অবশেষে এক উদ্যমেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। পাপ করিলে সকলেরই এইপ্রকার দারুণ

বিপরিণাম উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহামতি জমদগ্নি শুনিয়া সাতিশয় সুখী ও সন্তুষ্ট হইলেন। এবং আন্তরিক অকপট আশীঃ সহকারে কহিলেন, বৎস! তুমি লোককণ্টক উদ্ধার করিয়াছ; দেবতারা তোমার মঙ্গল করুন। এবং তোমার এই সর্বলোকমঙ্গল দিব্য তেজঃ আরও বর্দ্ধিত হউক। লোকের উপকার করাই যথার্থ সাধুতার লক্ষণ। সৌভাগ্য ক্রমে তুমি সেই সাধুতাভূষণে অলঙ্কৃত হইয়াছ। ইহা অপেক্ষা পিতা আমার প্রীতির ও সুখের বিষয় কি আছে? এই লোকোপকাররূপ মহাগুণে স্বয়ং ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা, লোকের উপকার সাধন করাই জগৎ বিভু পরমাত্মার প্রধান উদ্দেশ্য। যাহারা সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করে, তাহাদের কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। অতএব তোমার সমুদায় কামনাই সম্পন্ন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বলিয়া তিনি সবিশেষ স্নেহ সহকারে পিতৃভক্ত রামের মস্তক আঘ্রাণ পূর্বক সমুচিত অভিনন্দন করিলেন।

এদিকে, অনূপপতি নিহত হইলে, তদীয় দায়াদগণ যারপরনাই শোকাবিষ্ট হইল। তাহাদের সকলেরই প্রকৃতি প্রায় অর্জ্জুনের সদৃশ সাতিশয় কুটিলভাবাপন্ন। সুতরাং বৈরনির্যাতনে তাহাদের একান্ত অভিলাষ হইল। তাহারা কোন মতেই মনোবেগ সংবরণ করিতে সমর্থ হইল না। কিন্তু মহাতেজা রামের দুরন্ত প্রভাব ও দারুণ বীর্য্য তাহাদের পরিজ্ঞাত ছিল। সেজন্য, সাক্ষাৎকারে

কোনরূপ প্রতিহিংসা করা অসাধ্য ও দুঃসাহস ভাবিয়া, গোপনে তাহার বিধান করিতে উদ্যুক্ত হইল এবং অনবরত তাহার সমুচিত উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল। হে সুতনন্দন! তাহাদেরও কাল পূর্ণ হইয়াছিল। মৃত্যু, অর্জ্জুনের ন্যায়, তাহাদিগকেও আহ্বান্ করিতেছিল এবং পৃথিবীও তাহাদের ভারে নিপীড়িত হইয়া, আর বহন করিতে উৎসুক ছিলেন না। তজ্জন্য, তাহারা এই দারুণ দুশ্চেষ্টায় প্রতিনিবৃত্ত হইল না। একদা রামাদি সকলে পূর্ব-বৎ কুশসমিধ, আহরণার্থে অরণ্যে গমন করিলে, জমদগ্নি একাকী উপবিষ্ট ও পরব্রহ্মের ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া আছেন; পার্শ্বে হোমধেনু বৎসের সহিত রোমন্থন করিতেছে, অন্যা-ন্যেরা যাহার যে কার্য্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া, নিরুদ্বেগে আসীন আছেন; কোন দিকে কোনরূপ উৎপাতের শঙ্কা নাই; আশ্রমস্থ মুগ্ধস্বভাব হরিণহরিণীগণ নিঃশঙ্কে ইতস্ততঃ বিচ-রণ করিতেছে; শান্তস্বভাব ঋষিবালকগণ নির্ভয়ে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্রস্বভাব শ্বাপদগণের সহিত সটাদি সংযম ও লাঙ্গুলাদি গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছে, পক্ষিগণ কেহ নীড়ে, কেহ বৃক্ষশাখায়, কেহ লতাকুঞ্জে এবং কেহ বা কুটীরশিখরে উপবেশন্ করিয়া, ঋষিগণের বেদপাঠের প্রতিধ্বনি করিতেছে; তাহাদের সুমধুর কলনিনাদে তপো-বন পূর্ণ হইয়াছে; দিব্য মোহন হোমগন্ধ মৃদু মন্দ বায়ুভরে হিল্লোলিত হইয়া, সকলের ঘ্রাণরন্ধ্র আপ্যায়িত করিয়া, ধীরে ধীরে ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইতেছে এবং বৃক্ষ ও লতা সকল সুশীতল সুখস্পর্শ সমীরণের প্রতিঘাতে ঈষৎ আন্দো-লিত হইয়া, পথশ্রান্ত পথিকদিগকে যেন আহ্বান করিতেছে;

এমন সময়ে মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যের দুরাচার সহায়-গণ দুর্ব্বুদ্ধিপরতন্ত্র ও দুর্নিবার কাল প্রেরিত হইয়া, সদ্যো-মৃত্যুর অভিলাষে সিংহের গুহামধ্যে জম্বুকের ন্যায়, সর্পের গর্ত্তমধ্যে মূষিকের ন্যায় অথবা শ্যেনেরকুলায় মধ্যে ক্ষুদ্র-প্রাণ চটকের ন্যায়, তাদৃশ শান্তরসাদিপাদ তপোবনে প্রবেশ করিল। ভীরুস্বভাব শান্তপ্রকৃতি জমদগ্নি লোকক্ষয়পরি-হারকামনায় শান্তবাক্য প্রয়োগ করিয়া, তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কাল আসন্ন হওয়াতে তাহারা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, দুর্দ্দান্ত দস্যুর ন্যায়, সমস্ত তপোবন উপদ্রুত করিল। অবশেষে খরধার-শর-প্রহারপুরঃসর নিরীহমতি জমদগ্নিকে আক্রমণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিহত করিল। আশ্রমবাসী ঋষিগণ এই ঘটনা দর্শনে নিতান্ত ভীত ও ব্যাকুল হইয়া, স্ব স্ব প্রাণরক্ষার অভিলাষে কেহই এ বিষয়ে কিছুমাত্র বাঙ্-নিষ্পত্তি করিলেন না। সকলেই একান্ত উৎসুক হইয়া, ভগবান্ রামের আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। হে সূত! দুরাত্মারা রামের প্রভাব অবগত ছিল। তিনি যে কুপিত হইলে, এক উদ্যমেই তাহাদের সকলকে সংহার করিতে পারেন, ইহাও তাহাদের বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত ছিল। এইজন্য তাহারা আর অধিক বিলম্ব না করিয়া, শশ-ব্যস্তে আশ্রম হইতে বহির্গত ও যথাস্থানে সমাগত হইল।

ব্যাসদেব কহিলেন, সূত! দুরাচার দায়াদগণ এই রূপে মহাভাগ জমদগ্নিকে সংহার করিয়া, অপক্রান্ত হইলে, ভগবান্ রাম অব্যবহিত পরক্ষণেই সমিৎকুশ হস্তে আশ্রম-পদে প্রবেশ করিলেন। তিনি যখন আশ্রম হইতে

বহির্গত হয়েন, তখন তাঁহার মন অপ্রসন্ন হইয়াছিল। সচরাচর অনিষ্টদর্শনের পূর্ব্বক্ষণে এইপ্রকার অপ্রসত্তি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু, কর্ত্তব্যের অনুরোধে অগত্যা অরণ্যে গমন করিতে হইয়াছিল। অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, বিবিধ দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল। তজ্জন্য অধিক বিলম্ব না করিয়া সত্বরে তপোবনে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই পিতৃসন্দর্শনে একান্ত উৎসুক হইলেন। তিনি স্বভাবতঃ সাতিশয় পিতৃভক্ত। পিতৃদেবের চরণবন্দন ও সন্দর্শন না করিয়া, কখনই কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেন না। যাইবার সময় ও আসিবার সময় উভয় কালেই অগ্রে পিতার সমুচিত সভাজন ও অভিবাদন করিতেন। তাঁহার দৃঢ়তর প্রতীতি ছিল, পিতার সন্তোষেই দেবগণের সন্তোষ এবং পিতার উপাসনা, দেবগণের উপাসনাসম্পন্ন হইয়া থাকে। তিনি এই প্রকার সদ্‌বুদ্ধির প্রণোদিত হইয়াই, সর্ব্বদা পিতার প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিতেন। তাহাতে ভাল মন্দ বিচারণা করিতেন না। জননীহত্যায় যে গুরুতর মহাপাতক সঞ্চিত হয়, তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তথাপি পিতার আদেশপালন পরম ধর্ম্ম জ্ঞানে তাদৃশ অনুষ্ঠানে সহসা প্রবৃত্ত হয়েন। ইহাঁতেই তাহাঁর পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়।

সে যাহা হউক, অদ্য তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিন অপেক্ষা সমধিক উৎসুক হইয়া, আশ্রমে প্রবেশমাত্র পিতার সন্দর্শন ও চরণবন্দনার্থ গমন করিলেন। কিন্তু গমন করিয়াই দেখিলেন, তদীয় পরমদেব পিতৃদেব পরলোক গমন করিয়াছেন এবং নিতান্ত অনাথের ন্যায় পতিত রহিয়াছেন। দর্শনমাত্র প্রথমতঃ

স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায়, বোধ করিয়া, একান্ত চকিত হইয়া রহিলেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, প্রত্যাগত হইয়া, পিতাকে আর দেখিতে পাইবেন না। অথবা এই রূপে অসহায় হইয়া পিতৃদেব পরলোকের অতিথি হইবেন, ইহাও তাঁহার কল্পনাপথে কখনই সমুদিত হয় নাই। সুতরাং, দর্শনমাত্র তাঁহার শোকসাগর একেবারেই উদ্বেল হইয়া উঠিল। অচলরাজ হিমাচলের ন্যায়, তাদৃশ ধৈর্য্যনিধি এক বারেই বিচলিত ভাব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি উচ্ছলিত মনোবেগ কোন মতেই সহ্য করিতে না পারিয়া, অতিমাত্র দুঃখ ও বিষাদভরে অনর্গল অশ্রুসলিল বিনির্গলিত করিয়া, গদ্‌গদ বচনে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

ব্যাসদেব কহিলেন, সূত! তিনি মৃতপতিত পিতার চরণযুগল পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ভক্তিভরে গাঢ়তর বারংবার আলিঙ্গন ও মস্তকোপরি সযত্নে স্থাপন এবং প্রগাঢ় প্রীতি-ভরে পুনঃ পুনঃ চুম্বন ও আঘ্রাণ করিয়া, করুণস্বরে কহিতে লাগিলেন, তাত! আপনি কিজন্য ধূলায় শয়ন করিয়া আছেন? কিজন্য আপনার প্রসন্ন মুখকমল ঈদৃশ ম্লান হইয়াছে? কিজন্য আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় সাদর ও মৃদুবাক্যে

সম্ভাষণ করিতেছেন না ? আমি পূর্বে কখন আপনাকে এরূপ ম্লান, অপ্রসন্ন ও নিরুত্তর অবলোকন করি নাই। আমি নিকটে আসিতে না আসিতেই আপনি উৎসুক ও অভিমুখীন হইয়া অগ্রে আমাকে আলিঙ্গন করিতেন এবং চরণে পতিত হইলে, স্নেহভরে উত্থান করাইয়া, কোমল করে অঙ্গের ধূলি অপনীত করিতেন। আজি আমি বারংবার ব্যাকুল হইয়া, আপনার চরণারবিন্দে লুণ্ঠিত হইতেছি, তথাপি আপনি আমাকে উত্থান করাইতেছেন না, ইহার কারণ কি ? তাত! আমি আপনার একান্ত ভক্ত ও অনুগত। ইহা জানিয়াও আমাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। আপনি আমাকে না বলিয়া ও সমভিব্যাহারে না লইয়া, কখন একাকী কোন স্থানে গমন করিতেন না। আজি কেন তাহার বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান করিলেন ? আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি, সেইজন্য এরূপ বিসদৃশ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাত! পিতার বিরক্তি ও অপ্রসন্নতা অপেক্ষা অভিশাপ ও অপমৃত্যু শতগুণে শ্রেয়স্কর। অতএব আপনি কেন আমাকে অভিশপ্ত করিলেন না। তাহাতে আমার ঈদৃশ দারুণ বিপদ ও অবসাদ উপস্থিত হইত না। তাত! আমি আজিও আপনার অপার স্নেহ ও পালন গুণে সেই সুকুমার শিশু আছি। আপনি পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, শিশু আমার কি হইবে, অন্ততঃ ইহাও আপনার একবার চিন্তা করা কর্ত্তব্য। ঐ দেখুন, বৃদ্ধবিহঙ্গম কুলায় হইতে বহির্গত হইয়া, অতি কষ্টেও আপনার অবজাতপক্ষ উড্ডয়নসমর্থ শাবকের জন্য আহার সংগ্রহ করিতেছে। আমি সমর্থ ও সক্ষম হইলেও, আপনি

প্রতিদিন এইরূপে আমার জন্য আহার সংগ্রহ করিয়াছেন। এবং আমাকে ভোজন না করাইয়া স্বয়ং কখন ভোজন করেন নাই। অতঃপর কে আমাকে সেইরূপে ভোজন প্রদান করিবেন। আপনার নিকট আমার অভিমানের সীমা ছিল না। আপনি তৎসমস্ত অনায়াসেই সহ্য করিতেন। কখন বয়স্ক ভাবিয়া তাহাতে বিরক্ত হইতেন না। স্নেহ ও মমতা ত্যাগ করা তপস্বির স্বভাব। আপনি স্নেহ মমতা অনায়াসে ত্যাগ করিয়া, নিতান্ত নির্দ্দয়ের ন্যায়, একাকী গমন করিলেন, যাহা হউক, গাত্রোত্থান করুন। আপনার জন্য পরম যত্ন পূর্ব্বক এই সমিৎকুশ আহরণ করিয়াছি। উঠিয়া এই সমস্ত পূর্ব্বের ন্যায় পরম প্রীতিভরে গ্রহণ করিয়া, আমরা পরিশ্রম সার্থক ও স্বকর্ত্তব্য সাধন করুন। ঐ দেখুন, তপস্বিগণের পরম শ্রদ্ধাস্পদ হোমবেলা উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখুন, যজ্ঞীয় অগ্নি স্বয়ং প্রজ্জ্বলিত হইয়া, ঊর্দ্ধ প্রবণ শিখারূপ হস্ত-বিসারণ পূর্ব্বক আপনাকে আহ্বান করিতেছেন। ঐ দেখুন আপনার পরম প্রীতি ভাজন হোমধেনু ভোজনবেলা উপস্থিত দেখিয়া, বৎসের সহিত তারস্বরে বারংবার চীৎকার করিতেছে। উঠিয়া ইহাকে পূর্ব্বের ন্যায় স্বহস্তে ভক্ষণ প্রদান করুন। তাতঃ আপনি লোকক্ষয়-মহাপাতক জানিয়াও, পূর্ব্বে ইহার বৎসের জন্য আমাকে তাহারা প্রবর্ত্তিত করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। আর আজি কেন ইহার চীৎকারে কর্ণপাত করিতেছেন না? ঐ দেখুন, ঋষিগণ আপনার অভিবাদন ও অভ্যর্থনা জন্য সমাগত হইয়া, চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান আছেন। আপনি অনুমতি না করিলে,

ইহাঁরা কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েন না। ঐ দেখুন, আপনার কৃত্রিম পুত্র কন্যা হরিণ হরিণী উৎসুক ও ব্যাকুল হইয়া, বারাংবার লোলজিহ্বায় ভবদীয় চরণার বিন্দের, ধুলি লেহন করিতেছে। ইহাদিগকে পূর্বের ন্যায় আলিঙ্গন ও সম্ভাষণ করিয়া, পরিতৃপ্ত ও অপ্যায়িত করুন। তাতঃ! ঐই হস্তিশাবক আপনাকেই পিতা মাতা বলিয়া অবগত আছে সেইজন্য প্রতিদিন আপনার হস্তে ভোজন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। আজিও পূর্বের ন্যায়, পরম উৎসুক হইয়া, ভোজনার্থ উপস্থিত হইয়াছে। কিজন্য উদাশীন হইয়া, শয়ন করিয়া আছেন। ঐ দেখুন, বিহঙ্গম সকল আপনার সুমধুর, বেদ পাঠের প্রতীক্ষা আছে। কেননা, তদ্বারা ইহাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত ও আত্মা পুলকিত হয়। সর্বাপেক্ষা আমি আপনার প্রিয়পাত্র, ভক্ত ও অনুগত। সেই আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়া, আপনার নিকট অন্ন প্রার্থনা করিতেছি অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় দারুণ শ্রমজনিত আমার নিরতিশয় ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। আমি এইপ্রকার শ্রমকাতর হইয়া, খিন্নদেহে সমীপে সমাগত হইলেই, আপনি সমুচিত ভোক্ষ্য ভোজ্য প্রদান করিয়া, আমাকে সুখীও শান্ত করিতেন। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বলিয়া আমার উপর আপনার স্নেহ ও প্রীতির সীমা ছিলনা। আমি যেখানে সেখানে সেই স্নেহে প্রীতির গৌরব করিয়া, আপনার সৌভাগ্য গর্ব প্রদর্শন করিতাম। বলিতে কি, আপনার আদর ও আশীর্ব্বাদে প্রভাবে কেহই আমার স্পর্দ্ধী হইতে সাহসী নহে। তাতঃ! আজি আমার সমুদায় বিনষ্ট হইল। আজি আমি অনাথ ও অশরণ

হইলাম। আমার আর জীবনধারণে প্রয়োজন কি? হায়! অদ্য আপনাকে এই রূপে মৃতপাতিত দর্শন করিয়া, সুস্পষ্ট প্রতীতি হইল, তপস্যায় কিছুমাত্র গৌরব নাই; তপোবনে অণুমাত্র স্বর্গীয়তা নাই এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের লেশমাত্র ফল নাই। আপনি যখন পতিত হইলেন, তখন ধর্ম্ম ও সত্য পতিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

ভগবান্ রাম পিতার উদ্দেশে এইরূপে ও অন্যরূপ বহুরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। তদীয় শোক সাগরে ক্রমশঃ উদ্বেল হইয়া উঠিতে লাগিল। অনন্তর তিনি সমাগত ঋষিগণের সান্ত্বনায় ও স্বকীয় অসামান্য বুদ্ধিবলে এই উচ্ছলিত শোকবেগ কথঞ্চিত সংবরণ করিয়া, পূর্ব প্রকৃতি লাভ করিলেন এবং যথা বিধানে পিতার পরলোকে কার্য্য সমাধানান্তে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঋষিগণ! আমি আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং পরম পূজ্যাপদ পিতৃদেব যেরূপে পরলোক প্রাপ্ত হয়েন, সমুদায় আনুপূর্বিক কীর্ত্তন করুন। শুনিয়া যথোচিত প্রতীকার করিব। তপোধনগণ! যদি অমার প্রতি স্নেহ ও করুণা থাকে, তাহাহইলে, কিছুমাত্র গোপন করিবেন না। পিতা আমার স্বভাবতঃ শান্তশীল ও নিরীহ প্রকৃতি। অতএব বোধ হয়, বিনাপরাধেই তদীয় প্রাণ দণ্ড সংঘটিত হইয়া থাকে। অথবা, পিতা আপাতঃ অপরাধী হইলেও, তদীয় প্রাণদণ্ড সহ্য করা পিতৃ প্রাণ পুত্রের কদাচ সাধ্য হয় না।

ঋষিগণ কহিলেন, ভার্গব! তুমি অসীম জ্ঞান-শক্তি বিশিষ্ট। তোমার অনুমান কখন ব্যর্থ হইতে পারে না

তোমার পিতৃদেব বাস্তবিক নিরপরাধে নিহত হইয়াছেন। তিনি শক্তি সত্ত্বেও দুরাত্মাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। তাঁহার তপোবল যেরূপ অসামান্য, তাহাতে মনে করিলে, তিনি অনায়াসেই শত্রুদিগকে ভস্ম করিতে পারিতেন। তাহা না করাতেই, শত্রুগণ প্রবল হইয়া, বিশেষতঃ তোমার অনুপস্থিতি রূপ সুযোগ পাইয়া, পিতৃ দেবকে সংহার করিয়া, অনায়াসেই পলায়ন করিয়াছে। সর্বথা, শৃগাল হস্তে সিংহের পরাজয় ও পরাভব সমাহিত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা শোকের ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে!

রাম কহিলেন, বুঝিলাম, দৈব নির্দ্দিষ্ট বা বিধিকৃত্য অতিক্রম বা পরিহার করা সহজ নহে। বিধাতার মনে যাহা আছে, তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইয়া থাকে। সে বিষয়ে অনুতাপ ও শোক করা বৃথা। অধুনা, কাল বিলম্ব করা বিধেয় নহে। অতএব সত্বর শত্রুগণের নাম নির্দ্দেশ করিয়া, আমাকে স্বস্থ ও উপকৃত করুন। পিতৃ শত্রু জীবিত থাকিতে, সৎপুত্রের স্বস্তি সম্ভাবনা কোথায়? নিশ্চয় বলিতেছি, শত্রুকুল নির্ম্মূল না করিয়া, জলস্পর্শ করিব না। যদি নিপাত করিতে না পারি, তাহা হইলে, ইহ লোকেও আর অবস্থিতি করিব না। আপনাদের সমক্ষে এই খরধার হেতি প্রয়োগ করিয়া, পাপজীবন বহির্গত করতঃ পিতৃ ঋণের নিষ্কাশন করিব। আমার বাক্য কদাচ অন্যথা হইবে না। যে পুত্র পিতার ঋণ পরিষ্কার না করে, সে কখন পুত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইহলোকে পিত পুত্র সম্বন্ধই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ও প্রধান।

পিতা সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ। সেই পিতার অপমৃত্যু দর্শন সাক্ষাৎ নরক দর্শন, সন্দেহ নাই।

ভগবান্ রাম গদ্গদ্ বচনে এইপ্রকার কহিয়া ধীরে ধীরে বিনিবৃত্ত হইলে, ঋষিগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, রাম! তোমার পিতৃভক্তির সীমা নাই। এই গুণে তোমার সমুদায় কামনাই সম্পন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। অধিকন্তু, তোমার ব্রহ্মতেজে ত্বদীয় পিতার নিশ্চয়ই সদ্গতি লাভ হইবে। অতএব তুমি শোকত্যাগ করিয়া; অনন্তর কর্ত্তব্য সাধনে যত্নবান্ ও ত্বরাপর হও। শোকে ধৈর্য্য নাশ ও বুদ্ধি হানিকরে এবং তেজ ক্ষয় করিয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ পুরুষগণ এই কারণে শোকের বশবর্ত্তী হয়েন না। শোক হৃদয়ের শঙ্কু স্বরূপ। এবং আত্মলাভের দুরন্ত প্রতিঘাত স্বরূপ। তুমি সেই শোকত্যাগ করিয়া, পিতৃশত্রুর উৎপাটন কর। অধুনা, তাহাদের নাম নির্দ্দেশ করি, শ্রবণ কর। তুমি আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে, একদল শস্ত্রধারী পুরুষ সহসা প্রবেশ করিল। জিজ্ঞাসা করিয়া, অবগত হইলাম, তাহারা কার্ত্তবীর্য্যের দায়াদ। তুমি যে সেই কার্ত্তবীর্য্যের ভুজবল ছেদন করিয়া সংহার করিয়াছ, তাহার বৈরশোধ করাই ঐ পুরুষগণের উদ্দেশ্য। তুমি যে আশ্রমের বহির্গত হইয়াছ, দুরাচারগণ তাহা বিশেষ রূপে অবগত ছিল। এই জন্য আশ্রমে প্রবেশমাত্র কাপুরুষের ন্যায়, তোমার নাম নির্দ্দেশ করিয়া, কহিতে লাগিল, দুরাচার রাম কোথায়? সেই পাপাত্মা আমাদের আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়া, ভয় বশতঃ নিশ্চয়ই পলায়ন করিয়াছে। এই বলিয়া তা

সিংহগুহা প্রবিষ্ট জম্বুকের ন্যায় ভীত দৃষ্টি ইতস্ততঃ সঞ্চারিত করিতে লাগিল। অনন্তর কাল বিলম্ব না করিয়া, নিরপরাধে ত্বদীয় পিতাকে সংহার পূর্ব্বক অপক্রান্ত হইল। আমরা সবিশেষ সাবধান না হইতেই, এই দারুণ শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। তোমার পিতাও শান্ত স্বভাব প্রযুক্ত লোকক্ষয় আশঙ্কায় আমাদিগকে সাবধান হইতে প্রতিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মবুদ্ধিতে ক্ষমা করিয়া, স্বয়ংই হত হইয়াছেন। তাদৃশ লোকেহাত্যকারী মহাত্মার জন্য শোক করা বিধেয় নহে। ফলতঃ, দুরাত্মারা তাঁহার কৃত উপকার তুচ্ছ করিয়া, যে রূপ কৃতঘ্নতা করিয়াছে, তুমি প্রতীকার বিহিত না করিলেও, স্বয়ং জগদীশ্বর কখনই ইহা সহ্য করিবেন না। কেন না, অপকারের প্রতিঘাত না করিলে, লোকস্থিতির সম্ভাবনা কোথায়? এই জন্য, তিনি লোকমঙ্গল সাধন কামনায় যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এবং এই জন্যই অপকার করিয়া, কোন ব্যক্তিই সহজে পরিহার প্রাপ্ত হয় না। হে ভার্গব! আমরা সমুদায় ঘটনা ফলাফল বর্ণন করিলাম, এক্ষণে যাহা বিহিত হয়, সত্বর বিধান কর।

রাম কহিলেন, ঋষিগণ! স্বয়ং ঈশ্বর প্রতিকার করুন বা নাকরুন তাহাতে আমার আক্ষেপ নাই। আমি নিজেই ইহার প্রতিকার চেষ্টাকরিয়া বলিতেছি, ঈশ্বরের অনভিমত হইলেও, এবিষয়ে নিবৃত্ত বা নিরস্ত হইব না। প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়া, পিতৃবৈরনির্য্যাতন করিব। এবিষয়ে আমার সমস্ত তপোবল নিয়োগ

করিলাম। আপনারা এই স্থানেই প্রতীক্ষা করুন; আমি মুহূর্ত্তমধ্যে কণ্টকনিপাত করিয়া, প্রত্যাগমন ও আপনাদিগকে অভিবাদন করিব। যাবৎ শত্রু নিপাত না করিতেছি, তাবৎ আমার স্বস্থতা নাই। মস্তক পার্শ্বে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিতে, কোন্ ব্যক্তি নিরুদ্বেগে নিদ্রিত হইতে পারে? এই বলিয়া ভগবান্ পরবীরহা মহাবীর্য্য রাম তৎক্ষণাৎ খরতর শস্ত্র গ্রহণ করিয়া, মূর্ত্তিমান্ কৃতান্তের ন্যায়, প্রবল রোষভরে কার্ত্তবীর্য্যের পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে তদীয় সুপ্রসিদ্ধ শান্ত স্বরূপ উৎপাত কেতুর ন্যায়, নিরতিশয় ভয়াবহ হইয়া উঠিল। নগরের স্ত্রী বালক বৃদ্ধগণ এবং অতিমাত্র সাহসী পুরুষগণও তদ্দর্শনে ভীত হইয়া, মনে মনে সৃষ্টিনাশ সম্ভাবনা করিতে লাগিল। তিনি দণ্ডপাণি কৃতান্তের সহায় তজ্জন্যে তাহাদের বধদণ্ড বিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষণমধ্যেই নগরী শূন্য হইয়া গেল। ক্ষত্রিয় শোণিতের নদী প্রবাহিত হইল। তাহাতেও তাঁহার ক্রোধের শান্তি হইল না। প্রত্যুত, ঘৃতাহুতি হুতাসনের ন্যায়, উহা যেন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি সেই প্রজ্বলিত ক্রোধানলে পৃথিবীর তাবৎ ক্ষত্রিয়কে আহুতি দান করিয়া, নিবৃত্ত হইলেন। এই রূপে তাঁহার হস্তে ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস হইয়া গেল।

অনন্তর প্রতাপবান্ পরশুরাম মহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবেন্দ্রের তর্পণ ও ঋত্বিক দিগকে পৃথিবী দান করিলেন। সেই মহামতি রাম ভগবতী বসুমতীকে ধেনুরূপে কল্পনা করিয়া, মহাত্মা কশ্যপকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা কশ্যপের আজ্ঞানুসারে সেই ধেনুকে খণ্ড খণ্ড

করিয়া, পরস্পর ভাগ করিয়া লইলেন। এই রূপ খণ্ড করাতে তাঁহারা খাণ্ডবায়ন ব্রাহ্মণ নামে বিখ্যাত হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত রাম মহাত্মা কশ্যপকে সমগ্র পৃথিবী দান করিয়া, কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া, মহেন্দ্র পর্বতে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিক্রমের সীমা নাই। আমি তোমার নিকট এই পরম প্রশস্ত রাম চরিত কীর্ত্তন করিলাম। সেই মহাত্মা ক্ষত্রিয় রুধিরে পঞ্চ দ্রব্য বিনির্ম্মাণ কারণ তথায় স্নান ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে, পরম পুণ্য সঞ্চিত হয়।

হে মহামতি! তীর্থসেবী পুরুষ তথা হইতে বংশমূলক তীর্থে গমন করিয়া, স্নান করিলে, তাহার বংশের উদ্ধার হয়। হে সুত নন্দন! তথা হইতে কায় শোধন তীর্থে গমন ও স্নান করিলে, দেহশুদ্ধি সাধন হয়, সন্দেহ নাই। অনন্তর ধার্ম্মিক পুরুষ ত্রিলোক বিশ্রুত বিষ্ণুতীর্থে গমন করিবে। প্রভু বিষ্ণু পূর্বে এই স্থানে লোক সকলের উদ্ধার করিয়া ছিলেন। এই জন্য ইহার অন্যতর নাম-লোকোদ্ধার বলিয়া, ত্রিভুবনে ঘোষিত হইয়া থাকে। সুত! তথায় স্নান করিবে, স্বকীয় লোক সকলের উদ্ধার প্রাপ্তি সংঘটিত হয়।

অনন্তর শ্রীতীর্থে গমন করিয়া, উত্তম শ্রীলাভ করিবে। তথা হইতে ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া, কপিলাতীর্থে গমনপূর্বক স্নান এবং পিতৃগণ ও দেবগণের পূজা করিবে। ঐ রূপ পূজায় সহস্র কপিলা দানের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সূর্য্য তীর্থে গমন করিয়া, নিয়ত চিত্ত ও উপবাস পরায়ণ হইয়া, সে যাগ ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে,

অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ ও সুরলোক প্রাপ্তি হয়। তীর্থসেবী পুরুষ গোভবনেগমন করিয়া, যথাবিধানে তথায় অভিষেক করিলে, গোসহস্র দানের ফল লাভ করেন। শঙ্খিণী তীর্থে গমন করিলে পুণ্য প্রচুর সকল ও মনুষ্য মধ্যে উৎকর্ষ্য লাভ এবং দেবী তীর্থে স্নান করিলে, নিরতি বীর্য্য প্রাপ্তি হয়।

অয়ি মহামতে! ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ তথা হইতে ব্রহ্মাবর্ত্তে গমন করিয়া, যথাবিধানে স্নান করিলে, ব্রহ্মলোকেগমন করেন। অনন্তর অনুত্তম সুতীর্থে সমাগত হইয়া, বিহিত বিধানে স্নান করিয়া, তথায় দেবগণের সহিত নিত্য সন্নিহিত পিতৃগণের পূজা করিবে। নিত্য নিয়মাবলম্বন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গ্রাম জয় করিয়া, ঐ রূপ পূজা করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়। অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ অম্বুতীর্থে সমাগত হইয়াই কাশীশ্বর তীর্থে স্নান করিলে, সমস্ত রোগ বিনির্ম্মুক্ত ও চরমে ব্রহ্মলোকে সমুপস্থিত হয়। ঐখানেই মাতৃতীর্থ প্রতিষ্ঠিত আছে। তথায় স্নান করিলে, অতুল সন্তান সমৃদ্ধি ও বিপুল শ্রীলাভ হয়, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তথা হইতে ইন্দ্রিয় গ্রাম জয় ও আত্মা সংযত করিয়া শীতবনে গমন করিবে। এই তীর্থে কেশপাশ প্রক্ষালিত করিলে, সমস্ত পাতক দূর ও পরম পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। তথায় শ্বোলোমাপহ নামে সুবিখ্যাত আর একটী প্রধান তীর্থ আছে। ঐস্থানে স্নান করিলে, হে সুত! বিবিধ বিদ্যায় বিশিষ্ট রূপ পারদর্শিতা প্রাপ্তি হয়। এবং পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তম! প্রাণায়াম

করিলে, খলোম সকল নিরহিত হয়। এবং পূতাত্মা হইয়া, চরমে পরমগতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

দশাশ্ব মেধিতে স্নান করিলে, নিশ্চয় গতি লাভ হয়। অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ তথা হইতে সর্বলোক বিখ্যাত মানুষ তীর্থে গমন করিবে। হে সূত! তথায় ব্যাধ কর্ত্তৃক শর পীড়িত কৃষ্ণ মৃগসকল অবগাহন করিয়া, মানুষযোনি লাভ করিয়া ছিল। ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, সেই তীর্থে স্নান করিলে, সমস্ত পাপ বিনির্মুক্ত ও স্বর্গে দেবতার ন্যায় বাসস্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে সূত! মানুষ-তীর্থের পূর্বে ক্রোশমাত্র ব্যবধানে আপগা নামে বিখ্যাত পরম সিদ্ধি দায়িনী প্রবাহিত হইতেছে। তথায় স্নান করিয়া, পিতৃগণ ও দেবগণের উদ্দেশে কথামাত্র ভক্ষাদি দান করিলে, যে পুণ্য ফল প্রাপ্তি হয়, শ্রবণ কর। এক মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে, কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি পরম পবিত্র ব্রহ্ম স্থানে গমন ও যথাবিধি অবগাহন করিয়া, পিতৃদেবগণের পূজা করিবে। ঐস্থান ব্রহ্মতুম্বর নামে বিখ্যাত। হে সূত নন্দন! তথায় সপ্তর্ষিকুম্ভে স্নান করিলে, সর্ব্ব পাপবিনষ্ট ও ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। তথা হইতে কপিল কেদারে গমন ও বিধিপূর্ব্বক অবগাহনাদি করিলে, আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। সমস্ত পাপক্ষয় হইয়া, নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হয়।

অনন্তর পুণ্যার্থী পুরুষ সর্ব্বলোক সুবিখ্যাত সর্ব্বতীর্থে সমাগত হইয়া, কৃষ্ণ পক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে তথায় প্রতিষ্ঠিত দেবদেব মহাদেবের পূজা করিলে, সে সমস্ত কামনা

লাভান্তে শিবলোকে মিলিত হইয়া থাকেন। হে সূত-নন্দন! এই সর্ব্বকতীর্থে তিনকোটি তীর্থের অধিষ্ঠান আছে। এই জন্য ঐ তীর্থ পরমপবিত্র ও পরম পুণ্যদ। তথায় ইলাস্যাদ নামে যে পুণ্য তীর্থ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেস্থানে বিহিত বিধানে অভিষেকাদি করিয়া, পিতৃ দেবগণের পূজা করিলে, কোন কালে দুর্গতি লাভ হয় না এবং রাজপেয়যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহা স্বয়ং মহাদেব দেবী পার্বতীর নিকট বর্ণনা করিয়াছেন।

অয়ি মতিমন্! কিম্দানে ও কিঞ্জপো স্নান ও দান করিলে, দান ও জপের অপরিমেয় ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সবকেরপূর্বে মহাত্মা নারদের যে অনাজন্ম নামে বিখ্যাত তীর্থ আছে, উহা নিরতিশয় পুণ্যবিধান করে। তথায় ধার্ম্মিক পুরুষ স্নান করিয়া, প্রাণ পরিহার করিলে, দেবর্ষি নারদের প্রসাদে অতুত্তম লোক সকল প্রাপ্ত হয়েন। এই প্রকার বিখ্যাত আছে, দেবর্ষি দেবদেব আদিদেব নারায়ণের প্রীতি কাম হইয়া, তথায় যথাবিধি স্নানদানেও বৈষ্ণবগীতা প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ গীতার নাম নারদ পঞ্চরতি। এই নারদ পঞ্চবেদ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ও বিশিষ্ট রূপ শুশ্রূষনীয়। লোক মাত্রেরই যথাভক্তি ও যথাশ্রদ্ধা এই তীর্থের সেবা করিবে। এখানে স্নান করিলে, আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই জন্য ইহার নাম অনাজন্ম হইয়াছে। তথায় তরণী নামে পরম পবিত্র পাপমোচনী তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইতেছে। ঐ নদীতে অবগাহনানন্তর উমাপতি মহাদেবের অর্চ্চনা করিলে, সমস্ত পাপে পরিহার প্রাপ্তি ও পরম পদে অধিষ্ঠান হইয়া থাকে।

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ কলকী তীর্থে গমন করিয়া, যথাবিধি স্নানদানাদি করিবে। সুত! তথায় দেবগণ কলকী তীর্থ আশ্রয় করিয়া, বহু বর্ষসহস্র তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন। এই তীর্থে অবগাহন করিলে, দেবগণের প্রসাদে সকল অভীষ্ট সুসিদ্ধ হয়।

হে ধর্ম্মজ্ঞ! তথাহইতে সর্বলোক বিশ্রুত মিশ্রক তীর্থে গমন করিবে। মহাত্মা নারদ বিপ্রকার্য্য সাধনার্থ পূর্বে এই স্থানে বহু সংখ্য তীর্থ মিশ্রিত করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি তথায় স্নান করে, তাহার সকল তীর্থে স্নান করা হয়। অনন্তর মধুবটীতে দেবী স্থানে গমন করিয়া, প্রয়ত ও শুচি হইয়া, স্নান করত পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিলে, দেবীর প্রসাদে গোসহস্র দানের ফললাভ হইয়া থাকে। এই সুতজ! কেশিকা ও দৃশদ্বতী এই নদীর সঙ্গমে সমাগত হইয়া, আহার সংযম সহকারে অবগাহন করিলে, সমস্ত পাপ প্রক্ষালিত হয়। কিন্দত্ত কূপে গমনপূর্ব্বক তিল প্রস্থান প্রদান করিয়া, যথাবিধি অভিষেক করিলে, ঋণত্রয়ে পরিহার প্রাপ্তি ও পরমাসিদ্ধি সম্পন্ন হয়। বেদ তীর্থে অবগাহন করিলে, গোসহস্র দানের ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অহঃ ও সুদিন নামক দুই তীর্থ পরম দুর্ল্লভ। হে মহাভাগ তথায় স্নান করিলে, সুর্য্যলোক লাভ হয়।

তথা হইতে ত্রিলোক বিখ্যাত নৃপগন্ধমে গমন করিবে। তথায় রুদ্রপদে স্নান করিলে, চরমে রুদ্রপদে অধিষ্ঠান হয়। দেবহ্রদে স্নান করিলে, সহস্র গোদান দ্বারা যে ফল প্রাপ্তি হয়, সেই ফল পাওয়া যায়। অনন্তর তিনলোক

বিখ্যাত বামনকে সমাগত হইবে। তথায় বিষ্ণুপাদ স্নানানন্তর ভগবান্ বামনের বিশিষ্ট রূপ অর্চ্চনা করিলে, সমস্ত পাতক বিদূরিত ও সূর্য্যলোক বাস সংঘটিত হয়। শ্রীকুঞ্জ ও সরস্বতী তীর্থ পরম পুণ্য জনক। তথায় অবগাহন করিলে, স্বর্গলোকে অমরবৎ অধিষ্ঠান করিতে পারা যায়। অনন্তর সুদুর্লভ নৈমিষ কুঞ্জ সমাগত হইয়া, যথাবিধি স্নানদানাদি বিধি সমাহিত করিবে। তথায় নৈমিষীয় তপোধন ঋষিগণ সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করেন। ঐ তীর্থে স্নান করিলে, হয়মেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মজ্ঞ! তথা হইতে অনুত্তম কন্যা তীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নানকরিলে, জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভে সমর্থ হওয়া যায়। হে মহাভাগ! তথা হইতে সর্ব্বলোকোত্তর ব্রহ্মস্থানে গমন করিবে। এই স্থানে গমন করিলে, শূদ্রেও ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। এবং ব্রাহ্মণের আত্মশুদ্ধিসমাধান পুরঃসর পরম্পদে অধিষ্ঠান লাভ সংঘটিত হয়; এবিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। সোম তীর্থে অবগাহন করিলে, সোমযাগের ফললাভ হইয়া থাকে। অনন্তর পুণ্যবান্ পুরুষ সপ্তসারস্বতে গমন করিবে। তথায় অভিষেকানন্তর জপ্য জপ করিলে, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। তৎপরে ঔশনক তীর্থে সমাগত হইবে। হে ... তক! এই তীর্থ ত্রিলোক বিখ্যাত এবং ভগবান্ কার্ত্তিকেয়ের নিত্য অধিষ্ঠানক্ষেত্র। তিনি ভার্গবের প্রিয় কামনা বশংবদ হইয়া, তথায় ঐ রূপ নিত্য সন্নিহিত আছেন।

কপাল মোচন তীর্থ সমস্ত পাপনিঃশেষে বিদূরিত করে। মহাভাগ! তথায় অবগাহন করিলে, ব্রহ্মণ্য লাভ

হইয়া থাকে। অতএব শুচি ও প্রয়ত মানসে তথায় অবগাহন করিয়া ব্রহ্মযোনি লাভ করিবে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তদনন্তর ভগবান্ কার্ত্তিকেয়ের অধিকৃত পৃথুদক নামক ত্রিলোক বিখ্যাত পরমপুণ্য জনক তীর্থে সমাগত হইবে। তথায় যথাবিধি অভিষেক বিধি সুবিহিত করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। শাস্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন, কুরুক্ষেত্র পরম পবিত্র। সেই কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা সরস্বতী ও সরস্বতীর তীর্থ সকল শ্রেষ্ঠ এবং সারস্বত তীর্থ অপেক্ষা পৃথুদক পুণ্য জনক। এই সর্ব্বতীর্থোত্তম পৃথুদকে কলেবর পরিহার করিবে। এখানে জপ করিলে, পুনরায় মরিবার জন্য জন্মিতে হয় না। অয়ি মহামতে! পৃথুদকই পরম পবিত্র, অন্য তীর্থ সে রূপ নহে। তাহায় স্নান করিলে, পাপাত্মাদেরও দিব্য লোক গতি হয়। হে সুত নন্দন! ঐস্থানেই মধুশ্রব নামে যে অনুত্তম তীর্থ প্রতিষ্ঠিত আছে, তথায় অবগাহন করিলে, সদ্যই গোসহস্র দানের ফললাভ হইয়া থাকে।

অনন্তর যথাক্রমে দেবীতীর্থে এবং সরস্বতীরুণাসঙ্গমে গমন করিবে। এই সঙ্গম ত্রিলোকে বিখ্যাত। ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া স্নান করিলে, ব্রহ্মহত্যাপাতকেরও পরিহার হয়। হে সুত কুলোদ্বহ! তথায় অবকীর্ণ নামে যে তীর্থ প্রতিষ্ঠিত আছে, পূর্ব্বে মহাভাগদর্ভী বিপ্রগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনে কামনা প্রণোদিত হইয়া, ঐ তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তথায় চূড়া, উপনয়ন ও উপবাস এবং ক্রিয়ামন্ত্রানুষ্ঠান করিলে, ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, তাহাতে সংশয় নাই। মহাত্মা দর্ভী তথায় চারি সমুদ্রই আনয়ন

করিয়াছেন। সেই সকলে স্নান করিলে, হে মহাভাগ! কোন কালেই দুর্গতি হয় না।

হে ধর্ম্মজ্ঞ! অনন্তর শত সহস্রক তীর্থে গমন করিবে। তথায় সহস্রকনামে আর একটী তীর্থ আছে। এই দুই তীর্থই লোকবিশ্রুত। উভয়ে অভিষেক করিলেই, অশ্বমেধ সহস্রের ফল লাভ হইয়া থাকে। এবং দান বা উপবাস যাহাই করা যায়, তাহারই সহস্র গুণ ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অনন্তর পরম প্রশস্ত রেণুকা তীর্থে সমাগত হইবে। তথায় পিতৃদেবগণের অর্চ্চনা পরায়ণ হইয়া, অভিষেক করিবে। তাহা হইলে, সমস্ত পাপ পরিহার প্রাপ্তি ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি সংঘটিত হয়। বিমোচনে গমন করিয়া, জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, উপর্চ্চনা করিলে, প্রতিগ্রহ জনিত সমস্ত পাপের পরিহার প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

ব্যাস কহিলেন, ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, পঞ্চবটে গমন করিলে, নিরতিশয় পুণ্যকে সুসম্পন্ন ও সুরলোকে মহিত হওয়া যায়। তথায় বৃষবাহন যোজ্ঞেশ্বর শম্ভু স্বয়ং সন্নিহিত আছেন। গমন মাত্রে দেব দেবের আরাধনা করিলেই সিদ্ধিলাভ হয়।

বরুণদেবের জন্ম নামক তীর্থ তদীয় তেজে প্রশোভিত হইতেছে। ব্রহ্মাদি দেবগণ, এবং সিদ্ধচারণাদি প্রমুখ ঋষিগণ সমবেত হইয়া, ভাবোনুকার্ত্তিয়কে ঐ স্থানে কেনা পতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। মহামতে! তৈজসব পূর্ব্বে কুলতীর্থ। তথায় অবগাহন করিলে, রুদ্রলোক লাভ হয়। অনন্তর স্বর্গদ্বারে গমন করিবে। বিশিষ্ট রূপে ইন্দ্রিয় গ্রাম জয় করিয়া; তথায় অভিষেক করিলে, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহামতে! এই কস্তরতীর্থ সেটী অনরকতীর্থে সমাগত হইয়া, স্নান করিলে তাহার সমস্ত দুর্গতি দূর হইবে। মহামতে! ব্রহ্মা সমস্ত দেবতার সহিত তথায় চিন্তা বিরাজমান আছেন। নারায়ণ সুরোলোক সেই সকল দেবতা তাঁহার পূজা করেন। তিনি মানবগণের প্রতি করুণা পরতন্ত্র হইয়া, ঐরূপে ঐ স্থানে সন্নিহিত আছেন। ভগবতী ভবানীও কৌতূহল পরায়ণা হইয়া, তথায় অধিষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে, কোন কালেই দুর্গতি হয় না। মহাভাগ! দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বর উমাপতি মহাদেবও তথায় বিরাজমান আছেন। তাঁহার উপাসনা করিলে, সমস্ত পাপের ক্ষালন হইয়া থাকে।

মহামতে! তদনন্তর তীর্থদেবে অস্থিপুর যামক পরম পবিত্র তীর্থে গমন করিবে। এবং পিতৃ দেবগণের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইবে। তাহা হইলে, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। গঙ্গাহ্রদ নামে ত্রিলোক বিখ্যাত পরম কূপ ঐ স্থানেই প্রতিষ্ঠিত। সেই হ্রদে তিন কোটি প্রসিদ্ধ তীর্থ অধিষ্ঠান করিতেছে। সুত! সেখানে স্নান মাত্রেই ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। অনন্তর লোকত্রয়ে বিখ্যাত

স্থাণুবটে গমন করিয়া, রুদ্রদেবের আরাধনা করিলে, তৎপ্রসাদে চরমে রুদ্রলোক লাভ হয়। তৎপরে মহাভাগ বশিষ্ঠের প্রতিষ্ঠিত বদরীপাটলে গমন করিবে। তথায় তিন রাত্রি উপবেশনানন্তর বদর সকল ভক্ষণ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও হরলোকে পূজা প্রাপ্তি সংঘটিত হয়।

মহামতে! তীর্থসেবী ইন্দ্রমার্গে সমাসন্ন হইয়া, অহো-রাত্র উপবাস করিলে, ইন্দ্রলোকে মহিত হইয়া থাকে। অনন্তর যেখানে তেজোরাশি মহাত্মা আদিত্যের আশ্রম, সেই ত্রিলোক বিশ্রুত তীর্থে সমাগত হইয়া, অবগাহন করিলে, সূর্য্যলোকে মহিত হওয়া যায়। মহামতে! তীর্থসেবী তথা হইতে সোমতীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে, নিঃসন্দেহই সোমলোক লাভ হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে মহামতে! অনন্তর মহর্ষি দধীচির লোকবিশ্রুত পরম পবিত্র তীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থ নিরতি পুণ্যজনক। তথায় তপোনিধি সারস্বত অঙ্গিরার জন্ম হয়। সেখানে অবগাহন করিলে, বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

অনন্তর নিরত ও ব্রহ্মচারী হইয়া, কলাশ্রমে গমন করিয়া অনশন ব্রত অবলম্বন পূর্বক তিন রাত্রি বাস করিবে। তাহা হইলে, কলাসাতের পতি হইয়া, ব্রহ্মলোকে চরমে পূজিত হইবে। তৎপরে সন্নিহিতা নামক পরম পবিত্র তীর্থে গমন করিবে। পিতামহ প্রমুখ দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ তথায় মাঘ মাসে সমাগত হইয়া পরম পুণ্য যৌনীভোগ করেন। সূর্য্য গ্রহণ সময়ে তথায় অবগাহনাদি

করিলে, হে সুত! শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে যে সকল তীর্থ, নদী, নদ, হ্রদ, প্রস্রবণ ও অন্যান্য জলাশয় আছে, তৎসমস্ত অমাবস্যাতে তথায় সমবেত হইয়া থাকে। হে মহামতে! মাসে মাসে এই প্রকার ঘটনা হইয়া থাকে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তীর্থগণেরও উল্লিখিত রূপ সন্নয়ন প্রযুক্তই উহার নাম সন্নীত বা সন্নিহিত হইয়াছে। এই নাম পৃথিবী বিখ্যাত। তথায় স্নান করিয়া, যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে। সেখানে অবগাহন মাত্র স্ত্রী বা পুরুষ সকলেরই সমস্ত দুষ্কৃত তিরোহিত হয়। এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অধিকন্তু, স্নানকারী ব্যক্তি পদ্মবর্ণ যানারোহণে পদ্মযোনির লোকে পদার্পণ করে। হে সুতনন্দন! গঙ্গাহ্রদ নামে পরম প্রশস্ত তীর্থ ঐ স্থানেই প্রতিষ্ঠিত। তথায় অনাহার ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, স্নান করিলে, হে ধর্ম্মজ্ঞ! রাজসূয় অশ্বমেধ যজ্ঞ জনিত ফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

পৃথিবীতে নৈমিষে, অন্তরিক্ষে পুষ্কর এবং ত্রিলোকী মধ্যে কুরুক্ষেত্র পুণ্যোত্তম। তরুন্তুকা ও বণকা এই উভয়ের যে অন্তর এবং রামহ্রদ ও মচক্রুক এই দুয়ের যে ব্যবধান, তাহারই নাম কুরুক্ষেত্র সমন্তপঞ্চক ইহাকে পিতামহের উত্তরাবদি বলে।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

ব্যাসদেব কহিলেন, অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি পুরাতন ধর্ম্ম-তীর্থে গমন করিবে। যেখানে মহাত্মা ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বনাম চিহ্নিত এই পুণ্য তীর্থের প্রতিষ্ঠা করেন। সূত! ধর্ম্মশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তথায় স্নান করিলে, সপ্তম কুল পর্য্যন্ত পবিত্র হইয়া থাকে। এ বিষয়ে সংশয় নাই। নিরতি কৃষ্ণানুষ্ঠান সহকারে তথায় অবগাহন করিলে, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ ও বিষ্ণু লোকে পূজা প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

অনন্তর সৌগন্ধিক বনে গমন করিবে। যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধচারণগণ, গন্ধর্বগণ, ও যক্ষগণ প্রতিদিন প্রবেশ করে। ঐ বনে প্রবেশ করিবামাত্র সমস্ত পাপ প্রক্ষালিত হয়। অনন্তর সরিদ্বরা, স্রোতশ্রেষ্ঠা, মহাপুণ্যা প্লক্ষীবিনিসৃতা দেবী সরস্বতীতে অভিষেক করিয়া, পিতৃদেবগণের অর্চ্চনা রত হইলে, এবং কলেবর পরিহার করিয়া, গাণপত্য লাভ হইয়া থাকে। ইহাতে সংশয় নাই। অনন্তর দেবীর অধিষ্ঠানক্ষেত্রে সুদুর্লভ রাজগৃহে গমন করিবে। হে তাত! তিন লোক বিখ্যাতা শাকম্ভরী নামে সুবিদিতা দেবী, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, দিব্য সহস্রবর্ষ মাসে মাসে শাকমাত্র আহার করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে, দেবীর ভক্ত তপোধন ঋষিগণ তথায় আগত হইলে, দেবী সেই শাক দ্বারাই তাহাদের আতিথ্য সৎকার করিয়া

ছিলেন। তদবধি তদীয় শাকম্ভরী নামে প্রতিষ্ঠিত হই-য়াছে। মহামতে! ব্রহ্মচারী হইয়া, শাকম্ভরীতে গমনানন্তর তিন রাত্রি উপবাসের পর শাকমাত্র ভক্ষণ করিয়া, দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত ভক্ষণের ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। শুচি ও প্রয়ত হইয়া, এইরূপ করিলে, দেবীর প্রসাদে ঐরূপ ফল লাভ হয়।

অনন্তর রুদ্রতীর্থে গমন করিবে। ইহা ত্রিলোক বিখ্যাত। দেবাদিদেব মহাদেব পূর্ব্বে বিষ্ণুর প্রসাদনার্থ এই স্থানে তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন। এবং দেবতাগণও সুদুর্ল্লভ বহুবিধ বর লাভ করেন। তীর্থার্থী তথায় অভি-গমন পূর্ব্বক ভগবান্ বৃষধ্বজের পূজা করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও গাণপত্য লাভানন্তর ধুমাবতীতে গমন করিয়া, ত্রিরাত্র বাস করিলে, মনোভিলষিত বিষয় সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই। তথায় বদরীর দক্ষিণ পার্শ্বে যে বামাবর্ত্ত আছে, জিতেন্দ্রিয় হইয়া, শ্রদ্ধা সহকারে তাহাতে আরোহণ করিলে, মহাদেবের প্রসাদে পরম গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সুকৃতী ব্যক্তি উহা প্রদক্ষিণ করিয়া, মহা প্রাজ্ঞ! সর্ব্বপাপ প্রণাশিনী ধারাতে গমন করিবে। তীর্থ-সেবী তথায় স্নান করিয়া, কোন কালেই শোকে অভিভূত হয় না। ধনমত্ত পুরুষ তাহাকে প্রণাম করিয়া, মহা-গিরিতে গমন করিবে। গঙ্গাদ্বার স্বর্গদ্বারের সমান, সন্দেহ নাই। সমাহিত হইয়া, যোগিতীর্থে অবগাহন করিলে, পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ ও স্বকীয় বংশের উদ্ধার করিতে পারা যায়। তথায় একরাত্রি বাস করিয়াই গোসহস্র দানের ফল লাভ হইয়া থাকে। সপ্তস্পদ, ত্রিস্পদ ও সপ্তাবর্ত্ত

এই সকল তীর্থে পিতৃগণের সমিধি অর্পণ করিলে, পুণ্য-লোক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে স্নান করে, সে দশাশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও স্বীয় বংশের উদ্ধার করিয়া থাকে।

অনন্তর কনখলে স্নান করিয়া, ত্রিরাত্রি বাস করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ ও ব্রহ্মলোকে পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মহামতে! তৎপরে কপিলা বরে গমন করিয়া, তীর্থ সেবী ফলাবিধি অবগাহনাদি করিলে, সহস্র কপিলাদানের ফল প্রাপ্ত হয়। অনন্তর শান্তনুর প্রতিষ্ঠিত ললিতকায় গমন করিবে। তথায় অভিষেক করিলে হে সুত! দুর্গতি দর্শন হয় না। হে ধর্ম্মাক্ত! তথা হইতে লোক বিশ্রুত সুগন্ধায় গমন করিলে, সর্ব পাপাবিশুদ্ধাত্মা ও ব্রহ্মলোক মহিত হওয়া যায়। মহামতে! তীর্থ সেবী তথা হইতে রুদ্রবর্ত্তে গমন করিবে। তথায় অভিষেক করিলে, ব্রহ্মলোকে মহিত হইয়া থাকে। মহাভাগ! গঙ্গা সরস্বতী সঙ্গমে স্নান করিলে, সমস্ত পাপ প্রক্ষালিত ও স্বর্গলোক লাভ হয়। তথায় কর্ণহ্রদে স্নান ও দেবদেব শঙ্করের উপাসনা করিলে, কোন কালেই দুর্গতি ভোগ হয় না এবং বিষ্ণু লোকে পূজা প্রাপ্তি হওয়া যায়।

মহামতে! অনন্তর তীর্থ সেবী কুব্জাম্রকে গমন করিবা মাত্র স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়; এবিষয়ে জপাদির অপেক্ষা নাই। তৎপরে অরুন্ধতী বটে গমন করিয়া, এক রাত্রি বাস ও সামুদ্রকে অবগাহন করিয়া, তিনরাত্রি উপবাস করিলে, এক সহস্র গোদানের যে ফল, সেই ফল লাভ করা যায় এবং বংশেরও উদ্ধার হইয়া থাকে। অনন্তর

ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া, ব্রহ্ম বর্ত্তে গমন করিলে, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ ও ব্রহ্ম লোকে পূজ্য প্রাপ্তি হয়। যমুনা প্রভাবে গমন ও অভিষেক করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও স্বর্গলোকে পূজাদি লাভ সংঘটন হয়। অনন্তর ধার্ম্মিক পুরুষ দূর্বা সংক্রমণ নামধেয় প্রশস্ত তীর্থে গমন করিয়া যথাবিধি স্নান করিলে, বাজিমেধ ফল ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। গন্ধর্ব্ব, অপ্সর উরগগণের নিষেবিত সিন্ধু প্রভাবে গমন করিয়া, পঞ্চ রাত্রি বাস করিলে, বহু সুবর্ণ লাভ হয়।

তথা হইতে অর্থ বেদীতে সমাগত হইয়া, অবগাহন করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি ও স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়, হে সুতজ! তথা হইতে পরম দুর্লভ ঋষিকুল ও তদনন্তর বাশিষ্ঠীতে গমন করিবে। এই বাশিষ্ঠীর সমতিক্রম মাত্রেই সমস্ত বর্ণই দ্বিজোত্তম হইয়া থাকে। এবং ঋষিকুলায় স্নান করিলে, ঋষিলোক লাভ হয়। মহামতে! শাকাহারী হইয়া, যদি তথায় এক মাস বাস করা যায়, তাহা হইলে, ঐরূপ ফল লাভ হয়। তৎপরে ভৃগুতুঙ্গে গমন করিয়া, বাজিমেধ ফল লাভ করিবে। অনন্তর বীর প্রমোক্ষে সমাগত হইলে, সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। তথা হইতে কৃত্তিকা তীর্থে গমন করিলে, অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। তথা হইতে অনুত্তম বিদ্যা তীর্থে সমাগত হইয়া, সঙ্গসময়ে অভিষেক করিলে, যথা তথা বিদ্যালাভ হয়। তৎপরে মহাশ্রমে এক রাত্রি বাস করিলে, সর্ব্বপাপ বিমোচন, এক কাল নিরাহার হইলে শুভ লোক লাভ, ষষ্ঠকাল উপবাস

করিলে আপনার সহিত অধস্তন দশ ও উর্দ্ধতম দশ পুরু-ষের উদ্ধার, তথায় প্রতিষ্ঠিত সুরাসুর নমস্কৃত মহেশ্বরকে দর্শন করিলে সকল কার্য্য সিদ্ধি, শোক নিবৃত্তি ও মৃত্যু প্রতিষেধ এবং সর্বপাপ বিশুদ্ধাত্মা হইয়া, বহু সুবর্ণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

অনন্তর বিতংসিকায় গমন করিয়া, যথাবিধি স্নানদান করিবে। স্বয়ং পিতামহ ইহার সেবা করেন। এখানে স্নান করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও ঐশনসীগতি সম্পন্ন হয়। অনন্তর দেবনিষেবিত সুন্দরিকায় গমন করিয়া, অবগাহন করিবে। প্রাচীন ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তথায় অভিষেক করিলে, রূপবান্ হওয়া যায়। মহা-মতে! তথা হইতে তীর্থসেবী ব্যক্তি ব্রাহ্মনিকায় গমন করিলে, পদ্মসবর্ণ যানারোহণে ব্রহ্মলোকে গমন করে। অনন্তর সিদ্ধ নিষেবিত নৈমিষে গমন করিবে। স্বয়ং পিতামহ দেবগণে পরিবৃত হইয়া, তথায় নিত্য অধিষ্ঠান করেন। নৈমিষ গমন প্রার্থনা করিলেও অর্দ্ধ পাপ বিমো-চন হয়। এবং প্রবিষ্ট মাত্রেই সমুদায় পাতকের ধ্বংস হইয়া থাকে। হে সুতোত্মজ! বিদ্বান্ ব্যক্তি এক মাস তথায় বাস করিবেন। পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ নৈমিষে বিরাজ মান হইতেছে। সম্যক প্রকারে নিয়ম অবলম্বন ও ইন্দ্রিয় গ্রাম জয় করিয়া তথায় অবগাহন করিলে, ভুরি পুণ্য শুভলোক সকল জয় ও চরম নির্বাণ মোক্ষোদয় এবং সপ্তমকুল পর্য্যন্ত পবিত্র হইয়া থাকে। হে সুতকুলর্ষভ! মনীষিগণ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি উপ-বাস পরায়ণ হইয়া, এই নৈমিষে প্রাণ পরিহার করে

তাহার স্বর্গলোকে আমোদ সম্ভোগ হয়। হে সূতনন্দন! এই নৈমিষ নিত্য পবিত্র ও পরম প্রশস্ত।

অনন্তর গঙ্গোদ্ভেদে গমন ও ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া, বাজিমেধের ফল লাভ ও বিষ্ণুলোকে বাস করিবে। তথা হইতে সরস্বতীতে গমন করিয়া, পিতৃদেবগণের তর্পণ করিবে। তাহা হইলে; সারাস্বত লোক সমুদায়ে সমাগত হইয়া, আমোদানুভাব সমস্ত হইবে। এবিষয়ে সংশয় নাই। অনন্তর ব্রতচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, বাহুদয় গমন করিবে। তথায় এক রাত্রি বাস করিলে, ব্রহ্ম লোকে পূজিত হওয়া যায়। তথা হইতে সরযুতীরে গোপ্রচারে গমন করিবে। রাম যেখানে কলেবর পরিহার পূর্বক তদীয় তেজ বলে, বাহন ও ভৃত্যগণের সহিত স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। হে সূতক! রামের প্রসাদে ও ব্যবসায় প্রযুক্ত সকলেরই ঐ প্রকার সদ্গতি লাভ হয়। হে মহামতে! সেই গোপ্রচারে লোকে অবগাহন করিলে, সর্বপাপ বিমুক্ত ও দেবলোকে মহিত হইয়া থাকে। হে সূত নন্দন! গোমতীতে রামতীর্থে স্নান করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও স্বীয় বংশের পবিত্রতা সুবিহিত হয়। অনন্তর সাহস্রক তীর্থে গমন করিয়া, ধার্ম্মিক ব্যক্তি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল সাধন করিবে। তথা হইতে তীর্থসেবী রাজগৃহে গমন ও ইন্দ্রিয় গ্রাম জয় করিয়া, যথাবিধি স্নান করিলে, পক্ষীগণের ন্যায় আমোদ অনুভব করে। তথায় শুচি হইয়া, যক্ষিনীর নৈত্তিক প্রমান করিবে। তদীয় প্রসাদে ব্রহ্মহত্যার পাতক হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

অনন্তর মণিনাগে গমন করিলে, গোসহস্রদানের ফল-লাভ হয়। যেব্যক্তি মণিনাগের উদ্দেশে নৈত্যিকবিধান করে, আশীবিষদষ্ট হইলেও তাহার শরীরে বিষের আবেশ হয় না। তথায় একরাত্রি বাস করিলে, সমস্ত পাপ প্রক্ষালিত হইয়া যায়। তথা হইতে মহর্ষি গৌতমের মহাবনে গমন করিবে। তথায় অহল্যা হ্রদে অবগাহন করিলে, পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। অনন্তর শ্রীদেবীতে গমন করিলে, উৎকৃষ্ট শ্রী প্রাপ্তি হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তথায় যে উদপান আছে, উহা ত্রিভুবনে বিশিষ্ট-রূপ বিখ্যাত। উহাতে কৃতাভিষেক হইলে, বাজিমেধযজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। অনন্তর রাজর্ষি জনকের ত্রিদশপূজিত কূপে অবগাহন করিলে, বিষ্ণুলোকবাসে সমর্থ হওয়া যায়। তৎপরে সর্বপাপপ্রণাশন বিনশনে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল ও চন্দ্রলোক-বাস সংঘটন হয়। অনন্তর সর্বতীর্থজলোদ্ভবা বিশালায় গমন করিলে, বাজপেয়যজ্ঞফললাভ ও সূর্য্যলোকে বাস করিবে। তথা হইতে সিদ্ধনিষেবিত কম্পনানদীতে গমন করিয়া, অবগাহন করিলে, নিশ্চয়ই পুণ্ডরীকযাগ-ফলপ্রাপ্তি হয়। অনন্তর পুণ্যফলপ্রদায়িনী বিশালা-নাম্নী তরঙ্গিণীতে সমাগত হইয়া অবগাহন করিলে, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ ও স্বর্গলোকে বাস হইয়া থাকে। মহামতে! মাহেশ্বরীতে স্নানদানাদি করিলে, অশ্ব-মেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও স্ববংশের সমুদ্ধার সংঘটনে সমর্থ হওয়া যায়। মহামতে! দেবগণের পুষ্করিণীতে অবগাহন করিলে বাজিমেধ ফল প্রাপ্তি হয় এবং

কোন কালেই দুর্গতি হয় না। অনন্তর ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া, রামপদে গমন ও মাহেশ্বরপদে অভিষেক করিলে, হয়মেধযজ্ঞফললাভ হইয়া থাকে। সুতনন্দন! তথায় কোটিতীর্থের অধিষ্ঠান আছে, এইপ্রকার শুনিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মজ্ঞ! মহামায় মহাবল কোন অসুর ঐ সকল তীর্থ হরণ করিলে, প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া, তাহাদের উদ্ধার করেন। মহামতে! সেই তীর্থকোটিতে অভিষেক করিলে, পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ ও চিরানন্দ ভোগ হইবে।

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ নারায়ণস্থানে গমন করিবে। সুত! ভগবান্ নারায়ণ যেখানে সর্ব্বদা সন্নিহিত আছেন। এবং যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, তপোধন ঋষিগণ, আদিত্য সহিত বসুগণ ও রুদ্রগণ সমবেত হইয়া জনার্দনের উপাসনা করেন। অদ্ভুতকর্ম্মা বিষ্ণু শালগ্রাম রূপে তথায় বিরাজ করিতেছেন। সেই দেবদেব ত্রিলোকীনাথ বরদ অব্যয় বিষ্ণুর অভিগমন করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও বিষ্ণুলোকে গতি হইয়া থাকে। ধর্ম্মজ্ঞ! তথায় যে সর্ব্বপাপপ্রমোচন উদপান আছে, সেই কূপে চারি সাগর সর্ব্বদা সন্নিহিত রহিয়াছে। ধর্ম্মজ্ঞ! তথায় স্নান করিলে, কোন কালেই আর দুর্গতি হয় না। পুনশ্চ, সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত বরদ অব্যয় শূলী মহাদেবের অভিগমন করিলে, অশ্বমেধ ফল লাভ করিয়া, ইন্দ্রের সহিত বিহার করিতে পারা যায়। তথায় জাতিস্মর নামে যে পরম পাবন তীর্থ আছে, উহাতে স্নান করিলে জাতিস্মর হওয়া যায়। অনন্তর বটেশ্বরপুরে ভগবান্ কেশবকে

দর্শন ও অর্চ্চনা করিয়া, উপবাস করিলে অভীষ্ট বিষয় লাভে সমর্থ হওয়া যায়, সন্দেহ নাই।

তৎপরে সর্ব্বপাপপ্রমোচন বামন তীর্থে গমন করিয়া অবগাহন করিলে, দুর্গতিমুক্ত ও বিষ্ণুলোকে মহিত হইয়া থাকে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি তথায় প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বপাপবিনাশিনী কৌশিকীর সেবা করিলে, রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবেন। ঐ কৌশিকী প্রদক্ষিণ করিয়া, পরমপ্রশস্ত চম্পকারণ্যে গমন করিবে। তথায় একরাত্রি বাস করিলে, গোসহস্রদানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে মহামতি তীর্থসেবী গোষ্ঠীল তীর্থে সমাগত হইয়া, এক রাত্রি বাস করিলে, অগ্নিষ্টোম ফল লাভ করে। দেবাদিদেব মহাদ্যুতি মহাদেব ভগবতী পার্বতীর সহিত এই স্থানে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে, সকল দুর্গতি দূর হয়। এবং মিত্রাবরুণলোকে চিরকাল বাস করিতে পারা যায়।

অনন্তর বিজিতাত্মা হইয়া, কন্যাসম্বেদ্য তীর্থে গমন করিলে, নিঃসন্দেহই প্রজাপতি মনুর লোকলাভ হইয়া থাকে। সংশিতব্রত ঋষিগণ বলিয়াছেন, তথায় কন্যাকে অন্নাদি যে কিছু দান করা যায়, তাহাই অক্ষয় হইয়া থাকে। তথা হইতে নিশ্চীরায় গমন করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও বংশের উদ্ধার হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা এই সঙ্গমে দান করে, হে সুত! তাহারা সেই পুণ্যবলে ব্রহ্মলোকে নিঃসন্দেহই গমন করিয়া থাকে। এই ত্রিলোকবিখ্যাত নিশ্চীরায় ত্রিলোকবিশ্রুত বশিষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে। তথায় কৃতাভিষেক হইলে, বাজপেয়যজ্ঞফল লাভ হইয়া থাকে।

অনন্তর ব্রহ্মর্ষিগণের নিষেবিত দেবকূটে গমন করিয়া, বাজিমেধ ফল লাভ ও স্বীয় বংশের উদ্ধার করিবে। তথা হইতে ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ কৌশিক হ্রদে গমন করিবে। কুশিক-বংশাবতংস মহাভাগ বিশ্বামিত্র যেখানে পূর্ব্বে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তীর্থসেবী ব্যক্তি তথায় এক মাস বাস করিবে। তাহা হইলে, অশ্বমেধসমান পুণ্য প্রাপ্ত হইবে। সমুদায় তীর্থের মধ্যে প্রধান মহাহ্রদে স্নান করিলে, দুর্গতি-বিরহ ও বহু সুবর্ণ লাভ হইয়া থাকে। বীরাশ্রমনিবাসী কুমারের দর্শনাদি করিলে, অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যে ফল প্রাপ্তি হয়, সেই ফল লাভ করা যায়, এবিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই।

অনন্তর ত্রিলোকবিখ্যাত অগ্নিধারায় গমন করিলে, অশ্বমেধ ফল লাভ ও স্ববংশের উদ্ধার হইয়া থাকে। তথায় বরদাতা মহাদেব ও সনাতন বিষ্ণু প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহাদিগকে দর্শন ও অর্চ্চনা করিলে, পরম পুণ্য ফল লাভ হয়। শৈলরাজে প্রতিষ্ঠিত পিতামহসরোবরে সমাগত হইয়া, কৃতাভিষেক হইলে, অশ্বমেধতুল্য ফল প্রাপ্তি হয়। পিতামহের সরোবর হইতে যে ত্রিলোক-ভাবিনী কুমারধারা বিনিঃসৃতা হইয়াছে, উহা ত্রিভুবনে বিশিষ্টরূপ বিখ্যাত। সেখানে স্নান করিলে আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া স্পষ্টই বুঝিতে ও প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। এখানে যথাকালে উপবাস করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাপ মুক্তি হইয়া থাকে। অনন্তর তীর্থার্থী অনুত্তম গৌরশিরে গমন করিবে। তথায় অবগাহন করিবামাত্র আত্মশুদ্ধি সম্পন্ন ও বংশের উদ্ধার হয়। এবং পিতৃদেবগণের

অর্চ্চনারত হইয়া, ঐ স্থানে অভিষেক করিলে, হয়মেধ যজ্ঞ ফল লাভ ও স্বর্গে গমন করা যায়। অনন্তর ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তাম্ররুণায় গমন করিলে, বাজিমেধ ফল ও স্বর্গলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। নন্দি-নীতে প্রতিষ্ঠিত ত্রিদশসেবিত কূপে অবগাহন করিলে, অয়ি মহামতি সুত! নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যে পুণ্য, সেই পুণ্য সঞ্চিত হয়। কৌশিকী ও অরুণাসঙ্গমে অবগাহন করিলে, বিদ্বান ব্যক্তি সর্বপাপবিনির্মুক্ত হয়েন।

তথা হইতে উর্বশীতীর্থে গমন ও তৎপরে সোমাশ্রমে প্রবেশ করিয়া, কুম্ভকর্ণাশ্রমে কৃতাভিষেক হইলে, পৃথিবী-পূজ্য হওয়া যায়। এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও স্বর্গলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, কোকামুখে অবগাহন করিলে জাতিস্মর হওয়া যায়, এবিষয় প্রাচীনগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নন্দায় গমনমাত্রেই কৃতার্থ হইয়া থাকে। এবং সমস্ত পাপ প্রক্ষালিত ও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। ঋষভদ্বীপে সমাগত হইয়া, ক্রৌঞ্চনিসূদন কার্ত্তি-কেয়ের সেবা করিয়া, তত্রত্য সরস্বতীতে কৃতাভিষেক হইলে, বিমানারোহণে বিরাজ করা যায়। মহর্ষি উদ্দালকের প্রতি-ষ্ঠিত মুনিসেবিত মহারাজতীর্থে অবগাহন করিলে, সমস্ত পাপমোচন হয়।

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

বাসুদেব কহিলেন, অনন্তর ব্রহ্মর্ষিসেবিত পরমপবিত্র ব্রহ্মতীর্থে গমন করিয়া, অবগাহন করিলে, বাজপেয়ফল লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। তথা হইতে ভাগীরথীতে কৃতোদক হইয়া, দণ্ডার্পণে সমাগত হইলে, গোসহস্রদানের ফল প্রাপ্তি হয়। অনন্তর সিদ্ধনিষেবিত পরমপবিত্র নবেতিকায় গমন করিলে, বাজপেয়ফললাভ ও বিমানচারী হইয়া পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তথা হইতে সংবিন্দ্য-নামক উৎকৃষ্ট তীর্থে সন্ধ্যাকালে সমাগত হইয়া, অবগাহন করিলে, লোকে নিঃসন্দেহ বিদ্বান্ হয়। মহাপ্রভাব রাম পূর্ব্বে প্রসন্ন হইয়া এই তীর্থকে সকল তীর্থের রাজা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ করিয়াছিলেন। লৌহিত্য তীর্থে গমন করিলে প্রচুর সুবর্ণ লাভ হইয়া থাকে। করতোয়ায় গমন ও ত্রিরাত্রি উপবাস করিলে, মহাফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই। কোশলায় সমাগত হইয়া তত্রত্য কালতীর্থে কৃতাভিষেক হইলে, গোসহস্রফললাভান্তে সুরলোকে পূজিত হওয়া যায়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! গঙ্গাসাগরসঙ্গমে অবগাহন করিলে, একাদশ ঋষভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল, তাহার শতগুণ ফল সংঘটিত হইয়া থাকে। সুত! তত্রত্য বরদ্বীপে স্নান করিয়া, ত্রিরাত্র অনশন করিলে, সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

অনন্তর বৈতরণীনাম্নী পাপপ্রমোচনী তরঙ্গিণীতে

গমন করিয়া. তথা হইতে যেখানে শশধর স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন, সেখানে স্নান করিলে, বংশের উদ্ধার ও সর্ব্ব পাপ পরিহার হইয়া থাকে। এবং সহস্র গোদান করিলে যে ফল, সেই ফল লাভ ও স্বীয় বংশের পবিত্রতা বিধান করা যায়। শোণ ও জ্যোতিঃ এই দুই নদীর সঙ্গমে অবগাহন করিয়া, প্রয়ত হইয়া, পিতৃদেবগণের তর্পণ করিলে, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়। হে সূতনন্দন! শোণ ও নর্ম্মদা প্রভবে এবং বংশগুল্মে অবগাহন করিলে, অশ্বমেধ ফল লাভ হয়। ঋষভ তীর্থে সমাগত হইলে, গোসহস্র ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুষ্পবতীতে অবগাহন করিয়া, তিনরাত্রি উপবাস করিলে, গোসহস্রফললাভ ও স্বীয় বংশের উদ্ধার করিতে পারা যায়। অনন্তর প্রযতমানসে বদরিকাতীর্থে কৃতাভিষেক হইলে দীর্ঘায়ুলাভ ও স্বর্গলোকে বাস হইয়া থাকে

অনন্তর জামদগ্ন্যের নিষেবিত মাহেশ তীর্থে গমন ও অবগাহন করিলে, বাজিমেধফললাভ হয়। হে সূতনন্দন! তথায় প্রতিষ্ঠিত মতঙ্গকেদারে স্নান করিলে, নিঃসন্দেহই স্বর্গলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীপর্বতে গমন করিয়া, তত্রত্য তরঙ্গিণীসলিলে কৃতাভিষেক হইলে, অশ্বমেধ ফল লাভ ও পরম সিদ্ধি সম্পন্ন হয়। মহাদ্যুতি মহাদেব মহাদেবী উমার সহিত এই শ্রীপর্বতে পরম প্রীতি সহকারে বাস করিয়াছিলেন এবং পিতামহ ব্রহ্মাও দেবগণে পরিবৃত হইয়া, অধিষ্ঠান করেন। শুচি ও প্রয়তমনা হইয়া, তত্রত্য হ্রদে অবগাহন করিলে, অশ্বমেধ ফল লাভ করিয়া শিবলোকে সমাগত হওয়া যায়।

পাণ্ড্যদেশে প্রতিষ্ঠিত দেবপূজিত ঋষভ পর্ব্বতে গমন করিলে, বাজপেয় ফল লাভও স্বর্গে আমেদ সম্ভোগ করিতে পারা যায়। অনন্তর অপ্সরোগণে পরিবৃত কাবেরীতে গমন করিলে, গোসহস্রফললাভ হইয়া থাকে। পুণ্যার্থী পুরুষ কন্যাতীর্থে অবগাহন করিলে, সর্বপাপবিমুক্ত হয়েন। অনন্তর ত্রিলোকবিখ্যাত গোকর্ণে গমন করিবে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! এই গোকর্ণ সাগর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও সর্বলোক-নমস্কৃত। ব্রহ্মাদি দেবগণ, তপোধন ঋষিগণ, ভূতগণ, যক্ষ-গণ, পিশাচগণ, কিন্নরগণ, মহোরাগগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, গন্ধর্বগণ ও পন্নগগণ এই গোকর্ণে গমন করিয়া থাকে। ইহার জল স্পর্শ করিলে, গোসহস্রদানের ফল লাভ হয়।

মহাত্মা কুশের ও মহাভাগ শরভঙ্গের আশ্রমে গমন করিলে, দুর্গতিবিরহ ও বংশের পবিত্রতা সমাহিত হয়। তথায় জমদগ্নির নিষেবিত সূর্পারকে গমন করিয়া, কৃতাভিষেক হইলে, প্রচুর স্বর্ণ লাভ হয়। প্রয়ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, সপ্তগোদাবরে স্নান করিবে। পূর্বে মহাভাগ সারস্বত মুনিদিগকে যেখানে বেদ অধ্যয়ন করা-ইয়াছিলেন। হে সূত! তিনি তথায় মহর্ষিগণের উত্তরীয়ে উপবেশন পূর্বক প্রনষ্ট বেদ সকলের উদ্ধার করেন। তিনি যথা ন্যায়ে সম্যগ্ বিধানে ওঁকার উচ্চারণ করিবা-মাত্র, যিনি যাহা পূর্ব্বে অভ্যাস করিয়াছিলেন, তাঁহারই তাহা স্মৃতিপথে সমুপস্থিত হইল। ঋষিগণ, দেবগণ, বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি, নারায়ণ হরি, দেব মহাদেব এবং সমস্ত দেবগণে পরিবৃত ভগবান্ পিতামহ সমবেত হইয়া, মহাদ্যুতি ভৃগুকে ঐস্থানে যজনার্থ নিয়োজিত করেন।

ভগবান্ ভৃগু বেদবিহিত কর্ম্মানুসারে বিধি পূর্ব্বক সমস্ত ঋষিগণের পুনরাধান সম্পাদন করিয়াছিলেন। দেবগণ ঐ স্থানেই অজ্যজাগ দ্বারা যথাবিধি অর্চ্চিত হইয়া, স্বর্গে প্রস্থান এবং ঋষিগণও যথাগত গমন করিয়াছিলেন। স্ত্রী বা পুরুষ তথায় প্রবিষ্টমাত্র তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত হইয়া থাকে। ধীর ব্যক্তি নিয়ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তথায় একমাস বাস করিবে। তাহা হইলে, স্বীয় বংশ পবিত্রিত করিয়া, ব্রহ্মলোকগমনে সমর্থ হইয়া থাকে। তথায় পিতৃদেবগণের অর্চ্চনা ও তর্পণ করিলে, মেধাধিক্য লাভ হয়। এবং অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি সহকারে স্মৃতিশক্তি অধিগত হইয়া থাকে।

অনন্তর লোকবিশ্রুত কালঞ্জরে গমন করিয়া, তত্রত্য দেবহ্রদে স্নান করিলে, সূর্য্যলোকে পূজিত হওয়া যায়। সমবেত। তথা হইতে গিরিবরাগ্রগণ্য ত্রিকূটে গমন করিয়া, পাপপ্রমোচনী মন্দাকিনীনাম্নী তরঙ্গিণীতে পিতৃদেবগণের অর্চ্চনানিরত হইয়া, কৃতাভিষেক হইলে, অশ্বমেধযজ্ঞফললাভ ও পরমগতি সুবিহিত হইয়া থাকে। অনন্তর মহেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। দেবগণ, ঋষিগণ, মনুষ্যগণ, পন্নগগণ, সরিদ্‌গণ, সাগরগণ এবং শৈলগণ সমবেত হইয়া, তথায় উমাপতির উপাসনা করেন। ঐ স্থানে মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া, ত্রিরাত্র উপবাস করিলে, দশাশ্বমেধফললাভ ও গাণপত্যপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, এবং দ্বাদশরাত্রি উপবাস করিলে, কৃতার্থ হওয়া যায়। ঐ স্থানেই ত্রিলোকবিখ্যাত গায়ত্রীস্থান প্রতিষ্ঠিত। তথায় ত্রিরাত্র বাস করিলে, গোসহস্রফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অগ্নি

মহামতে! ব্রাহ্মণগণ ইহার নিদর্শন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তথায় যোনিসংকরসমুৎপন্ন ব্রাহ্মণও গায়ত্রী পাঠ করিলে, তাহা তাহার সিদ্ধ হইয়া থাকে। এমন কি অব্রাহ্মণও পাঠকরিলে, তাহার সাবিত্রী সাধিত হয়।

তথা হইতে বিপ্রর্ষি সম্বর্ত্তের সুদুর্লভ বাপীতে সমাসন্ন হইলে, রূপবান্ ও সৌভাগ্যবান্ হওয়া যায়। অনন্তর বেণ্বাতে সমাসন্ন হইয়া, পিতৃদেবগণের তর্পণ করিলে, ময়ূর-হংসসহিত বিমান লাভ হয়। সিদ্ধগণ নিয়তই যাহার সেবা করেন, সেই গোদাবরীতে স্নান করিলে, গোমেধ ফল লাভ ও স্বর্গলোকে পূজিত হওয়া যায়। বেণ্বাসঙ্গমে কৃতাভিষেক হইলে, সমস্ত পাপ প্রক্ষালিত হয়। বরদা-সঙ্গমে স্নান করিলে, বাজিমেধ ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মকুল্যায় গমন করিয়া, ত্রিরাত্র বাস করিলে, গোসহস্র ফল লাভ ও স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মচারী ও সমাধানপর হইয়া, কুশপ্লবনে বাস করিলে, চন্দ্রলোকে পূজিত হওয়া যায়।

অনন্তর কৃষ্ণবেণ্বার উদ্ভবক্ষেত্র দেবহ্রদে, জাতিমাত্র হ্রদে এবং কন্যাশ্রমে গমন করিয়া, স্নান দানাদি করিলে, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। দেবরাজ এই স্থানেই শত অশ্বমেধ করিয়া, স্বর্গে সমাগত হয়েন। সর্ব্বদেবহ্রদে স্নান করিলে, গোসহস্রের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। জাতি-মাত্র হ্রদে স্নান করিলে, জাতিস্মরত্ব লাভ হয়। অনন্তর পরম পবিত্র সরিদ্বরা পয়োষ্ণীতে কৃতাভিষেক হইলে, গোসহস্রফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়া, স্নানদানাদি করিলে, সহস্র গোদান দ্বারা যে ফল হয়, সেই ফল লাভ করা যায়।

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ অনুত্তম ভর্ত্তৃস্থানে সমাগত হইয়া কৃতাভিষেক হইবে। দেব দেব মহাদেব নিত্য তথায় সন্নিহিত আছেন। তথায় গমন করিলে, তীর্থসেবীর সমস্ত কামনা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। কোটি তীর্থে স্নান করিলে, গো-সহস্র ফল লাভ হইয়া থাকে। ঐ তীর্থ প্রদক্ষিণ করিয়া, জ্যেষ্ঠ স্থানে গমন করিবে। তথায় মহাদেবের উপাসনা করিলে, শশধরের ন্যায়, বিরাজ করা যায়। মহাভাগ সুত-নন্দন! তত্রত্য ত্রিলোকবিখ্যাত কূপে চারি সমুদ্র নিরন্তর বাস করিতেছে। ধর্ম্মজ্ঞ! তথায় স্নান করিয়া, নিয়ত চিত্তে প্রদক্ষিণ করিলে, পরম পবিত্র ও পরম গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাভাগ! তথা হইতে মহাদেবের পুরে গমন করিবে। পূর্ব্বে দশরথনন্দন মহাপ্রাজ্ঞ রাম যেখানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী ও মীতাহারী হইয়া, গঙ্গাস্নান করিলে পাপ প্রক্ষালন ও বিষ্ণুলোক লাভ হইয়া থাকে। অনন্তর তথা হইতে মুঞ্জাবটে গমন করিয়া, যথাবিধানে অভিগমনপূর্ব্বক মহাদেবের পূজা ও প্রদক্ষিণ করিলে, গাণপাত্য লাভ হয়। সেই তীর্থে জাহ্নবীতে অবগাহন করিলে, পাপমোচন হয়।

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ ঋষিগণের বহুমানাস্পদ প্রয়াগে গমন করিবে। যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, দিক্ সহিত দিক্‌পালগণ, লোকপালগণ, সিদ্ধগণ, পিতৃগণ, সনৎ-কুমারপ্রমুখ মহর্ষিগণ, নাগগণ, সুপর্ণগণ, ক্রতুগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, সরিদ্‌গণ, সাগরগণ, এবং প্রজাপতি গণে পরিবৃত ভগবান্, হরি বিরাজ করিতেছেন। তথায় তিনটী অগ্নিকুণ্ড আছে। তাহাদের দুইটির মধ্যে জাহ্নবী

প্রবাহিতা হইতেছেন। তিনি তদবস্থায় সর্ব্বতীর্থপূর্ণ হইয়া, প্রয়াগ হইতে সমতিক্রান্তা হইয়াছেন। ত্রিলোকে প্রতিপত্তিশালিনী লোকভাবিনী তপননন্দিনী যমুনা তথায় জাহ্নবীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই গঙ্গা যমুনার মধ্যে পৃথিবীর জঘন সংস্থাপিত, এইপ্রকার প্রথিতি আছে। ঋষিরা জানেন, প্রয়াগ ঐ জঘনের অন্ত বা উপস্থ স্বরূপ। ভোগবতী তীর্থ প্রজাপতির বেদি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। মহামতে! দেবগণ, মূর্ত্তি-মান্ যজ্ঞ সকল ও মহাব্রত ঋষিগণ এইস্থানে প্রজাপতির উপাসনা করেন। এবং দেবগণ এখানে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সূত! ত্রিভুবনে প্রয়াগ অপেক্ষা পুণ্যতম নাই। ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, প্রয়াগ সমুদায় তীর্থের শ্রেষ্ঠ। এই তীর্থের নাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন এবং মৃত্তিকা লভন মাত্রেই সর্ব্ব পাপ মোচন হয়। তথায় সংশিতব্রত হইয়া স্নান করিলে, রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান তুল্য পুণ্যলাভ হয়। এই প্রয়াগ দেবগণের পরমপূজনীয় যজনক্ষেত্র। হে সূতনন্দন! এখানে স্বল্প-মাত্র দান করিলেও, তাহা মহৎ হইয়া থাকে। কি বেদানু-শাসন, কি লোকবাক্য কিছুতেই মন প্রয়াগমরণে পরাঙ্মুখ হয় না। সূতাত্মজ! ষষ্ঠকোটি দশ সহস্র তীর্থ এই প্রয়াগে সন্নিহিত, এইপ্রকার কথিত হইয়াছে। তিন লোকে যে পুণ্য প্রতিষ্ঠিত আছে এবং সমুদায় বেদ অধ্যয়ন করিলে যে ফল লাভ হয়, প্রয়াগে স্নান করিবামাত্র সেই পুণ্যফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তথা হইতে ভোগবতী নামে বাসুকিতীর্থে গমন

[illegible] তথায় অভিষেকমাত্রেই হয়মেধফলভাগী হয়। ত্রৈলোক্যবিখ্যাত হংসপ্রপতন তীর্থ তথায় প্রতিষ্ঠিত আছে। সুতনন্দন! কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া যেখানে সেখানে অবগাহন করিবে। কনখলে কিছু বিশেষ আছে। প্রয়াগে পিণ্ডকার্য্যই প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যেখানে গঙ্গা উত্তরবাহিনী হইয়াছেন, সেস্থান শত গুণে পবিত্র, যেখানে পশ্চিমবাহিনী হইয়াছেন, তাহা আবার তাহা অপেক্ষাও শত গুণে পবিত্র। শত শত অকার্য্য করিয়াও গঙ্গায় স্নান করিলে, অগ্নিতে ইন্ধনের ন্যায় তৎসমস্ত তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায়।

সত্যযুগে তীর্থ মাত্রেই পবিত্র ছিল। ত্রেতায় পুষ্কর, সত্য-যুগে দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র এবং কলিযুগে গঙ্গা পুণ্যজনক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। পুষ্করে তপস্যা ও মহালয়ে জ্ঞানই সার। আর ভৃগুতুঙ্গে ভোজনই প্রশস্ত। পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র ও গঙ্গা সলিল এই সকলে অবগাহন মাত্র আত্মার সহিত স্বীয় বংশের উদ্ধার করিতে পারা যায়। গঙ্গার নাম করিলে, পবিত্রতা, দর্শন করিলে ভদ্রস্থতা, এবং অবগাহন ও পান করিলে, আসপ্তম কুলের নিষ্কৃতি বিহিতা হইয়া থাকে। লোকের অস্থি যাবৎ গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া থাকে তাবৎ সে স্বর্গলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়। গঙ্গাসদৃশ তীর্থ নাই, এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাই, পিতামহ এই প্রকার কহিয়াছেন। মহাভাগ! যেখানে গঙ্গা, সেই তপোবন, এবং সেই সিদ্ধক্ষেত্র।

যেখানে শিবলিঙ্গ ও বিষ্ণুলিঙ্গ সকল স্বয়ং ব্যক্ত ও কাহা কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে, সেই সকল তীর্থ সর্ব্ব

কালই পুণ্য বিধান করে। অযোধ্যা, মথুরা, গয়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা ও দ্বারাবতী—এই সপ্তপুরী মুক্তি সম্পাদন করে। এই সকল স্থলে বাস করিলে বা মৃত্যু হইলে, কুত্রাপি মানবগর্ভে পুনর্জন্ম হয় না। ইত্যাদি সত্যযুক্ত দ্বিজাতিগণের, সাধুগণের, পুত্রের ও অনুগত শিষ্যের কর্ণে জপ করিবে। ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই পুণ্য, ইহাই পরম শুদ্ধ, ইহাই পরম পাবন, ইহাই ধর্ম্মজনক এবং ইহাই সর্ব্বপাপবিনাশক। দ্বিজমধ্যে এই তীর্থবংশানুকীর্ত্তন পাঠ করিলে, মতি নির্ম্মল হয়, এবং স্মৃতিলাভ। মহাপুণ্যসঞ্চয়, সর্ব্বপাপবিমোচন, মেধানমুদ্ভাবন, অপুত্রের পুত্র, দরিদ্রের ধন, ও বিদ্যার্থীর বিদ্যা হইয়া থাকে। তীর্থানুকীর্ত্তনে উল্লিখিত রূপ ফল সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। গম্য অগম্য সমস্ত তীর্থই কীর্ত্তন করিলাম। মনে মনেও ঐ সকলে গমন করিলে, পুণ্যফল লাভ হয়। বসুগণ, সাধ্যগণ, আদিত্যগণ, মরুদ্গণ, দেবকল্প ঋষিগণ ও অন্যান্য সুকৃতার্থী ব্যক্তিগণ সকলেই উল্লিখিত তীর্থ আশ্রয় করিয়াছেন।

এই তীর্থানুকীর্ত্তন যতচিত্তে পাঠ করিলে, ব্রাহ্মণ জ্ঞানবান, ক্ষত্রিয় লোকবিজেতা রাজা। বৈশ্য বিপুলধনবিলসী ও সদ্গতি মান্ এবং শূদ্র সকল দুরিত মুক্ত হইয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, ভূমিতেই সকলের জন্ম ও ভূমিতেই সকলের নাশ হইয়া থাকে। এবং ভূমিতেই তীর্থ সকলের অধিষ্ঠান ও ভূমিই সকলের পরম আশ্রয় স্থান। অয়ি মহামতে! আপনি যে যে তীর্থের কীর্ত্তন করিলেন, যাহাদের পরিচর্য্যা করিলে, প্রচুর পুণ্য ফল সঞ্চয় হয়, সে সমস্তই ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। অধিক কি, আপনার কল্পিত যাবতীয় নদী, পর্ব্বত, বন, উপবন, এবং পবিত্র দ্রুম সকল সমস্তই ভূমি আশ্রয় করিয়া আছে। অতএব মহামুনে! প্রমাণ ও লক্ষণ সমেত সমুদায় ভূসংস্থান শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। নদী, পর্ব্বত, জনপদ ও অন্যান্য প্রদেশ সকলের নাম সমস্ত ও অশেষরূপে শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ জন্মিয়াছে। ভগবন্! অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সকল আমাকে বলিতে আজ্ঞা হউক। মহামতে! আমি আপনার প্রিয়তম শিষ্য ও সর্ব্বথা শরণাগত।

ব্যাসদেব কহিলেন, মহামতি সূত! শ্রবণ কর, এবিষয়ের ইতিহাস কীর্ত্তন করি। সূত! পূর্ব্বে মুনি বন্দ্যোয়ণ ভগবান্ শেষকে এবিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন। পূর্ব্বে দেব দেব ব্রহ্মা দেবর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া, বাসুকিকে সমুদায় প্রজাগণের রাজপদে বরণ করিলে, সেই বাসুকি নাগগণের অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। মহেন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ, তপোধন ঋষিবর্গ গন্ধর্ব্ব

ও অপ্সরোগণ, যক্ষ ও সিদ্ধ সমূহ এবং বিদ্যাধর ও উরোগ সমস্ত নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞ দর্শনাভিলাষে তথায় আগমন করিলেন। সর্বদেবসুখপ্রদ সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, বাসুকি তাহার অবসানে অবভৃত স্নান করিয়া মুনিবৃন্দে পরিবৃত হইয়াই উৎসুক হৃদয়ে শেষকে নমস্কার করিতে গমন করিলেন। মৃণালের ন্যায় মৃদুবর্চারা সহস্রশিবির শেষ স্বীয় লক্ষ্মী সহকারে প্রগাঢ় তমঃপটল নিরাকৃত করিয়া বিরাজমান হইতেছেন, নাগকন্যাগণ কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়াছেন, এবং তাঁহার একমাত্র মস্তকে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সর্ষপবৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, দর্শন করিয়া মুনিগণ পরম ভক্তি সহকারে আহ্লাদভরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বাসুকি যজ্ঞসন্তান হেতু তদীয় অনুমতি গ্রহণান্তর দেব ও গন্ধর্বগণে পরিবৃত হইয়া স্বস্থানে বিনি-বৃত্ত হইলেন।

কোন কোন জ্ঞানকোবি মহাপ্রাজ্ঞ ঋষি বিবিধ তত্ত্ব পরিজ্ঞান বাসনায় ভগবান্ শেষের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইনেন। এবং আমাদের মধ্যে মহামুনি বাৎস্যায়নকে ব্রহ্মাণ্ড সংস্থান জিজ্ঞাসা করিবার জন্য প্রেরণা করিলেন। তখন মহাভাগ বাৎস্যায়ন তাঁহাদের সকলের অভিপ্রায় পর্য্যবেক্ষণ পুরঃসর বারংবার নমস্কার করিয়াই, ভগবান শেষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অনন্তস্বরূপ শেষকে নমস্কার। তুমি ধরণী ধারণ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সঙ্কর্ষণ, মহাদেব ও তুমি সহস্রশিরা, তোমাকে যুগান্তকর হইলে তোমারই বদন পথ হইতে রুদ্র নামক

একাদশ ব্যুহরূপে সঙ্কর্ষণগণ প্রাদুর্ভূত হইবে। লোক সকল তোমারই মুখানলে বিনির্দগ্ধ ও তোমারই শূলে বিদারিত হইয়া, প্রলয়কালে নিপতিত হয়। কোন্ ব্যক্তি তোমার স্তব করিতে সমর্থ। হে বিশ্বেশ্বর! হে ভূধর! আমার ও ঋষিগণের এক প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সংশয় নিরাকরণে আজ্ঞা হউক। তোমার মস্তকে এই যে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল সর্ষপবৎ প্রতিভাত হইতেছে, জগন্নাথ! তাহার প্রমাণ শ্রবণার্থ আমাদের ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। হে ভূধর! এই ভূখণ্ড কিয়ৎপরিমাণ? স্বর্গই বা করিত, এবং পাতালই বা করিত, অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিতে আজ্ঞা হউক।

শেষ কহিলেন, জ্ঞানপরায়ণ ঋষিগণ নিত্যই আমার প্রিয়তম। অতএব তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করিব। ফলতঃ যাহা হইয়াছে, হইবে এবং হইতেছে; তৎসমস্তই বিস্তার ক্রমে বলিব। তোমাদের ন্যায় মহাত্মাদিগের সমাগমে আমার সাতিশয় কৌতুহল উপস্থিত হইয়া থাকে। আমি ঈশ্বরের নিদেশে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিতেছি। সেই ঈশ্বর সকলের কর্ত্তা, হর্ত্তা, রক্ষিতা ও বিধাতা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তাঁহারই মূর্ত্তিভেদ। শক্রাদি দেবগণ ও আমি আমরা সকলেই তাঁহার অংশ। সেই পরমেশ্বর যাঁহাকে যে কর্ম্মে নিয়োগ করেন, সে তাহাই করিয়া থাকে, কদাচ তাহার অতিবর্ত্তনে সমর্থ হয় না।

সেই ঈশ্বর সৃষ্টি বাসনায় প্রকৃতিতে তেজ আধান করেন। তাহাতে মহানের জন্ম হয়। মহান হইতে অহঙ্কার, এবং অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং শব্দ,

স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চগুণ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। হে মহাভাগ! ইহাদেরই সংগ্রহে পঞ্চ মহাভূত। সেই পঞ্চভূত হইতে সমস্ত গুণশালী পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ, ইহারা সকলে পরস্পর গুণোত্তর। ইহাদের মধ্যে ভূমি প্রধান। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী গুণ পরম্পরাক্রমে ভূমিতে সন্নিহিত আছে। জলের গুণ চারিটী· তাহাতে গন্ধ নাই। তেজের গুণ তিন, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, বায়ুর দুইটী শব্দ ও স্পর্শ; এবং আকাশের গুণ একটী শব্দ। পঞ্চ মহাভূতে এই পাঁচটি গুণ উল্লিখিত হইয়াছে। সমস্ত ভূতেই এই সকল গুণ বিদ্যমান আছে। ইহারা পরস্পরকে অতিবর্ত্তন না করিয়া, সম্যক ভাবে অধিষ্ঠান করিলেই, লোকপ্রতিষ্ঠা রক্ষিত হইয়া থাকে। যখন পরস্পর বৈষম্য আশ্রয় করে, তখনই দেহিগণের দেহ বিয়োগ সংঘটিত হয়, তাহা না হইলে, তাহা হয় না। ইহারা আনুপূর্ব্যক্রমে উদ্ধৃত ও আনুপূর্ব্য ক্রমে তিরোভূত হইয়া থাকে। এবং সকলেই অপরি-মেয় ও ঈশ্বর স্বরূপ বিশিষ্ট। পদার্থমাত্রেই পাঞ্চ-ভৌতিক ধাতুনিচয় লক্ষিত হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা তর্ক দ্বারা তাহাদের প্রমাণ কীর্ত্তন করে। কিন্তু যে সকল বিষয় চিন্তার অতীত, তাহাদের উদ্দেশ্যে তর্ক করা বিধেয় নহে। যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্যের লক্ষণ।

মহামতি বাৎসায়ন। জম্বুদ্বীপের, বিষয় বলিব। মহাভাগ! এই দ্বীপ সর্ব্বতোভাবে মণ্ডলাকৃতি ও

চক্রবৎ প্রতিষ্ঠিত এবং বিবিধ নদী, পর্বত, পত্তন, বন, জনপদ, বৃক্ষ; ফল, পুষ্প, এবং সমন্তাৎ লবণসাগরে পরিবৃত। ইহাতে প্রগায়ত হয় রত্নপর্বত উভয়ত পূর্ব ও পশ্চিমসাগরে অবগাহন করিয়াছে। ইহাদের নাম, হিমবান্, হেমকূট, নিষধ, নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্। ইঁহারা সকলেই রত্ন ও ধাতু সমূহে বিচিত্রিত। ইহাদের উচ্ছ্রায় অযুতযোজন, পৃথুত্ব দ্বিসহস্রযোজন এবং অন্তরবর্ত্তিত্ব নব্যসহস্রযোজন।

ইহার দক্ষিণে তিনটী বর্ষ আছে। হে তাপস! সেই সকল বর্ষে সর্বপ্রকার প্রাণীর নিবাসভূত বহুবিধ পুণ্য জনপদ প্রতিষ্ঠিত আছে। তন্মধ্যে ভারতবর্ষ ইহার দক্ষিণেও লবণসাগরের উত্তরে সন্নিবিষ্ট। হিমালয় ইহার সীমা। অনন্তর কিংপুরুষবর্ষ হেমকূটের অধোভাগে প্রতীষ্ঠিত তাহার পর হরিবর্ষ। ইহার সীমা নিসধ পর্বত।

তপোধন! উত্তরদিকেও এইপ্রকার তিন বর্ষ প্রতিষ্ঠিত আছে। সাগরের কূল হইতে কুরবর্ষ শৃঙ্গবানপর্বত সীমা অধিকার করিয়া বিরাজ মান হইতেছে। অনন্তর হিরণ্ময় বর্ষ। ইহার সীমা শেতগিরি, এইরূপ কথিত হয়। অনন্তর রমণক বর্ষ। ইহার সীমা নীল গিরি। মহাভাগ! নীলগিরির দক্ষিণে ও নিষধপর্বতের উত্তরে প্রগায়ত মাল্যবান্ ভূধর প্রতিষ্ঠিত, পশ্চিমে গন্ধমাদন, এবং পূর্বে সমুদ্রকূল হইতে ভদ্রাশ্ব নামকবর্ষ বিরাজমান। মাল্যবান্ ইহার সীমাপর্বত। পশ্চিমে কেতুমাল। গন্ধমাদনসীমান্ত এই কেতুমাল নব সহস্র যোজন বিস্তৃত।

ইহাদের মধ্যে সর্বতোভাবে গোলাকৃতি কনকপর্বত মেরু তরুণাদিত্যের ন্যায়, বিধূমপাবকের ন্যায় বিরাজমান হইতেছে। ইহার উচ্চতে লক্ষযোজন এবং শিখরের পরিমাণ দ্বাত্রিংশৎ যোজন। ইহা ভূগর্ভে ষোড়শ সহস্র যোজন প্রবেশ করিয়াছে। এবং ইহার মূল দেশের পরিমাণও তদনুরূপ। ইহা ঊর্দ্ধে ও অন্তরে ভূরি ভূরি লোক আবৃত করিয়া, অবস্থিতি করিতেছে। ইহার সর্বতঃ ইলাবৃত বর্ষ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সুপর্ণের আত্মজ সুমুখ অন্যান্য পক্ষিদিগের সকলকেই মেরু সংসর্গে সুবর্ণময় দর্শন করিয়া চিন্তা করিল, যেহেতু এই মেরু উত্তম মধ্যম অধম পক্ষিমাত্রকেই অবিশেষ করিয়া থাকে, সেই হেতু ইহাকে ত্যাগ করিব। জ্যোতিঃশ্রেষ্ঠ আদিত্য এই মেরুকে প্রদক্ষিণ করেন। চন্দ্রও সমুদায় নক্ষত্রের সহিত ঐরূপ করিয়া থাকেন এবং বায়ুও তাহাকে প্রদক্ষিণ করেন। মহাভাগ! দিব্যপুষ্পসমন্বিত এই পর্ব্বত জাম্বূনদবিনির্ম্মিত পরমসুন্দর গৃহসমূহে আবৃত। দেবগণ, গন্ধর্বগণ, অসুরগণ, রাক্ষসগণ ও অপ্সরোগণ এই পর্বতে সর্বদা ক্রীড়া করে। মন্দর মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব ও কুমুদ নামক চারি পর্বত ইহার চারিদিক্ অবষ্টম্ভ করিয়া আছে। ইহারা উচ্চেও বিস্তারে অযুতযোজন। হে ব্রাহ্মণর্ষভ! হে ধর্ম্মজ্ঞ এই চারি পর্বতে চূত, জম্বূ, কদম্ব ও ন্যগ্রোধ এই চারিটী বৃক্ষ আছে। ইহারা ঊর্দ্ধে ও বিস্তারে সহস্র যোজন এবং তত্তৎ পর্বতের শত যোজন বিশাল কেতুরূপে বিরাজ করিতেছে। দুগ্ধহ্রদ, মদ্যহ্রদ, ইক্ষুহ্রদ, ও জলহ্রদ এই

চারি হ্রদ এবং চৈত্ররথ, নন্দন, সর্বতোভদ্র ও বৈভ্রাজক এই চারি দেবোদ্যান তথায় প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবাঙ্গনারা দেবগণের সহিত ঐ সকল উদ্যানে নিত্য বিহার করেন। এতদ্ভিন্ন, গন্ধর্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, চারণ ও তাপসগণ, ইহাঁরা দিব্য মধুর গান ও স্ত্রীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

মন্দর পর্বতের উৎসঙ্গে যে অযুতযোজন সমুচ্ছ্রিত চূত বৃক্ষ আছে, বহুদূর হইতে তাহার অমৃতকল্প ফল সকল পতিত হইয়া থাকে। পতন বেগে বিশীর্ণ হইলে, সেই সকল ফলের রস হইতে যে নদী সমুৎপন্ন হয়, তাহার নাম অরুণোদা। ঐ নদী মন্দরপর্বত হইতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। উহার জল স্পর্শমাত্রেই শিবা গণপদ লাভ হয়। হে বাৎস্যায়ন! উহাদের দেহ-সৌরভে সমন্তাৎ দশ যোজন সুগন্ধিত হইয়া থাকে। এই ব্যাপার অতিমাত্র বিস্ময়রসের আধার।

এই রূপ, হস্তিকায় প্রমাণজম্বু ফল সকল মেরুমন্দরে পতিত হওয়াতে উহাদের রসে যে জম্বুনদী নাম্নী মহানদী সমুৎপন্ন হয়, উহা ইলাবৃতবর্ষের দক্ষিণভাগে প্রবাহিত হইতেছে। উহার উত্তর তীরের জম্বু রসপরিপ্লুত মৃত্তিকাই বায়ু ও সূর্য্য কিরণ সম্পর্কে সুবর্ণ হইয়া থাকে। ঐ সুবর্ণের নাম জাম্বুনদ। দেব, উপদেব ও গন্ধর্ব্বেরা স্বস্ব স্ত্রীর সহিত নানাভরণসেবিত উল্লিখিত জম্বুনদ ধারণ করেন।

হে তাপস! সুপার্শ্ব পর্ব্বতের উপরিভাগে যে মহা কদম্ব বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার কোটরসমূহ হইতে

যে পাঁচটী মধু ধারা পতিত হইতেছে সেই পঞ্চায়াম বিস্তৃত মধুধারা ইলাবৃতের পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে। উহাদের রসপান করত স্বকীয় মুখোদ্গারমারুতে সমন্তাৎ শত যোজন সুগন্ধিত হইয়া থাকে।

কুমুদপর্ব্বতের শিখরদেশে যে শতশাখ মহাবট বিরাজমান হইতেছে, উহার স্কন্ধ হইতে নদী সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া ইলাবৃতের উত্তরে প্রবাহিত হইতেছে। উহাদের নাম পয়স্বিনী, দধিহ্রদা, ঘৃতকুল্য, মধুকুল্যা ও গুড়শ্রবা এই পাঁচটী নদীর জলপান করিলে, বলি, পলিত, দৌর্গন্ধ ও জরাদোষ বিনাশ হয়।

কুরঙ্গ, কুরর, শঙ্খ, কুসুম্ভ, শিখর, চিত্রকুট, রুচক, ঋষভ, পতঙ্গ, নিষধ, ত্রিকুট, কালঞ্জর, জোকাধি, এবং অন্যান্য পর্ব্বত সকল মেরি মূলদেশে পরিকল্পিত হইয়াছে। জঠর ও দেবকুট এই দুই পর্ব্বত মেরুর পূর্বভাগে প্রতিষ্ঠিত। হে বিপ্রেন্দ্র! মেরুর শিখর দেশে বিশ্বস্রষ্টার পুরী বিরাজমান হইতেছে। ঐ পুরী চতুরস্রা, সুবর্ণময়ী ও যোজনাযুত বিস্তৃতা। দিক্‌পালগণের পুরী সকল মেরুর পূর্বদিকে যথাক্রমে প্রতিষ্ঠিত আছে। তম্মধ্যে ব্রহ্মপুরী চতুর্থ ভাগে পরিকল্পিত হইয়াছে। তথায় ব্রহ্মা, রুদ্র, সুরেশ্বর শক্র, ইহাঁরা সমবেত হইয়া, বিবিধ ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তুম্বুরু, নারদ, বিশ্বাবসু, হাহাহূহু ইহারা তথায় সমাগত হইয়া, বিবিধ স্তব সহকারে সুরশ্রেষ্ঠের স্তব করিয়া থাকেন। মহাত্মা সপ্তর্ষিমণ্ডল ও প্রজাপতি কশ্যপ, ইহাঁরা পর্বে পর্বে তথায় সমাগত হয়েন। উহারই

শিখরদেশে দৈত্যগণ ভগবান্ শুক্রের পূজা করে। তাহারই হেমময় রত্ন ও রত্ন পর্বত। ভগবান্ কুবের তাহারই চতুর্থভাগ ভোগ করেন। এবং তাহারই কলাংশ মনুষ্য-দিগকে প্রদান করিয়া থাকেন।

মেরুর উত্তর পার্শ্বে সর্বত্র কুসুমান্বিত দিব্য কানন এবং শিলাজালসমুদ্গত রমণীয় কর্ণিকার বন বিরাজমান্ হইতেছে। তথায় সাক্ষাৎ ভূতভাবন দেব মহাদেব ভয়-ঙ্কর ভূতগণে পরিবৃত হইয়া, দেবী পার্বতীর সহিত বিহার করেন। তাঁহার গলদেশে কর্ণিকারময়ী মালা। উহা তাঁহার পাদদেশ পর্য্যন্ত লম্বমান।

অয়ি মহামতে সেই সৌম্য পর্বতের শিখর হইতে বিশ্বরূপা অপরিমিতা ক্ষীরধারা নির্ঘাতনিস্বনে নিপতিত হইতেছে। ঐ ক্ষীরধারা পরম পবিত্র এবং পুণ্যতমগণের নিসেবিত। উহাই শুভা ভাগীরথী গঙ্গা। পিণাক-ধৃক্ মহাদেব শতবর্ষ সহস্র স্বীয়মস্তকে পর্বতগণের ও দুর্দ্ধয়া-গণ শরাশরণ করেন। দেবী ভাগীরথী মেরুর শিখর হইতে চতুর্বিধ রূপে বিদ্যমান হইয়াছেন। উহাদের নাম সীতা, অলকনন্দা, বংখু ও ভদ্র। তন্মধ্যে সীতা ব্রহ্মসদন হইতে কেশবাদি মহা পর্বত ইহাকে অতিক্রম পূর্বক বিনি-স্পতিতা হইয়া গন্ধলাদ শিখর সমূহে অবতরণ পূর্বক ক্রমানুসারে ভদ্রাশ্বপর্বতের পবিত্রতা বিধান করিতেছে। এবং হে মহাভাগ! পূর্বদিকে লবণ সাগরে প্রবেশ করিয়াছে। বক্ষু মালাবান্ পর্বতের শিখর হইতে কেতু-খাল পর্বতে পতিত হইয়া, হে বিপ্রেন্দ্র! প্রতীচীদিগকে মহাসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ভদ্রা উত্তর মেরু শিখর

হইতে পতিত হইয়া, পর্বতে পরস্পর অতিক্রম পূর্বক শৃঙ্গবান্ পর্বতের শৃঙ্গ হইতে সবেগে উত্তর কুরুমণ্ডলে গমন করিয়া, লবণ সাগরে অবগাহন করিয়াছে। আর অলকশেখর সমূহে পতিতা হইয়া, হিমালয় ভেদ ও ভারতবর্ষে অবতরণ পূর্বক দক্ষিণ দিকে লবণ সাগরে প্রবেশ করিয়াছে।

অয়ি মহামতে! মেরুর পশ্চিম পার্শ্বে কেতুমাল নামে পর্বত বিরাজমান। তত্রত্য মানবগণের পরমায়ুর পরিমাণ দশ সহস্র বর্ষ। পুরুষগণ সুবর্ণ বর্ণ এবং স্ত্রীগণ অপ্সর সদৃশী। তাহাদের রোগ নাই, শোক নাই, ভয় নাই। তাহারা নিত্য আনন্দিত। তথায় প্রতপ্ত কনকপ্রভ মানবগণ জন্ম গ্রহন করেন।

গুহ্যকাধিপ কুবের গন্ধমাদন শিখর সমূহে রাক্ষস, অপ্সর ও গন্ধর্বগণের সহিত নিজে বিহার করে। গন্ধমাদনের পার্শ্বে সহস্র সহস্র কেতু শৈল বিরাজমান হইতেছে। তত্রত্য অধিবাসীগণের পরমায়ু একাদশ সহস্র বৎসর। তাহারা সকলেই রণবীর্য্য পরাক্রম বিশিষ্ট ও সর্বদাই হর্ষাবিষ্ট এবং স্ত্রীগণ সকলেই উৎপল্ল পত্র সন্নিধ ও অতিমাত্র প্রিয়দর্শিনী।

অয়ি মহামতে! উত্তর কুরু, ভারতবর্ষ, ধনু ও সণ নামক দক্ষিণ ও উত্তর দুই বর্ষ এবং ইলাবৃত এই পাঁচটীবর্ষ যথাক্রমে পরস্পর উত্তরোত্তর সমধিক গুণবিশিষ্ট। ভারতবর্ষ ব্যতিরেকে অপরাপর বর্ষবাসী লোক সকলের আয়ুঃ পরিমাণ দশ সহস্র বর্ষ।

মহাভাগ! পৃথিবী এইরূপে পর্ব্বতে পরম্পরায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন।

অষ্টবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

শ্রীশেষ কহিলেন, ভূতভাবন ভগবান্ লোকদিগকে অনুগৃহীত করিবার বাসনায় এই নয় বর্ষে মায়াবিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন। তন্মধ্যে ভগবান্ ভব দেবী উমার সহিত একাকী নিয়ত ইলাবৃত বর্ষে অধিষ্ঠান করিতেছেন। দ্বিজ! ভবানীর শাপভয়ে অন্য কোন ব্যক্তি তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। বৈবস্বতের পুত্র ঐল মোহ বশতঃ তথায় প্রবেশ করিয়া স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহার গর্ভে পুরুরবার জন্ম হয়। তথায় মহাত্মা বিষ্ণুর অংশরূপী দেব সংকর্ষণ প্রতিষ্ঠিত আছেন। ভগবান্ ভব ভবানীর সহিত এইরূপে ভক্তিভরে তাঁহার স্তব করেন, ভগবান্ তোমাকে নমস্কার। তুমি মহাপুরুষ। তুমি পূর্ব্বজ। তুমি অনন্ত। তুমি অব্যক্ত। তুমি নির্গুণ। তুমি গুণাত্মা। তোমাকে নমস্কার।

বাৎস্যায়ন কহিলেন, ভবানী কি কারণে শাপ দিয়াছিলেন, আমার নিকট বলুন, শুনিবার জন্য সাতিশয় কৌতূহল হইতেছে।

শেষ কহিলেন, একদা মহাদেব তত্রত্য আনন্দকাননে ভবানীর সহিত হর্ষভরে বিহারসুখে মগ্ন হইয়া আছেন। শাল, তাল, তমাল, বিল্ব, বকুল, পাটল, চিরবিল্ল, তিন্তিড়ী, চূত, চম্পক, কাঞ্চন, করঞ্জ, কোবিদার, কেশর, কুঞ্জর, অশন, তিলক, কর্ণিকার, কুন্তী, খদির, তিন্দুক,

বানীর, জম্বীর, পীলু, উডুম্বর, বেতস, শাকট, বদর, করহাট, বট, কুটজ, পানরস, অশোক, জম্বু, নিম্ব, কদম্ব, ক্ষীরিকা, করমর্দ্দ, বীজপূর, রম্ভা, প্লক্ষ, আসন, নারিকেল, সদাফল, সপ্তচ্ছদ, ত্রৈপত্র, শিরীষ, আমলক, কর্কন্দু, লিকুচ, পারিভদ্র, ধব, কেতক, শিশুমার, তগর, কুন্দ, মল্লিক, পদ্ম, ইন্দীবর, কহ্লার, মালতী, যূথিকা, মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ, এবং অন্যান্য বহুবিধ দেবতরু, ইত্যাদি বৃক্ষসমূহে ঐ আনন্দকানন পরিবৃত ও আমোদিত এবং মধুকরগণের ঝঙ্কার, কোকিলগণের কলনাদ ও ময়ূরগণের নৃত্যে পরম আহ্লাদজনক। ভবদেব সকলঋতুস্থলভকুসুমসম্পন্ন ও সর্ব্বগন্ধমনোহর আনন্দকাননে ঐরূপে বিহার করিতেছেন এমন সময়ে সনকাদি ব্রহ্মপুত্রগণ মহেশ্বরের দর্শন কামনায় তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সকলেই সিদ্ধাত্মা ও সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ। দেব উমাপতি সেই সিদ্ধ মহর্ষি-দিগকে সমাগত দর্শন করিয়াই, সসম্ভ্রমে সত্বর স্খলিত চর্ম্মাম্বর যথাস্থানে ধারণ করিলেন। অস্তবসনা দেবীও নীবীবন্ধনে তৎপরা হইয়া, ব্যগ্রচিত্তে কূর্পাসক দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অতিমাত্র লজ্জা উপস্থিত হইল। সেই সিদ্ধ মহর্ষিগণও বিহারপরায়ণ হরপার্ব্বতীর এই প্রকার সম্ভ্রম পরিজ্ঞাত হইয়া, খিন্ন-হৃদয় ও পরাবৃত্ত হইয়া, প্রাচেতস আশ্রমে গমন করিলেন। কমললোচনা ভবানী ব্যাকুলা হইয়া, তদবধি এই শাপ প্রদান করিলেন, অতঃপর কোন পুরুষ এই কাননে প্রবেশ করিলে, তৎক্ষণাৎ স্ত্রীযোনি প্রাপ্ত হইবে। কেবল

ভগবান্ শঙ্করের এইপ্রকার হইবে না। বিপ্র! দেবী যে কারণে শাপ প্রদান করেন, তোমার নিকট এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

দ্বিজ! ভগবান্ হরি হয়শীর্ষ বিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক ভদ্রাশ্বে বিরাজমান হয়েন। তত্রত্য পুরুষগণ সেই জগদ্গুরুর স্তব করিয়া থাকেন। ভগবান্ নারায়ণ নর-সিংহদেহ ধারণ করিয়া, হরিবর্ষে বিরাজ করেন। দৈত্য-পতি মহাভাগ প্রহ্লাদ তাঁহার স্তব করেন। ভগবান্ কেতুমাল বর্ষে কামদেব স্বরূপে বিরাজমান হয়েন। প্রজা-পতির দুহিতৃগণ ও স্বয়ং লক্ষ্মী তাঁহার সহিত তথায় বিহার করেন। তত্রত্য পুরুষগণ পরম ভক্তি সহকারে সেই জগন্মোহন-রূপ-ধারীর স্তব করিয়া থাকে। ভগবান্ রম্যকবর্ষে দয়াপর মৎস্যরূপে বিরাজ করেন। বৈবস্বত মনু ভক্তি সহকারে তদীয় স্তব করিয়া থাকেন। ভগবান্ কূর্ম্মদেহ ধারণ করিয়া, হিরণ্ময় বর্ষে বিরাজমান হয়েন। প্রেতাধিপতি যম পরম ভক্তি যুক্ত হইয়া, তাঁহার স্তব করেন। ভগবান্ বরাহরূপে কুরুবর্ষে অধিষ্ঠিত আছেন। স্বয়ং দেবী বসুন্ধরা তত্রত্য বর্ষপতিদিগের সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহার স্তব করেন। ব্রহ্মন! ভগবান্ কিংপুরুষ বর্ষে আদিপুরুষ লক্ষ্মণাগ্রজ রাম রূপে সীতার সহিত সর্বদা বিহারপরায়ণ বিরাজ করেন। পবননন্দন হনুমান্ তত্রত্য পুরুষগণের সহিত নিয়ত ভক্তি সহকারে তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন। ভগবান্ নরনারায়ণ ঋষিরূপে ভারতবর্ষে বিরাজ করেন। দেবর্ষি নারদ কৃতানতি হইয়া, তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মন্! এই দ্বীপে বহুসংখ্য নদী, পর্ব্বত ও অনেক দেশ আছে। তৎ সমস্ত যথাক্রমে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। মেরুর উত্তরদিক্স্থ দেশ সকলের বিষয় পর্য্যায়ক্রমে বলিব। মেরুর উত্তর পার্শ্বে উত্তর-কুরু নামে সিদ্ধনিষেবিত পবিত্র দেশ আছে। তত্রত্য বৃক্ষ সকল সকল কালেই সুস্বাদু ফল ও সুগন্ধি কুসুম সম্পন্ন। এবং সকলেই কাম দোহন করিয়া থাকে। হে মুনিপুত্র! ক্ষীরী নামক আর একজাতীয় বৃক্ষ সর্ব্বদা অমৃত তুল্য ক্ষীর ক্ষরণ করিয়া থাকে। এবং কালে আভরণ ও বস্ত্র প্রসব করে। তত্রত্য সমস্ত ভূমিই মণি-ময় ও সূক্ষ্ম মসৃণ বালু বিশিষ্ট। এবং সকল ঋতুতেই সর্ব্বদা সুখপ্রদ। তথায় পঙ্ক নাই, কঙ্কর নাই। মনু-ষ্যেরা স্বর্গভোগাবশেষে তথায় জন্ম গ্রহণ করে। তাহারা সকলেই বিশুদ্ধাভিজনবিশিষ্ট, সকলেই সুচারু-মুখপঙ্কজ-সম্পন্ন। তত্রত্য স্ত্রীমাত্রেই সুরসুতা-সদৃশী। তাহারা উল্লিখিত ক্ষীর বৃক্ষ সকলের সুধাস্বাদ ক্ষীর পান করে। তথায় তুল্যরূপ-বেশ-বয়স-বিশিষ্ট ও তুল্য-রূপ-রূপ-গুণ-সম্পন্ন মিথুন সকল সমুৎপন্ন হয়। তত্রত্য অধিবাসীমাত্রেই নীরোগ, নির্ব্বিঘ্ন ও সর্ব্বদা আনন্দিত। তাহাদের আয়ুর পরিমাণ একাদশ সহস্র বৎসর। তাহারা সকলেই মহাভাগ ও পরস্পর বিরোধ শূন্য। ভারুণ্ড নামক তীক্ষ্ণতুণ্ড মহাবল শকুন সকল তত্রত্য মৃত-দিগকে নির্হরণ ও নদীসলিলে নিক্ষেপ করে। ব্রহ্মন্! তোমার নিকটে সংক্ষেপে উত্তরকুরুর ব্যাখ্যা করিলাম। হিরণ্ময় ও রম্যকবর্ষেও এইপ্রকার ধর্ম্ম প্রকীর্ত্তিত

হইয়াছে। অধুনা মেরুর পূর্ব্ব পার্শ্ব যথাযথ কীর্ত্তন করিব।

ব্রহ্মন্! ভদ্রাশ্বে ভদ্রবান্ নামে মহীপতি রাজত্ব করেন। তথায় ভদ্র-শালবন ও কালাম্র নামক মহাবৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত আছে। সিদ্ধ ও চারণগণ নিত্য এই বৃক্ষের সেবা করেন। উহা যোজনৈক-সমুচ্ছ্রিত। তত্রত্য পুরুষগণ শ্বেতবর্ণ, তেজোযুক্ত ও মহাবল এবং স্ত্রীগণ কুমুদাভা, সুনাসা, সুলোচনা, চন্দ্রভা, চারুরূপা, পূর্ণেন্দুসদৃশাননা, নৃত্য-গীতকলাভিজ্ঞ ও চন্দ্রশীতলকান্তিশালিনী। ব্রহ্মন্! তথায় আয়ুর পরিমাণ দশ বর্ষ সহস্র। কালাম্ররস পান করিয়া, তাহাদের যৌবন নিত্য সুস্থিরভাববিশিষ্ট।

নীল পর্ব্বতের দক্ষিণে ও নিষধের উত্তরে সুদর্শন নামে মহাজম্বু বৃক্ষ বিরাজমান হইতেছে। উহার কোন কালে বিনাশ নাই। সিদ্ধচারণসেবিত ঐ বৃক্ষ পরম পবিত্র ও সর্ব্বকামফলপ্রদ। এব' পরম শ্রী সম্পন্ন ও সহস্র-যোজন-সমুচ্ছ্রিত। উহা দ্বারা দ্বীপ বিখ্যাত হইয়াছে। উহার বিস্তার দশ পঞ্চশত সহস্র অরত্নী। তত্রত্য মানবগণ তরুণাদিত্যবর্ণবান্। তথায় মাল্যবান্ পর্ব্বতে সম্বর্ত্তক নামে প্রলয়ান্তক কালাগ্নি হব্যবাহন দৃশ্যমান হয়েন। ঐ পর্ব্বত ষট্ পঞ্চ সহস্র যোজন। তত্রত্য মানবগণ মহারজতবর্ণবিশিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং ঊর্দ্ধরেতা হইয়া, তপস্যা করিয়া থাকেন এবং ভূতগণের রক্ষণার্থ দিবাকরে প্রবেশ করে। উহাদের সংখ্যা ষষ্টি সহস্র ও ষষ্টিশত। তাহারা দিবাকরকে পরিবৃত করিয়া, অরুণের অগ্রে অগ্রে গমন করে। এই

রূপে তাহারা ষষ্টি সহস্র ষষ্টিশত বৎসর আদিত্য কর্ত্তৃক তপ্ত হইয়া, পরিশেষে শশধরমণ্ডলে প্রবেশ করে।

নববিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

শ্রী শেষ কহিলেন, শীত পর্ব্বতের দক্ষিণে ও নিষধের উত্তরে রমণক বর্ষ। তত্রত্য লোকমাত্রেই বিশুদ্ধাভিজনসম্পন্ন ও পরমপ্রিয়দর্শন। এবং পরম সৌভাগ্যশালী ও নিত্যমুদিতচিত্ত। তাহাদের আয়ুর পরিমাণ দশ সহস্র দশ পঞ্চ শত বৎসর।

নীল গিরির দক্ষিণ ও নিষধের উত্তর হিরণ্ময় বর্ষ প্রতিষ্ঠিত। তথায় হৈমবতী নদী প্রবাহিত হইতেছে। মহাভাগ! পতগোত্তম পক্ষিরাজ গরুড় ও বহুসংখ্য মহাবল যক্ষানুগ ধনী পুরুষ তথায় বাস করে। মহামতে! তাহাদের আয়ুঃপরিমাণ একাদশ সহস্র শত পঞ্চ শত বৎসর। হে ব্রাহ্মণর্ষভ! তত্রত্য তিনটী শৃঙ্গ বিচিত্রভাববিশিষ্ট। তন্মধ্যে একটী শৃঙ্গ মণিময়, দ্বিতীয় স্বর্ণময় ও তৃতীয় শৃঙ্গ রত্নময় ও পরম শোভাসম্পন্ন। এই তৃতীয় শৃঙ্গে স্বয়ং প্রভাদেবী বাস করেন। কৈলাশ পর্ব্বতে রাজা কুবের গুহ্যকগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। কৈলাসের উত্তরে ও মৈনাকের পশ্চাতে স্বর্ণময়শৃঙ্গবিশিষ্ট দিব্যভাবাপন্ন মণিময় পর্ব্বত।

তাহার পার্শ্বে সুন্দর কনকরেণুবিভূষিত পরমমনোহর দিব্য মহৎ বিন্দুসর প্রতিষ্ঠিত। রাজা ভগীরথ যেখানে পুণ্যাপগা গঙ্গাকে দর্শন করিয়া, বহু বৎর বাস করিয়াছিলেন। তত্রত্য যূপ সকল মণিময় ও চৈত্য সকল হিরণ্ময়। ইন্দ্র তথায় যজ্ঞ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। সমস্ত লোক ও ভূতগণ সমাগত হইয়া, তথায় ক্ষয়-বিনাশবিরহিত তিগ্মতেজা সৃষ্টিকর্ত্তা ভূতপতি ব্রহ্মার উপাসনা করে। নর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, মনু ও স্থাণু ইহাঁরা তথায় বিরাজ করেন। ত্রিপথগা প্রথমে ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। তিনি ব্রহ্মলোক হইতে বিনিষ্পতিতা হইয়া, তথায় সপ্তধারায় অবতরণ করেন। এই সপ্তধারার নাম নলিনী, পাবনী ও সরস্বতী ইত্যাদি। এই দিব্যভাবাপন্ন সপ্তগঙ্গা ত্রিলোকে বিখ্যাত।

হিমালয়ে রাক্ষসগণ, হেমকূটে গুহ্যকগণ, নিষধে সর্প ও নাগগণ, শ্বেতপর্ব্বতে দেব ও অসুরগণ, এবং শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতে দেবগণ বাস করেন।

মহাভাগ! এই সাতবর্ষ যথাক্রমে কীর্ত্তন করিলাম। ভূতগণ ইহাতে বাস করে। প্রশস্তাগতিসম্পন্ন ও অবিনাশি-পদবিশিষ্ট এই সাত বর্ষে বহুবিধ দেবমানুষী সমৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সমৃদ্ধির পরিসংখ্যান্ করা সাধ্য নহে। ভগবান্ ভব ভবানীর সহিত ইলাবৃত বর্ষে বিহার করেন। এই অষ্টবর্ষ তোমার নিকট বর্ণিত হইল।

অনঘ! সম্প্রতি পরমপবিত্র কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষের বিষয় শ্রবণ কর। দেবরাজ ইন্দ্র, বৈবস্বত মনু, মহাত্মা পৃথু ইক্ষাকু, যযাতি, অম্বরীষ, মান্ধাতা, নহুষ, মুচুকুন্দ,

শিবি, রাজর্ষি সোমপ, মহানুভাব গাধি, ঋষভ, ঐল, দিলীপ, কুশীদ, নৃগ, এবং অন্যান্য মহাভাগ মহাবল ক্ষত্রিয়গণ এই ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছেন। তাঁহাদেরও কথা সকল বলিতেছি, শ্রবণ কর। অত্রত্য পর্ব্বতগণ ধাতুবিচিত্রিত, স্বত্বশালী, সুমহান্ ও চিত্রসানুবিশিষ্ট। ধর্ম্মজ্ঞ! আর্য্য, ম্লেচ্ছ ও মিশ্রশ্রেণী পুরুষগণ এখানে বাস করে। গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, বিপাশা, গোদাবরী, নর্ম্মদা, যমুনা, মহানদী, দৃশদ্বতী, বিশালা, সরিদ্বরা বাহুদা, বেত্রবতী, পয়োষ্ণী, দেবিকা, বেদস্মৃতি বেদাঙ্গিনী, চিত্রাসনা, করীষিণী, চিত্রমহা, কৃষ্ণবেণ্ণা ইরাবতী, বিতস্তা, ত্রিদিবা, ইক্ষুনা, কৃমি, গোমতী, ধূতপাপা, নিচিতা, লোহিতাবল, কৌশিকী, ত্রিদিবা, কৃত্যা, সরযু, চর্ম্মণ্বতী, বেত্রবতী, চন্দ্রলা, রহস্যা, শতকুম্ভা, হরিলোমা, দিক্, শরাবতী, পয়োষ্ণী, বাজিনী, পুরমালিনী, পূর্ব্বাভিরামা, ধীরা, বাপী, শিভবলী, পলাসিনী, সুপ্রয়োগা, মহামতী, কাবেরী, অলকা, বেণ্ণা, ভীমরথী, কুশতীরা, ঘৃতাচী, মরুতী, প্রথরা, সেনা, মহেন্দ্রা, পাটলাবতী, পুরাবতী, মনুষ্যা, কুশধারা, সদানীরা অধৃষ্যা, বীরবতী, অশিক্লী, হিরণ্ময়ী, সদাশান্তা, শিবা, মহানদী, বীরকরা, বিশ্বামিত্রী, কপিঞ্জলা, বসু, সুবস্ত্রা, গৌরী, কুবের, রথচিত্রা, জ্যোতিরথা, তুঙ্গবেণ্ণা, বৈনন্দী, পিঞ্জলা, তুঙ্গবেণী, রিদিশা। কৃষ্ণবেণ্ণা, হরিশ্রবা, সন্ধ্যা, সনাশ, বৈদস্ব, ভারদ্বাজী, শীত্রা, পিচ্ছিলা, কৌশিকী, দুর্গা, মন্ত্রশীলা, ব্রহ্মবিদ্যা, পরোক্ষা, রোহী সামান্যা, বরণা, অসি, সুরসা, তমস, সান্ধী, পর্ণাশা, মালবা, বৃষভা, ভাস, ব্রহ্মমধ্যা, দৃশদ্বতী,

মহাকৃষ্ণা, মন্দগা, মন্দবাহিনী, চিত্রোৎপলা, চিত্ররথা ব্রহ্মাখ্য মহাসাগরী, কাশ, শুক্তিমতি, মঙ্গলা, মঞ্জরা, বাহিনী, কুমারী, ঋষিলা, মন্দাকিনী, সুপর্ণা, গঙ্গা, মারিষেব, সরস্বতী, লোহিত্যা, করতোল বৃষভাহারে, ইত্যাদি শতসহস্র বিশ্বজননী মহাকলা মহানদী ভারতবর্ষে বাহিত হইতেছেন। অনঘ! তোমার নিকট তাহাদের বৃত্তান্ত এই কীর্ত্তন করিলাম।

দ্বিজ! ভারতবর্ষে যে সকল পর্ব্বত আছে, বলিতেছি শ্রবণ কর। মলয়, মঙ্গল প্রস্থ, মৈনাক, চিত্রকূট, ঋষভ, কোটক, কোন্দ, মহ, দেবসিরি, মহেন্দ্র, বারিধার, বিন্ধ্য বৈঙ্কট, শ্রীশৈল, ঋষ্যমুখ, শুক্তিমান, ঋক্ষ, দ্রোণ, পারিপাত্র, রৈবত, ককুভ, গোবর্দ্ধন, চিত্রকূট, নীল, গোকর্ণ কোকামুখ, ইন্দ্রকীল, কামগিরি, ইত্যাদি পর্ব্বত ভারত বর্ষে প্রতিষ্ঠিত আছে।

দ্বিজসত্তম! অতঃপর জনপদ সকল কীর্ত্তন করিব। সুবিখ্যাত করুপঞ্চাল, শাল্ব, মাদ্রেয়, জাঙ্গল, মৎস্য, কুশট্ট মৌদ্গিন্য, ভোজ, সিন্ধু, কুলিন্দ, শূরসেন, পুলিন্দ, কুন্তি, কেশি, কোশল, পাঞ্চাল, কৌশল, বোধমাল, চেদি, করূষ। নৈকপৃষ্ঠ, যুগন্ধর, উত্তম, দশার্ণ, কাশী, অপর কাশী, কুন্তী, অবন্তী, গোপরাষ্ট্র, কুলাতি, জার, কুক্কুট, অপর কুন্তী, গোমন্ত, মণ্ডক, পৌণ্ড্র, মল্ল, কেরলী, অশ্বকাশোত্তর মনজ, বিজয়, আধিরাজ্য, সকুট্ট, মালব, উপবাহ, চক্রবক্কাতি, যক্লল্লোম, বাহলীক, বাটধান, শংকর, চর্ম্মচণ্ড, মল্ল, সুদেষ্ণ, প্রহ্লাদ, মহিষ, শশিক, অপরান্ত, পরান্ত, আভীর, কালতোয়, অটবী, শিখর, মেরুভুত, উপবিষ্ট, অনুপবিষ্ট, জঙ্গলাকর, কুট, পরান্ত, মাহের মগধ, মালব

জট, কক্ষ, সামুদ্রনিষ্কুট, বহির্গির্য্য, অন্তর্গির্য্য, প্রবিশেষ, সুদেষ্ণ, যামুন, সক, নিষাদ, নিষদ, ভার্গব, পুণ্ড্রভোগ, কিরাত, আনর্ত্ত, নৈঋত, তীরগ্রাহ্য, শূরসেন, কুন্তল, কুশল, গান্ধার, দর্শ, দবীব্যা, সুদাম, সুমল্লিক, কুশিক, রত্নবট্রু, বাবযামবশেবলা, কুলিন্দ, উপেত্যক, করীষক, গঙ্গ, গোপাল, কচ্ছ, মূষিক, বাণবাশিক, কিরাত, বর্বর, সিদ্ধ, ও ভ্রমেস্লচ্ছ, নৈরাদ্ধ্রু, বৈদেহিক, তাম্রলিপ্ত, দ্রবিড়, কেরল, বিকল্প, কোবেট্টক, চেল, সৌহৃদ, মলকামল, উৎসবসংকেত, কোঙ্ক, বেঙ্কট, মালব- দণ্ডক, কোরক, কুরঙ্গ, রমরিক, বিন্ধুচুলিক, ত্রিগর্ত্ত, সন্ধাসেন্নয়, সমঙ্গ, কবর অপর বর্ত্তক, মূষিক, তনবাণ, পুলিন্দ, বর্বর, মুনিবাট, শিখর, সর, বেগসর, বিদর্ভ, ঋষিক, কাক বিন্ধক, যবন কাম্বোজ, তঙ্গন পারতঙ্গন, মরুদ্বহ, কুলাখ্য, ম্লেস্ছজাতি, অপরম্লেস্ছ, হূন, পারসিক, রমন, চীন, দর্শমালিক, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পহ্লব, লিরিক, কন্দর, খামীক, বৈণ, শূদ্রকুল, শূদ্রাভর, দরদ ও অন্যান্য ম্লেচ্ছ-ভুমি, আত্রেয়, ভারদ্বাজ, স্তনপোষক, দ্রেষক, কলিঙ্গ তোমর, করভঞ্জক, ইত্যাদি প্রাচ্য ও উদীচ্য জনপদ সকল ভারতে প্রতিষ্ঠিত আছে। আমি উদ্দেশে তোমার নিকট জনপদ সকল কীর্ত্তন করিলাম।

ব্রহ্মন্! ভারতবর্ষে ত্রিবর্গফল লাভ হয়। সম্যক্ রূপে অনুষ্ঠান করিলে, অন্নত্য ভুমি কাম দোহন করে। এখানে শুভাশুভ কর্ম্ম করিলে যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যান্য বর্ষ সকল ভুস্বর্গনামে অভিহিত। ভারতবর্ষে যাগধ্যানাদি লক্ষণ কর্ম্ম বিধান করিলে, সমরূপ ফল

লাভ হয় এবং বিকর্ম্ম করিলে, নরকাপত্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মন্! এখানে তপস্যা ও আরাধনা সহায়ে সিদ্ধি লাভ হয়। ব্রাহ্মণর্ষভ! সত্য ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ যথাক্রমে ভারতে আবির্ভূত হইয়া থাকে। হে ব্রাহ্মণসত্তম! সত্য যুগে ভারতবর্ষে আয়ুঃ পরিমাণ চতুঃসহস্র বৎসর। ত্রেতাযুগে তিন সহস্র, দ্বাপরে দুই সহস্র এবং কলিযুগে এক শত। এই শত বৎসরেরও আবার স্থিরতা নাই। কেহ গর্ভে থাকিয়াই মরে ও কেহ জন্মিয়াই মরিয়া যায়। সত্যযুগে মহাবল, মহাসত্ত্ব জ্ঞানবান্, ধর্ম্মতৎপর, তপস্বী, ধ্যাননিষ্ঠ, মানবগণ জন্ম গ্রহণ করে। ত্রেতাযুগে সকল বর্ণই সর্ব্বদা স্বধর্ম্মনিরত হইয়া থাকে। মহাভাগ! দ্বাপরযুগের মানবগণ ক্রূর, পর হিংসক, লুব্ধ, আনৃতিক, কোপন ও দুষ্কর্ম্ম। কলিযুগের ত কথাই নাই। এই যুগে ভারতবর্ষে তাপস ব্রাহ্মণগণ সমুৎপন্ন হইবেন। দ্বিজ! সমস্ত বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষই প্রকৃষ্ট। যেহেতু, এখানে হরিভক্তপরায়ণ মনুষ্যেরা চরমে সিদ্ধিলাভ করেন। হে দ্বিজোত্তম! ভারতবর্ষে সকলেই প্রায় ভগবদ্‌ভক্তিপরায়ণ। তীর্থ সকলও যে রূপ অনেক সেইরূপ ফলপ্রদ।

আমি এই লক্ষ যোজন বিস্তৃত জম্বূদ্বীপ কীর্ত্তন করিলাম। ইহা আপনার সমানপ্রমাণ লবণ সাগরে বেষ্টিত। মুনিগণ তথায় আটটী উপদ্বীপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাভাগ! ঐ সকল উপদ্বীপ সিন্ধু মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও বিবিধজাতীয় লোকে অধ্যাসিত। বাৎসায়ন! শ্রবণকর, তাহাদের নাম করিতেছি। সগরের পুত্রেরা অশ্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া,

পৃথিবীর চারিদিক খনন করিতে করিতে ঐ আটটী দ্বীপ মহাসাগরে কল্পনা করেন। তাহাদের নাম স্বর্ণপ্রস্থ, চন্দ্রশঙ্ক, সিংহল, আবর্ত্তন, পাল্কজন্য, মন্দ, হরিলোমপ ও লঙ্কা। দ্বিজ! তোমার নিকট জম্বুদ্বীপের অন্তরও কীর্ত্তন করিলাম।

দশবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

শেষ কহিলেন, দ্বিজ বাৎস্যয়েন! শ্রবণ কর, প্লক্ষ-দ্বীপ বর্ণন করিব। জম্বুদ্বীপ ও তাহার বেষ্টন লবণ সাগরের যে পরিমাণ, মহামতে! প্লক্ষদ্বীপ তাহার দ্বিগুণ। পুর যেমন পরিখ দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তদ্রূপ জম্বূদ্বীপ আপনার সমপরিমাণ লবণ সলিলে বেষ্টিত। আবার উপবন যেমন পরিখার বেষ্টন, সেইরূপ প্লক্ষদ্বীপ লবণসাগরকে বেষ্টন করিয়া দ্বিলক্ষ যোজন বিস্তৃত হইয়াছে। মহাভাগ! তথায় প্লক্ষনামে যে মহাবৃক্ষ আছে, তদ্দ্বারা দ্বীপের খ্যাতি হইয়াছে। ঐ বৃক্ষ স্বর্ণাগ্নি সন্নিভ ও জম্বুবৃক্ষের সম পরিমাণ। এই দ্বীপে সাতটী বর্ষ প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাদের নাম সুভদ্র, যবদ, শিব, অমৃত, ক্ষেম ও শান্ত। সীমা পর্বতে সাতটী এবং নদী ও সাতটি প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। মণিকূট বজ্রকূট জ্যোতিষ্মান্ ইন্দ্রসেনক হিরণ্যষ্ঠীব মেঘমাল ও সেতু-শৈল এই সাত সীমাপর্বত। এবং অরুণা নৃমণা সাবিত্রী

আঙ্গিরথ, সতম্ভরা; সুপ্রভা ও ঋতম্ভরা এই সাতটী নদী। এই সাত মহানদীর দর্শন মাত্রেই পবিত্র হওয়া যায। তত্রত্য ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় যথাক্রমে হংস পতঙ্গ ঊর্দ্ধায়ন ও সত্যাঙ্গ নামে পরিগণিত। তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মার্থাকোবিদ।

মহাভাগ! তথায় অন্যান্য অনেক পর্বত ও মহাফল নদী আছে। তন্মধ্যে মলয় নামক পর্বত প্রাগায়ত। এই পর্বত হইতেই মেঘ সকল প্রাদুর্ভূত ও সর্বত্র প্রভুত হইয়া থাকে। বিপ্রেন্দ্র! মলয়ের পর জলধার পর্বত। দেবরাজ ইন্দ্র পৃথিবীতে বর্ষণ করিবার জন্য এই পর্বত হইতেই জল গ্রহণ করেন। তাহাতেই বর্ষাকালে বৃষ্টি ও কশ্যাদির সমুৎপত্তি হইয়া থাকে। অনন্তর রৈবত নামক পর্বত। এই পর্বতেই রেবতী নক্ষত্র আকাশে সমুদিত দৃশ্য হয়। অনন্তর মহাভাগ! দুর্গ নামক মহাগিরি। এই পর্বত হইতেই বায়ু প্রবর্ত্তিত হয়।

এই প্লক্ষদ্বীপে ভগবান্ শঙ্করের উপাসনা হইয়া থাকে। এবং সিদ্ধচার ও দৈবতগণ সর্বদা গতায়াত করেন। ব্রহ্মণ! তত্রত্য প্রজা মাত্রেই ধার্ম্মিক জরামৃত্যু বিবর্জ্জিত দীর্ঘায়ু সত্যপর ভোগবর্দ্ধিত ও বৃদ্ধিশীল। এবং নদী সকল পরম পবিত্র ও পবিত্রকারিণী। তাহাদের সংখ্যা অনেক। মহানদী, মহাজলা সীতাসী কালিকা সুকুমারী কুমারী বক্ষ, বিবর্দ্ধিনী এবং অন্যান্য সহস্র নদী এখানে প্রবাহিতা হইতেছে। তাহাদের সংখ্যা করা সাধ্য নহে। তথায় লোকসম্মত্ত পরম প্রশস্ত চারিটী জনপদ আছে। তাহাদের নাম মগ মশক মানস ও মন্দগ।

তন্মধ্যে মগে অধিকাংশ ব্রাহ্মণের বাস ও নিত্য সুকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। মশকে ক্ষত্রিয়গণ বাস করে। তাহারা ধার্ম্মিক ও সর্ব্বকামপ্রদ। মহাভাগ! মানসে ধর্ম্মনিষেবী বৈশ্যগণ বাস করে। আর মন্দগে শূর ও ধর্ম্মার্থনিশ্চিন্ত শূদ্রেরা বাস করে। বিপ্রেন্দ্র! তথায় রাজা নাই, দণ্ড নাই, দণ্ড্যতা নাই। তাহারা স্বধর্ম্ম সহায়ে পরস্পরের রক্ষা করিয়া থাকে। দ্বিজ! প্লক্ষ-দ্বীপ আপনার সমপরিমাণ ইক্ষুসাগরে বহির্দিকে বেষ্টিত। ঐ সাগর বিবিধ রত্নপূর্ণ।

শাল্মল দ্বীপ প্লক্ষদ্বীপের দ্বিগুণ। এবং চতুর্লক্ষ যোজন সুরা সাগরে বেষ্টিত। তথায় দ্বিলক্ষ যোজন সমুচ্ছ্রিত শাল্মলী নামে যে বৃক্ষ আছে তাহা হইতেই ঐ দ্বীপের নাম-করণ হইয়াছে। সুপর্ণ ঐ বৃক্ষে বাস করে।

হে সুলোচন! এই দ্বীপেও সাতটী বর্ষ উল্লিখিত হই-য়াছে। তাহাদের নাম সৌমনস্য রমণক দেববর্ষ সুরো-চন পারিভদ্র আপ্যায়নও অভিজ্ঞাত। তত্রত্য শৈল-সংখ্যাওসপ্ত যথা সুরস শতশৃঙ্গ বামদেব কুন্দ কুমুদ পুষ্পবর্ষ ও সহস্রাতি। ব্রহ্মন্! তথায় প্রধান নদীও সাতটী কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহাদের নাম অনুমতি সিনী-বালর নন্দা বাকা সরস্বতী রজনী ও কুহূ। এই সকল মহানদী পরম-পুণ্য সম্পাদন করে। তত্রত্য বিপ্রাদি বর্ণ চতুষ্টয় যথাক্রমে বক্ষ্যমাণ নাম ধারণ করে। যথা প্রথম বর্ণের নাম শ্রুতধর দ্বিতীয় বর্ণের নাম বীর্য্যধর তৃতীয় বর্ণের নাম বসুন্দর ও চতুর্থ বর্ণের নাম ইন্ধর। তাহারা সকলেই ভগবান্ আত্মরূপী সোমের উপাসনা করে।

কুশদ্বীপ সুরা সাগরকে বেষ্টন করিয়া তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে বিস্তৃত ও আপনার সমপরিমাণ ঘৃত সাগরে বেষ্টিত। তথায় যে সুবিশাল কুশস্তম্ব আছে তাহাতেই দ্বীপের নামকরণ হইয়াছে। ঐ কুশস্তম্ব আপনার দীপ্তিতেই মহাগ্নিরাশিবৎ জাজ্বল্যমান। তথায় প্রধানতঃ সমান সাতটী বর্ষ আছে। তাহাদের নাম বসুদান, হবরুচি নাভিগুপ্ত, সত্যব্রত, বিপ্রণাম ও দেবনাম। তথায় সীমা পর্ব্বতও সাতটী। তাহাদের নাম বভ্রু, চতুঃশৃঙ্গ, কপিল, চিত্রকূট, দেবনাক, ঊর্দ্ধরমা ও দ্রবিণ। মহানদীও সাতটী তাহারা সর্বপাপবিনাশকারি তাহাদের নাম রসকুল্যা, মিত্রবিন্দা, শ্রুতরিন্দা, দেবর্ভা, মন্ত্রমালা, ঘৃতচ্যুতা। অত্রত্য বিপ্রাদি বর্ণ সকল নামান্তর ধারণ করেন। যথা প্রথম বর্ণের নাম কুশল দ্বিতীয়ের নাম কোবিদস্ত, তৃতীয়ের অভিযুক্ত ও চতুর্থবর্ণের নাম কুলক। তাহারা সকলেই জ্ঞানবান্ ও জাতোদররূপী, ভগবান্ নারায়ণের উপাসক এবং সকলেই কর্ম্মকৌশলযাজী।

ক্রৌঞ্চদ্বীপ ঘৃতসাগর অপেক্ষা দ্বিগুণ এবং আপনার সমান ক্ষীরসাগরে বেষ্টিত। তথায় ক্রৌঞ্চ নামে যে পর্বত আছে, তাহা হইতে দ্বীপের নামকরণ হইয়াছে। হে মহামতে! মহাসেন কার্ত্তিকেয়ের করাঘাতে এই সুমহান্ পর্বতে ছিদ্র হইয়াছে। এই দ্বীপ ক্ষীরোদ সাগরের বীচি সমূহে সতত অভিষিক্ত। তথায় সাতটী বর্ষ প্রতিষ্ঠিত আছে। আমার নিকট তাহাদের নাম শ্রবণ কর। আম্রে মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, বনস্পতি, লোহিতবর্ণ, সুধাম, ভ্রাজিষ্ণু এই সাত বর্ষ। দ্বিজ! এই সকল বর্ষের সীমাকর পর্বতে

সংখ্যাও সপ্ত। যথা শুক্লক, বর্দ্ধমান, ভোজন, উপবর্হন, নন্দক, নন্দন ও সর্বতোভদ্র। ব্রাহ্মণসপ্তম। মহানদী ও সাতটী, তাহারা পবিত্রতা সাধন করে। তাহাদের নাম অভয়া; অমৃতৌঘা, তৃপ্তি রূপবতী, তীর্থবতী, আর্য্যকা ও পবিত্রবতী। তত্রত্য বিপ্রাদিবর্ণ সকল নামান্তর বিখ্যাত। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণকে পুরুষ, ক্ষত্রিয়কে ঋষভ, বৈশ্যকে দ্রবিণ ও শূদ্রবর্ণকে দেবসঙ্গ বলে। ইহারা বিষ্ণুর জলময়ী মূর্ত্তির উপাসনা ও ধ্যান করে।

দ্বিজর্ষভ! ক্ষীরোদের পর শাক দ্বীপ। ইহার আয়াতন দ্বাত্রিংশৎ লক্ষ যোজন। এবং ইহার চতুর্দ্দিক দধি মণ্ডোদ সাগরে বেষ্টিত। ইহার পরিমাণ ঐ দ্বীপের অনুরূপ। তথায় শাক নামে এক মহাবৃক্ষ বিরাজমান হইতেছে। সেই শ্রীমান্ বৃক্ষ হইতেই দ্বীপের নামকরণ হইয়াছে। এই শাকসুরভিত দ্বীপেও সাতটী মাত্র বর্ষ প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাদের নাম পুরোজব, মনোজব, ধূম্রলাক, বেগবান বিশ্বাধার বহুরূপও চিত্ররেফ। পর্বত ও সাতটী। যথা ঈশান উরুশৃঙ্গ বলভদ্র মহানদ শতকেশবানামা, সহস্রস্রোত ও দেবপাল। এই সকল পর্বত বর্ষসীমা প্রবর্ত্তক। নদীও সাতটী বিখ্যাত। আয়ুৰ্দ্দাপী অলঘা সহস্রশ্রুতি পঞ্চনদী নিকৃতি বর্ণরাজিতা ও উভয়দৃষ্টি। এই সকল নদীই মহাপুণ্যা ও মহাফলা। বিপ্রাদিবর্ণ সকল নামান্তর বিখ্যাত। তন্মধ্যে আদ্যবর্ণ ঋতব্রত দ্বিতীয় বর্ণ সত্যব্রত তৃতীয় বর্ণ দানব্রত ও চতুর্থ বর্ণ অনুব্রত নামে বিখ্যাত। তথায় লোকে বায়ুরূপী ভগবানের ভজনা ও উপাসনা করে।

দধি সাগরের পর মহান্ পুষ্কর দ্বীপ। শাক অপেক্ষা দ্বিগুণ প্রমাণ ও সমান, স্বাদু সাগরে বেষ্টিত। তথায় জ্বলজ্জ্বলনসন্নিভ পত্রসহস্রাযুতশোভিত অত্যুচ্চ পুষ্কর বিরাজিত আছে। তাহা হইতেই দ্বীপের খ্যাতি হইয়াছে। ঐ পুষ্করকেই বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার আসন বলিয়া থাকে। দ্বীপ মধ্যে বেষ্টনক নামে গিরি বিরাজমান হইতেছে। এখানে রমণক ও ধাতক নামে দুইটী বর্ষ বিখ্যাত। বিপ্র! ঐ পর্ব্বতের উচ্ছ্রায় অযুত যোজন। তাহার বিস্তারমানও তদনুরূপ। ঐ পর্বতের শেখরে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের চারিটী পুর প্রতিষ্ঠিত আছে। বিপ্র! দিবাকর মেরু-পারিক্রমে প্রবৃত্ত হইলে, এই শৈলেন্দ্রই স্বীয় মস্তকে তদীয় সম্বৎসরাত্মক চক্র ধারণ করে। মহাবল প্রজাসকল ঐ দুই বর্ষে বাস করে। তত্রত্য বর্ণ সকলের নামান্তর নাই।

স্বাদু সাগরের পরেই লোকালোক পর্বত। লোক ও অলোক এই উভয়ের মধ্যে থাকিয়া, সমুদায় লোক বেষ্টন করিয়া প্রাচীরবৎ অবস্থিতি বরিতেছে. এই জন্য ইহার নাম লোকালোক পর্ব্বত কীর্ত্তিত হইয়াছে। মানসোত্তর মেরুর অন্তর্বর্ত্তিনী যাবতীয় ভূমিই কাঞ্চনময়ী। উহা লোকালোক পর্ব্বতের পরেই প্রতিষ্ঠিত। দ্বিজ! তথায় প্রহিত বস্তু কোন মতেই উপলব্ধ হয় না। তথায় যে উদ্দীপ্ত সৌবর্ণ কান্তি প্রাদুর্ভূত হইতেছে, তাহা স্বর্ণবর্ণের তিরস্কারিণী। এইজন্য, প্রাণিমাত্রেই সেই ভূমি বর্জ্জন করিয়া থাকে। সুবিশাল লোকালোক পর্ব্বত লোকান্তে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই জন্য, তদ্দ্বারা সূর্য্যাদিরও তেজঃ আবৃত হইয়া থাকে।

মহামতে ! জ্যোতিঃ সমুদায় ঐ পর্ব্বতকে অতিক্রম করিয়া, স্বব্যাপার সাধনে সক্ষম হয় না। ব্রহ্মন্! এই পর্বতের যেমন উন্নাহ, সেইরূপ আয়াম। পৃথিবী আয়াম ও বিস্তারে পঞ্চাশৎ কোটিযোজনা। এই লোকালোক পর্ব্বত তাহার চতুর্থাংশ। সুমহাবল গজেন্দ্রচতুষ্টয় ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে তাহার উপরি উপবেশন করিয়া, স্বস্ব কর দ্বারা পৃথিবীকে আকর্ষণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে। স্বয়ং ভগবানও বিষক্‌সেনাদি পার্ষদপ্রবরপ্রচয়ে পরিবৃত হইয়া, হে মারিষ! সমুচ্ছ্রিত ভুজপারম্পরায় প্রলয় পর্য্যন্ত পৃথিবীকে ধারণ করিয়া, তথায় বিরাজ করেন।

ভূমির অন্তর্বিস্তার সমস্তই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। গাঢ়সংতমসে সমাচ্ছন্ন ভুবলোকেরও এই প্রকার অন্তর্বিস্তার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্বেতদ্বীপ সাক্ষাৎ ভগবানের স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মন্! তোমার নিকট এই ভুগোল বর্ণনা করিলাম।

ব্যাসদেব কহিলেন, সূত! যে ব্যক্তি এই গোল বর্ণনা শ্রবণ করে, তাহার সসাগরা সশৈলবনকাননা সদ্বীপা ও সবর্ষা সমস্ত বসুন্ধরা প্রদক্ষিণ করা হয়।

একাদশবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীসূত কহিলেন, এই আমি আপনাদের নিকট অনুক্রম ভূমিশও আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলাম। প্রথমে সৃষ্টি

খণ্ড, তাহার পর ভূমিখণ্ড। পুনরায় ভূমিখণ্ডমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব। যে নরোত্তম এই খণ্ডের শ্লোক শ্রবণ করে, তাহার দিনত পাপক্ষয় হইয়া থাকে। যে সুধী ভক্তি-ভরে ইহার এক অধ্যায় শ্রবণ করে, বিদ্বান্ ও কুটুম্বী ব্রাহ্মণদিগকে সুপর্ব্বে গো সহস্র দান করিলে যে ফল, দ্বিজ! তাহার সেই ফল প্রাপ্তি ও বিষ্ণু প্রসন্ন হয়েন। প্রতিদিন এই পদ্মপুরাণ পাঠ করিলে, কলিযুগে বিদ্বান্ ও নরপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করা যায়।

ঋষিরা কহিলেন, পুণ্যকাম ব্যক্তি পুরাণাদি শ্রবণে প্রবৃত্ত হইলেও, হে সুতজ! কি জন্য কলিযুগে তাহাদের বিবিধ সুদারুণ বিঘ্ন সমাগত হয়?

সূত কহিলেন, অশ্বমেধাযজ্ঞানুষ্ঠানে যে ফল, হে দ্বিজ-বর্গ! এই পদ্মপুরাণ পাঠেও সেই ফল। পরম প্রশস্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ কলিতে প্রবর্ত্তিত হয় না। এই পুরাণও সেই অশ্বমেধের কার্য্য করে। পাপপথে প্রবৃত্ত পাপাত্মা মানবগণ অশ্বমেধযজ্ঞ জনিত স্বর্গ-মোক্ষ-ফলপ্রদ পুণ্য ভোগে সমর্থ হয় না। এই রূপ, কলিযুগে পাপাত্মা মানবগণ অশ্বমেধসম এই পুরাণেরও তদ্বৎ ফল ভোগ করিতে পারে না। কলিতে মনুষ্যেরা প্রায়ই পাপশীল। তজ্জন্য নরকার্ণবে গমন করে। কিরূপে তাহারা এই চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ পরম প্রশস্ত পুরাণ শ্রবণ করিবে ও এই পুরাণ শ্রবণ করিলে, চতুর্ব্বর্গের সাধন সমস্তই সাধিত হয়। হে দ্বিজবর্য্যসমাজ! কলিতে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ নষ্ট এবং সাঙ্গ ও সস্বর বেদের সহিত স্বর্গে সমাগত হইয়াছে। যাহা হউক, এই পুরাণ শ্রবণ করিলে, সমস্ত মহাবিঘ্নই দূর

হয়। পক্ষান্তরে, অশ্রদ্ধা জন্মিলে, তৎক্ষণাৎ পাতক কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকে। হে সত্তমবর্গ! তাহার লোভ জন্মিয়া থাকে। বিষ্ণুদৈবত কর্ত্তৃক সুদারুণ মোহ প্রেরিত হয়। অথবা দৈব কিংবা বলবান্ কর্ম্ম বলে তাহার মোহ উপস্থিত হয়। কিংবা পুরাণশ্রবণ সময়ে দূষক, কুৎসক ও অন্যান্য বহুবিধ পাপাত্মার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। স্বীয় বুদ্ধি দ্বারাই ঐরূপ বিঘ্নরূপ সমুদায় পরিজ্ঞাত হইবে। অথবা, বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, দেখিতে পাইলেই, তাহার নিরাকরণার্থ বৈষ্ণব মহামন্ত্র ও পরমপুণ্যজনক বিষ্ণুসুক্ত সহায়ে কিংবা বিষ্ণুর বিরাট মন্ত্র অথবা সহস্র শীর্ষক দ্বারা হোম করিবে। কিংবা দ্বাদশাক্ষর বিষ্ণু সুমন্ত্রে হোম করিতে হইবে। যে দেবতার যে হোম বা যে মন্ত্র তাহারই প্রয়োগ করিবে। অষ্টোত্তর তিলাজ্য ও পলাশ সমিধ দ্বারা স্থাপন, পূজন ও আবাহন করিবে। তৎকালে বিঘ্নেশ, সুরেশ্বরী সারদা, অগ্নি, মহামায়া, চণ্ডিকা, ক্ষেত্রনায়িকা, ইত্যাদি দেবতার পূজা করিবে। তিল, তণ্ডুল আজ্য ও সমিধ যুক্ত মন্ত্র সহায়ে ঐরূপ পূজা করিয়া হোম ও পরিশেষে ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করিবে। দোগ্ধিকা গো দক্ষিণার্থ সংযুক্ত করিয়া প্রদান করিবে। তাহা হইলে বিঘ্নসমূহ বিনাশ ও পুরাণও সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি এইপ্রকার অনুষ্ঠান না করে, তাহার বিঘ্ন বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাহার বহু-যন্ত্রণাদায়ক রোগ, ভার্য্যাশোক, পুত্রশোক, ধনহানি, এবং বিবিধ মহারোগ ভোগ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যাহার ধনাদি দান করিবার ক্ষমতা নাই, সে উপবাস

করিয়া, একাদশীতিথিসমাগমে মধুসূদনের পূজা করিবে। ষোড়শ উপচারে আন্তরিক ভক্তি সহকারে ঐরূপ পূজা করিয়া, সুব্রাহ্মণদিগকে যথাবিত্তানুসারে ভোজন করাইবে। এই পাদ্মপুরাণ শ্রবণ করিলে, গোসহস্রদানের ফল লাভ হয়।

দ্বাদশবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

সূত কহিলেন, হে ব্রাহ্মণসত্তমগণ! অধুনা ভূমি-খণ্ডের অনুক্রমণিকা কীর্ত্তন করিব। যাহা শুনিলে, সর্ব্ব পাপ মোচন ও সদ্‌গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ভূমিখণ্ডে শিবশর্ম্মার চরিত, তদীয় পুত্রগণের পিতৃভক্তির তৎ-কর্ত্তৃক পরীক্ষা, তাহাদের বিষ্ণুপদপ্রাপ্তি, কনিষ্ঠের পরীক্ষা ও দৈত্যবংশে পুনরুৎপত্তি এবং পুনরায় প্রহ্লাদরূপে জন্ম গ্রহণ, ইন্দ্রার্থ বাসুদেবে প্রার্থনার জন্য ইন্দ্রসৃষ্টি, বিষ্ণুর অদিতিকে বরদান, বিষ্ণুলোক হইতে সুব্রতের অদিতিগর্ভে অবতরণ, অদিতির অত্যুগ্র তপস্যা, ইন্দ্রের জন্ম ও অভিষেক, তজ্জন্য দনুর অনুতাপ ও দিতির সহিত বিলাপ, কশ্যপ কর্ত্তৃক তদীয় সান্ত্বনা, পঞ্চাত্মক প্রসঙ্গে জীবের ঘোর সংসার প্রাপ্তি ও বীতরাগের সহিত কথোপকথন; জীবের তত্ত্বজ্ঞান, স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কশ্যপের সহিত দৈত্যদিগের সম্ভাষণ, কশ্যপ কর্ত্তৃক উপদেশ দান ও ধর্ম্মসাধন, দৈত্য-গণের মন্ত্রণা ও তপস্যায় দৃঢ় সংকল্প, চতুর্বিধপুত্রকারণ-

বর্ণন, পুণ্যপ্রশংসা, পাপনিন্দা, ধর্ম্মের দর্শনার্থ দুর্বাসার মহাতপস্য, সাক্ষাৎকারে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্ম কর্ত্তৃক ক্রুদ্ধ দুর্ব্বাসার উপসান্ত্বন, দুর্বাসার ধর্ম্মে শাপ, ব্রহ্মচর্য্যাদিলক্ষণ, সাধুগণের পুণ্য মরণ, পাপিগণের মৃত্যু ও নারকী গতি এবং পুনরায় কুযোনিতে জন্ম, বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক সোমশর্ম্মার শূদ্রত্ব কীর্ত্তন, বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রসন্ন হইয়া সোমশর্ম্মাকে বরদান, সুব্রতের তপস্যা ও ধনপুত্রাদি লাভ, তদীয় বাল্য-কালীন হরিভক্তি, তদীয় তপস্যায় তুষ্ট হইয়া হরি কর্ত্তৃক বরদান, তৎপ্রভাবে পিতা মাতার পুত্র সুব্রতের সহিত, সদেহে বৈকুণ্ঠগমন হিরণ্যকশিপুর বরদান ও নিপাত, দিতির অনুতাপ, বলাসুরের জন্ম, ইন্দ্র কর্ত্তৃক তাহার নিধন, তৎপ্রযুক্ত রোষ বশ কশ্যপ কর্ত্তৃক শত্রুবিনাশ জন্য জটাগ্র হইতে বৃত্রের উৎপাদন, ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন প্রদান, পূর্ব্বক তাহার সহিত সন্ধিসম্পাদন, এবং রম্ভাসহায়ে বিশ্বাস বিধান পূর্বক বজ্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন, তৎ প্রযুক্ত কশ্যপ কর্ত্তৃক দিতির উপসান্ত্বন, মরুতগণের জন্ম ও ইন্দ্রের সহিত বন্ধুতা, দেবাসুরগণের দিগাধিপত্যনিরূপণ, পৃথুর পৃথিবীদোহানদি চরিত বিস্তার, ব্যাধধীবরসম্বাদ ও বেদমাহাত্ম্য, বেণমাতা সুনীথার গন্ধর্ব্বজনা শাপকীর্ত্তন, ইন্দ্রকে দেখিয়া মহাবল তুঙ্গের তত্তুল্যপুত্রকামনায় তপো-নুষ্ঠান, পিতৃবাক্যে সুনীথার সুদুঃসহ অনুতাপ, সখীগণ কর্ত্তৃক তাহার সান্ত্বন ও তপোনিবৃত্তি, বেণের জন্ম, ধর্ম্মময়ী কীর্ত্তি ও পশ্চাৎ পাতকসঙ্গম, এবং নিজধর্ম্মোপদেশ, স্বধর্ম্মত্যাগ, যজ্ঞবেদাদি নিন্দা, তদ্দর্শনে ক্রোধপরায়ণ সপ্তর্ষিগণ কর্ত্তৃক তাহার উরুমন্থন, পৃথুর করমন্থনে নিষাদের

ৎপত্তি, বেণের দুরাচার পরিহার ও তপস্যা, বিষ্ণু কর্ত্তৃক দানমহাত্ম্যাও অদাননিন্দা,. কথন এবং দানকালনির্দ্দেশ, কুকরাখ্যান, স্ত্রীধর্ম্মবিস্তার, সুদেবচরিত, শূকরশূকরী সংবাদ, ইক্ষ্বাকুর সহিত শূকরের যুদ্ধ, স্বাকলাভ, শূকরীর যুদ্ধ, জীবমাত্র শেষ শূকরীর সহিত রাজ্ঞীর কথোপকথন, সুকলার উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম চর্য্যা, সুদেবাচরিত পুনর্বর্ণন, সুকলার মোহনার্থ ইন্দ্র ও কামের মন্ত্রণা, পতিব্রতাধর্ম্মনাশে মদনের প্রতিজ্ঞা, সুকলার ধৈর্য্য ও পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠ, পিতৃতীর্থ, পিপ্পলোপাখ্যান, অর্বাচীনপরাচীনজ্ঞানোপাখ্যান, মাতলিযযাতিসংবাদ, দেহতত্ত্ব বিচার, পাপাত্মাদের গতি, পুণ্যাত্মাদের গতি, বিষ্ণুভক্ত যযাতি কর্ত্তৃক রাজ্যের সুমনীকরণ ও স্বর্গাধিক্যসংবিধান, যমদূত সংবাদ, যমবাক্যে ইন্দ্রের মদন সংপ্রেষণ ও কাম কর্ত্তৃক নাট্যপ্রসঙ্গে যযাতির বিমোহন, যযাতির জরাপ্রবেশ ও মায়ামৃগবিলোভন, সুন্দরীদর্শন ও তদীয় গীত শ্রবণ, যযাতির পুত্রশাপ, জরাগ্রহণ, পুরঃসর পূরুর রাজ্যলাভ, অশ্রুবিন্দুমতী বাক্যে পূর্ব্বস্ত্রীবিসর্জ্জন, তাঁহাদের গান্ধর্ব্ব বিবাহ ও ক্রীড়া, যযাতির পূরুকৃত অশ্বমেধপ্রবৃত্তি, শর্ম্মিষ্ঠার ও দেবযানীবধার্থ যযাতির যদুকে আজ্ঞাদান ও যদুর তাহাতে অনাদর; যদুকে যযাতির পুনঃশাপদান, কামকলাপ্রলোভন, যযাতির স্বর্গলাভ ব্রহ্মলোকগতি, শিবলোকারোহণ ও বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি, গুরুতীর্থপ্রসঙ্গে মহাত্ম চ্যবনের তীর্থাভিগমন ও রেবাতীরে জাগরণ, কুঞ্জরশুকসংবাদ, দিব্যার বরনাশ, পূর্ব্বজন্মকথা, বৈশ্য জাতিতে দুর্বৃত্ত, পরগেহ প্রপীড়ন, উজ্জলের পুনঃ প্রশ্ন ও হংসদর্শনসম্ভব, ইন্দ্র-

নারদসংবাদ, তীর্থসমাগম, তীর্থস্নান করিয়া, ব্রহ্মহত্যাদি বিনাশন, তীর্থরাজ্যাভিষেক, মহাপাতকি চতুষ্টয়ের পরিসঙ্গম, চারিটী তীর্থের ব্রহ্মহত্যাদিলিপ্ততা, হংসরূপী তীর্থ সকলের সর্ব্বতীর্থে প্রয়াণ, ব্রহ্মহত্যাদি পাপ সকলের স্ত্রীস্বরূপতা, ব্যাধের পত্নীসম্বাদপ্রযুক্ত নর্ম্মদা-ফলকীর্ত্তন, সপত্নীক ব্যাধের পুনরায় নর্ম্মদায় স্নান, তাহাদের দিব্যগতি দর্শনে তথায় হংস সকলের মজ্জন, তৎস্নান মাত্রে তাহাদের কৃষ্ণরূপপরিত্যাগ, অনন্তর পাপরূপিণী বিকট স্ত্রীগণের নর্ম্মদা তটে মরণ, বিজ্বলের আনন্দবন-সম্ভবপ্রশ্ন, দিব্যযানগামী দম্পতীর শবমাংসাদন, কর্ম্মের বিবিধ গতি, সুবাহুচরিত্র, জৈমিনির উপদেশে বিষ্ণুর আরাধনা, সুবাহুর ভার্য্যা সহ বৈকুণ্ঠ লাভ, ও বিষ্ণুকে না দেখিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা ও রোগ সংপত্তি, বাসুদেবস্তব জন্য বামদেবের উপদেশ, অনন্তর আনন্দকাননে গমন পূর্ব্বক বিজ্বলের তদ্দুঃখশান্তি জন্য বাসুদেবস্তবপাঠ, স্তবপাঠে শুদ্ধ হইয়া বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি, কৈলাসাদ্ভুত দর্শন জন্য কপিঞ্জলের প্রশ্ন, শিবের সহিত দুর্গার নন্দনে গমন, দুর্গার কল্পদ্রুম প্রশংসা ও তৎপরিক্রিয়া, অশোকসুন্দরীর সৃষ্টি ও তাহার পতিনিরূপণ, আমার ভার্য্যা হও বলিয়া অশোকার সহিত হুণ্ডের কথোপকথন, হুণ্ডের প্রত্যাখান ও মায়াবলে হরণ, এবং হুণ্ডের প্রতি অশোকার শাপ, পুত্রার্থ আয়ুর তপস্যা ও দত্তাত্রেয়বর, হুণ্ড কর্ত্তৃক সহসা শিশু নহুষের হরণ, ভার্য্যাকে বধার্থ অর্পণ ও সূদবাক্যে দাসী কর্ত্তৃক বশিষ্ঠা-শ্রমে শিশুর নিক্ষেপ জন্য বৃদ্ধি ও বিদ্যাভ্যাসে, হুণ্ডের বধ বশিষ্ঠদেশে নহুষের প্রস্থান, ও তাঁহাকে দেখিয়া অশোক